দণ্ডবিধির ভাষ্য

গাজী শামছুর রহমান

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৭৮
[জুলাই, ১৯৭১]

বা/এ ৮৫২
পাণ্ডুলিপি : পাঠ্যপুস্তক বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
মোহাম্মদ হোসেন
বিপাশা মুদ্রণ
৪৮, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ : মোহাম্মদ ইদ্রিস

DANDABIDHIR BASHYA: (Law of Crimes: Penal Code) Written by Ghazi Shamsur Rahman, Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh, First Edition 1971

পূর্বকথা

অপরাধকে সভ্যতার অবদান বলা যায়। যতদিন সভ্যতা ছিলো না ততদিন অপরাধও ছিলো না। যে যাকে খুশি মারতে পারতো, যাকে খুশি টেনে নিয়ে যেতে পারতো। তারপর সভ্যতা এলো, মানুষ দেখলো এই রকম হতে দেয়া যায় না। তারা অনেক কাজকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করলো। তারা বলে দিলো, অপরাধ করলে সাজা হবে। সেই থেকে অপরাধের শুরু।

সভ্যতার যে স্তরে মানুষের অধিকার এবং দায়িত্ব স্বীকৃত, সেই স্তরে কোন কাজকে অপরাধ বলে ঘোষণা করা যায়। যার যা অধিকার এবং দায়িত্ব, তার বাইরে যাওয়ার নামই অপরাধ। যেখানে অধিকার এবং দায়িত্ব নেই, সেখানে অপরাধও নেই।

কাজ বলতে যেমন কোন কিছু করা বোঝায়, আবার তেমনি কিছু না করাও বোঝায়। যা করা অনুচিত তা করা যেমন অপরাধ, যা করা উচিত, তা না করাও তেমনি অপরাধ। এই করা বা না করা মানুষের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল। দণ্ডবিধিতে অভিপ্রায়ের কথা বারবার এসেছে।

আলোচ্য দণ্ডবিধির বিষয়বস্তু মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীর অপরাধ। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ, আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে ব্যক্তি এবং সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ। আলোচ্য দণ্ডবিধি প্রথমে অপরাধের সংজ্ঞা দিয়েছে, তারপর অপরাধের শাস্তি বিধান করেছে।

গাজী শামছুর রহমান দীর্ঘদিন আইন-গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছেন। বাংলা ভাষায় গবেষণামূলক এবং আইনের পাঠ্যপুস্তক রচনায় তাঁকে পথিকৃত বলা যায়। বিচারকের অভিজ্ঞতাও তাঁর কম দীর্ঘ নয়। আলোচ্য 'দণ্ডবিধির ভাষ্য' গ্রন্থখানির কিছু অংশ পড়েছি। একাধিক গ্রন্থ রচনার এবং নিষ্ঠাবান বিচারকের কর্তব্য পালনের অভিজ্ঞতার ছাপ আলোচ্য পুস্তকখানির সর্বত্র বিধৃত।

'দণ্ডবিধি আইন' প্রয়োগের ক্ষেত্র খুব সরল নয়। ভাষ্যকার তাঁর সাবলীল ভাষা ও সুন্দর যুক্তি বিন্যাসের দ্বারা এই জটিল গ্রন্থকে অনেকখানি সরল ও সরস করেছেন।

তিনি দণ্ডবিধির প্রত্যেক ধারার সংক্ষিপ্ত এবং সারবান বিশ্লেষণ দিয়েছেন। অতঃপর দিয়েছেন 'প্রমাণ' শীর্ষক বিশ্লেষণ। আমার মতে 'প্রমাণ' শীর্ষক অংশ গ্রন্থখানিকে অতিশয় সমৃদ্ধ করেছে। প্রত্যেক ধারার বিষয়বস্তু এই আলোচনার ফলে সুবোধ্য হয়েছে।

প্রতিটি শাস্তিযোগ্য অপরাধের উপাদান বর্ণনা করে ভাষ্যকার দণ্ডবিধির বিষয়বস্তু প্রাঞ্জল করেছেন। পরিশিষ্টে একটি মূল্যবান সংক্ষিপ্তসার সংযোজনের ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের কাছে গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান ও উপকারী বলে পরিগণিত হবে। শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবী এবং বিচারকবৃন্দ এই ভাষ্য দ্বারা উপকৃত হবেন।

আইন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কে. এ. এ. কামরুদ্দিন

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধারণ ব্যাখ্যাসমূহ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার সম্পর্কিত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুষ্কার্যে সাহায্যকরণ সম্পর্কিত

পঞ্চম-ক পরিচ্ছেদ
অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ সম্পর্কিত

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গণ-শান্তির পরিপন্থী অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

নবম পরিচ্ছেদ

সরকারী কর্মচারিগণ কর্তৃক বা সরকারী কর্মচারিগণ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

নবম-ক পরিচ্ছেদ

নির্বাচনসমূহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

দশম পরিচ্ছেদ

সরকারী কর্মচারিগণের আইনানুগ কর্তৃত্ব অবমাননা সম্পর্কিত

একাদশ পরিচ্ছেদ

মিথ্যা সাক্ষ্যদান ও সামাজিক ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মুদ্রা ও সরকারী স্ট্যাম্পসমূহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাটখারা ও মাপকাঠি সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা, শোভনতা ও নৈতিকতা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মানবদেহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত জীবন ক্ষুণ্ণকারী অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

যেক্ষেত্রে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন গণ্য নহে

গর্ভপাত করান, অজাত সন্তানসমূহের ক্ষতি সাধন, শিশুসমূহের পরিত্যাগ ও গোপন সম্পর্কিত

আঘাত সম্পর্কিত

অবৈধ বাধা ও অবৈধ অবরোধ সম্পর্কিত

অপরাধমূলক বল প্রয়োগ ও আক্রমণ সম্পর্কিত

মনুষ্য হরণ, নারী বা শিশু হরণ, দাসত্ব ও জবরদস্তিমূলক শ্রম সম্পর্কিত

নারী ধর্ষণ সম্পর্কিত

অস্বাভাবিক অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ সম্পর্কিত চুরি সম্পর্কিত

বলপূর্বক গ্রহণ সম্পর্কিত

দস্যুতা ও ডাকাতি সম্পর্কিত

অপরাধমূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ সম্পর্কিত

অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ সম্পর্কিত

চোরাই মাল গ্রহণ সম্পর্কিত

প্রতারণা সম্পর্কিত

প্রতারণামূলক দলিলসমূহ ও প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ সম্পর্কিত

অনিষ্ট সম্পর্কিত

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ সম্পর্কিত

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দলিলাদি এবং ব্যবসায় বা সম্পত্তি-চিহ্নসমূহ সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত

বাণিজ্য, সম্পত্তি ও অন্যান্য চিহ্ন সম্পর্কিত

পত্রমুদ্রা বা ব্যাংক নোট সম্পর্কিত

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

চাকুরি চুক্তিসমূহের অপরাধমূলক ভঙ্গকরণ সম্পর্কিত

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মানহানি সম্পর্কিত

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন, অপমান ও বিরক্তকরণ সম্পর্কিত

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাধসমূহ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ সম্পর্কিত

বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

১ গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য
২. সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ভাষ্য
৩. বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা
৪. সাক্ষ্য আইনের ভাষ্য
৫. চুক্তি আইনের ভাষ্য (মুদ্রণের অপেক্ষায়)
৬. অংশীদারী আইনের ভাষ্য "
৭. পণ্য বিক্রয় আইনের ভাষ্য "

দণ্ডবিধির ভাষ্য

দণ্ডবিধি

১৮৬০ সালের ৪৫ নম্বর আইন

[৬ই অক্টোবর, ১৮৬০]

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতরণিকা

মূলের অনুবাদ

প্রস্তাবনা — যেহেতু বাংলাদেশের জন্য একটি সাধারণ দণ্ডবিধির ব্যবস্থা করা জরুরী হইয়া পড়িয়াছে ; সেইহেতু ইহা নিম্নরূপ বিধিবদ্ধ করা যাইতেছে ঃ

বিশ্লেষণ

আলোচ্য আইনে সাধারণ দণ্ডবিধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে দণ্ডবিধি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। আলোচ্য আইনের ইহাই প্রস্তাবনা।

আইন ব্যাখ্যার সূত্র

আইন ব্যাখ্যা করিবার সময়, বিশেষ করিয়া দণ্ডবিধি ব্যাখ্যার সময়ে আইনের ধারায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। আইনের ধারায় ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া থাকিলে তাহাই গ্রহণ করিতে হয়। ঐরূপ সংজ্ঞা না থাকিলে আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য আভিধানিক অর্থ গ্রহণের ফলে যদি একটি অসম্ভব পরিণতি আসিয়া পড়ে, তবে তাহা বর্জন করা অসমীচীন নয়।

দণ্ডবিধি ব্যাখ্যা করিবার সময় দণ্ডবিধি প্রণেতাগণের অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। সেই উদ্দেশ্যে প্রণেতাগণের নোট দেখা যাইতে পারে।[১] দণ্ডবিধি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধি। সুতরাং ইহা অর্থ করিবার সময় ইহার বহির্ভূত কিছুই বিবেচ্য নহে।[২] দণ্ডবিধির প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, ইহাতে ব্যবহৃত ভাষার দুইটি অর্থ গ্রহণ সম্ভব, সেক্ষেত্রে তেমন অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে যাহা আসামীর স্বাধীনতার সপক্ষে।[৩] দণ্ডবিধির ধারাসমূহে যে ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই ভাষার মধ্যে যাহা আছে, তদ্দ্বারা দণ্ডবিধির অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।[৪] ভাষার মধ্যে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই এই অজুহাতে কোন ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া বা আনুমানিক যুক্তির ভিত্তিতে আসামীকে দোষী করা যায় না।[৫] দণ্ডবিধি আইন নাগরিকের স্বাধীনতাকে আঘাত করে ; তাই ইহার ব্যাখ্যা পূর্ণভাবে স্বাভাবিক এবং নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন।[৬] দণ্ডবিধি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি সন্দেহের সম্মুখীন হইতে হয়, তবে সেই সন্দেহের ফায়দা আসামী পাইবে।[৭]

বিধিবদ্ধকরণ

যে ক্ষেত্রে আইন বিধিবদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে ঐ বিষয়ের আইন সন্ধান করিবার জন্য অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অনুচিত। বিধিবদ্ধ আইনকে নিবিষ্ট চিত্তে পর্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। পূর্বে আইনের অবস্থা কি ছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া এবং তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আলোচ্য বিধিবদ্ধ আইনের ব্যাখ্যা করা অনুচিত। অতীতের দিকে তাকাইয়া, অতীতের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, যদি বর্তমান আইন সম্পর্কে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, তবে আইনের বিধিবদ্ধকরণ অর্থহীন হইয়া পড়ে। আইনের অবস্থা নির্ণয় করিতে যদি অতীতের নজীরসমূহ হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয়, তবে যে উদ্দেশ্যে আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশ্য কোন অবস্থাতেই অতীতের অবস্থাকে বিবেচনা করা যাইবে না এমন উক্তি ঠিক নয়। দণ্ডবিধি আইনে এমন শব্দ থাকা সম্ভব, ইহা বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে যে শব্দগুলি একটি বিশেষ অর্থ বহু দিন ধরিয়া বহন করিতেছে। সেই অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য অতীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, প্রয়োজনীয়।[৮]

প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনাকে আইনের অংশরূপে গণ্য করা হয়। আইনকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাই প্রস্তাবনাকে বিবেচনায় আহ্বান করা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া প্রস্তাবনাকে এমন শক্তিধর করিয়া তোলা যায় না যে উহা আইনের বিস্তারকে সংহত করিতে পারে। প্রস্তাবনায় আভাষিত এলাকার নির্দেশেও আইন বিচরণ করিতে পারে।[৯] দণ্ডবিধির প্রস্তাবনায় দণ্ডবিধি প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের জন্য একটি সাধারণ দণ্ডবিধির ব্যবস্থা করা।[১০]

ধারার শিরনাম

আলোচ্য আইনের প্রত্যেক ধারায় একটি শিরনাম আছে। ইহার একমাত্র কাজ হইল ধারার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা। ইহা অন্য কোন মূল্য বহন করে না। আইনের ধারা ব্যাখ্যা করিবার সময় তাই এইগুলি সর্বতোভাবে উপেক্ষণীয়।[১১]

উদাহরণ

দণ্ডবিধির ধারাসমূহে সমগ্র আইন বিধৃত। উদাহরণ দ্বারা কোন বিধান প্রদত্ত হয় নাই। উদাহরণ না থাকিলেও আইনের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত না। ধারাকে বুঝিবার জন্য উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।[১২] কিন্তু তাই বলিয়া উদাহারণ একেবারে অর্থহীন নয়। ইহা ধারার অংশ না হইলেও আইনের অংশ। সুতরাং এইগুলি উপেক্ষা করা

অনুচিত। উদাহরণসমূহ খুবই উপকারী। আইন প্রয়োগ এবং কার্যকরী করার ক্ষেত্রে এইগুলির অবদান অপরিসীম।[১৩]

মূল ধারার অনুবাদ

বিধির শিরনামা ও কার্যকারিতার আওতা

১। অত্র আইন দণ্ডবিধি নামে অভিহিত হইবে, এবং ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকরী হইবে।

বিশ্লেষণ

প্রত্যেক আইনের একটি নাম থাকে। নামেই ইহার পরিচয় হয়। সাল ও নম্বর দিয়াও আইনের পরিচয় হয়। বর্তমান আলোচ্য আইনের সে পরিচয়ও আছে। ইহা ১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন।

আলোচ্য আইনের নাম দণ্ডবিধি। দণ্ডবিধি নামেই ইহার সর্বাধিক পরিচয়।

এই আইন ১৮৬২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে কার্যকরী হয়। তৎপূর্বে দেশে অন্য প্রকার আইন প্রচলিত ছিল।

আলোচ্য আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযুক্ত হইবে। বাংলাদেশের জাহাজ, তাহা সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যাহাই হউক না কেন, এবং বাংলাদেশের নাগরিকগণের মহাসমুদ্রস্থিত জাহাজ এবং বন্দরে উপনীত বিদেশী নাগরিকদের জাহাজ, এইগুলির প্রত্যেকটি আইনগতভাবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের উপরে অবস্থিত বায়ুমণ্ডল বাংলাদেশের আইনভুক্ত। বাংলাদেশের বিমানও একইভাবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আইনে যে সমস্ত অপরাধের কথা আছে, তাহার তদন্ত এবং বিচার প্রভৃতি সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিতে হয়। আলোচ্য আইনকে তাই মূল আইন এবং ফৌজদারী কার্যবিধিকে বিশেষণ আইন বলা হয়।

বাংলাদেশের এলাকা কতদূর বিস্তৃত, সংবিধান তাহা বর্ণনা করিয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত অপরাধ-সমূহের শাস্তি

২। প্রত্যেক ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অত্র বিধির বিধানসমূহের পরিপন্থী যে কার্য বা বিচ্যুতির জন্য দোষী গণ্য হইবে, তাহার প্রত্যেক কার্য বা বিচ্যুতির জন্য অত্র বিধির অধীনে এবং প্রকারান্তরে নহে—দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

(ক) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের এলাকার মধ্যে কোন কাজ করে, বা

(খ) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের এলাকার মধ্যে কোন কর্ম-বিচ্যুতি করে, এবং

(গ) ঐ কাজ বা কর্ম-বিচ্যুতি আলোচ্য আইনের বিধানের পরিপন্থী হয়, এবং

(ঘ) তৎকারণে ঐ ব্যক্তি বাংলাদেশের এলাকার আলোচ্য আইনের বিধান বহির্ভূত কাজ বা কর্ম-বিচ্যুতির জন্য দোষী গণ্য হয়, তবে সে ক্ষেত্রে,

(ঙ) সেই ব্যক্তি আলোচ্য বিধির অধীনে শাস্তিযোগ্য হইবেন, এবং

(চ) তিনি অন্য কোনভাবে শাস্তি পাইবেন না।

আলোচ্য ধারার মূল বক্তব্য হইতেছে যে, আলোচ্য আইনের বিধান পরিপন্থী কাজ বা কর্ম-বিচ্যুতি যাহারা করিবেন, তাহারা প্রত্যেকেই আলোচ্য আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন। আলোচ্য আইন বলবৎ হইবার জন্য একটি মাত্র শর্ত প্রয়োজন এবং তাহা হইতেছে এই যে, অপরাধমূলক কাজ বা কর্ম-বিচ্যুতি বাংলাদেশের এলাকার মধ্যে সংঘটিত হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি

আলোচ্য ধারায় 'প্রত্যেক ব্যক্তি' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া অতি সুস্পষ্ট। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ প্রভৃতি কোন কারণেই, অপরাধ করিলে কেহ শাস্তি এড়াইতে পারিবেন না। অথবা একই অপরাধের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতির কারণে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি হইবে না। যে বিদেশী বা বিদেশিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের হেফাজত মানিয়া লন, তিনি আলোচ্য আইনের অধিকার এড়াইয়া যাইতে পারেন না। কোন বিদেশী তাই এই অজুহাত দেখাইয়া মুক্তি পাইতে পারেন না যে, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা বাংলাদেশে অপরাধ হইলেও তাহার দেশে নয়। অবশ্য এই অজুহাত তাহার শাস্তির পরিমাণ কমাইয়া দিতে সাহায্য করিতে পারে।[১৪]

'প্রত্যেক ব্যক্তি'র মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত নহেন: নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ আলোচ্য আইনের পূর্ণ অধীন নহেন ;

(ক) বিদেশী রাজাগণ আলোচ্য আইনের অধীন নহেন।

(খ) রাষ্ট্রদূত এবং কূটনৈতিক কর্মচারীবৃন্দ আলোচ্য আইনের অধীন নহেন। তাঁহারা যদি কোন অপরাধ করেন, তবে তাঁহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া দেওয়া যায়। তাঁহাদের স্ব-স্ব দেশ তাঁহাদিগকে বিচার করিবে।

(গ) যুদ্ধবন্দীদের আলোচ্য আইনের অধীনে বিচার করা যায় না। বাংলাদেশে যুদ্ধবন্দীদের বিচারের জন্য আইন প্রণীত হইয়াছে।

(ঘ) দেশের আমন্ত্রণে বিদেশী সেনাবাহিনী দেশে প্রবেশ করিলে তাঁহারা আলোচ্য আইনের অধীন হন না।

(ঙ) রাষ্ট্রপতি।

সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে

৫১। (১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটাইয়া বিধান করা হইতেছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করিয়া থাকিলে বা না করিয়া থাকিলে সেইজন্য তাহাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না।

(২) রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হইতে পরোয়ানা জারী করা যাইবে না।

(চ) সরকারী কর্মচারী।

এই প্রসঙ্গে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৩২ ধারা উদ্ধৃতিযোগ্য।

সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অধ্যায় অনুসারে কৃত বলিয়া কথিত কোন কার্যের জন্য কোন ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের যাইবে না, এবং

(ক) এই অধ্যায় অনুসারে সরল বিশ্বাসে কার্যপরিচালক কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার ;

খ) ১৩১ ধারা অনুসারে সরল বিশ্বাসে কার্যপরিচালক কোন অফিসার ;

(গ) ১২৮ অথবা ১৩০ ধারা অনুসারে প্রদত্ত রিকুইজিশন অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কোন কার্যপরিচালক ব্যক্তি, এবং

(ঘ) যে আদেশ তিনি মানিতে বাধ্য এইরূপ কোন আদেশ পালন করিতে গিয়া কৃত কোন কার্যপরিচালক কোন নিম্নপদস্থ অফিসার বা সৈনিক বা স্বেচ্ছাসেবক উক্ত কার্য দ্বারা কোন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া ধরা যাইবে না ; তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোন অফিসার বা সৈনিকের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী আদালতে এইরূপ কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

প্রকারান্তরে নহে

আলোচ্য আইনে, আইনের অধীনে যে অপরাধ সংঘটিত হয় সেই অপরাধের শাস্তি আলোচ্য আইন অনুযায়ী হইবে, অন্য প্রকারে নয়। অন্য কোন আইনে একই অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান থাকিলে 'জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট'-এর ২৬ ধারা অনুযায়ী

যে কোন সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বিচার চলিবে কিন্তু একই অপরাধের জন্য একাধিক-বার অভিযোগ চলিবে না। অন্যান্য আইনে দণ্ডবিধির বিধান সত্ত্বেও ভিন্ন প্রকার শাস্তির বিধান থাকিলে সে ক্ষেত্রে সেই আইন বলবৎ হইবে। অন্যান্য আইন থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য আইনে শাস্তি বিধান বে-আইনী নহে।[১৫]

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশের বাহিরে অনুষ্ঠিত কিন্তু আইন বলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিচার-যোগ্য অপরাধসমূহের শাস্তি

৩। বাংলাদেশের বাহিরে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য যে কোন বাংলাদেশ আইন বলে বিচারযোগ্য যে কোন ব্যক্তির বাংলাদেশের বাহিরে অনুষ্ঠিত যে কোন কার্যের জন্য অত্র বিধির বিধানসমূহ মোতাবেক এমনভাবে বিচার করা হইবে যেন অনুরূপ কার্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের বাহিরে যে সমস্ত বাঙালী অবস্থান করেন, তাঁহাদের উপরে আলোচ্য আইন (দণ্ডবিধি) সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। তাঁহারা বাংলাদেশের বাহিরে যদি এমন কাজ করেন, যাহা বাংলাদেশে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অপরাধী বলিয়া বিচার্য হইবেন। ফ্রান্সে দ্বৈতযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অপরাধ নহে। কিন্তু কোন বাঙালী যদি ফ্রান্সে এইরূপ বীরত্বপূর্ণ কাজে যোগদান করেন, তবে তিনি পুরস্কৃত হইবার বদলে তিরস্কৃত হইবেন; বাংলাদেশের আইনে তাঁহাকে বিচার করা যাইবে। বিলাতে ব্যভিচার অপরাধ নহে। কিন্তু বাংলাদেশের কোন নাগরিক যদি ঐ দেশে বসিয়া ঐ কাজ করেন, তবে তিনি নিরাপদ নন; বাংলাদেশের আইনে তাঁহাকে বিচার করা যায়।

বাংলাদেশের বাহিরে অনুষ্ঠিত কাজের জন্য, যদি তাহা বাংলাদেশের আইনে অপরাধ হয়, তাহাকে দণ্ডবিধির বিধান অনুযায়ী এমনভাবে বিচার করা হইবে যেন ঐ কাজ তিনি বাংলাদেশে করিয়াছেন।

আলোচ্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সকল নাগরিক একই প্রকার ব্যবহার পাইবেন। বাংলাদেশের বাহিরে হউক বা অভ্যন্তরে হউক, যে কার্য বাংলাদেশের আইনে অপরাধমূলক তাহার বিচার একইভাবে হইবে।

প্রসঙ্গতঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮৮ ধারা উদ্ধৃত হইতেছে:

যখন বাংলাদেশের কোন নাগরিক বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে অপরাধ করে, তখন বাংলাদেশের যে স্থানে তাহাকে পাওয়া যাইবে, অপরাধটি

সেই স্থানে করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইয়া সে সম্পর্কে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে ঃ

তবে এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী ধারাগুলিতে যাহাই থাকুক না কেন, সরকারের অনুমোদন ব্যতীত উক্ত অপরাধ সম্পর্কিত কোন অভিযোগ সম্পর্কে বাংলাদেশে তদন্ত হইবে না ঃ

তবে এই ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে অপরাধটি যদি বাংলাদেশে করা হইত তাহা হইলে যদি উক্ত ব্যবস্থা একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই অপরাধের জন্য পরবর্তী ব্যবস্থার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইত, তাহা হইলে উক্ত ব্যবস্থা বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে কৃত একই অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে ১৯০৩ সালের বিদেশী অপরাধী প্রত্যর্পণ আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

৪। অত্র বিধির বিধানসমূহ :

অতিরাষ্ট্রীয় অপরাধসমূহের প্রতি বিধির (আওতা) সম্প্রসারণ

(১) যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত যে কোন অপরাধের প্রতিও প্রযোজ্য ;

(২) যেখানেই থাকুক না কেন বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত যে কোন বিমান পোতারূঢ় যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত যে কোন অপরাধের প্রতিও প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যা ঃ অত্র ধারায় "অপরাধ" বলিতে বাংলাদেশের বাহিরে অনুষ্ঠিত এমন প্রত্যেক কার্য, যাহা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হইলে অত্র বিধির অধীনে শাস্তিযোগ্য হইত, বুঝাইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) বাংলাদেশী নাগরিক ক উগাণ্ডায় একটি খুন অনুষ্ঠান করে। বাংলাদেশের যে কোন স্থানে যেখানে তাহাকে পাওয়া যাইবে তাহার বিচার করা যাইবে ও তাহাকে খুনের অপরাধে দণ্ডিত করা যাইবে।

(খ) জনৈক ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজা খ রংপুরে একটি খুন অনুষ্ঠান করে। বাংলাদেশের যে কোন স্থানে যেখানে তাহাকে পাওয়া যাইবে তাহার বিচার করা যাইবে ও তাহাকে খুনের অপরাধে দণ্ডিত করা যাইবে।

(গ) বাংলাদেশ সরকারের চাকুরীতে নিযুক্ত জনৈক বিদেশী নাগরিক গ খুলনায় একটি খুন অনুষ্ঠান করে। বাংলাদেশের যে কোন স্থানে যেখানে তাহাকে পাওয়া যাইবে, তাহার বিচার করা যাইবে এবং তাহাকে খুনের অপরাধে দণ্ডিত করা যাইবে।

(ঘ) খুলনায় বসবাসকারী জনৈক বৃটিশ নাগরিক ঘ, ঙ-কে চট্টগ্রামে একটি খুন অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করে। ঘ খুনের সহায়তার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

বিশ্লেষণ

আলোচ্য আইনের বিধানসমূহ সকল বাঙালীর উপর প্রযোজ্য। (আমাদের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিক বাঙালী বলিয়া পরিচিত।) বাঙালী যেখানেই অপরাধ করুক না কেন, আলোচ্য আইন তাহার উপর প্রযোজ্য হইবে। যে বিমান বা পোত বাংলাদেশের রেজিস্ট্রিকৃত তাহার আরোহী যদি অপরাধ করেন, তবে আলোচ্য আইন তাঁহার উপর প্রযোজ্য হইবে।

বাংলাদেশের বাহিরে কৃত অপরাধ

যখন কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে অপরাধ করেন এবং বাংলাদেশে অবস্থান করিতে থাকেন, সে অবস্থায় তাহাকে সেই দেশে সমর্পণ করা যায় যে দেশে তিনি অপরাধ করিয়াছেন অথবা বাংলাদেশে তাহাকে বিচার করা যায়।

দেশ-বহির্ভূত এখতিয়ার

বাংলাদেশের আদালত বাংলাদেশের বাহিরে জলে স্থলে অনুষ্ঠিত অপরাধের বিচার করিতে অধিকারী। বর্তমান ধারা আদালতকে এই ক্ষমতা দিয়াছে। বাংলাদেশের বাহিরে মহাসমুদ্রে অর্ণবপোত বা জাহাজের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে। এই জাহাজ যদি বাংলাদেশের রেজিস্ট্রিকৃত হয় তবে তাহার উপর অনুষ্ঠিত অপরাধ আলোচ্য আইনে বিচারযোগ্য। এই বিধানের পিছনে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। সমুদ্রগামী জাহাজকে আইন একটি ভাসমান দ্বীপ মনে করে; এই দ্বীপের মালিক সেই দেশ যে দেশের পতাকা উহা বহন করে। বিমানের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রযোজ্য।

মূল ধারার অনুবাদ

অত্র আইন কতিপয় আইনকে ক্ষুণ্ন করিবে না

৫। অত্র আইনের কোন কিছুই অথবা প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিয়োজিত পদস্থ কর্মচারীদের সৈনিকগণ, নাগরিকগণ বা বৈমানিকগণ বিদ্রোহ ও পলায়নের শাস্তি বিধান সংক্রান্ত

কোন আইন অথবা কোন বিশেষ স্থানীয় আইনের যে কোন বিধান বাতিল, রদবদল, স্থগিতকরণ বা ক্ষুন্নকরণের জন্য অভিপ্রেত বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

আলোচ্য আইনের ২ ধারায় বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অত্র বিধির বিধানসমূহের পরিপন্থী যে কার্য বা বিচ্যুতির জন্য দোষী গণ্য হইবে তাহার প্রত্যেক কার্য বা বিচ্যুতির জন্য অত্র বিধির অধীনে কিন্তু প্রকারান্তরে নহে দণ্ডনীয় হইবে। আলোচ্য আইনের এই দ্বিতীয় ধারা দণ্ডবিধিমূলক পূর্বেকার সমগ্র আইনকে রদ করিয়া দেয়। অতঃপর বর্তমান ধারায় বলা হয় যে, আলোচ্য আইন স্থানীয় বা বিশেষ আইনকে রদ করিবে না। সুতরাং আইন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, আলোচ্য দণ্ডবিধি এবং দেশে প্রচলিত স্থানীয় এবং বিশেষ আইন অপরাধের শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

বিশেষ এবং স্থানীয় আইন

আলোচ্য আইনের ৪১ এবং ৪২ ধারায় বিশেষ আইন এবং স্থানীয় আইন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিশেষ আইন তাহাকে বলে, যাহা বিশেষ বিষয়ের ব্যাপারে নিবদ্ধ। শুল্ক আইন, আফিং আইন, গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ আইন প্রভৃতির দ্বারা যে অপরাধ সৃষ্টি হয় তাহা বিশেষ আইনের পর্যায়ে পড়ে। স্থানীয় আইন বলিতে বাংলাদেশের কোন অংশের প্রযুক্ত আইনকে বুঝায়। বিমান বন্দর আইন প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে।

যখন কোন স্থানীয় বা বিশেষ আইন দ্বারা কোন কার্য বা কর্ম-বিচ্যুতিকে অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং উক্ত স্থানীয় বা বিশেষ আইন কি পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালিত হইবে তাহা বলিয়া দেয়, সে ক্ষেত্রে অন্যভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা অবৈধ।[১৬] বিশেষ আইনকে যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া প্রণয়ন করা হয় তবে আলোচ্য দণ্ডবিধি বিশেষ আইনের কোন বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করিতে পারে না।[১৭] অবশ্য বিশেষ বা স্থানীয় আইন যদি দণ্ডবিধির অপ্রযোজ্যতা ঘোষণা না করে তবে দণ্ডবিধি কার্যকর থাকিয়া যায়।[১৮] একই কর্ম বা কর্ম-বিচ্যুতি যে ক্ষেত্রে দণ্ডবিধি আইনে এবং বিশেষ আইনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, সে ক্ষেত্রে বিশেষ আইন প্রয়োগ করা উচিত। দণ্ডবিধি আইন এবং বিশেষ আইনে বিরোধ বাধিলে বিশেষ আইন মর্যাদা পাইবে।[১৯] কিন্তু একই ব্যক্তিকে দণ্ডবিধি আইনে এবং বিশেষ আইনে শাস্তি দেওয়া যায় না।[২০]

প্রসঙ্গতঃ 'জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট'-এর ২৬ ধারা দ্রষ্টব্য :

26. Provision as to offences punishable under two or more enactments. Where an act or omission constitutes an offence under two or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be liable to be punished twice for the same offence.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধারণ ব্যাখ্যাসমূহ

মূল ধারার অনুবাদ

বিধির সংজ্ঞাসমূহের অর্থ ব্যতিক্রমসমূহ সাপেক্ষে হইবে

৬। অত্র বিধির সর্বত্র অপরাধের প্রতিটি সংজ্ঞা, প্রতিটি দণ্ডবিধান অনুরূপ সংজ্ঞা বা দণ্ডবিধানের প্রতিটি উদাহরণের অর্থ "সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিধৃত ব্যতিক্রমসমূহ সাপেক্ষে করিতে হইবে, যদিও উক্ত ব্যতিক্রমসমূহ অনুরূপ সংজ্ঞা, দণ্ডবিধান বা উদাহরণে পুনরুল্লেখ করা না হয়।

উদাহরণসমূহ

(ক) অত্র বিধির যে ধারাসমূহে অপরাধসমূহের সংজ্ঞাসমূহ বিধৃত রহিয়াছে তাহা এই কথা প্রকাশ করে না যে সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু অনুরূপ অপরাধসমূহ অনুষ্ঠান করিতে পারে না; তবুও সংজ্ঞাসমূহের অর্থ সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু কর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না এইরূপ ব্যবস্থা সম্বলিত সাধারণ ব্যতিক্রম সাপেক্ষে করিতে হইবে।

(খ) পদস্থ পুলিশ কর্মচারী ক খুন অনুষ্ঠানকারী ল'কে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করেন। এই ক্ষেত্রে ক অবৈধ অবরোধের অপরাধে গণ্য হইবে না, কারণ ল'কে গ্রেফতার করিবার জন্য তিনি আইনতঃ বাধ্য ছিলেন এবং সেই কারণে বিষয়টি কোন কিছু সম্পাদনের জন্য আইনতঃ বাধ্য এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোন কিছু অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না—এইরূপ ব্যবস্থা সম্বলিত সাধারণ ব্যতিক্রমের আওতায় পড়িবে।

বিশ্লেষণ

আলোচ্য আইনে একটি পরিচ্ছেদ আছে যাহার নাম 'সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ'। সেই পরিচ্ছেদে ব্যতিক্রম সম্পর্কিত বিধান বিধৃত। দবির সাবেতের দিকে একখানি ছুরিকা নিক্ষেপ করে। সাবেত ছুরিকাহত হইয়া হাসপাতালে নীত হয় এবং সেখানে

সে প্রাণ ত্যাগ করে। এমতাবস্থায় দবির সাধারণভাবে নরহত্যার অপরাধ করিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু যদি দেখা যায় যে দবিরের বয়স সাত বৎসরের কম তবে আইন তাহাকে অপরাধী মনে করে না। ইহা একটি ব্যতিক্রম।

আলোচ্য বিধিতে অপরাধের সংজ্ঞা রহিয়াছে, রহিয়াছে সেই অপরাধের দণ্ডের বিধান। আলোচ্য আইনে আছে অপরাধের সংজ্ঞা এবং দণ্ড সম্পর্কে উদাহরণ। এই সমস্ত সংজ্ঞা, দণ্ডের বিধান বা উদাহরণেব মধ্যে ব্যতিক্রমের উল্লেখ না থাকিলেও সেগুলি সাধারণ ব্যতিক্রমের অধীন ধরিয়া লইতে হইবে।

বিশেষ উদ্দেশ্য

'সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ' শীর্ষক পরিচ্ছেদ আলোচ্য সমগ্র দণ্ডবিধিকে প্রভাবান্বিত করে। কোন কর্ম বা কর্ম-বিচ্যুতি অপরাধরূপে গণ্য হইবার যোগ্য কি না, তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে শুধু সেই অপরাধের সংজ্ঞা অবধান করা যথেষ্ট নহে। সঙ্গে সঙ্গে 'সাধারণ ব্যতিক্রম' শীর্ষক পরিচ্ছেদের দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজনীয়। আলোচ্য আইনের অপরাধের সংজ্ঞার মধ্যে পড়িয়াও কোন কর্ম বা কর্ম-বিচ্যুতি যদি কোন ব্যতিক্রমের অধীন হয় তবে উহাকে আর অপরাধ বলা যায় না।

প্রমাণের দায়িত্ব

কোন কর্ম বা কর্ম-বিচ্যুতি কোন ব্যতিক্রমের অধীনে, আসে কি-না, তাহা প্রমাণের সম্যক দায়িত্ব আসামীর উপর ন্যস্ত নয়। প্রসঙ্গতঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ২২১ (৫) ধারা এবং সাক্ষ্য আইনের ১০৫ ধারা প্রণিধানযোগ্য ঃ

২২১ (৫) (ফৌজদারী কার্যবিধি)

কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ গঠন করা হইলে তাহা এই মর্মে বিবৃতি দেওয়ার শামিল যে, উক্ত বিশেষ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধটি গঠনের জন্য আইনতঃ যে সকল শর্ত রহিয়াছে তাহা পূরণ করা হইয়াছে।

১০৫ ধারা সাক্ষ্য আইন

কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, মামলাটি যাহাতে বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে বর্ণিত সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহের মধ্যে পড়িতে পারে অথবা দণ্ডবিধিতে বর্ণিত কোন বিশেষ ব্যতিক্রম বা উহার অপর কোন অংশে বর্ণিত কোন শর্তের মধ্যে পড়িতে পারে বা উক্ত অপরাধ সম্পর্কিত অপর কোন আইনে বর্ণিত কোন শর্তের মধ্যে পড়িতে পারে, এইরূপ কোন পরিস্থিতির অস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত অবশ্যই অনুরূপ পরিস্থিতি অনুপস্থিত বলিয়া অনুমান করিবেন।

১০৫ ধারা সাক্ষ্য আইন

উদাহরণ

(ক) হত্যার দায়ে অভিযুক্ত 'এ' অভিযোগ করে যে, মানসিক অসুস্থতার দরুন সে তাহার কৃতকার্যের প্রকৃতি জ্ঞাত ছিল না। ইহা প্রমাণের দায়িত্ব 'এ'-এর উপর ন্যস্ত।

(খ) হত্যার দায়ে অভিযুক্ত 'এ' অভিযোগ করে যে, গুরুতর ও আকস্মিক উস্কানির দরুন সে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহা প্রমাণের দায়িত্ব 'এ'-এর উপর ন্যস্ত।

(গ) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি উক্ত বিধির ৩৩৫ ধারায় বর্ণিত অবস্থা ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কাহাকেও গুরুতররূপে জখম করিলে আইনে নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

"এ" দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারা অনুসারে গুরুতর জখম করার দায়ে অভিযুক্ত হইল।

মামলাটি যে ৩৩৫ ধারায় বর্ণিত পরিস্থিতির আওতায় পড়ে তাহা প্রমাণ করার দায়িত্ব "এ" এর উপর ন্যস্ত।

মূল ধারার অনুবাদ

একবার ব্যাখ্যাত অভিব্যক্তির তাৎপর্য

৭। অত্র বিধির যে কোন অংশে ব্যাখ্যাত প্রত্যেক অভিব্যক্তি অত্র বিধির প্রত্যেক অংশে উক্ত ব্যাখ্যার অনুযায়ী করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে।

বিশ্লেষণ

কোন অভিব্যক্তি আলোচ্য আইনের এক স্থানে যেভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আলোচ্য বিধির সর্বত্র সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রত্যেক অভিব্যক্তি সর্বত্র একই অর্থ বহন করে। এক স্থানে এক অর্থ অন্য স্থানে অন্য অর্থ, এইরূপ হয়না।

আইন ব্যাখ্যার ইহা একটি সাধারণ নিয়ম যে, একই আইনে যদি একটি শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয় তবে সেই শব্দ ঐ আইনের সর্বত্র একই অর্থ প্রকাশ করিবে।[২১]

আইনে যে শব্দের সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা বা অর্থ প্রদান করা হয় নাই সে সমস্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। কোন শব্দ বা অভিব্যক্তির অর্থ স্পষ্ট না হইলে সদৃশ আইনে ঐ শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা যায়।[২২]

মূল ধারার অনুবাদ

লিঙ্গ

৮। "তিনি" সর্বনাম এবং উহার প্রত্যয়সিদ্ধ রূপসমূহ পুরুষ বা মহিলা, যে কোন ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিশ্লেষণ

আলোচ্য আইনে যেখানে 'তিনি' সর্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে বা 'তিনি'র অন্য কোন রূপ যথা তাহার, তাহারা, তাহাদের, তাহাদিগকে প্রভৃতি ব্যবহার করা হইয়াছে সেখানে এই শব্দসমূহের দ্বারা যে ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে বুঝানো হইয়াছে, ঐ ব্যক্তি বা উহারা পুরুষও হইতে পারেন, মহিলাও হইতে পারেন।

বাংলা ভাষায় বর্তমান ধারার প্রয়োজনীয়তা এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। ইংরেজী ভাষায় যিনি পুরুষ তাহার সর্বনাম 'হি' (He) আর যিনি মহিলা তাহার সর্বনাম 'শি' (She) কিন্তু বাংলা ভাষায় যিনি পুরুষ এবং যিনি মহিলা তাহাদের উভয়ের সর্বনাম 'তিনি'। লিঙ্গভেদে সর্বনামের পরিবর্তন নাই। বচন এবং বিভক্তি যোগে সর্বনাম বাংলাতে ভিন্নরূপ ধারণ করে বটে কিন্তু লিঙ্গভেদে সর্বনাম অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ 'জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট'-এর—১৩ ধারা উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

13. Gender and number. In all Acts and Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context,

(1) Words importing the masculine gender shall be taken to include females ; and

(2) Words in the singular shall include the plural, and vice versa.

মূল ধারার অনুবাদ

বচন

৯। প্রসঙ্গ বিশেষ ভিন্নতর না বুঝাইলে বহুবচন একবচন বাচক শব্দাবলীর শামিল হইবে, এবং একবচন বহুবচন বাচক শব্দাবলীর শামিল হইবে।

বিশ্লেষণ

আলোচ্য আইনে যেখানে একবচনের ব্যবহার আছে সেখানে বহুবচনও তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় ; আবার বহুবচন যেখানে ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে একবচনও তাহার অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। অবশ্য প্রসঙ্গ যদি ভিন্নতর অর্থ জ্ঞাপন করে তবে এইরূপ অন্তর্ভুক্তি অগ্রাহ্য করিতে হয়।

আলোচ্য আইনে যেখানে 'তিনি' শব্দের ব্যবহার আছে সেখানে 'তিনি' বলিতে প্রয়োজন মত 'তাহারা'ও বুঝা যাইবে। আবার আইনে যেখানে 'তাহারা' শব্দ আছে সেখানে প্রয়োজন মত 'তিনি' বুঝা যাইবে।

'জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টে'-ও অনুরূপ বিধান বর্তমান। তাহার উদ্ধৃতি আমরা পূর্বে দিয়াছি ৮ ধারা দ্রষ্টব্য)।

মূল ধারার অনুবাদ

পুরুষ
মহিলা

১০। "নর" শব্দে যে কোন বয়সের পুরুষ মানুষ বুঝাইবে ; "নারী" শব্দে যে কোন বয়সের স্ত্রী লোক বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

আলোচ্য আইনে 'নর' শব্দে পুরুষ লোক ও 'নারী' শব্দে স্ত্রীলোক বুঝায়। বয়সভেদে এই শব্দের তারতম্য হয় না। ছয় বছরের শিশুকেও লিঙ্গভেদে 'নর'ও 'নারী'-রূপে অভিহিত করা হয়। তাই বলিয়া গর্ভের শিশুকে নর বা নারী বলা যায় না।

মূল ধারার অনুবাদ

ব্যক্তি

১১। "ব্যক্তি" শব্দে সমিতিভুক্ত হউক বা না হউক, যে কোন কোম্পানী বা সমিতি বা ব্যক্তি-সংস্থা বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

কোম্পানী বা সমিতি বা ব্যক্তি-সংস্থাকে আলোচ্য আইন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। আলোচ্য আইনে ব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই। তবে আইন প্রণেতা-গণ যে ব্যাপক অর্থে 'ব্যক্তি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বর্তমান ধারায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যক্তি যেমন একটি মানুষ হইতে পারে তেমনি নিম্নের উদাহরণগুলিও হইতে পারে :

(ক) সমিতিভুক্ত কোম্পানী ব্যক্তিরূপে গণ্য।

(খ) সমিতিভুক্ত নয় এমন কোন কোম্পানী ব্যক্তিরূপে গণ্য।

(গ) সমিতি ব্যক্তিরূপে গণ্য।

(ঘ) প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিরূপে গণ্য।

(ঙ) গর্ভস্থ শিশু ব্যক্তিরূপে গণ্য।

যাহারা ব্যক্তি তাহারা অপরাধ করিতে পারেন এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইতে পারেন। কোন কোম্পানী বা সমিতির পরিচালক, এজেন্ট বা কর্মচারীগণ যদি এমন কোন কর্ম বা কার্য-বিচ্যুতি করেন যাহা আইনতঃ অপরাধমূলক, তবে সেই কোম্পানী বা সমিতি অভিযুক্ত হইতে পারে।[২৩] কোন কোম্পানী বা সমিতির বিরুদ্ধে যদি কেহ মানহানিজনক বা অপমানজনক উক্তি করে তবে ঐ কোম্পানী বা সমিতি মানহানির জন্য ফৌজদারী মামলা করিতে পারেন।[২৪] তবে যে অপরাধ শুধু কোন নর এবং নারী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে সংঘটিত হইতে পারে এবং যে অপরাধের শাস্তি একমাত্র কারাদণ্ড, সেই অপরাধের জন্য কোম্পানী বা সমিতিকে অভিযুক্ত করা চলে না।[২৫]

আলোচ্য আইনের ৫৬, ৭৩, ৮৪ হইতে ৮৭ ১০০, ১০৫, ১১৪, ১৩০, ১৩৯ ১৪১, ১৪৯ হইতে ১৫১, ১৫৩, ১৫৭ ১৫৯, ১৭০, ১৯১, ২১৬, ২২০ হইতে ২২৫, ২৭৮, ২৮২, ২৯৫, ২৯৭, ২৯৮, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৭ এবং ১৬ অধ্যায়ের ধারাসমূহ যে ব্যক্তিসমূহের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে কোম্পানী বা সমিতি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

প্রসঙ্গতঃ 'জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টের' ৩ (৪২) ধারা উদ্ধৃত হইল:

3 (42) "Person" shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not ;

মূল ধারার অনুবাদ

জনগণ

১২। "জনগণ" শব্দে যে কোন শ্রেণীর জনগণ বা সম্প্রদায় বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

'জনগণ' বলিতে যে কোন শ্রেণীর বা যে কোন সম্প্রদায়ের জনগণ বুঝায়।

একজনে 'জনগণ' হইতে পারে না। কয়জন হইলে 'জনগণ' হইবে, তাহার কোন বিধান আইনে নাই। 'জনগণ' বলিতে জনসাধারণের কোন শ্রেণীকে বা সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীকে বুঝায়। যে জনসমষ্টির চেহারায় শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ছাপ বর্তমান, তাহাকে আইনের ভাষায় 'জনগণ' বলা হয়। এই জনসমষ্টি সংখ্যার দিক দিয়া ক্ষুদ্রও হইতে পারে, বৃহৎও হইতে পারে।

মূল ধারার অনুবাদ

১৩। 'রাণী'র সংজ্ঞা এ, ও ১৯৬১-এর দুই দফা ও তফসিল বলে ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ তারিখ হইতে বর্জিত।

মূল ধারার অনুবাদ

১৪। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী সরকারের কর্তৃত্ব বলে বা অধীনে বাংলাদেশে বহাল, নিযুক্ত বা নিয়োজিত সমুদয় পদস্থ কর্মচারী বা অন্যবিধ কর্মচারী বুঝাইবে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী

বিশ্লেষণ

সরকারের কার্য যাহারা করেন তাহারাই সরকারী কর্মচারী। সরকার বা সরকারের কর্তৃত্বে অন্য কেহ তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন বা বহাল রাখেন। তাহারা গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কর্মচারীরূপে পরিচিত হন। যেহেতু তাহারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম করেন তাই তাহারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরূপে গণ্য হন।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের কর্ম ১৫২ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে। উহা নিম্নরূপ :

"প্রজাতন্ত্রের কর্ম" অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্য কোন কর্ম।"

মূল ধারার অনুবাদ

১৫। 'বৃটিশ ভারত"-এর সংজ্ঞা এ, ও ১৯৩৭ বলে বাতিল-কৃত।

মূল ধারার অনুবাদ

১৬। "ভারত সরকার" এর সংজ্ঞা, এ, ও ১৯৩৭ বলে বাতিলকৃত।

মূল ধারার অনুবাদ

১৭। "সরকার" বলিতে বাংলাদেশ বা উহার কোন অংশে কার্য নির্বাহী সরকার পরিচালনা করণার্থ আইন বলে ক্ষমতাপ্রদত্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবে।

সরকার

বিশ্লেষণ

"সরকার" শব্দটি ব্যাপক। ইহার দ্বারা শুধু মন্ত্রী বুঝায় না। যাঁহারা আইন দ্বারা সরকার পরিচালনা করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সরকার বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

খাসমহলের পরিচালক হিসাবে কালেক্টরকে বর্তমান ধারা অনুযায়ী সরকার বলা যায়।[২৬]

এই প্রসঙ্গে আলোচ্য আইনের ২৬৩ (ক) ধারা দ্রষ্টব্য।

মূল ধারার অনুবাদ

১৮। "প্রেসিডেন্সি"র সংজ্ঞা এ, ও ১৯৩৭ হলে বাতিলকৃত।

মূল ধারার অনুবাদ

জজ

১৯। "জজ" শব্দে কেবল সরকারীভাবে জজ আখ্যা-প্রদত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বুঝাইবে না, বরং

যে কোন আইনানুগ কার্যব্যবস্থায় দেওয়ানী বা ফৌজদারী যাহাই হউক চূড়ান্ত রায় বা আপীল না করা হইলে চূড়ান্ত গণ্য হইবে এইরূপ রায় বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমর্থিত হইলে চূড়ান্ত গণ্য হইবে এইরূপ রায় প্রদান করিবার জন্য আইনবলে ক্ষমতাপ্রদত্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, অথবা

অনুরূপ রায় প্রদান করার জন্য আইন বলে ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন ব্যক্তি-সংস্থাভুক্ত ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ১৯৫৯ সালের ১০ আইনের অধীন কোন মামলায় এখতিয়ার প্রয়োগকারী কালেক্টর জজ বলিয়া গণ্য হইবেন।

(খ) যে কোন অভিযোগ সম্পর্কে এখতিয়ার প্রয়োগকারী কোন ম্যাজিস্ট্রেট যাহার আপীল সহকারে বা ব্যতিরেকে অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ডাজ্ঞা দানের ক্ষমতা রহিয়াছে তিনি জজরূপে গণ্য হইবেন।

(গ) যে কোন অভিযোগ সম্পর্কে ক্ষমতা প্রয়োগকারী যে ম্যাজিস্ট্রেটের কেবল অভিযোগটি অন্য কোন আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণের ক্ষমতা রহিয়াছে তিনি জজরূপে গণ্য হইবেন না।

বিশ্লেষণ

আলোচ্য ধারায় 'জজ' বলিতে কাহাকে বুঝায় তাহার সম্যক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। জজ বলিতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝায়ঃ

(ক) সরকারীভাবে জজ আখ্যায়িত ব্যক্তিকে জজ বলা হয়।

(খ) যিনি দেওয়ানী মামলায় চূড়ান্ত রায় দিতে পারেন তাহাকে জজ বলা হয়।

(গ) যিনি ফৌজদারী মামলায় চূড়ান্ত রায় দিতে পারেন তাহাকে জজ বলা হয়।

(ঘ) যাহার রায় আপীল না করা হইলে চূড়ান্ত গণ্য হয় তাহাকে জজ বলা হয়।

(ঙ) যাহার রায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমর্থিত হইলে চূড়ান্ত গণ্য হয় তাহাকে জজ বলা হয়।

(চ) যিনি পূর্ব বর্ণিত রায় প্রদান করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন সংস্থার সদস্য তাহাকে জজ বলা হয়।

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সাধারণভাবে জজরূপে আখ্যায়িতঃ

(ক) সুপ্রীম কোর্টের জজ ;

(খ) দায়রা জজ ;

(গ) জেলা জজ ;

(ঘ) অতিরিক্ত দায়রা জজ ;

(ঙ) অতিরিক্ত জেলা জজ ;

(চ) সহকারী দায়রা জজ ; এবং

(ছ) সাব জজ।

যিনি আইনানুগ কার্য ব্যবস্থায় রায় প্রদান করেন তাঁহাকে জজ বলা হয়। আইনানুগ কার্য ব্যবস্থা বলিতে সেই কার্যক্রম বুঝায় যাহা আইন বা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[২৭]

আলোচ্য আইনের বর্তমান সংজ্ঞা এবং দেওয়ানী কার্যবিধির সংজ্ঞা এক নহে। দেওয়ানী কার্যবিধির সংজ্ঞার জন্য সেই আইনের ২ (৮) ধারা দ্রষ্টব্য।

ম্যাজিস্ট্রেট

বাংলাদেশের ম্যাজিস্ট্রেট অনেক কাজ করিয়া থাকেন। রিলিফ বিতরণ হইতে শুরু করিয়া কোন ঘটনা তদন্ত পর্যন্ত তাঁহার কাজের পরিধি বিস্তৃত। এই সব ক্ষেত্রে তিনি জজ নহেন। যখন তিনি ফৌজদারী মামলার বিচার করেন তখন তিনি জজ।

মুল ধারার অনুবাদ

বিচারালয়

২০। "বিচারালয়" শব্দাবলীতে ব্যক্তিগতভাবে বিচারকরূপে কাজ করার জন্য আইন বলে ক্ষমতা প্রদত্ত বিচারক অথবা সমষ্টিগতভাবে বিচারকরূপে কাজ করার জন্য আইন বলে ক্ষমতাপ্রদত্ত বিচারকমণ্ডলীকে অনুরূপ বিচারক বা বিচারকমণ্ডলী হিসাবে কার্য সম্পাদনকালে বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

'বিচারালয়' বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহার বর্ণনা এই ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে ;

(ক) যিনি একা বিচার করেন এবং বিচার করিবার জন্য যিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহাকে বিচারালয় বলা হয়।

(খ) যখন কোন বিচারকমণ্ডলী বিচার করেন এবং ঐ বিচারের ক্ষমতা যখন তাহারা আইন বলে প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন উহাকে বিচারালয় বলা যায়।

'বিচারালয়' বলিতে কোন স্থান বা ইমারত বুঝায় না। 'বিচারালয়' বলিতে বিচারক বা বিচারকবর্গকেই বুঝায়।

বিচারকবর্গ যে সময় বিচার কার্য করেন না তখন তাহারা বিচারালয় নহেন।

প্রসঙ্গতঃ সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারা দ্রষ্টব্য ঃ

"আদালত" বলিতে সকল জজ, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সালিস ব্যতীত সাক্ষ্য গ্রহণে গ্রহণে আইনতঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

মুল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারী

২১। "সরকারী কর্মচারী" শব্দাবলীতে অতঃপর উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের যে কোনটির অধীন যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যথা ঃ

প্রথম।—প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক শর্তাবদ্ধ কর্মচারী ;

দ্বিতীয়।—বাংলাদেশের সরকারের অধীনে চাকুরীরত বাংলাদেশের সামরিক, নৌ বা বিমান বাহিনী সমূহের প্রত্যেক কমিশণ্ড অফিসার ;

তৃতীয়।—প্রত্যেক জজ ,

চতুর্থ।—বিচারালয়ের এমনতর প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী যাহার কর্তব্য হইতেছে অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে আইন বা তথ্য সংক্রান্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠান করা বা রিপোর্ট প্রদান করা বা যে কোন দলিল প্রণয়ন করা, প্রমাণীকৃত করা বা সংরক্ষণ করা কিংবা যে কোন সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করা বা উহার বিলিবন্দেজ করা, অথবা যে কোন বিচার বিভাগীয় পরোয়ানা কার্যকরী করা বা যে কোন শপথ কার্য পরিচালনা করা বা ব্যাখ্যা দান করা বা আদালতের শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং অনুরূপ কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করণার্থ কোন বিচারালয় কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ;

পঞ্চম। – কোন বিচারালয় বা সরকারী কর্মচারীকে সহায়তাকারী প্রত্যেক জুরী, এ্যাসেসর বা পঞ্চায়েতের সদস্য ;

ষষ্ঠ।—এইরূপ প্রত্যেক মধ্যস্থতাকারী বা অন্য কোন ব্যক্তি কোন বিচারালয় বা অন্য কোন যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাহার নিকট কোন সমস্যা বা বিষয় সিদ্ধান্ত বা রিপোর্টের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে ;

সপ্তম।- যে পদাধিকারবলে কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন ব্যক্তিকে অন্তরীণাবদ্ধ করিতে বা রাখিতে পারেন অনুরূপ পদে সমাসীন প্রত্যেক ব্যক্তি ;

অষ্টম।—সরকারের এমনতর প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে যাহার কর্তব্য হইতেছে অপরাধসমূহ নির্ধারণ করা, অপরাধসমূহ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা, অপরাধকারীগণকে বিচারাধীনে আনা বা জনগণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ করা ;

নবম।—এমনতর প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী, অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে যাহার কর্তব্য হইতেছে সরকারের

পক্ষে যে কোন সম্পত্তি লওয়া, গ্রহণ করা, রক্ষণ করা বা ব্যবহার করা, অথবা সরকারের পক্ষে যে কোন জরীপ কার্য, নিরূপণ কার্য, বা চুক্তি সম্পাদন করা, অথবা যে কোন রাজস্ব প্রক্রিয়া কার্যকরী করা, অথবা সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহ খর্বকারী যে কোন বিষয় সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠান বা রিপোর্ট প্রদান অথবা সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহ সংক্রান্ত যে কোন দলিল প্রণয়ন করা, প্রমাণীকৃত করা বা রক্ষণ করা, অথবা সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহ রক্ষাকল্পে যে কোন আইন লঙ্ঘন নিবারণ করা এবং সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত বা বেতনভোগী বা কোন সরকারী কর্তব্য কার্য সম্পাদন বাবদ ফিস বা কমিশনের মাধ্যমে পারিশ্রমিক গ্রহণকারী প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী ;

দশম।—এমনতর প্রত্যেক পদস্থ কর্মচারী, অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী হিসাবে যাহার কর্তব্য হইতেছে যে কোন গ্রাম, শহর বা জেলার যে কোন লোকায়ত সাধারণ উদ্দেশ্যে যে কোন সম্পত্তি লওয়া, গ্রহণ করা, রক্ষণ করা বা ব্যয় করা, যে কোন জরীপ কার্য বা নিরূপণ কার্য সম্পাদন করা বা যে কোন অভিকর বা কর ধার্য করা, অথবা যে কোন গ্রাম, শহর বা জেলার জনগণের স্বত্বসমূহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে কোন দলিল প্রণয়ন করা, প্রমাণীকৃত করা বা রক্ষণ করা ;

একাদশ।—কোন পদে সমাসীন এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাকে উক্ত পদাধিকারবলে কোন ভোটার তালিকা প্রস্তুত, প্রকাশ, সংরক্ষণ বা সংশোধন করিবার জন্য বা কোন নির্বাচন বা কোন নির্বাচনের অংশ বিশেষ পরিচালনার জন্য ক্ষমতা প্রদত্ত হয়।

উদাহরণ

পৌর কমিশনার একজন সরকারী কর্মচারী।

ব্যাখ্যা ১।—সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হউক বা না হউক উপরি-উক্ত সংজ্ঞাসমূহের যে কোনটির অধীনে পতিত ব্যক্তিগণ সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা ২। যেখানেই "সরকারী কর্মচারী" শব্দসমূহ দৃষ্ট হউক না কেন উহা প্রকৃতপক্ষে কোন সরকারী কর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তৎকর্তৃক ঐ পদ ধারণের অধিকারে আইন সংক্রান্ত যে কোন ত্রুটিই উহাতে থাকুক না কেন বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা ৩। "নির্বাচন" শব্দে যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন, সংবিধানিক পৌর বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষের সদস্যমণ্ডলী বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্বাচন বুঝাইবে, যাহার (কর্তৃপক্ষের) জন্য বাছাইয়ের পদ্ধতি নির্বাচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় বলিয়া কোন আইন বলে বা অধীনে নির্ধারিত হয়।

বিশ্লেষণ

সরকারী কর্মচারী বলিতে দণ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাহাদের বুঝায়, তাহাদের বর্ণনা এই ধারায় বিধৃত। 'সরকারী কর্মচারী' কাহাকে বলে তাহা আলোচ্য আইনে বলা হয় নাই। কাহারা সরকারী কর্মচারী গণ্য হইবেন তাহাই একের পর এক বলা হইয়াছে।

সাধারণভাবে যাহারা সরকারী কর্তব্য প্রতিপালন করেন তাহারাই সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য হন। তাহাদের যে বেতন থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অবৈতনিক সরকারী কর্মচারীও থাকিতে পারেন।[২৮] তবে সরকারী কর্মচারী হইতে হইলে তাহাকে সরকারী কাজ করিতে হইবে। সরকারী কাজ কাহাকে বলে তাহা আলোচ্য আইনে বলা হয় নাই। বলা না হইলেও সরকারী কাজ বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা সর্বসাধারণের অনধিগম্য নহে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের যে দায়িত্ব বা অধিকার আছে তাহা সম্পন্ন করিতে যে বিরাট বাহিনী নিয়োজিত, তাহাদের প্রত্যেকের কৃত বা কর্তব্য কাজকে সরকারী কাজ বলা যায়। কাজের গুরুত্ব বা পদের মর্যাদা, এগুলির দ্বারা, সরকারী কাজের সংজ্ঞার ব্যত্যয় ঘটে না।

আলোচ্য আইনে সরকারী কর্মচারীদের বর্ণনা আছে ; অন্যান্য আইনেও আছে তাহারাও সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য হন।

নীতি

সরকারী কর্মচারিগণ কিছু বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীগণ স্বাভাবিকভাবে সাধারণ নাগরিকগণ হইতে

অধিকতর ক্ষমতা রাখেন। হর-হামেশা তাহাদিগকে এই ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে দুইটি অবস্থার উদ্ভব হয়। সরকারী কর্মচারীগণ সম্পূর্ণ সাধুভাবে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন যাহা কোন নাগরিকের প্রতিকূলে যায়। এই প্রতিকূল সিদ্ধান্তের ফলে যে নাগরিক আহত হন তিনি সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইতে পারেন। আবার সরকারী কর্মচারীগণ সকলে ফেরেস্তা নহেন। তাহারা তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারেন। সাধারণ মানুষে তাহাদের শক্তির অপব্যবহার দ্বারা যে ক্ষতি সাধন করিতে পারেন, শক্তির অপব্যবহার দ্বারা সরকারী কর্মচারীগণ তাহা হইতে অধিক ক্ষতি করিতে পারেন।

এই দুই অবস্থার মোকাবেলায় আলোচ্য আইনে দুই প্রকার বিধান করা হইয়াছে। আহত ব্যক্তির অহেতুক বিক্ষোভে যাহাতে সরকারী কর্মচারী লাঞ্ছিত না হন তাহার জন্য রক্ষাকবচ রাখা হইয়াছে; এবং অপরাধ করিলে তাহারা যেন অধিকতর শাস্তি পান তাহার ব্যবস্থাও রাখা হইয়াছে।

সরকারী কর্মচারীদের তালিকা

(ক) শর্তাবদ্ধ কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীগণকে বিধিবদ্ধ কর্মচারী বলা হইত।

(খ) প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিসারবর্গ সর্বতোভাবে সরকারী কর্মচারী।

(গ) প্রত্যেক জজ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন পরিষদের আদালতের সদস্যকেও জজ বলা হয়।[২৯] কিন্তু সালিশকারী জজ নহেন।[৩০]

(ঘ) আদালতের কর্মচারীবৃন্দ সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য।

(ঙ) বিচারে যাহারা সহায়তা করেন তাহারাও সরকারী কর্মচারী।

(চ) বিচার বা মধ্যস্থতা করিবার বা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যাহার নিকট আদালত বা অন্য কোন উপযুক্ত সংস্থা কোন ব্যাপার প্রেরণ করেন, তিনি সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য।

(ছ) যে পদাধিকারী কোন ব্যক্তিকে আটক করিতে বা রাখিতে পারেন তিনি সরকারী কর্মচারী। এইভাবে পুলিশ অফিসারকে সরকারী কর্মচারী বলা হয়।[৩১] জেলের ওয়ার্ডারও সরকারী কর্মচারী।[৩২]

(জ) অপরাধ নিবারণ বা তৎসম্পর্কে তথ্য সরবরাহ বা অপরাধীগণকে বিচারক সমীপে আনয়ন বা জনগণের স্বাস্থ্য প্রভৃতি সংরক্ষণ করা যাহার কর্তব্য তিনি সরকারী কর্মচারী। নিয়োগের মধ্যে অনিয়ম বা দুর্বলতা থাকিলে তদ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কর্মচারী গণ্য হইবার পথে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না।[৩৩]

(ঝ) সরকারের সম্পত্তি গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সরকারী সম্পত্তি জরীপ প্রভৃতি কাজ যাহারা করেন, তাহারা সরকারী কর্মচারী। সরকারী কাজ করিতে যাহারা বেতন

বা ফি গ্রহণ করেন তাহারাও সরকারী কর্মচারী। শুধু বেতন পাইলেই সরকারী কর্মচারী হয় না। কিছু কাজের দায়িত্বও তাহাকে বহন করিতে হয়। তবেই তিনি সরকারী কর্মচারী হন।

(ঞ) গ্রামে, শহরে বা জেলায় সরকারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, কর আদায় প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত কর্মচারীগণকেও সরকারী কর্মচারী বলা হয়।

(ট) ভোটার তালিকা বা নির্বাচন সম্পর্কীয় কর্মচারীদেরকেও সরকারী কর্মচারী বলা হয়।

সরকারী কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরাই শুধু সরকারী কর্মচারী; অন্যেরা নহে।

মূল ধারার অনুবাদ

অস্থাবর সম্পত্তি

২২। "অস্থাবর সম্পত্তি" শব্দসমূহে জমি, এবং ভূমির সহিত সংযুক্ত বা ভূমির সহিত সংযুক্ত এইরূপ কোন কিছুর সহিত স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তু ব্যতিরেকে, প্রত্যেক বর্ণনার বস্তুগত সম্পত্তি বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

অস্থাবর সম্পত্তি বলিতে সর্বপ্রকার বস্তুগত বা দেহধারী বস্তু বুঝায়। কিন্তু নিম্নবর্ণিত বস্তুগত বা দেহধারী বস্তু অস্থাবর সম্পত্তি নহে:

(ক) ভূমির সহিত সংযুক্ত কোন বস্তু অস্থাবর সম্পত্তি নহে।

(খ) ভূমির সহিত সংযুক্ত এইরূপ কোন কিছুর সহিত স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তু অস্থাবর সম্পত্তি নহে।

(গ) জমি অস্থাবর সম্পত্তি নহে।

যে সম্পত্তি বা বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাহাকে অস্থাবর সম্পত্তি গণ্য করা যায় না।

জমি আর মাটি এক জিনিস নহে। জমি স্থাবর সম্পত্তি কিন্তু জমি হইতে মাটি ছাড়াইয়া লইলে সেই মাটি অস্থাবর সম্পত্তি হয়।[৩৪]

জমি উঠাইলে হইতে বালি, কাদা বা পাথর তাহাও অস্থাবর সম্পত্তি হয়।[৩৫] ক্ষেতের শস্য কিংবা বনের গাছ অস্থাবর সম্পত্তি নহে।[৩৬]

প্রসঙ্গতঃ অন্য আইনের আনুষঙ্গিক বিধানসমূহ লক্ষণীয়। 'জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট'-এ যে সম্পত্তি স্থাবর নহে তাহাকেই অস্থাবর সম্পত্তি বলা হয়। 'রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট'-এর ৩ ধারায় বলা হইয়াছে:

(৬) 'স্থাবর সম্পত্তি' অর্থে জমি, ঘরবাড়ী, বংশগড় বৃত্তি, রাস্তা, আলো, খেয়াঘাট ব্যবহার, মৎস্য উৎপন্ন করিবার কিংবা জমি হইতে লভ্য অপরাপর সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিবার অধিকার এবং মাটি সংলগ্ন কোন জিনিস বা মাটি সংলগ্ন কোন জিনিসের সহিত স্থায়ীভাবে আবদ্ধ কোন বস্তু বুঝাইবে ; কিন্তু মাটির উপর দণ্ডায়মান বৃক্ষ, মাঠের ফসল বা ঘাসকে বুঝাইবে না।

(৯) 'অস্থাবর সম্পত্তি' অর্থ দণ্ডায়মান বৃক্ষ, মাঠের ফসল এবং ঘাস গাছের ফল ও রস এবং স্থাবর সম্পত্তি ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকারের সম্পত্তি বুঝাইবে।

'ভূমির সহিত সংযুক্ত' সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে :

৩। ভূমির সহিত সংযুক্ত বলিতে

(ক) গাছ বা ঝোপের ন্যায় মাটিতে শিকড় গাড়িয়া থাকা,

(খ) প্রাচীর বা দালানের ন্যায় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকা, বা

(গ) যাহা মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহার স্থায়ী সুবিধাজনক ব্যবহারের জন্য তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকা, বুঝায়।

মূল ধারার অনুবাদ

অবৈধ লাভ

২৩। "অবৈধ লাভ" অর্থ হইতেছে বেআইনীভাবে এইরূপ সম্পত্তি লাভ করা, যে সম্পত্তিতে লাভকারী ব্যক্তির কোন আইনানুগ অধিকার নাই।

অবৈধ ক্ষতি

"অবৈধ ক্ষতি" অর্থ হইতেছে বেআইনীভাবে এইরূপ সম্পত্তির ক্ষতি, যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আইনানুগ অধিকার রহিয়াছে।

অবৈধভাবে লাভ করা

কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে অধিকারে রাখিলে এবং অবৈধভাবে অর্জন করিলে উক্ত ব্যক্তি অবৈধভাবে লাভ করে বলিয়া আখ্যাত হইবে।

অবৈধভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে কোন সম্পত্তি হইতে বেদখলে রাখা হইলে এবং অবৈধভাবে সম্পত্তিচ্যুত করা হইলে উক্ত ব্যক্তি অবৈধভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

বর্তমান ধারায় 'অবৈধ লাভ' এবং 'অবৈধ ক্ষতির' সংজ্ঞা বিধৃত।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ফৌজদারী আইনে অবিবেকী কাজকে অপরাধ বলা হয় নাই। ইহার কারণ আছে। বিবেক সাধারণতঃ মানুষের রীতি-নীতি, আচার পদ্ধতি এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এক অঞ্চলে বা এক সমাজে যাহা বিবেক বহির্ভূত অন্য অঞ্চলে বা সমাজে তাহা বিবেক গ্রাহ্য হইতে পারে। ফৌজদারী আইনে তাহাকেই অপরাধ বলা হয় যাহা অবৈধ অর্থাৎ যাহা আইন বহির্ভূত বা আইন বিরোধী।

বেআইনীভাবে সম্পত্তি লাভ করাকে 'অবৈধ লাভ' এবং বেআইনীভাবে কাহাকেও সম্পত্তিচ্যুত করাকে 'অবৈধ ক্ষতি' বলে।

বেআইনীভাবে কোন কিছু করাকে বা কোন কিছু না করাকে মোটামুটিভাবে অবৈধ বলা যায়।

বেআইনীভাবে

আলোচ্য আইনের ৪৩ ধারায় তাহাকেই বেআইনী বলা হইয়াছে, যাহা অপরাধমূলক বা যাহা আইনে নিষিদ্ধ এবং যাহা করিলে দেওয়ানী মামলা চলে।

লাভ

'লাভ' বলিতে কিছু সম্পদ অর্জন বা রক্ষণ বুঝায়। দুশমনকে জব্দ করিবার জন্য তাহার গরু খোঁয়াড়ে দিলে দুশমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু যিনি খোঁয়াড়ে দেন তাহার কোন লাভ হয় না। সুতরাং যিনি খোঁয়াড়ে দিয়াছেন তাহাকে চুরির অপরাধে ধরা যায় না।[৩৭]

অবৈধ লাভ বা অবৈধ ক্ষতি

অবৈধ লাভ এবং অবৈধ ক্ষতি কেবলমাত্র সম্পত্তি সম্বন্ধে হইতে পারে। এই অর্জন, বর্জন বা রক্ষণ বেআইনীভাবে হইতে হইবে, তবেই লাভ বা ক্ষতি অবৈধ হইবে। যে সম্পত্তির উপর আইনভিত্তিক স্বত্বাধিকার নাই তাহা ধরিয়া রাখাকে অবৈধ লাভবলা যায়; আইন ভিত্তিক অধিকারকেই বৈধ বলা হয়।[৩৮]

অস্থায়ী অবৈধ লাভ বা অবৈধ ক্ষতি

লাভ বা ক্ষতিকে অবৈধ হইতে হইলে উহাদিগকে স্থায়ী হইবার প্রয়োজন নাই। কেহ যদি বেআইনীভাবে সম্পত্তি লাভ করিয়া অল্পকালের জন্য উহা নিজের অধিকারে রাখে তাহা হইলেও সে ক্ষেত্রে উহা অবৈধ লাভ বলিয়া গণ্য হয়।[৩৯]

মূল ধারার অনুবাদ

অসাধুভাবে

২৪। কোন ব্যক্তি এক ব্যক্তির প্রতি অবৈধ লাভ বা অপর কোন ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে কোন কিছু করিলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত কাজ অসাধুভাবে করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় 'অসাধুভাবে' বলিতে কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। অবৈধ লাভ বা অবৈধ ক্ষতির উদ্দেশ্যে কোন কিছু করাকে 'অসাধুভাবে করা' বলিয়া গণ্য করা হয়।

সাধারণভাবে যাহাকে সাধুভাব বলা হয় তাহার অভাবকে আইন অসাধুভাব বলিয়া সব সময় গণ্য করে না। সাধারণভাবে যাহাকে অসাধু বলা হয় আইন তাহাকে অসাধু নাও বলিতে পারে।[৪০] অবৈধ লাভ বা অবৈধ ক্ষতি হইলেই তবে অসাধুতার উদ্ভব হয়।[৪১] প্রতারণা করিয়া আমানতকারীদের টাকা বেআইনীভাবে উঠাইয়া লইলে ঐ কাজকে অসাধু কাজ গণ্য করা হয়।[৪২] যে কাজে এক ব্যক্তি লাভ করেন এবং অন্য ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং এই লাভ বা ক্ষতি যদি বেআইনী হয় তবে ঐ কাজকে অসাধু বলা যায়। সুতরাং অসাধুতা বলিতে তিনটি উপাদানের সমাহার বুঝায়ঃ

(ক) অভিপ্রায়। যাহাকে অসাধু বলিয়া অভিযুক্ত করা হইতেছে তাহার অভিপ্রায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। অসাধু বলিয়া কথিত কাজে নামিবার পূর্বে তিনি যদি অন্যের ক্ষতি করিয়া নিজে লাভ করিবার অভিপ্রায় মনে রাখিয়া থাকেন, তবেই ঐ কাজ অসাধু হয়।

(খ) বেআইনীভাবে কাজ করা।

(গ) অধিকার নাই এমন কিছু লাভ করা।

অধিকারের দাবী

বাংলাদেশের ফৌজদারী আদালতসমূহে শস্যচুরির মামলায় অহরহ একটি প্রশ্ন উঠিতে দেখা যায়। সেই প্রশ্নটি হইতেছে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির তর্কিত জমিতে স্বত্বাধিকার দাবী। উদাহরণ দ্বারা সমস্যা বুঝাইবার প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে। দবির সাবেতের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করিলেন। দবির অভিযোগ করিলেন যে, সাবেত তাহার স্বত্ব দখলীয় জমি হইতে পাকা ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। সাবেত ফৌজদারী আদালতে হাজির হইয়া এই দাবী করিলেন যে, জমিখানি তাহার এবং তিনি ধান কাটিয়া লইয়া গিয়া কোন অন্যায় করেন নাই।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে, সাবেত অসাধুভাবে ধান কাটিয়াছেন কি-না। দবিরের অবৈধ ক্ষতি করিয়া তিনি যদি অবৈধ লাভ করিয়া থাকেন তবেই তাহার এই কাজকে অসাধু বলা যায়।

এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে হয় তাহা হইতেছে এই যে, সাবেতের দাবী একটি নিছক অজুহাত কি না। নিছক অজুহাত না হইয়া উহাতে যদি কিছু সারবত্তা থাকে, তবে সাবেতকে অসাধুতার দায়ে অভিযুক্ত করা চলে না। আর তাহার দাবী যদি সম্পূর্ণভাবে অসার হয় এবং উহা কারাদণ্ড হইতে রেহাই পাইবার জন্য অজুহাতরূপে খাড়া করা হয় তবে সাবেতের কাজকে অসাধু গণ্য করা হইবে। এ সম্পর্কে ধরাবাধা বা স্থায়ী সূত্র বলিয়া দেওয়া সহজ নহে।

'অসাধু' শব্দটির ব্যবহার

আলোচ্য আইনের ৩৭৮, ৩৮৩, ৩৯০, ৪০৩, ৪০৫ এবং ৪১১ ধারায় ইহার অসাধু শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। 'প্রতারণামূলক' শব্দের সহিত ইহা ২৪৬, ২৪৭, ৪১৫ এবং ৪৬৩ ধারায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

অভিপ্রায় নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি

ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাই ইচ্ছা করে যাহা তাহার কাজের পরিণতিতে স্বাভাবিকভাবে ঘটে। কাজের স্বাভাবিক পরিণতি দ্বারা অভিপ্রায় নির্ধারণ করিতে হয়। একজন অন্যজনের মনের ভিতর প্রবেশ পথ খুঁজিয়া পায় না। সুতরাং অন্যজন কি মনে করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করিতে একজনকে তাহার কাজের ধারার উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রতারণামূলক ভাবে

২৫। কোন ব্যক্তি প্রতারণা করার অভিপ্রায়ে তবে প্রকারান্তরেনহে কিছু করিলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত কাজ প্রতারণামূলকভাবে করে বলিয়া অভিহিত হইবে।

বিশ্লেষণ

প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে কেহ কোন কাজ করিলে, বলা হয় যে, তিনি প্রতারণামূলকভাবে উক্ত কাজ করিয়াছেন।

প্রতারণা

আলোচ্য আইনের কুত্রাপি এই বহুল ব্যবহৃত অথচ অস্পষ্ট শব্দটির সংজ্ঞা নাই। 'প্রতারণা' শব্দের সংজ্ঞার অনুপস্থিতি অহেতুক নয়। প্রতারণা এত আকারের, প্রকারের

প্রকৃতির এবং চরিত্রের হইতে পারে এবং প্রতারণার পদ্ধতি এমন স্থূল, সূক্ষ্ম, ধীর, দ্রুত, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হইতে পারে যে প্রতারণার বর্ণনা কোন সংজ্ঞায় কুলাইয়া উঠে না

আলোচ্য আইনে 'প্রতারণা' সংজ্ঞায়িত না হইলেও চুক্তি আইনের ১৭ ধারায় ইহার সংজ্ঞা পাওয়া যায়। এই সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

' প্রতারণার" অর্থ এবং উহার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে চুক্তির এক পক্ষ কর্তৃক অথবা তাঁহার প্রশ্রয়ে অথবা তাঁহার এজেন্ট কর্তৃক, চুক্তির পক্ষ অথবা তাঁহার এজেন্টকে প্রতারণার অভিপ্রায়ে অথবা তাঁহাকে চুক্তিকে অংশ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত নিম্নবর্ণিত যে কোন কাজ ঃ

(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক এইরূপ কোন তথ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যে তথ্য সত্য নহে এবং উক্ত ব্যক্তি নিজেও উহার সত্যতায় বিশ্বাস করেন না ;

(২) এইরূপ ব্যক্তির কর্তৃক কোন তথ্যের গোপনকরণ যিনি উহা সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন বা উহাতে বিশ্বাস করেন ;

(৩) পালনের ইচ্ছা বর্জিত কোন অঙ্গীকার ;

(৪) প্রতারণাক্ষম অন্য যে কোন কাজ ;

(৫) এইরূপ কোন কাজ বা কার্য বিরতি যাহাকে আইনের বিশেষ ঘোষণা দ্বারা প্রতারণামূলক বলা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ যদি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, কোন নীরব ব্যক্তির কথা বলা কর্তব্য না হয়, অথবা যদি তাঁহার মৌনত কথা বলার তুল্য না হয়, তবে চুক্তিকে অংশ গ্রহণ করিতে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাকে প্রভাবিত করিতে পারে এই প্রকার কোন তথ্য সম্পর্কে নিছক মৌনতা অবলম্বন প্রতারণা নহে।

উদাহরণ

(ক) 'খ'-এর নিকট ক নিলামে একটি ঘোড়া বিক্রয় করেন, যাহা 'ক' অসুস্থ বলিয়া জানেন। ক ঘোড়াটির অসুস্থতা সম্পর্কে খ-কে কিছুই বলেন না, ইহা ক-এর প্রতারণা নহে।

(খ) খ হইতেছেন ক-এর কন্যা এবং তিনি সবেমাত্র বালেগা হইয়াছেন। এই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্পর্ক এইরূপ যে, ঘোড়াটি অসুস্থ হইয়া থাকিলে তাহা খ কে বলা।

(গ) ক-কে খ বলেন ঃ "আপনি যদি ইহা অস্বীকার না করেন তাহা হইলে আমি ধরিয়া লইব যে ঘোড়াটি সুস্থ"। ক কিছুই বলেন না। এইখানে ক-এর নীরবতা কথা বলার তুল্য।

(ঘ) দুইজন ব্যবসায়ী ক ও খ একটি চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করেন। মূল্যের পরিবর্তন সম্পর্কে ক ব্যক্তিগতভাবে যে খবর পান তাহা চুক্তিটি চালাইয়া যাওয়ার

ব্যাপারে খ-এর ইচ্ছাকে প্রভাবিত করিত। খ-কে ক তাহা জানাইতে বাধ্য নহেন।

উল্লিখিত সংজ্ঞা দেওয়ানী আইনের জন্য, ফৌজদারী আইনের জন্য নহে। যাহা সত্য নয় তাহা সত্যের পরিচয়ে, অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কিছু করা, যাহা প্রকাশ্যে হইবার কথা তাহা অপ্রকাশ্যে অসৎ উদ্দেশ্যে করা এবং এইসব কাজের মাধ্যমে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নিজে লাভবান হওয়াকে মোটামুটিভাবে 'প্রতারণা' বলা যায়।

প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ফৌজদারী আইনে 'অভিপ্রায়'কে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। অভিপ্রায় যেখানে অপরাধমূলক, শুধু সেইখানেই অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে। প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় থাকিলেই তবে প্রতারণা হয়।

প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় কর্মের চরিত্র হইতে বুঝিয়া লইতে হয়। অন্য কোন ব্যক্তিকে ঠকাইয়া নিজে লাভবান হওয়াকে 'প্রতারণা করা' বলে। যে ব্যক্তিকে ঠকানো হইতেছে তাহাকে যে বিশেষ ব্যক্তি হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

প্রতারণার সহিত অসাধুতার পার্থক্য

অসাধুতা বলিতে এমন কাজ বুঝায় যাহাতে একজনের অবৈধ ক্ষতি হয় এবং অন্যজনের অবৈধ লাভ হয়। অসাধুতার ইহাই মূল কথা। প্রতারণার মধ্যে প্রতারককে লাভবান হইবার অভিপ্রায় দেখা যায় কিন্তু তজ্জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন পড়ে না। কোন অফিসে বা সংস্থায় চাকরী লাভের জন্য কেহ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট জাল করেন এবং তাহা প্রদর্শন করিয়া চাকরী লাভ করেন তবে নিঃসন্দেহে তাহার কাজ প্রতারণা ভিন্ন আর কিছু নয়। এই ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে সত্য যে তিনি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন নাই।

বর্তমান ধারাকে কিছু দুর্বল মনে হয়। প্রতারণার কারণে কাহারও বরাবরে বঞ্চনা ঘটিবার প্রয়োজন আছে কি-না তাহা এই ধারা স্পষ্ট বলে নাই।[৪৩]

মূল ধারার অনুবাদ

বিশ্বাস করিবার কারণ

২৬। কোন ব্যক্তির কোন বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলে, তবে প্রকারান্তরে নহে, উক্ত ব্যক্তির উক্ত কিছু "বিশ্বাস করিবার কারণ" রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

বিশ্বাস করিবার কারণ কাহাকে বলে তাহাই এই ধারায় বুঝানো হইয়াছে।

যাহা দেখিবার তাহা দেখিলে, যাহা স্পর্শ করিবার তাহা স্পর্শ করিলে এবং যাহা শুনিবার তাহা শুনিলে, তবেই দেখিবার, স্পর্শ করিবার বা শুনিবার বস্তু জানা হইয়া যায়। ইহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। বিশ্বাস করিবার কারণ এত প্রত্যক্ষ নহে। ঘটনার সংঘটন যদি এইরূপ পরিস্থিতিতে হয়, যে একজন সাধারণ, স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষ, এই ঘটনার অস্তিত্ব বা প্রকৃতি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন, তবে ধরিয়া লইতে হয় যে, তিনি উহা জানিতেন।

বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ

যখন কোন ব্যক্তির জ্ঞানের অধিকারে কিছু তথ্য আসে বা আসা স্বাভাবিক হয়, তখন সেই তথ্যের ভিত্তিতে যেই ফল অনিবার্য, তাহা তিনি জানেন বলিয়া ধরা হয়। 'বিশ্বাস' শব্দটি অনুমান বা সন্দেহের সহিত সমার্থক নহে। কোন ব্যক্তিকে যদি এমন কাজের জন্য অভিযুক্ত করা হয় যাহাকে "বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ"-এর সংজ্ঞার মধ্যে আনা হয় সেই ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে প্রমাণ করিতে হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি শুধু অসাবধান ছিলেন না, যথেষ্ট অবহিত ছিলেন।

এই শব্দগুলির ব্যবহার আলোচ্য আইনের ৪১১ হইতে ৪১৪ ধারায় করা হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

স্ত্রী, কেরাণী বা ভৃত্যের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি

২৭। কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্ত্রী, কেরাণী বা ভৃত্যের অধিকারে থাকিলে উক্ত সম্পত্তি অত্র বিধির তাৎপর্যাধীনে উক্ত ব্যক্তির অধিকারে রহিয়াছে বলিয়া অভিহিত হইবে।

ব্যাখ্যা: সাময়িকভাবে বা কোন বিশেষ উপলক্ষে কেরাণী বা ভৃত্যের পদে নিযুক্ত ব্যক্তি অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে কেরাণী বা ভৃত্যরূপে অভিহিত হইবে।

বিশ্লেষণ

স্ত্রী, কেরাণী বা ভৃত্যের দখলে কোন সম্পত্তি থাকিলে ইহা যথাক্রমে স্বামী, ঊর্ধতন কর্মচারী বা মালিকের দখলে আছে বলিয়া ধরা হয়।

দখল

সাধারণভাবে দখল এক প্রকার অধিকার। ইহা সেই প্রকার অধিকার যাহা দখলকারীকে সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপর আইনের সীমানা সাপেক্ষে যথেচ্ছভাবে ভোগের অধিকার দেয়। যথেচ্ছভাবে ভোগ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট বস্তু যে একেবারে সমীপবর্তী থাকিতে হইবে, তাহা নহে। আস্তাবলে ঘোড়া থাকে কিন্তু তবুও তাহা মালিকের দখলে। বাড়ীর পিছনের বাগানে স্বর্ণালঙ্কার পুঁতিয়া রাখিলেও তাহা মালিকের দখলে। দখল বলিতে এমন অবস্থা বুঝায় যে, সংশ্লিষ্ট বস্তুকে ইচ্ছা করিলে মালিক পাইতে পারেন।

স্ত্রীর দখল

স্ত্রীর দখলে বাড়ী থাকিলে তাহাতে স্বামীর দখলও বুঝা যায়।[৪৪] কিন্তু এই অবস্থায় বাড়ীতে যে স্ত্রীর দখল নাই, তাহা নহে।[৪৫]

কেরাণীর দখল

সরকারী কর্মচারীর দখলে যে সরকারী সম্পত্তি আছে উহা সরকারের দখলে আছে বলিয়া গণ্য হয়।

ভৃত্যের দখল

কোন সম্পত্তি যখন মনিবের পক্ষে ভৃত্যের দখলে থাকে তখন উহা মনিবেরই দখল বলিয়া গণ্য হয়।[৪৬] কিন্তু তাই বলিয়া ভৃত্য ঐ সম্পত্তিকে নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারে না।[৪৭]

এই ধারার ব্যবহার

আলোচ্য আইনের ৩৮১ ধারা ব্যাখ্যার জন্য বর্তমান ধারার সংজ্ঞা প্রয়োজন।

মূল ধারার অনুবাদ

নকলকরণ

২৮। কোন ব্যক্তি সদৃশতার সাহায্যে ভ্রান্তি উৎপাদনের অভিপ্রায়ে বা তদ্বারা ভ্রান্তি উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া এক বস্তুকে অন্য কোন বস্তুর সদৃশ করিলে সে 'নকল' করে বলিয়া অভিহিত হইবে।

ব্যাখ্যা: ১। নকলকরণের ব্যাপারে অনুকরণ অবিকল হওয়া অপরিহার্য নহে।

২। যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সদৃশ করে এবং উক্ত সদৃশতা এইরূপ হয় যে তদ্বারা কোন ব্যক্তি প্রতারিত হইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে ভিন্নতর

প্রমাণিত না হওয়া অবধি, এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইবে যে এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সদৃশকারী ব্যক্তি উক্ত সদৃশতার সাহায্যে ভ্রান্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছিল বলিয়া সে জানিত।

বিশ্লেষণ

নকল করা কাহাকে বলে তাহাই এই ধারায় বুঝানো হইয়াছে। নকল করার মধ্যে তিনটি উপাদান বর্তমান ঃ

(ক) এক জিনিসকে অন্য জিনিসের মত করা বা করানো। সাদৃশ্য স্থাপনই নকলের মূল কথা। কোন আদি বা যথার্থ বস্তুকে সামনে রাখিয়া বা মনে রাখিয়া আকৃতিতে উহার সমতুল্য অন্য কিছুকে পরিণত করা নকল করার মূল উপাদান।

(খ) সদৃশ বস্তু প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য যেখানে ভ্রান্তি উৎপাদন, সেখানেই নকল করার অপরাধের উদ্ভব। সব অপরাধের মত বর্তমান অপরাধেও অভিপ্রায়ের অসততা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি একটি বস্তুকে অপর বস্তুর সদৃশ করে তখন ধরিয়া লইতে হয় যে তিনি ভ্রান্তি উৎপাদনের অভিপ্রায়েই তাহা করিয়াছেন।

(গ) কোন এক জিনিসকে অন্য জিনিসের সদৃশ করা ইহা জানিয়া যে তদ্বারা বঞ্চনা করা হইবে। হয় অভিপ্রায় না হয় জ্ঞান, এই দুটির যে কোন একটি অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রয়োজন। তবে বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি যখন এক বস্তুর সদৃশ অন্য বস্তু প্রস্তুত করেন তখন ধরিয়া লইতে হয় যে, তাহার এই জ্ঞান আছে যে ঐ কাজের দ্বারা অন্য কেহ ভ্রমে পতিত হইবে।

সদৃশকরণ

ধাতব মুদ্রা বা কারেন্সী নোট প্রভৃতি সাধারণতঃ অপরাধীগণ নকল করিয়া থাকেন। ১০ পয়সার মুদ্রাকে ঘষিয়া গোল ২৫ পয়সায় রূপান্তরিত করা, খারাপ ধাতু দ্বারা ধাতব মুদ্রা প্রস্তুত করা, জাল নোট প্রভৃতি ছাপানো প্রভৃতি কাজকেই নকল করা বলে।

সাদৃশ্যের পূর্ণতা অপ্রয়োজনীয়

সাধারণতঃ নকল করা বলিতে নিখুঁত অনুকরণ বুঝায়। কিন্তু আলোচ্য আইনের প্রথম ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, অনুকরণে খুঁত থাকিলে তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে যদিও অনুকরণে খুঁত পরিদৃষ্ট হয় তবুও অনুকরণ যেখানে মানুষকে ভ্রমে ফেলিয়া দিতে সক্ষম সেখানে ঐ খুঁত সত্ত্বেও আইনে উহাকে নকল বলা হয়।[৪৮] অবশ্য মুদ্রা নকলের ক্ষেত্রে নকল মুদ্রা যদি এমন হয় যে তাহাকে কিছুতেই

আসল বলিয়া চালাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না সে ক্ষেত্রে নকল হয় না।[৪৯] ব্যবহৃত স্ট্যাম্প অব্যবহৃতরূপে ব্যবহার করাকেও নকল বলে।[৫০]

আলোচ্য ধারায় ব্যবহৃত নকল শব্দটি আলোচ্য আইনের দ্বাদশ অধ্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ে মুদ্রা এবং সরকারী স্ট্যাম্পের সম্পর্কে যে অপরাধ হইতে পারে তাহার বিবরণ আছে।

মূল ধারার অনুবাদ

দলিল

২৯। "দলিল" শব্দের অক্ষরসমূহ, আকৃতিসমূহ বা চিহ্নসমূহের মাধ্যমে অথবা উক্ত মাধ্যমসমূহের একাধিকের সাহায্যে যে কোন বস্তুর উপর ব্যক্ত বা বিবৃত যে কোন বিষয় বুঝায়, যাহা উক্ত বস্তুর প্রমাণরূপে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত বা যাহা উক্ত বস্তুর প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ১ঃ কিসের মাধ্যমে বা কি বস্তুর উপর অক্ষরসমূহ, আকৃতিসমূহ বা চিহ্নসমূহ অঙ্কিত হয়, অথবা উক্ত প্রমাণ কোন বিচারালয়ে ব্যবহারের নিমিত্ত অভিপ্রেত কি-না বা উহা কোন বিচারালয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে কি-না তাহা বিবেচ্য নহে।

উদাহরণসমূহ

কোন চুক্তির প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কোন চুক্তির শর্তসমূহ বর্ণনাকারী এমনতর লেখা দলিলরূপে গণ্য হইবে।

আমমোক্তার নামা দলিলরূপে গণ্য হইবে।

প্রমাণরূপে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত বা প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপ মান-চিত্র বা পরিকল্পনা দলিলরূপে গণ্য হইবে।

নির্দেশসমূহ বা উপদেশসমূহ সম্বলিত লেখা দলিলরূপে গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ২ঃ বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ প্রথাবলে বর্ণিত মতে অক্ষরসমূহ, আকৃতি-সমূহ বা চিহ্নসমূহের সাহায্যে যাহাই প্রকাশিত হউক তাহা অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে অনুরূপ অক্ষরসমূহ, আকৃতিসমূহ বা চিহ্নসমূহের সাহায্যে প্রকাশিত হয় বলিয়া গণ্য হইবে, যদিও প্রকৃতপক্ষে উহা প্রকাশিত না হইয়া থাকে।

উদাহরণ

ক তাহার আদেশক্রমে পরিশোধনীয় একটি হুণ্ডির পৃষ্ঠে তদীয় নাম সহি করেন। বাণিজ্যিক প্রথা অনুযায়ী পৃষ্ঠাঙ্কনের অর্থ হইতেছে যে হুণ্ডিটিকে উহার ধারকের নিকট পরিশোধ করিতে হইবে। পৃষ্ঠাঙ্কন একটি দলিল বিশেষ এবং উহার ব্যাখ্যা অবশ্যই এইরূপ হইবে যেন "ধারকে পরিশোধকরণ" শব্দাবলী বা অনুরূপ অর্থ দ্যোতক শব্দাবলী স্বাক্ষরটির উপরিভাগে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

বিশ্লেষণ

দলিল কাহাকে বলে তাহাই এই ধারায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

দলিল বলিতে কোন কাগজ বুঝায় না; কাগজের উপরে যাহা প্রকাশিত হয় তাহাকে বুঝায়। কিন্তু কেবলমাত্র ভাবের প্রকাশকে দলিল বলা যায় না, যদি না তাহা কোন বিষয়ের সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দলিল হইতেছে :

(ক) কোন বিষয়;

(খ) যাহা প্রকাশিত হয়; বা

(গ) যাহা বিবৃত হয়;

(ঘ) কোন বস্তুর উপর;

(ঙ) অক্ষর, আকৃতি, চিহ্ন অথবা ইহাদের একাধিক সংকেতের মাধ্যমে; এবং

(চ) যাহা ঐ বিষয়ের সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহারের অভিপ্রায় করা হয়; বা

(ছ) যাহা ঐ বিষয়ের সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে;

(জ) প্রকাশ বা বিবরণের মাধ্যমে এবং উহাদের ব্যবহারের আধার, দলিল নির্ণয়ে প্রাসঙ্গিক নয়;

(ঝ) বাণিজ্যিক প্রথায় দলিল প্রণীত হইতে পারে।

জাল দলিল প্রভৃতি

জাল দলিলকেও দলিল বলা হয়। যে ক্ষেত্রে আসামী অন্য এক ব্যক্তির স্বাক্ষর জাল করিয়া একখানি মিথ্যা দরখাস্তের খসড়া তৈরী করে এবং তদ্বারা অন্য আরেক ব্যক্তিকে ঠকাইতে চায়, সে ক্ষেত্রে ঐ খসড়া দরখাস্তকে দলিল বলা হয়।[৫১] স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ধারায় বর্ণিত 'দলিল' দ্বারা তাহার মধ্যে বর্ণিত বিষয় প্রমাণ করা যায় না।[৫২] মুদ্রিত বিষয়ও দলিল হইতে পারে।[৫৩] গাছের উপর যে চিহ্ন দেওয়া হয় এবং যদ্বারা হস্তান্তর চিহ্নিত হয় তাহাও বর্তমান ধারা অনুযায়ী দলিল-রূপে পরিগণিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারা দ্রষ্টব্য ঃ

"দলিল" অর্থ কোন পদার্থের উপর অক্ষর, অংক বা চিহ্নের সাহায্য, অথবা উক্ত পন্থাসমূহের একাধিক পন্থায় প্রকাশিত বা বর্ণিত কোন বিষয়, যে পন্থা উক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যবহারের ইচ্ছা করা হইয়া থাকিতে পারে বা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

উদাহরণ

লিখিত যে কোন জিনিস দলিল, মুদ্রিত, লিথোগ্রাফকৃত, ফটোগ্রাফকৃত সকল কথাই দলিল।

কোন মানচিত্র বা পরিকল্পনা দলিল ; কোন ধাতুখণ্ড বা প্রস্তর খণ্ডের উপর কিছু খোদাই করা হইলে তাহা দলিল ; কোন ব্যঙ্গচিত্র দলিল।

মুল ধারার অনুবাদ

মূল্যবান জামানত

৩০। "মূল্যবান জামানত" শব্দাবলীতে এমন একটি দলিল বুঝায়, যাহা হইতেছে বা যাহার তাৎপর্য হইতেছে যে উক্ত দলিল বলে কোন আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠিত, সম্প্রসারিত, হস্তান্তরিত, সীমিত, বিলুপ্ত বা খারিজ করা হয়, অথবা যদ্বারা কোন ব্যক্তি এই মর্মে স্বীকার করেন যে তিনি কোন আইনানুগ দায়িত্বাধীনে রহিয়াছেন বা তাহার কোন বিশেষ আইনানুগ অধিকার নাই।

উদাহরণ

ক একটি হুণ্ডির পৃষ্ঠে তদীয় নাম সহি করেন। যেহেতু অত্র পৃষ্ঠাঙ্কনের ফলশ্রুতি হইতেছে যে হুণ্ডির স্বত্ব, এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যিনি উহার আইনানুগ ধারক হইতে পারেন, সেইহেতু উক্ত পৃষ্ঠাঙ্কন একটি "মূল্যবান জামানত" বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

আলোচ্য ধারায় 'মূল্যবান জামানত' শব্দ বলিতে কি বুঝায়, তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

'মূল্যবান জামানত' বলিতে বুঝায় ঃ

(ক) একখানা দলিল;

(খ) যাহা কোন আইনানুগ অধিকার সৃষ্টি করে; বা

(গ) যাহা কোন আইনানুগ অধিকার সম্প্রসারিত করে; বা

(ঘ) যাহা কোন আইনানুগ অধিকার হস্তান্তর করে; বা

(ঙ) যাহা কোন আইনানুগ অধিকার সীমিত করে; বা

(চ) যাহা কোন আইনানুগ অধিকার বিলুপ্ত করে; বা

(জ) যাহা কোন আইনানুগ অধিকার মুক্ত করে; বা

(ঝ) যাহার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তাহার আইনানুগ দায়িত্ব স্বীকার করেন; বা

(ঞ) যাহার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি স্বীকার করেন যে তাহার কোন আইনানুগ অধিকার নাই।

শব্দের ব্যবহার

এই শব্দদ্বয় আলোচ্য আইনের ৩২৯ হইতে ৩৩১, ৩৪৭, ৩৮৪, ৪২০, ৪৬৭ এবং ৪৭৭ ধারায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

মূল্যবান জামানতের প্রকৃতি

যে দলিল মূল্য সৃষ্টি করে অর্থাৎ যাহার দ্বারা আইনানুগ অধিকার সৃষ্ট বা নষ্ট হয় বা সৃষ্ট বা নষ্ট হইবে বলিয়া মনে করা যায়, তাহাই 'মূল্যবানজামানত'।

কোন দলিল যদি নাবালগ দ্বারা সম্পাদিত হয় তবে তাহা কার্যকরী নয় কিন্তু তবুও তাহাকে মূল্যবান জামানত বলা চলে। কারণ, এই দলিল কোন অধিকার সৃষ্টি বা নষ্ট করিতে পারে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।[৫৪] ঠিক একইভাবে যে দলিল স্ট্যাম্প করা হয় নাই বা যাহাতে সকল পক্ষের নাম নাই বা যাহাতে সম্পাদনের স্থান বা তারিখ নাই তাহাও 'মূল্যবান জামানত' হইতে পারে।[৫৫]

উদাহরণ

(ক) খাজনার দাখিলাকে মূল্যবান জামানত বলা হয়।[৫৬]

(খ) কবুলিয়তকেও মূল্যবান জামানত বলা হয়।[৫৭]

(গ) দলিলের উপরে স্ট্যাম্প লাগানো হইয়াছে কিন্তু স্ট্যাম্পের উপর স্বাক্ষর করা হয় নাই, এমন দলিলকেও মূল্যবান জামানত বলা হয়।

(ঘ) হিসাবের খাতাকে মূল্যবান জামানত বলা হয় না। কিন্তু তাহার দ্বারা যদি কোন অর্থের আদান-প্রদান প্রমাণিত হয় তবে তাহাকে মূল্যবান জামানত বলা যাইতে পারে।[৫৮]

মূল ধারার অনুবাদ

উইল

৩১। "একটি উইল" শব্দাবলী বলিতে যে কোন অছিয়ত-মূলক দলিল বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

মৃত্যুর পরে সম্পত্তির বিধি-বন্দেজের ব্যবস্থা সম্বলিত দলিলকে 'উইল' বলা হয়।

Succession Act (১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন)-এর ২ ধারায় উইলের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ধারা মতে উইল হইতেছে :

(ক) একটি ঘোষণা ;

(খ) যাহা উইলকারীর ইচ্ছাকে ঘোষণা করে ;

(গ) এবং যাহা তাহার সম্পত্তির বিলি-বন্দেজ সম্পর্কে প্রদত্ত হয় ; এবং

(ঘ) যাহা তাহার মৃত্যুর পরে কার্যকরী হয় :

General Clauses Act-এর (১৮৯৭ সালের ১০ নং আইন) ৩ ধারায় বলা হইয়াছে যে, উইলের মধ্যে Codicil ও অন্তর্ভুক্ত এবং যে দলিল সম্পত্তি সম্পর্কে মরণোত্তর বিলি-বন্দেজের নির্দেশ দেয়, তাহাই উইল।

উইল মৃত্যুর পূর্বে পরিবর্তন করা যায়। শেষ উইলই যথার্থ উইল। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পুস্তকখানিতে এইরূপ উইল পরিবর্তনের কাহিনী বিধৃত আছে।

বাংলাদেশের মুসলমানগণ উইল করিতে পারেন বটে কিন্তু এই অধিকার অত্যন্ত সীমিত। বাংলাদেশের হিন্দুগণ কৃত উইল জজ কোর্ট হইতে প্রবেট লইলেই তবে কার্যকরী হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

অবৈধ বিচ্যুতিসমূহ আইনসমূহের উল্লেখ-কারী শব্দসমূহের সংজ্ঞাভুক্ত

৩২। প্রসঙ্গ বিশেষে প্রতিকূল উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অত্র বিধির প্রত্যেক অংশে সম্পাদিত কার্যাবলীর প্রতি উল্লেখকারী শব্দসমূহে অবৈধ বিচ্যুতি-সমূহও বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

'কর্ম' বলিতে কর্মবিচ্যুতিও বুঝায়। বর্তমান ধারার ইহাই মূল কথা।

কর্মের উৎস দুই স্থলে, মস্তিষ্কে এবং দেহের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। মস্তিষ্ক আদেশ দিল আর তৎক্ষণাৎ লোকটি হাটিতে শুরু করিল ; ইহাই সাধারণভাবে কাজের নমুনা। কিন্তু আলোচ্য আইনে কাজকে আরো প্রসারিত করিয়া দেখা হইয়াছে। মনের আদেশে যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চুপ করিয়া থাকে এবং এই চুপ করিয়া থাকার একটি অভিপ্রায় থাকে এবং সেই অভিপ্রায় অসাধু হয় ; সে ক্ষেত্রে ইহাকেও কাজ বলিয়া গণ্য করা হয়।[৫৯]

যাহা করা কর্তব্য তাহা না করাকেও আইনের ভাষায় 'কাজ' বলে। একজন পুলিশ অফিসার এক ব্যক্তিকে, তাহার স্বীকারোক্তি আদায়ের উদ্দেশ্যে, বেদম মারপিট করিতেছেন। অন্য একজন পুলিশ অফিসার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এ কাজ করিতেছেন না বটে কিন্তু তবুও তাহার এই কর্মবিচ্যুতি আইনের ভাষায় 'কাজ' রূপে গণ্য। শুধু তাহাই নহে। দ্বিতীয় পুলিশ অফিসারটি জুলুমের স্থানে উপস্থিত থাকিবার কথা থাকিলে তিনি যদি জুলুম করিবার সুযোগ দিবার জন্য অনুপস্থিত থাকেন তবে তাহাও বর্তমান ধারা অনুযায়ী কাজরূপে গণ্য হইবে।[৬০]

কর্মবিচ্যুতি

কর্মবিচ্যুতি বা কর্মবিরতিকে এই ধারার আওতায় আনিয়া তাহাকে অপরাধ-মূলক করিতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে উহা অবৈধ ছিল। 'অবৈধ' কাহাকে বলে তাহা ৪৩ ধারায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[৬১] যে কর্তব্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ সম্পাদন করিতে বাধ্য, সেই কর্তব্য অপালনের ফলে অপরাধের উদ্ভব হয়। অসহায় স্ত্রী, যিনি অন্যত্র সাহায্যের আবেদন করিতে অক্ষম, যদি বাঁচিয়া থাকিবার উপাদানের অভাবে মরিয়া যান, তবে স্বামী তাহার এই কর্তব্য অপ্রতিপালনের জন্য খুনের দায়ে দায়ী হইবেন। স্বামীর সামর্থ ছিল এবং আইনানুগ দায়িত্ব ছিল ; স্ত্রীর প্রতি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন নাই। এই কর্মবিচ্যুতি আইনে অপরাধ।[৬২]

অবহেলা

শুধুমাত্র অবহেলাই অপরাধ নয়। কিন্তু অবহেলা যদি এমন প্রকৃতির হয় যে তাহার দ্বারা অন্যের ক্ষতি হয় তবে তাহার দ্বারা অপরাধ গণ্য হইবে। অবহেলা কোন্ ক্ষেত্রে অপরাধ হয়, তাহা আলোচ্য আইনের ২৭৯, ২৮৯, ৩০৪, ৩০৪ ক, ৩৩৭ এবং ৩৩৮ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গ

তবে প্রসঙ্গ অন্যরূপ হইলে কর্মবিচ্যুতি বা কর্মবিরতিকে কাজ বুঝাইবে না।

মূল ধারার অনুবাদ

কার্য
বিচ্যুতি

৩৩। "কার্য" শব্দে একক কার্য হিসাবে কার্যসমূহের শ্রেণীকেও বুঝাইবে। "বিচ্যুতি" শব্দে একক বিচ্যুতি হিসাবে বিচ্যুতিসমূহের শ্রেণীকেও বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

পূর্বের ধারায় বলা হইয়াছে যে, কর্মবিরতি বা কর্মবিচ্যুতিও কর্মের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, কর্ম বলিতে শুধু যেমন একটি কর্ম বুঝায়, তেমনি কর্মের একটি শ্রেণীকেও বুঝায়। বিচ্যুতির ক্ষেত্রেও একই নীতি। কর্মমালা, ধারাবাহিক কর্ম, অনুক্রমিক কর্ম, পরম্পরাযুক্ত কর্ম, দফায় দফায় বিন্যস্ত কর্ম "কর্মের" অন্তর্ভুক্ত।

'কাজ' বা 'কর্ম' শব্দটির আলোচ্য আইনে কোন সংজ্ঞা নাই। সুতরাং এই শব্দের সাধারণ অর্থই গ্রহণযোগ্য। কাজের সংজ্ঞা এতদূর প্রসারিত করা যায় না যে উহার দ্বারা লেন-দেন অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কাজের সংজ্ঞা এত সীমিত করা যায় না যে উহার দ্বারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটি আন্দোলনকেও বুঝায়। যখন এক ব্যক্তি তাহার বন্দুক হইতে গুলি ছুঁড়ে, তখন গুলি ছুঁড়াই একটি কাজ বলিয়া আইনের ভাষায় গণ্য হয়। যেহেতু গুলি ছুঁড়িতে হইলে বহুবিধভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে হয় সেহেতু প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনকে কাজ না বলিয়া সমগ্র ঘটনাকে এককভাবে দেখিয়া গুলি ছুঁড়াকেই কাজ বলিয়া গণ্য করা হয়।[৬৩]

কোন একটি কাজ একাধিক আইনে শাস্তিযোগ্য হইতে পারে।[৬৪] কিন্তু একই কাজের জন্য কোন ব্যক্তিকে দুইবার শাস্তি দেওয়া যায় না।[৬৫]

কোন কর্ম বা কর্মবিচ্যুতির শ্রেণী এককভাবে কর্মরূপে নির্দেশিত হইলেও তাহাদের দ্বারা যে মাত্র একটি অপরাধ হইবে, এমন কথা বলা যায় না। কর্ম বা কর্মবিচ্যুতিসমূহ এক অপরাধ সৃষ্টি করে না একাধিক অপরাধ সৃষ্টি করে তাহা ফৌজদারী কার্যবিধির উপর নিভরশীল।

ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৫ ধারা নিম্নরূপ :

২৩৫। (১) পর পর সংঘটিত কতকগুলি কার্য যদি পরস্পরের সহিত এইরূপ সম্পর্কযুক্ত হয় যে, কার্যগুলি একটিমাত্র লেন-দেনের শামিল এবং একই ব্যক্তি যদি উক্ত লেন-দেন সম্পর্কিত ব্যাপারে একাধিক অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এইরূপ প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া একটি মাত্র বিচারে তাহার বিচার করা যাইতে পারে।

(২) কথিত কার্যগুলি যদি এমন একটি অপরাধ গঠন করে যাহা বর্তমানে বলবৎ কোন আইনের (সে আইন দ্বারা অপরাধের সংজ্ঞা ও দণ্ড দেওয়া হয়) দুই বা ততোধিক পৃথক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির উক্ত রূপ প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য অভিযোগ প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং একই বিচারে তাহার বিচার করা যাইতে পারে।

(৩) কতকগুলি কার্যের মধ্যে একটি কার্য যদি এককভাবে বা একাধিক কার্য যদি একত্রে একটি অপরাধ গঠন করে এবং সমস্ত কার্যগুলি সম্মিলিতভাবে একটি পৃথক অপরাধ গঠন করে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধসমূহে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত কার্যসমূহের সম্মিলিত অপরাধ বা একটি কার্যের একক অপরাধ বা একাধিক কার্যের একত্রিত অপরাধের জন্য অভিযোগ প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং একই বিচারে তাহার বিচার হইতে পারে।

(৪) এই ধারার কোন বিধান দণ্ডবিধির ৭১ ধারাকে প্রভাবিত করিবে না।

উদাহরণ

(১) উপধারা সম্পর্কিত :

(ক) ক গ নামক জনৈক কনস্টেবলের আইনসঙ্গত হেফাজত হইতে খ-কে উদ্ধার করিল এবং এইরূপ করার সময় গ-কে গুরুতররূপে আহত করিল। ক-এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২২৫ ও ৩৩৩ ধারা অনুসারে অভিযোগ প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং তাহাকে উহার জন্য দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(খ) ক অবৈধ নারী সঙ্গমের উদ্দেশ্যে দিবাভাগে একটি গৃহের দরজা বা জানালা ভাঙ্গিল এবং উক্তরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়া খ-এর স্ত্রীর সহিত অবৈধ সঙ্গম করিল। খ-এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারা অনুসারে পৃথকভাবে অভিযোগ প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং তাহাকে উহার জন্য দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(গ) ক অবৈধ সঙ্গমের উদ্দেশ্যে গ-এর স্ত্রী খ-কে গ-এর নিকট হইতে ফুসলাইয়া লইয়া গেল এবং তাহার সহিত অবৈধ সঙ্গম করিল। ক-এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারা অনুসারে পৃথকভাবে অভিযোগ গঠন করা যাইতে পারে এবং তাহাকে উহার জন্য দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ঘ) দণ্ডবিধির ৪৬৬ ধারায় দণ্ডনীয় কতিপয় জালিয়াতী করার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ক নকল জানিয়া কতিপয় সিল দখলে রাখিয়াছেন। ক-কে দণ্ডবিধির ৪৭৩ ধারা অনুসারে প্রত্যেকটি সিল দখলে রাখার জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ঙ) ন্যায় বা আইনসঙ্গত কোন অজুহাত নাই জানিয়াও খ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ক তাহার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী কার্যক্রম রুজু করিল এবং ইহা ব্যতীত ন্যায় বা আইনসঙ্গত কোন অজুহাত নাই জানিয়াও খ একটি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ করিল। ক-কে দণ্ডবিধির ২১১ ধারা অনুসারে দুইটি অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(চ) ন্যায় বা আইনসঙ্গত কোন অজুহাত নাই জানিয়াও খ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে যে একটি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া ক তাহার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ করিল। বিচারের সময় খ-কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ক তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। ক কে দণ্ডবিধির ২১১ ও ১৯৪ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ছ) ক অপর ছয় ব্যক্তির সহিত দাঙ্গা গুরুতররূপে আহত করা এবং উক্ত দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে সরকারী কর্তব্য সম্পাদনে রত জনৈক সরকারী কর্মচারীকে প্রহারের অপরাধ করিল। ক-কে দণ্ডবিধির জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(জ) খ, গ ও ঘ-কে ভীত সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ক একই সময় তাহাদের দেহে আঘাত করার হুমকি দিল। ক-কে দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারা অনুসারে তিনটি অপরাধের প্রত্যেকটির জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে উল্লিখিত পৃথক অভিযোগসমূহের বিচার একই সময়ে করা যাইতে পারে।

(২) উপধারা সম্পর্কিত ঃ

(ঝ) ক অন্যায়ভাবে খ-কে বেত দ্বারা আঘাত করিল। ক-কে দণ্ডবিধির ৩৫২ ও ৩২৩ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ঞ) কয়েক বস্তা চোরাই শস্য লুকাইয়া রাখার জন্য ক ও খ-এর নিকট দেওয়া হইল। ক ও খ জানিত যে, উহা চোরাই মাল। অতঃপর বস্তাগুলি একটি শস্য রাখার গর্তের তলদেশে লুকাইয়া রাখার ব্যাপারে ক ও খ পরস্পরকে স্বেচ্ছা-মূলকভাবে সাহায্য করিল। ক ও খ-কে দণ্ডবিধির ৪১১ ও ১৪৪ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ট) ক এমনভাবে তাহার শিশু সন্তানকে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখিল যে, উহার ফলে মৃত্যু হইতে পারে, তাহা সে জানিত। এইরূপ উন্মুক্ত অবস্থায় রাখার ফলে শিশুটি মারা গেল। ক-কে দণ্ডবিধির ৩১৭ ও ৩০৪ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ঠ) দণ্ডবিধির ১৬৭ ধারা অনুসারে খ নামক জনৈক সরকারী কর্মচারীকে দণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ক অসৎভাবে একটি জাল দলিলকে প্রকৃত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিল। ক-কে দণ্ডবিধির ৪৭১ (৪৬৬ ধারার সহিত গঠিত) ও ১৯৬ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ত) উপধারা সম্পর্কিত ঃ

(ড) ক খ-এর উপর দস্যুতা করিল এবং ঐরূপ করিতে গিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে তাহাকে আঘাত করিল। ক-কে দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারার অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

মূল ধারার অনুবাদ

কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক একই উদ্দেশ্যে সাধন-কল্পে কৃত কার্যাবলী

৩৪। যে ক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সকলের একই অভিপ্রায় পূরণকল্পে কোন অপরাধমূলক কার্য সম্পাদিত হয়, সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই উক্ত কার্যের জন্য এইরূপে দায়ী হইবেন যেন উক্ত কার্য উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল।

বিশ্লেষণ

একই অভিপ্রায় পূরণকল্পে একাধিক ব্যক্তি যখন কোন একটা অপরাধমূলক কার্য-করেন, তখন তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের জন্য দায়ী হন। ইহাই বর্তমান ধারার বিষয়বস্তু।

এই ধারা হইতে ৩৮ ধারায় বিধৃত বিধানসমূহে যৌথ-দায়িত্বের সূত্র বিধৃত।

নীতি

যে সমস্ত ক্ষেত্রে একাধিক অপরাধী ব্যক্তি কর্তৃক একটা অপরাধ সংঘটিত হয় এবং এই বিশেষ অপরাধের বিষয়ে অপরাধীগণের প্রত্যেকের অংশ গ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাধীগণ যাহাতে শাস্তি হইতে রক্ষা না পায় তাহার ব্যবস্থা বর্তমান ধারায় বিধৃত সূত্রে করা হইয়াছে। এই ধারার মূল সূত্র হইতেছে এই যে, অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধের কাজে যোগদান করিলে তিনি অপরাধী হইয়া পড়েন।[৬৬]

বর্তমান ধারা কোন অপরাধ সৃষ্টি করে নাই। একই অভিপ্রায়ে অপরাধ করার ক্ষেত্রে যৌথ-অপরাধীদের দায়িত্ব বর্ণনা করিয়াছে মাত্র।[৬৭]

প্রযোজ্যতা

অপরাধের যৌথ-দায়িত্ব বর্তমান ধারার বিষয়বস্তু। যখন একাধিক ব্যক্তি একই অভিপ্রায়ে একটি বিশেষ অপরাধ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন, তখনই এই ধারা কার্যকর হয়। এই ধারা প্রয়োগ করিতে হইলে নিম্নবর্নিত তিনটি উপাদানকে আবশ্যিক-ভাবে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

(ক) একাধিক ব্যক্তি কোন অপরাধমূলক কাজ করিয়াছেন ;

(খ) তাহারা সকলেই অভিপ্রায় করিয়াছিলেন যে তাহারা ঐ অপরাধমূলক কাজ করিবেন ; এবং

(গ) সকলের অভিপ্রায়কে সার্থক করিবার জন্য ঐ অপরাধমূলক কাজটি করা হইয়াছিল ;

তিনজন ব্যক্তি ক-এর নিকট কিছু পণ্য রাখিলেন। তাহারা ঐ পণ্য ক-এর নিকট দাবী করিলে ক তাহা দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর ঐ তিনজন ব্যক্তি একই সাথে ক ও তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিলেন। এমতাবস্থায় ঐ তিনজনের মধ্যে, কাহার অস্ত্রে মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহা না জানা গেলেও বা একজনের কাছে অস্ত্র না থাকিলেও সকলেই সমান দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। কারণ সকলে একই অভিপ্রায়ে সম্মিলিতভাবে ঐ অপরাধমূলক কাজ করিয়াছিলেন।[৬৮] কে কোন্ আঘাতটি করিয়াছিলেন এবং কাহার আঘাতে মৃত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা অপ্রয়োজন। কারণ বর্তমান ধারায় বিধৃত সূত্রানুযায়ী আক্রমণকারীর প্রত্যেকেই সমগ্র অপরাধটির জন্য দায়ী হইবেন।[৬৯]

একই অভিপ্রায়

বর্তমান ধারা প্রয়োগ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অভিপ্রায় এক ছিল কি না এবং সেই এক অথবা সাধারণ অভিপ্রায়ে তাঁহারা কাজ করিয়াছিলেন কি না।

উদ্দেশ্যের এই একতা কিভাবে বুঝা যায়? ইহা ঘটনা ও পরিস্থিতি হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণভাবে যদি দেখা যায় যে, অপরাধ সংঘটনের প্রাক্কালে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তাহাদের কাজের একটি 'প্লান' হইয়াছিল তবে উদ্দেশ্যের একতা সহজেই মানিয়া লওয়া যায়।[৭০] এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্বে পরিকল্পনা এমন এক জিনিস যে ইহাকে সব সময় ধরা ছোঁয়ার আয়ত্তে আনা যায় না। অবস্থা দেখিয়া এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। আক্রমণ শুরু হইবার পরও এই পরি-কল্পনা উদ্দীপ্ত হইতে পারে।[৭১]

স্মরণ রাখিতে হইবে যে বর্তমান ধারার প্রয়োগে একের বোঝা অন্যের ঘাড়ে যাইতে পারে। এই কারণে বর্তমান ধারার প্রয়োগে সাবধানতা বাঞ্ছনীয়। যেখানে

পূর্ব পরিকল্পনার বা সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রমাণ নাই, সেখানে বর্তমান ধারা কার্যকরী হয় না। জমি লইয়া মারামারি করিবার সময় এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আকস্মিক-ভাবে ছুরিকাহত করিয়া হত্যা করিলেন। এমতাবস্থায় একমাত্র হত্যাকারীই হত্যার জন্য দায়ী, অন্যেরা নহে।[৭২]

কতিপয় ব্যক্তি

এক ব্যক্তি যখন অপরাধ করে তখন বর্তমান ধারা কার্যকর হয় না। যেখানে কার্য একাধিক ব্যক্তি করে কিন্তু তাহাদের অভিপ্রায় এক নহে সেখানেও বর্তমান ধারা কার্যকর হয় না।

একই অভিপ্রায় পূরণকল্পে

একাধিক ব্যক্তি যখন একই অভিপ্রায় পোষণ করে তখনও তাহারা কোন দায়িত্বের মধ্যে যায় না। কারণ অপরাধ কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভিপ্রায়ের দ্বারা হয় না। অভিপ্রায় পূরণকল্পে যখন কোন অপরাধমূলক কাজ সম্পন্ন হয় তখনই উহার সহিত যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব আসিয়া পড়ে।

মূল ধারার অনুবাদ

যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কার্য কোন অপরাধ-মূলক জ্ঞানবা অভি-প্রায় সহকারে সম্পা-দিত হওয়ার দরুন অপরাধমূলক বলিয়া গণ্য হয়

৩৫। কেবল কোন অপরাধমূলক জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হওয়ার দরুন অপরাধমূলক বলিয়া গণ্য হয় এমন কোন কার্য কখনও কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইলে অনুরূপ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকে, যাহারা অনুরূপ জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে উক্ত কার্যে যোগদান করে, উক্ত কার্যের জন্য এইরূপে দায়ী হইবে যেন উক্ত কার্য উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে একাকী সম্পাদিত হইয়াছিল।

বিশ্লেষণ

পূর্বের ধারায় অভিপ্রায়ের একতার কারণে অপরাধের দায়িত্ব বর্তাইবার কথা বলা হইয়াছে। বর্তমান ধারায় সমান বা সম অভিপ্রায়ের কথা বলা হইয়াছে। পূর্বের ধারায় বলা হইয়াছে যে, যখন কোন অপরাধমূলক কাজ একাধিক ব্যক্তি দ্বারা সম্পা-দিত হয় এবং যখন সেই একাধিক ব্যক্তিগণের অভিপ্রায় এক থাকে এবং সেই এক

অভিপ্রায় সাধনকল্পে অপরাধমূলক কার্যটি সম্পন্ন হয়, তখন সেই একাধিক ব্যক্তির প্রত্যেকেই অপরাধমূলক কাজটি করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, যখন কোন কাজ শুধুমাত্র অপরাধমূলক জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হওয়ার জন্য অপরাধমূলক গণ্য হয় তখন ঐসব ব্যক্তিগণ যাহারা অনুরূপ জ্ঞান ও অভিপ্রায় সহকারে উক্ত কাজ করে তখন ঐ কাজের জন্য প্রত্যেকেই দায়ী হয়। ৩৪ ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কাজের মধ্য দিয়া তাহার অভিপ্রায় নির্ণয় করিবার কথা বলা হইয়াছে। আর বর্তমান ধারায় অভিপ্রায় এবং জ্ঞানকে স্বাধীনভাবে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

ক ও খ 'গ' কে আঘাত করে। সেই আঘাতে গ মারা যায়। ক ও খ আদালতে অভিযুক্ত হন। অভিযোগকারী পক্ষ যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, ক এবং খ-এর উদ্দেশ্য ছিল 'গ'-কে মারিয়া ফেলা তাহা হইলে ক এবং খ উভয়ে নরহত্যার দায়ে দায়ী হইবেন। এমতাবস্থায় কাহার আঘাতে 'গ' এর মৃত্যু ঘটিয়াছিল তাহা জানা অনাবশ্যক। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, ক 'গ'-কে মারিতে চাহিয়াছিলেন এবং খ 'গ' কে শুধুমাত্র আঘাত করিতে চাহিয়াছিলেন; সেক্ষেত্রে 'খ' কে নরহত্যার দায়ে দায়ী করা চলে না। 'ক' এবং 'খ'-এর অভিপ্রায় বা জ্ঞান প্রমাণ করিবার দায়িত্ব অভিযোগকারীর উপর ন্যস্ত।[৭৩]

মুল ধারার অনুবাদ

আংশিকভাবে কার্য এবং আংশিকভাবে বিচ্যুতির সাহায্য সংঘটিত ফলাফল

৩৬। যে ক্ষেত্রে কোন কার্য বা বিচ্যুতির দরুন কোন বিশেষ ফলাফল ঘটান বা উক্ত ফলাফল ঘটাইবার কোন উদ্যোগ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, সেই ক্ষেত্রে আংশিকভাবে কোন কার্য এবং আংশিকভাবে কোন বিচ্যুতির সাহায্য উক্ত ফলাফল ঘটানো একই অপরাধ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

উদাহরণ

ক অংশতঃ অবৈধভাবে খ-কে খাদ্য দান হইতে বিরত থাকিয়া এবং অংশতঃ খ-কে মারপিট করিয়া ইচ্ছাপূর্বক খ-র মৃত্যু ঘটায়। এই ক্ষেত্রে ক খুন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

যে কাজ কোন ব্যক্তি করিতে বাধ্য তাহা না করা অপরাধ। যে কাজে বিরত থাকিতে কোন ব্যক্তি বাধ্য তাহা করাও অপরাধ। কাজ বা কর্মবিরতির জন্য যদি কোন অপরাধমূলক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয় তবে তাহাতে অপরাধ হইয়া যাইবে।

'ক' তাহার স্ত্রী 'খ'-কে খাওয়াইতে বাধ্য। 'খ'-কে না খাওয়ানো 'ক'-এর পক্ষে অপরাধ। ক তাহার স্ত্রী 'খ'-কে মারপিট করে। মারপিট করা ক'-এর পক্ষে অপরাধ। ক-এর ইচ্ছাকৃত 'না খাওয়ানো' এবং 'মারপিটে'র ফলে 'খ' মারা যায়। এই ক্ষেত্রে 'ক' খুন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন অপরাধ অনুষ্ঠানকারী কতিপয় কার্যের একটি সম্পাদনের মাধ্যমে সহযোগিতা

৩৭। যে ক্ষেত্রে কতিপয় কার্যের মাধ্যমে একটি অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্ষেত্রে যে কেহ উক্ত কার্যসমূহের যে কোন একটি সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠান কার্যে ইচ্ছাপূর্বক সহযোগিতা করে, সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক ও খ পৃথকভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করিয়া ফ-কে খুন করিবার জন্য একমত হয়। ক ও খ ফ-কে খুন করিবার উদ্দেশ্যে চুক্তি অনুযায়ী বিষ প্রয়োগ করে। খ-এর প্রতি অনুরূপভাবে প্রযুক্ত কতিপয় মাত্রা বিষ প্রয়োগের ফলে তাহার মৃত্যু হয়। এই ক্ষেত্রে ক ও খ ইচ্ছাপূর্বকভাবে খুন অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করে এবং তাহাদের প্রত্যেকেই এইরূপ একটি কার্য সম্পাদন করে য দ্বারা মৃত্যু সংঘটিত হয়। যদিও তাহাদের কার্যসমূহ স্বতন্ত্র তবুও উভয়েই উক্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে।

(খ ক ও খ যুগ্ম কারাপাল এবং তদ্দরুন তাহারা একান্তভাবে এককালীন ছয় ঘণ্টার জন্য বাদী ফ-এর তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছে। ক ও খ ফ এর মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব পরিচর্যাকালে ফ-কে সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট সরবরাহকৃত খাদ্য ফ-কে দান করা হইতে অবৈধভাবে বিরত থাকিয়া জ্ঞাতসারে উক্ত ফল সংগঠনে সহযোগিতা করে। ফ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ক ও খ উভয়েই ফ-কে খুন করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

(গ) কারাপাল ক'র উপর বন্দী খ-এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রহিয়াছে। খ-র মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ক খ-কে খাদ্য সরবরাহ করা হইতে অবৈধভাবে বিরত থাকে; উহার ফলে খ বহুল পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু অনশন তাহার মৃত্যু ঘটাইবার জন্য যথেষ্ট নহে। ক তদীয় পদ হইতে বরখাস্ত হয় এবং গ তাহার

স্থলাভিষিক্ত হয়। খ-কে খাদ্য সরবরাহ না করিলে তাহার মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এই কথা জানিয়া গ ক'র সহিত যোগসাজশ বা সহযোগিতা ছাড়াই খ-কে খাদ্য সরবরাহ করা হইতে অবৈধভাবে বিরত থাকে। খ অনাহারে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। খ খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে, কিন্তু যেহেতু ক খ-র সহিত সহযোগিতা করে নাই সেইহেতু ক কেবল খুন অনুষ্ঠানের উদ্যোগের জন্যই দোষী সাব্যস্ত হইবে।

বিশ্লেষণ

৩৫ ধারায় যে নীতি বর্ণিত হইয়াছে বর্তমান ধারায় তাহাই সম্প্রসারণ করা হইয়াছে।

সেই ব্যক্তি অপরাধ করেন ঃ

(ক) যিনি সহায়তা করেন,

(খ) এমন অপরাধ সংঘটন করিতে,

(গ) যাহা একাধিক কাজ দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং

(ঘ) যিনি ঐ একাধিক কাজের মধ্যে যে কোন একটি করেন, এবং

(ঙ) যিনি উহা একাকী করেন কিংবা যৌথভাবে করেন।

নীতি

যেখানে কোন অপরাধ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় সেখানে অপরাধের পরিমাপ প্রত্যেক অপরাধীর কাজের নিরীখে হয় না, সমগ্র প্রতিক্রিয়ার নিরীখে হয়। দশজন মিলিয়া ষড়যন্ত্রমূলে একটি অপরাধ করিলেন। কে কতখানি কাজ করিয়াছেন তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। সমগ্র অপরাধের জন্য প্রত্যেক অপরাধী সমানভাবে দায়ী।

একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যখন অভিপ্রায়ের ঐক্যের সহিত কাজের ঐক্য ঘটে তখন বর্তমান ধারা কার্যকর হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধমূলক কার্যে জড়িত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন

৩৮। যে ক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তি কোন অপরাধমূলক কার্য অনুষ্ঠানে নিয়োগ বা জড়িত হয়, সেই ক্ষেত্রে তাহারা উক্ত কার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে।

উদাহরণ

ক এইরূপ গুরুতর উত্তেজনা প্রদায়ক পরিস্থিতিতে খ-কে আক্রমণ করে যে তাহার য কে হত্যা করার কার্য খুন বলিয়া গণ্য না হইয়া কেবল দণ্ডার্হ নরহত্যারূপে গণ্য হইবে। য-এর প্রতি খ-এর বিদ্বেষ থাকায় ও তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে এবং উত্তেজনাধীন না হইয়া খ, য-এর হত্যাকার্যে ক-কে সাহায্য করে। এই ক্ষেত্রে যদিও ক ও খ উভয়ই য-এর মৃত্যু ঘটাইবার কার্যে নিয়োজিত, তথাপি য খুনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং ক কেবল দণ্ডার্হ নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

বিশ্লেষণ

যখন একাধিক ব্যক্তি একটি অপরাধমূলক কাজ করে তখন অভিপ্রায়ের ভিন্নতার কারণে সেই একই অপরাধমূলক কাজের জন্য তাহারা ভিন্নরূপ অপরাধ করিতে পারে।

৩৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে, অভিপ্রায়ে একতাবদ্ধ হইয়া একাধিক ব্যক্তি যখন একটি অপরাধমূলক কাজ করেন তখন তাহারা প্রত্যেকেই ঐ অপরাধের জন্য পূর্ণভাবে দায়ী হন। বর্তমান ধারায় তাহার বিপরীত নীতির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। একাধিক ব্যক্তি যদি একটি অপরাধমূলক কাজ করেন কিন্তু সেই কাজে তাহাদের অভিপ্রায়ের ঐক্য না থাকে তবে তাহাদের দায়িত্ব একরূপ হয় না।

কাজ এক হইলেও যেখানে অভিপ্রায় ভিন্ন, সেখানে দায়িত্বও ভিন্ন হইয়া পড়ে। অভিপ্রায়ের ঐক্যের অনুপস্থিতি বর্তমান ধারার মূল কথা। ৩৪ ধারার মূলকথা হইতেছে অভিপ্রায়ের ঐক্যের উপস্থিতি।

দুইজন চোর চুরি করিতেছে। তাহারা সিঁদ কাটিল। অতঃপর একজন সিঁদ দিয়া ঘরে ঢুকিল। চুরির কাজ যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন গৃহকর্তা জাগিয়া উঠিয়া গৃহস্থিত চোরকে বাধা দিল। তখন ঐ চোর ছুরিকাঘাতে গৃহস্বামীকে হত্যা করিল। এই ক্ষেত্রে উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা, খুন করা নয়। তাই এই ক্ষেত্রে একজন চুরির দায়ে এবং অন্যজন চুরি ও খুনের দায়ে অভিযুক্ত হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

স্বেচ্ছাকৃতভাবে

৩৯। যে মাধ্যমের সাহায্যে কোন কার্য অনুষ্ঠান অভিপ্রেত হইয়াছিল তাহার সাহায্যে অথবা এরূপ মাধ্যম যাহা প্রয়োগকালে উহার উক্ত কার্য অনুষ্ঠান করার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া বা অনুরূপ বিশ্বাস

করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সেই মাধ্যমের সাহায্যে উক্ত কার্য অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি "স্বেচ্ছাকৃতভাবে" উক্ত কার্য অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ

ক দস্যুতা সুগম করার উদ্দেশ্যে কোন এক বৃহৎ শহরে একটি বাসগৃহে রাত্রিকালে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং এইরূপে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়। এই ক্ষেত্রে ক মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় না-ও করিয়া থাকিতে পারে এবং সে তাহার কার্যের দরুন মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া দুঃখিত হইতে পারে; তথাপি, যদি সে জানিয়া থাকে যে তৎকর্তৃক মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে সে স্বেচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

বর্তমান ধারায় "স্বেচ্ছাকৃতভাবে" শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। মোটামুটিভাবে ফলের প্রকৃতি জানিয়া কোন কাজ করা বা যে ফল হওয়া স্বাভাবিক তাহার অভিপ্রায় করিয়া কোন কাজ করাকে "স্বেচ্ছাকৃতভাবে কাজ করা" বলে।

ব্যাখ্যা ঃ 'স্বেচ্ছাকৃতভাবে' শব্দটি আলোচ্য আইনের ষোড়শ অধ্যায়ে অর্থাৎ ২৯৯ হইতে ৩৭৭ ধারায় বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই শব্দের সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। সহজ কথায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কাজ করাকে 'স্বেচ্ছাকৃত' কাজ বলে। অভিপ্রায় বর্তমান থাকিলে অভিপ্রেত কাজকে স্বেচ্ছাকৃত কাজ বলা যায়। কাজের ফল জানিয়া কোন কাজ করিলে 'স্বেচ্ছাকৃতভাবে' কাজ বলিয়া গণ্য হয়। কাজের ফল কি হইতে পারে তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে সেই কাজকে স্বেচ্ছাকৃত কাজ বলা হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে কাজ করা বলিতে তিনটি উপাদানের যে কোন একটির উপস্থিতি ধরিয়া লওয়া হয় ঃ

(ক) অভিপ্রায়;

(খ) জ্ঞান;

(গ) বিশ্বাস।

অভিপ্রায়

অভিপ্রায়কে মনের স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে। ইহাতে জবরদস্তি নাই। আপনি ভাত খাইবার অভিপ্রায় করেন; ইহার অর্থ এই যে, ভাত খাওয়া বা না খাওয়ার স্বাধীনতা আপনার আছে; কেহ আপনাকে খাইবার জন্য বা না খাইবার জন্য জুলুম করিতেছে না।

অভিপ্রায় দুই প্রকার উপাদানকে প্রভাবিত করে। তাহারা হইতেছে কাজ এবং ফল। আপনি ভাত খাইতে অভিপ্রায় করিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে ভাত খাওয়ার রূপ কাজ আপনার অভিপ্রায়কে প্রভাবিত করিতেছে। খাওয়ার কাজটি এখানে মুখ্য কথা। আপনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্য ভাত খাইতে চাহিতেছেন; এখানে কাজ হইতে ফলের উপর জের বেশী; এখানে খাওয়া বড় কথা নয়; ক্ষুধা নিবৃত্তি বড় কথা।

কাজের দিকে হোক বা ফলের দিকে হোক; অভিপ্রায় থাকিলেই উহা স্বেচ্ছাকৃত হইয়া যায়।

জ্ঞান

জানাকেই 'জ্ঞান' বলে। যাহা জানা স্বাভাবিক, ধরিয়া লওয়া হয়, সে সম্পর্কে সকলের জ্ঞান আছে। বুকের পার্শ্বে হৃদপিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলি ছুঁড়িলে ধরিয়া লইতে হয় যে, যিনি উহা ছুঁড়িয়াছেন, তিনি উহার প্রতিক্রিয়া যে মৃত্যু তাহা জানিতেন।

বিশ্বাস

প্রত্যেক কাজের একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আছে। এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রত্যেকেরই বিশ্বাস থাকার কথা। বিপুল প্লীহাগ্রস্ত বৃদ্ধকে লাথি মারিয়া তাহার প্লীহা ফাটাইয়া দিলে তিনি মরিয়া যাইবেন, ইহা সকলে বিশ্বাস করে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অভিপ্রায়; জ্ঞান বা বিশ্বাস অবহেলা নহে। অবহেলার দণ্ডের বিধান অন্যত্র বিদ্যমান।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধ

৪০। অত্র ধারার ২ ও ৩ দফায় উল্লিখিত পরিচ্ছেদসমূহে ও ধারাসমূহের ব্যাপারে ব্যতীত, "অপরাধ" শব্দে অত্র বিধিবলে দণ্ডার্হ কোন বিষয় বুঝাইবে।

৪র্থ পরিচ্ছেদে, ৫ম পরিচ্ছেদে এবং নিম্নলিখিত ধারাসমূহে যথা, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭১, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৫, ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৮৮, ৩৮৯ এবং ৪৪৫ ধারাসমূহে "অপরাধ" শব্দে অত্র বিধি অনুযায়ী অথবা অতঃপর বর্ণিত যে কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইন অনুযায়ী দণ্ডার্হ কোন বিষয় বুঝাইবে।

এবং ১৪১, ১৭৬, ১৭৭, ২০১, ২০২, ২১২, ২১৬ ও ৪৪১ ধারাসমূহে "অপরাধ' শব্দে বিশেষ বা স্থানীয় আইনের অধীনে দণ্ডার্হ বিষয় অনুরূপ আইনের অধীনে জরিমানা সহকারে বা ব্যতিরেকে যাহাই হউক ছয় মাস কাল বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডার্হ হওয়ার ক্ষেত্রে একই অর্থ বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যাহা শাস্তিযোগ্য তাহাই অপরাধ।

সেই সমস্ত নৈতিক অপকর্ম যাহার জন্য আইনে দণ্ডের বিধান নাই, তাহাদিগকে যথার্থভাবে আইনের ভাষায় অপরাধ বলা চলে না। তাহারা বড় জোর দুর্নীতি আখ্যা পাইতে পারে। এই অর্থে দুর্নীতির জন্য কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যায় না। আইনে যে কাজ শাস্তিযোগ্য ঘোষিত হইয়াছে, সেই কাজ করিলে আসামী শাস্তি পাইবেন।[৭৫]

সেই সমস্ত কর্ম বা কর্মবিচ্যুতি বা কর্মবিরতি যাহা আইনে নিষিদ্ধ এবং যাহা করিলে আলোচ্য বিধিতে দণ্ডের বিধান আছে তাহাকেই অপরাধ বলে। কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার এই অধিকার নাই যে তাহারা অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করিতে পারে। অপরাধের একটি মাত্র সংজ্ঞা আছে এবং তাহা হইতেছে ইহার শাস্তিযোগ্যতা। ইহার দ্বিতীয় কোন সংজ্ঞা নাই বা থাকিতে পারে না।[৭৬]

অপরাধের অভিপ্রায়

আলোচ্য আইনে প্রায় সর্বত্র নিম্নবর্ণিত শব্দের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়:

(ক) জানিয়া,

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে,

(গ) প্রতারণামূলকভাবে

(ঘ) অবহেলা করিয়া প্রভৃতি।

এই সমস্ত শব্দ ব্যবহারের দ্বারা আলোচ্য আইন প্রণেতাগণ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, অপরাধের অভিপ্রায় থাকা অপরাধ করার একটি মৌলিক উপাদান। এই সমস্ত

শব্দ যেখানে ব্যবহার করা হইয়াছে, সেখানে অপরাধের অভিপ্রায় দেখা না গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী বলা যায় না। তবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই শব্দগুলির ব্যবহার নাই সেখানে অপরাধের অভিপ্রায় না থাকিলেও চলে।[৭৭] সুতরাং কেহ যদি নিষিদ্ধ কাজ করে তাহা হইলে সেখানে অপরাধের অভিপ্রায়ের প্রশ্নই উঠে না। সেখানে আসামীকে প্রমাণ করিতে হয় যে তিনি সরল বিশ্বাসে কাজ করিয়াছিলেন।[৭৮] আইন প্রণেতাগণ যে কোনভাবে অপরাধ সৃষ্টি করিতে পারেন। অপরাধের অভিপ্রায় ছাড়াও অপরাধ হইতে পারে এমন ব্যবস্থাও তাহারা আইনে করিতে পারেন। সুতরাং কোন অপরাধের মৌলিক উপাদান অভিপ্রায় কিনা তাহা আইনদৃষ্টে নির্ণয় করিতে হয়।[৭৯]

এমন অনেকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে অপরাধের অভিপ্রায় সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন ব্যক্তি যখন ইচ্ছামূলকভাবে মিথ্যা ভাষণ করেন তখন তিনি যে মিথ্যা ভাষণ করিতেছেন, এই জ্ঞান দ্বারাই তাহার অপরাধের অভিপ্রায় প্রমাণিত হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

বিশেষ আইন

৪১। "বিশেষ আইন" বলিতে কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি প্রযোজ্য আইন বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বিশেষ আইনের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষ বিষয় সম্পর্কে যে আইন প্রযোজ্য তাহাকেই বিশেষ আইন বলা হয়। রেলওয়ে আইন, অফিস আইন, আয়কর আইন প্রভৃতিকে বিশেষ আইন বলা যায়।

বিশেষ বিষয়

আলোচ্য আইনে যে সমস্ত অপরাধ বা তাহাদের দণ্ডের বিধান নাই সেই সমস্ত অপরাধ বা দণ্ডের বিধান করিয়া যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়, তাহাদিগকে বিশেষ আইন বলা যায়।[৮০]

আলোচ্য আইনে যে অপরাধের বর্ণনা নাই, সেই অপরাধ সম্পর্কে প্রণীত আইনকে বিশেষ আইন বলা হয়।[৮১]

অপরাধ সম্পর্কে না হইয়া অন্য কোন সম্পর্কেও বিশেষ আইন হইতে পারে। সাক্ষ্য আইনকেও বিশেষ আইন বলা যায়।[৮২]

মূল ধারার অনুবাদ

স্থানীয় আইন

৪২। "স্থানীয় আইন" বলিতে কেবল বাংলাদেশের ও রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ অংশে প্রযোজ্য আইন বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় স্থানীয় আইনের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ আইন বলিতে বিশেষ বিষয়ের উপর আইন বুঝায়। স্থানীয় আইন বলিতে বাংলাদেশের কোন বিশেষ এলাকার আইন বুঝায়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সমগ্র এলাকায় প্রযোজ্য না হইয়া ইহার অংশ বিশেষে প্রযোজ্য হয় যে আইন তাহাকে বলা হয় স্থানীয় আইন। 'পোর্টট্রাস্ট' আইনকে একটি স্থানীয় আইন বলা যায়।

মূল ধারার অনুবাদ

অবৈধ
আইনতঃ সম্পাদন করিতে বাধ্য

৪৩। "অবৈধ' শব্দ এমনতর প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি প্রযোজ্য যাহা অপরাধরূপে গণ্য বা যাহা আইনবলে নিষিদ্ধ বা যাহাতে দেওয়ানী ব্যবস্থা গ্রহণের অজুহাত থাকে এবং ব্যক্তি বিশেষ এইরূপ কার্য "সম্পাদন করিতে বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা সম্পাদন হইতে বিরত থাকা তাহার পক্ষে অবৈধ।

বিশ্লেষণ

বর্তমান ধারায় 'অবৈধ" এবং "আইনতঃ সম্পাদন করিতে বাধ্য", এই প্রত্যয় দুইটির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

অবৈধ বলিতে বুঝায় ঃ

(ক) যাহা অপরাধরূপে গণ্য, বা

(খ) যাহা আইনবলে নিষিদ্ধ, বা

(গ) যাহাতে দেওয়ানী মামলা রুজুর কারণ থাকে। "আইনতঃ সম্পাদন করিতে বাধ্য" বলিতে বুঝায়,

(ক) যাহা কোন ব্যক্তি না করিলে অপরাধ হয় তাহা।

আইনবলে নিষিদ্ধ

যে কাজ করিতে আইন নিষেধ করে তাহা অবৈধ। চুক্তি আইনের ২৩ ধারায় অবৈধ চুক্তির বর্ণনা বিদ্যমান। ঐ রূপ চুক্তি করা তাই অবৈধ।

অবশ্য সরকারী হুকুমে কিছু নিষেধ করা হইলে যেহেতু সেই হুকুমকে আইন বলা যায় না, তাই তাহাকে অমান্য করিয়া কোন কাজ করা হইলে সেই কাজ অবৈধ হয় না।

পরিধি

অবৈধ শব্দটি বর্তমান ধারায় সেই কাজের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা অপরাধমূলক বা যাহা আইনে নিষিদ্ধ বা যাহার জন্য দেওয়ানী মামলা চলে।[৮৩] অবৈধ এবং বে-আইনী, এই শব্দ দুইটি সমার্থক।[৮৪] কোন ব্যক্তির দিকে, বিনা আইন-সঙ্গত কারণে বন্দুক তাড়া করা বে-আইনী কাজ।[৮৫]

কর্মবিরতি

কর্মবিরতিও অবৈধ হইতে পারে। কোন ফার্মের এজেণ্ট ফার্মের পণ্য বিক্রয় করিয়া যদি তাহার মূল্য মূল অফিসে প্রেরণ না করে, তবে ঐ এজেণ্ট অবৈধ কাজ করে। কারণ, মূল অফিসে ফার্মের বরাবরে সংগৃহীত অর্থ প্রেরণ করিতে এজেণ্ট বাধ্য। ফার্মের অর্থ এজেণ্ট আত্মসাৎ না করিলেও যেহেতু তিনি তাহা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যাহা আইন করিতে বাধ্য করে, তাই তাহার এই কর্মবিরতি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।[৮৬]

তাই বলিয়া মামলা চলাকালে বাদী যদি তাহার হিসাবের খাতা আদালতে দাখিল না করে তবে তাহার এই বিরতিকে বে-আইনী বলা চলে না।[৮৭] সরকারী ডাক্তার যদি নির্ধারিত ফি অপেক্ষা বেশী ফি আদায় করেন তবুও তাহার এই কাজকে অবৈধ বলা যায় না।[৮৮]

মূল ধারার অনুবাদ

ক্ষতি

৪৪। "ক্ষতি" শব্দে যে কোন ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির প্রতি অবৈধভাবে কৃত যে কোন অনিষ্ট সাধন করা বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

"ক্ষতি" কাহাকে বলে, তাহা এই ধারায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ক্ষতি বলিতে অনিষ্ট বুঝায়। এই অনিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পর্কে করা হয়। ইহা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আঘাত করে:

(ক) তাহার দেহে, বা / এবং

(খ) তাহার মনে, বা / এবং

(গ) তাহার সুনামে, বা / এবং

(ঘ) তাহার সম্পত্তিতে।[৮৯]

অনিষ্টকে আইনে ক্ষতির রূপ পরিগ্রহ করিতে হইলে উহা যে এক বিশেষ প্রকৃতির হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যে কোন প্রকার অনিষ্টই ক্ষতি হইতে পারে। অপমানজনক উক্তি ক্ষতি বলিয়া পরিগণিত। কারণ, ইহা মানুষের সুনামকে আঘাত করে। এই আঘাত প্রত্যক্ষ না হইতে পারে। কোন ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত অশালীন ব্যবহার করিলে ইহা তাহার স্ত্রীকে যেমন আঘাত করে, তাহাকেও তেমন আঘাত করে। তাই ইহা ক্ষতির পর্যায়ে পড়ে।

সামাজিক বয়কট বা শ্রম বয়কটকে ক্ষতি বলা যায় না।[৯০]

মূল ধারার অনুবাদ

জীবন

৪৫। প্রসঙ্গ বিশেষে ভিন্নতর না বুঝাইলে "জীবন" শব্দে মনুষ্য জীবন বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

"জীবন" বলিতে কি বুঝায়, তাহাই এই ধারার বিষয়বস্তু। জীবন বলিতে মানুষের জীবন বুঝায়। বলা বাহুল্য, এই সীমিত সংজ্ঞা শুধুমাত্র আলোচ্য আইনের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু তাই বলিয়া আলোচ্য আইন বলে না যে মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর জীবন নাই। বস্তুতঃ সেই কারণে বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, প্রসঙ্গ বিশেষে জীবনের ভিন্নতর অর্থ হইতে পারে।

মূল ধারার অনুবাদ

মৃত্যু

৪৬। প্রসঙ্গ বিশেষে ভিন্নতর না বুঝাইলে 'মৃত্যু' শব্দে মনুষ্যের মৃত্যু বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

"মৃত্যু" বলিতে কি বুঝায়, তাহাই এই ধারার বিষয়বস্তু। মৃত্যু বলিতে, মানুষের মৃত্যু বুঝায়। বলা বাহুল্য, এই সীমিত সংজ্ঞা শুধুমাত্র আলোচ্য আইনের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু তাই বলিয়া আলোচ্য আইন বলে না যে, মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর

মৃত্যু নাই। বস্তুতঃ এই কারণে বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, প্রসঙ্গ বিশেষে মৃত্যুর ভিন্নতর অর্থ হইতে পারে।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রাণী

৪৭। "প্রাণী" শব্দে মনুষ্য ব্যতিরেকে যে কোন জীবন্ত সৃষ্টি বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

বর্তমান ধারায় 'প্রাণী" শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মনুষ্য ব্যতীত জীবন্ত প্রাণীকে আলোচ্য আইনে প্রাণী বলা হইয়াছে।

সম্ভবতঃ গাছকে আলোচ্য আইনে প্রাণী বুঝানো হয় নাই। আইনে গাছকে বস্তুরূপে চিহ্নিত করা হয়, প্রাণীরূপে নয়।

মূল ধারার অনুবাদ

জাহাজ

৪৮। "জাহাজ" শব্দে জলযোগে মনুষ্য বা সম্পত্তি পরিবহণের জন্য প্রস্তুত যে কোন যান বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

"জাহাজ" বলিতে কি বুঝা যায়, তাহা এই ধারায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহা পানির উপর দিয়া মানুষকে পরিবহণ করে তাহা জাহাজ। যাহা পানির উপর দিয়া সম্পদ পরিবহণ করে তাহাও জাহাজ।

মূল ধারার অনুবাদ

বৎসর-মাস

৪৯। "বৎসর" শব্দ বা "মাস" শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত বৎসর বা মাসের বৃটিশ পঞ্জিকা অনুযায়ী হিসাব করা হয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

বিশ্লেষণ

বৎসর বা মাস কোন্ হিসাবে বুঝাইবে, তাহাই বর্তমান ধারার বিষয়বস্তু। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য আইনে বৃটিশ পঞ্জিকা অনুযায়ী বৎসর এবং মাস গণনা করা হইবে।

অন্যান্য আইন

'জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট'-এর ৩ ধারায় বৎসর এবং মাস সম্পর্কে একই সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯৫২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর হইতে বৃটিশ পঞ্জিকা গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকার সমতুল্য হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ তামাদি আইনের ২৫ ধারা দ্রষ্টব্য।
অত্র আইনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় দলিল পত্রাদি গ্রেগোরিয়ান বর্ষপঞ্জী অনুসারে প্রণীত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

উদাহরণ

(ক) জনৈক হিন্দু একটি প্রত্যর্থপত্রে স্থানীয় বর্ষপঞ্জী অনুসারে তারিখ উল্লেখ করে। প্রত্যর্থপত্রটি প্রদানের তারিখ হইতে চারিমাস পরে পরিশোধযোগ্য। এই প্রত্যর্থপত্রের দরুন মামলা দায়ের করিতে হইলে গ্রেগোরিয়ান বর্ষপঞ্জী অনুসারে উহা প্রদানের তারিখ হইতে চারিমাস অতিবাহিত হইবার পরবর্তী সময় হইতে মেয়াদ গণনা করিতে হইবে।

(খ) জনৈক হিন্দু এক বৎসরের মধ্যে টাকা পরিশোধের শর্তে খত প্রস্তুত করে এবং তাহাতে স্থানীয় বর্ষপঞ্জী অনুসারে তারিখ দেয়। এই খতের দরুন মামলা দায়ের করিতে হইলে গ্রেগোরিয়ান বর্ষপঞ্জী অনুসারে উহা প্রদানের তারিখ হইতে এক বৎসর অতিবাহিত হইবার পরবর্তী সময় হইতে মেয়াদ গণনা করিতে হইবে।

বৎসর ও মাস গণনা

বৎসর বলিতে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট এবং ৫১·৬ সেকেণ্ড বুঝায়। অথবা বৎসর বলিতে প্রতি তিন বৎসরে ৩৬৫ দিন করিয়া এবং প্রতি চারি বৎসরে ৩৬৬ দিন বুঝায়। অপরাধীদের উপর আদিষ্ট কারাদণ্ডের মেয়াদ গণনা করিবার সময় বৎসর বলিতে ১২ মাস এবং মাস বলিতে উহার দিনগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। যেদিন দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয় সেদিন একটি পূর্ণ দিন হিসাবে গৃহীত হয়।

এক মাসের কারাদণ্ড বলিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন বুঝায় না। কোন মাসের ৩০ তারিখে কারাবাস শুরু হইলে, এক মাসের দণ্ডের ক্ষেত্রে, পরের মাসের ২৯ তারিখের মধ্য রাত্রের পূর্বে দণ্ডের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে। মাসের দিন কম বেশী হওয়ার কারণে দণ্ডের মেয়াদও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

ধারা

৫০। "ধারা" শব্দে অত্র বিধির যে কোন পরিচ্ছেদের অংশসমূহের এক একটিকে বুঝাইবে, যাহা পূর্বে

যুক্ত সংখ্যাবাচক অংকসমূহের সাহায্যে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে।

বিশ্লেষণ

"ধারা" বলিতে কি বুঝা যায়, তাহা এই স্থলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আলোচ্য আইনে অনেক পরিচ্ছেদ আছে। এক একটি পরিচ্ছেদ এক একটি বিশেষ বিষয়ের উপর নিবেদিত। পরিচ্ছেদের ক্ষুদ্রতম অথচ স্বতন্ত্র অংশকে ধারা বলে। অনেকগুলি ধারা লইয়া একটি পরিচ্ছেদ গঠিত হয়। প্রত্যেক ধারার শুরুতে উহার নম্বর দেওয়া হয়। বর্তমান ধারাও একটি ধারা এবং ইহার নম্বর ৫০। উপধারার পূর্বে কোন নম্বর দেওয়া হয় নাই। সুতরাং তাহারা ধারা নহে।

মূল ধারার অনুবাদ

হলফ

৫১। "হলফ" শব্দে হলফের পরিবর্তে আইন বলে প্রতিস্থাপিত যে কোন ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্বক শপথ এবং কোন সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে গ্রহণীয় বা কোন বিচারালয়ে হউক বা না হউক, প্রমাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃতব্য, আইন বলে প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত যে কোন ঘোষণাকে বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

"হলফ" বা "শপথ" কাহাকে বলে, তাহাই এই ধারায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। শপথ বলিতে,

(ক) ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্বক শপথকে বুঝায়, বা

(খ) সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে গ্রহণীয় এবং আইন বলে প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত ঘোষণাকে বুঝায়, বা

(গ) বিচারালয়ের অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে গৃহীত প্রমাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য, প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত ঘোষণাকে বুঝায়।

অন্যান্য আইন

'জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট' এর ৩ ধারায় অনুরূপ সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে। শপথ আইনে (১৮৭৩ সালের ১০ নম্বর আইন) এই বিষয়ে বিধান বর্তমান।

শপথ

শপথ সাধারণতঃ বিধাতার সহিত সম্পর্কযুক্ত। অসত্য ভাষণে বিধাতা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং তৎকারণে অসত্য ভাষীর ইহলৌকিক বা পারলৌকিক ক্ষতি হইতে পারে, ইহাই শপথের মূল ভিত্তি। সাক্ষী যাহাতে সত্য ভাষণ করেন, তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য শপথের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই শপথ এক এক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এক এক রূপ হয়। যে ব্যক্তি যেরূপ বিশ্বাস করেন তাহার শপথ সেইরূপ হওয়া স্বাভাবিক এবং উচিত।

শপথের প্রকৃতি

ধর্মীয় শপথের ক্ষেত্রে খ্রীস্টান বাইবেল লইয়া শপথ করেন। রোমান ক্যাথলিক বাইবেলের উপর ক্রস রাখিয়া শপথ করেন। ইহুদী পেন্টাটুয়েক লইয়া শপথ করেন। হিন্দু গীতা লইয়া শপথ করেন। তিনি ব্রাহ্মণের পদ স্পর্শ করিয়াও শপথ করিতে পারেন। লেখক হিন্দু সাক্ষীকে তামা ও তুলসী লইয়া শপথ করিতে দেখিয়াছেন।

ঘোষণা

নিছক ঘোষণাকে শপথ বলা যায় না। তবে বর্তমান ধারায় কোন ক্ষেত্রে ঘোষণা শপথের স্থলবর্তী হইবে, তাহার বর্ণনা আছে। ঘোষণার কোন নির্দিষ্ট কারণ নাই। যে ঘোষণা কেহ আইনগত করিতে বাধ্য বা অন্ততপক্ষে আইন দ্বারা অনুমোদিত সেই ঘোষণার বহির্ভূত কোন বিষয় শপথরূপে গণ্য হইতে পারে না।

দখলকৃত জমি সম্পর্কে কেহ যদি ভুল রিটার্ণ দিয়া তাহার সহিত মিথ্যা ঘোষণা সংযোজন করিয়া থাকে, তবে সেই ঘোষণাকে শপথের আওতায় আনা যায় না। কারণ, উহা আইন দ্বারা নির্দেশিত বা অনুমোদিত নয়।[২১] আদালতে ব্যবহারযোগ্য যে দলিল প্রত্যয়িত নয় তাহাতে মিথ্যা ঘোষণার প্রশ্নই উঠে না।

এফিডেবিট

আদালতে বা সরকারী অফিসে যে এফিডেবিট করা হয়, তাহা হলফরূপে গণ্য হয়। আরজী প্রভৃতি যে সত্যায়ন বা তসদীক করা হয়, তাহা হলফ বা শপথ নহে।

মূল ধারার অনুবাদ

সদ্‌বিশ্বাস

৫২। যথাযথ সতর্কতা ও মনোযোগ ব্যতিরেকে সম্পাদিত বা বিশ্বাসকৃত কোন কিছুই "সদবিশ্বাসে' করা

হইয়াছে বা বিশ্বাস করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় "সদবিশ্বাস"-এর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অবশ্য এই ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া আইন প্রণেতাগণ কি কাজ করিলে সদ্‌বিশ্বাসে করা হয়, তাহা না বলিয়া কি কাজ না করিলে সদ্‌বিশ্বাসের অভাব ঘটে, তাহাই বলিয়াছেন। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, সদ্‌বিশ্বাস তাহাকে বলে না, যাহা যথাযথ সতর্কতা ও মনোযোগের সহিত করা না হয়। কোন কাজ করার সহিত কোন কিছু বিশ্বাস করাও সদ্‌-বিশ্বাসের অন্তর্গত। যথাযথ সতর্কতা ও মনোযোগ ব্যতিরেকে সম্পাদিত বিশ্বাসকেও সদ্‌বিশ্বাসের অভাবজনিত বিশ্বাস বলিয়া গণ্য করা হয়।

অন্যান্য আইন

সদ্‌বিশ্বাসকে 'জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টে' সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে। সততার সহিত যে কাজ করা হয়, তাহা অবহেলা ভরে হোক আর না হোক, সদ্‌বিশ্বাসের কাজরূপে পরিগণিত হয়। পণ্য বিক্রয় আইনেও অনুরূপ ধারা বিদ্যমান।

নীতি

অপরাধ আইনে বা দণ্ডবিধিতে 'সদ্‌বিশ্বাস' শব্দটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। বহু ক্ষেত্রে অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি যথার্থ বা অযথার্থভাবে সদ্‌বিশ্বাসকে তাহার প্রতিরক্ষার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা সদ্‌বিশ্বাসে করিয়াছেন, অপরাধের অভিপ্রায়ে করেন নাই—এমন কথা বলিতে পারেন বা এমন দাবী তুলিতে পারেন।

যেখানে সতর্কতার অভাব বা মনোযোগ নাই, সেখানে বর্তমান ধারা অনুযায়ী সদ্‌বিশ্বাস থাকিতেই পারে না। কোন ব্যক্তি যদি অনবধানতা বশতঃ ভুল করিয়া বসে এবং সেই ভ্রমের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতারণা বা অসততা না থাকে, তবে দেওয়ানী আইনে তিনি কোন দায়িত্ব বহন করিতে বাধ্য হন না। কিন্তু আলোচ্য আইনে অনবধানতাই সদ্‌বিশ্বাসের অভাবের পরিচয় বহন করে। এইখানে সতর্কতা এবং মনোযোগের মাত্রার কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়ে।

আলোচ্য আইন সতর্কতা ও মনোযোগের ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তিকে সমান দায়িত্ব দেয় না। ইহা ব্যক্তির অবস্থান, মর্যাদা ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।[৯২] বস্তুত-পক্ষে 'যথাযথ' 'সতর্কতা' শব্দদ্বয় আপেক্ষিক। ইহা কাজের প্রকৃতির উপর এবং সংশ্লিষ্ট

ব্যক্তির অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্শরোগ চিকিৎসা করিতে যাইয়া গ্রাম্য কবিরাজ সাধারণ ছুরি দ্বারা রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার করে এবং রোগী রক্তপাতে মারা যায়। কবিরাজ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই এবং সেই কারণে তিনি অবহেলাজনিত খুনের দায়ে দায়ী হন।[১৩]

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান ধারায় বিশ্লেষিত সদ্‌বিশ্বাসের মধ্যে নৈতিক উপাদানের কোন স্থান নাই।

যখন কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি সদ্‌বিশ্বাসের অজুহাত খাড়া করিতে চাহেন, তখন তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি তাহার কাজে যথাযথ সতর্কতা এবং মনোযোগ দিয়াছিলেন। এই প্রমাণের দায়িত্ব তাহার।[১৪]

মূল ধারার অনুবাদ

আশ্রয়

১[৫২-ক]। ১৭৫ ধারায় বা ১৩০ ধারায় যে ক্ষেত্রে আশ্রিত ব্যক্তিকে তদীয় স্ত্রী বা স্বামী কর্তৃক আশ্রয় দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্র ব্যতিরেকে "আশ্রয়" শব্দে কোন ব্যক্তিকে আশ্রয়, খাদ্য, পানীয়, অর্থ, পোশাক, অস্ত্রপাতি, গোলাবারুদ বা পরিবহণের মাধ্যম সরবরাহ করা অথবা গ্রেফতার কার্য এড়াইবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন মাধ্যমের সাহায্যে, উহা অত্র ধারায় বর্ণিত মাধ্যম-সমূহের তুল্য হউক বা না হউক, সহায়তা করা বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ''আশ্রয়ে''র ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। আশ্রয় দেওয়া বলিতে খাদ্য, বাসস্থান, পানীয়, অর্থ, ভূষণ, অস্ত্রসস্ত্র, যানবাহন প্রদান বুঝায়। আশ্রয় প্রদান বলিতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার এড়াইবার পথে সহায়তা করাকেও বুঝায়। অপরাধী কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা জানা থাকাকে আশ্রয় দেওয়া বলে না।[১৫]

অপরাধীকে গ্রেফতার এড়াইতে যে কোন মাধ্যমের সাহায্যে সহায়তা করাকে বুঝায়। কিন্তু অপরাধী যে অপরাধে অভিযুক্ত ইহা জানা থাকা প্রয়োজন। অপরাধীকে শুধু আশ্রয় বা আহার দিলেই তাহা অপরাধ হইয়া যায় না।

আশ্রয় দান গ্রেফতার হইতে বাঁচাইবার জন্য হইলে তাহাকে অপরাধমূলক আশ্রয়দান বলা যায়। লুঠের মাল বহন করিবার জন্য গাধা ধার দিলে তাহাতে বর্তমান ধারায় কোন অপরাধ হয় না।[১৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দণ্ডসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

দণ্ডসমূহ

৫৩। অত্র বিধির বিধানসমূহ অনুযায়ী অপরাধকারিগণ যে যে দণ্ডে দণ্ডার্হ হইবে তাহা হইতেছে :

প্রথমতঃ, মৃত্যু ;

দ্বিতীয়তঃ, দ্বীপান্তর ;

তৃতীয়তঃ, কারাবাস ; উহা দুই প্রকারের, যথা ঃ

(১) সশ্রম, অর্থাৎ কঠোর শ্রম সহকারে ;

(২) বিনাশ্রম ;

চতুর্থতঃ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ;

পঞ্চমতঃ, অর্থদণ্ড।

বিশ্লেষণ

দণ্ড কত প্রকার হইতে পারে, তাহাই এই ধারায় বিবৃত হইয়াছে। দণ্ডবিধি অনুযায়ী দণ্ড ছয় প্রকার হইতে পারে।

১। মৃত্যু। ইহার অন্য নাম ফাঁসি।

২। দ্বীপান্তর। বর্তমানে ইহা কারাবাস।

৩। সশ্রম কারাবাস

৪। বিনাশ্রম কারাবাস

৫। সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি

৬। অর্থদণ্ড। ইহার অন্য নাম জরিমানা।

দণ্ডবিধির বাহিরেও দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। বেত্রাঘাত তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কোন বিশেষ অক্ষমতা ঘোষণাও দণ্ড হইতে পারে। মোটর চালককে চালনার লাইসেন্স না দেওয়া দণ্ড বিশেষ

দণ্ডকে সাধারণ ভাষায় শাস্তি বলা হয়।

নীতি

যাহা রাষ্ট্র করিতে নিষেধ করে তাহা যদি কেহ করেন, তবে তাহা রাষ্ট্রের উপর আঘাত হানার শামিল গণ্য হয়। যাহা রাষ্ট্র করিতে আদেশ করেন, কোন ব্যক্তি তাহা যদি না করেন, তবে তাহাও রাষ্ট্রের উপর আঘাতের শামিল হয়। রাষ্ট্র এই আঘাতের বিনিময়ে প্রত্যাঘাত করিতে চাহে। এই প্রত্যাঘাতই শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করে। শাস্তির আকৃতি ও প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, ইহার মূল দর্শন একই। রাষ্ট্রের আদেশ-নিষেধ অপ্রতিপালনের ইহা প্রতিশোধ।

শাস্তি হইতেছে ক্লেশ। ইহা ব্যক্তিগত হইতে পারে আবার সম্পত্তিগত হইতে পারে। ইহা রাষ্ট্র প্রদান করেন নাগরিককে কিংবা দেশে বসবাসকারী অন্য কোন ব্যক্তিকে। যাহারা দেশের আইন ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহারাই এই ক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হন। আইনের ইহাই বিধান।

রাষ্ট্র সেই আইন প্রণয়ন করেন, যে আইন প্রচলিত সরকার গ্রহণীয় মনে করেন। তাহা ভঙ্গ করা অপরাধ। আর অপরাধের বিনিময় শাস্তি।

শাস্তির উদ্দেশ্য

শাস্তির উদ্দেশ্য কি, তাহা লইয়া কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

সোনার বাংলার সব মানুষ যেদিন সোনার মানুষ হইবে, সেদিন আর প্রয়োজন থাকিবে না কারাগারের। কারাগারের ইমারত সেদিন ব্যবহৃত হইবে অন্য জনকল্যাণ-মূলক কাজে; তাহার লৌহ কপাটের জায়গায় হইবে মনোরম তোরন। তবে সেদিন বোধকরি, বেশ দূরে।

আজ প্রয়োজন আছে কারাগারের, আছে শাস্তির। জনগণের কণ্ঠে শাস্তির দাবী আজ বড় বেশী সোচ্চার। যাহারা অপরাধী, তাহাদের শাস্তি হউক, কঠোর শাস্তি হউক--দেশবাসীর সরব চীৎকার আজ ইহাই। সরকার বলিতেছেন, অপরাধী-গণকে কঠোর সাজা দেওয়া হইবে।

শাস্তির অর্থই হইতেছে ক্লেশ প্রদান। রাষ্ট্র মানুষকে ক্লেশ দিতে চাহিতেছে কেন, এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যে শাস্তির যৌক্তিকতা নিহিত। কি সেই যৌক্তিকতা? কি সেই দর্শন?

শাস্তির প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে প্রতিরোধ। যিনি অপরাধ করিয়াছেন, তিনি যাহাতে পুনর্বার অপরাধ করিতে না পারেন, শাস্তির মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা করা হয়। নর-ঘাতককে ফাঁসি দিলে তিনি আর নরহত্যা করিতে পারেন না। ডাকাতকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলে তাহার আর অপকর্ম করিবার সুযোগ থাকে না।

সরকার যাহাদিগকে অপরাধের জন্য উদ্যোগী মনে করেন, তাহাদিগকে অপরাধ করিবার পূর্বে নিবর্তনমূলক আটক আইনে আটকাইতে পারেন। অপরাধের প্রতিরোধের জন্য ইহাকে একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গণ্য করা যায়।

বাংলাদেশ সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইনে মজুতদার, চোরাকারবারী, নোট ও স্ট্যাম্প জালিয়াত, স্মাগলার, খাদ্যে ভেজালদানকারী প্রভৃতি অপরাধীদিগকে মৃত্যু ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিভিন্ন অপরাধে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক শাস্তি দেওয়া যায়। যে ড্রাইভার গাড়ী চালাইতে সক্ষম হইলেও সাবধানী নন, তাহার লাইসেন্স ক্যানসেল করিয়া দিলে ঐ শাস্তির ফলে তিনি আর গাড়ী চালাইয়া মানুষকে বিপদে ফেলিতে পারিবেন না।

শাস্তির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে, উদাহরণের মাধ্যমে অপরাধীকে ও জনগণকে অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করা। অপরাধীকে এই কারণেও শাস্তি দিবার বিধান করা হইয়াছে যে, তিনি শাস্তির ভয়ে অপরাধ করা হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা আছে। এই অপরাধ প্রবণতাকে নানাভাবে দমন করা যায়। উদার শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, ধর্মীয় চেতনা উজ্জীবনের দ্বারা জনমানসে সুনীতিবোধ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে ; কিন্তু শাস্তির ভয় বোধ হয় অধিকতর কার্যকরী।

একজন অপরাধী শাস্তি পাইলে এবং সেই শাস্তির খবর ভালভাবে প্রচারিত হইলে, তাহার ফলে অন্য অনেক মানুষ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। যাহারা অপরাধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহারা নিবৃত্ত হইতে পারেন।

মানুষ যদি বুঝিতে পারে যে, অপরাধ করিয়া সম্পদের পাহাড় গড়িয়া তুলিলে তাহা ভোগে আসিবে না, সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে, তখন মানুষের আর অপরাধ করিবার আকর্ষণ থাকে না। শাস্তি তাই অপরাধীকে নয় অপরাধকেও নিবৃত্ত করে।

শাস্তিকে প্রতিশোধও বলা যায়। যিনি অপরাধ করেন, তিনি অনিষ্ট করেন সমাজের তথা দেশের। সমাজ ও দেশ তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কেন? ঢিল মারিলে পাটকেল খাইতে হয়। অপরাধীকে অপরাধ করিতে দেখিলে শান্ত নাগরিকের মনও দোলায়িত হয়, তিনিও তাহাকে আঘাত করিতে চান। এই আঘাত তাহার নিজের ক্ষতির জন্য নহে, অপরাধের জন্য।

আসামীর ফাঁসি হইলে আহত ব্যক্তির পুত্র মনে এই আশ্বাস লাভ করিতে পারেন যে, শাস্তির মাধ্যমে অপরাধের প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে।

এই মতবাদটি বড় সার্বজনীন। সমাজের আইন যাহারা ভঙ্গ করেন, সমাজ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চায়। আইন তাহাদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে

সম্মান করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছে। এই প্রতিশোধ বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করে, ন্যায় নীতিকে মর্যাদা দেখায়।

অপরাধী অপরাধ করিবে, আর রাষ্ট্র তাহা নীরবে মানিয়া লইবে, ইহা হয় না, হওয়া উচিত নয়। যিনি অন্যকে ক্লেশ দিয়াছেন, তিনি নিজের জন্য ক্লেশ আকর্ষণ করিয়াছেন। যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন, ইহাই সুনীতি।

পৃথিবীর ধর্মশাস্ত্রসমূহে প্রতিশোধের বিধান আছে। লোকের মুখে "বিধাতার প্রতিশোধ" কথাটাও শুনিতে পাওয়া যায়।

শাস্তিকে প্রায়শ্চিত্তও বলা যায়। যাহা পাপ ক্ষয় করে তাহাই প্রায়শ্চিত্ত। অপরাধী পাপ করিয়াছেন, সুতরাং তাহার জন্য পাপ ক্ষয়ের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থার নামই শাস্তি। রাষ্ট্র অপরাধীকে শাস্তি দিয়া তাহাকে সাহায্য করে পাপ ক্ষয় করিতে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে।

প্রায়শ্চিত্তের এই যে ধারণা, ইহা একাধিক কারণে সর্বজনগ্রাহ্য নহে। এই মতবাদে অপরাধীকে শাস্তি গ্রহণের পর নির্মল মনে করা হয়। অপরাধী যখন অপরাধ করিয়াছিলেন, তখন তাহার আত্মায় কালিমা স্পর্শ করিয়াছিল, শাস্তিভোগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার পর তিনি কালিমামুক্ত হইলেন। তিনি শুভ্র ও পবিত্র হইয়া গেলেন।

এই ধারণা সব সময় ঠিক নহে। এমন বহু অপরাধী দেখা গিয়াছে যে, কারাগার হইতে বাহির হইয়া তাহারা পুনরায় অপকার্যে লিপ্ত হয়। শাস্তি তাহাদিগকে কলুষমুক্ত না করিয়া অধিকতর কলুষযুক্ত করিয়াছে।

এই মতবাদ বা ধারণা একটি ক্ষেত্রে একেবারে অপ্রযোজ্য। এমন অনেক অপরাধ আছে যাহা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অপরাধ না হইতেও পারে। মহাত্মা গান্ধি যে বারবার শাস্তি ভোগ করিয়াছেন, তাহা আইনগত অপরাধ হইলেও নীতিগত অপরাধের জন্য নহে। তাঁহার ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিতে পারে না।

প্রায়শ্চিত্তের যোগ পাপের সহিত। পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্ন উঠে। যদি অপরাধ ও পাপ সমার্থক হইত, তবে অপরাধের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন পড়িত। কিন্তু পাপ ও অপরাধ এক নহে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে যাহা অপরাধ, তাহাই পাপ। সেই ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের মতবাদ অচল নহে।

ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অবমাননাকে পাপ বলা হয়, আর রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ অবমাননাকে অপরাধ না বলিয়া পরের দ্রব্য অসদুদ্দেশ্যে গ্রহণ করা একই সঙ্গে পাপ এবং অপরাধ। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসনের অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তি স্বার্থ সাধনের নিষ্ঠুর আইন ভঙ্গ করা পাপ নহে, তাহা অপরাধ। এই অপরাধের জন্য যে শাস্তি, তাহাকে কোন মতে প্রায়শ্চিত্ত আখ্যায়িত করা যায় না।

ইহার বিপরীত উদাহরণও বিরল নহে। লেখক তাহার বিচারক জীবনে এমন কিছু লোক দেখিয়াছেন, যাহারা এক সময় বেপরোয়া দুর্নীতিবাজ ছিলেন কিন্তু শাস্তিভোগের পর একেবারে ফেরেস্তা হইয়া গিয়াছেন।

শাস্তি সম্পর্কীয় অপর এক মতবাদী বলা যায় প্রত্যর্পণের মতবাদ। সাধারণভাবে অপরাধের মধ্যে এক পক্ষের ক্ষতির ভাব দেখা যায়। যাহার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়, তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন। চোর যাহার বাড়ীতে মাল চুরি করে, সেই বাড়ীওয়ালা নিশ্চয় লোকসানের মধ্যে পড়েন।

প্রত্যর্পণের মতবাদের মূল কথা হইতেছে এই যে, অপরাধীর শাস্তির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হন।

অতি প্রাচীন কালে অপরাধ সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা ছিল, তাহাকে ভিত্তি করিয়া এই মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। অপরাধ তখন ছিল ব্যক্তি ভিত্তিক, সমাজ ভিত্তিক নহে। যিনি আঘাত খাইয়াছেন, তিনি প্রত্যাঘাত করিবেন। তিনি না পারিলে তাহার সন্তানগণ করিবে—এই ছিল সেই দিনের বিধান। বর্তমান বিশ্বে অপরাধকে ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির সহিত যুক্ত না করিয়া ইহাকে একটি সামাজিক ক্ষতি মনে করা হয়। ডাকাতগণ যখন কোন বাড়ীতে ডাকাতি করেন তখন তাহারা শুধু বাড়ীওয়ালার সম্পত্তি লুট করিয়া আনেন না, তাহারা সমাজের নিরুপদ্রব শান্তিকে বিঘ্নিত করিয়া সামাজিক অপরাধ করেন। অপরাধ যদি সামাজিক হয়, তবে প্রত্যর্পণের প্রশ্ন উঠে না।

অনেক অপরাধ আছে যাহাতে ক্ষতিপূরণ অসম্ভব। অন্তপুরিকার লজ্জা যেখানে লুণ্ঠিত হইয়াছে সেখানে ক্ষতিপূরণ হইবে কি দিয়া? লুণ্ঠিত মাল প্রত্যর্পণ করা যায় কিন্তু লুণ্ঠিত মান ও ইজ্জত প্রত্যর্পণযোগ্য নহে।

লেখকের মতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ মতবাদকে শাস্তির সহিত সংযুক্ত করা উচিত। দেশের সম্পদ ধীরে অথচ ধূর্ততার সহিত শোষণ করিয়া যাহারা অন্যায়ভাবে বড়লোক হইতেছেন, তাহাদের অন্যান্য শাস্তির সহিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলে প্রত্যর্পণের নীতি কার্যকর হয় এবং ইহা বাঞ্ছনীয়।

বিচার জীবনে লেখক লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিচার শেষে আসামীর জেল হইলেও ফরিয়াদীর দীর্ঘশ্বাস থামিয়া যায় না। তিনি বলিতে থাকেন, আমি কি পাইলাম?

শাস্তির নীতি বিবেচনার সময় আহত ফরিয়াদীর ভাগ্যে কিছু "প্রত্যর্পণ" যাহাতে জোটে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মৃত্যুদণ্ড

আলোচ্য দণ্ডবিধিতে মাত্র ছয়টি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান বর্তমান।

১। রাষ্ট্রদ্রোহিতা। ১২১ এবং ১৩২ ধারা।

২। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান। ১৯৪ ধারা।

৩। নরহত্যা। ৩০২ এবং ৩০৩ ধারা।

৪। নাবালক কিংবা উন্মাদ ব্যক্তির আত্মহত্যায় সহায়তা। ৩০৫ ধারা।

৫। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির নরহত্যার প্রয়াস। ৩০৭ ধারা।

৬। নরহত্যার সহিত ডাকাতি।

উপরের আলোচনা হইতে সত্যই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য দণ্ডবিধিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং নরহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আদেশ, তাহার সমর্থন, আপীল প্রভৃতি সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৬৮ (১) ধারা, ৩৭১ (৩) ধারা, ৩৭৪ ধারা, ৩৭৬ ধারা এবং ৩৮২ ধারা দ্রষ্টব্য। ঐগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

৩৬৮। (১) কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইলে দণ্ডে নির্দেশ থাকিবে যে, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে তাহার স্কন্ধ দেশে গলায় ফাঁসি দিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।
(২) দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে কোথায় প্রেরণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ থাকিবে না।

৩৭১। (৩) কোন দায়রা জজ আসামীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলে উক্ত জজ উক্ত আসামীকে সে আপীল করিতে ইচ্ছা করিলে যে সময়ের মধ্যে আপীল করিতে হইবে, তাহাও জানাইবেন।

৩৭৪। দায়রা আদালত যখন মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন, তখন হাইকোর্টের নিকট কার্য বিবরণী পেশ করিতে হইবে এবং হাইকোর্ট উহা অনুমোদন না করিলে দণ্ড কার্যকরী করা যাইবে না।

৩৭৬। বিচার এসেসরদের সহায়তায়ই হউক বা জুরিদের দ্বারাই হউক ৩৬৪ ধারা অনুসারে পেশকৃত কোন মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট—
(ক) দণ্ড অনুমোদন করিতে বা আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় অপর কোন দণ্ড দিতে পারেন, অথবা
(খ) দণ্ড বাতিল করিতে পারেন এবং আসামীকে এমন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত করিতে পারেন যে অপরাধের জন্য দায়রা আদালত তাহাকে দণ্ডিত করিতে পারিতেন অথবা একই অভিযোগ বা সংশোধিত অভিযোগে নতুন বিচারের আদেশ দিতে পারেন, অথবা
(গ) আসামীকে খালাস দিতে পারেন।

তবে আপীলের জন্য নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত সময়ের মধ্যে আপীল পেশ করা হইলে উহা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ধারা অনুসারে অনুমোদনের আদেশ দেওয়া যাইবে না।

৩৮২। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কোন স্ত্রীলোক গর্ভবতী রহিয়াছে বলিয়া দেখা গেলে হাইকোর্ট দণ্ড কার্যকরীকরণ মুলতবী রাখার আদেশ দিবেন, অথবা উপযুক্ত মনে করিলে দণ্ড হ্রাস করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দিতে পারেন।

মৃত্যুদণ্ডের সহিত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের বিধান সংশ্লিষ্ট ধারাগুলিতে বিদ্যমান।

শীতল মেজাজে ধীরে স্থিরে যেখানে নরহত্যা করা হইয়াছে, সেখানে আসামী মৃত্যুদণ্ড লাভ করেন। কিন্তু উত্তেজনার বশে নরহত্যা বা অন্য অনুরূপ বা তুল্য বা করুণা উদ্রেককারী অবস্থায় নরহত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড না দিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয়।

দ্বীপান্তর

বৃটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে দ্বীপান্তর বলিতে আন্দামানে নির্বাসন বুঝাইত। ১৯০০ সালের Prisoners Act-এর ২৯ হইতে ৩২ ধারায় বলা হইয়াছে যে, দ্বীপান্তরের শাস্তি বলিতে অতঃপর সাগরপারের নির্বাসন বুঝাইবে না। দেশের মধ্যেও যে কোন জেলে, দ্বীপান্তর শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীগণকে রাখা যাইবে।

সাধারণভাবে দ্বীপান্তর বলিতে অপরাধীর অবশিষ্ট সমগ্র জীবন বুঝায়। তবে সদাচারের জন্য দ্বীপান্তরের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে "মওকুফ" মঞ্জুর করা যায়। এই মওকুফ গণনা করিবার সময় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা বিশ বৎসর প্রসারিত বলিয়া ধরা হয়।

দ্বীপান্তর, যাহাকে বর্তমানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলা চলে, নিম্নবর্ণিত ৫০ ক্ষেত্রে আলোচ্য দণ্ডবিধিতে বিদ্যমান:

১। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ১২১ ধারা।

২। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ১২১ (ক) ধারা।

৩। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ। ১২২ ধারা।

৪। বিদ্রোহ। ১২৪ (ক) ধারা।

৫। কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

৬। রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে পলায়নের জন্য সরকারী কর্মচারীর সহায়তা। ১২৮ ধারা।

৭। উক্ত প্রকার পলাতক বন্দীকে সহায়তা। ১৩০ ধারা।

৮। বিদ্রোহে সহায়তা। ১৩১ ধারা।

৯। বিদ্রোহে সহায়তায় সক্রিয়তা। ১৩২ ধারা।

১০। মৃত্যুদণ্ড দেওয়াইবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা সৃজন। ১৯৪ ধারা।

১১। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়াইবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা সৃজন। ১৯৫ ধারা।

১২। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পাকড়াও করিবার বিরুদ্ধে বাধা প্রদান। ২২৫ ধারা।

১৩। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পলায়নে সহায়তা প্রভৃতি। ২২৫ (ক) ধারা।

১৪। দ্বীপান্তরিত ব্যক্তির মেয়াদের পূর্বে প্রত্যাবর্তন। ২২৬ ধারা।

১৫। মুদ্রা নকল বা জাল করা। ২৩২ ধারা।

১৬। ঐ রূপ মুদ্রার আমদানী ও রফতানী। ২৩৮ ধারা।

১৭। স্ট্যাম্প নকল বা জাল করা। ২৫৫ ধারা।

১৮। নরহত্যা। ৩০২ ধারা।

১৯। নিম খুন। ৩০৪ ধারা।

২০। নাবালগ ও উন্মাদের আত্মহত্যায় সহায়তা। ৩০৫ ধারা।

২১। আঘাতের সহিত হত্যার প্রয়াস। ৩০৭ ধারা।

২২। ঠগ হওয়া। ৩১১ ধারা।

২৩। বিনা অনুমতিতে গর্ভপাত। ৩১৩ ধারা।

২৪। ঐ কাজে গর্ভিনীর মৃত্যু হইলে। ৩১৪ ধারা।

২৫। অকালে গর্ভনাশ। ৩১৫ ধারা।

২৬। মারাত্মক অস্ত্রে গুরুতর আঘাত করা। ৩২৬ ধারা।

২৭। জোর করিয়া কিছু আদায় করিবার জন্য গুরুতর আঘাত। ৩২৯ ধারা।

২৮। হত্যার জন্য ছিনতাই। ৩৬৪ ধারা।

২৯। দাস ব্যবসা। ৩৭১ ধারা।

৩০। বলাৎকার। ৩৭৬ ধারা।

৩১। অস্বাভাবিক যৌন অপরাধ। ৩৭৭ ধারা।

৩২। অপরাধের নামে জবরদস্তিমূলক আদায়। ৩৮৮ ধারা।

৩৩। জবরদস্তি মূলে আদায় করিবার জন্য ভয় প্রদর্শন। ৩৮৯ ধারা।

৩৪। আঘাতের সহিত দস্যুতা। ৩৯৪ ধারা।

৩৫। ডাকাতির সহিত হত্যা। ৩৯৬ ধারা।
৩৬। ডাকাতের দলে থাকা। ৪০০ ধারা।
৩৭। সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি দ্বারা বিশ্বাস ভঙ্গ। ৪০৯ ধারা।
৩৮। চোরাই মাল রাখা। ৪১২ ধারা।
৩৯। চোরাই মালের ব্যবসা। ৪১৩ ধারা।
৪০। গৃহে অগ্নি সংযোগ। ৪৩৬ ধারা।
৪১। জাহাজ প্রভৃতিতে অগ্নি সংযোগ। ৪৩৭ ধারা।
৪২। মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ করিবার জন্য অনধিকার প্রবেশ। ৪৪৯ ধারা।
৪৩। অনধিকার প্রবেশপূর্বক গুরুতর আঘাত। ৪৫৯ ধারা।
৪৪। উক্ত অপরাধের সঙ্গী। ৪৬০ ধারা।
৪৫। মূল্যবান দলিল জাল। ৪৬৭ ধারা।
৪৬। জালের উদ্দেশ্যে সীল প্রস্তুত। ৪৭২ ধারা।
৪৭। মূল্যবান দলিল অন্যায়ভাবে দখল। ৪৭৬ ধারা।
৪৮। জালিয়াতির জন্য চিহ্ন প্রভৃতি নকল। ৪৭৫ ধারা।
৪৯। উইল জাল প্রভৃতি। ৪৭৭ ধারা।
৫০। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধের সহায়তা। ৫১১ ধারা।

বিনাশ্রমে কারাদণ্ড

নিম্নবর্ণিত ১৯ ক্ষেত্রে এই প্রকার ব্যবস্থা আছে ঃ

১। সরকারী কর্মচারীর বে-আইনীভাবে ব্যবসায় করা। ১৬৮ ধারা।
২। সরকারী কর্মচারীর বে-আইনীভাবে সম্পত্তি বিক্রয় অথবা নিলামে ডাকা। ১৬৯ ধারা।
৩। সমন এড়ানো। ১৭২ ও ১৭৩ ধারা।
৪। সমন অথবা নির্দেশ পালনে ব্যর্থতা। ১৭৪ ধারা।
৫। দলিল উপস্থাপিত করিতে ব্যর্থ হওয়া। ১৭৫ ধারা।
৬। তথ্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হওয়া। ১৭৬ ধারা।
৭। সাহায্য করিতে ব্যর্থ হওয়া। ১৭৭ ধারা।
৮। হলফ হইতে অস্বীকার। ১৭৮ ধারা।
৯। প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার। ১৭৯ ধারা।
১০। বিবৃতিতে সাক্ষর করিতে অস্বীকার। ১৮০ ধারা।
১১। আইনগত আদেশ অমান্য। ১৮৮ ধারা।
১২। সরকারী কর্ম'চারীর অবহেলায় অবরোধ হইতে পলায়ন। ২২৩ ধারা।

১৩। সরকারী কর্মচারী দ্বারা অবহেলাভরে গ্রেফতার না করা বা অবরোধ হইতে পলাইতে সহায়তা করা। ২২৫ (ক) ধারা।

১৪। বিচারে বাধা প্রদান। ২২৮ ধারা।

১৫। নিষেধাজ্ঞার পরেও উপদ্রব বজায় রাখা। ২৯১ ধারা।

১৬। অন্যায় অবরোধ। ৩৪১ ধারা।

১৭। মানহানি। ৫০০ হইতে ৫০২ ধারা।

১৮। অশালীন আচরণ। ৫০৯ ধারা।

১৯। মদ্যপায়ীর অসদাচরণ। ৫১০ ধারা।

আলোচ্য দণ্ডবিধিতে নিম্নবর্ণিত ধারায় শুধু জরিমানার বিধান বর্তমান ঃ

১। ১৩৭ ধারা

২। ১৫৪ ধারা

৩। ১৫৫ ধারা

৪। ১৭৬ ধারা।

জরিমানার পরিমাণ অবস্থা বিশেষে কম বেশী নিরূপিত হয়।

শাস্তির সাধারণ সূত্র

প্রত্যেক ফৌজদারী মামলায় বিচারক প্রথমে আসামীকে হয় খালাস দেন,নতুবা দোষী সাব্যস্ত করেন। ইংরাজীতে ইহাকে এ্যাকুইটাল এবং কনভিকশন বলে। দোষী সাব্যস্ত হইলে অতঃপর বিচারক আসামীকে দণ্ড দেন। ইংরাজীতে ইহাকে সেন্‌টেন্‌স্ বলে।

দণ্ড বা শাস্তির পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্তমান। তবে সাধারণভাবে দণ্ডের ঊর্ধমাত্রা ধারায় দেওয়া থাকে। অবস্থা বিবেচনায় বিচারক উক্ত সীমার মধ্যে থাকিয়া কম বেশী শাস্তির আদেশ দেন।

কম শাস্তি দিবার ক্ষেত্র

১। প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কম দণ্ড দেওয়া হয়।

২। উত্তেজনার বশে অপরাধ করিলে শাস্তি কম দেওয়া যায়।

৩। মানহানির মামলায় ক্ষমা চাহিলে শাস্তির মাত্রা কম হইতে পারে।

৪। অনেক দিন আসামী হাজতে থাকিলে দণ্ড কম হইতে পারে।

৫। কম বয়সের অপরাধীকে কম সাজা দেওয়া হয়।

৬। অতি বৃদ্ধের দণ্ড কম হয়।

বেশী শাস্তির ক্ষেত্র

১। ঘর পুড়ানো

২। মুদ্রা জাল
৩। নারী ধর্ষণ
৪। অস্বাভাবিক যৌনাপরাধ
৫। ঘুষ খোরি

সাংবিধানিক বিধান

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫ (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধান নিম্নরূপ :

৩৫ (৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচার পদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

১২৯৭ সালের ম্যাগনা কার্টায় (যুক্তরাজ্যে) একটা অনুচ্ছেদ আছে, যাহাতে বলা হইয়াছে যে শাস্তি অতিরিক্ত (excessive) হইবে না। ১৬৮৮ সালের বিল অব রাইটসে (যুক্তরাজ্য) বলা হইয়াছে যে নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তি দেওয়া যাইবে না এবং জরিমানা অতিরিক্ত হইবে না।

ইহা স্পষ্ট যে শাস্তির প্রয়োজনীয়তা এবং ইহার পরিমাণ সম্পর্কে বিশ্ববাসী অতি প্রাচীন যুগ হইতে চিন্তা ভাবনা করিয়া আসিতেছে।

মূল ধারার অনুবাদ

মৃতুদণ্ড হ্রাসকরণ

৫৪। মৃত্যুদণ্ড দান করা যাইতে পারে এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকার অপরাধকারীর সম্মতি ব্যতিরেকেই উক্ত দণ্ডকে অত্র বিধিবলে ব্যবস্থিত অন্য যে কোন স্বল্পতর দণ্ডে রূপান্তরিত করিতে পারিবেন।

বিশ্লেষণ

সরকার মৃত্যুদণ্ডকে হ্রাস করিয়া দণ্ডিত ব্যক্তিকে অন্য যে কোন দণ্ড দিতে পারেন। এই পরিবর্তনের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তির অনুমতি অপ্রয়োজনীয়।

এমন অবস্থা অসম্ভব নহে যে বিচারকের দৃষ্টিতে যাহা আসে নাই সরকারের দৃষ্টিতে তাহা আসিতে পারিয়াছে। এমন অবস্থায় সরকার মৃত্যুর পথযাত্রী অপরাধীকে জীবন ভিক্ষা দিবার যৌক্তিকতা অনুভব করিতে পারেন। নিরপেক্ষ বিচারকের হৃদয়ে

মমতা প্রবেশ পথ খুঁজিয়া না পাইতে পারে। অথচ এমন ক্ষেত্র থাকিতে পারে যেখানে অপরাধী মমতার দাবীদার। এমতাবস্থায় মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীকে অন্য কোন দণ্ড দিতে পারেন।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করিতে বিলম্ব ঘটিলে সেই কারণে উহা হ্রাস করা যায়। যদিও বিলম্ব মৃত্যুদণ্ড হ্রাসের সাধারণ নিয়ম নয়।[৯৭] অবৈধ যৌন সঙ্গমে লিপ্ত দেখিয়া স্ত্রীকে হত্যা করার অপরাধে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধী এই ধারায় প্রতিকার পাইতে পারেন।[৯৮] তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রের আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া বৃদ্ধ পিতৃব্য তাহাকে হত্যা করিবার অপরাধে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধী এই ধারায় প্রতিকার পাইতে পারেন।[৯৯] অস্বাস্থ্য এবং বেকারত্বের যন্ত্রণার প্রায় উন্মাদ ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিবার অপরাধে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পরে এই ধারায় প্রতিকার চাহিলে তাহা তিনি পাইতে পারেন।

সদৃশ আইন

ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০২ ও ৪০২ক ধারা ও গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ৪৯ অনুচ্ছেদ প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উদ্ধৃত হইল :

৪০২। (১) সরকার দণ্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি ছাড়াই নিম্নলিখিত দণ্ডগুলির যে কোনটি হ্রাস করিয়া তাহার পরে উল্লিখিত যে কোন দণ্ড দিতে পারেন :

মৃত্যুদণ্ড, দ্বীপান্তর, আসামী যে সময়ের জন্য দণ্ডিত হইতে পারিত তাহার অনধিক সময়ের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড অনুরূপ মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড জরিমানা।

(২) এই ধারায় কোন বিধান দণ্ডবিধির ৫৪ বা ৫৫ ধারার কোন বিধানকে প্রভাবিত করিবে না।

৪০২। (ক) সরকারের হাতে ৪০১ ও ৪০২ ধারা অনুসারে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রয়োগ করিতে পারেন।

৪৯। কোন আদালত, ট্রাইবুন্যাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

মূল ধারার অনুবাদ

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হ্রাসকরণ

৫৫। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দান করা যাইতে পারে এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকার অপরাধকারীর সম্মতি ব্যতিরেকেই উক্ত দণ্ডকে যে কোন বর্ণনার

অনূর্ধে ১৪ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দ্বীপান্তরিত করিতে পারিবেন।

বিশ্লেষণ

যাহার দ্বীপান্তরের হুকুম হইয়াছে সেইরূপ অপরাধীকে সরকার ১৪ বৎসর বা তদপেক্ষা কম সময়ের জন্য সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দিতে পারেন। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার প্রাক্কালে আসামীর সম্মতি গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন।

দ্বীপান্তরের দণ্ড বলিতে সাধারণভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বুঝায়।[১০০] দ্বীপান্তরের দণ্ডিত ব্যক্তি ১৪ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিবার পর সাধারণভাবে মুক্তি দাবী করিতে পারেন না। অবশ্য দ্বীপান্তরকে ২০ বৎসরের কারাদণ্ডের মেয়াদের মধ্যে দণ্ডিত ব্যক্তি তাহার আচরণের দ্বারা মওকুফ অর্জন করিতে পারেন।[১০১] এই সমস্ত কারণে সরকার দণ্ড হ্রাসের অধিকার আপন আয়ত্তে রাখিয়াছেন। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া সরকার দণ্ড হ্রাস করিতে পারেন। ইহা সরকারের অধিকার, আদালতের নহে।[১০২]

মূল ধারার অনুবাদ

রাষ্ট্রপতির বিশেষাধিকার সংরক্ষণ

৫৫-ক। ৫৪ ধারা বা ৫৫ ধারার কোন কিছুই রাষ্ট্রপতির ক্ষমা, দণ্ডব্যাক্ষেপ, দণ্ড বিলম্বন বা দণ্ড মওকুফকরণের অধিকার খর্ব করিবে না।

বিশ্লেষণ

সরকারের ক্ষমতার কথা ৫৪ এবং ৫৫ ধারায় আলোচিত হইয়াছে। সরকার মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস করিয়া যে কোন দণ্ড দিতে পারেন। অনুরূপভাবে দ্বীপান্তরে দণ্ডিত ব্যক্তিকে সরকার সশ্রম বা বিনাশ্রমের কারাদণ্ড দিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতিরও অনুরূপ অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। তিনি দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীকে একেবারেই ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। দণ্ডহ্রাসের ক্ষমতাও তিনি রাখেন।

মূল ধারার অনুবাদ

৫৬। ইউরোপীয়গণ ও আমেরিকানদের শাস্তিমূলক দাসত্ব ফৌজদারী আইন (বৈষম্যমূলক বিশেষাধিকারসমূহের বিলুপ্তি) আইন, ১৯৪৯ (১৯৫০ সালের ২) এর তফসিল বলে বাতিলকৃত।

মূল ধারার অনুবাদ

দণ্ড মেয়াদসমূহের ভগ্নাংশসমূহ

৫৭। দণ্ডের মেয়াদসমূহের ভগ্নাংশসমূহ হিসাব করার বেলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরকে বিশ বৎসর মেয়াদী দ্বীপান্তরের তুল্য বলিয়া ধরা হইবে।

বিশ্লেষণ

দণ্ডের মেয়াদের অংশ হিসাব করিবার সময় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরকে ২০ বৎসরের দ্বীপান্তর বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। সর্ব ব্যাপারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে ২০ বৎসরের কারাদণ্ড মনে করা যায় না। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীগণ জেল খাটিবার সময় তাহাদের আচরণের জন্য জেলের মেয়াদের হ্রাস পান। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণও এই প্রকার 'মওকুফ' দাবী করিতে পারেন। এই মওকুফ সমগ্র মেয়াদের একটি অংশ হইয়া থাকে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির কারাবাসের মেয়াদ স্থিরভাবে জানিবার কথা নয় কেননা, তিনি কতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্য বর্তমান ধারায় এই নিষ্পত্তি করা হইয়াছে যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে শাস্তির মেয়াদকে ২০ বৎসর ধরা হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

দ্বীপান্তরিত না করা অবধি দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধকারী-গণের ব্যবস্থাপনা

৫৮। দ্বীপান্তর দণ্ড দান করা হয় এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে দ্বীপান্তরিত না হওয়া অবধি অপরাধকারীর এইরূপ ব্যবস্থাপনা করা হইবে যেন তাহাকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে এবং এইরূপ গণ্য হইবে যেন তাহার কারাবাসকালে সে তাহার নিজ দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করিতেছে।

বিশ্লেষণ

দ্বীপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত দ্বীপান্তরে দণ্ডিত ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবেন এবং উহা তাহার দ্বীপান্তরের দণ্ডভোগের শামিল হইবে।

বর্তমানে দ্বীপান্তরে দণ্ডিত ব্যক্তির সমুদ্রপারে নির্বাসন দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং দেশের কারাগার তাহার দণ্ডভোগের স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৮৬০ সালের মত দেশের কারাগার আজ আর তাহার অস্থায়ী ক্যাম্প নয়।[১০৩]

মূল ধারার অনুবাদ

কারাবাসের পরিবর্তে দ্বীপান্তর

৫৯। যে মোকদ্দমায় কোন অপরাধকারী সাত বৎসর বা ততোধিক মেয়াদ কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়, অনুরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় অনুরূপ অপরাধকারীকে দণ্ড-দানকারী আদালতের কারাদণ্ডের পরিবর্তে উক্ত অপরাধকারীকে অন্যূন সাত বৎসর কালের জন্য এবং অনুরূপ অপরাধকারী অত্র বিধিবলে যে মেয়াদের জন্য কারাবাসের যোগ্য হইবে তাহার অনূর্ধ কালের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ড দান করার ক্ষমতা থাকিবে।

বিশ্লেষণ

৭ বৎসর বা ততোধিক মেয়াদী কারাবাসে দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে একটি বিশেষ মেয়াদের জন্য আদালত দ্বীপান্তরের দণ্ড দিতে পারেন। বর্তমানে এই ধারা তাহার কার্যকারীতা হারাইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

কারাবাসের কতিপয় ক্ষেত্রে দণ্ড সম্পূর্ণ-রূপে বা অংশতঃ সশ্রম বা বিনাশ্রম হইতে পারিবে

৬০। যে মোকদ্দমায় কোন অপরাধকারী যে কোন বর্ণনার কারাবাসের যোগ্য হয়, অনুরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় অনুরূপ অপরাধকারীকে দণ্ডদানকারী আদালতের উক্ত দণ্ডাজ্ঞায় এই মর্মে নির্দেশ দান করার ক্ষমতা থাকিবে যে অনুরূপ কারাবাস সম্পূর্ণরূপে সশ্রম হইবে অথবা অনুরূপ কারাবাস সম্পূর্ণরূপে বিনাশ্রম হইবে, অথবা অনুরূপ কারাবাসের যে কোন অংশ সশ্রম হইবে এবং বাকী অংশ বিনাশ্রম হইবে।

বিশ্লেষণ

দণ্ড কি প্রকারের হইবে তাহা আদালতের বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কারাদণ্ড সশ্রম হইতে পারে অথবা বিনাশ্রম হইতে পারে। অথবা আংশিক সশ্রম এবং আংশিক বিনাশ্রম হইতে পারে।

মূল ধারার অনুবাদ

৬১। সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি দণ্ড। দণ্ডবিধি (সংশোধন) আইন ১৯২১ (১৯২১ সালের ১৬) এর ৪ ধারা বলে বাতিলকৃত।

মূল ধারার অনুবাদ

৬২ মৃত্যু, দ্বীপান্তর বা কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধকারী-গণের বেলায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি দণ্ডবিধি (সংশোধন) আইন ১৯২১ (১৯২১ সালের ১৬) এর ধারা বলে বাতিলকৃত।

মূল ধারার অনুবাদ

অর্থদণ্ডের পরিমাণ

৬৩। যে ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডের পরিমাণ উল্লেখ করা না হয়, সেই ক্ষেত্রে অপরাধকারী কর্তৃক দেয় অর্থদণ্ডের পরি-মাণের কোন সীমা থাকিবে না, তবে ইহা অতিরিক্ত-হইতে পারিবে না।

বিশ্লেষণ

যেই ক্ষেত্রে অপরাধীকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয় এবং যে ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডের পরিমাণ আইনে উল্লেখ নাই, সে ক্ষেত্রে উক্ত অর্থের পরিমাণ আদালতের বিচারের উপর নির্ভরশীল। আদালত যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ড দিতে পারেন। তাহার মাত্র দুইটি সীমা আছে ঃ

১। যিনি বিচার করিতেছেন তাহার ক্ষমতার বাহিরে তিনি অর্থদণ্ড দিতে পারেন না। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এক হাজার টাকা পর্যন্ত, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ২০০ টাকা পর্যন্ত এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ৫ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারেন। দায়রা আদালত এবং সুপ্রীম কোর্ট যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ড করিতে পারেন।

২। জরিমানা বা অর্থদণ্ড অতিরিক্ত হইতে পারিবে না।

নীতি

দণ্ডবিধির অনেক ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য আইনেরও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য অর্থদণ্ডের বিধান করা হইয়াছে কিন্তু অর্থদণ্ডের পরিমাণের উল্লেখ করা হয় নাই। কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত বিধানের মধ্যে কারাদণ্ডের উচ্চতর সীমা

নির্ধারিত আছে। দুই একটি ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের নিম্নতম সীমাও নির্ধারিত করা হইয়াছে। কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে তাই সাধারণত পরিমাণ নির্ধারিত করা আছে, অর্থদণ্ডের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করা নাই।

অর্থদণ্ডের পরিমাণ এইরূপ অনির্ধারিত রাখিবার কারণ নিম্নরূপ :

(ক) দণ্ডিত ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অর্থদণ্ডের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া উচিত। দণ্ডের উদ্দেশ্য যেখানে সাজা দেওয়া, সেখানে অর্থদণ্ডের পরিমাণ আইনের মধ্যে স্থির করিয়া দিলে উহার দ্বারা দণ্ডের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। দেশে এমন বহু লোক আছেন যাহারা একশত টাকা জরিমানা দিতে সম্পূর্ণই অপারগ। খুন করিয়া ফেলিলেও তাহারা একশত টাকা বাহির করিতে পারেন না। এই সমস্ত লোককে ৫০ টাকা জরিমানা করিলেই যথেষ্ট সাজা দেওয়া হয়। আবার দেশে এমন লোক একেবারে কম নাই, যাহাদের কাছে একশত টাকা নিতান্তই হাতের ময়লা। একশত টাকা দিতে তাহাদের ভ্রূকুঞ্চিত হইবার কথা নয়। একশত টাকা জরিমানা করিলে তাহাদের সাজা হয় না, তাহাদের হাসি পায়। এই কারণে আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অর্থদণ্ডের পরিমাণ নির্ণীত হওয়া উচিত।

(খ) অপরাধের গুরুত্ব দ্বারাও অর্থদণ্ডের পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে। যে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী এক লক্ষ টাকা ঘুষ লইয়াছে, তাহাকে দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এক লক্ষ টাকা ঘুষ লইয়া দশ হাজার টাকা জরিমানা দিয়া সারিয়া যাইতে পারিলে প্রতি লেন-দেনে নগদ নব্বই হাজার টাকা মুনাফা দাঁড়ায়। ইহা কোন অবস্থায় বাঞ্ছনীয় নয়। তাই অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনায় অর্থদণ্ডের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া উচিত।

(গ) অপরাধীর চরিত্র বিবেচনা করিয়াও অর্থদণ্ডের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে নিরন্ন কৃষক তাহার স্ত্রী-পুত্রের বুভুক্ষু মুখে দুই দিন যাবত এক মুঠো খাদ্য তুলিয়া দিতে না পারিয়া অবশেষে বেপরোয়া হইয়া রাত্রির নিঃশব্দ অন্ধকারে তাহার জোতদারের বড় গোলা হইতে ধান চুরি করে, তাহার কাজ আইনগতভাবে নিশ্চয়ই অপরাধ। আবার ব্যাঙ্কের যে বিত্তবান বড় ম্যানেজার তাহার বিত্তের পরিধি বাড়াইবার জন্য ব্যাঙ্কের কাগজ কারসাজি করিয়া এক লক্ষ টাকা চুরি করে, তাহার কাজও আইনগতভাবে অপরাধ। উভয় ক্ষেত্রেই কাজটি চুরি। উভয় ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডের পরিমাণ এক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

অর্থদণ্ড অতিরিক্ত হইবে না

অপরাধের চরিত্রের সহিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ সুসমঞ্জস হওয়া বাঞ্ছনীয়। দণ্ডিত ব্যক্তি যাহা দিতে সক্ষম নয়, এমন পরিমাণ অর্থদণ্ডের আদেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।[১০৪]

অর্থদণ্ড দিবার সময় আদালত অপরাধের প্রকৃতি এবং অপরাধীর আর্থিক অবস্থা লক্ষ্য করিবেন।[১০৫] অপরাধীর আর্থিক সচ্ছলতা বিবেচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে দণ্ডের দ্বারা অপরাধী যেন আহত হন। দণ্ডের দ্বারা অপরাধীর গায়ে যদি আচড় না লাগে তবে তাহা দণ্ডই নহে।[১০৬]

মূল ধারার অনুবাদ

অর্থদণ্ড অনাদায়ের দরুন কারাদণ্ড দান

৬৪। অর্থদণ্ডসহ কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধের প্রত্যেক মোকদ্দমায় যে মোকদ্দমায় কারাবাস সহকারে বা ব্যতিরেকে অপরাধকারীর অর্থদণ্ড বিধান করা হয়।

এবং কারাবাস বা অর্থদণ্ড অথবা কেবল অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের প্রত্যেক মোকদ্দমায়, যে মোকদ্দমায় অপরাধকারীর অর্থদণ্ড বিধান করা হয়,

অনুরূপ অপরাধকারীর দণ্ডবিধানকারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞাবলে এই মর্মে নির্দেশ দান করার ক্ষমতা থাকিবে যে, অর্থদণ্ড অনাদায়ে অপরাধকারী কোন বিশেষ মেয়াদের জন্য কারাবাস ভোগ করিবে, যে কারাবাস, তাহাকে দণ্ডিত করা হইয়া থাকিতে পারে বা দণ্ড হ্রাসকরণের অধীনে সে দণ্ডনীয় হইতে পারে এইরূপ অন্য যে কোন কারাবাসের অতিরিক্ত হইবে।

বিশ্লেষণ

অর্থদণ্ডের আদেশ পাইয়া অপরাধী যদি তাহা দিতে ব্যর্থ হন তবে তাহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। আদালত যাহাতে এই আদেশ দিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা বর্তমান ধারায় করা হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড প্রদান করা যায় সেই ক্ষেত্রে জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।[১০৭]

আদালত জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের আদেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে দিতে পারেন:

(ক) যে ক্ষেত্রে অপরাধে কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে, বা

(খ) যে ক্ষেত্রে অপরাধে কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে, কিংবা

(গ) যে ক্ষেত্রে অপরাধে শুধু অর্থদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।

কারাদণ্ডের প্রতিক্রিয়া

জরিমানা না দিয়া কেহ যদি কারাদণ্ড ভোগ করেন তবে সেই কারাবাসের দ্বারা তাহার জরিমানা পরিশোধের দায়িত্ব মিটিয়া যায় না। কারাদণ্ড এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাহার জরিমানা অনাদায়ের শাস্তিরূপে গণ্য হয়।[১০৮]

অন্যান্য আইন

আলোচ্য আইনের ৬৩ হইতে ৭০ ধারায় আলোচ্য আইনের অপরাধসমূহের জন্য জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 'জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট'-এর ২৫ ধারায় বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য আইনের ৬৩ হইতে ৭০ ধারা অন্যান্য আইনের অধীনে অর্থদণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। অন্যান্য আইনে ভিন্নতর বিধান থাকিলে অবশ্য তাহাই প্রবল হইবে। অন্যান্য আইনে যদি জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা থাকে তবুও আলোচ্য আইনের ৬৩ হইতে ৭০ ধারার প্রয়োগ বারিত হইবে না। ইহাদের প্রয়োগ বিশেষ বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ না হইলে ইহারা সেইবব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।[১০৯] প্রসঙ্গতঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৯৭ এবং ৩৫ ধারা স্মরণ রাখিতে হইবে। ঐ ধারা দুইটি বর্তমান ধারাকে পূর্ণ করিয়াছে। ঐ ধারা দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

৩৯৭। যখন কোন ব্যক্তি পূর্ব হইতে কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তর ভোগ করার সময় পুনরায় কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তখন পরবর্তী কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তর পূর্ববর্তী কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর শুরু হইবে, অবশ্য আদালত যদি পূর্ববর্তী দণ্ড পরবর্তী দণ্ডের সহিত এক সঙ্গে চলিবে বলিয়া নির্দেশ না দেন।

তবে, সে যদি কারাদণ্ড ভোগ করার সময় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে আদালত ইচ্ছানুসারে নির্দেশ দিতে পারেন যে, পরবর্তী দণ্ড অবিলম্বে, অথবা পূর্ববর্তী কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর শুরু হইবে।

তবে যখন কোন ব্যক্তি জামানত দিতে না পারায় ১২৩ ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং এই দণ্ড ভোগ করার সময় উক্ত আদেশ দানের পূর্বে কৃত কোন অপরাধের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তখন পরবর্তী দণ্ড সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইবে।

৩৫। (১) কোন লোক একই বিচারে দুই বা ততোধিক অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইলে দণ্ডবিধির ৭১ ধারা ব্যবস্থা সাপেক্ষে আদালত উক্ত বিভিন্ন অপরাধের জন্য নির্ধারিত ও আদালতের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত শাস্তি দিতে পারেন; এইরূপ শাস্তি কারাদণ্ড অথবা দ্বীপান্তর হইলে আদালত যদি এক সঙ্গে চলিবে বলিয়া নির্দেশ না দেন, তাহা হইলে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক একটির পর অপরটি চলিবে।

(২) আদালত একটি মাত্র অপরাধের জন্য যে শাস্তি দিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা একাধিক দণ্ড পর পর চলার ক্ষেত্রে মোট শাস্তির পরিমাণ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে কেবল ইহার জন্য উক্ত আদালতকে বিচারের জন্য অপরাধীকে উচ্চতর আদালতে পাঠাইতে হইবে না। তবে—

(ক) কোন অবস্থাতেই এইরূপ ব্যক্তিকে চৌদ্দ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে না ;

(খ) কোনো ম্যাজিস্ট্রেট (৩৪ ধারা অনুসারে কার্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া) যদি এইরূপ মামলার বিচার করেন, তাহা হইলে মোট শাস্তির পরিমাণ উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট তাহার সাধারণ এক্তিয়ারে যে শাস্তি দিতে পারেন, তাহার দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৩) আপীলের উদ্দেশ্যে এই ধারা অনুসারে একই বিচারে বিভিন্ন অপরাধের জন্য প্রদত্ত পর পর চলার একাধিক দণ্ডের মোট পরিমাণকে একটিমাত্র দণ্ড বলিয়া ধরিতে হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

যে ক্ষেত্রে কারাবাস ও অর্থদণ্ড বিধেয় সেই ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড অনাদায়ে কারাবাসের সীমা

৬৫। অর্থদণ্ড অনাদায়ের দরুন আদালত অপরাধকারীকে যে মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড ভোগের নির্দেশ দান করেন সেই মেয়াদ, উক্ত অপরাধ কারাদণ্ড ও তৎসহ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইলে, উক্ত অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ কারা মেয়াদের তদ্ধর্ধ এক চতুর্থাংশ হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ক্ষেত্রে অপরাধ কারাদণ্ডে ও তৎসহ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয়, কিংবা যে ক্ষেত্রে অপরাধ কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয়, সেই ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড অনাদায়ের কারণে আদালত আসামীকে নির্ধারিত কারাদণ্ডের এক চতুর্থাংশের বেশী কারাদণ্ডের আদেশ দিতে পারিবেন না। যে ক্ষেত্রে অপরাধ শুধু অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় সেই ক্ষেত্রে এই ধারার প্রয়োগ নাই।[১১০]

জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের মেয়াদ

এই ধারায় জরিমানা অনাদায়ে শাস্তির মেয়াদের সীমা বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারাদণ্ডের পরিমাণ কি হইবে, তাহার জন্য কোন আদেশ এই বিধানে প্রদান করা হয় নাই। কারাদণ্ডের একটি ঊর্ধতন সীমা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে ইহা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করা চলিবে না। দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২ ধারা অপরাধ তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়। তাহাকে ৫০ টাকা জরিমানা করিয়া অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া যায় না কারণ এক মাস তিন মাসের এক-চতুর্থাংশের অধিক।[১১১]

মুল ধারার অনুবাদ

অর্থদণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ডের বর্ণনা

৬৬। আদালত অর্থদণ্ড অনাদায়ের জন্য যে কারাদণ্ড দান করেন তাহা, উক্ত অপরাধের জন্য অপরাধকারীর যে বর্ণনার দণ্ড বিধান করা যাইতে উহার যে কোন বর্ণনায় হহতে পারিবে।

বিশ্লেষণ

যে ক্ষেত্রে জরিমানা অনাদায়ের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে কারাদণ্ড সশ্রম হইতে পারে, বিনাশ্রমও হইতে পারে। তবে যে অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদান করা হয় সেই অপরাধে যদি কারাদণ্ডের প্রকৃতির বিধান থাকে তবে তাহা অবমাননা করা যায় না।

অপরাধ যদি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হয় তবে জরিমানা অনাদায়ের দরুন প্রদত্ত কারাদণ্ডও সশ্রম হইবে।[১১২]

মুল ধারার অনুবাদ

কেবল অর্থদণ্ডে দণ্ডার্হ অপরাধের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড অনাদায়ের দরুন কারাদণ্ড

৬৭। অপরাধটি কেবল অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইলে, আদালত অর্থদণ্ড অনাদায়ের দরুন যে কারাদণ্ডারোপ করিবেন তাহা হইবে বিনাশ্রম এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ের দরুন আদালত যে মেয়াদের জন্য অপরাধকারীকে কারাদণ্ড ভোগের নির্দেশ দান করিবেন তাহা নিম্নোক্ত হার অতিক্রম করিবে না, অর্থাৎ দুই মাসের অনুর্ধ যে কোন মেয়াদের বেলায় অর্থদণ্ডের পরিমাণ ৫০ টাকা অতিক্রম করিবে না, এবং চারি মাসের অনুর্ধ যে কোন মেয়াদের বেলায় অর্থদণ্ডের পরিমাণ ১০০ শত টাকা অতিক্রম করিবে না, এবং অন্য যে কোন মামলায় অনুর্ধ ছয় মাস কাল।

বিশ্লেষণ

যে অপরাধ কেবল অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয়, সেই অপরাধে অর্থদণ্ড দিতেই হয়। যেহেতু আইনের বিধান অর্থদণ্ড সেইহেতু অন্য প্রকার দণ্ড প্রথমে দেওয়া অবৈধ।

জরিমানা আদায় না হইলে কারাদণ্ড দেওয়া হইবে এমন আদেশ আদালত দিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য ঃ

(ক) জরিমানা অনাদায়ে যে কারাদণ্ড হইবে তাহা হইবে বিনাশ্রম।

(খ) দুই মাসের অনূর্ধ কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডের পরিমাণ হইবে অনূর্ধ ৫০ টাকা।

(গ) চার মাসের অনূর্ধ কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড হইবে অনূর্ধ একশত টাকা।

(ঘ) অন্য ক্ষেত্রে অনূর্ধ ছয় মাস।

যে ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডই একমাত্র শাস্তি সেই ক্ষেত্রে বর্তমান ধারা কার্যকর হয়। যে ক্ষেত্রে অপরাধ কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় সেই ক্ষেত্রে ৬৫ ধারা প্রযোজ্য হয়।[১১৩]

বর্তমান ধারার বিধান সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেট তাহার ক্ষমতাতিরিক্ত কারাদণ্ডের নির্দেশ দিতে পারেন না।

মূল ধারার অনুবাদ

অর্থদণ্ড আদায় করিলে কারাদণ্ডের সমাপ্ত হইবে

৬৮। অর্থদণ্ড অনাদায়ের দরুন যে কারাদণ্ডারোপ করা হয় তাহা উক্ত অর্থদণ্ড পরিশোধ করা বা আইনের প্রক্রিয়াধীনে আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হইয়া যাইবে।

বিশ্লেষণ

জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের নির্দেশ হয়। জরিমানা, স্বেচ্ছায় বা আইনের মাধ্যমে আদায় হইয়া গেলে আর স্বাভাবিকভাবে কারাদণ্ড ভোগ করিবার প্রয়োজন থাকে না।

আইনের মাধ্যমে যেভাবে জরিমানা আদায় করা যায় তাহার বিধান ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৮৬ এবং ৩৮৯ ধারায় বিধৃত। ধারাগুলি নিম্নরূপ ঃ

৩৮৬। (১) যখন কোন অপরাধীকে জরিমানা করা হয় তখন জরিমানাকারী আদালত নিম্নলিখিত দুইটি উপায়ের যে কোন একটি বা উভয় উপায় অনুসারে জরিমানা আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন, সাক্ষ্য আদালত ঃ

(ক অপরাধীকে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া জরিমানা আদায়ের জন্য পরোয়ানা প্রদান করিতে পারেন, অথবা

(খ) অপরাধীর স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয় প্রকার সম্পত্তিতে দেওয়ানী পদ্ধতি অনুসারে পরোয়ানা কার্যকরী করিয়া জরিমানার টাকা আদায়ের কর্তৃত্ব দিয়া জেলার কালেকটরকে পরোয়ানা দিবেন, তবে, দণ্ডাদেশে নির্দেশ থাকে যে, জরিমানা পরিশোধ করা না হইলে অপরাধী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং সে যদি অনাদায়

বশতঃ সমগ্র কারাদণ্ড ভোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন আদালত উক্ত-রূপ পরোয়ানা প্রদান করিবেন না, তবে বিশেষ কোন কারণ বশতঃ প্রয়োজন মনে করিলে আদালত উক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পরোয়ানা প্রদান করিতে পারেন।

(২) সরকার (১) উপধারার (ক) শাখায় পরোয়ানা কার্যকরীকরণের পদ্ধতি এবং উক্ত পরোয়ানা কার্যকরী করণ প্রসঙ্গে ক্রোককৃত সম্পত্তিতে অপরাধী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির কোন দাবী সংক্ষেপে নির্ধারণের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারেন।

(৩) আদালত যখন (১) উপধারায় (খ) শাখা অনুসারে কালেকটরকে পরোয়ানা প্রদান করেন, তখন ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির অর্থ অনুসারে উক্ত পরোয়ানাকে ডিক্রি ও কালেকটরকে ডিক্রিদার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং যে নিকটতম দেওয়ানী আদালত অনুরূপ পরিমাণ অর্থের ডিক্রি জারি করিতে পারেন উক্ত বিধির উদ্দেশ্যে সেই আদালতকে উক্ত ডিক্রিদাতা আদালত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং ডিক্রি জারির ব্যাপারে উক্ত কার্যবিধির বিধানসমূহ অনুরূপভাবে প্রযোজ্য হইবে ঃ

তবে অপরাধীকে গ্রেফতার বা কারাগারে আটক করিয়া এইরূপ কোন পরোয়ানা কার্যকরী করা হইবে না।

৩৮৯। যে জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত দণ্ড দিয়াছেন তিনি বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত দণ্ড কার্যকরী করার জন্য পরোয়ানা দিতে পারেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অর্থদণ্ডের আনুপাতিক অংশ আদায় করা হইলে কারাদণ্ডের সমাপ্তি হইবে

৬৯। যদি অর্থ অনাদায়ের দরুন নির্দিষ্ট কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে অর্থদণ্ডের এইরূপ একটি অনুপাত পরিশোধ বা আইন বলে আদায় করা হয় যে, অর্থ অনাদায়ের দরুন ভোগকৃত কারাদণ্ডের মেয়াদ অপরি-শোধিত অর্থদণ্ডের অংশের অনুপাত কম নয়, তাহা হইলে কারাদণ্ড সমাপ্ত হইয়া যাইবে।

উদাহরণ

ক একশত টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থ অনাদায়ের দরুন চারিমাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের এক মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে অর্থদণ্ডের পঁচাত্তর

টাকা পরিশোধ বা আদায় করা হইলে প্রথম মাস উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক-কে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। পঁচাত্তর টাকা প্রথম মাস উত্তীর্ণ হইবার সময়ে বা ক কারাবাসে থাকাকালে পরবর্তী কোন সময়ে পরিশোধ বা আদায় করা হইলে, ক-কে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হইবে। অর্থদণ্ডের পঞ্চাশ টাকা কারদণ্ডের দুই মাস উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে পরিশোধ বা আদায় করা হইলে দুই মাস পরিপূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক-কে মুক্তি দেওয়া হইবে। পঞ্চাশ টাকা উক্ত দুই মাস উত্তীর্ণ হইবার কালে বা ক কারাবাসে থাকাকালে পরবর্তী কোন সময়ে পরিশোধ বা ধার্য করা হইলে ক-কে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হইবে।

বিশ্লেষণ

অর্থদণ্ডের কোন অংশ দণ্ডিত ব্যক্তি প্রদান করিলে, আনুপাতিক হারে, অনাদায়-জনিত কারাদণ্ড ভোগের মেয়াদ কমিয়া যাইবে।

দণ্ডিত ব্যক্তি, অর্থদণ্ডের একটি অংশ প্রদান করিবার পর স্বাভাবিকভাবে এই ধারা অনুযায়ী কারাদণ্ডের মেয়াদ হইতে যে মওকুফ পাইতে অধিকারী, তাহা যদি তাহাকে না দেওয়া হয় তবে তাহার প্রদত্ত অর্থ আদালত ফেরত দিতে পারেন না। দণ্ডিত ব্যক্তি সরকারের কাছে আবেদন করিতে পারেন।[১১৪]

মূল ধারার অনুবাদ

ছয় বৎসরের মধ্যে বা কারাবাসকালে আদায়-যোগ্য অর্থদণ্ড

মৃত্যুর ফলে সম্পত্তির দায়িত্ব মুক্ত হইবে না

৭০। অর্থদণ্ড, বা উহার যে কোন অংশ, যাহা অপরিশোধিত থাকিয়া গেলে তাহা দণ্ডাজ্ঞা দানের পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে যে কোন সময় এবং দণ্ডাজ্ঞা অনুযায়ী অপরাধকারী ছয় বৎসরাধিক কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইলে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে যে কোন সময় আদায় করা যাইতে পারিবে এবং অপরাধকারীর মৃত্যুর ফলে তাহার মৃত্যুর পর. তাহার যে সম্পত্তি তাহার ঋণসমূহের জন্য আইনতঃ দায়গ্রস্ত হইত তাহা দায়িত্বমুক্ত হইবে না।

বিশ্লেষণ

অর্থদণ্ড আদায়ের বিধান এই ধারায় বিধৃত। উহা নিম্নরূপ ঃ

(ক) অপরিশোধিত জরিমানা ছয় বৎসরের মধ্যে যে কোন সময় আদায় করা যায়।

(খ) জরিমানার যে কোন অংশ অপরিশোধিত থাকিলে তাহাও দণ্ডাজ্ঞার পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে যে কোন সময় আদায় করা যায়।

(গ) অপরাধী ছয় বৎসরের বেশী সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকিলে ঐ মেয়াদ শেষ হইবার আগে যে কোন সময় অপরিশোধিত জরিমানা আদায় করা যায়।

(ঘ) জরিমানা না দিয়া অপরাধীর মৃত্যু হইলে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে উহা আদায় করা যায়।

বর্তমান ধারাকে যেহেতু মূল আইন বলা হয়, তাই ইহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৮৬ (১) (খ) এবং (৩) ধারা দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

তামাদি

দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইবার ছয় বৎসরের মধ্যে জরিমানা আদায় না হইলে উহা আর আদায়যোগ্য থাকে না। যে ক্ষেত্রে অপরাধী ছয় বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন সেই ক্ষেত্রে উক্ত কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর অর্থদণ্ড আর আদায়-যোগ্য থাকে না।[১১৫] আদালত যদি জরিমানা আদায়যোগ্য নহে বলিয়া স্থির করিয়া ঐ মর্মে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তবুও ঐ জরিমানা যে আর কস্মিন-কালে আদায় করা যাইবে না এমন নহে। অপরাধীর আর্থিক সঙ্গতি উন্নত হইলে উহা আদায় করা যায়।[১১৬] অপরাধী অর্থদণ্ডের হুকুম পাইবার সাথে সাথে আর্থিক অসঙ্গতির কারণে যদি জরিমানা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে উহা সেই সময় আদায় করা যাইবে, যে সময় তাহার আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়, তবে উহা এই ধারায় বর্ণিত তামাদির মেয়াদের মধ্যে হইতে হইবে।[১১৭] যেদিন দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয় সেইদিন হইতে তামাদির মেয়াদ শুরু হয়। আপীল বা রিভিশন দ্বারা তামাদির আরম্ভকাল বিপর্যস্ত হয় না।[১১৮]

জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ড ভোগ করিবার পর জরিমানা আদায়

জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ড ভোগ করিলে তদ্দ্বারা জরিমানার আদায় নির্দেশিত হয় না। এই ধারণা ঠিক নহে যে জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে বলিয়া জেল খাটিয়া দিলে জরিমানা শোধ হইয়া যায়। জেল খাটিবার পরও অপরা-ধীকে জরিমানা দিতে বাধ্য করা যায়।[১১৯] তবে বর্তমান ধারার সহিত ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৮৬ ধারা মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যায় যে বিশেষ কারণ ব্যতীত অপরাধীকে জেল খাটাইয়া লইয়া পরে তাহার কাছে জরিমানা চাওয়া যায় না।[১২০] অপরাধী যখন তাহার কারাদণ্ডের মেয়াদ খাটিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন তখন বিশেষ কারণ ব্যতীত জরিমানা আদায়ের জন্য তাহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় না।[১২১]

অপরাধীর মৃত্যু

অপরাধীর মৃত্যু হইলে পর তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে জরিমানা আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।[১২২] কিন্তু আদালত মৃত অপরাধীদের উত্তরাধীকারীদের সম্পত্তি হইতে জরিমানা আদায়েব নির্দেশ দিতে পারেন না।[১২৩] আসামীর সেই সম্পত্তির বিরুদ্ধে জরিমানা আদায়ের হুকুম দেওয়া যায় না, যে সম্পত্তিতে তাহার মাত্র জীবনস্বত্ব বিদ্যমান।[১২৪] মৃত অপরাধীর সম্পত্তি বলিয়া জরিমানা আদায়ের জন্য কোন সম্পত্তির রিরুদ্ধে যখন পরোয়ানা বাহির হয়, তখন সেই পরোয়ানার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তি আপত্তি দিয়া বলিতে ও প্রমাণ করিতে পারেন যে সম্পত্তি মৃত অপরাধীর নহে।[১২৫]

মূল ধারার অনুবাদ

কতিপয় অপরাধের সমবায়ে গঠিত অপরাধের শাস্তির সীমা

৭১। যে ক্ষেত্রে অপরাধ বলিয়া গণ্য এমন কিছু এইরূপ অংশসমূহের সমবায়ে গঠিত হয়, যে অংশসমূহের যে কোনটি একটি অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হয়, সেই ক্ষেত্রে অপরাধকারীকে অনুরূপ অপরাধসমূহের একাধিকের শাস্তি দান করা যাইবে না, যদি না অনুরূপ স্পষ্ট ব্যবস্থা থাকে।

যে ক্ষেত্রে কোন কিছু আপাততঃ প্রচলিত যে আইন বলে অপরাধসমূহের সংজ্ঞা বা শাস্তি দান করা হয়, সেই আইনের দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র সংজ্ঞাদান অপরাধ হয়, অথবা যে ক্ষেত্রে কতিপয় কার্য— যাহার এক বা একাধিক স্বকীয়ভাবে অপরাধ সংগঠন করে, মিলিতভাবে ভিন্নতর অপরাধ সংগঠন করে—সেই ক্ষেত্রে অপরাধকারীকে যে আদালত তাহার বিচার করেন সেই আদালত অনুরূপ অপরাধসমূহের যে কোনটির জন্য তাহার যে শাস্তি বিধান করিতে পারেন তাহা হইতে কঠোরতর শাস্তি দান করা যাইবে না।

উদাহরণসমূহ

ক) ক খ-কে পঞ্চাশটি লাঠির ঘা দেয়। এই ক্ষেত্রে ক সমগ্র প্রহারের সাহায্যে এবং যে আঘাতসমূহ সমগ্র প্রহার সংগঠন করে তাহাদের প্রত্যেকটির সাহায্যে ও ইচ্ছাকৃতভাবে খ-'ক আঘাত করার অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়া থাকিতে পারে। যদি ক প্রত্যেক আঘাতের জন্য দণ্ডনীয় হইত, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যেক আঘাতের জন্য এক বৎসর হিসাবে পঞ্চাশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইত। কিন্তু সে সমগ্র প্রহারের জন্য কেবল একটি দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(খ) কিন্তু ক খ-কে আঘাত করিবার সময় যদি ম বাধাদান করে, এবং ক ইচ্ছাকৃত-ভাবে ম-কে আঘাত করে, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে, যেহেতু ম-কে প্রদত্ত আঘাত ক কর্তৃক খ-কে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করার অংশ নহে সেইহেতু ক ইচ্ছাকৃত-ভাবে খ-কে আঘাত করিবার জন্য একটি দণ্ডে, এবং ম-কে আঘাত করিবার জন্য আরেকটি দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

যখন কোন কাজকে কয়েকটি অপরাধ বলা যায় বা একটা অপরাধ বলা যায় তখন একটি অপরাধের শাস্তি প্রদান করা হয়। তবে যে কাজসমূহের দ্বারা স্বতন্ত্র অপরাধ হয় সেই কাজে স্বতন্ত্র শাস্তি হইবে। যখন একই কাজ বিভিন্ন অপরাধরূপে গণ্য হয় তখন আদালত, যে অপরাধের শাস্তি গুরুতর, কেবলমাত্র সেই অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে পারেন।

সদৃশ আইন

এই ধারার সহিত ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৫ ধারা এবং ২৩৫ ধারা মিলাইয়া পড়িতে হয়। ধারা দুইটি নিম্নরূপ ঃ

৩৫ (১) কোন লোক একই বিচারে দুই বা ততোধিক অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইলে দণ্ডবিধির ৭১ ধারা ব্যবস্থা সাপেক্ষে আদালত উক্ত বিভিন্ন অপরাধের জন্য নির্ধারিত ও আদালতের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত শাস্তি দিতে পারেন। এইরূপ শাস্তি কারাদণ্ড অথবা দ্বীপান্তর হইলে আদালত যদি এক সঙ্গে চলিবে বলিয়া নির্দেশ না দেন, তাহা হইলে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক একটির পর অপরটি চলিবে।

(২) আদালত একটি মাত্র অপরাধের জন্য যে শাস্তি দিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা একাধিক দণ্ড পর পর চলার ক্ষেত্রে মোট শাস্তির পরিমাণ যদি অধিক হয় তাহা হইলে কেবল ইহার জন্য উক্ত আদালতকে বিচারের জন্য অপরাধীকে উচ্চতর আদালতে পাঠাইতে হইবে না। তবে ঃ

(ক) কোন অবস্থাতেই এইরূপ ব্যক্তিকে চৌদ্দ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে না;

(খ) কোন ম্যাজিস্ট্রেট (৩৪ ধারা অনুসারে কার্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া) যদি এইরূপ মামলার বিচার করেন, তাহা হইলে মোট শাস্তির পরিমাণ উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট তাহার সাধারণ এক্তিয়ারে যে শাস্তি দিতে পারেন, তাহার দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৩) আপীলের উদ্দেশ্যে এই ধারা অনুসারে একই বিচারে বিভিন্ন অপরাধের জন্য প্রদত্ত পর পর চলার একাধিক দণ্ডের মোট পরিমাণকে একটিমাত্র দণ্ড বলিয়া ধরিতে হইবে।

২৩৫। (১) পর পর সংঘটিত কতকগুলি কার্য যদি পরস্পরের সহিত এইরূপ সম্পর্কযুক্ত হয় যে, কার্যগুলি একটিমাত্র লেন-দেনের শামিল এবং একই ব্যক্তি যদি উক্ত লেন-দেন সম্পর্কিত ব্যাপারে একাধিক অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এইরূপ প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া একটিমাত্র বিচারে তাহার বিচার করা যাইতে পারে।

(২) কথিত কার্যগুলি যদি এমন একটি অপরাধ গঠন করে তাহা বর্তমানে বলবৎ কোন আইনের (যে আইন দ্বারা অপরাধের সংজ্ঞা ও দণ্ড দেওয়া হয়) দুই বা ততোধিক পৃথক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত রূপ প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য অভিযোগ প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং একই বিচারে তাহার বিচার করা যাইতে পারে।

(৩) কতকগুলি কার্যের মধ্যে একটি কার্য যদি এককভাবে বা একাধিক কার্য যদি একত্রে একটি অপরাধ গঠন করে এবং সমস্ত কার্যগুলি সম্মিলিতভাবে একটি পৃথক অপরাধ গঠন করে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধসমূহে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত কার্যসমূহের সম্মিলিত অপরাধ বা একটি কার্যের একক অপরাধ বা একাধিক কার্যের একত্রিত অপরাধের জন্য অভিযোগ প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং একই বিচারে তাহার বিচার হইতে পারে।

(৪) এই ধারার কোন বিধান দণ্ডবিধির ৭১ ধারাকে প্রভাবিত করিবে না।

উদাহরণ

(১) উপধারা সম্পর্কিত ঃ

(ক) ক গ নামক জনৈক কনস্টেবলের আইনসঙ্গত হেফাজত হইতে খ-কে উদ্ধার করিল এবং এইরূপ করার সময় গ-কে গুরুতররূপে আহত করিল। ক-এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২২৫ ও ৩৩৩ ধারা অনুসারে অভিযোগ প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং তাহাকে উহার জন্য দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(খ) ক অবৈধ নারী সঙ্গমের উদ্দেশ্যে দিবাভাগে একটি গৃহের দরজা বা জানালা ভাঙ্গিল এবং উক্তরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়া খ-এর স্ত্রীর সহিত অবৈধ সঙ্গম করিল। ক-এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারা অনুসারে পৃথকভাবে অভিযোগ প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং তাহাকে উহার জন্য দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(গ) ক অবৈধ সঙ্গমের উদ্দেশ্যে গ-এর স্ত্রী খ-কে গ-এর নিকট হইতে ফুসলাইয়া লইয়া গেল এবং তাহার সহিত অবৈধ সঙ্গম করিল। ক-এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারা অনুসারে পৃথকভাবে অভিযোগ গঠন করা যাইতে পারে এবং তাহাকে উহার জন্য দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ঘ) দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারায় দণ্ডনীয় কতিপয় জালিয়াতী করার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ক নকল জানিয়া কতিপয় সিল দখলে রাখিয়াছেন। ক-কে দণ্ডবিধি ৪৭৩ ধারা অনুসারে প্রত্যেকটি সিল দখলে রাখার জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ঙ) ন্যায় বা আইনসঙ্গত কোন অজুহাত নাই জানিয়াও খ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ক তাহার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী কার্যক্রম রুজু করিল এবং ইচ্ছা ব্যতীত ন্যায় বা আইনসঙ্গত কোন অজুহাত নাই জানিয়াও সে একটি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ করিল। ক-কে দণ্ডবিধির ২১১ ধারা অনুসারে দুইটি অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(চ) ন্যায় বা আইনসঙ্গত কোন অজুহাত নাই জানিয়াও খ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে সে একটি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া ক তাহার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ করিল। বিচারের সময় খ-কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ক তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। ক-কে দণ্ডবিধির ২১১ ও ১৯৪ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ছ) ক অপর ছয় ব্যক্তির সহিত দাঙ্গা, গুরুতররূপে আহত করা এবং উক্ত দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে সরকারী কর্তব্য সম্পাদনে রত জনৈক সরকারী কর্মচারীকে প্রহারের অপরাধ করিল। ক-কে দণ্ডবিধির ১৪৭, ৩২৫ ও ১৫২ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(জ) ক খ, গ ও ঘ-কে ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে একই সময়ে তাহাদের দেহে আঘাত করার হুমকি দিল। ক-কে দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারা অনুসারে তিনটি অপরাধের প্রত্যেকটির জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে উল্লিখিত পৃথক অভিযোগসমূহের বিচার একই সময়ে করা যাইতে পারে।

(২) উপধারা সম্পর্কিত :

(ঝ) ক অন্যায়ভাবে খ-কে বেত দ্বারা আঘাত করিল। ক-কে দণ্ডবিধির ৩৫২ ও ৩২৩ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ঞ) কয়েক বস্তা চোরাই শস্য লুকাইয়া রাখার জন্য ক ও খ-এর নিকট দেওয়া হইল। ক ও খ জানিত যে, উহা চোরাই মাল। অতঃপর বস্তাগুলি একটি শস্য রাখার গর্তের তলদেশে লুকাইয়া রাখার ব্যাপারে ক ও খ পরস্পরকে স্বেচ্ছামূলকভাবে

সাহায্য করিল। ক ও খ-কে দণ্ডবিধির ৪১১ ও ১৪৪ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ট) ক এমনভাবে তাহার শিশু সন্তানকে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখিল যে উহার ফলে তাহার মৃত্যু হইতে পারে, তাহা সে জানিত। এইরূপ উন্মুক্ত অবস্থায় রাখার ফলে শিশুটি মারা গেল। ক-কে দণ্ডবিধির ৩১৭ ও ৩০৪ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(ঠ দণ্ডবিধির ১৬৭ ধারা অনুসারে খ নামক জনৈক সরকারী কর্মচারীকে দণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ক অন্যভাবে একটি জাল দলিলকে প্রকৃত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিল। ক-কে দণ্ডবিধির ৪৭১ (৪৬৬ ধারার সহিত গঠিত) ও ১৯৬ ধারা অনুসারে অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(৩) উপধারা সম্পর্কিত :

(ড) ক খ-এর উপর ডাকাতি করিল এবং ঐরূপ করিতে গিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে তাহাকে আঘাত করিল। ক-কে দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারার অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৫ ধারা এবং বর্তমান ধারা

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমগ্র আইন পর্যালোচনা করিয়া নিম্নবর্ণিত সূত্রাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায় :

১। একই কাজের মধ্যে এমন ক্ষুদ্রাংশ থাকিতে পারে, যাহার প্রত্যেকটি আইন-গতভাবে অপরাধরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। বক্তব্যটি অন্যভাবেও বলা যায় : কয়েকটি অপরাধ মিলিয়া একটি অপরাধ হয়। উদাহরণ দিলে বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। দবির উপর্যুপরি দশটি ঘুষি দিয়া সাবেতকে জখম করিয়া ফেলিলেন। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ঘুষিই একটি অপরাধ। প্রত্যেকটি ঘুষির জন্য দবিরকে সাজা দেওয়া যায়। আবার সব ঘুষির প্রতিক্রিয়া দ্বারা সাবেতকে জখম করা দবিরের পক্ষে একটি অপরাধ। জায়েদ হারুণের বাড়ীতে সিঁদ কাটিয়া চুরি করিলেন এবং তাহার ঘড়ি, কলম, মানি-ব্যাগ, রেডিও ও বই লইয়া গেলেন। প্রত্যেকটি জিনিস চুরি করিবার জন্য জায়েদ অভিযুক্ত হইতে পারেন। আবার সমগ্র চুরির জন্য তিনি অভিযুক্ত হইতে পারেন।

বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, এই ক্ষেত্রে অপরাধী মাত্র একটি শাস্তি পাইবে। (বর্তমান ধারার 'ক' উদাহরণ দ্রষ্টব্য।)

২। একই কাজে দুই প্রকার অপরাধমূলক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে :

(ক) একই কাজে এমন বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধ হইতে পারে, যাহার প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ এবং অন্যটি হইতে বিচ্ছিন্ন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হিসাবের মধ্যে সাংঘাতিক রকমের কারচুপি করিলেন এবং সেই বানোয়াট হিসাবমূলে টাকা আত্মসাৎ করিলেন। এই ক্ষেত্রে ম্যানেজারের হিসাবে কারচুপি করা একটি স্পষ্ট এবং একক অপরাধ। আবার অর্থ আত্মসাৎ করাও একটি সম্পূর্ণ এবং একক অপরাধ। অথচ এই দুইটি কাজ মিলিয়া একটি পূর্ণ অপরাধমূলক আচরণ।

(খ) একই কাজে একাধিক অপরাধ হইতে পারে এবং সেই অপরাধসমূহ প্রকৃতিতে এক বটে কিন্তু তাহারা একাধিক ব্যক্তিকে আঘাত করে। বন্দুক হইতে গুলি ছুঁড়ার ফলে একাধিক ব্যক্তি আহত হইলে একই কাজে একাধিক অপরাধ সংঘটিত হয়।

'ক' এবং 'খ'-এ বর্ণিত প্রত্যেক অপরাধের জন্য অপরাধী ভিন্ন শাস্তি পাইবে। (ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৫ (১) ধারা এবং উহার ক, চ এবং ছ উদাহরণ এবং বর্তমান ধারার খ উদাহরণ দ্রষ্টব্য)।

৩। একই কাজে বা কার্যধারায় একাধিক অপরাধ হইতে পারে। গুদামে আগুন ধরাইয়া দিলে অগ্নি সংযোগের জন্য ৪৩৫ ধারায় এবং গুদামে অগ্নিসংযোগের জন্য ৪৩৬ ধারায় অপরাধ হয়। এই অবস্থায় অপরাধীকে একাধিক অপরাধে অভিযুক্ত করা যায় বটে কিন্তু এক অপরাধের জন্যই শুধু শাস্তি দিতে হয়।

(ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৫ ২ ধারা এবং বর্তমান ধারার ২ অনুচ্ছেদ)

৪। কোন অপরাধমূলক কাজ অন্য নিরীহ বা অপরাধমূলক কাজের সহিত মিলিত হইলে একই প্রকারের গুরুতর অপরাধ হইতে পারে। শক্তি প্রয়োগ ৩৫২ ধারায় একটি অপরাধ। সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে আরো গুরুতর অপরাধ এবং তাহা ১৫২ ধারায় শাস্তিযোগ্য। এই ক্ষেত্রে অপরাধীকে উভয় ধারাতেই দোষী সাব্যস্ত করা যায় বটে কিন্তু শাস্তি ১৫২ ধারায় দিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

কতিপয় অপরাধের একটির জন্য দোষী ব্যক্তির শাস্তি—ইহা কি সম্পর্কে রায়ে তাহার সন্দেহ প্রকাশ করণ

৭২। যে সকল মোকদ্দমায় এইরূপ রায় দেওয়া হয় যে, ব্যক্তি রায়ে বর্ণিত কতিপয় অপরাধের একটির জন্য দোষী কিন্তু এই সকল অপরাধের কোনটির জন্য সে দোষী তাহা সন্দেহপূর্ণ সেই সব মোকদ্দমায়, সব অপরাধের জন্য একই ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা না থাকার বেলায় অপরাধকারীকে যে অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে সেই অপরাধের শাস্তি দেওয়া হইবে।

বিশ্লেষণ

অপরাধী কি কি কাজ করিয়াছেন তাহা সাব্যস্ত করিবার পর আদালত যদি সিদ্ধান্ত করেন যে, তাহার কাজে নিশ্চিতভাবে অপরাধ হইয়াছে তবে অপরাধী শাস্তি পাইবেন। ইহাই সাধারণ নিয়ম। দণ্ডবিধির কোন্ ধারায় এই অপরাধ পড়িবে ইহাতে আদালত সন্দিহান হইলে যে ধারায় কম শাস্তি, সেই ধারায় আদালত তাহাকে শাস্তি দিবেন।

সদৃশ আইন

ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ২৩৬ এবং ৩৬৭ (৩) ধারা বর্তমান ধারার বিধানকে পূর্ণ করিয়াছে। এই ধারা দুইটি নিম্নরূপ ঃ

২৩৬। যদি একটিমাত্র কার্য অথবা ধারাবাহিক কতিপয় কার্য এইরূপ প্রকৃতির হয় যে, যে সকল তথ্য প্রমাণ করা যায় তাহার ভিত্তিতে কতিপয় অপরাধের মধ্যে কোন্টি গঠিত হয়, সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে আসামীকে এইরূপ সকল অথবা যে কোন একটি অপরাধে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং এইরূপ যে কোন সংখ্যক অভিযোগের বিচার একই সময় হইতে পারে; অথবা তাহাকে উক্ত অপরাধসমূহের মধ্যে যে কোন একটির জন্য বিকল্পভাবে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে।

উদাহরণ

(অ) ক এমন একটি কাজ করিয়াছেন যাহা চুরি অথবা চোরাই মাল গ্রহণ অথবা অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ অথবা প্রতারণা হইতে পারে। তাহাকে চুরি, চোরাই মাল গ্রহণ, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার জন্য অভিযুক্ত করা যাইতে পারে, অথবা তাহাকে চুরি বা চোরাই মাল গ্রহণ বা অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বা প্রতারণার জন্য অভিযুক্ত করা যাইতে পারে।

(আ) ক শপথ গ্রহণপূর্বক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলিল যে, খ-কে লাঠি দ্বারা গ-কে আঘাত করিতে দেখিয়াছে। কিন্তু দায়রা আদালতে ক শপথ গ্রহণপূর্বক বলিল যে, খ কখনই গ-কে আঘাত করে নাই। যদি বিবৃতিদ্বয়ের মধ্যে কোন্টি মিথ্যা তাহা প্রমাণ করা যায় না, তথাপি ক-কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বিকল্পভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

৩৬৭। (৩) দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ড দেওয়া হইলে অপরাধটির উক্ত বিধির দুইটি ধারার মধ্যে কোন্ ধারার অন্তর্ভুক্ত অথবা একই ধারার দুইটি অংশের মধ্যে

কোন্ অংশের অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলে আদালত স্পষ্টরূপে উহা প্রকাশ করিবেন এবং বিকল্প রায় প্রদান করিবেন।

উদ্দেশ্য

অপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত হইবার পর তিনি যাহাতে, অপরাধের দণ্ডের জন্য প্রযোজ্য আইনের নির্ণয়ের অভাবে ছুটিয়া না যাইতে পারেন, তজ্জন্য এই ধারার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

সন্দেহপূর্ণ

"সন্দেহ" বলিতে তথ্যের সন্দেহ বুঝায় না। তথ্যপূর্ণভাবে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হইতে হইবে নতুবা অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হইতে পারে না। তথ্য প্রমাণিত হইবার পর ঐ তথ্যে কোন্ ধারার অপরাধ হয়, তৎসম্পর্কে সন্দেহ উপজাত হইতে পারে। তখন বর্তমান ধারা কার্যকরী হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

নির্জন কারাবাস

৭৩। অত্র বিধি অনুযায়ী যে অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে সশ্রম কারাদণ্ড দানের জন্য আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই অপরাধে ব্যক্তি বিশেষ দণ্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে আদালত ইহার দণ্ডাজ্ঞা বলে নির্দেশ দান করিতে পারিবেন যে অপরাধকারীকে, সে যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় তাহার যে কোন অংশ বা অংশসমূহের জন্য নিম্ন-লিখিত হারে, সাকুল্যে অনধিক তিন মাস কাল নির্জন কারাবাসে রাখা যাইবে, অর্থাৎ কারাবাসের মেয়াদ ছয় মাসের অধিক না হইলে এক মাসের অনূর্ধ্ব কাল;
কারাবাসের মেয়াদ ছয় মাসের অধিক এবং অধিক এক বৎসর হইলে দুই মাসের অনূর্ধ্ব কাল;
কারাবাসের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক হইলে তিন মাসের অনূর্ধ্ব কাল।

বিশ্লেষণ

বর্তমান ধারায় নির্জন কারাবাসের দণ্ডের পরিমাণের বিধান বর্ণিত হইয়াছে।

নির্জন কারাবাস সেই অবস্থাকে বলা যায়, যে অবস্থায় দণ্ডিত ব্যক্তি সর্বপ্রকার জন-সাহচর্য হইতে বঞ্চিত হন। মানুষ যেহেতু সহজাত প্রবৃত্তিমূলে জন্মগতভাবে সামাজিক জীব, সেইহেতু জনসংস্রব বর্জিত জীবন তাহার পক্ষে অতীব দুঃসহ। নির্জন কারাবাস দীর্ঘকাল প্রলম্বিত হইলে দণ্ডিত ব্যক্তি তাহার মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিতে পারে। সাধারণভাবে অতিশয় গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যতীত এই দণ্ডাদেশ যুক্তিযুক্ত নহে।

নীতি

নির্জন কারাবাসের দণ্ডে নিম্নবর্ণিত সূত্রাবলী অবশ্য পাল্য ঃ

(ক) যে মেয়াদের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়, সেই মেয়াদের সম্পূর্ণ সময় নির্জন কারাবাসের মেয়াদ হইতে পারে না। সশ্রম কারাদণ্ডের পূর্ণ মেয়াদের একটি অংশ নির্জন কারাবাস হইবে, এইরূপ আদেশ দেওয়া যায়।

(খ) নির্জন কারাবাসের মেয়াদ সর্বসাকুল্যে তিন মাসের অধিক হইতে পারিবে না।

(গ) সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ ছয় মাস বা তাহার কম হইলে নির্জন কারাবাস সর্বসাকুল্যে এক মাসের বেশী হইতে পারিবে না।

(ঘ) সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ ছয় মাসের বেশী কিন্তু এক বৎসরের কম হইলে নির্জন কারাবাস সর্বসাকুল্যে দুই মাসের বেশী হইতে পারিবে না।

(ঙ) সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ এক বৎসরের বেশী হইলে নির্জন কারাবাস তিন মাসের বেশী হইতে পারিবে না।

(চ) যে অপরাধের দণ্ড সশ্রম কারাবাস নহে, সেই অপরাধের ক্ষেত্রে নির্জন কারাবাসের আদেশ অবৈধ।

মূল ধারার অনুবাদ

নির্জন কারাবাসের সীমা

৭৪। নির্জন কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী করিবার ব্যাপারে অনুরূপ কারাবাস এককালে চৌদ্দ দিনের বেশী হইতে পারিবে না; নির্জন কারাবাসের মেয়াদসমূহের মধ্যে অনুরূপ মেয়াদসমূহ নির্জন কারাবাস অপেক্ষা অন্যূন কালের বিরামসমূহ থাকিবে এবং প্রদত্ত কারাদণ্ড তিন মাসের অধিক হইলে নির্জন কারাবাস প্রদত্ত সর্বমোট কারাদণ্ডের যে কোন মাসে সাত দিনের বেশী

হইতে পারিবে না, নির্জন কারাবাসের মেয়াদসমূহের মধ্যে অনুরূপ মেয়াদসমূহ নির্জন কারাবাস অপেক্ষা অন্যূন কালের বিরামসমূহ থাকিবে।

বিশ্লেষণ

নির্জন কারাবাসের দণ্ডাদেশ কিভাবে কার্যকরী করা হইবে, এই ধারায় তাহার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

নির্জন কারাবাসের দণ্ডাদেশ কার্যকরী করিতে নিম্নবর্ণিত সূত্রাবলী অবশ্য পাল্য:

(ক) এক নাগাড়ে নির্জন কারাবাস চৌদ্দ দিনের বেশী হইবে না।

(খ) নির্জন কারাবাসের পূর্বে ও পরে বিরাম থাকিবে।

(গ) কারাদণ্ডের মেয়াদ তিন মাসের অধিক হইলে নির্জন কারাবাস কোন মাসে সাত দিনের বেশী হইবে না।

মূল ধারার অনুবাদ

পূর্ববর্তী দণ্ডের পরে ১২শ পরিচ্ছেদের বা ১৭শ পরিচ্ছেদের অধীনে কতিপয় অপরাধের জন্য বর্ধিত দণ্ড

৭৫। যে ব্যক্তি—

(ক) বাংলাদেশে কোন আদালত কর্তৃক তিন বৎসর বা তদূর্ধ মেয়াদের যে কোন বর্ণনার কারবাস সহকারে অত্র বিধির ১২শ পরিচ্ছেদ বা ১৭শ পরিচ্ছেদের অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া,

উক্ত পরিচ্ছেদসমূহের যে কোনটির অধীনে সেই একই মেয়াদের জন্য অনুরূপ কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় যে কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে, সেই ব্যক্তি পরবর্তী প্রত্যেক অনুরূপ অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাধীন বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডের যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে অধীন হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায়, অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি দিবার বিধান বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্বে কোন দণ্ড থাকিলে বিশেষ ক্ষেত্রে পরের অপরাধের দণ্ড অধিকতর হইতে পারে।

দ্বাদশ এবং সপ্তদশ পরিচ্ছেদের যে সমস্ত অপরাধের দণ্ডের মেয়াদ তিন বৎসর বা তদূর্ধ্বকাল, সেই সমস্ত অপরাধে যদি কোন ব্যক্তি দণ্ডিত হন, এবং ঐ দণ্ড হইতে মুক্তি পাইবার পর বা ঐ দণ্ড বজায় থাকাকালে পুনরায় অনুরূপ যে কোন অপরাধ করেন, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি পরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন, দ্বীপান্তর বা দশ বৎসর পর্যন্ত কারাবাসের দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন।

উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে: দবির একজন গৃহভৃত্য। তিনি তাহার মনিবের ঘড়ি চুরি করিলেন। এই অপরাধের জন্য তাহার এক বৎসর কারাবাসের হুকুম হইল। জেল খাটিয়া বাহির হইয়া আসিবার পর তিনি অন্য আরেক বাড়ীতে গৃহভৃত্য নিযুক্ত হইলেন। এবার তিনি তাহার মনিবের কলম চুরি করিলেন। কলম চুরির অপরাধ প্রমাণিত হইলে তিনি গুরুতর শাস্তি পাইবেন। এবার তাহার শাস্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারে বা দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে।

অধিকতর শাস্তি দিতে হইলে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি শর্ত পূর্ণ হইতে হইবে:

১। অপরাধী পূর্বে এমন অপরাধের জন্য দণ্ডনীয় সাব্যস্ত হইয়াছিলেন যে অপরাধের শাস্তি অন্ততঃ তিন বৎসর। ফৌজদারী কার্যবিধির ১১০ ধারার হুকুমকে দণ্ডনীয় সাব্যস্ত বলা যায় না। সুতরাং ঐ ধারায় হুকুম প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বর্তমান ধারার আওতায় আসে না।[১২৬]

পূর্ব অপরাধ বলিতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সময়ের দিক হইতে ইহা অতীত ঘটনা। দুইবার অপরাধ করিলে তবেই পরবর্তী অপরাধের সময় গুরুতর শাস্তি প্রদান করা যায়। একই সময়ে দুইটি অপরাধ করিলে এই ধারায় বর্ণিত গুরুতর শাস্তি দেওয়া যায় না।

২। যে পূর্ববর্তী দণ্ডের কারণে অপরাধীকে পরবর্তী দণ্ডের ক্ষেত্রে অধিকতর বা গুরুতর শাস্তি দেওয়া যায়, সেই দণ্ড আলোচ্য আইনের দ্বাদশ বা সপ্তদশ পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে মুদ্রা এবং সরকারী স্ট্যাম্প সম্পর্কিত শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের শাস্তির বিধান বর্তমান। চুরি করা, ছিনাইয়া লওয়া, দস্যুতা করা, ডাকাতি করা, আমানত খেয়ানত করা, প্রতারণা করা, সম্পত্তি নাশ করা এবং অনধিকার প্রবেশ করা এই পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত অপরাধ দ্বিতীয়বার করিলে অপরাধীর শাস্তি গুরুতর হয়।

৩। অপরাধদ্বয় বাংলাদেশে সংঘটিত হইতে হইবে। কোন ব্যক্তি যদি ইংল্যাণ্ডে ডাকাতি করিয়া থাকেন এবং সেই কারণে ইংল্যাণ্ডের আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং অবশেষে বাংলাদেশে আসিয়া আবার ডাকাতি করেন তবে; যেহেতু

তাহার প্রথম ডাকাতি ইংল্যাণ্ডে ঘটিয়াছিল এবং সেখানে তিনি দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাই বাংলাদেশে তাহার দ্বিতীয় ডাকাতির জন্য তিনি অধিকতর শাস্তি পাইবেন না।

৪। অপরাধীর বিরুদ্ধে পরবর্তী কালের অভিযোগ এমন অপরাধ সম্পর্কে হইতে হইবে যাহার দণ্ডের পরিমাণ অন্যূন তিন বৎসর। যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন অপরাধে অভিযুক্ত হন যাহার শাস্তি দ্বাদশ এবং সপ্তদশ পরিচ্ছেদ মতে তিন বৎসরের অধিক তখন সেই ব্যক্তি যদি পরবর্তী কালে এমন অপরাধ করেন, যাহার দণ্ড উক্ত দুই পরিচ্ছেদ অনুযায়ী তিন বৎসরের অধিক, তবে পরবর্তী কালের অপরাধের জন্য তিনি অধিকতর শাস্তি পাইবেন। অপরাধের শাস্তির পরিমাণ তিন বৎসরের উর্ধকাল হইলেই হইল। অপরাধীকে তিন বৎসরের উর্ধকাল শাস্তি ভোগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আইন আদালতকে গুরুতর শাস্তি দিবার ক্ষমতা দিয়াছে। এই ক্ষমতা অবিবেচকের মত ব্যবহার্য নহে। ডাকাতি করিবার জন্য সাত বৎসর জেল খাটিয়া বাহির হইবার পর কোন ব্যক্তি খোলা মাঠ হইতে একটি ছাগশিশু চুরি করিলেন। এই দ্বিতীয় অপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারে। কিন্তু ছাগশিশু চুরির জন্য গুরুতর শাস্তি প্রধান অবিধেয় কাজ।

৫। পরবর্তী অপরাধ পূর্বের অপরাধের জন্য দণ্ডাদেশের পরে সংঘটিত হইতে হইবে। পূর্বের অপরাধের জন্য দণ্ডের আদেশ না হইয়া থাকিলে পরের অপাধের জন্য অধিকতর শাস্তি প্রাপ্য হয় না। তবে পূর্বের দণ্ড খাটিয়া শেষ না করিলেও পরবর্তী অপরাধের জন্য অধিকতর দণ্ড হইতে পারে।

সংশ্লিষ্ট অন্য আইন

বর্তমান ধারার সহিত ফৌজদারী কার্যবিধির ২২১ (৭), ২৫৫ (ক), ৩১০, ৩১১ ৩১৫ এবং ৫১১ ধারা মিলাইয়া পড়িতে হইবে। অধিকতর শাস্তি দিবার কার্যবিধি এবং প্রমাণ সম্পর্কে এই সমস্ত ধারাসমূহে বিধান দেওয়া হইয়াছে। ঐগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

২২১। (৭) আসামী পূর্বে কোন অপরাবের জন্য দণ্ডিত হওয়ার ফলে পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে বর্ণিত দণ্ড বা ভিন্ন প্রকৃতির দণ্ডে দণ্ডনীয় হইলে এবং পরবর্তী অপরাধের দণ্ড বৃদ্ধি বা প্রকৃতি পরিবর্তনের জন্য পূর্ববর্তী দণ্ড প্রমাণ করার প্রয়োজন হইলে, অভিযোগে পূর্ববর্তী দণ্ডের ঘটনা, তারিখ ও স্থান উল্লেখ করিতে হইবে। এইরূপ উল্লেখ না করা হইয়া থাকিলে আদালত দণ্ড দানের পূর্বে যে কোন সময়ে উহা যোগ করিতে পারেন।

২৫৫ (ক)। যখন ২২১ ধারার (৭ উপধারার বিধান অনুসারে পূর্ববর্তী দণ্ডের অভিযোগ করা হয় এবং আসামী স্বীকার করে না যে, অভিযোগে বর্ণিত রূপে

সে পূর্বে দণ্ডিত হইয়াছে, তখন ম্যাজিস্ট্রেট ২৫৫ ধারার (২) উপধারা অথবা ২৫৮ ধারা অনুসারে উক্ত আসামীকে দণ্ডিত করার পর উক্ত পূর্ববর্তী দণ্ড সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন এবং সে সম্পর্কে তাহার অভিমত লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩১০। জুরি দ্বারা বা এসেসরের সহায়তায় বিচারের ক্ষেত্রে আসামী যখন কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং এই মর্মে আরও অভিযুক্ত হয় যে, পূর্বে দণ্ডিত হওয়ায় সে এই পরবর্তী অপরাধের জন্য বর্ধিত শাস্তি বা পৃথক ধরনের শাস্তি প্রাপ্তির যোগ্য তখন অত্র অধ্যায়ের উপরোক্ত বিধানসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতি নিম্নলিখিতভাবে সংশোধিত হইবে, যথা ঃ

(ক) এইরূপ অতিরিক্ত অভিযোগ আদালতে পঠিত হইবে না এবং আসামীকে সে সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য জিজ্ঞাসা করা হইবে না ; বাদীপক্ষ উহার উল্লেখ করিবেন না এবং সে সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য প্রমাণও দেওয়া যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না,

(১) আসামী পরবর্তী অপরাধে দণ্ডিত হয়, অথবা

(২) পরবর্তী অপরাধের অভিযোগ সম্পর্কে জুরিদের রায় প্রদত্ত হয় বা এসেসরদের অভিমত লিপিবদ্ধ হয়।

(খ এসেসরের সহায়তায় বিচারের ক্ষেত্রে আদালত তাহার ইচ্ছানুসারে পূর্ববর্তী দণ্ডের অভিযোগ সম্পর্কে আসামীর বিচার করিতে পারেন বা বিচার হইতে বিরত থাকিতে পারেন।

৩১১। উপরোক্ত ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, পূর্ববর্তী দণ্ডের ঘটনা যদি ১৮৭২ সালে সাক্ষ্য আইনের বিধান অনুসারে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহা হইলে পরবর্তী অপরাধের বিচারের সময় দণ্ডের সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

৩১৫। (১) বিশেষ জুরি বা সাধারণ জুরি হিসাবে কাজ করার জন্য উক্ত সংশোধিত তালিকায় যাহাদের নাম আছে, তাহাদের মধ্য হইতে সরকারী কর্মচারী যত জনকে প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন একজনকে যে শহরে সচরাচর হাইকোর্টের অধিবেশন বসে সেই শহরে প্রত্যেকটি দায়রা অধিবেশনের জন্য আহ্বান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের মধ্যে একবারের অধিক ডাকা যাইবে না, তবে তাহাকে না লইয়া যদি সংখ্যা পূর্ণ করা না যায় তাহা হইলে তাহাকে ডাকা যাইবে।

(৩) কোন দায়রা অধিবেশন চলার সময় যদি প্রতীয়মান হয় যে, আহুত ব্যক্তিদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে, তাহা হইলে উক্ত অধিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিগণকে আহ্বান করা যাইবে।

৫১১। এই আইন অনুসারে পরিচালিত কোন তদন্ত, বিচার, বা অন্য কার্যক্রমে বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে বর্ণিত পদ্ধতি ছাড়াও নিম্নলিখিতভাবে পূর্ববর্তী দণ্ড বা খালাস প্রমাণ করা যাইতে পারে ঃ

(ক) যে আদালত উক্ত দণ্ড বা খালাস দিয়াছিলেন সেই আদালতের নথিপত্র যে অফিসারের হেফাজতে থাকে সেই অফিসারের স্বাক্ষর দ্বারা অনুমোদিত উক্ত দণ্ডাদেশ বা খালাসের আদেশের আংশিক নকল দ্বারা ; অথবা

(খ) দণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে, যে জেলে উক্ত শাস্তি বা উহার অংশ বিশেষ দেওয়া হইয়াছিল, সেই জেলের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট দ্বারা, অথবা যে সোপর্দের পরোয়ানা অনুসারে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল তাহা পেশ করিয়া ; এবং উপরোক্ত দুইটি ক্ষেত্রের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দণ্ডিত বা খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অভিযুক্ত ব্যক্তি যে একই ব্যক্তি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ

মুল ধারার অনুবাদ

আইন বলে বাধ্য বা ভুল ধারণাবশতঃ নিজকে আইন বলে বাধ্য বলিয়া বিশ্বাসকারী ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক সম্পাদিত

৭৬। যে ব্যক্তি কোন কিছু সম্পাদন করিবার জন্য আইনবলে বাধ্য বা তথ্যের ভুল ধারণাবশতঃ আইনের ভুল ধারণাবশতঃ নহে সদ্‌বিশ্বাসে নিজেকে কোন কিছু সম্পাদন করিবার জন্য আইনবলে বাধ্য বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদন করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণসমূহ

(ক) সৈনিক ক তদীয় উর্ধতন পদস্থ কর্মচারীর আদেশক্রমে আইনের নির্দেশ মোতাবেক কোন জনতার উপর গুলি চালায়। ক কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(খ) কোন বিচারালয়ের জনৈক পদস্থ কর্মচারী ক উক্ত বিচারালয় কর্তৃক ম-কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া এবং যথাযথ তদন্তের পর খ-কে ম মনে করিয়া খ-কে গ্রেপ্তার করেন। ক কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে সাধারণ ব্যতিক্রমের বিধান শুরু হইল। সমগ্র চতুর্থ পরিচ্ছেদ এই সাধারণ ব্যতিক্রম সম্পর্কিত বিধান বর্ণনায় নিয়োজিত।

বর্তমান পরিচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

বর্তমান পরিচ্ছেদে ৩২টি ধারা আছে। এই ৩২টি ধারায় বলা হইয়াছে যে নিম্ন বর্ণিত ৭টি অবস্থায় অপরাধমূলক কাজ করিলেও সেই কাজ অপরাধ গণ্য হয় না।

১। অপরাধীর অভিপ্রায়ের অনুপস্থিতি (৮১ হইতে ৮৬ ধারা এবং ৯২ হইতে ৯৪ ধারা),

২। দৈব দুর্বিপাক (৮০ ধারা),

৩। তথ্য সম্পর্কে ভ্রম (৭৬ এবং ৭৯ ধারা),

৪। অনুমতি মতে কাজ (৮৭ এবং ৯০ ধারা),

৫। কাজের তুচ্ছতা (৯৫ ধারা),

৬। প্রতিরক্ষামূলক কাজ (৯৬ হইতে ১০৬ ধারা),

৭। বিচার সংক্রান্ত কাজ (৭৭ ও ৭৮ ধারা)।

নিম্নবর্ণিত ১৮টি কাজে অপরাধমূলক দায়িত্ব বর্তায় না। অর্থাৎ এই ১৮টি কাজ সাধারণভাবে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু আইনে এই ১৮টি কাজকে এমন কাজ বলা হইয়াছে যাহা করিলে অপরাধ হইবে না।

১। আইনবলে বাধ্য বা ভুল ধারণা বশতঃ নিজেকে আইনবলে বাধ্য বলিয়া বিশ্বাসকারী ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য (৭৬ ধারা)।

২। বিচার সম্পর্কিত কার্য পরিচালনাকালের বিচারকের কার্য (৭৭ ধারা)।

৩। আদালতের রায় বা আদেশের অনুসরণে সম্পাদিত কার্য (৭৮ ধারা)।

৪। আইন সমর্থিত বা ভুল ধারণা বশতঃ নিজেকে আইন সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাস-কারী ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কার্য (৭৯ ধারা)।

৫। আইনানুগ কার্য সম্পাদন কালে দুর্ঘটনা (৮০ ধারা)।

৬। অপরাধমূলক অভিপ্রায় ব্যতিরেকে। ক্ষতি নিবারণ কল্পে সম্পাদিত কার্য্য (৮১ ধারা)।

৭। সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর কার্য (৮২ ধারা)।

৮। সাত বৎসরের অধিক বয়স্ক ও বার বৎসরের কম বয়স্ক অপরিণত বোধশক্তি সম্পন্ন শিশুর কার্য (৮৩ ধারা)।

৯। অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কার্য (৮৪ ধারা)।

১০। অনিচ্ছাকৃত প্রমত্ততার দরুন বিচারশক্তি রহিত ব্যক্তির কার্য (৮৫ ধারা)।

১১। মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানোর জন্য অভিপ্রেত নহে, এবং অনুরূপ সম্ভা-বনাপূর্ণ নহে জানিয়া সম্মতি সহকারে সম্পাদন করা কার্য (৮৭ ধারা)।

১২। মৃত্যু ঘটানোর জন্য অভিপ্রেত নহে এমন কার্য ব্যক্তি বিশেষের উপকারার্থে সদ বিশ্বাসে সম্মতি সহকারে সম্পাদন (৮৮ ধারা)।

১৩। অভিভাবক কর্তৃক বা তাহার সম্মতিক্রমে শিশু বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির মঙ্গলার্থ সদবিশ্বাসে সম্পাদিত কার্য (৮৯ ধারা)।

১৪। সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির মঙ্গলার্থ সদবিশ্বাসে সম্পন্ন কার্য (৯২ ধারা)।

১৫। সদবিশ্বাসে কৃত যোগাযোগ (৯৩ ধারা)।

১৬। যে কার্য করিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয় (৯৪ ধারা)।

১৭। সামান্য ক্ষতিকারক কার্য (৯৫ ধারা)।

১৮। প্রতিরক্ষামূলক কাজ (৯৬ হইতে ১০৬ ধারা)।

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য

বহু কাজ আছে যাহা স্বাভাবিকভাবে অপরাধ হইলেও বিশেষ অবস্থায় অপরাধ নহে। এই বিশেষ অবস্থাগুলির বেশীর ভাগ এমন প্রকৃতির, যে তাহা দণ্ডবিধির বহু ধারায় বিধৃত অপরাধের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এই বিশেষ অবস্থাগুলিতে যে ব্যতিক্রম বিধৃত, তাহা ঐ সমস্ত সম্পর্কিত বিধানের সহিত সংযুক্ত করিয়া পড়িতে এবং বুঝিতে হয়। প্রত্যেক বিধানের সহিত তাহার ব্যতিক্রমের উল্লেখ না করিয়া এই পরিচ্ছেদে ব্যতিক্রম গুলিকে এক স্থানে একত্রিত করা হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যতিক্রমের প্রয়োগ ব্যাপক নহে, সেগুলি সংশ্লিষ্ট ধারার মধ্যেই বলা হইয়াছে।

প্রমাণের দায়িত্ব

সাধারণভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব আইন সর্বতোভাবে অভিযোগকারীর উপর ন্যস্ত করিয়াছে। অভিযোগকারী প্রমাণ করিতে বাধ্য যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যতিক্রম প্রমাণ করিবার দায়িত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর অর্পিত হইয়াছে।

সাক্ষ্য আইনের ১০৩ ও ১০৫ ধারা এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য ঃ

১০১। যে ব্যক্তি কোন ঘটনার অস্তিত্ব আদালতকে বিশ্বাস করাইতে চায়, সেই ঘটনার অস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব সেই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। অবশ্য কোন আইন অনুসারে উক্ত ঘটনা প্রমাণের দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর ন্যস্ত হইয়া থাকিলে তাহাই বলবৎ হইবে।

উদাহরণ

"ক" চুরির দায়ে 'খ" কে ফৌজদারীতে সোপর্দ করে। ক আদালতকে বিশ্বাস করাইতে চায় যে, খ চুরির কথা গ-এর নিকট স্বীকার করিয়াছে। স্বীকৃতির বিষয় অবশ্যই ক-এর প্রমাণ করিতে হইবে।

"খ" আদালতকে বিশ্বাস করাইতে চায় যে, সংশ্লিষ্ট সময়ে সে অন্যত্র ছিল। ইহা অবশ্যই তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে।

১০৫। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, মামলাটি যাহাতে বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে বর্ণিত সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহের মধ্যে পড়িতে পারে, অথবা দণ্ডবিধিতে বর্ণিত কোন বিশেষ ব্যতিক্রম বা উহার অপর কোন অংশে বর্ণিত কোন শর্তের মধ্যে পড়িতে পারে, বা উক্ত অপরাধ সম্পর্কিত অপর কোন আইনে বর্ণিত কোন শর্তের মধ্যে পড়িতে পারে, এরূপ কোন পরিস্থিতির অস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে, এবং এরূপ ক্ষেত্রে আদালত অবশ্যই অনুরূপ পরিস্থিতি অনুপস্থিত বলিয়া অনুমান করিবেন।

উদাহরণ

(ক) হত্যার দায়ে অভিযুক্ত 'ক' অভিযোগ করে যে, মানসিক অসুস্থতার দরুন সে তাহার কৃতকার্যের প্রকৃতি জ্ঞাত ছিল না। ইহা প্রমাণের দায়িত্ব 'ক'-এর উপর ন্যস্ত।

(খ) হত্যার দায়ে অভিযুক্ত 'ক' অভিযোগ করে যে, গুরুতর ও আকস্মিক উস্কানির দরুন সে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহা প্রমাণের দায়িত্ব ক-এর উপর ন্যস্ত।

(গ) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি উক্ত বিধির ৩৩৫ ধারায় বর্ণিত অবস্থা ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কাহাকেও গুরুতররূপে জখম করিলে আইনে নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

'ক' দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারা অনুসারে গুরুতর জখম করার দায়ে অভিযুক্ত হইল। মামলাটি যে ৩৩৫ ধারায় বর্ণিত পরিস্থিতির আওতায় পড়ে তাহা প্রমাণ করার দায়িত্ব 'ক' এর উপর ন্যস্ত।

বর্তমান ধারার নীতি

যে কাজ সাধারণভাবে অপরাধ বলিয়া গণ্য সে কাজ অপরাধ হইবে না, নিম্ন-বর্ণিত দুই ক্ষেত্রে ঃ

(ক) যখন সেই কাজ এমন ব্যক্তি করেন যিনি আইনবলে উহা করিতে বাধ্য, এবং

(খ) যখন সেই কাজ এমন ব্যক্তি করেন যিনি তথ্যের ভুল বশতঃ, আইনের ভুলবশতঃ নহে, সদাবিশ্বাসে উহা করিতে আইনগতভাবে বাধ্য মনে করেন।

আইনের ভুল

যে ভুল আইন সম্পর্কীয়, তাহাকে আইনের ভুল বলে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে আইন আছে কিনা এবং থাকিলে সেই আইন কি, এই সমস্ত বিষয় না জানা বা ভুল

জানাকে আইনের ভুল বলে।[৩১৭] আইন বলিতে দেশের সব আইনকে বুঝায়। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে আইনের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। উহা নিম্নরূপ :

"আইন" অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রতিবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতি।

আধুনিক বিশ্ব বড় জটিল। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে অধিকার, কর্তব্য ও দায়-দায়িত্বের প্রশ্নে এই জটিলতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই জটিলতার অরণ্যে পথের দিশা দিবার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অহরহ নতুন নতুন আইন প্রণীত হইতেছে। নতুন আইন প্রণয়নের সহিত পুরাতন আইন সংশোধিত হইতেছে। আইনের আয়তন এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা এমনকি আইনজীবিগণও সমস্ত আইনের হদিস পাইতেছেন না। জিজ্ঞাসামাত্র তাহারা বলিয়া দিতে পারেন না, কোন বিষয়ে আইন আছে কিনা এবং থাকিলে তাহা কি।

বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের মানুষ বহুলাংশে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। বাংলাদেশের আইনকে একত্র করিলে উহা ২০ খানা বিরাট ভলিউম হইয়া দাঁড়ায়। স্বাভাবিকভাবে ধরিয়া লওয়া যায় যে বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চয়ই সব আইনের খোঁজ বা পরিচয় রাখেন না। এমতাবস্থায় আইনের ভুলে কোন কাজ করিলে তাহা যদি অপরাধ হইয়া যায়, তবে যে নীতিতে ইহা হয় তাহাকে কি ভাল বলা চলে ?

আইনের ভুলে কোন কাজ করিলে তাহা অপরাধ হইবে না, দেশে এমন নীতি প্রতিষ্ঠিত করিলে আর উপায় থাকিবে না। সকলেই অপরাধ করিবে এবং ধরা পড়িলে বলিবে যে, ঐ কাজে যে অপরাধ হয় তাহা সে জানিত না। এই দুরবস্থা হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য বর্তমান নীতির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

অপরাধমূলক অভিপ্রায়

অপরাধের মূল উপাদান হইতেছে, অপরাধমূলক অভিপ্রায়। অপরাধমূলক অভিপ্রায় (Mens-Rea) না থাকিলে অপরাধ হয় না। মানুষের মন যখন অপরাধী, তখন তাহার কাজ অপরাধ হইয়া যায়। ইহাই সাধারণ নীতি। কিন্তু মনের খবর কি করিয়া জানা যাইবে ? অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কাজ করিয়াছে তাহা হইতে তাহার যে মানসিকতা প্রতিভাত হয় তাহার দ্বারা অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে হয়।

তথ্যের ভুল

তথ্যের ভুল নানা কারণে হইতে পারে, যথা :

(ক) স্মৃতি বিভ্রম দ্বারা হইতে পারে।
(খ) অজ্ঞানতার দ্বারা হইতে পারে।
(গ) সব খবর না জানিবার জন্য হইতে পারে।
(ঘ) দৈব দুর্ঘটনায় হইতে পারে।
(ঙ) কুসংস্কারের জন্য হইতে পারে।
(চ) অন্যবিধ কারণেও হইতে পারে।

ভূত মনে করিয়া মানুষ হত্যা করিলে সাধারণভাবে তাহা অপরাধ হয় না।[১২৮] পুত্রকে বাঘ মনে করিয়া পিতা পুত্রকে হত্যা করিলেন। ইহাতে অপরাধ হয় নাই।[১২৯] শিকারী মানুষকে পশু মনে করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করেন; ইহা অপরাধ হয় নাই।

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া

আইন ধরিয়া লয় যে, প্রত্যেকেই তাহার আপন কাজের প্রতিক্রিয়া জানে। ধারালো অস্ত্র দিয়া কেহ যদি কাহারো গলদেশে আঘাত করে তবে আহত ব্যক্তির যে জীবন নাশ অবশ্যম্ভাবী, তাহা আঘাতকারীর জানা উচিত। এক্ষেত্রে অজ্ঞানতা কোন অজুহাতই নয়।

মূল ধারার অনুবাদ

বিচার সম্পর্কিত কার্য পরিচালনা-কালে বিচারকের কায

৭৭। কোন বিচারক কর্তৃক বিচার সম্পর্কিত কার্য পরিচালনা-কালে আইন বলে তৎপ্রতি প্রদত্ত বা আইন বলে তৎপ্রতি প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন এইরূপ যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের বেলায় সম্পাদিত কোন কিছুই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

বিচারক বিচার সম্পর্কিত যে কোন কাজ বিচারকরূপে করিলে তাহা অপরাধ হইবে না। তবে ঐ কাজ আইনবলে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাহাকে করিতে হইবে; অন্যথায় তিনি এই ব্যতিক্রমের আওতায় আসিবেন না।

আলোচ্য আইনের ১৯ ধারায় বিচারকের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

নীতি

বিচারকগণের কার্যের প্রকৃতি এইরূপ যে কিছু মানুষ তাহাদিগের উপর বিরক্ত হইতে পারেন। ফৌজদারী বিচারকালে তাহারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দণ্ড দিয়া

থাকেন কিংবা খালাস দিয়া থাকেন। এই উভয় কাজেই এক পক্ষ আহত হয়। দেওয়ানী মামলাতেও স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির উপর বা টাকা-কড়ির উপর বা পদের উপর বা সম্পর্কের উপর স্বত্ব দখল বা অন্য প্রকার অধিকার নির্ণীত হয়। যেহেতু বিচারকগণকে এই মর্মে আদেশ দিতে হয় সেহেতু পরাজিত পক্ষ বিচারকগণের প্রতি বিরূপ বা রুষ্ট হইতে পারেন। এমতাবস্থায় তাহাদের কার্যাবলীর জন্য তাহাদিগকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা দেওয়া একান্তই সমীচীন। এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে আত্মরক্ষা করিতে তাহাদের ব্যস্ত থাকিতে হয় এবং তাহাদের সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হইতে পারে না। এই কারণে বর্তমান ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে যে আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বা আইনে তাহাকে ক্ষমতা দিয়াছে এই বিশ্বাস করিয়া বিচারকরূপে বিচারক যাহা করিবেন, তজ্জন্য তিনি দায়ী হইবেন না।

বিচার সম্পর্কিত কার্য পরিচালনাকালে

শুধু বিচার সম্পর্কিত কার্য পরিচালনাকালে বিচারক যাহা করেন তাহা অপরাধ হয় না। তাহার বাহিরে যাহা বিচারক করেন তাহা এই ব্যতিক্রমের আওতায় আসে না। এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত ৪টি প্রশ্নের উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়ঃ

(ক) বিচারক কি বিচার সম্পর্কিত কার্য বিচারক রূপে করিতেছিলেন ?

(খ) তিনি যাহা করিতেছিলেন তাহা কি তাহার এখতিয়ারের মধ্যে ছিল ?

(গ) এখ্তিয়ারের মধ্যে না থাকিলেও এখতিয়ার আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি ?

(ঘ) তিনি কি সদবিশ্বাসে কাজ করিয়াছিলেন ?

প্রথম প্রশ্ন দুইটির উত্তর হ্যাঁ বাচক হইলে বিচারকের কোন কাজ আর অপরাধ-মূলক হইবে না। প্রথম দুইটি প্রশ্নের উত্তর হাঁ বাচক হইলে তাহার কাজে অসাবধানতা থাকিলেও তিনি তজ্জন্য দায়ী হইবেন না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বাচক না হইলেও অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বাচক হইলে বিচারক সংরক্ষিত থাকিবেন।

বিচার সম্পর্কিত কাজ 'কাহাকে বলে তাহা লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ আছে। বিচারকগণ যখন বিচার করেন, তাহা সে এজলাসেই হউক বা খাস কামরায় হউক, তখন তিনি নিঃসন্দেহে বিচার সম্পর্কিত কাজ পরিচালনা করেন। কিন্তু কোন ম্যাজিস্ট্রেট যখন বন্দুকের লাইসেন্স দেন কিংবা রিলিফ কিংবা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন; তখন তাঁহার কাজকে বিচার সম্পর্কিত কাজ বলা যায় না। এই দুইটি স্পষ্ট অবস্থার মধ্যস্থলে এমন অনেক কাজ থাকিতে পারে যাহা বিচার সম্পর্কিত কাজ কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে অবস্থা পর্যালোচনার প্রয়োজন পড়ে।

সদ্ বিশ্বাস

বিচারক সেই কাজের জবাবদিহি করিতে বাধ্য নন যাহা তিনি তাঁহার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সরলভাবে বিশ্বাস করেন। বিচারকের আচরণে যদি হিংসার ভাব প্রকাশ পায় তবে তাহার কাজকে আর সদ্‌বিশ্বাসের কাজ বলিয়া গণ্য করা যায় না। যে কাজ করিবার ক্ষমতা বিচারকের আছে তাহা তিনি অনায়াসে করিতে পারেন। এই সম্পর্কে ভুল করিবার অধিকারও তাহার আছে। শুধু তাহাই নয়, যে ক্ষমতা তাহার আদৌ নাই সে ক্ষমতাবলেও তিনি কাজ করিতে পারেন যদি অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে তিনি ঐ ক্ষমতার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস রাখিয়াছিলেন। যে ক্ষমতা তাহার আদৌ নাই বা যাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাহার বিশ্বাস থাকা অসম্ভব, সেই ক্ষমতাবলে কিছু কাজ করা কিছুতেই সদ্‌বিশ্বাসমূলক হইতে পারে না। আইন বিচারককে যে ক্ষমতা দিয়াছে তাহা স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি যদি তাহা লঙ্ঘন করেন তবে তাহার সেই লঙ্ঘনজনিত কাজ কিছুতেই সদ্‌বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

সদৃশ ও প্রাসঙ্গিক আইন

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ৯৬(২)(৩) অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান বর্তমান। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭ ধারা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিধানদ্বয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

৯৬(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩ এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

১৯৭। (১) দণ্ডবিধির ১৯ ধারার অর্থ অনুসারে কোন জজ, অথবা কোন ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা সরকার কর্তৃক বা সরকারের মঞ্জুরী ব্যতীত অপসারণযোগ্য নহে এইরূপ কোন সরকারী কর্মচারী যদি এইরূপ কোন অপরাধে অভিযুক্ত হন যাহা তিনি তাহার সরকারী কর্তব্য পালনের সময় বা পালনরত থাকা বলিয়া কথিত সময়ে করিয়াছেন বলিয়া দাবী করা হইয়াছে, তাহা হইলে ঃ

(ক) তিনি প্রেসিডেন্টের এবং

(২) উক্ত জজ. ম্যাজিস্ট্রেটের বা সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ বা অপরাধ-সমূহের মামলা কাহার দ্বারা বা কিভাবে পরিচালিত হইবে প্রেসিডেন্ট তাহা স্থির করিতে পারেন এবং কোন আদালতে এই মামলার বিচার হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন।

মূল ধারার অনুবাদ

আদালতের রায় বা আদেশের অনুসরণে সম্পাদিত কার্য

৭৮। কোন বিচারালয়ের রায় বা আদালতের অনুসরণে বা দাবীক্রমে সম্পাদিত কোন কার্যই, অনুরূপ রায় বা আদেশ বলবৎ থাকাকালে সম্পাদিত হইলে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না, যদিও উক্ত আদালতের অনুরূপ রায় বা আদেশ দান করিবার কোন আওতা না থাকে। অবশ্য এই শর্তে যে, উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি সদ্-বিশ্বাসে বিশ্বাস করেন যে উক্ত আদালতের অনুরূপ আওতা ছিল।

বিশ্লেষণ

বিচারালয়ের হুকুমে বা হুকুম মোতাবেক বা রায়ের অনুসরণে বা দাবীক্রমে যে কাজ, উক্ত রায় বা আদেশ কার্যকরী থাকার সময়, করা হয় তাহা অপরাধ নহে। বিচারালয়ের হুকুম বা রায় প্রকাশের ক্ষমতা না থাকিলেও যিনি ঐ কাজ করেন তিনি যদি বিচারালয়ের ক্ষমতার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস রাখিয়া সরলভাবে কাজ করেন তবে তাহাতেও অপরাধ হইবে না।

নীতি

বিচারকের নিরাপত্তার আইন পূর্বে (৭৭ ধারায়) আলোচিত হইয়াছে। এই নিরাপত্তা অর্থহীন হইয়া পড়ে যদি বিচারকের রায় বা আদেশ মোতাবেক যাহারা কাজ করেন তাহারাও অনুরূপ নিরাপত্তা না পান। তবে এই নিরাপত্তা দুইটি শর্তের অধীন। প্রথমতঃ যিনি বিচারালয়ের আদেশ বা রায় অনুসারে কাজ করিবেন তিনি সদ্ বিশ্বাসে তাহা করিবেন। হিংসাত্মকভাবে বা পক্ষাশ্রিত হইয়া কাজ করিলে তিনি নিরাপদ নন। এবং দ্বিতীয়তঃ যিনি কাজ করিবেন, তাহার এই বিশ্বাস থাকিতে হইবে যে, তাহার উপর প্রদত্ত হুকুম আইনানুগ।

মূল ধারার অনুবাদ

আইন সমর্থিত বা ভুল ধারণাবশতঃ নিজেকে আইন সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাসকারী ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কার্য

৭৯। আইন সমর্থিত ব্যক্তি, কোন কিছু সম্পাদনের জন্য বা যে ব্যক্তি তথ্যের ভুল ধারণাবশতঃ নহে—সদ্‌বিশ্বাসে নিজকে আইন সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাস করে এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কোন কিছু অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

ক খ-কে এমন একটি কার্য অনুষ্ঠান করিতে দেখে যাহা ক-এর নিকট খুন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ক সদবিশ্বাসে তাহার স্বীয় সর্বোচ্চ বিবেচনায় উক্ত কার্যে খুনিগণকে গ্রেফতার করিবার জন্য আইনবলে সমস্ত লোকের প্রতি অর্পণীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া খ কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির করার উদ্দেশ্যে খ-কে আটক করে। ক কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করে নাই, যদিও ফলতঃ এইরূপ প্রমাণিত হইতে পারে যে খ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কাজটি করিতেছিল।

বিশ্লেষণ

এই ধারা ৭৬ ধারার অনুরূপ। আইন সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সদ্‌বিশ্বাসে কোন কাজ করিলে তাহা অপরাধ হয় না। ৭৬ ধারায় বলা হইয়াছে যে আইন-মূলে বাধ্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া যে কাজ করা হয় তাহা অপরাধ নহে। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে আইন সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া যাহা করা হয় তাহা অপরাধ নহে।

আইন সমর্থিত

আইন বলিতে কি বুঝা যায় তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। আইনে যাহা সমর্থন করে তাহা আইন সমর্থিত। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তাহা আইন সমর্থিত কিনা, বুঝা দুষ্কর। এমতাবস্থায় যিনি কাজ করিতেছেন তিনি আইন সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাস করিলে এবং ঐ বিশ্বাস মূলে কাজ করিলে সেই কাজ নিরাপত্তা পাইবে।

সরকারী কাজ

কোন কাজ সরকারী কিনা এই সম্পর্কে কেহ যদি প্রশ্ন তোলেন তবে সেই উত্তর খুঁজিতে হয় আইনের মধ্যে। যে কাজ সরকারী কর্মচারী সরকারের নামে

করিয়াছেন তাহা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল কিনা ইহা দেখিতে হয়। আইনে যদি সরকারী কর্মচারীকে ক্ষমতা দিয়া থাকে তবেই তিনি ঐ কাজ করিতে পারেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অজুহাত দিয়া নাগরিকের সহিত যথেচ্ছ আচরণ করা যায় না; করিলে তাহা হইতে নিরাপত্তা পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের সম্বন্ধ আইনের বিধান দ্বারা নির্ণীত হয়। সেই বিধান যাহারা ভঙ্গ করেন, তাহারা অপরাধী।

সাধারণ আইনকে গুরুতর পরিস্থিতিতে সরকার স্থগিত করিতে পারেন। স্থগিত করা হইলে সেই আইনের উপর ভরসা করিয়া কেহ সরকারী কাজকে অপরাধমূলক বলিতে পারে না।

যে অবস্থায় বাংলাদেশে মৌলিক অধিকার স্থগিত করা যায় সে অবস্থা সম্পর্কে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১ ক অনুচ্ছেদে ব্যবস্থা রহিয়াছে। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

জরুরী বিধানাবলী

১৪১ ক। জরুরী অবস্থা ঘোষণা। (১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে এমন জরুরী অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন তাহা হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য প্রধান মন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে।

(২) জরুরী অবস্থা ঘোষণা;

(ক) পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাইবে।

(খ) সংসদে উপস্থাপিত হইবে ;

(গ) একশত কুড়ি দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে সংসদের প্রস্তাব দ্বারা অনুমোদিত না হইলে উক্ত সময়ের অবসানে কার্যকর থাকিবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অনুরূপ কোন ঘোষণা জারী করা হয় কিংবা এই দফার (গ) উপ-দফায় বর্ণিত এক শত কুড়ি দিনের মধ্যে সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পুনর্গঠিত হইবার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে ঘোষণাটি অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ত্রিশ দিনের অবসানে অনুরূপ ঘোষণা কার্যকর থাকিবে না।

(৩) যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের বিপদ আসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে প্রকৃত যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সংঘটিত হইবার পূর্বে তিনি অনুরূপ যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।

১৪১ খ। জরুরী অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ। এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বিধানবালীর কারণে রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন করিতে ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন, জরুরী অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা কালে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহের কোন কিছুই সেইরূপ আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না; তবে অনুরূপভাবে প্রণীত কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা ব্যতীত অনুরূপ আইন যে পরিমাণে কর্তৃত্বহীন, জরুরী অবস্থার ঘোষণা অকার্যকর হইবার অব্যবহিত পরে তাহা সেই পরিমাণে অকার্যকর হইবে।

১৪১ গ। জরুরী অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরণ। (১) জরুরী অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা কালে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, আদেশে উল্লেখিত এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করিবার অধিকার এবং আদেশ অনুরূপভাবে উল্লেখিত কোন অধিকার বলবৎকরণের জন্য কোন আদালতে বিবেচনাধীন সকল মামলা জরুরী অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে কিংবা উক্ত আদেশের দ্বারা নির্ধারিত স্বল্পতর কালের জন্য স্থগিত থাকিবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশে এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত আদেশ প্রযোজ্য হইতে পারিবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত প্রত্যেক আদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

নিরাপত্তার বিধান

বাংলাদেশের যত আইন আছে এবং যত আইন পাস হইতেছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে একটি নিরাপত্তার ধারা থাকে। ঐ ধারায় বলা হয় যে কেহ যদি আইন কার্যকরী করিবার জন্য কোন কাজ বিধি মোতাবেক সদ্ বিশ্বাসে করে তবে সেই কাজের জন্য কোন অপরাধ হইবে না বা ব্যক্তিগত দায়িত্ব বর্তাইবে না।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও নিরাপত্তামূলক অনুচ্ছেদ রহিয়াছে।

পিতামাতা, অবিভাবক এবং শিক্ষকের অধিকার

পিতামাতা বা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি বা শিক্ষক বা অবিভাবক প্রয়োজনবোধে সরল বিশ্বাসে এবং সদ্ অভিপ্রায়ে পুত্র-কন্যা, ছাত্র-ছাত্রী বা আশ্রিতকে কিঞ্চিৎ দৈহিক শাস্তি দিতে পারেন; তাহাতে তাহাদের অপরাধ হয় না। কিন্তু এই শাস্তি যদি অসদ্ অভিপ্রায়-সঙ্গত হয়, কিংবা গুরুতর হয় কিংবা অসংযত ক্রোধের অভিব্যক্তি হয়, কিংবা যাহাদের উপর প্রদত্ত হইতেছে তাহাদের সহ্য সীমার বাহিরে হয় তবে দণ্ডদাতা অপরাধী গণ্য হইবেন।

মূল ধারার অনুবাদ

আইনানুগ কার্য সম্পাদনকালে দুর্ঘটনা

৮০। দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যবশতঃ এবং কোন প্রকার অপরাধ-মূলক উদ্দেশ্য বা অবগতি ব্যতিরেকে আইনানুগ প্রণালীতে আইনানুগ মাধ্যমের সাহায্যে এবং যথাযথ যত্ন ও সতর্কতার সহিত সম্পাদিত কোন আইনানুগ কার্যই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

ক একটি কুঠার লইয়া কাজ করিতেছে, উহার মাথা উড়িয়া যায় এবং সন্নিকটে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে নিহত করে। এই ক্ষেত্রে যদি ক-এর পক্ষে যথাযথ সতর্কতার অভাব না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কাজ মার্জনীয় হইবে এবং অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহা ঘটিয়া যায় তাহার জন্য কোন অপরাধ হয় না। তবে যেখানে যত্ন ও সতর্কতার প্রয়োজন, সেখানে উহার অভাব থাকিলে চলিবে না। যেখানে কাজ করিবার আইনগত পদ্ধতি বর্তমান সেখানে উহা সেইভাবে করিতে হইবে। এবং কোন প্রকার অপরাধমূলক উদ্দেশ্য বা অবগতি থাকিবে না।

নীতি

অপরাধমূলক অভিপ্রায় থাকিলেই তবে কোন কাজে অপরাধ হয়; অন্যথায় নয়। এই সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে: "The act itself does not make a man guilty, unless his intension were so."

দুর্ঘটনা এবং দুর্ভাগ্য

যে কাজ সাধারণভাবে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত তাহা দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যবশতঃ হইলে অপরাধ হয় না। দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যের কারণে নিরাপত্তা দাবী করিলে নিম্নবর্ণিত শর্তগুলি পূরণ করিতে হইবে :

(ক) ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে কাজ যথাযথ যত্ন ও সতর্কতার সহিত করা হইয়াছিল, এবং

(খ) আইনানুগ মাধ্যমের সাহায্যে করা হইয়াছিল, এবং

(গ) আইনানুগ প্রণালীতে করা হইয়াছিল, এবং

(ঘ ঐ কাজটি আইনসম্মত ছিল, এবং

(ঙ) উহা করিবার পেছনে অপরাধমূলক অভিপ্রায় ছিল না এবং অবশেষে,

(চ) উহা দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘটিয়াছিল।

দুর্ঘটনা তাহাকেই বলে যাহা সাধারণভাবে অভাবিত। দুর্ভাগ্য তাহাকে বলে যাহার দ্বারা অচিন্তনীয়ভাবে অন্য ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

কুস্তি

কুস্তির মধ্যে কিছু বিপদ নিহিত থাকে। ইহা জানিয়া শুনিয়া কুস্তিগীরগণ কুস্তি লড়েন। কুস্তি লড়িবার সময় কোন কুস্তিগীর যদি অকস্মাৎ আঘাত পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন তবে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপরাধী অভিপ্রায়ের অবর্তমানে, অপরাধী গণ্য করা যায় না।[১৩০] কিন্তু এমন খেলা যাহা বৈধ নহে, তাহা খেলিতে গিয়া যদি কেহ মারা যান তবে অন্য পক্ষ নিরাপত্তা দাবী করিতে পারেন না।

মূল ধারার অনুবাদ

সম্ভাব্য ক্ষতিকারক কার্য, কিন্তু অপরাধমূলক অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এবং অন্যবিধ ক্ষতি নিবারণকল্পে সম্পাদিত

৮১। কোন কিছু ক্ষতি সাধন করিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া সম্পাদন করার দরুনই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি উহা কোন ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এবং মনুষ্য বা সম্পত্তির প্রতি অন্য কোন ক্ষতি নিবারণ বা এড়ানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা: অনুরূপ ক্ষেত্রে যে ক্ষতি নিবারণ বা এড়ানোর প্রয়োজন, তাহা এইরূপ প্রকৃতির বা এইরূপ আসন্ন ছিল কিনা যাহাতে কোন ক্ষতি সাধন করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়াও উক্ত কাজ করা ন্যায্য বা উহা করার ঝুঁকি নেওয়া মার্জনীয় হইত, তাহা একটি বিবেচ্য বিষয়।

উদাহরণসমূহ

(ক) একটি বাষ্পীয় পোতের কাপ্তান ক হঠাৎ এবং তাহার নিজের কোন দোষ বা ত্রুটি ব্যতিরেকে নিজেকে এইরূপ অবস্থায় আপতিত দেখিতে পান যে, তিনি তদীয় পোত থামাইবার পূর্বে, তদীয় পোতের গতিপথ পরিবর্তন না করিলে বিশ বা ত্রিশজন যাত্রীসহ একটি নৌকা খ কে অনিবার্যভাবে ডুবাইয়া ফেলিবেন, এবং গতিপথ পরিবর্তন করিলে তিনি দুইজন যাত্রী সহ একটি নৌকা গ-কে যাহা তিনি সম্ভবতঃ বাঁচাইতে পারেন অবশ্যই ডুবাইয়া ফেলিবেন। এই ক্ষেত্রে যদি ক নৌকার খ-র যাত্রীদের বিপদ মুক্তির জন্য সদ্‌বিশ্বাসে এবং নৌকা গ-কে ডুবাইয়া ফেলিবার কোন অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তাহার গতিপথ পরিবর্তন করেন তাহা হইলে তিনি কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন না, যদিও তিনি এইরূপ কোন কার্য সম্পাদনের ফলে গ নৌকাখানি ডুবাইয়া ফেলেন যে কার্যের অনুরূপ পরিণতির সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া তিনি জানিতেন। যদি বস্তুতঃ ইহা প্রমাণিত হয় যে তিনি যে বিপদ এড়াইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ ছিল যাহার ফলে তৎকর্তৃক গ নৌকাখানি ডুবাইবার ঝুঁকি নেওয়া ক্ষমার্হ।

(খ ক একটি ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডে উহার বিস্তৃতি নিবারণার্থ গৃহসমূহ উৎপাটিত করে। মনুষ্য জীবন ও সম্পত্তি রক্ষাকল্পে সে সদ্‌বিশ্বাসে এই কাজ করে। এই ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় যে. যে ক্ষতি নিবারণের জন্য উহা করা হইয়াছিল তাহা এইরূপ প্রকৃতির ও এইরূপ আসন্ন ছিল যদ্দরুন কর কার্য ক্ষমার্হ হয়, তাহা হইলে ক উক্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে না।

বিশ্লেষণ

বড় ক্ষতি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ছোট ক্ষতির কাজ করিলে তাহার দ্বারা কোন অপরাধ হয় না। ক্ষতি করা সব সময় অপরাধ নয়। ক্ষতির পিছনে যদি অসৎ অভিপ্রায় না থাকে এবং উহা যদি বৃহত্তর ক্ষতিকে এড়াইবার জন্য করা হয় তবে তাহা কোন অপরাধ নহে।

অপরাধী অভিপ্রায়

বারবার বলা হইয়াছে এবং পরে আরো বারবার বলা হইবে যে অপরাধমূলক অভিপ্রায় না থাকিলে কোন কাজেই অপরাধ হয় না। অন্য কথায় কোন কাজ বা ঘটনা অপরাধ নহে। যে মানুষ উহা করিয়াছে তাহার অভিপ্রায় যদি অপরাধমূলক হয় তবেই উহা অপরাধ।

প্রায় সমস্ত সভ্য দেশে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধ মনে করা হয়। ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাহার মনে কোন অসৎ অভিপ্রায় নাই বা ছিল না। অপরাধ প্রমাণ করিবার ভার অভিযোগকারীর উপর ন্যস্ত। অবশ্য এমন ক্ষেত্র থাকিতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রের পরিধি দৈনন্দিন বাড়িতেছে যেখানে অপরাধমূলক অভিপ্রায়ের প্রশ্ন অবান্তর; সেখানে আইন না মানিলেই, তাহা সে যত সরলভাবেই হউক, অপরাধ হইয়া যায়। নিম্নবর্ণিত তিনটি ক্ষেত্রে অপরাধমূলক অভিপ্রায় ব্যতিরেকেই অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে :

(ক) এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে জনসাধারণের স্বার্থে দেশবাসীর উপর কিছু আদেশ নিষেধ আইন আরোপ করে এবং সেই আইনে ব্যবস্থা থাকে যে, উহার বিধান অমান্য করিলে ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আইন ভঙ্গ হইলেই অপরাধ হইয়া যায়; অপরাধমূলক অভিপ্রায়ের প্রয়োজন পড়ে না।

(খ) যাহা জনসাধারণের জন্য বিরক্তিকর তাহা করা অপরাধ। এই ক্ষেত্রে অসদ্ অভিপ্রায়ের প্রয়োজন নাই।

(গ) যে ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ফৌজদারী আইন প্রয়োগ করা হয় সে ক্ষেত্রে অপরাধমূলক অভিপ্রায়ের প্রয়োজন নাই; এতদ্ব্যতীত অপরাধ হইতে পারে।

অন্য ক্ষতি এড়াইবার উদ্দেশ্য

কোন্ অবস্থায় অন্য ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি ক্ষতি করা যায় তাহা তথ্যের বিবেচনার মধ্যে আসে; আইনের নয়।

মূল ধারার অনুবাদ

সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর কার্য

৮২। সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু কর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

যে শিশুর বয়স অনূর্ধ্ব সাত বৎসর সে আইনের চোখে নিরপরাধ; তাহার কোন কাজে অপরাধ হয় না।

নীতি

বর্তমান ধারায় এবং পরবর্তী ধারায় যে নীতি বিধৃত তাহার মূল বক্তব্য হইতেছে এই যে, সাত বৎসরের নিম্নে যাহার বয়স সে অপরাধ করিতে সম্পূর্ণভাবে

অক্ষম (Doli incapax), এবং যাহার বয়স সাত হইতে বার বৎসরের মধ্যে সে তখনই অপরাধ করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন হয় যখন দেখা যায় যে, সে ভাল মন্দ বিচার করিবার মত মানসিক পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে।

শিশুর নিরাপত্তার অধিকার

সাত বৎসরের নিম্নে যাহার বয়স সে কোন অপরাধ করিতে পারে না। সে যদি এমন কাজ করিয়া ফেলে যাহা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ, তবুও সেই কাজের জন্য তাহাকে অপরাধী গণ্য করা যাইবে না। যে ব্যক্তির বয়স কম থাকার ফলে ভাল-মন্দ বুঝিবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই সে ব্যক্তি যাহা করে তাহা না বুঝিয়াই করে। এবং না বুঝিয়া কাজ করিলে তাহা অপরাধ হইতে পারে না।

যদিও কচিৎ প্রাপ্তব্য তবুও ইহা একেবারে অসম্ভব নয় যে সাড়ে ছয় বৎসরের শিশু অনেক পরিণত বুদ্ধি বৃদ্ধের সমান জ্ঞান রাখিবে ; এমতাবস্থাতেও সাত বৎসরের কম কোন জ্ঞানবৃদ্ধ শিশুকে তাহার কাজের জন্য অপরাধী করা যায় না। কোন শিশুর অভিযোগ আসিলে যদি দেখা যায় যে, তাহার বয়স সাত বৎসরের কম তবে সেই অভিযোগ টিকিবে না। এসব ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিমাণ কত, তাহা পরিমাণ করিতে যাওয়া নিরর্থক।

শিশু আইনের চোখে নিরপরাধ হইলেও শিশুকে যদি কোন ব্যক্তি অপকর্মে নিয়োগ করে তবে সেই ব্যক্তি নিরপরাধ নহে।

মূল ধারার অনুবাদ

সাত বৎসরের অধিক বয়স্ক ও বার বৎসরের কম বয়স্ক অপরিণত বোধ শক্তি সম্পন্ন শিশুর কার্য

৮৩। সাত বৎসরের অধিক ও বার বৎসরের কম বয়স্ক এমন শিশু কর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। উক্ত অপরাধের ব্যাপারে যে শিশুর বোধ শক্তি এতদুর পরিপক্কতা লাভ করে নাই যে সে স্বীয় আচরণের প্রকৃতি ও পরিণতি বিচার করিতে পারে।

বিশ্লেষণ

যে শিশুর বয়স সাত বৎসরের কম তাহার ভাল-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। সুতরাং তাহার কোন কর্ম অপরাধ হইতে পারে না। কিন্তু যদি তাহার আচরণে ও প্রকৃতিতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান

হয় যে সে যথার্থই বিচার শক্তি লাভ করিয়াছে তবে তাহার কাজ সংজ্ঞায় পড়িলে, অপরাধ হয়।

ইউরোপে বয়সের সময়সীমা চৌদ্দ। এই উপমহাদেশে বয়সের সময়সীমা বার বৎসরে নির্ধারিত করা হইয়াছে। কারণ, আবহাওয়ার কারণে এদেশের মানুষ কিছু পূর্বেই পরিপক্কতা লাভ করে।

সাত বৎসরের উর্ধে এবং বার বৎসরের নিম্নে যাহার বয়স, আইন ধরিয়া লইবে যে সে পরিণত বুদ্ধি; যে কাজ সে করিতে যাইতেছে তাহার প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সে ওয়াকিফহাল। উহার পক্ষে যদি কেহ জ্ঞানের অপরিপক্কতার কারণে নিরাপত্তার দাবী করিতে চান তবে তিনি স্বাক্ষী প্রমাণ দিয়া উহার অজ্ঞানতা প্রমাণ করিবেন। কাজের প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়া বলিতে তাহাই বুঝা যায় যাহা স্বাভাবিক। ঘরে আগুন দিলে সেই ঘর পুড়িয়া যায় কিংবা কুঠার দিয়া কাহারো মাথায় আঘাত করিলে সে মরিয়া যায়, ইহা যে বুঝিতে পারে সে ব্যক্তি অপরাধ করিবার মত জ্ঞানের পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে।

আট বৎসর বয়স্ক একটি বালক দ্রুতগামী ট্রেনের দিকে পাথর ছুড়িল। শিশুর এই কঙ্কর নিক্ষেপ তাহার জ্ঞানের অপরিপক্কতাজাত অবিবেচনার ফল। তাহাকে অপরাধী গণ্য করা যায় না।[১৩১] একটি বালক যাহার বয়স বার বৎসরের নিম্নে সে একটি তালা ভাঙ্গিয়া সেই দোকান হইতে কলাই চুরি করিল। পাশে কসাইর দোকান হইতে সে কিছু লইল না। অবস্থা দৃষ্টে পরিষ্কার বুঝা যায় যে এই বালক জ্ঞানে পরিপক্ক।

প্রমাণের দায়িত্ব

বর্তমান ধারা সাধারণ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ ব্যতিক্রম প্রমাণ করিবার দায়িত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। অপরাধ করিয়াও অপরাধ হইতে মুক্তি পাইতে হইলে তাহাকে দেখাইতে হয় যে সে দণ্ডবিধির চতুর্থ পরিচ্ছেদের কোন ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়িয়াছে। বর্তমান ধারায় বর্ণিত বয়সের অজুহাতে মুক্তি পাইতে হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই প্রমাণ করিতে হয় যে সে জ্ঞান-বুদ্ধিতে অপরিপক্ক যে সে তাহার কাজের প্রকৃতি ও পরিণতি একেবারেই বুঝিতে পারে নাই।

মূল ধারার অনুবাদ

অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কার্য

৮৪। এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না যে ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠান কালে অপ্রকৃতিস্থতার দরুন কার্যটির প্রকৃতি

সম্পর্কে অবহিত হইতে অপারগ অথবা সে আইনের চক্ষে ভুল বা আইনের পরিপন্থী কার্য করিতেছে বলিয়া জানার অযোগ্য।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির দায়িত্ব নির্ণয়ের বিধান বর্ণিত হইয়াছে। যে কাজ অপরাধমূলক তাহা করিবার সময় কোন ব্যক্তি যদি এমন অপ্রকৃতিস্থ থাকে যে সে ঐ কাজের প্রকৃতি একেবারেই বুঝিতে পারে না কিংবা সে যে অন্যায় বা অবৈধ কিছু করিতেছে, ইহা তাহার ধারণাতেই আসে না তবে সে ব্যক্তির ঐ কাজে, মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার কারণে কোন অপরাধ হইবে না।

অপ্রকৃতিস্থতা

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপ্রকৃতিস্থতা এবং আইনের অপ্রকৃতিস্থতা এক বা সমার্থক নহে। বস্তুতঃ চিকিৎসাবিদ এবং মনস্তত্ত্ববিদগণ এক স্বরে বলিতে পারেন যে প্রায় প্রত্যেক নরহন্তা নরহত্যার মুহূর্তে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া যায়, মানবিক বিবেচনা বোধ তাহার মধ্যে কিছু অবশিষ্ট থাকিলে সে কিছুতেই ঐ প্রকার পাশবিক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু আইন প্রত্যেক নরঘাতককে বুদ্ধিমান ও বিবেচক মনে করে; আইন ধরিয়া লয়, ঘাতক যে আঘাত করিয়াছে সে আঘাতের প্রতিফল সে জানিয়াই করিয়াছে। সুতরাং অপ্রকৃতিস্থতার অজুহাতে কেহ যদি অপরাধ হইতে মুক্তি পাইতে চায় তবে তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন রোগে ভুগিতেছিল বা এমন মানসিক পঙ্গুতা ও খর্বতার শিকার হইয়াছিল যে সে যে কাজ করিতেছে উহার প্রকৃতি বা ন্যায় অন্যায় সে বুঝিতে অক্ষম।[১৩১] মানুষের মন ও মেজাজের প্রকৃতিতে অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। লেখক এমন ব্যক্তি দেখিয়াছেন যিনি অতি ক্ষুদ্র ঘটনাতেও আকস্মাৎ অহেতুক চরমভাবে উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তাহার উত্তেজনা এত অধিক হয় যে তাহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া যায়, চুলগুলি খাড়াইয়া উঠে এবং মুখ দিয়া অজস্রভাবে বাণী বর্ষণ হইতে থাকে। তাহার কাজের জন্য তিনি দায়মুক্তি দাবী করিতে পারেন না।

চিকিৎসাবিদের চোখে এইরূপ ব্যক্তি মানসিক রোগগ্রস্ত হইতে পারেন কিন্তু আইনবিদের মতে ইহা অপ্রকৃতিস্থতা নহে। যে ব্যক্তি তাহার কাজের প্রকৃতি এবং ফলাফল বুঝিতে পারে সেই ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ নয়।[১৩৩] ইহা স্পষ্ট যে বদ মেজাজী হইলেই অপ্রকৃতিস্থতামূলক নিরাপত্তা পাওয়া যায় না।[১৩৪] কেন মানুষ অপরাধ করিতেছে ইহা না বুঝিতে পারিলেই কোন ব্যক্তিকে পাগল ঠাওরানো উচিত নয়।[১৩৫]

সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধি এবং বিবেচনার স্তর বর্তমান তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই কোন ব্যক্তিকে অপ্রকৃতিস্থ বলা যায় না। আইনের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ নহে যে পুলিশের দৃষ্টির সম্মুখে অপরাধের কাজ করে না।[১৩৬] যে মানসিক ভারসাম্য-হীনতা কোন ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র কারণে উত্তেজিত করে তাহা অপ্রকৃতিস্থতা নহে। যে মানসিক ভারসাম্যতা মানুষের বিচার বুদ্ধিকে লোপ করিয়া দেয় তাহাই অপ্রকৃতিস্থতা।[১৩৭]

অপ্রকৃতিস্থতার অজুহাত

অপ্রকৃতিস্থতার অজুহাতে অপরাধের অভিযোগ হইতে কোন ব্যক্তি মুক্তি পাইবার যোগ্য কিনা তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে নিম্ন বর্ণিত সূত্রাবলীর উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়ঃ

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ হইতে অপ্রকৃতিস্থতার অজুহাত উত্থিত হইলে উহা প্রমাণের ভার তাহার উপর ন্যস্ত থাকে।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার অজুহাত প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইলেই তাহার সাজা হইয়া যায় না। সর্ব অবস্থায় অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারীর উপর রহিয়া যায়।

(গ সমগ্র সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনার অধিকারে আনিয়া আদালত যদি দেখিতে পান যে অভিযুক্ত ব্যক্তির অজুহাত সত্য হওয়া যুক্তিযুক্তভাবে সম্ভব অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা এইরূপ থাকা সম্ভব যে তিনি অপরাধমূলক অভিপ্রায় মনের মধ্যে পোষণ করিতে পারিতেন না তবে সেই অবস্থায় সমস্ত মামলাটির উপর সন্দেহের আবরণ পড়িয়া যায়। এবং সেই সন্দেহের ফায়দা অভিযুক্ত ব্যক্তি পাইতে হকদার হন।

(ঘ) চিকিৎসা বিজ্ঞান ভিত্তিক অপ্রকৃতিস্থতা এবং আইন ভিত্তিক অপ্রকৃতিস্থতা ভিন্নার্থক। যে অপ্রকৃতিস্থতা কোন ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্যকে এমনভাবে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় যে ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে তাহার কাজের প্রকৃতি নিরূপণে অসমর্থ হইয়া পড়ে সেই অপ্রকৃতিস্থতা আইনের দৃষ্টিতে যথার্থ অপ্রকৃতিস্থতা। ঐ রূপ অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ হইতে নিরঙ্কুশ খালাস পান। দুঃশাসনীয় আবেগ বা অকারণ দৃষ্টি বিভ্রম বা মিথ্যা দৈববানী শ্রবণ প্রভৃতি আইন ভিত্তিক অপ্রকৃতিস্থতা নহে।

(ঙ) কাজের পূর্বে প্রস্তুতির প্রমাণ থাকিলে অপ্রকৃতিস্থতার অজুহাত নাকচ হইয়া যায়।

প্রমাণের দায়িত্ব

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সুস্থ মস্তিষ্ক মনে করা হয়। যিনি অপ্রকৃতিস্থতার দাবী করেন তিনি তাহা প্রমাণ করিতে বাধ্য। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ আছেন ইহা প্রমাণ করা যথেষ্ট নহে; যে সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধমূলক কাজ করিয়াছিলেন সেই সময়

তাহার উক্ত কাজের প্রকৃতি বা নৈতিকতা বা অবৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না তাহা প্রমাণিতব্য।[১৩৮]

এই ধারায় বর্ণিত দায়মুক্তি লাভ করিতে হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(ক) অপরাধমূলক কাজ করিবার সময় তাহার মন সুস্থ ছিল না, এবং

(খ) তাহার মন এতই অসুস্থ ছিল যে,

(১) তিনি কাজের প্রকৃতি বুঝিতে পারিতেন না, বা

(২) তিনি বুঝিতে পারিতেন না যে ঐ কাজ আইনের পরিপন্থী, বা

(৩) তিনি বুঝিতে পারিতেন না যে ঐ কাজটি অন্যায়।[১৩৯]

প্রসঙ্গতঃ সাক্ষ্য আইনের ১০৫ ধারা এবং ৪ ধারা পঠিতব্য। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

১০৫। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, মামলাটি যাহাতে বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে বর্ণিত সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহের মধ্যে পড়িতে পারে, অথবা দণ্ডবিধিতে বর্ণিত কোন বিশেষ ব্যতিক্রম বা উহার অপর কোন অংশে বর্ণিত কোন শর্তের মধ্যে পড়িতে পারে, বা উক্ত অপরাধ সম্পর্কিত অপর কোন আইনে বর্ণিত কোন শর্তের মধ্যে পড়িতে পারে, এরূপ কোন পরিস্থিতির অস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে, এবং এরূপ ক্ষেত্রে আদালত অবশ্যই অনুরূপ পরিস্থিতি অনুপস্থিত বলিয়া অনুমান করিবেন।

৪। যেখানেই অত্র আইনের বিধান আছে যে আদালত কোন ঘটনা অনুমান করিতে পারে, সেখানেই আদালত হয় সেই ঘটনা মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত উহা প্রমাণিত বলিয়া গণ্য করিবেন, না হয়, উহা প্রমাণ করার আহ্বান জানাইবেন।

যেখানেই অত্র আইনের নির্দেশ আছে যে, আদালত কোন ঘটনা অবশ্যই অনুমান করিবেন, সেখানেই উক্ত ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আদালত উহা প্রমাণিত বলিয়া গণ্য করিবেন।

এই আইনে যখন একটি ঘটনাকে অপর একটি ঘটনার চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তখন আদালত প্রথমোক্ত ঘটনা প্রমাণিত হইলেই অপর ঘটনাও প্রমাণিত বলিয়া গণ্য করিবেন এবং উহা মিথ্যা প্রমাণিত করিবার জন্য সাক্ষ্যদানের অনুমতি দিবেন না।

অপ্রকৃতিস্থতা প্রমাণের জন্য বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য একান্তভাবে জরুরী নয়। সমগ্র তথ্যাবলী যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা নির্দেশ করে তবে তাহাই যথেষ্ট

গণ্য হয়।[১৪০] অবশ্য বিশেষজ্ঞ তাহার মতামত দিতে পারেন এবং সেই মতামত যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আদালত বিবেচনা করেন।[১৪১]

নীতি

এই ধারার বিধান নিম্নবর্ণিত নীতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ

(ক) যে ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ, অপ্রকৃতিস্থতাই তাহার বৃহত্তম শাস্তি। তিনি দৈব শাস্তিতেই ভুগিতেছেন, মানবিক শাস্তির আর তাহার প্রয়োজন নাই।

(খ) শাস্তি দেওয়া হয় শোধনের জন্য। কিন্তু যে অপ্রকৃতিস্থ সে শোধনের বাহিরে। তাহাকে শাস্তি দেওয়া আর এক নির্জীব প্রস্তর খণ্ডকে বেত্রাঘাত সমান কথা।

(গ) যাহার স্বাধীন মন বলিয়া কিছু নাই, কোন অপরাধই সে করিতে পারে না। কোন অভিপ্রায়ই তাহার নাই। তাহার দুষ্কার্য হইতে সমাজকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে আটকাইয়া রাখা যায় কিন্তু শাস্তি দেওয়া যায় না।

তাই অভিযুক্ত ব্যক্তির অপ্রকৃতিস্থতার অজুহাত সত্য কিনা তাহা যাচাই করিবার জন্য আদালত সাধারণতঃ নিম্নবর্ণিত উপাদানগুলি দেখিয়া থাকেন ঃ

(ক) আসামীর পূর্ব জীবনের ইতিহাস

(খ) অপরাধের আকৃতি ও প্রকৃতি

(গ) অপরাধের পূর্বে আসামীর আচরণ এবং কাজকর্ম এবং

(ঘ) অপরাধের পরে আসামীর আচরণ এবং কাজকর্ম।

মানসিক স্থৈর্যের অভাব যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধ হইতে নিরাপত্তা দেয় তবুও ইহা শাস্তির পরিমাণ হ্রাস করিতে সাহায্য করে।

মূল ধারার অনুবাদ

অনিচ্ছাকৃত প্রমত্ততার দরুন বিচার শক্তি রহিত ব্যক্তির কার্য

৮৫। কোন ব্যক্তি কোন কার্য সম্পাদনকালে প্রমত্ততা বশতঃ উক্ত কার্যের প্রকৃতি, অথবা সে যে কার্য করিতেছে তাহা ভুল বা আইনের পরিপন্থী বলিয়া চিনিতে পারার অযোগ্য হইলে তৎকর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। শর্ত থাকে যে, প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী বস্তু তাহার অজ্ঞাতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে পরিবেশন করা হইয়া থাকে।

বিশ্লেষণ

(ক কোন কাজ অপরাধ নহে,
(খ) যাহা এমন ব্যক্তি করেন,
(গ) যিনি উহা করিবার সময়,
(ঘ) প্রমত্ততার কারণে,
(ঙ) ঐ কাজের প্রকৃতি বুঝিতে সক্ষম ছিলেন না, বা
(চ) ঐ কাজ যে অবৈধ বা অন্যায় তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না।
(ছ) তবে শর্ত থাকে যে, যাহা তাহাকে প্রমত্ত করিয়া ছিল,
(জ) যাহা তাহাকে পরিবেশন করা হইয়াছিল,
(ঝ) তাহার অজ্ঞাতে, বা
(ঞ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

অনৈচ্ছিক প্রমত্ততা

অনৈচ্ছিক প্রমত্ততার কারণে বা অজুহাতে অপরাধী ব্যক্তি অপরাধ হইতে দায়-মুক্তি পান। যে কারণে অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অপরাধমূলক কাজ অপরাধ হয় না সেই কারণে অনৈচ্ছিক প্রমত্ত ব্যক্তির কাজ অপরাধ হয় না। অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি তাহার কাজের প্রকৃতি বা ন্যায্যতা বা বৈধতা অনুধাবন করিতে অসমর্থ; প্রমত্ত ব্যক্তির ও একই দশা। উভয়েই তাই একই সূত্রানুযায়ী দায় মুক্তির অধিকারী[১৪২]

অনৈচ্ছিক প্রমত্ততা তাহাকেই বলে যাহা ইচ্ছা করিয়া কেহ ঘটায় নাই বা যাহা প্রমত্ত ব্যক্তির জ্ঞান মোতাবেক ঘটে নাই। কোন ব্যক্তিকে যদি কেহ ষড়যন্ত্র করিয়া অত্যধিক সুরা পান করার বা প্রতারণার শিকার হইয়া কোন ব্যক্তি যদি অত্যধিক সুরা সেবন করিয়া থাকেন, কিংবা চিকিৎসক যদি এমন কোন বস্তু সেবন করিতে দিয়া থাকেন যাহা প্রমত্ততা ঘটায় তবে এই সব ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক প্রমত্ততা উপস্থিত হয়।

প্রমত্ততা

ঐচ্ছিক প্রমত্ততা কোন প্রকার দায়মুক্তি প্রদান করে না। বস্তুতঃ এমন বহু দেশ আছে যেখানে মদ্যপান নিজেই একটি অপরাধ। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে ঃ

১৮। জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং

স্বাস্থ্য হানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ইচ্ছা করিয়া মদ খাইয়া মাতাল হইয়া যদি কেহ কোন অপরাধ করে তবে তাহার রেহাই পাইবার কোন হেতু নাই। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে তাহার জ্ঞান বুদ্ধি সমস্ত লোপ পাইতে পারে, তিনি তাহার কার্যের প্রকৃতি বা ন্যায্যতা বা বৈধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পারেন; অভিপ্রায়ের সততা বা অসততা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন হইয়া পড়িতে পারেন; কিন্তু তবুও অপরাধমূলক কাজের দায়িত্ব হইতে তিনি রেহাই পাইবেন না। যেহেতু তিনি নিজেই তাহার জ্ঞানলুপ্তি ঘটাইয়াছেন, সেহেতু তিনি তাহার দুষ্কার্যের ফল ভোগ করিতে বাধ্য।

মূল ধারার অনুবাদ

যে অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য বা জ্ঞানের প্রয়োজন রহিয়াছে উন্মত্ত ব্যক্তি কর্তৃক সেই অপরাধ অনুষ্ঠান

৮৬। যে সব ক্ষেত্রে কোন বিশেষ জ্ঞান বা উদ্দেশ্য সহকারে করা না হইলে কোন কার্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না, সে সব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি উন্মত্ত অবস্থায় কোন কার্য করিলে, তাহার এইরূপ ব্যবস্থাপনা করা হইবে যেন উন্মত্ত না হইয়া থাকিলে তাহার যদ্‌রূপ জ্ঞান থাকিত তদ্‌রূপ একই জ্ঞান রহিয়াছে, যদি না তাহার উন্মাদনা সৃষ্টিকারী বস্তুটি তাহার অজ্ঞাতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে পরিবেশন করা হইয়া থাকে।

বিশ্লেষণ

এমন অনেক অপরাধ আছে যাহাতে অপরাধমূলক জ্ঞান বা অভিপ্রায় সেগুলির অন্যতম উপাদান। সে সব ক্ষেত্রে শুধু মাত্র কাজ করিলেই কোন অপরাধ হয় না। উহাদের সহিত জ্ঞান এবং অভিপ্রায় থাকিলেই তবে অপরাধ হয়। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া প্রমত্ত হইয়াছেন তিনি যে কাজ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে জ্ঞান রাখিতেন, ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে। অবশ্য যদি তাহার প্রমত্ততা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে তবে জ্ঞানের উপস্থিতি ধরিয়া লওয়া চলিবে না।

প্রমত্ততার বহু স্তর আছে। বর্তমান ধারায় ব্যবহৃত প্রমত্ত বা উন্মত্ত অবস্থা বলিতে সেই অবস্থা বুঝায় যে অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান এত পরিমাণে লুপ্ত হইয়া যায় যে তিনি আর তাহার কার্যের ন্যায্যতা বা বৈধতা নির্ধারণ করিতে পারেন না।

উন্মত্ততা, প্রমত্ততা যদি ঐরূপ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছায় তবে অপরাধীর দায়মুক্তি ঘটে না।[১৪৩] সুতরাং অপরাধ করিবার অব্যবহিত পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি অত্যধিক সুরা পান করিয়াছিলেন, এই তথ্যই যথেষ্ট নহে। সুরা পানের দ্বারা তাহার মনের কতখানি প্রতিক্রিয়া আসিয়াছিল তাহাই বিবেচনার বিষয়।

মূল ধারার অনুবাদ

মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানর জন্য অভিপ্রেত নহে, এবং অনুরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়া অজ্ঞাত কার্য সম্মতি সহকারে সম্পাদন করা

৮৭। মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানর জন্য অভিপ্রেত নহে এবং সংঘটকের নিকট মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাই-বা'র সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়া জ্ঞাত নহে এমন কোন ক্ষতি সহ্য করার জন্য প্রকাশ্য বা পরোক্ষভাবে সম্মতি প্রদান-কারী আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন ব্যক্তির প্রতি কোন ক্ষতি সাধনের দরুন বা সংঘটক কর্তৃক ক্ষতি সাধনের জন্য অভীষ্ট হওয়ার দরুন; অথবা অনুরূপ ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের সম্মতি প্রদানকারী অনুরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি কোন ক্ষতি সাধন করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া সংঘটকের জানা থাকার অজুহাতেই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

ক ও খ স্ফূর্তির জন্য পরস্পর অসিক্রীড়া অনুষ্ঠানে সম্মত হয়। অত্র চুক্তিতে অসাধুতার ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, অনুরূপ অসিক্রীড়াকালে ঘটিতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য যে কোন ক্ষতি বহনে প্রত্যেকের সম্মতি রহিয়াছে বলিয়া বুঝায়; এবং যদি ক সাধুভাবে উক্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠানকালে খ-কে আঘাত করে, তাহা হইলে ক কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটে না, এইরূপ আঘাত ব্যতীত অন্য প্রকার আঘাত, আহত ব্যক্তির সম্মতিমত করিলে অপরাধ হয় না।

ইতিহাস

গ্রীকদের নীতি অনুসরণ করিয়া রোমকগণ এই বিধান করিয়াছিলেন যে, আহত ব্যক্তির অনুমতিতে করিলে কোন কাজ অপরাধ নহে। তাহাদের মতে অনুমতিমূলে

নরহত্যাও অপরাধ নহে। এই অবস্থা চলিতে থাকিল। অতঃপর হযরত ঈসা (মহাপ্রভু যীশু) দুনিয়ায় আবির্ভূত হইলেন। তিনি মানবজাতিকে মনুষ্য জীবনের পবিত্রতা শিখাইলেন। সর্বশেষে ইসলামের মহাশিক্ষার মধ্যেও হযরত ঈসার এই মহাবাণী প্রতিধ্বনিত হইল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহুদীগণের মতেও আত্মহত্যা মহাপাপ। অবশেষে বর্তমান আইনেও মানবজীবনের মহামূল্য পবিত্রতা স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায় বলা হইয়াছে:

(ক) সেই ব্যক্তি রক্ষা পাইবে,

(খ) যে ব্যক্তি আঘাত করে অন্য ব্যক্তিকে,

(গ) যখন আহত ব্যক্তির বয়স আঠার বৎসরের ঊর্ধ্বে, এবং

(ঘ) যখন আহত ব্যক্তি তাহাকে আঘাত করিতে অনুমতি দিয়াছে,

(ঙ) যদি না সেই আঘাত মৃত্যু ঘটায় বা গুরুতরভাবে জখম করে,

এই নীতি নিম্নবর্ণিত দুইটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত:

(ক) প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বার্থ ভালভাবে বুঝে, এবং

(খ) কোন ব্যক্তি এমন কাজ করিতে কাহাকে অনুমতি দেয় না যে কাজ তাহার ক্ষতিসাধন করে।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করিতে পারে। নিজে আঘাত না করিয়া কেহ যদি পরকে দিয়া আঘাত করায় তাহা হইলে সেই অপর ব্যক্তির কোন অপরাধ হয় না।

নীতি

দেশে এমন অনেক ক্রীড়া আছে যাহা বিপদসঙ্কুল। মুষ্টিযুদ্ধ এবং কুস্তি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। হকি এবং পোলো কম বিপদসঙ্কুল নয়। এই সমস্ত ক্রীড়ায় যাহারা অংশ নেন তাহারা একে অপরকে আঘাত করিতে পারেন। কিন্তু এই আঘাতে কোন অপরাধ হয় না। ক্রীড়াতে অংশ গ্রহণ করিবার পূর্বে সমস্ত ক্রীড়াবিদগণ ধরিয়া লন যে, ক্রীড়ার স্বাভাবিক আঘাত কোন অবস্থায় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। বর্তমান ধারা বিধিবদ্ধ করিবার কারণ ইহাই। কুস্তি করিবার সময় এক ব্যক্তি আঘাত পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যে ব্যক্তি আঘাত করিয়াছিলেন তাহার কোন অসদ্‌অভিপ্রায়ের প্রমাণ পাওয়া গেল না। আসামী কোন অপরাধ করেন নাই। [১৪৪]

অনুমতি

অনুমতি কাহাকে বলে তাহা আলোচ্য আইনের ৯০ ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। অনুমতি সেই অভিমতকে বলে যাহা একজন বিক্ষেপণ মানুষ সুস্থ অবস্থায় সব বুঝিয়া

শুনিয়া প্রদান করেন। জবরদস্তি মূলে, প্রতারণামূলে বা ভীতি প্রদর্শন মূলে যে অভিমত প্রদান করা হয় তাহা অনুমতি নহে।

অনুমতি প্রত্যক্ষ বা প্রকাশ্য হইতে পারে আবার পরোক্ষ বা অপ্রকাশ্য হইতে পারে। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে মৌনং সম্মতি লক্ষণম।

দবির বই কিনিবার জন্য সাবেতের বই-এর দোকানে গেলেন এবং একখানি বই তুলিয়া লইলেন। এই ক্ষেত্রে দবির কোন অপরাধ করেন নাই। কারণ সাবেত সমস্ত খরিদ্দারগণের প্রতি পরোক্ষ অনুমতি রাখিয়া দিয়াছেন যে,

(ক) তাহারা তাহার দোকানে প্রবেশ করিতে পারিবে, এবং

(খ) বই হাতে তুলিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে পারিবে, এবং

(গ) মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারিবে।

অনুমতি কাহাকে বলে ইহা তথ্যের প্রশ্ন। কোন নারী তাহার সহিত যৌন সংসর্গ করিতে কোন পুরুষকে অনুমতি দিয়াছে কিনা, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকাকেই অনুমতি বলা যায় না কারণ চুপ করিয়া থাকার কারণ হইতে পারে ভীতি বা শরম। আবার অন্য পক্ষে অনুমতির জন্য চীৎকার করিয়া 'হাঁ' বলিবার ও প্রয়োজন হয় না। পূর্বের অন্তরঙ্গতার দ্বারাই অনুমতি প্রমাণিত হইতে পারে।

অনুমতিমূলে আঘাত বা ক্ষতির পরিমাণ

অনুমতি থাকিলেও নরহত্যা অপরাধ। কবি বলিয়াছেন, মানবজীবন সার। এমন পারে না আর। মানবজীবন পবিত্র। ইহাকে নষ্ট করিবার অনুমতি দিবার অধিকার কাহারো নাই। গুরুতর আঘাত করিবার অনুমতিও কেহ দিতে পারে না। যে আঘাত মৃত্যু ঘটাইবে না বা গুরুতর হইবে না সেই আঘাতের অভিপ্রায় লইয়া অনুমতি মূলে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর হাত তুলিতে পারেন। অভিপ্রায় এখানে মূলকথা। হত্যা করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে বা গুরুতর আঘাত করিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও কেহ যদি মরিয়া যায় বা গুরুতরভাবে আহত হয় তবে তাহাতে অপরাধ হইবে না।

মূল ধারার অনুবাদ

মৃত্যু ঘটানর জন্য অভিপ্রেত নহে এমন কার্য ব্যক্তি বিশেষের উপকারার্থ সদবিশ্বাসে সম্মতি সহকারে সম্পাদন

৮৮। মৃত্যু ঘটাইবার জন্য উদ্দিষ্ট নহে এমনতর কোন কিছুই, যে ব্যক্তির উপকারার্থ কোন ক্ষতি সাধন করা হয়, এবং যে ব্যক্তি কোন ক্ষতি বহনের নিমিত্ত বা কোন ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের জন্য প্রকাশ্য বা পরোক্ষভাবে

সম্মতি দান করিয়াছে সেই ব্যক্তির প্রতি কোন ক্ষতি সাধনের দরুন বা সংঘটনের জন্য অভিপ্রেত হওয়ার দরুন, বা যে ক্ষতি সংঘটক কর্তৃক কোন ক্ষতি সংঘটনের সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া সংঘটকের জানা থাকে সেই ক্ষতির দরুনই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

সার্জন ক একটি বিশেষ অস্ত্রোপচারের ফলে বেদনাদায়ক পীড়াগ্রস্ত খ র মৃত্যুর সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, তবে খ-র মৃত্যু কামনা না করিয়া এবং সদবিশ্বাসে খ-র মঙ্গল কামনা করিয়া খ-র সম্মতি ক্রমে খ-র উপর উক্ত অস্ত্রোপচার অনুষ্ঠান করেন। ক কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করেন নাই।

বিশ্লেষণ

মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে নহে, উপকার করিবার অভিপ্রায়ে অনুমতিমূলে মৃত্যু ঘটাইলেও কোন অপরাধ হয় না।

কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে উপকার করিবার জন্য সরল বিশ্বাসে যে কোন কাজ করিবার অধিকার পান না। সরল বিশ্বাসে উপকার করিতে চাহিলেও অপর ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। অস্বীকার না করিলে উপকার করিতে যাইয়া সরল বিশ্বাসে কোন ব্যক্তি অপরের মৃত্যুও ঘটাইতে পারেন।

পূর্বের ধারায় বলা হইয়াছে যে, অনুমতিমূলে সকল প্রকার আঘাত বৈধ, শুধু হত্যা ও গুরুতর জখম নহে। বর্তমান ধারায় অনুমতিমূলে হত্যা ও গুরুতর জখমসহ যে কোন কাজ করা যায় শুধু একটি শর্তের অধীনে। সেই শর্ত হইতেছে যে কাজটি অপর ব্যক্তির উপকারার্থে হইতে হইবে এবং যিনি করিতেছেন তাহার কোন অসদ্ অভিপ্রায় থাকিবে না।

উপকারার্থে ক্ষতি

মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় পোষণ না করিয়া যে কোনরূপ আঘাত বা ক্ষতি একজনের উপর হানা যায়। তবে উহা তাহার উপকারার্থে হইতে হইবে।

আঘাত বা ক্ষতি করিবার সময় তিনটি সীমানার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে:

(ক) ইহা অপর ব্যক্তির উপকারের জন্য হইবে। উপকার বলিতে আর্থিক উপকারই শুধু বুঝায় না। ইহা শরীরের বা অন্য প্রকার উপকারও বুঝায়।

(খ) ইহা সদ্‌বিশ্বাসে করিতে হইবে। সদবিশ্বাস বলিতে যথাযথ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন বুঝায়। এই সাবধানতা এবং সতর্কতা শুধু কাজ করিবার সময়কার সাবধানতা নয়, ইহার মধ্যে অর্জিত জ্ঞানও আসে। যে ব্যক্তি ডাক্তারী শেখে নাই সে ব্যক্তির অস্ত্রোপচার করিতে যাওয়া সাবধানতার পরিচায়ক নহে।

(গ) হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে কোন আঘাতের জন্য নিরাপত্তা নাই। আহত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেই উহা ইচ্ছামূলক নরহত্যা হয় না। মৃত্যু ঘটানো অপরাধমূলক নহে, অভিপ্রায়মূলক হত্যা অপরাধজনক।

চিকিৎসা

যখন কোন রুগী ডাক্তারের চিকিৎসায় আত্মসমর্পণ করে, তখন সেই রুগী তাহার উপকারার্থে ডাক্তারকে যে কোন কাজ করিবার অনুমতি দেয়। কিন্তু চিকিৎসক নিজে যদি তাহার কাজ না বুঝেন তাহা হইলে এই অনুমতি মূল্যহীন হইয়া পড়ে। ওঝার ভূত ঝাড়িবার জন্য রোগগ্রস্ত নারীকে ঝাড়ু মারা অপরাধ।[১৪৫] অস্ত্রবিদ্যা জানা নাই এমন অস্ত্রোপচার করিলে তজ্জনিত ক্ষতির জন্য তিনি দায়ী।[১৪৬]

স্কুলের শাস্তি

বার বৎসরের উর্ধে যাহার বয়স, এমন শিশু যখন স্কুলে যায় তখন সে স্কুলের শৃঙ্খলার জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা মানিয়া লইতে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দেয়।[১৪৭] স্কুল শিক্ষকের তাই পরিমিত শাস্তি বিধানের অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া অপরিমিত শাস্তি প্রদানের অধিকার তাহার নাই। শাস্তি সীমার মধ্যে রহিয়াছে কিনা ইহা তথ্যের প্রশ্ন।[১৪৮]

মূল ধারার অনুবাদ

অভিভাবক কর্তৃক বা তাহার সম্মতিক্রমে শিশু বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির মঙ্গলার্থে সদ-বিশ্বাস কৃত কার্য

৮৯। বার বৎসরের কম বয়স্ক বা অপ্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তির মঙ্গলার্থ উক্ত ব্যক্তির অভিভাবক বা আইনানুগ তত্ত্বাবধানকারী অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার প্রকাশ্য বা পরোক্ষ সম্মতিক্রমে সদবিশ্বাস কৃত কোন কিছুই উক্ত ব্যক্তির প্রতি যে ক্ষতি সাধন করিতে পারে তদ্দরুন কিংবা সংঘটক কর্তৃক তৎপ্রতি যে ক্ষতি অভীষ্ট হয় সে ক্ষতির দরুন বা তৎপ্রতি যে ক্ষতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া সংঘটকের

জানা থাকে সেই ক্ষতির দরুনই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

অনুবিধিসমূহ

শর্ত থাকে যে :

প্রথমতঃ। অত্র ব্যতিক্রম ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু সংঘটন বা মৃত্যু সংঘটনের প্রচেষ্টার প্রতি প্রযোজ্য হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ। অত্র ব্যতিক্রম এমন কোন কিছুই সম্পাদনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না, যাহা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ বা কোন গুরুতর পীড়া বা পঙ্গুত্ব নিরাময় করিবার কার্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি জানে,

তৃতীয়তঃ। অত্র ব্যতিক্রম স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান বা, গুরুতর আঘাত প্রদানের উদ্যোগের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না, যদি না উহা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ করা কিংবা কোন গুরুতর পীড়া বা পঙ্গুত্ব নিরাময় করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়,

চতুর্থতঃ। অত্র ব্যতিক্রম এমন কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের সহায়তার প্রতি প্রযোজ্য হইবে না যে অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রতি উক্ত ব্যতিক্রম প্রযোজ্য নহে।

উদাহরণ

ক তাহার শিশুর মঙ্গলার্থে তাহার শিশুর সম্মতি ব্যতিরেকে, একজন সার্জন দ্বারা পাথর বাহির করাইবার উদ্দেশ্যে তাহার শিশুকে কর্তন করায়। ক-র জানা ছিল যে উক্ত অস্ত্রোপচারের ফলে শিশুটির মৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু শিশুকে মারিবার অভিপ্রায়ে কার্যটি করা হয় নাই। যেহেতু শিশুটিকে নীরোগ করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য সেইহেতু এই ক্ষেত্রে ক ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে।

বিশ্লেষণ

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ক্ষতি করিলেও ঐ কাজ দ্বারা কোন অপরাধ হইবে না :

(ক) বার বৎসরের কম বয়স্ক বা উন্মাদ ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য যদি উহা করা হয়, এবং

(খ) যদি উহা উক্ত ব্যক্তিদের অভিভাবক বা আইনানুগ তত্ত্বাবধানকারীর প্রকাশ্য বা পরোক্ষ সম্মতিক্রমে করা হয়, এবং

(গ) যদি উহা সদ্‌বিশ্বাসে করা হয়, তবে

(ঘ) ইচ্ছাকৃত হত্যা বা হত্যার প্রচেষ্টা এই ব্যতিক্রমে পড়ে না, এবং

(ঙ) মৃত্যু ঘটাইতে পারে জানিয়া উহা করিলে তাহাও এই ব্যতিক্রমে আসিবে না। কিন্তু

(চ) উহা যদি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত বা গুরুতর পীড়া নিবারণ করিবার জন্ম হয় তবে উহা এই ব্যতিক্রমের মধ্যে আসিবে, এবং

(ছ) গুরুতর আঘাত বা গুরুতর আঘাতের প্রচেষ্টা এই ব্যতিক্রমে আসিবে না,

(জ উহা যদি গুরুতর আঘাত বা মৃত্যু বা গুরুতর পীড়া বা অন্য কোন প্রকার পঙ্গুত্ব নিবারণের জন্য করা হয় তবে উহা এই ব্যতিক্রমের মধ্যে আসিবে, এবং

(ঝ) যে অপরাধের প্রতি এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য নহে সেই অপরাধের সহায়তার প্রতিও এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য নহে।

নীতি

এই ধারা অভিভাবককে বা ঐ স্থানাপন্ন এবং স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে সরল বিশ্বাসে আঘাত বা ক্ষতি করিবার অধিকার দিয়াছে। তবে এই আঘাত বা ক্ষতি যাহার উপর প্রদত্ত হয় তাহার কল্যাণার্থে হইতে হইবে। এই আঘাত তাহারা নিজেরাও করিতে পারেন বা অন্যকেও করিবার অনুমতি দিতে পারেন।

সরল বিশ্বাস শব্দদ্বয় আলোচ্য আইনে বারবার আসিয়াছে এবং সেই কারণে আলোচ্য আইনের ৫২ ধারায় ইহার সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

মঙ্গল বা উপকার

এই ধারায় যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা মঙ্গল বা উপকারের নিমিত্ত। এই উপকার বলিতে ইহলৌকিক উপকার বুঝায়, পারলৌকিক নয়। পারলৌকিক উপকারের জন্য দেবতা সমীপে সন্তান উৎসর্গ করার অধিকার এই ধারায় দেয় না।

উপকার বা মঙ্গল তাহার জন্য হইতে হইবে যাহার উপর এই অধিকার প্রয়োগ করা হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রীকে ঘরে আনিয়া তাহাকে শয্যাসঙ্গিনী করিবার প্রচেষ্টা ঐ অপ্রাপ্ত বয়স্কার মঙ্গল বা উপকারের জন্য নহে। তাই এই ধারার ব্যতিক্রমের মধ্যে ঐরূপ অধিকার প্রয়োগ আসিতে পারে না।[১৪৯]

মূল ধারার অনুবাদ

ভীতি বা ভ্রান্ত ধারণার অধীনে প্রদত্ত বলিয়া বিদিত সম্মতি

৯০। যদি কোন ক্ষতির ভয়ে বা তথ্যে ভ্রান্ত বর্ণনার দরুন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন সম্মতি প্রদত্ত হয়,

এবং যদি উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে উক্ত সম্মতি অনুরূপ ভীতি বা ভ্রান্ত ধারণার ফলে প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা হইলে অথবা

অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সম্মতি

যদি সম্মতি এইরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয় যে ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থতা বা প্রমত্ততার দরুন যে যাহাতে সম্মতি দান করে তাহার প্রকৃতি বা পরিণতি হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম তাহা হইলে অথবা

শিশুর সম্মতি

প্রসঙ্গ বিশেষে অন্যরূপ না বুঝাইলে যদি উক্ত সম্মতি বার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয় তাহা হইলে--কোন সম্মতি অত্র বিধির যে কোন ধারায় অভীষ্ট কোন সম্মতি বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

সম্মতি কাহাকে বলে তাহা এই ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্মতি দেওয়া হইলেও তাহা আলোচ্য আইনের অধীন নিম্নবর্ণিত অবস্থাসমূহে সম্মতি গণ্য হইবে নাঃ

(ক) ক্ষতির ভয়ে সম্পত্তি দিলে উহা সম্মতি নহে।

(খ) ভ্রান্ত বর্ণনার ভিত্তিতে কোন সম্মতি দিলে উহা সম্মতি নহে।

(গ) অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সম্মতি দিলে তাহা সম্মতি নহে।

(ঘ) প্রমত্ত অবস্থায় সম্মতি দিলে তাহা সম্মতি নহে।

(ঙ) বার বৎসরের নিম্নে যাহার বয়স তাহার সম্মতি যথার্থ সম্মতি নহে।

তবে 'গ' 'ঘ' ও 'ঙ' এর ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ যদি তাহাদের কাজের প্রকৃতি, প্রতিক্রিয়া এবং ন্যায্যতা এবং বৈধতা উপলব্ধি করিতে পারেন তবে তাহাদের সম্মতি আলোচ্য আইনে যথার্থ সম্মতিরূপে গণ্য হইবে। এবং ক ও খ এর ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সম্মতি গ্রহণ করিয়াছেন তিনি যদি জানেন বা বিশ্বাস করেন যে এ সম্মতি ভীতি বা ভ্রম সঞ্জাত, তবে ঐ সম্মতি অকার্যকর হইবে।

ক্ষতির ভয়ে সম্মতি

যে সম্মতিতে ক্ষতির ভয় নাই সে সম্মতিকে যথার্থ সম্মতি গণ্য করা যায়। সম্মতি হইতেছে বিবেচনার ফল। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিয়া তাহার ভিত্তিতে যে অভিমত প্রদান করা হয়, তাহা সম্মতিমূলক হইলে উহাকে

যথার্থ সম্মতি বলা যায়। জবরদস্তি প্রতারণা বা ভ্রান্ত বর্ণনা মূলে যে অভিমত মনের মধ্যে উপজাত হয় তাহা, স্বাধীন বিবেচনা বা চিন্তার ফল নহে ; সুতরাং তাহা সম্মতি নহে।

ভ্রান্ত বর্ণনার ভিত্তিতে সম্মতি

ভ্রান্ত বর্ণনার ভিত্তিতে যে সম্মতি আদায় করা হয় তাহা যথার্থ সম্মতি নহে। মালের রশিদ লইয়া এক ব্যক্তি রেল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে মাল খালাস করিয়া লইলেন। কিন্তু রশিদ প্রকৃতপক্ষে অন্য ব্যক্তির নামে হওয়ায় ঐ ব্যক্তির মাল খালাস করার কোন অধিকার ছিল না। রেল কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তিকে মাল খালাসের সম্মতি প্রদানের জন্য দায়ী হইবেন না। কারণ ঐ ব্যক্তির মিথ্যা বর্ণনার ভিত্তিতেই তিনি মাল খালাসের সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন।[১৫০]

অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সম্মতি

প্রত্যেক সম্মতির মধ্যেই সমর্পণ আছে। কিন্তু সমর্পণ হইলেই তাহা সম্মতি হয় না। কাজের প্রকৃতি না জানিয়া সমর্পণ হইলে উহা সম্মতি নহে। উন্মাদিনী নারীর সহিত তাহার সম্মতিমূলে যৌন সংসর্গ করিলে ঐ কাজকে সম্মতি ভিত্তিক বলা যায় না। উহা বলাৎকার রূপে গণ্য।[১৫১]

সম্মতির প্রমাণ

দেওয়ানী মামলায় সম্মতি প্রদান করিতে যেইরূপ প্রমাণ প্রয়োজন, সাধারণভাবে ফৌজদারী মামলায় ঐরূপ প্রমাণই যথেষ্ট। চুক্তি আইনে প্রতারণা ও জবরদস্তিমূলে সম্মতি গৃহীত হইয়া থাকিলে ঐ সম্মতি ভিত্তিক চুক্তি আহত ব্যক্তির ইচ্ছাক্রমে বাতিল-যোগ্য ; আহত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ঐ চুক্তি বলবৎও রাখিতে পারেন। কিন্তু ফৌজদারী আইনে প্রতারণা বা জবরদস্তিমূলক গৃহীত সম্মতির ভিত্তিতে কোন কাজ করিলে ঐ কাজের দ্বারা অপরাধের দায়মুক্তি ঘটে না। অর্থাৎ ঐ কাজ যদি অপরাধমূলক হয় তবে সম্মতির দ্বারা উহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না।[১৫২]

মূল ধারার অনুবাদ

যে সব কার্য সাধিত ক্ষতি হইতে স্বতন্ত্রভাবে অপরাধ বলিয়া গণ্য সে সব কার্য বর্জন

৯১। যে সব কার্য সম্মতিদানকারী ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির পক্ষে সম্মতিদান করা হয় তাহার প্রতি যে ক্ষতি সংঘটন করিতে পারে বা যে ক্ষতি সংঘটনের

জন্য অভীষ্ট হয় বা যে ক্ষতি সংঘটন করার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, সেই সব কার্যের প্রতি ৮৭, ৮৮ এবং ৮৯ ধারাসমূহের ব্যতিক্রমসমূহ প্রযোজ্য নহে।

উদাহরণ

গর্ভস্রাব ঘটান (নারীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে সদ্‌বিশ্বাসে ঘটানর ক্ষেত্রে ব্যতীত) উহা নারীটির প্রতি যে ক্ষতি সাধন করিতে পারে বা যে ক্ষতি সাধনের জন্য অভীষ্ট হইতে পারে তাহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব, ইহা "অনুরূপ ক্ষতির অজুহাতেই" অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না, এবং অনুরূপ গর্ভস্রাব ঘটাইবার ব্যাপারে নারীটি বা তাহার অভিভাবকের সম্মতি উক্ত কার্য ন্যায়সংগত প্রতিপন্ন করিতে পারে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারা ৮৭ হইতে ৮৯ ধারার পরিপূরক। যে কাজ করিলে অপরাধ হয় এই কারণে যে তাহা অন্যের ক্ষতি করে বা অন্যকে আঘাত করে; সে কাজ ক্ষতিগ্রস্ত বা আহত ব্যক্তির অনুমতি লইয়া করিলে কতিপয় বিশেষ শর্তের অধীনে অপরাধ হয় না। এই সূত্র সেই কাজের উপর প্রযোজ্য নহে যে কাজ ক্ষতি বা আঘাত নিরপেক্ষ। এমন অনেক কাজ আছে যাহা ক্ষতি না করিলেও অপরাধ। সেই সমস্ত কাজে অনুমতি মূল্যহীন।

অপরাধকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা, গণ-অপরাধ এবং জন অপরাধ। যে অপরাধ জনসাধারণকে স্পর্শ করে তাহাই গণ-অপরাধ। যে অপরাধ ব্যক্তি বিশেষকে স্পর্শ করে তাহাই জন অপরাধ। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ, সরকারের বিরুদ্ধে অপরাধ, সরকারী মুদ্রার বিরুদ্ধে অপরাধ, জনগণের নীতিবোধকে আঘাতকারী অপরাধ প্রভৃতি গণ-অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। গণ অপরাধের ক্ষেত্রে সম্মতি একেবারেই মূল্যহীন। কোন ব্যক্তির সম্মতি লইয়া জনস্বার্থের কোন ক্ষতিকর কাজ করিলে তাহার জন্য রেহাই পাওয়া যায় না।

যে অপরাধসমূহ পক্ষবৃন্দ নিজেরাই মিটাইয়া ফেলিতে পারেন সেই অপরাধ-সমূহে সম্মতি অর্থপূর্ণ হইতে পারে; অন্য অপরাধে নয়।

মূল ধারার অনুবাদ

সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির মঙ্গলার্থ সদবিশ্বাসে কৃতকার্য

৯২। যদি পরিস্থিতি এইরূপ হয় যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্মতি দান করা অসম্ভব, বা যদি উক্ত ব্যক্তি সম্মতি দান করিতে অপারগ হয়, এবং তাহার এইরূপ কোন অভিভাবক বা আইনানুগভাবে তত্ত্বাবধানকারী অন্য কোন ব্যক্তি না থাকে, যাহার নিকট হইতে সফলতার সহিত করণীয় বস্তুর জন্য যথাসময়ে সম্মতি অর্জন করা সম্ভব হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকেই তাহার মঙ্গলার্থ সদ্‌বিশ্বাসে কোন কার্য করার দরুন উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হইতে পারে বিধায়ই উক্ত কার্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

অনুবিধিসমূহ

শর্ত থাকে যে :

প্রথমত : অত্র ব্যতিক্রম ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটাইবার প্রচেষ্টার প্রতি প্রযোজ্য হইবে না ;

দ্বিতীয়ত : অত্র ব্যতিক্রম এমন কোন কিছু সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যাহা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ বা কোন গুরুতর পীড়া বা পঙ্গুত্ব নীরোগকরণ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে, মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির জানা থাকে।

তৃতীয়ত : অত্র ব্যতিক্রম মৃত্যু বা আঘাত নিবারণ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান, বা আঘাত প্রদানের প্রচেষ্টার প্রতি প্রযোজ্য হইবে না ;

চতুর্থত : অত্র ব্যতিক্রম, এমন কোন অপরাধে সহায়তার প্রতি প্রযোজ্য হইবে না যে অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রতি ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

উদাহরণ

(ক) খ তদীয় ঘোড়া হইতে পড়িয়া যায় এবং অজ্ঞান হইয়া পড়ে। সার্জন ক দেখিতে পান যে, খ-এর মাথা তুরপুণ দিয়া ছিদ্র, করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। খ স্বীয় বিচার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিবার পুর্বে ক খ-এর মৃত্যু কামনা না করিয়া খ-এর মঙ্গলার্থ সদ্‌বিশ্বাসে তুরপুন প্রয়োগ করেন। ক কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করেন নাই।

(খ) একটি ব্যাঘ্র য-কে টানিয়া নেয়। ক ব্যাঘ্রটির প্রতি গুলি ছোড়ে। সে জানিত উক্ত গুলিতে য-র মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে সে য-কে মারিবার ইচ্ছা করে না এবং য-র মঙ্গলার্থ সদ্‌বিশ্বাসে উক্ত গুলি ছোড়ে। ক-র গুলিতে য মারাত্মকভাবে আহত হয়। ক কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(গ) সার্জন ক একটি শিশুকে এমন একটি দুর্ঘটনায় আপতিত দেখিতে পান যে অবিলম্বে অস্ত্রোপচার অনুষ্ঠান না করিলে উক্ত দুর্ঘটনা মারাত্মক আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। শিশুর অভিভাবকের নিকট আবেদন করিবারও সময় নাই। ক সদ্‌বিশ্বাসে শিশুর মঙ্গল কামনা করিয়া শিশুটির সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও অস্ত্রোপচার অনুষ্ঠান করেন। ক কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না।

(ঘ) ক' শিশু য সমভিব্যবহারে একটি জলন্ত ঘরে রহিয়াছে। নীচে লোকজন একটি কম্বল ধরিয়া রাখিয়াছে। ক শিশুটিকে গৃহচূড়া হইতে নিক্ষেপ করে। ক জানিত যে, উক্ত পতন শিশুটির মৃত্যু ঘটাইতে পারে। তবে শিশুটির মৃত্যু কামনা না করিয়া এবং সদ্‌বিশ্বাসে শিশুটির মঙ্গল কামনা করিয়া সে উক্ত কার্য করে। এই ক্ষেত্রে যদি এমনও হয় যে উক্ত পতনের ফলে শিশুটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবুও ক কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ কেবল আর্থিক মঙ্গল ৮৮, ৮৯ ও ৯২ ধারার তাৎপর্যাধীনে মঙ্গল বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির মঙ্গলার্থে সদবিশ্বাস কৃত কাজকে অপরাধের সংজ্ঞা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটান বা ঘটাইবার প্রচেষ্টা বা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত বা পীড়া বা পঙ্গুত্ব এড়াইবার কারণ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত প্রদানের ক্ষেত্র ব্যতীত এমন কাজ কেহ যদি করেন যাহা অপর ব্যক্তির মঙ্গলার্থে সদ্‌বিশ্বাসে করা হয় তবে পরিস্থিতির কারণে ঐ ব্যক্তির সম্মতি না লইতে পারিলেও এবং উহাতে তাহার ক্ষতি হইয়া থাকিলেও ঐ কাজ অপরাধ হইবে না।

উদাহরণ দ্বারা এই ধারার অর্থ স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে। এই ধারায় সেই সমস্ত অবস্থায় সাহসের সহিত বিপজ্জনক আঘাতকারী বা ক্ষতিজনক কাজ করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে যে সমস্ত ক্ষেত্রে উক্ত প্রকার কাজ করা আহত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে এতই প্রয়োজনীয় যে সম্মতির প্রয়োজন সেখানে অবান্তর। যে সমস্ত ক্ষেত্রে দ্রুত

ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন সে সমস্ত ক্ষেত্রে সম্মতির জন্য অপেক্ষা করা বিপদকে জটিল করিয়া তোলার শামিল।

যে ক্ষেত্রে কর্তব্যের ডাকে কোন কাজ করা হয় সে ক্ষেত্রে উহা যদি মঙ্গলজনক হয় তবে সম্মতির অনুপস্থিতি ঐ কাজকে অপরাধজনক করিয়া তোলে না।

মূল ধারার অনুবাদ

সদ্‌বিশ্বাসে কৃত যোগাযোগ

৯৩। যদি কোন ব্যক্তির মঙ্গলার্থ কোন যোগাযোগ সম্পাদন হয় তাহা হইলে যে ব্যক্তির নিকট উক্ত যোগাযোগ সম্পাদিত হয় সে ব্যক্তির কোন ক্ষতি সাধিত হইতে পারে বিধায়ই সদ্‌বিশ্বাসে সম্পাদিত কোন যোগাযোগ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

সার্জন ক সদ্‌বিশ্বাসে একটি রোগীকে তাহার অভিমত জানান যে সে বাঁচিবে না। রোগীটি অভিমতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ক কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করেন নাই, যদিও তিনি জানিতেন যে উক্ত যোগাযোগের ফলে রোগীটি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

বিশ্লেষণ

যে সংবাদ আদান-প্রদান সরল বিশ্বাসে করা হয় এবং যাহা অপর ব্যক্তির মঙ্গলার্থে করা হয়, সেই সংবাদ আদান-প্রদানে যদি সেই অপর ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় তবে তাহা অপরাধ নহে। চিকিৎসক বুঝিতে পারিতেছেন যে রোগীর মৃত্যু আসন্ন। তিনি আরো বুঝিতে পারিতেছেন যে রোগীকে তাহার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ দিলে ঐ সংবাদে তাহার মৃত্যু আরো ত্বরান্বিত হইতে পারে। এইরূপ অবস্থাতে চিকিৎসক যদি রোগীকে তাহার আসন্ন মৃত্যুর কথা জানান, এবং তাহা জানিবার ফলে যদি রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয় তবুও ঐ সংবাদ প্রদানের কাজ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। দুনিয়া হইতে বিদায় লইবার পূর্বে মানুষের অনেক কাজ করিবার থাকে। দুনিয়ার হিসাব নিকাশ চুকাইয়া লইবার অবসর দিবার জন্য ডাক্তার যদি তাহার ঘনায়মান জীবন সন্ধার ইঙ্গিত দিয়া থাকেন তবে তিনি রোগীর উপকার করিয়াছেন বলিতে হইবে।

মঙ্গল বলিতে এখানে ব্যক্তিগত মঙ্গল, আর্থিক মঙ্গল বুঝানো হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

যে কার্য করিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়

৯৪। খুন ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ ব্যতিরেকে এইরূপ কোন কিছুই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না যাহা এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক করা হয় যে ব্যক্তিকে এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়া উক্ত কার্য করিতে বাধ্য করা হয় যে. উক্ত কার্য অনুষ্ঠানের সময় অনুরূপ ভীতি প্রদর্শন এই মর্মে যৌক্তিকভাবে আশঙ্কা সৃষ্টি করে যে প্রকারান্তরে তাৎক্ষণিক মৃত্যুই হইবে উক্ত ব্যক্তির পরিণতি: শর্ত থাকে যে উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে, বা তাহার তাৎক্ষণিক মৃত্যু হইতে স্বল্পতর ক্ষতির যৌক্তিক আশঙ্কার দরুন নিজেকে এইরূপ পরিস্থিতিতে আপতিত করে নাই যদ্দরুন সে অনুরূপ জবরদস্তির অধীন হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা ১ঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা প্রহৃত হইবার ভয়ে একদল ডাকাতের চরিত্র অবগত থাকা স্বত্বেও উক্ত ডাকাত দলের সঙ্গে যোগদান করে, সে তাহার সঙ্গীগণ কর্তৃক আইনতঃ অপরাধ বলিয়া গণ্য কোন কিছু করিবার জন্য বাধ্য হওয়ার অজুহাতেই অত্র ব্যক্তিক্রমের আশ্রয় লাভের অধিকারী হইবে না।

ব্যাখ্যা ২ঃ যে ব্যক্তিকে একদল ডাকাত আইনতঃ অপরাধ বলিয়া গণ্য কোন কিছু সম্পাদনের জন্য অবরোধ ও তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ভীতি প্রদর্শন করিয়া বাধ্য করে; যথা, একজন কামারকে তাহার যন্ত্রপাতি লইয়া ডাকাতগণ কর্তৃক কোন গৃহে প্রবেশ ও উহা লুণ্ঠন করিবার জন্য উক্ত গৃহের দরজা জোরপূর্বক ভাঙ্গিবার জন্য বাধ্য করা হয়, সেই ব্যক্তি অত্র ব্যতিক্রমের আশ্রয় লাভের অধিকারী হইবে।

বিশ্লেষণ

যে কাজ করিতে বাধ্য করা হয় সাধারণভাবে তাহা অপরাধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা অপরাধ নহে। তবে সব ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নহে।

অপরাধ এবং বাধ্যতা

অপরাধের ক্ষেত্রে বাধ্যতাকে অজুহাত খাড়া করা যায়। অবশ্য নরহত্যা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে এই অজুহাত উত্থাপন করা যায় না।

দবির এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন যে তিনি সাবেতকে হত্যা করিয়াছেন। দবির বলিতে চাহেন যে তিনি সাবেতকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জমির অন্যথায় তাহাকে মারিয়া ফেলিত। জমির তাহাকে সাবেতকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে বাধ্য করিয়াছে, ইহা ছাড়া তাহার আর আত্মরক্ষার উপায় ছিল না।

দবিরের এই অজুহাত আইনে ঠেকে না। নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য অন্যকে মারিবার কাহারো অধিকার নাই।[১৫৩] আইনের উদ্দেশ্য হইতেছে অপরাধ নিবারণ। অপরাধ নিবারণ কল্পে আইন শাস্তির বিধান করিয়াছে। আইন দবিরকে বলিয়াছে, "হে দবির! তুমি যদি কাহাকেও হত্যা কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করিব"। জমির যেই মুহূর্তে দবিরকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইল অমনি দবির সাবেতকে হত্যা করিল। দবির জমিরের শাস্তিকে প্রাধান্য দিল আর আইনের শাস্তিকে অবহেলা করিল। এই অবস্থায় আইন দবিরের অজুহাত মানিয়া লইতে পারে না।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপরাধের দণ্ড মৃত্যু সেক্ষেত্রেও একই কথা।

যে ভীতি প্রদর্শন অপরাধের সহিত সমসাময়িক তাহাই শুধু যথার্থ ভীতি প্রদর্শন রূপে গণ্য হয়। এবং তদমূলে কোন অপরাধ করিলে তাহা ব্যতিক্রমের আওতায় আসে।

যে কোন ভীতি প্রদর্শনের কারণে অপরাধমূলক কাজ অপরাধশূন্য হইয়া যায় না। ঘুষ না দিলে জমির খাজনা বাড়াইয়া দিবে এই ভয়ে ঘুষ দিলে তাহা অপরাধ। কারণ, জমির খাজনা বাড়িলে কাহারো মৃত্যু হয় না। যাহা শুধু মৃত্যু ভয় উৎপাদন করে, একমাত্র তাহারই অনুবর্তী হইয়া অপরাধমূলক কাজ করিলে অপরাধের দায় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। কনস্টেবল কয়েদীকে পিটাইয়া মারিয়া ফেলিয়া এই অজুহাত দিতে পারেন না যে, তিনি উহা না করিলে তাহার উর্ধতন অফিসার তাহার উপর ক্ষিপ্ত হইতেন। মৃত্যু ভয় ছাড়া অন্য যে কোন ভয়ে মানুষ অপরাধ করিয়া মুক্তি দাবী করিতে পারে না। যে ভীতি প্রদর্শনের শিকার তিনি হইয়াছেন, সেই ভীতি প্রদর্শনের পরিস্থিতি যদি তাহার নিজের কাজের ফলে হইত তবে উহার ফলে তিনি অপরাধ হইতে মুক্তি দাবী করিতে পারিতেন না।

মূল ধারার অনুবাদ

সামান্য ক্ষতিকারক কার্য

৯৫। কোন কিছুই এই অজুহাতে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না যে, উক্ত কার্য কোন ক্ষতি সাধন করে বা সাধন করিবার জন্য অভিপ্রেত হয় বা সাধন করিবার সম্ভাবনা থাকে, যদি উক্ত ক্ষতি এইরূপ সামান্য হয় যে, সাধারণ

বুদ্ধিমত্তা ও মেজাজের কোন ব্যক্তিই অনুরূপ ক্ষতি সম্পর্কে অভিযোগ করিবে না।

বিশ্লেষণ

যে কাজ অতি তুচ্ছ তাহা সংজ্ঞা অনুযায়ী দৃশ্যতঃ অপরাধ হইলেও তাহা যথার্থ অপরাধ নহে। অন্যের দোয়াতের কালিতে কলম চুবাইলে তাহা দণ্ডবিধির সংজ্ঞা অনুযায়ী চুরি। জনাকীর্ণ গাড়ীর মধ্যে স্থান করিয়া লইয়া দাঁড়াইবার সময় অন্যের গায়ে ধাক্কা দিলে তাহাও দণ্ডবিধির সংজ্ঞায় অপরাধ। কিন্তু এই সমস্ত কাজকে কেহ অপরাধ বলিয়া মনে করে না। এইগুলি এত তুচ্ছ এবং নগণ্য যে ইহারা সর্বতোভাবে অবহেলার যোগ্য। এইসব ক্ষুদ্র কারণে উত্তেজিত হইলে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা যায় না, আইন তাই এই কাজগুলিকে অপরাধের সংজ্ঞা হইতে বাদ দিয়াছেন।

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে ঃ

(ক) কোন কাজ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না ;

(খ) যে কাজ ক্ষতি সাধন করে, বা

(গ) কোন কাজ ক্ষতি সাধন করিবার জন্য অভিপ্রেত হয়, বা

(ঘ) কোন কাজ দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে,

(ঙ) যদি উক্ত ক্ষতি এত সামান্য হয় যে উহা অভিযোগযোগ্য নহে।

যে কাজ ক্ষতিজনক তাহা সাধারণতঃ অপরাধ। যে কাজ আঘাতজনক তাহা সাধারণতঃ অপরাধ। কিন্তু যে ক্ষতি বা আঘাত অতি সামান্য তাহা অপরাধ নয়।

ক্ষতি

"ক্ষতি" শব্দটির কোন সংজ্ঞা দণ্ডবিধিতে নাই। তবে ইহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দণ্ডবিধির ৮১, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯২, ১০০, ১০৪ এবং ১০৬ ধারায় যে ক্ষতির কথা বলা হইয়াছে তাহা দৈহিক, ৯৩ ধারার ক্ষতি মানসিক। ৪০৫ ধারার ক্ষতি স্পর্শ করে দেহকে, মনকে, সুনামকে এবং সম্পত্তিকে। ৪৬৯ এবং ৪৯৯ ধারায় ক্ষতি বলিতে সুনামের ক্ষতি বুঝায়। বর্তমান ধারায় ক্ষতির মধ্যে সকল প্রকার ভাব সন্নিবিষ্ট। দেহের, মনের, সুনামের এবং সম্পত্তির ক্ষতি অতি তুচ্ছ হইলে বর্তমান ধারায় তাহা অপরাধ নহে।

তুচ্ছতার মাপকাঠি

কোন ক্ষতি তুচ্ছ কিনা তাহা নিরূপণ করিতে হইলে সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করিতে হয়। পিতা কন্যাকে গালাগালি করিলে তাহা অপরাধ নহে কারণ পরিবারে

ইহা অস্বাভাবিক নয়। পারিবারিক জীবনে এই ঘটনা অতি তুচ্ছ।[১৫৪] ভাই ভাই এর মধ্যে ঝগড়াঝাটিও এই পর্যায়ে পড়ে।[১৫৫] কিন্তু কনেস্টবল যদি পুলিশের বড় কর্তাকে সামান্য আঘাত করে তবে তাহা তুচ্ছ নহে।

যে কাজে কোন অপরাধ হয় না, সে কাজ গুরুই হউক বা লঘুই হউক তাহা দণ্ডনীয় নয়, বর্তমান ধারায় সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। কিন্তু অপরাধ যেখানে হয় অর্থাৎ কাজ যখন অপরাধের সংজ্ঞাকে আকর্ষণ করে সেখানে তুচ্ছ না হইলে বা ব্যতিক্রম ধর্মী না হইলে উহা দণ্ডনীয় হয়।

পক্ষগণের সম্বন্ধের উপর অপরাধের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব নির্ভর করে। শ্যালক এবং ভগ্নিপতির মধ্যে কান টানাটানি হইলে বর্তমান ধারা অনুযায়ী উহা দণ্ডনীয় নয়, তবে অফিসের বড় সাহেব যদি ছোট সাহেবের কান টানেন তবে নিশ্চয়ই ইহা দণ্ডনীয় অপরাধ।

সামান্য চুরি, তুচ্ছ গালাগালি বা ক্ষীণ আঘাত সাধারণতঃ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না।

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত বিষয়সমূহ

৯৬। ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগকালে কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার বর্ণিত হইয়াছে। যে কাজ ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিরক্ষা কল্পে করা হয় তাহা অপরাধ নহে।

নীতি

আত্মরক্ষাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। ইহা মানবিক অধিকার রূপেও স্বীকৃত। দেশের প্রতিটি মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার চারিদিকে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা যায় না। তাই নিজেকে রক্ষা করিবার অধিকার রাষ্ট্র সকলকে দিয়াছে। পশু স্বভাব গুণ্ডারা সব সময় অন্যকে আক্রমণ করে না এই কারণে যে অন্য ব্যক্তিরা তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিবে না। এই ভয় থাকার ফলে দুষ্কৃতিকারীগণ সহজে দুষ্কর্মে লিপ্ত হয় না। মানুষের এই অধিকার কাড়িয়া লইলে বস্তুতঃপক্ষে গুণ্ডারা উৎসাহিত হইয়া উঠে।

কোন ব্যক্তি যখন অপর এক ব্যক্তির দেহের উপর বা সম্পত্তির উপর আক্রমণ চালায় তখন আক্রান্ত ব্যক্তি আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে। আইন তাহাকে দুর্বল ও নিরীহ মেষ-শাবকের মত আক্রমণের সময় সব মানিয়া লইতে আদেশ দেয় না। আইন তাহাকে নির্দেশ দেয় যে, আক্রমণকারীকে রুখিবার জন্য সে সব করিতে পারে। প্রতি আক্রমণ করিবার অধিকারও তাহার আছে।[১৫৬]

প্রতিরক্ষা অধিকারের ভিত্তি

প্রতিরক্ষা অধিকারের ভিত্তি নিম্নবর্ণিত দুইটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত :

(ক) প্রত্যেকের অধিকার আছে তাহার নিজের এবং অন্যের দেহ এবং সম্পত্তি রক্ষা করিতে, এবং

(খ) এই প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি যতখানি আঘাত অন্যকে দেওয়া প্রয়োজন তাহা বিনা দ্বিধায় দিতে পারে।

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার

নিজের সম্পত্তি এবং দেহ অন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার অধিকার সমগ্র স্বাধীন, সভ্য এবং গণতান্ত্রিক সমাজে সর্বজনস্বীকৃত। তবে এই অধিকার একেবারে অবাধ অসীম বা নিরঙ্কুশ নহে। ইহা প্রয়োগ বা ব্যবহারের সময় দুইটি সীমার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথমতঃ যখন কোন ব্যক্তি তাহার শরীরের দিক দিয়া বা সম্পত্তির দিক দিয়া অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হন তখন বুঝ ছিল কাপুরুষের মত তিনি প্রত্যাঘাত না করিয়া পলায়ন করিবেন। ইহা আইনের নির্দেশ নহে। সুতরাং আঘাত এবং আক্রমণ বা তাহাদের উদ্বেগজনক আস্ফালন আসিলেই তবে প্রত্যাঘাতের অধিকার জন্মে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিরক্ষার অধিকার বলিতে অন্যায়কারীর শাস্তি প্রদান বুঝায় না। যে অন্যায় করিয়াছে তাহাকে শাস্তি দিবার অধিকার এবং দায়িত্ব রাষ্ট্রের, ব্যক্তির নয়।

প্রতিরক্ষার অধিকারের উপর আইন যে বিধান দিয়াছে তাহা আলোচ্য আইনের ৯৬ হইতে ১০৬ ধারায় বিধৃত। ৯৬ ধারায় বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ কালে কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। ৯৭ ধারায় বলা হইয়াছে যে, ৯৯ ধারায় বিধৃত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির।

প্রথমতঃ মনুষ্যদেহ ক্ষুণ্নকারী যে কোন অপরাধের বিরুদ্ধে তাহার স্বীয় দেহ ও অন্য যে কোন ব্যক্তির দেহের,

দ্বিতীয়তঃ চুরি, দস্যুতা, অনিষ্ট বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞাধীন অপরাধ বা চুরি, দস্যুতা, অনিষ্ট বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের উদ্যোগের বিরুদ্ধে স্বীয় বা অপর কোন ব্যক্তির অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তির প্রতিরক্ষার অধিকার থাকিবে।

৯৮ ধারায় অপ্রকৃতিস্থ তরুণ বা অপরিণত বুদ্ধি ব্যক্তির কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতি-রক্ষার অধিকার বিধৃত। ৯৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় অধিকার একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত। সরকারী কর্মচারীগণ সদ্ বিশ্বাসে যে কাজ বা কাজের চেষ্টা করে তাহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই। কিন্তু সেই কাজ দ্বারা যদি মৃত্যু বা গুরুতর জখমের আশঙ্কা ঘটে তবে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের উদ্ভব হয়। সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আশ্রয় গ্রহণ বা প্রতিকার পাইবার সময়ের দিক হইতে অবকাশ থাকিলে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে না। ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার প্রয়োগ করিতে গিয়া যতটুকু আঘাত বা ক্ষতি করা প্রয়োজন তাহার অধিকার আইনসিদ্ধ নহে। ১০০ ধারায় বলা হইয়াছে যে, দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার পূর্ববর্তী শেষ ধারায় উল্লেখিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে আক্রমণকারীর ইচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটান বা তাহার অন্য কোন ক্ষতির প্রতি প্রযোজ্য হইবে, যদি সে অপরাধের দরুন উক্ত অধিকার প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া পড়ে সেই অপরাধ অতঃপর উল্লেখিত যে কোন বর্ণনাধীন হয় যথা ঃ

প্রথমতঃ এইরূপ আক্রমণ যাহা এমনতর যুক্তিসঙ্গত আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে প্রকারান্তরে মৃত্যুই হইবে অনুরূপ আক্রমণের পরিণতি ;

দ্বিতীয়তঃ এইরূপ আক্রমণ যাহা এমনতর যুক্তিসঙ্গত আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে প্রকারান্তরে গুরুতর আঘাতই হইবে অনুরূপ আক্রমণের পরিণতি ;

তৃতীয়তঃ ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ ;

চতুর্থতঃ অপ্রাকৃতি কামলালসা চরিতার্থকরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ ;

পঞ্চমতঃ ছেলে ধরা বা নারী হরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ ;

ষষ্ঠতঃ এইরূপ পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ, যে পরিস্থিতির দরুন এইরূপ আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে যে তাহার মুক্তির জন্য সে সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের আশ্রয় নিতে অসমর্থ হইবে।

১০১ ধারায় বলা হইয়াছে যে, যদি অপরাধটি পূর্ববর্তী শেষ ধারার বর্ণনাসমূহে অন্যতম না হয় তাহা হইলে ব্যক্তিগত দৈহিক প্রতিরক্ষা অধিকার স্বেচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণকারীর মৃত্যু সংঘটনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না, কিন্তু ৯৯ ধারায় উল্লেখিত ব্যতিক্রমসমূহ সাপেক্ষে আক্রমণকারীর প্রতি স্বেচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ব্যতীত অন্যবিধ যে কোন ক্ষতি সাধনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

১০২ ধারায় বলা হইয়াছে যে দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকিলেও উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে উদ্যোগ বা ভীতি হইতে দেহ

বিপন্নকারী যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আতঙ্ক অব্যাহত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত অধিকার অব্যাহত থাকিবে।

১০৩ ধারায় বলা হইয়াছে যে, সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ৯৯ ধারায় উল্লেখিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধকারীর মৃত্যু বা তৎপ্রতি অন্য কোন গতি সাধনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে যদি যে অপরাধ অনুষ্ঠান বা যে অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগের দরুন উক্ত অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, সেই অপরাধ অতঃপর উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের যে কোন একটি অপরাধরূপে গণ্য হয়। যথা ঃ

প্রথমতঃ দস্যুতা ;

দ্বিতীয়তঃ রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি ;

তৃতীয়তঃ বাসগৃহ বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয় এমনতর ইমারত। বা জাহাজে অগ্নিকার্যের সাহায্যে অনুষ্ঠিত ক্ষতি ;

চতুর্থতঃ এইরূপ অবস্থায় চুরি, ক্ষতি বা অনধিকার গৃহ প্রবেশ যাহা যুক্তিযুক্ত ভাবে এইরূপ ভয়ের সৃষ্টি করিতে পারে যে অনুরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করা না হইলে, মৃত্যু বা গুরুতর জখমই হইবে উহার পরিণতি।

১০৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে অপরাধের অনুষ্ঠান বা যে অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগের দরুন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজন হইয়া পড়ে সেই অপরাধ পূর্ববর্তী শেষ ধারায় উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের অন্যতম না হইয়া চুরি, ক্ষতি বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ হইলে, উক্ত অধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটনার প্রতি প্রযোজ্য হইবে না, তবে ৯৯ ধারায় উল্লেখিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়কারীর মৃত্যু ব্যতীত অন্য যে কোন ক্ষতি সাধনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

১০৫ ধারায় বলা হইয়াছে যে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার সম্পত্তি বিপন্নকারী যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়।

চুরির বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার উক্ত সম্পত্তি সহকারে অপরাধকারীর পলায়ন না করা বা সহকারী কর্তৃপক্ষসমূহের সাহায্য লাভ না করা বা উক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার না করা অবধি অব্যাহত থাকিবে।

দস্যুতার বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার অপরাধকারী কর্তৃক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান বা আঘাত প্রদান বা অবৈধ অবরোধ করা বা উহার উদ্যোগ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত অথবা তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা ক্ষতির বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার অপরাধকারী কর্তৃক অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা অনিষ্ট সাধন কার্য অব্যাহত রাখা পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরির বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার অনুরূপ সিঁধেল চুরির সাহায্য যে অনধিকার গৃহ প্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে সেই অনধিকার গৃহ প্রবেশ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

১০৬ ধারায় বলা হইয়াছে যে, যুক্তিযুক্তভাবে মরণভীতি সৃষ্টি করে এইরূপ আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগের বেলায় প্রতিরক্ষক যদি এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যে, কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিসাধনের ঝুঁকি না লইয়া তিনি অনুরূপ অধিকার কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে উক্ত ঝুঁকি নেওয়ার প্রতিও তাহার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রযোজ্য হইবে।[১৫৭]

ইংল্যাণ্ডে প্রতিরক্ষা অধিকারের সহিত বাংলাদেশের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের সাদৃশ্য থাকিলেও ইংল্যাণ্ডের নজীর বাংলাদেশে ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রতিরক্ষার বিধান দণ্ডবিধিতে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে বিধৃত। ইহার বাহিরে প্রতিরক্ষার অধিকার বিস্তৃত নহে। সুতরাং এই অধিকারের বিস্তার এবং পরিধি এই বিধান-সমূহের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে।[১৫৮]

অধিকারের প্রারম্ভ

যে কাজ আরম্ভ হয় নাই তাহার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার নাই। যতক্ষণ না পর্যন্ত শরীরের বা সম্পত্তির উপর আক্রমণ বা আঘাত বা ক্ষতি আসন্ন হইয়া উঠে এবং সেই আসন্নতা একেবারে প্রকাশ্য কার্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই অধিকার জন্মে না।[১৫৯] আঘাত করা হইলেই প্রতিরক্ষার অধিকার জন্মে।[১৬০] আঘাত আসন্ন হইলেও এই অধিকার জন্মে। কিন্তু তাই বলিয়া যে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই হুঙ্কার দিতেছে এবং লাঠি ঘুরাইতেছে কিন্তু কাহাকেও মারিতেছে না সেক্ষেত্রে প্রতিক্ষার অধিকারের উদ্ভব হয় না।[১৬১]

সম্পত্তির অধিকার

যখন উভয় পক্ষই তাহাদের স্বত্ব এবং দখল প্রতিষ্ঠার জন্য দাঙ্গায় নামিয়া পড়ে তখন প্রতিরক্ষার প্রশ্ন উঠে না।[১৬২] অথবা আসামী নিজেই যেখানে আক্রমণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া মারামারি শুরু করে সেখানে তাহার প্রতিরক্ষার অধিকারের দাবী গ্রাহ্য হইতে পারে না।[১৬৩]

মূল ধারার অনুবাদ

শরীর ও সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার

৯৭। ৯৯ ধারায় বিধৃত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, প্রত্যেক ব্যক্তির—

প্রথমতঃ মনুষ্যদেহ ক্ষুণ্ণকারী যে কোন অপরাধের বিরুদ্ধে তাহার ন্যায় দেহ ও অন্য যে কোন ব্যক্তির দেহের ;

দ্বিতীয়তঃ চুরি, দস্যুতা, অনিষ্ট বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের সত্তাধীন অপরাধ বা চুরি, দস্যুতা, অনিষ্ট বা অপরাধমূলক অধিকার প্রবেশের উদ্যোগের বিরুদ্ধে স্বীয় বা অপর কোন ব্যক্তির অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তির প্রতিরক্ষা অধিকার থাকিবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় প্রতিরক্ষার অধিকারের পরিসর বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রতিরক্ষার অধিকার কোন্ ক্ষেত্রে কতটুকু প্রযোজ্য তাহা এই ধারায় বলা হইয়াছে। ৯৯ ধারায় প্রতিরক্ষার সীমা বর্ণনা করা হইয়াছে। শরীরকে আঘাত করিয়া যে অপরাধ হয় তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার আছে। প্রত্যেকের অধিকার আছে শরীর জখম করিবার, নিজের এবং অপরের। সম্পত্তি যেক্ষেত্রে চুরি, দস্যুতা, ক্ষতি বা অনধিকার প্রবেশের সম্মুখীন হয় সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার অধিকার জন্মে। পরের সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধের বিরুদ্ধেও প্রতিরক্ষার অধিকার আছে।

শরীর সম্পর্কে প্রতিরক্ষার অধিকার

দণ্ডবিধি আইনের ২৯৯ হইতে ৩৭৭ ধারায় যে অপরাধের বর্ণনা আছে, শরীর সম্পর্কে সেই সমস্ত অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার বর্তমান।[১৬৪] যে মুহূর্তে এই অপরাধ শুরু হয় সেই মুহূর্ত হইতে যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা স্থায়ী হয় ততক্ষণ এই অধিকার বর্তমান থাকে। শুরু বলিতে এমন অবস্থা বুঝা যায় যাহাতে আক্রমণের উদ্যোগ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধের আলামত প্রকাশ্যভাবে সমীপবর্তী না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিরক্ষার অধিকার উদ্ভব হয় না। অপরাধের বিরুদ্ধেই প্রতিরক্ষা মিলে, অন্যথায় নয়।

সম্পত্তি সম্পর্কে প্রতিরক্ষার অধিকার

ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রত্যেকের আছে। প্রত্যেকে তাহার নিজের সম্পত্তি বা অপরের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে। কোন জমিতে যে ব্যক্তি বরাবর দখল

করিয়া আসিতেছেন, সেই ব্যক্তি তাহার দখল রক্ষা করিতে অধিকারী। প্রয়োজনমত তিনি বল প্রয়োগ করিতে পারেন।[১৬৫] যিনি জমি দখল করিতেছেন তিনি উহা কি প্রকারে দখল করিতেছেন সে প্রশ্ন একেবারে অবান্তর।[১৬৬] যে ব্যক্তির জমির উপর দখল নাই তাহার দখলের জন্য প্রতিরক্ষার অধিকারও নাই।[১৬৭] ফৌজদারী আইন লোকের স্বত্ব রক্ষা করিবার দায়িত্ব সাধারণভাবে বহন করে না। ফৌজদারী আইনের কাজ হইতেছে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। আর শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে দখলকারীর দখল বজায় রাখিতে হয়। যিনি দখলে আছেন তিনি দখল বজায় রাখিবার জন্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লোক সংগ্রহ করিলে তাহা দাঙ্গা হয় না।[১৬৮]

অপরের দেহ রক্ষার অধিকার

বর্তমান ধারা শুধু নিজের দেহ নয় অপরের দেহ রক্ষা করিবার অধিকার দিয়াছে।[১৬৯] সুতরাং কোন দুর্বলা নারীকে আক্রান্ত হইতে দেখিলে তাহার রক্ষার জন্য প্রতিঘাত করা আইনসঙ্গত।[১৭০] ভাইকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া যদি অন্য ভাই আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাত করে তবে তিনি কোন অন্যায় করেন না।[১৭১] জোর করিয়া কোন নারীকে লইয়া যাইবার কালে তাহার আত্মীয়-স্বজনগণ ধর্ষিতাকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্ষণকারীদের আঘাত করিতে পারেন।[১৭২]

মূল ধারার অনুবাদ

অপ্রকৃতিস্থ ইত্যাদি ব্যক্তির কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার

৯৮। যে ক্ষেত্রে কোন কার্য যাহা প্রকারান্তরে একটি বিশেষ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত তাহা উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির তারুণ্য, অপরিণত বিবেক, অপ্রকৃতিস্থতা বা প্রমত্ততার দরুন অনুরূপ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যটি অনুরূপ অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়ার বেলায় উক্ত কার্যের বিরুদ্ধে যদরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকিত তদরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকিবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) খ উন্মত্ততার প্রভাবে ক-কে হত্যা করিবার উদ্যোগ করে; খ কোন অপরাধে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে না; কিন্তু খ প্রকৃতিস্থ থাকিলে ক-র যদরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকিত তদরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকিবে।

(খ) ক রাত্রি বেলায় এইরূপ একটি গৃহে প্রবেশ করে যে গৃহে প্রবেশ করিবার জন্যে তাহার আইনানুগ অধিকার রহিয়াছে। খ সদ্‌বিশ্বাসে ক-কে সিঁধেল চোর মনে করিয়া ক-কে আক্রমণ করে। এই ক্ষেত্রে খ এই ভুল ধারণার অধীনে কার্য না করিয়া থাকিলে খ-র বিরুদ্ধে ক-র যদরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকিত ক-র তদ্রূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার রহিয়াছে।

বিশ্লেষণ

যে কাজ সাধারণভাবে অপরাধমূলক ক্ষতি সাধন করে, সে কাজের বিরুদ্ধে সর্বদাই প্রতিরক্ষার অধিকার পাওয়া যায়। যাহারা ঐ কাজ করেন তাহারা বিশেষ অক্ষমতার কারণে অপরাধী না হইতে পারেন, কিন্তু সেই কারণে তাহাদের কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায় না। যে শিশুর বয়স ছয় বৎসর সেও ঘরে আগুন লাগাইয়া দিতে পারে। ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবার জন্য তাহার কোন অপরাধ হয় না কারণ তাহার বয়স সাত বৎসরের নিম্নে। যেহেতু তাহার কাজ সম্পত্তির বিরুদ্ধে ক্ষতিজনক অপরাধ তাই তাহার কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। শিশুটিকে পিটাইয়া ভাগাইয়া দেওয়া অন্যায় নহে। অত্যধিক মদ খাইয়া কেহ যদি মারিতে আসে তবে প্রমত্ততার অজুহাতে আঘাতকারীর দায়মুক্তি হইতে পারে বটে কিন্তু তাই বলিয়া তাহার আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত বে-আইনী হয় না।

প্রতিরক্ষার অধিকারে এই কারণে আইন মানুষকে দিয়াছে যে, তাহারা তাহাদের শরীর ও সম্পত্তি নিজেরাই রক্ষা করিবে। সুতরাং কোন মানুষের উপর বা তাহার সম্পত্তির উপর যখন আক্রমণ আসে তখন প্রত্যাঘাতের জন্য তাহারা নামিয়া আসিবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। আঘাতকারী উন্মাদ হইতে পারে, নেশাগ্রস্ত হইতে পারে, তরুণ হইতে পারে, মূক হইতে পারে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

যে কাজ অপরাধজনক, সদ্‌বিশ্বাসে অসাধু অভিপ্রায় মনে না রাখিয়া সরলভাবে সে কাজ যদি কেহ করে তবে এই সততাপূর্ণ ভ্রান্তির কারণে এই কাজ করিরা তিনি অপরাধী হন না। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ কাজ দ্বারা যাহার ক্ষতি হয় বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, তিনি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

মূল ধারার অনুবাদ

যে সব কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার নাই

৯৯। পদাধিকার বলে সদবিশ্বাসে সম্পাদনকারী কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত, বা সম্পাদনের জন্য উদ্যোগকৃত কোন কার্য যাহা, আইনের দৃষ্টিতে

যথাযথরূপে যুক্তিযুক্ত না হইলেও, যুক্তিসঙ্গতভাবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি না করে তাহার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকিবে না।

পদাধিকার বলে সদবিশ্বাসে সম্পাদনকারী কোন সরকারী কর্মচারীর নির্দেশক্রমে সম্পাদিত বা সম্পাদনের জন্য উদ্যোগকৃত কোন কার্য যাহা উক্ত নির্দেশ আইনের দৃষ্টিতে যথার্থরূপে যুক্তিযুক্ত না হইলেও যুক্তিসঙ্গতভাবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি করে তাহার কোন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকিবে না।

যে সব ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের আশ্রয় লাভের সময় থাকে, সেই সব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকিবে না।

অধিকার প্রয়োগের সীমা

কোন অবস্থাতেই প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতির প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা ১ঃ কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তদীয় পদমর্যাদায় কৃত বা করার জন্য উদ্যোগকৃত কোন কার্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি অনুরূপ সরকারী কর্মচারী বলিয়া তাহার জানা না থাকিলে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

ব্যাখ্যা ২ঃ কোন সরকারী কর্মচারীর নির্দেশে কৃত বা করার জন্য উদ্যোগকৃত কোন কার্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, যদি না সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ অনুযায়ী কার্য করিতেছে বা যদি না অনুরূপ ব্যক্তি যে কর্তৃত্ব বলে উক্ত কার্য অনুষ্ঠান করে তাহা প্রকাশ করে, অথবা তাহার নিকট লিখিত কর্তৃত্ব থাকার বেলায় যদি না সে অনুরূপ কর্তৃত্ব চাহিবা মাত্র পেশ করে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের সীমা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সীমা নিম্নরূপ।

(ক) সরকারী কর্মচারীগণ সরকারী কর্মচারীরূপে আইন বহির্ভূত যে কাজ করেন তাহা যদি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি না করে তবে সেই কাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই।

(খ) সরকারী কর্মচারীর হুকুমে আইন বহির্ভূত কোন কাজ সম্পন্ন হইলে তাহা যদি মৃত্যু বা গুরুতর জখমের আশঙ্কা সৃষ্টি না করে, তবে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারে থাকে না।

(গ) সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আশ্রয় লওয়ার সময় থাকিলে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে না।

(ঘ) ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যতটুকু আঘাত বা ক্ষতি করা প্রয়োজন তাহার বেশী করা অবৈধ।

(ঙ) সরকারী কর্মচারীর কাজের বা তাহার নির্দেশ বলে অন্যের কৃত কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার তখন নষ্ট নয়, যখন প্রতিরক্ষার দাবীদার ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীর পরিচয় জানিতে পারেন।

সরকারী কর্মচারীর কাজ

সরকারী কর্মচারীগণ ভুল করিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার পাওয়া যায় না। তবে সে ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর কাজ হইতে হইবে:

(ক) সদ্‌বিশ্বাস প্রণোদিত, এবং

(খ) পদাধিকার বলে, যদিও

(গ) উক্ত কাজ সম্পূর্ণভাবে আইনানুগ না হয়।

সরকারী কর্মচারী সদ্‌বিশ্বাসে কোন কাজ করিলে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার পাওয়া যায় না। সদ্‌বিশ্বাস বলিতে যথাযথ মনোযোগ এবং সতর্কতা বুঝায়। সরকারী কর্মচারী যদি সতর্ক এবং সাবধান হন তবে ধরিয়া লইতে হয় যে তিনি তাহার অধিকারের সীমা জানেন না। সীমা অতিক্রম করিলে তাহার কাজকে সাধারণভাবে সদ্‌বিশ্বাস প্রণোদিত বলা যায় না। এমতাবস্থায় সরকারী কর্মচারীর কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার পাওয়া যায়।[১৭৩]

সরকারী কর্মচারী যখন এমন কাজ করেন যাহা তাহার এখ্‌তিয়ারের সম্পূর্ণ বাহিরে তখন তাহার কাজকে সদ্‌বিশ্বাসমূলক বলা যায় না। এখ্‌তিয়ারের অভাব এবং এখ্‌তিয়ারের ভুল প্রয়োগ এক জিনিস নয়। এখ্‌তিয়ারের ভুল প্রয়োগ হইলে সরকারী কর্মচারী এই ধারার নিরাপত্তা পান, এখ্‌তিয়ারের অভাব হইলে পান না।[১৭৪] যে কাজ একেবারেই অন্যায় এ যাহা আসলেই বেআইনী, তাহা করিলে সরকারী কর্মচারী প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পান না।[১৭৫]

সরকারী কর্তৃপক্ষের আশ্রয়

যখন কোন ব্যক্তি নিজে বা তাহার সম্পত্তি বিপদগ্রস্ত হয় এবং সেই সময় কর্তৃপক্ষের সাহায্য সহজে লাভ করার সম্ভাবনা থাকে না, তখন ঐ ব্যক্তি নিজেই নিজেকে বা তাহার সম্পত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী।[১৭৬] বাড়ীতে চোর আসিলে চোরকে ঘরে রাখিয়া থানায় দৌড়াইবার বিধান আইনে দেয় নাই। চোরের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই বিধেয়।[১৭৭] কোন দুষ্কৃতিকারী যখন কোন ব্যক্তির গাছ উপড়াইয়া ফেলিতেছে তখন দুষ্কৃতিকারীকে জমিতে রাখিয়া ঐ ব্যক্তি যদি থানায় দৌড়াইয়া যায় এবং থানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিবেন যে তাহার ক্ষেতে গাছও নাই, দুষ্কৃতিকারীও নাই, এমতাবস্থায় থানায় না গিয়া তিনি নিজেই অস্ত্র তুলিয়া নিতে পারেন এবং দুষ্কৃতিকারীর উপর মৃত্যু ব্যতীত কোন আঘাত হানিতে পারেন।[১৭৮]

বর্তমান ধারার সহিত ১০৫ ধারা মিলাইয়া পড়িতে হয়। তবেই এই সম্পর্কে বিধান পরিষ্কার বুঝা যায়। রাষ্ট্র দেশের জনসাধারণের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি এই কার্যেই নিয়োজিত। সুতরাং তাহারা সুলভ হইলে প্রতিরক্ষার অধিকারে প্রয়োগ করা যায় না।

অধিকার প্রয়োগের সীমা

প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ আঘাত আক্রমণকারীর উপর হানা যায়, তাহার অধিক নয়। এই পরিমাণ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। চুরি করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা রমণীকে হত্যা করা প্রতিরক্ষার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করার শামিল।[১৭৯]

মূল ধারার অনুবাদ

যে ক্ষেত্রে দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার মৃত্যু ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়

১০০। দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার, পূর্ববর্তী শেষ ধারায় উল্লেখিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষ আক্রমণকারীর ইচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটান বা তাহার অন্য কোন ক্ষতির প্রতি প্রযোজ্য হইবে, যদি যে অপরাধের দরুন উক্ত অধিকার প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া পড়ে সেই অপরাধ অতঃপর উল্লেখিত যে কোন বর্ণনাধীন হয়, যথা :

প্রথমতঃ এইরূপ আক্রমণ যাহা এমনতর যুক্তিসঙ্গত আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে প্রকারান্তরে মৃত্যুই হইবে অনুরূপ আক্রমণের পরিণতি ;

দ্বিতীয়ত ঃ এইরূপ আক্রমণ যাহা এমনতর যুক্তিসঙ্গত আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে প্রকারান্তরে গুরুতর আঘাতই হইবে অনুরূপ আক্রমণের পরিণতি ;

তৃতীয়ত ঃ ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ :

চতুর্থত ঃ অপ্রাকৃত কামলালসা চারিতার্থকরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ ;

পঞ্চমত ঃ ছেলে ধরা বা নারী হরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ ;

ষষ্ঠত ঃ এইরূপ পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ যে পরিস্থিতির দরুন এইরূপ আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে যে, আশ্রয় তাহার মুক্তির জন্য সে সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের নিতে অসমর্থ হইবে।

বিশ্লেষণ

মানুষের দেহের উপর আক্রমণ হইলে নিম্নবর্ণিত ছয়টি ক্ষেত্রে নরহত্যা বৈধ ঃ

(ক) দেহের উপর আক্রমণ যদি এমন প্রকৃতির হয় যে আক্রান্ত ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে তাহার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী।

(খ) আক্রমণ যদি এমন আশঙ্কা সৃষ্টি করে যে আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করিতে থাকেন যে তিনি গুরুতর আঘাত পাইবেন।

(গ) ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ।

(ঘ) অপ্রাকৃতিক কামলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য আক্রমণ।

(ঙ) ছেলেধরা বা নারী হরণের জন্য আক্রমণ।

(চ) কর্তৃপক্ষের নিকট আশ্রয় লইতে বাধা সৃষ্টি করিয়া অবৈধভাবে আটক করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ।

উপরোক্ত ছয়টি ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন এবং উহা করিতে গিয়া আক্রমণকারীকে হত্যা পর্যন্ত করিতে পারেন। তবে এই অধিকার ৯৯ ধারার সীমা সাপেক্ষ।

কোন ব্যক্তির জীবন নাশ করা সহজ ব্যাপার নয় তবু প্রয়োজন হইলে ইহা করা বাঞ্ছনীয়। তবে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে নরহত্যা করার যৌক্তিকতা নিম্নবর্ণিত চারিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়।

(ক) দৈহিক প্রতিরক্ষা করিতে যাইয়া যিনি নরহত্যা করিয়াছেন, তিনি যদি নিজেই কলহের সূত্রপাত না করিয়া থাকেন তবে তাহার এই কাজ বৈধ হইবে। আক্রমণ আমন্ত্রণ করিয়া কেহ যদি আক্রমণকারীকে হত্যা করেন তবে তাহার কাজ আইনসিদ্ধ বলা যায় না।

(খ) দেহের উপর আঘাত এমন গুরুতর হওয়া প্রয়োজন যে হয় মৃত্যু না হয় মারাত্মক জখম অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মনে হয়, এইরূপ হইলে প্রত্যাঘাত করিয়া আক্রমণকারীকে রোধ করা বৈধ।

(গ) আঘাত হইতে নিরাপদ হইবার উপায় বা পথ না থাকিলে বা যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান না হইলে আক্রমণকারীর উপর প্রত্যাঘাত হানিয়া তাহার জীবন নাশ করা যাইতে পারে।

(ঘ) জীবন রক্ষার প্রয়োজনে জীবন নাশ করা বৈধ।[১৮০]

যুক্তিসম্মত আতঙ্ক

যখন আক্রমণের পরিণতি সম্পর্কে এমন যুক্তিসম্মত আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, আক্রমণের দ্বারা মৃত্যু বা মারাত্মক জখম ঘটিবে তখন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার হত্যা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। যুক্তিসম্মত আতঙ্কের কোন সংজ্ঞা নাই। ইহা সাধারণতঃ তথ্যের উপর নির্ভরশীল। তবে নিম্নবর্ণিত উপাদান বিবেচনা করিয়া আতঙ্কের যুক্তিযুক্ততা নির্ধারণ করা হয়ঃ

(ক) আক্রমণ যদি এমন মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা করা হয় যে তাহার আঘাত মারাত্মক জখম কিংবা মৃত্যু না ঘটাইয়া পারে না তবে সেই প্রকার অস্ত্রের মাধ্যমে আক্রমণের ক্ষেত্রে আতঙ্ককে যুক্তিসম্মত বলা যায়।

(খ) শুধু অস্ত্রের প্রকৃতি নয়, অস্ত্র ব্যবহারের ধারা হইতে আক্রমণের পরিণতি বুঝিতে পারা যায়।

(গ) আক্রমণের উদ্দেশ্য এবং পরিস্থিতি দ্বারাও আতঙ্কের যুক্তিযুক্ততা নিষ্পন্ন হয়।

(ঘ) উদ্যত আঘাতে সম্ভাব্য এবং স্বাভাবিক পরিণতি দ্বারাও আতঙ্কের যুক্তিযুক্ততা বুঝায়।[১৮১] সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি যথার্থভাবে এমন আতঙ্কিত হয় যে, তাহার প্রতিপক্ষ তাহাকে আঘাত করিয়া মারাত্মক জখম করিতে উদ্যত হইতেছে, তখন প্রকৃতপক্ষে আঘাত শরীরে পতিত হইবার পূর্বে তিনি প্রতিপক্ষকে হত্যা পর্যন্ত করিবার জন্য আঘাত করিতে পারেন। একবার আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষ শেষ না হইলে তিনি যদি মনে করেন যে প্রতিপক্ষ তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না, তবে তিনি তাহাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করিতে পারেন।[১৮২]

আতঙ্কের যুক্তিযুক্ততা নির্ধারণ করিতে হইলে যে ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছেন বা আক্রান্ত হইতে যাইতেছেন, তাহার অবস্থায় নিজেকে নিক্ষেপ করিতে হয়। এইরূপভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত পরিস্থিতি ওজন করিয়া দেখিতে হয়। এইভাবেই আতঙ্কের যুক্তিযুক্ততা নির্ণয় করা যায়।[১৮৩] যাদু করিয়া, তাবিজ দিয়া, বাণ মারিয়া মারিয়া ফেলিবে এমন আশঙ্কাকে যুক্তিযুক্ত বলা যায় না।[১৮৪]

প্রতিরক্ষার অধিকারের সীমা

ইহা সত্য যে প্রতিরক্ষার অধিকারের সীমা আছে। যতখানি প্রয়োজন তাহার অধিক আঘাত করা। প্রতিরক্ষার অধিকারের আওতায় আসে না। প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিবার নামে হিংসাত্মকভাবে হিংসাশ্রয়ী বা প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া উঠা বৈধ নয়।[১৮৫] প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিতে যাইয়া আঘাত করিবার সময় মানুষ বিপদের আশঙ্কায় কাজ করে; সেই উত্তেজনাকর মূহুর্তে তিনি তাহার আঘাতের পরিমাণ ওজন করিতে পারেন না। তিনি আঘাতের পর আঘাত হানিতে পারেন। এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি বিপদমুক্ত হন, ততক্ষণ তিনি তাহার আঘাত অব্যাহত রাখিতে পারেন। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ মারাত্মক বিপদের মোকাবেলায় প্রত্যাঘাতের পরিমাণ ঠিক রাখিতে পারিবেন, ইহা আশা করা যায় না। সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া প্রত্যাঘাতের যুক্তিযুক্ততা নির্ণয় করিতে হয়।[১৮৬]

বলাৎকার

কোন নারীর বা বালিকার প্রতি বলাৎকারের উদ্দেশ্যে আক্রমণ হইলে প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগে সেই ব্যক্তিকে হত্যা পর্যন্ত করা যায়।[১৮৭] কোন ব্যক্তি যখন এক জন মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করিতেছিল তখন মহিলার মাতা এবং ভগ্নি তাহাকে হত্যা করে। এই হত্যা বৈধ বলিয়া গণ্য হয়।[১৮৮]

পুরুষ মৈথুন

পুরুষ মৈথুনের আশঙ্কা দেখা দিলে এবং সেই আশঙ্কা যথার্থ হইলে দুষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ।[১৮৯]

নারী হরণ প্রভৃতি

কোন ব্যক্তিকে অপহরণ করিবার জন্য যে আক্রমণ তাহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকার নরহত্যা পর্যন্ত প্রসারিত। স্ত্রীকে জোর করিয়া ধরিয়া লইবার জন্য স্বামী তাহার উপর আক্রমণ চালাইলে স্ত্রী তাহাকে ছুরি মারিয়া হত্যা করে। এই হত্যাকে আদালত সীমা লঙ্ঘন গণ্য করেন নাই।[১৯০]

অবৈধ আটক

অবৈধ গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার পাওয়া যায়। কিন্তু আসামী যদি জানেন যে, পুলিশ তাহাকে চাহিতেছেন এবং কোন ব্যক্তি তাহাকে পুলিশের নিকট যাইবার জন্য গ্রেপ্তার করে তবে তাহার প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে না।[১১১]

মূল ধারার অনুবাদ

যে ক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য যে কোন ক্ষতির প্রতি প্রযোজ্য হয়

১০১। যদি অপরাধটি পূর্ববর্তী শেষ ধারার বর্ণনাসমূহে অন্যতম না হয় তাহা হইলে ব্যক্তিগত দৈহিক প্রতিরক্ষা অধিকার স্বেচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণকারীর মৃত্যু সংঘটনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু ৯৯ ধারায় উল্লেখিত ব্যতিক্রমসমূহ সাপেক্ষে, আক্রমণকারীর প্রতি স্বেচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ব্যতীত অন্যবিধ যে কোন ক্ষতি সাধনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

মৃত্যু ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকার আঘাত হানিবার অধিকার কোন্ ক্ষেত্রে উদ্ভব হয়, তাহা এই ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। যে আক্রমণ মৃত্যুর বা মারাত্মক জখমের আতঙ্ক সৃষ্টি করে বা যে আক্রমণের উদ্দেশ্য ধর্ষণ বা পুং মৈথুন বা অপহরণ বা নারী হরণ বা অবৈধ আটক, সে আক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নরহত্যা পর্যন্ত বিস্তৃত। এইরূপ আক্রমণ হইলে বা আক্রমণের আশঙ্কা হইলে আক্রমণকারীকে হত্যা করা যায়। কিন্তু এইসব ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে হত্যা করা যায় না বটে কিন্তু অন্য প্রকার আঘাত করা যায়। অবশ্য সেই আঘাত করিবার সময় ৯৯ ধারায় বর্ণিত সীমার মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

মূল ধারার অনুবাদ

দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকারের আরম্ভ ও স্থিতিকাল

১০২। দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার, কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকিলেও উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে উদ্যোগ বা ভীতি হইতে দেহ বিপন্নকারী যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আতঙ্ক অব্যাহত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত অধিকার অব্যাহত থাকিবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার কোন্ সময় শুরু হয় এবং কোন্ সময় শেষ হয় তাহা বলা হইয়াছে। দেহের উপর আক্রমণের উদ্যোগ বা ভীতি দৃষ্ট হইলে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার শুরু হয়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আতঙ্ক না কাটিয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ অধিকার রহিয়া যায়।

প্রতিরক্ষার অধিকারের প্রারম্ভ

বিপদ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত আতঙ্ক কমিবার সাথে সাথে প্রতিরক্ষার অধিকার জন্মে। তবে আতঙ্ক যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। এই আতঙ্ক কুসংস্কারমূলক হইলে চলিবে না; ইহা বাস্তবভিত্তিক হওয়া আবশ্যক। যে আক্রমণের উদ্যোগ বা আস্ফালন বাস্তবতায় রূপ পরিগ্রহণ করিবার সম্ভাবনা রাখে না তাহা যথার্থ আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে না।

ভীতি প্রদর্শন

যে ভীতি প্রদর্শন একেবারে ফাঁকা আওয়াজ তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আতঙ্ক পোষণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। যে ভীতি প্রদর্শন এমন ব্যক্তির নিকট হইতে আসে যিনি উহা কার্যকরী করিতে অপারগ সে ভীতি প্রদর্শন ও প্রতিরোধের অধিকার দেয় না। এই অধিকার প্রতিরক্ষামূলক, নিবারণমূলক বা প্রতিরোধমূলক নয়।

প্রতিরক্ষার অধিকারের স্থিতিকাল

যতক্ষণ পর্যন্ত বিপদের আতঙ্ক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অধিকারও থাকে। কিন্তু সব মিটিয়া যাইবার পর আর এই অধিকার থাকে না। দাঙ্গা শেষ হইয়া যাইবার পর দাঙ্গাকারীদের পশ্চাতে ছুটিয়া তাহাদিগকে আঘাত করা প্রতিশোধমূলক নয়।[১৯২] আক্রমণকারীগণ যখন পলাইতে শুরু করিয়াছেন তখন তাহাদের পিছু ধাওয়া করিয়া হত্যা করা বৈধ নয়; উহা নরহত্যা।[১৯৩] কোন ব্যক্তি যদি লাঠি লইয়া অপর এক ব্যক্তিকে মারিতে আসে তখন আক্রান্ত ব্যক্তি ঐ আক্রমণকারীকে অক্ষম করিয়া ফেলা পর্যন্ত আঘাত চালাইতে পারে।[১৯৪] কিন্তু আক্রমণকারীর ভূপতন ঘটিবার পর তাহাকে আঘাত করা প্রতিরক্ষার অজুহাতে টেকে না।[১৯৫] অনুরূপভাবে আক্রমণকারীর হস্ত হইতে তাহার অস্ত্র ছুটিয়া গেলে এবং আক্রমণকারী আঘাত হানিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহাকে প্রত্যাঘাত করা বৈধ নহে।[১৯৬] মাথায় আঘাত করিয়া আক্রমণকারীকে সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলিবার পর পুনরায় তাহাকে আঘাত করা বৈধ নহে। কারণ তখন আক্রমণকারী তাহার আক্রমণ করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে।[১৯৭]

বলা বাহুল্য কোন্ সময় আতঙ্ক শুরু হয়, এবং কোন্ সময় তাহা শেষ হয় তাহা কোন অপরিবর্তনীয় সনাতন সূত্র দ্বারা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া যায় না। ইহা পরিস্থিতি এবং অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্ধারণ করিতে হয়। উত্তেজনাকর মুহূর্তে মানুষ সোনার নিক্তি লইয়া অবস্থা ওজন করিতে বসে না; উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ঐরূপ ওজন সম্ভবও নহে।

মূল ধারার অনুবাদ

যে ক্ষেত্রে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়

১০৩। সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার ৯৯ ধারায় উল্লেখিত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধকারীর মৃত্যু বা তৎপ্রতি অন্য কোন ক্ষতি সাধনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে, যদি যে অপরাধ অনুষ্ঠান বা যে অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগের দরুন উক্ত অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে সেই অপরাধ অতঃপর উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের যে কোন একটি অপরাধরূপে গণ্য হয়; যথা:

প্রথমতঃ দস্যুতা,

দ্বিতীয়তঃ রাত্রি বেলায় সিঁধেল চুরি,

তৃতীয়তঃ বাসগৃহ বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয় এমনতর ইমারত, তাবু বা জাহাজে অগ্নিকার্যের সাহায্যে অনুষ্ঠিত ক্ষতি,

চতুর্থতঃ এইরূপ অবস্থায় চুরি, ক্ষতি, বা অনধিকার গৃহপ্রবেশ, যাহা যুক্তিযুক্তভাবে এইরূপ ভয়ের সৃষ্টি করিতে পারে যে অনুরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করা না হইলে মৃত্যু বা গুরুতর জখমই হইবে উহার পরিণতি।

বিশ্লেষণ

সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের সর্বোত্তম বিস্তৃতির বিধান এই ধারায় বিধৃত হইয়াছে। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিতে গিয়া মৃত্যু বা অন্য কোন ক্ষতি ঘটানো বৈধ হইবে:

(ক) দস্যুতা সর্বদাই সহিংস। এই হিংসাকে হিংসা দিয়া মোকাবেলা করা বৈধ। এই মোকাবেলায় যদি কাহারো মৃত্যু ঘটে তবে তাহা প্রতিরক্ষার অধিকারের মধ্যে পড়ে।[১৯৮] অনেক লোক মিলিয়া শস্য কাটিয়া লইবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ শুরু করিলে তাহাদের একজনকে বাঁশ দিয়া আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। ইহা সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার মধ্যে পড়ে।[১৯৯]

(খ) রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি করিবার সময় তাহাকে অস্ত্র দ্বারা বিধিয়া ফেলিলে তাহা অবৈধ নয়।[২০০]

(গ) ঘরে আগুন দিবার উদ্যোগ লইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

(ঘ) চুরি বা অনধিকার গৃহে প্রবেশ যদি এমনভাবে হয় যে তাহা বাধা না দিলে মৃত্যু বা গুরুতর জখমের আশঙ্কা থাকে সে ক্ষেত্রে নরহত্যা পর্যন্ত প্রতিরক্ষার অধিকার বিস্তৃত হয়।

ব্যাখ্যা: ৯৭ ধারায় বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রহিয়াছে তাহার বা অন্যের সম্পত্তি রক্ষা করিবার। চুরি, দস্যুতা, ক্ষতি, অনধিকার প্রবেশ বা ঐ প্রকার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার সকলের আছে। বর্তমান ধারা প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিতে গিয়া হত্যা করিবার অধিকার পর্যন্ত যে যে ক্ষেত্রে আইন দিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছে। অবশ্য এই অধিকার ৯৯ ধারার সীমা সাপেক্ষ। বর্তমান ধারাকে ৯৯ ধারা নিয়ন্ত্রণ করে।

মূল ধারার অনুবাদ

যে ক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতি সাধনের প্রতি প্রযোজ্য হয়

১০৪। যে অপরাধের অনুষ্ঠান বা যে অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগের দরুন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ প্রয়োজন হইয়া পড়ে, সেই অপরাধ পূর্ববর্তী শেষ ধারায় উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের অন্যতম না হইয়া চুরি, ক্ষতি বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ হইলে উক্ত অধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটানোর প্রতি প্রযোজ্য হইবে না, তবে ৯৯ ধারায় উল্লেখিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়কারীর মৃত্যু ব্যতীত অন্য যে কোন ক্ষতি সাধনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মৃত্যু ব্যতীত অন্য যে কোন ক্ষতি সাধন করিবার অধিকারের কথা বর্ণন করা হইয়াছে। ১০৩ ধারায় বলা হইয়াছে যে, সম্পত্তির প্রতিরক্ষার অধিকার আক্রমণকারীকে হত্যা করা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে। কি অবস্থায় সম্পত্তির প্রতিরক্ষার অধিকার নরহত্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে, তাহাও ১০৩ ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ ধারায় বলা হইয়াছে যে চৌর্য, অনিষ্ট অনধিকারমূলক গৃহপ্রবেশ যদি এমন অবস্থায় করা হয় যে, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে মৃত্যু বা মারাত্মক জখম অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, সে ক্ষেত্রে সম্পত্তির প্রতিরক্ষার অধিকার নরহত্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। বর্তমান ধারায় সেই অবস্থার চৌর্য, অনিষ্ট এবং অনধিকার গৃহপ্রবেশের কথা বলা হইয়াছে যে অবস্থায় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নয়, এমতাবস্থায় সম্পত্তির প্রতিরক্ষার অধিকার নরহত্যা ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। চৌর্য, অনিষ্ট এবং অনধিকার গৃহপ্রবেশের সময় দুষ্কৃতিকারীগণ যদি হত্যার বা মারাত্মক জখমের আতঙ্ক সৃষ্টি না করে তবে তাহাদিগকে হত্যা করা যায় না, আঘাত করা যায় মাত্র।

যদি কেহ আপনার জমিতে আপনার লাগানো ধানের ক্ষেতে লাঙ্গল দিতে আসে আপনি তাহাকে খেদাইয়া দিবার জন্য পিটাইতে পারেন। ইহা আপনার অধিকার। আপনার দৌড়াইয়া থানায় যাইবার প্রয়োজন নাই।[২০১]

ব্যাখ্যা: (ক) যে অপরাধ চুরি, বা

(খ) যে অপরাধ ক্ষতি, বা

(গ) যে অপরাধ অনধিকার প্রবেশ, এবং

(ঘ) যে চুরি, ক্ষতি এবং অনধিকার প্রবেশের সহিত হত্যা বা মারাত্মক জখমের আয়োজন বা প্রচেষ্টা নাই,

(ঙ) সেই অপরাধের প্রতিরক্ষার অধিকার দুষ্কৃতিকারীকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য যে কোন আঘাত হানা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(চ) তবে এই আঘাত হানার অধিকার ৯৯ ধারার শর্তাবলী সাপেক্ষ।

মূল ধারার অনুবাদ

সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকারের আরম্ভ ও স্থিতিকাল

১০৫। সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার সম্পত্তি বিপন্নকারী যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়।

চুরির বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার, উক্ত সম্পত্তি সহকারে অপরাধকারীর পলায়ন না করা বা সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের সাহায্য লাভ না করা বা উক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার না করা অবধি অব্যাহত থাকিবে।

দস্যুতার বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার অপরাধকারী কর্তৃক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান বা আঘাত প্রদান বা অবৈধ অবরোধ করা বা উহার উদ্যোগ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত, অথবা তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা ক্ষতির বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার, অপরাধকারী কর্তৃক অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা অনিষ্ট সাধন কার্য অব্যাহত রাখা পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। রাত্রিবেলায় সিধেঁল চুরির বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার, অনুরূপ সিধেঁল চুরির সাহায্যে যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে সেই অনধিকার গৃহপ্রবেশ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার কোন সময় আরম্ভ হয় উহার মেয়াদ কতক্ষণ বর্তমান থাকে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নবর্ণিত চারিটি অবস্থায় চারি প্রকার নিয়ম বর্তমান :

(ক) চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার চুরির সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। চুরির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকার নিম্নবর্ণিত তিনটি অবস্থা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে :

১। অপরাধকারী পলায়ন না করা পর্যন্ত প্রতিরক্ষার অধিকার অব্যাহত থাকে, বা

২। সরকারী কর্তৃপক্ষের সাহায্য লাভ না করা পর্যন্ত প্রতিরক্ষার অধিকার অব্যাহত থাকে, বা

৩। সম্পত্তি পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত প্রতিরক্ষার অধিকার অব্যাহত থাকে।

(খ) দস্যুতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার দস্যুতার আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। এই অধিকার নিম্নবর্ণিত মেয়াদ কাল অব্যাহত থাকে:

১। অপরাধী কোন ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটানো পর্যন্ত ইহা অব্যাহত থাকে, বা

২। অপরাধী কর্তৃক হত্যার প্রচেষ্টা চলিতে থাকা পর্যন্ত উহা অব্যাহত থাকে, বা

৩। অপরাধী কর্তৃক আঘাত করা পর্যন্ত উহা অব্যাহত থাকে, বা

৪। অপরাধী কর্তৃক আটক করা পর্যন্ত উহা অব্যাহত থাকে, বা

৫। যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু, আঘাত বা আটকের আতঙ্ক বর্তমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

(গ) অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা ক্ষতির বিরুদ্ধে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার সম্পত্তি বিপন্নকারী যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধকারী তাহার দুষ্কার্য অব্যাহত রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিরক্ষার অধিকার বজায় থাকে।

(ঘ) রাত্রিবেলা সিঁধেল চুরির বিরুদ্ধে, সম্পত্তি বিপন্নকারী যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার শুরু হয় এবং ঐ অধিকার গৃহ-প্রবেশ হইতে গৃহে অবস্থানকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

চৌর্য

চুরি করিয়া মাল লইয়া পলায়ন না করা পর্যন্ত প্রতিরক্ষার অধিকার অব্যাহত থাকে।[২০২] পলায়ন করা বলিতে নাগালের সম্পূর্ণ বাহিরে যাওয়া বুঝায়।[২০৩] কিন্তু তাই বলিয়া চুরির মাল কয়েকদিন চোরের ঘরের দখল হইতে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার খাটাইয়া উদ্ধার করা যায় না।[২০৪]

যাহার গরু, তিনিও উহা আইনানুগ দখলকারীর দখল হইতে লইয়া গেলে উহা চুরি হয়। এবং এই চুরির বিরুদ্ধে গরুর প্রকৃত মালিককেও আঘাত করা যায়। গরুর মালিক যদি অস্ত্র লইয়া গরু উদ্ধার করিতে আসেন তবে তাহার মৃত্যু ঘটানোও বৈধ।[২০৫]

অনধিকার প্রবেশ

যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধী সম্পত্তির উপর থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে।[২০৬] বাদীর জমিতে আসামী প্রবেশ করিয়া ফসল নষ্ট করিতে শুরু করিলে বাদী

তাহাতে বাধা দিতে পারে এবং আহত হওয়ার আশংকা দেখিলে আসামীকে মারিয়াও ফেলিতে পারে।[২০৭]

মূল ধারার অনুবাদ

নিরাপদ ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিসাধিত হইবার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মারাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার

১০৬। যুক্তি যুক্তভাবে মরণ ভীতি সৃষ্টি করে এইরূপ আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগের বেলায় প্রতিরক্ষক যদি এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যে কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি ক্ষতি সাধনের ঝুঁকি না লইয়া তিনি অনুরূপ অধিকার কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে উক্ত ঝুঁকি নেওয়ার প্রতিও তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রযোজ্য হইবে।

উদাহরণ

ক একটি জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয় উক্ত জনতা তাহাকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করে। জনতার উপর গুলি না চালাইয়া সে তাহার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে পারে না। এবং সে জনতার সহিত মিশ্রিত ছোট ছোট শিশুদের ক্ষতির ঝুঁকি না লইয়া গুলি চালাইতে পারে না। অনুরূপভাবে গুলি চালাইয়া কোন শিশুর ক্ষতি করিলেও সে কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

নিরপরাধ ব্যক্তি ক্ষতির হইতে পারে জানিয়াও মারাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে আক্রান্ত ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ কালে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি নিহত হইলেও তজ্জন্য কোন অপরাধ হয় না।

প্রতিরক্ষার অধিকার সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

সব সভ্যদেশে সরকার আছে, বাংলাদেশেও আছে। যেখানে সরকার আছে সেখানে আছে পুলিশ, থানা, ম্যাজিস্ট্রেট, কাছারী প্রভৃতি। ইহাদের কাজ হইতেছে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশে শুধু পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট দিয়া শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় না। দেশের প্রতিটি জায়গায় পুলিশ বসাইয়া রাখা চলে না। পুলিশ দিয়া প্রত্যেকের বাড়ী পাহারা দেওয়া অসম্ভব।

এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করিবার জন্য আইন প্রতিরক্ষার বিধান দিয়াছে। আইন বলিয়াছে, নিজেকে বাঁচাও; পারিলে অপরকে বাঁচাও। নিজের সম্পত্তি বাঁচাও; পারিলে পরের সম্পত্তিও বাঁচাও। আইন স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছে, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যাহা করা হয় তাহার কোন কিছুই অপরাধ নয়।

প্রথমে দেহ রক্ষার কথা বলা হইতেছে। পরে সম্পত্তি রক্ষার কথা বলা যাইবে।

প্রত্যেকের অধিকার আছে তাহার দেহকে সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিবার। অন্যের দেহে আঘাত আসিলেও প্রতিরক্ষার অধিকার পাওয়া যায়। আপনাকে যদি কেহ মারিতে আসে, আপনি চুপ করিয়া থাকিবেন, ইহা আইনের বিধান নহে। আপনি পড়িয়া পড়িয়া মার খাইয়া অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া থানায় কোর্টে যাইবেন, ইহাও আইন বলিয়া দেয় নাই। আঘাত আসিলে রুখিয়া দাঁড়ান, প্রয়োজন মত প্রত্যাঘাত করুন। তবেই দুষ্কৃতিকারীরা ভয় পাইবে, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে, আইন তাহাই চায়। অপরকে মারিতে দেখিলে তাহা এড়াইয়া যাইবে না আঘাতকারী অপরাধীকে প্রতিহত করিবার জন্য সচেষ্ট হউন; ইহা আপনার অধিকার।

মানুষের জীবন বড় পবিত্র। আপনার জীবন আপনার নিকট সবচাইতে বেশী পবিত্র এবং মূল্যবান। এই পবিত্র এবং মূল্যবান দেহস্থিত জীবন রক্ষা করিবার অধিকার আপনার অবিচ্ছেদ্য। কেহ যদি আপনাকে হত্যা করিতে আসে আপনি তাহাকে হত্যা করিতে পারেন। হত্যা কেন কেহ যদি আপনাকে মারাত্মক জখম করিতে আসে তাহাকেও আপনি হত্যা করিতে পারেন আইনের এই বিধানটি সকলের পক্ষে ভাল করিয়া জানা দরকার।

নারীর ইজ্জত অতি মহার্ঘ। ইহার হানিকর কিছু সহ্য করা উচিত নয়। কোন নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালাইবার উদ্দেশ্যে কেহ যদি আক্রমণ চালায় আপনি সেই নরপশুকে নির্দ্বিধায়, প্রশান্ত চিত্তে, অবলীলাক্রমে হত্যা করিতে পারেন। ইহাও আপনার অধিকার।

সমকামিতাও মানবসমাজের এক দুরন্ত ব্যাধি। ইহার সমূল উৎপাটন বাঞ্ছনীয়। কোন ব্যক্তি যদি এই অস্বাভাবিক কামলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য অন্যের উপর আক্রমণ চালায় তাহাকেও আপনি হত্যা করিতে পারেন। এই হত্যায় কোন অপরাধ নাই।

ছেলেধরার অভিশাপ যে কত মারাত্মক তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কোন অপরিণত বয়স্ক শিশুকে ধরিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে যে গুণ্ডা আক্রমণ চালায় তাহাকেও আপনি হত্যা করিতে পারেন। সেই হত্যা অপরাধ নহে। ইহা সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

জোর করিয়া কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি আক্রমণ চালায় সেই দুষ্কৃতিকারীকেও বাধা দেওয়া আপনার আইনগত অধিকার। বাধা দিতে গিয়া তাহাকে হত্যা করিলেও আপনার অপরাধ হইবে না।

কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করিবার জন্য যাহাতে আপনি যাইতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে আটকাইয়া রাখিবার জন্য কেহ যদি আক্রমণ চালায় তবে সেই আক্রমণকারীকেও হত্যা করা বৈধ।

যে আপনাকে খুন করিতে আসে তাহাকে আপনি খুন করিতে পারেন। যে আপনাকে মারাত্মক জখম করিতে আসে তাহাকেও আপনি খুন করিতে পারেন। আক্রমণের প্রতিক্রিয়া যখন খুন বা মারাত্মক জখম নয় তখনও আপনি আঘাত হানিতে পারেন। তবে সে আঘাত যেন আক্রমণকারীর মৃত্যু না ঘটায়। ঢিল মারিলে পাটকেল ছুঁড়িতে পারেন। চড় মারিলে চাপড় দিতে পারেন। আপনার এই যে অধিকার, ইহা শুরু হয় কোন্ সময়, তাহা জানা দরকার। আপনার শরীরের উপর বা অন্য কাহারো শরীরের উপর আঘাত হানিবার আয়োজন যখন আরম্ভ হয় এবং তাহার আস্ফালন যখন আপনার কানে আসে তখন আপনি যদি আতঙ্কিত হন তবে সেই আতঙ্ক আপনাকে প্রতিরক্ষার অধিকার দেয়। প্রতিরক্ষার অধিকার শুরু হয় সেই সময়। যতক্ষণ বা যতদিন পর্যন্ত এই আতঙ্ক বজায় থাকে ততক্ষণ বা ততদিন পর্যন্ত আপনার আঘাত হানিবার ক্ষমতাও বজায় থাকে।

এইবার সম্পত্তি সম্পর্কে প্রতিরক্ষার অধিকারের কথা বলিতেছি।

কেহ যদি আপনার বাড়ীতে দস্যুতা বা ডাকাতি করে বা রাত্রি বেলায় সিঁধ দিয়া চুরি করে কিংবা ঘরে আগুন দেয় বা এইসব দুষ্কার্য করিবার প্রচেষ্টায় মাতে তাহা হইলে আপনি তাহাকে হত্যা করিতে পারেন।

কোন চোর বা দুষ্কৃতিকারী বা গুণ্ডা যদি আপনার সম্পত্তিতে এইভাবে প্রবেশ করে যে তাহাকে বাধা না দিলে সে আপনার মৃত্যু ঘটাইবে তবে আপনি তাহাকে হত্যা করিতে পারেন। আর তাহারা হত্যার আতঙ্ক সৃষ্টি না করিয়া যদি আপনার ক্ষতি করিতে চাহে আপনি তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারেন।

সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার অধিকার সম্পত্তির উপর বিপদের আতঙ্ক সৃষ্টি হইবার শুরু হইতে আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ দুষ্কার্য চলিতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অধিকার বজায় থাকে।

মোটামুটিভাবে প্রতিরক্ষার অধিকার ইহাই। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রতিরক্ষার অজুহাতে প্রতিহিংসা বৈধ নহে। প্রতিরক্ষার নামে প্রতিশোধও গ্রহণ করা

যায় না। নিজে মারামারি বাধাইয়া দুশমনকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়া আত্মরক্ষার অজুহাতে তাহাকে মারিয়া ফেলা যায় না।

প্রতিরক্ষার সময় যতটুকু আঘাত প্রয়োজনীয় তাহার অধিক আঘাত বৈধ হয় না। ক্ষুধার তাড়নায় যে কার্যক্ষম বেকার খালি হাতে আপনার ঘরে ঢুকিয়া আপনার কলমটি লইয়া পলাইয়া যাইতেছে, তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা আপনার উচিত হইবে না। যেখানে অনায়াসে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়, সেইখানে নিজের হাতে আইন তুলিয়া নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সরকারী কর্মচারীগণ তাহাদের সরকারী কাজ উপলক্ষে হত্যা এবং মারাত্মক জখম ছাড়া অন্য কিছু সদ্‌বিশ্বাসে করিলে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার অধিকার জন্মায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(অপরাধে) সাহায্যকরণ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

কোন কার্যে সাহায্যকরণ

১০৭। যে ব্যক্তি ঃ

প্রথমতঃ কোন বিষয় সম্পাদন করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে, বা

দ্বিতীয়তঃ কোন বিষয় সম্পাদনের জন্য এক বা একাধিক অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সহিত এইরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, সেই ষড়যন্ত্রের ফলে কোন কার্য বা অবৈধ বিচ্যুতি সংঘটিত হয় এবং অনুরূপ কার্য বা অবৈধ বিচ্যুতি উক্ত বিষয় সম্পাদনের মানসে সংঘটিত হয়, অথবা

তৃতীয়তঃ উক্ত বিষয় সম্পাদনের কোন কার্য অবৈধ বিচ্যুতির মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য করে, সেই ব্যক্তি উক্ত বিষয় সম্পাদনের জন্য সাহায্য করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ যে ব্যক্তি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাহা প্রকাশ করিতে সে বাধ্য, তাহা ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বর্ণনা বা ইচ্ছাপূর্বক গোপন করিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন বিষয় সম্পাদন করার ব্যবস্থা করে, বা করায় বা কিংবা উহা সম্পাদনকরণের বা সম্পাদনের ব্যবস্থার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত বিষয় সম্পাদনে প্ররোচনা করে বলিয়া অভিহিত হইবে।

উদাহরণ

সরকারী কর্মচারী ক কোন বিচারালয়ের পরোয়ানা বলে খ কে গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। খ উক্ত তথ্য অবগত হইয়া এবং গ যে খ নয় এই কথাও

জানিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে ক-র নিকট গ কে য বলিয়া পরিচয় দেয় এবং তদ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে ক কর্তৃক গ কে গ্রেফতার করায়। এই ক্ষেত্রে খ প্ররোচনা করিয়া গ র গ্রেফতারে সাহায্য করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ২ঃ যে ব্যক্তি কোন কার্য সম্পাদনের সময়, উক্ত কার্য সম্পাদন সুগম কল্পে কোন কিছু করে, এবং তদ্বারা উহার সম্পাদন সুগম করে, সেই ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে বলিয়া অভিহিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে দুষ্কার্যে সহায়তা সম্পর্কে বিধান শুরু হইয়াছে। বর্তমান ধারা এই পরিচ্ছেদের প্রথম ধারা এবং স্বাভাবিকভাবে দুষ্কার্যের সহায়তা বলিতে কি বুঝা যায়, তাহাই এই ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, তিন প্রকারে দুষ্কর্মের সহায়তা করা যাইতে পারেঃ

(ক) প্ররোচনা দ্বারা,

(খ) ষড়যন্ত্র দ্বারা

(গ) কার্য বা কার্যবিরতি দ্বারা।

বর্তমান ধারায় দুষ্কর্মের সহায়তায় যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য অন্তর্ভুক্ত।[২০৮]

প্ররোচনা

যে কাজ করিলে অপরাধ হয় সেই কাজ করিতে সকর্মকভাবে কোন ইঙ্গিত দেওয়া বা সমর্থন করা বা উত্তেজিত করাকে প্ররোচনা বলে। যে পরামর্শ উত্তেজনা-মূলক এবং যাহার ফলে অপরাধ সংঘটিত হয় সেই পরামর্শকে প্ররোচনা বলা যায়।[২০৯] কিন্তু নিছক পরামর্শ বা প্রলোভনকে প্ররোচনা বলা যায় না।[২১০] প্রকাশ্যভাবে অনুরোধ উপরোধ বা উৎসাহিত করার দ্বারাও প্ররোচনা হইতে পারে। প্ররোচনার জন্য কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।[২১১] যে প্ররোচনা দ্বারা কোন দুষ্কার্য সাধিত হইয়াছে সেই প্ররোচনাকেই দুষ্কার্যের সহায়তা বলা যায়।[২১২]

ষড়যন্ত্র

যে ষড়যন্ত্রের ফলে কোন অন্যায় কর্ম বা অন্যায় কর্মবিরতি ঘটে, সেই ষড়যন্ত্রকে দুষ্কর্মের সহায়ক বলা যায়। বাংলাদেশে ষড়যন্ত্র অপরাধরূপে গণ্য হয়। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে মিলিত হইয়া কোন দুষ্কার্য বা কর্মবিচ্যুতি ঘটাইতে ঐকামত হয়,

তখন তাহাকে ষড়যন্ত্র বলে। এই ষড়যন্ত্রে যাহারা লিপ্ত হয় তাহারাই দুষ্কর্মের সহায়ক কোন জাল দলিল প্রস্তুত করিতে যে ব্যক্তি স্ট্যাম্প কিনিতে সহায়তা করে এবং দলিলের তথ্য সন্নিবেশের খবর জানিতে চাহে সে দুষ্কর্মের সহায়ক।[২১৩] যে ব্যক্তি মিথ্যা খবর দেয় সে মিথ্যা খবর দিবার জন্য দোষী এবং যে তাহা চুপ করিয়া সমর্থন করে সে ঐ দুষ্কর্মের সহায়ক।[২১৪]

ইচ্ছামূলক সাহায্য

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া দুষ্কৃতিকারীকে এইভাবে সহায়তা করে যে, দুষ্কৃতিকারীর পক্ষে অপরাধ করিবার সুযোগ ঘটে, সে দুষ্কর্মের সহায়ক।

দুষ্কর্মের সহায়তাকে ক্ষুদ্র অপরাধ বলা যায় না। ইহা মূল অপরাধের মতই গুরুত্বপূর্ণ। তবে মূল অপরাধ এবং সেই অপরাধের সহায়তা এক অপরাধ নহে; ইহাদের প্রত্যেকটি এক একটি বিশিষ্ট অপরাধ। ইহাদের উপাদানও পৃথক। সহায়তার জন্য এক প্রকার উপাদান প্রমাণ করিতে হইবে আর মূল অপরাধের জন্য অন্য প্রকার উপাদান প্রমাণ করিতে হয়।[২১৫]

মূল ধারার অনুবাদ

দুষ্কর্মে সাহায্যকারী

১০৮। যে ব্যক্তি কোন অপরাধ অনুষ্ঠানে, বা অপরাধ বলিয়া গণ্য কোন কার্য অনুষ্ঠানে সাহায্য করে, সেই ব্যক্তি অপরাধে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত অপরাধ বা কার্য দুষ্কর্মে সাহায্যকারী ব্যক্তির ন্যায় একই উদ্দেশ্যে বা অবগতি সহকারে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য আইনতঃ যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ১ঃ কোন কার্যের অবৈধ বিচ্যুতিতে সহায়তাকরণ অপরাধরূপে গণ্য হইতে পারে, যদিও দুষ্কর্মে সাহায্যকারী ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য স্বয়ং বাধ্য হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ২ঃ দুষ্কর্মে সহায়তার অপরাধ সংগঠন করার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় নহে যে সাহায্যকৃত কার্যটি সম্পাদিত হইতে হইবে বা অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিণতি ঘটিত হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক গ-কে খুন করিবার জন্য খ কে প্ররোচিত করে। খ কার্যটি করিতে অস্বীকার করে। ক খুন করার জন্য খ কে প্ররোচিত করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

(খ) ক গ-কে খুন করিবার জন্য খ-কে প্ররোচিত করে। খ উক্ত প্ররোচনা অনুসরণে গ-কে ছুরিকাঘাত করে। খ জখম হইতে আরোগ্য লাভ করে। ক খুন করার জন্য খ কে প্ররোচিত করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ৩ঃ দুষ্কর্মে সাহায্যকৃত ব্যক্তির আইনতঃ অপরাধ অনুষ্ঠানের যোগ্য হওয়া প্রয়োজনীয় নহে, অথবা তাহার দুকর্মে সাহায্যকারী ব্যক্তির ন্যায় একই দুষ্ট উদ্দেশ্য বা জ্ঞান, কিংবা যে কোন দুষ্ট উদ্দেশ্য বা জ্ঞান প্রয়োজনীয় নহে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক দুষ্ট উদ্দেশ্য সহকারে কোন শিশু বা উন্মাদ ব্যক্তিকে এইরূপ একটি কাজ করিতে সাহায্য করে যে, কাজ আইনতঃ কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের যোগ্য ব্যক্তি এবং ক র ন্যায় একই উদ্দেশ্য সম্পন্ন কোন ব্যক্তি কর্তৃক করা হইলে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। এই ক্ষেত্রে কার্যটি অনুষ্ঠিত হউক বা না হউক, ক অপরাধ অনুষ্ঠানে সাহায্য করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে।

(খ) ক য-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু খ-কে এইরূপ একটি কাজ করিতে প্ররোচিত করে যদ্দ্বারা য-র মৃত্যু সংঘটিত হয়। খ উক্ত দুষ্কর্মে সাহায্যের ফলে ক-র অনুপস্থিতিতে, কার্যটি সম্পাদন করে এবং তদ্বারা য-র মৃত্যু ঘটায়। এই ক্ষেত্রে-যদিও খ আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ অনুষ্ঠানের যোগ্য ছিল না, তথাপি ক এইরূপ শাস্তিযোগ্য হইবে যেন খ আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ অনুষ্ঠানের যোগ্য ছিল এবং সে খুন করিয়াছিল এবং সেইহেতু সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডার্হ হইবে।

(গ) ক খ-কে একটি বাসগৃহে আগুন লাগাইবার জন্য প্ররোচিত করে। খ অপ্রকৃতিস্থতার দরুন কার্যটির প্রকৃতি বুঝিবার অযোগ্য হওয়া বা সে যাহা করিতেছে তাহা যে ভুল বা আইনের পরিপন্থী তাহা বুঝিবার অযোগ্য হওয়া বিধায়, ক-র প্ররোচনায় উক্ত গৃহে আগুন ধরাইয়া দেয়। খ কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করে নাই, কিন্তু ক একটি বাসগৃহে আগুন লাগানর অপরাধে সাহায্য করিবার জন্য দোষী গণ্য হইবে এবং সে উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডার্হ হইবে।

(ঘ) ক একটি চুরি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে য র মালিকানাধীন সম্পত্তি য-র অধিকার হইতে লইয়া যাওয়ার জন্য খ-কে প্ররোচিত করে। ক খ-কে এই মর্মে বিশ্বাস করিবার

জন্য প্ররোচিত করে যে উক্ত সম্পত্তি ক-র মালিকানাধীন। খ সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া উক্ত সম্পত্তি য-র অধিকার হইতে লইয়া যায়। খ অত্র ভ্রান্ত ধারণার অধীনে কার্য করায় (উক্ত সম্পত্তি) অসাধুভাবে গ্রহণ করে না, এবং সে কোন চুরি অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু ক চুরির কার্যে সাহায্য করে বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং সে এইরূপ শাস্তিযোগ্য হইবে যেন খ চুরি করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ৪ঃ কোন অপরাধে সাহায্যকরণ অপরাধরূপে গণ্য হওয়া বিধায় অনুরূপ দুষ্কর্মের সাহায্যও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ

ক য-কে খুন করিবার জন্য গ-কে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে খ-কে প্ররোচিত করে। খ তদনুসারে য-কে খুন করিবার জন্য গ-কে প্ররোচিত করে। এবং গ খ-র প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠান করে। খ তাহার অপরাধের জন্য খুনের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডার্হ হইবে এবং যেহেতু ক উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য খ-কে প্ররোচিত করিয়াছিল সেইহেতু কও অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডার্হ হইবে।

ব্যাখ্যা ৫ঃ ষড়যন্ত্র করিয়া দুষ্কর্মে সহায়তার অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্যকারী ব্যক্তির উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানকারীর সহিত একত্রে উহা অনুষ্ঠান করা প্রয়োজনীয় নহে। যে ষড়যন্ত্রের অনুকরণে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় সেই ষড়যন্ত্রে তাহার যোগদানই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

উদাহরণ

য-র প্রতি বিষ প্রয়োগের নিমিত্ত ক খ-র সহিত একটি পরিকল্পনা করে। সিদ্ধান্ত করা হয় যে ক বিষ প্রয়োগ করিবে। অতঃপর একজন তৃতীয় ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ করিবে একথা উল্লেখ করিয়া খ গ-র নিকট পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সে ক-র নাম উল্লেখ করে না। গ বিষ সংগ্রহ করিতে সম্মত হয় এবং সে উহা সংগ্রহ করে ও বর্ণিত প্রণালীতে উহা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে খ-র নিকট সমর্পণ করে। ক বিষ প্রয়োগ করে; ফলে য মারা যায়। এই ক্ষেত্রে যদিও ক ও গ একত্রে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় নাই তথাপি যে ষড়যন্ত্রে য কে নিহত করা হইয়াছে, গ সেই ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত হইয়াছে। কাজেই গ অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং সে খুনের শাস্তি পাইবার যোগ্য।

বিশ্লেষণ

(ক) দুষ্কর্মে সাহায্যকারী কে, তাহার পরিচয় এই ধারায় বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি অপরাধ অনুষ্ঠানে সাহায্য করে সে দুষ্কর্মে সাহায্যকারী।

(খ) যে ব্যক্তি অপরাধ করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন সে যদি এমন কাজ করে যাহা অপরাধ হয় তবে সেই কাজে যে সহায়তা করে সে দুষ্কার্যে সাহায্যকারী।

(গ) বেআইনী কর্মচ্যুতিকে যে সাহায্য করে সে দুষ্কর্মের সাহায্যকারী।

নীতি

দুষ্কর্মে সাহায্যকারী বলিতে কাহাকে বুঝায়ঃ

১। যিনি অপরাধ করিতে অপরাধীকে সাহায্য করেন, এবং

২। এমন কাজ করিতে কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন যাহা ঐ ব্যক্তির যোগ্যতা থাকিলে অপরাধ হইত। আলোচ্য আইনের পূর্বের ধারায়, অর্থাৎ ১০৭ ধারায় দুষ্কর্মের সহায়তা বলিতে কি বুঝায় তাহা বলা হইয়াছে। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে প্ররোচনা ষড়যন্ত্র, কর্ম বা কর্মবিচ্যুতি সহায়তারূপে গণ্য হয়। ইহাদের দ্বারা যখন অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধের জন্য যখন ইহাদের প্রয়োগ করা হয় তখন যিনি ইহাদের প্রয়োগকর্তা তাহাকে দুষ্কর্মের সাহায্যকারী বলে। যেখানে অপরাধ নাই যেখানে দুষ্কর্মের সহায়তা নাই।[২১৬] সেখানে অপরাধ নাই সেখানে দুষ্কর্মের সাহায্যকারীও নাই।

তবে ইহা ঠিক নহে যে মূল অপরাধী খালাস পাইলে তাহার দুষ্কর্মের সাহায্যকারীও খালাস পাইবে। দুষ্কর্মের সাহায্যকারী যিনি অভিযুক্ত হইয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে যদি প্রমাণ আসে যে তাহার প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র, কর্ম বা কর্মবিচ্যুতির ফলেই অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল তবে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইবেন। অপরাধ হইতে পারিত কিন্তু হয় নাই এমন অবস্থাতেও সমস্ত উপাদান প্রমাণিত হইলে দুষ্কর্মের সাহায্যকারী দোষী সাব্যস্ত হইতে পারেন।[২১৭] এই ধারায় পাঁচটি ব্যাখ্যা সংযোজিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ১ঃ দুকর্মের সাহায্যকারী যে কাজ করিতে বাধ্য নন সেই, কাজ না করিয়াও তিনি দুষ্কর্মের সাহায্যকারী হইতে পারেন। এক স্থানে মারাত্মক মারামারি হইতেছে। তাহার পার্শ্বে একজন পুলিশ দণ্ডায়মান। ঐ পুলিশের কর্তব্য হইতেছে এই মারামারি সম্পর্কে আইনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পুলিশ তাহার কর্তব্য পালনে বিরত হইলে তিনি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না। এক ব্যক্তি পুলিশের এই নীরবতার

জন্য প্ররোচনা দিল। ঐ ব্যক্তির উপর মারামারি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি পুলিশের কর্মবিচ্যুতিকে প্ররোচনা দিবার জন্য দুষ্কর্মের সাহায্যকারী গণ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা ২ঃ দুষ্কর্মের সহায়তা বলিতে প্ররোচনা বা ষড়যন্ত্র বুঝায়। অপরাধ সংঘটিত হউক বা না হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। দুষ্কর্মের সহায়তায় অপরাধ প্ররোচনার সাথে সাথেই সম্পূর্ণ হইয়া যায়। যে কাজের জন্য প্ররোচনা দেওয়া হয় তাহা যদি না করা হয় কিংবা যাহাকে প্ররোচনা দেওয়া হয় তিনি যদি ঐ কাজ না করেন কিংবা প্ররোচনার ফলে তিনি সেই কাজ করিলে যদি ভিন্ন ফল ঘটিয়া যায় কিংবা যাহার মাধ্যমে অপরাধটি করিবার সংকল্প করা হয় সেই মাধ্যম যদি বাঞ্ছিত ফল ঘটাইতে ব্যর্থ হয়, এতদ্‌সত্ত্বেও দুষ্কর্মের সহায়তার অপরাধ মুছিয়া যাইবে না বা নষ্ট হইবে না বা খর্ব হইবে না।[২১৮]

ব্যাখ্যা ৩ঃ অপরাধ করিতে যে ব্যক্তি আইনতঃ অযোগ্য যেমন - নাবালক, অপ্রকৃতিস্থ বা প্রমত্ত ব্যক্তি, তাহাকে দিয়া অপরাধ করাইলে যিনি উহা করান তিনি দুষ্কর্মের সাহায্যকারী।

ব্যাখ্যা ৪ঃ দুষ্কর্মের সহায়তায় যিনি সহায়তা করেন তিনিও দুষ্কর্মের সাহায্যকারী।

ব্যাখ্যা ৫ঃ যে ষড়যন্ত্রের ফলে একটি দুকর্ম সম্পন্ন হয় সেই ষড়যন্ত্রে এক ব্যক্তির কাজের সহিত অন্য ব্যক্তি পরিচিত নাও হইতে পারেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা প্রত্যেকে দুষ্কর্মে সাহায্যকারী।

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিতে কেহ যদি প্ররোচনা দেয় তবে তিনি দুষ্কর্মের সাহায্যকারী।[২১৯]

বাংলাদেশে, বাংলাদেশের বহিরস্থ অপরাধসমূহে সাহায্য দান

১০৮ ক। যে ব্যক্তি বাংলাদেশে বাংলাদেশের বাহির ও বহির্দেশস্থ এইরূপ কোন কার্যে সহায়তা করে যাহা বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে অপরাধ বিবেচিত হইত, সেই ব্যক্তি অত্র বিধির তাৎপর্যের মধ্যে অপরাধে সহায়তা করে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ

বাংলাদেশী নাগরিক ক গোয়ায় অবস্থিত বৈদেশিক নাগরিক খ কে গোয়ায় একটি খুন অনুষ্ঠানের জন্য প্ররোচিত করে। ক খুন অনুষ্ঠানে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, বাংলাদেশে বসিয়া কেহ যদি বাংলাদেশের বাহিরে কাহাকেও এমন কাজ করিতে সহায়তা করে, যাহা বাংলাদেশে অপরাধ বলিয়া গণ্য তবে তিনি দুষ্কর্মের সাহায্যকারী বলিয়া গণ্য হইবেন। বর্তমানকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিশ্বের আয়তন সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে। এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষকে অপরাধ করিতে সহায়তা করিতে পারেন। এই অবস্থায় যদি সাহায্যকারীকে কোন দেশ শায়েস্তা না করে তবে তাহাতে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হইতে পারে। তবে এখানে একটি শর্তের কথা মনে রাখিতে হইবে। বাংলাদেশে সেই কাজের জন্য সহায়তাকে দোষযুক্ত মনে করা হয় যে কাজ বাংলাদেশে অপরাধ বলিয়া গণ্য।

মূল ধারার অনুবাদ

দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত কাজটি সম্পাদিত হওয়ার বেলায়, এবং উহার শাস্তি বিধানার্থ কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার বেলায় দুষ্কর্মে সহায়তার শাস্তি

১০৯। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে সহায়তা করিলে যদি সহায়তার ফলে সাহায্যকৃত কার্যটি সম্পাদিত হয় এবং অত্র বিধিতে অনুরূপ দুষ্কর্মে সহায়তার শাস্তি বিধানার্থ কোন স্পষ্ট বিধান না থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত শাস্তি বিধান করা হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ প্ররোচনার ফলে বা ষড়যন্ত্রে অনুসরণে বা দুষ্কর্মে সহায়তা সংগঠনকারী সহযোগিতার ফলে কার্য বা অপরাধ সম্পাদিত হইলে উক্ত কার্য বা অপরাধ দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক সরকারী কর্মচারী খ-কে খ-র সংকারী কার্যাবলী সম্পাদনকালে ক-কে কিছু সহানুভূতি প্রদর্শনের পারিতোষিক হিসাবে ঘুষ দানের প্রস্তাব করে। খ উক্ত ঘুষ গ্রহণ করেন। ক ১৬১ ধারায় বর্ণিত অপরাধে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক খ-কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের নিমিত্ত প্ররোচিত করে। খ উক্ত প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠান করে। ক উক্ত অপরাধে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং খ-র তুল্য দণ্ডে দণ্ডার্হ হইবে।

(গ) ক ও খ য-কে বিষ প্রয়োগ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। ক উক্ত ষড়যন্ত্রের অনুসরণে বিষ সংগ্রহ করে এবং উহা খ কে দেয় যাহাতে সে উহা য-কে পান করাইতে পারে। খ উক্ত ষড়যন্ত্রের অনুসরণে ক-র অনুপস্থিতিতে য-কে বিষ পান করায় এবং তদ্বারা য-র মৃত্যু ঘটায়। এই ক্ষেত্রে, য খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবে। ক ষড়যন্ত্র করিয়া উক্ত অপরাধে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং খুনের দায়ে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত কাজটি সম্পাদিত হওয়ার বেলায় এবং উহার শাস্তি বিধানার্থ কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার বেলায় দুষ্কর্মে সহায়তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই ধারায় যে বিধান করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য শুধু দুষ্কর্মের শাস্তি, অন্য কিছুই নহে। ইহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য আইনে যদি কোন দুষ্কর্মের সহায়তার জন্য বিশেষ শাস্তির বিধান না থাকে, তবে দুষ্কর্মের সাহায্যকারী সেই শাস্তি পাইবে যে শাস্তি মূল অপরাধী পায়।[২২০]

যে সমস্ত ক্ষেত্রে দুষ্কর্মের সহায়তার জন্য বিশেষ বিধান রহিয়াছে সে সমস্ত ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযুক্ত হয় না। সেই ধারাগুলি হইতেছে আলোচ্য আইনের ১১০ হইতে ১২০ ধারা, ১২১ হইতে ১২৩ ধারা, ১৩০ ধারা, ১৩২ ধারা, ১৩৪ ধারা এবং ১৩৬ ধারা।

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে সহায়তা করিলে যদি সহায়তার ফলে সাহায্যকৃত কাজ সম্পাদিত হয়, তবে সাহায্যকারী ব্যক্তি ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ড পাইবে।

অপরাধ সংঘটনের জন্য দুষ্কর্মে সহায়তা

এই ধারায় বর্ণিত দুষ্কর্মের সহায়তা নিরূপণ করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত চারিটি প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়ঃ

১। কোন্ কাজের জন্য সহায়তা করা হইয়াছিল ?

২। কোন্ কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল ?

৩। যে কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা কি সাহায্যকৃত কাজ ? এবং

৪। সাহায্যের ফলেই কি ঐ কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল ? এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর হাঁ বোধক হইলে তবে এই ধারায় বর্ণিত শাস্তি প্রদেয় হয়।

সাহায্যের ফলে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল কিনা, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া নিম্নবর্ণিত চারটি প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি দিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অপরাধ করিতে অপরাধীকে প্ররোচনা দিয়াছিলেন? বা

২। অপরাধ কি অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্রের ফলে হইয়াছিল ? বা

৩। অপরাধ কি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্যমূলক কাজের ফলে হইয়াছিল ? বা

৪। অপরাধ কি সহায়তামূলক কর্মবিচ্যুতির ফলে হইয়াছিল ?

অবস্থাদৃষ্টে যখন দেখা যায় যে, 'খ' কে আক্রমণ করিবার জন্য 'ক' হুকুম দিয়াছিলেন এবং 'গ' ও 'ঘ' 'খ' কে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন এবং 'ঙ' ও 'চ' খ কে মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখন ঙ' এবং 'চ'-কে ৩০৪ ধারায় অভিযুক্ত করা উচিত এবং 'ক' 'খ' ও 'গ'-কে ১০৯ ধারায় অভিযুক্ত করা উচিত।[২২১]

দুষ্কর্মের সহায়তা হইতে হইলে অপরাধের অভিপ্রায় অবশ্যই প্রয়োজনীয়। যেখানে দেখা যায় যে দুষ্কর্মের সাহায্যকারীরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতারণা সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না সেখানে আসামীকে অপরাধ করিবার কোন দায়ে দোষী করা যায় না।[২২২]

দুষ্কর্মের সহায়তার জন্য অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে আসামীর বিরুদ্ধে কিছু প্রত্যক্ষ কর্ম বা কর্মবিচ্যুতির প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। নতুবা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। মতলবের প্রমাণ দিয়া দুষ্কর্মে সহায়তার অভিযোগ টিকানো যায় না।[২২৩]

মূল ধারার অনুবাদ

সহায়তাকৃত ব্যক্তি সহায়তাকারীর উদ্দেশ্য হইতে ভিন্নতর উদ্দেশ্যে কার্য করিবার ক্ষেত্রে সহায়তার শাস্তি

১১০। যে ব্যক্তি কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি সহায়তাকৃত ব্যক্তি সহায়তাকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ও জ্ঞান হইতে ভিন্নতর উদ্দেশ্যে ও জ্ঞান মোতাবেক কার্যটি করিলে উক্ত অপরাধ অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা বা জ্ঞান মোতাবেক কৃত না হইয়া সহায়তাকারীর

উদ্দেশ্য ও জ্ঞান মোতাবেক অনুষ্ঠিত হওয়ার বেলায় উহার জন্য যে দণ্ডের ব্যবস্থা রহিয়াছে সেই দণ্ডে দণ্ডার্হ হইবে।

বিশ্লেষণ

দুষ্কর্মে যিনি সহায়তা করেন, তিনি যে অপরাধের জন্য উহা করিয়াছেন সেই অপরাধের শাস্তি তাহার প্রাপ্য। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্য প্রকার অপরাধ করিলেও তাহার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। আলোচ্য আইনের ১০৮ ধারায় তৃতীয় ব্যাখ্যার 'ঘ' উদাহরণ পড়িলে এই ধারার মর্মার্থ স্পষ্ট হইবে।

পূর্বের ধারায় বলা হইয়াছে যে, সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি দুষ্কর্মে সাহায্যকারীর সহায়তামূলে যে অপরাধ করেন, দুষ্কর্মে সাহায্যকারী সেই অপরাধের ব্যবস্থিত শাস্তি পাইবেন। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, দুষ্কর্ম সাহায্যকারীর সহায়তামূলে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি অন্য অপরাধ করেন তবুও দুষ্কর্মের সাহায্য-কারী যে অপরাধের জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন সেই অপরাধের ব্যবস্থিত দণ্ড পাইবেন।

যে ক্ষেত্রে আসামী এমন জখম করিবার অভিপ্রায় লইয়া আক্রমণ করে যে তাহার সাহায্যকারী সেই জখম অভিপ্রায় করেন নাই এবং জখম গুরুতর হয়, সে ক্ষেত্রে সাহায্যকারীর অপরাধ ১১০ ধারায় পড়ে ; ১১১ ধারায় নয় এবং সাহায্যকারীর অপরাধ তাহার অভিপ্রায় মোতাবেক নির্ণীত হয়।[২২৪]

মূল ধারার অনুবাদ

সহায়তাকৃত কার্য হইতে ভিন্নতর কার্যে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর দায়িত্ব

১১১। যে ক্ষেত্রে এক কার্যে সহায়তা করা হয় এবং ভিন্নতর কার্য সম্পাদন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে সহায়তাকারী সম্পাদিত কার্যের জন্য এইরূপ ও এই পরিমাণে দায়ী হইবে যেন সে উহাতে সরাসরিভাবে সহায়তা করিয়াছে।

অনুবিধি

শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত কার্যটি সহায়তার সম্ভাব্য ফলশ্রুতি ছিল এবং প্ররোচনার প্রভাবাধীনে বা দুষ্কর্মে সহায়তা সংগঠনকারী ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বা উহার অনুসরণে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক একটি শিশুকে খ-র খাবারে বিষ মিশাইবার জন্য প্ররোচিত করে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে তাহাকে বিষ প্রদান করে। উক্ত প্ররোচনার ফলে শিশুটি ভুলবশতঃ য-র খাবারে উক্ত বিষ মিশায়। য-র খাবার খ-র খাবারের পাশেই ছিল। এই ক্ষেত্রে শিশুটি ক-র প্ররোচনার ফলে কার্য করিয়া থাকিলে এবং সম্পাদিত কার্যটি সহায়তার সম্ভাব্য ফলশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে হইয়া থাকিলে ক এইভাবে ও এই পরিমাণে দায়ী হইবে যেন সে শিশুকে য-র খাবারে বিষ মিশানোর জন্য প্ররোচিত করিয়াছিল।

(খ) ক খ কে য-র গৃহ পোড়াইবার জন্য প্ররোচিত করে। খ উক্ত গৃহে আগুন লাগায় এবং সেই সঙ্গে তথায় সম্পত্তি চুরি করে। ক যদিও উক্ত গৃহ পোড়ানোর কার্যে সহায়তার জন্য দোষী তথাপি চুরির সহায়তার জন্য দোষী নয়, কারণ চুরিটি একটি স্বতন্ত্র কার্য ছিল এবং পোড়ানোর কোন সম্ভাব্য ফলশ্রুতি ছিল না।

(গ) ক খ ও গ-কে গভীর রাত্রে দস্যুতা অনুষ্ঠানের জন্য একটি বসত বাটিতে হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিবার জন্য প্ররোচিত করে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অস্ত্রপাতি সরবরাহ করে। খ ও গ হুড়মুড় করিয়া উক্ত গৃহে প্রবেশ করে এবং উক্ত গৃহের অন্যতম বাসিন্দা য কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া য-কে খুন করে। এই ক্ষেত্রে উক্ত খুন উক্ত সহায়তার সম্ভাব্য ফলশ্রুতি হইয়া থাকিলে ক খুনের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় নিম্নবর্ণিত সূত্র বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ

একটি অপকাজের জন্য প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সহায়তা করিলেন। সহায়তা বলিতে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র বা প্রত্যক্ষ সাহায্য বুঝায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির সহায়তায় প্ররোচনায় ষড়যন্ত্র বা প্রত্যক্ষ সাহায্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া যাহা করিলেন তাহা প্রথম ব্যক্তির অভিষ্ট নহে। এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী হইবেন। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির যে কাজ প্রথম ব্যক্তির সহায়তার সম্ভাব্য ফলশ্রুতি নয়, সে কাজের জন্য প্রথম ব্যক্তি দায়ী হইবে না।

ইহা সর্বজনস্বীকৃত আইনভিত্তিক প্রত্যয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কাজের সম্ভাব্য পরিণতির জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী। ধরিয়া লওয়া হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কাজের পরিণাম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। দেওয়ানী আইনে বলা হইয়াছে যে, এজেন্টের সেই কাজের জন্য মালিক দায়ী, যে কাজ এজেন্টের মালিক প্রদত্ত দায়িত্বের অন্তর্গত। প্রায় অনুরূপভাবে ফৌজদারী আইনে বলা হইয়াছে যে, সহায়তাপূর্ণ অপরাধীর সেই

কাজের জন্য সাহায্যকারী দায়ী, যে কাজ সহায়তাপূর্ণ ব্যক্তি সহায়তার কারণে সে করিতে সক্ষম হইয়াছে।

সম্ভাব্য ফলশ্রুতি

সম্ভাব্য ফলশ্রুতি তাহাকেই বলা হয়, যাহা কাজের স্বাভাবিক পরিণতি। বিচক্ষণ মানুষের ধারণায় যে কাজের যে ফল আইনের ধারণায় সেই কাজের তাহাই সম্ভাব্য ফলশ্রুতি। যাহা অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত তাহা সম্ভাব্য ফলশ্রুতি নহে। সম্ভাব্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থিত হইলে উহার সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। অন্যথায় সহায়তাকারীর দায়িত্ব নির্ণয় দূরুহ হইয়া পড়ে।[২২৫] যে কাজ অপরাধমূলক নহে তাহার সহায়তা দোষণীয় নয়।[২২৬]

সহায়তা বলিতে যেখানে প্রত্যক্ষ সাহায্য বা ষড়যন্ত্র বুঝায় সেখানে অপরাধমূলক কার্য সম্পাদন করিবার সময় প্রত্যক্ষ সাহায্য বা ষড়যন্ত্র প্রমাণিত না হইলে কোন ব্যক্তিকে সহায়তাকারীরূপে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।[২২৭]

মূল ধারার অনুবাদ

যে ক্ষেত্রে সহায়তাকারী সহায়তাকৃত কার্য ও সম্পাদিত কার্যের জন্য ক্রমপুঞ্জিত শাস্তির জন্য দায়ী হয়

১১২। যে কার্যের জন্য সহায়তাকারী পূর্ববর্তী শেষ ধারার অধীনে দায়ী বলিয়া গণ্য সেই কার্য সহায়তাকৃত কার্য ছাড়াও সম্পাদিত হইলে এবং উহা একটি স্বতন্ত্র অপরাধ গঠন করিলে সহায়তাকারী প্রত্যেকটি অপরাধের দায়ে দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ

ক একজন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত একটি মালক্রোক কার্যে বলপূর্বক বাধাদানের জন্য খ-কে প্ররোচিত করে। ফলে খ উক্ত মালক্রোক কার্যে বাধা দান করে। বাধা প্রদান করিতে যাইয়া খ উক্ত মাল ক্রোক অনুষ্ঠানকারী পদস্থ কর্মচারীকে ইচ্ছাপূর্বক গুরুতরভাবে আঘাত করে। যেহেতু খ মাল ক্রোক কার্যে বাধাদান ও ইচ্ছাপূর্বক গুরুতর আঘাতকরণ—এই উভয় অপরাধই অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেইহেতু খ উক্ত উভয় অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবে। এবং যদি ক-র ইহা জানা থাকিয়া থাকে যে, মাল ক্রোক কার্যে বাধা দান করিতে যাইয়া খ-র স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদানের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে কও প্রত্যেকটি অপরাধের দায়ে দণ্ডনীয় হইবে। *

বিশ্লেষণ

একটি কাজের জন্য প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সহায়তা করেন এবং এই সহায়তায়পূর্ণ হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির অভীষ্ট কাজ ছাড়াও অন্য কাজ করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এই উভয় কাজের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হন। এই অবস্থায় সহায়তাকারীরূপে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত উভয় অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন। উদাহরণ দ্বারা বর্তমান ধারার বিষয়বস্তু স্পষ্ট করা হইয়াছে।

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কোন কাজ করিতে প্ররোচিত করেন। সেই ব্যক্তির প্ররোচনার ফলে অপর ব্যক্তি যে সমস্ত কাজ করেন, সেই সমস্ত কাজের জন্য প্ররোচনাকারী দায়ী। যে কাজের জন্য সহায়তা করা হয়, সেই কাজ অপরাধমূলক হইলে সহায়তাকারী নিঃসন্দেহে দায়ী, তদুপরি সেই কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে অন্য কাজ করা হইলেও সহায়তাকারী তজ্জন্য দায়ী।

মূল ধারার অনুবাদ

সাহায্যকৃত কার্যের দরুন দুষ্কর্মে সহায়তাকারী কর্তৃক অভিপ্রেত পরিণতি হইতে ভিন্নতর পরিণতির ক্ষেত্রে দুষ্কর্ম সহায়তাকারীর দায়িত্ব

১১৩। যে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পরিণতি ঘটাইবার জন্য সহায়তাকারীর উদ্দেশ্য সহকারে কোন কার্যে সহায়তা করা হয় এবং যে কার্যের জন্য সহায়তাকারী কর্তৃক অভীষ্ট পরিণতি হইতে ভিন্নতর পরিণতি ঘটায়, সেই ক্ষেত্রে সহায়তাকারী সংঘটিত পরিণতির জন্য এইরূপে ও এই পরিমাণে দায়ী হইবে যেন সে উক্ত পরিণতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে উক্ত কার্যে সহায়তা করিয়াছিল। অবশ্য এই শর্তে যে তাহার জানা থাকিতে হইবে যে সহায়তাকৃত কার্যের উক্ত পরিণতি ঘটাইবার সম্ভাবনা ছিল।

উদাহরণ

ক য-কে গুরুতর আঘাত করিবার জন্য খ-কে প্ররোচিত করে। খ প্ররোচনার ফলে য-কে গুরুতররূপে আঘাত করে। ফলে য-র মৃত্যু ঘটে এই ক্ষেত্রে যদি ক-র জানা থাকিয়া থাকে যে সহায়তাকৃত গুরুতর আঘাতে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল তাহা হইলে ক খুনের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা ১১১ ধারার পরিপূরক। ১১১ ধারায় বলা হইয়াছে যে, সহায়তাকারীর প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অপরাধী যদি এমন কর্ম করেন, যাহা সহায়তাকারীর অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না তবে সহায়তাকারী সেই অপকর্মের জন্য দায়ী হইবেন। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, অভীষ্ট পরিণতির বাহিরে কোন পরিণতি ঘটিলে সহায়তার জন্য সহায়তাকারী অপরাধীর অপকর্মের জন্য দায়ী হইবেন। উদাহরণ দ্বারা এই ধারার মর্ম স্পষ্ট করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা : এই ধারার বিধান নিম্নরূপ :

(ক) সহায়তাকারী একটি বিশেষ ফল ঘটাইবার জন্য একটি কাজে সহায়তা করিলেন।

(খ) যে কাজের জন্য সহায়তাকারী সহায়তা করিলেন, সেই কাজের ফল বা পরিণতি সহায়তাকারীর অভিপ্রায় অনুযায়ী না হইয়া অন্যরূপ হইল।

(গ) সহায়তাপুষ্ট ব্যক্তির কাজের পরিণতি বা ফল সহায়তাকারীর অভিপ্রেত না হইলেও উহা তাহার জ্ঞান মতে অস্বাভাবিক ছিল না।

(ঘ) এমতাবস্থায় সহায়তাকারী সহায়তাপূর্ণ ব্যক্তির কাজের ফলের জন্য দায়ী।

প ক-কে পলাইয়া যাইতে বাধা প্রদান করিলেন। ব ক-কে মারিতে শুরু করিলেন। এই সময় লোকজন আসিয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় প ঘটনাস্থল হইতে পলাইয়া গেলেন। অতঃপর ব ক-কে মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলিলেন। এমতাবস্থায় প নরহত্যার সহায়তাকারীরূপে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।[২২৮]

খ গ কে ভারী লাঠি দ্বারা বেদম পিটাইতে শুরু করিলেন। এই পিটাইবার পরিণতি যে গ-এর মৃত্যু, তাহা খ জানিতেন। গ-কে মারিবার জন্য ক খ-কে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ক-খ এর সহিত নরহত্যার জন্য দায়ী হইবেন।[২২৯]

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধ অনুষ্ঠান কালে সহায়তাকারীর উপস্থিতি

১১৪। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকিলে সহায়তাকারীরূপে দণ্ডনীয় হইত, সেই ব্যক্তি, যে কার্য বা অপরাধে সহায়তার ফলে দণ্ডনীয় হইত সেই কার্য বা অপরাধ অনুষ্ঠান কালে উপস্থিত থাকিলে, সেই ব্যক্তি অনুরূপ কার্য বা অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

অপরাধ সংঘটনকালে প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত থাকিয়া যে কাজ করিলে অপরাধের সহায়তা করা হয়, অপরাধ সংঘটনকালে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকিলে উক্ত কাজ অপরাধের সহায়তা গণ্য না হইয়া অপরাধ গণ্য হয়। ক খ কে প্ররোচনা দিলেন এবং সেই প্ররোচনার ফলে খ গ-কে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করিলেন। হত্যার সময় ক যদি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকেন তবে তাহার অপরাধ ১১৯ ধারায় পড়িবে। আর হত্যার সময় ক যদি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন, তবে তাহার অপরাধ বর্তমান ধারায় পড়িবে। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি সহায়তাকারীরূপে অপরাধী আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হত্যাকারীরূপে গণ্য।

ব্যাখ্যা: এই ধারার প্রয়োগ করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত দুইটি উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করিতে হইবে:

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধের সহায়তা করিয়া থাকিবেন।

(খ) অপরাধ সংঘটনের সময় তিনি উপস্থিত থাকিবেন।[২৩০]

মূল ধারার সহিত বর্তমান ধারা যোগ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত করা হয় তবে তাহার শাস্তি মূল ধারার অপরাধের জন্য হইবে, সহায়তার জন্য নহে।[২৩১]

এই ধারার সহিত আলোচ্য আইনের ৩৪ ধারার মিল আছে। যে ক্ষেত্রে প্রত্যেক অপরাধীর দোষ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় কিন্তু অপরাধ করিতে কে কত পরিমাণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া পড়ে, সে ক্ষেত্রে এই দুই ধারার প্রয়োগ বিধেয়।[২৩২] তবে ৩৪ ধারার সহিত বর্তমান ধারার পার্থক্য আছে। ৩৪ ধারায় সব অপরাধী অপরাধে প্রত্যক্ষ এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে; বর্তমান ধারায় সহায়তা করিয়া পরে অপরাধের সময় উপস্থিত থাকে।

উপস্থিত

উপস্থিত বলিতে এমন অবস্থায় থাকাকে বুঝায় যে অবস্থায় থাকিয়া অপরাধে সহায়তা করা যায়। দুইজনকে দোকান ঘরে লুঠ করিতে পাঠাইয়া তৃতীয় ব্যক্তি দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিলে ঐ ব্যক্তি মূল অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়। সম্পূর্ণ সময় ধরিয়া উপস্থিত না থাকিলেও এই ধারার প্রয়োগ ব্যর্থ হয় না।

সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ

সরকারী কর্মচারী দ্বারা কোন কাজ করাইয়া লইবার অসৎ উদ্দেশ্যে তাহার প্রতিপোষকতায় পরিচালিত কোন গণ সংস্থাকে চাঁদা দিলে বা দান করিলে দাতা ১৬১

ধারার অপরাধে বর্তমান ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হন। অবশ্য দান যদি নিঃস্বার্থ হয় তবে কোন অপরাধ হয় না।[২৩৩]

নরহত্যা

কয়েক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলিলেন। হত্যাকারীদের হত্যার স্থল হইতে কিছু দূরে বসিয়া একজন মহিলা তাহাদের উত্তেজিত করিলেন। এমতাবস্থায় এই মহিলা হত্যাকারীরূপে গণ্য হইবেন।[২৩৪]

মূল ধারার অনুবাদ

মৃত্যুদণ্ড বা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে সহায়তাকরণ অপরাধে অনুষ্ঠিত না হইলে

১১৫। যে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে সেই ব্যক্তি সহায়তার পরিণতিতে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠান না হইলে এবং অনুরূপ সহায়তায় শাস্তি বিধানের নিমিত্ত অত্র বিধিতে কোন স্পষ্ট ব্যবস্থা না থাকিলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে-দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ফলে ক্ষতিসাধনকারী কার্য সম্পাদিত হইলে

এবং সহায়তাকারী সহায়তার ফলে যে কার্যের জন্য দায়ী হয় সেই কার্য এবং যাহা কোন ব্যক্তিকে আঘাত হানে, তাহা সম্পাদিত হইলে সহায়তাকারী যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ

ক য-কে খুন করিবার জন্য খ-কে প্ররোচিত করে। অপরাধটি অনুষ্ঠিত হয়। খ য-কে খুন করিলে সে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইত। অতএব, ক কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, দণ্ডনীয় হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং সহায়তার ফলে য-কে কোন আঘাত করা হইয়া থাকিলে সে কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডনীয় হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

সহায়তা করা সত্ত্বেও বস্তুতঃ যদি অপরাধ না করা হয়, তবে সহায়তাকারীকে যে দণ্ড প্রদেয় হয়, তাহার বিধান বর্তমান ধারায় রাখা হইয়াছে। অপরাধে সহায়তা করা সর্বদা আমাদের উপমহাদেশের এক ইংরাজের আইনে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। আইন বিগর্হিত ও শাস্তিযোগ্য কর্ম বা কর্মচ্যুতিকে যেমন অপরাধ বলা হয়, তেমন আইন বিগর্হিত ও শাস্তিযোগ্য কর্ম বা কর্মচ্যুতির প্ররোচনা বা ষড়যন্ত্র প্রভৃতিও অপরাধ গণ্য হয়।

সহায়তার অপরাধের জন্য সহায়তাকৃত কার্য সম্পূর্ণ হওয়া জরুরী নহে। অভিপ্রেত ফল লাভ সহায়তার অপরাধের জন্য আবশ্যিক নয়।[২৩৫] তবে যে ক্ষেত্রে সহায়তা অভিপ্রেত ফল আনিতে সক্ষম হয়, সে ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর অপরাধের শাস্তি কম হয়।[২৩৬]

ব্যাখ্যা ঃ (ক) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে এবং সেই ব্যক্তির সহায়তার ফলে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, সে ক্ষেত্রে সহায়তাকারী মৃত্যুদণ্ডে বা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় হয়।

(খ) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে, কিন্তু সেই ব্যক্তির সহায়তার ফলে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় না, সে সহায়তার জন্য আলোচ্য আইনে শাস্তির বিধান পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে ঐ সহায়তাকারী ব্যক্তি ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(গ) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির সহায়তার ফলে এমন কার্য সম্পাদিত হয়, যাহার জন্য সহায়তাকারী দায়ী এবং ঐ কার্যের দ্বারা কোন ব্যক্তি আহত হয়, সে ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ১৪ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়।

দণ্ডাই নরহত্যার সহায়তার জন্য কোন বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা আলোচ্য আইনে নাই। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বর্তমান ধারা প্রযোজ্য। নরহত্যার সহায়তার ফলে যদি শিকার আঘাত পায়, তবে বর্তমান ধারার দ্বিতীয় অংশ আমলে আসে।

মূল ধারার অনুবাদ

কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে সহায়তাকরণ অপরাধটি অনুষ্ঠিত না হওয়ার ক্ষেত্রে

১১৬। যে ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি সহায়তার ফলে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইলে এবং অনুরূপ সহায়তার শাস্তি বিধা-

নার্থ অত্র বিধিতে কোন স্পষ্ট ব্যবস্থা না থাকিলে, উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত হইতে পারে, অথবা উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

যদি দুষ্কর্মে সহায়তাকারী বা সহায়তাকৃত ব্যক্তি এমন একজন সরকারী কর্মচারী হন, যাহার কর্তব্য হইতেছে অপরাধ প্রতিরোধ করা

এবং যদি দুষ্কর্মে সহায়তাকারী বা সহায়তাকৃত ব্যক্তি এমনএকজন সরকারী কর্মচারী হন, যাঁহার কর্তব্য হইতেছেঅনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠান প্রতিরোধ করা, তাহা হইলেসহায়তাকারী উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যে কোনবর্ণনার কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্যব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত হইতে পারে, অথবা উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণসমূহ

ক) সরকারী কর্মচারী খ তাহার সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যাপারে ক কে কিছুটা অনুগ্রহ প্রদর্শনের পুরস্কার হিসাবে ক খ-কে ঘুষ প্রদানের প্রস্তাব করে। খ ঘুষ গ্রহণে অস্বীকার করেন। ক অত্র ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইবে।

খ) ক খ-কে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের জন্য প্ররোচিত করে। এই ক্ষেত্রে খ মিথ্যা সাক্ষ্য দান না করিলেও ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে দণ্ডনীয় হইবে ।

(গ) পুলিশ অফিসার ক, যাহার কর্তব্য হইতেছে দস্যুতা নিবারণ করা, দস্যুতা অনুষ্ঠানে সহায়তা করে। এই ক্ষেত্রে, দস্যুতা অনুষ্ঠিত না হইলেও ক উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

(ঘ) খ পুলিশ অফিসার ক কর্তৃক একটি দস্যুতা অনুষ্ঠানে সহায়তা করে। উক্ত পুলিশ অফিসারের কর্তব্য হইতেছে উক্ত অপরাধ নিবারণ করা। এই ক্ষেত্রে, উক্ত দস্যুতা অনুষ্ঠিত না হইলেও খ দস্যুতার অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে ও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্ব ধারার পরিপূরক পূর্বের ধারা এবং বর্তমান ধারা সেই ক্ষেত্রে সহায়তাকারীকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা রাখিয়াছে, যে ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর সহায়তা সত্ত্বেও অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নাই।

এই ধারার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

(ক) এক ব্যক্তি অপরাধ করিবার জন্য, অন্য ব্যক্তিকে সহায়তা করিলেন, এবং

(খ) ঐ অপরাধ এমন প্রকৃতির, যাহা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়, এবং

(গ) ঐ অপরাধের সহায়তার জন্য দণ্ডবিধিতে কোন শাস্তির বিধান নাই,

(ঘ) এমন অবস্থায় সহায়তাকারী শাস্তি পাইবেন, এবং

(ঙ) সেই শাস্তি যে অপরাধের জন্য সহায়তা করা হয় তাহার জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির এক-চতুর্থাংশ কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে, অথবা

(চ) ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত পরিমাণ জরিমানা হইতে পারে, এবং

(ছ) পূর্বোক্ত পরিমাণ কারাদণ্ড এবং জরিমানা উভয়ই হইতে পারে,

(জ) তবে যে ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি এমন সরকারী কর্মচারী হন যাহার দায়িত্ব হইতেছে ঐ অপরাধ নিরোধ করা,

(ঝ) সেই ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের পরিমাণ এক-চতুর্থাংশের স্থলে অর্ধাংশ হইবে। তবে শাস্তির অন্য প্রকার বিধান এক রকম থাকিবে।

সহায়তাকারীর সহায়তার ফলে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে সহায়তাকারী অপরাধীর মতই দণ্ড পান। সহায়তাকারীর সহায়তা সত্ত্বে অভিপ্রেত অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইলে সহায়তাকারী কম দণ্ড পান।

মৃত্যুদণ্ডে বা দ্বীপান্তরে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যর্থকাম সহায়তাকারী ৭ বৎসর অথবা ১৪ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অন্য মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ব্যর্থকাম সহায়তাকারী এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হন। জরিমানার পরিমাণ একই থাকে।

যে অপরাধ দমন করিবার জন্য সরকারী কর্মচারী নিয়োজিত, সেই অপরাধের অনুষ্ঠানের জন্য যদি কর্মচারী সহায়তা করেন তবে তাহার শাস্তি লঘু হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

ঘুষের সহায়তা

বর্তমানে বাংলাদেশে ঘুষের সহায়তা অর্থাৎ ঘুষ দিবার প্রস্তাব করা বর্তমান ধারায় পড়ে না। সুতরাং বর্তমান ধারার 'ক' উদাহরণ বাংলাদেশে অপ্রযোজ্য হইয়া পড়িয়াছে। Criminal law amendment Act 37 of 1953. আলোচ্য আইনে

(দণ্ডবিধিতে) একটি নতুন ধারার সংযোজন করিয়াছে। এইসব সংযোজিত ধারা হইতেছে ১৬৫ ক। আলোচ্য আইনের ১৬৫ ক ধারায় সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ দিবার প্রস্তাবকে অপরাধ বলা হইয়াছে।[২৩৭]

ঘুষ যাহারা লইয়াছেন এবং ঘুষ যাহারা দিয়াছেন তাহারা সাধারণতঃ অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যান। তাই যে ক্ষেত্রে ইহাদের অপরাধ সন্দেহকারীরূপে প্রমাণিত হইয়াছে সে ক্ষেত্রে তাহাদের উপর গুরুদণ্ড প্রয়োগ করা উচিত।

ঘুষ দিবার প্রস্তাবের অভিযোগে যিনি অভিযুক্ত হন, তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে তাহার অপরাধমূলক মনোবৃত্তির দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। তিনি অসৎ উদ্দেশ্যে ঘুষ দিবার প্রস্তাব করিয়া থাকিলে তবেই দণ্ড পাইবেন। যাহাকে ঘুষ দেওয়া হইতেছে সেই সরকারী কর্মচারীর উদ্দেশ্য বিবেচনা এইরূপ মামলায় অবান্তর।[২৩৮]

মূল ধারার অনুবাদ

জনসাধারণ বা দশের অধিক ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তাকরণ

১১৭। যে ব্যক্তি সাধারণভাবে জনসাধারণ কর্তৃক বা দশের অধিক যে কোন সংখ্যার বা শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে - যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

ক মিছিলরত একটি বিপক্ষীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সময়ে ও স্থানে মিলিত হইবার জন্য দশের অধিক সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রকাশ্য স্থানে একটি প্লাকার্ড টাঙ্গাইয়া দেয়। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি জনসাধারণকে অপরাধ করিতে সহায়তা করে, সে ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়। তাহাকে অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দেওয়া যায়। যে ব্যক্তি দশজনের বেশী লোককে অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে তাহার সম্পর্কেও একই ব্যবস্থা।

এই ধারাকে স্থানীয় বা বিশেষ আইনের উপরও প্রযোজ্য করা হইয়াছে।[২৩৯]

প্ররোচনা

ধর্মঘট হইলে রেলপথের উপর শুইয়া থাকার জন্য শ্রমিকগণকে প্ররোচনা দেওয়া এই ধারায় অপরাধ।[২৪০] সভায় সমবেত জনতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিবার জন্য উত্তেজিত করা এই ধারায় অপরাধ।[২৪১] বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া অপরাধ অনুষ্ঠান করিতে প্ররোচনা করিলে এই ধারায় অপরাধ হয় না যদি বিজ্ঞাপন মধ্যরাত্রে ছড়ানো হয় এবং রাত্রি পোহাইবার পূর্বে সরাইয়া লওয়া হয়।[২৪২] ধর্মঘট আরম্ভ করিবার পূর্বে কোন বিশ্বাসঘাতক শ্রমিকের বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর বক্তৃতা দেওয়া এই ধারায় অপরাধজনক হইতে পারে।[২৪৩]

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয় আবশ্যক ঃ

(ক) আসামী দুষ্কর্মে সহায়তা করিয়াছেন।

(খ) এই সহায়তা তিনি করিয়াছেন কোন কাজ করিবার জন্য, এবং

(গ) সেই কাজ দণ্ডবিধিতে কিংবা অন্য স্থানীয় বা বিশেষ আইনে অপরাধ এবং

(ঘ) যাহাদিগকে সহায়তা করা হইয়াছিল তাহারা জনসাধারণ কিংবা দশজনের অধিক ব্যক্তি।

মূল ধারার অনুবাদ

মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র গোপনকরণ

১১৮। যে ব্যক্তি মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা তদ্দ্বারা উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করিতে পারে এইরূপও সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া,

কোন কার্য বা অবৈধ ত্রুটির সাহায্যে অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপনে করে কিংবা এমন কোন বিবৃতি প্রদান করে যাহা অনুরূপ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মিথ্যা বলিয়া সে জানে,

অপরাধটি অনুষ্ঠিত হওয়ার বেলায়

সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত

অপরাধটি অনুষ্ঠিত না হওয়ার বেলায়

হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে অথবা, উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইলে, যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি উভয় ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

ক খ স্থানে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে এই মর্মে মিথ্যা সংবাদ দান করে যে গ স্থানে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উক্ত গ স্থান বিপরীত দিকে অবস্থিত এবং তদ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিবার মতলবে সে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিপথে চালিতে করে। ষড়যন্ত্রের অনুসরণে খ স্থানে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ক অত্র ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্রকে গোপন করে কিংবা ঐ সম্পর্কে এমন বিবৃতি দেয় যাহা তাহার জ্ঞান-মতে অসত্য তবে তাহার এই গোপন করা বা ভাষণ দেওয়া যদি অপরাধ করিতে সহায়তা করে তবে ঐ ব্যক্তি অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে সাত বৎসর পর্যন্ত এবং অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইলে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তাহাকে অর্থদণ্ডও দেওয়া যাইবে।

অপরাধ অনুষ্ঠানের পূর্বে যাহারা অপরাধ সম্পর্কে ষড়যন্ত্র প্রভৃতি গোপন করিয়া উহার অনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে উদ্যোগী হন তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য বর্তমান ধারা এবং ইহার পরবর্তী দুই ধারা ব্যবস্থা রাখিয়াছে। অপরাধ অনুষ্ঠানের পরবর্তী কালে যাহারা উহা গোপন করে তাহাদিগকে শাস্তির বিধান দিয়াছে আলোচ্য আইনের ২০২ এবং ২০৩ ধারা।

নীতি

অপরাধের ষড়যন্ত্র দুইভাবে গোপন করা যায়ঃ

(ক) ভুল বর্ণনা দিয়া অপরাধের ষড়যন্ত্র গোপন করা যায়। সাতক্ষীরায় ডাকাতি হইবার কথা জানিয়া পুলিশকে নড়াইলে ডাকাতির খবর দিলে তাহাকেও এক প্রকার গোপন করা বলা যায়।

(খ) প্রকাশ না করিয়া অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র গোপন করা যায়। চৌকিদারের কর্তব্য হইতেছে যে ডাকাতি সম্পর্কে জানিলে তাহা পুলিশকে জানাইয়া দেওয়া; ইহা গোপন করা অপরাধ।

প্রমাণ

এই ধারার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড দিতে হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে প্রমাণ থাকা আবশ্যক ঃ

(ক) কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র বা প্লান থাকা প্রয়োজন। যেখানে কোন ষড়যন্ত্র বা নীল নক্‌শা নাই, সেখানে এই অপরাধ হইতে পারে না।

(খ) যে অপরাধের জন্য ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে, সেই অপরাধ মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডনীয় হইবে।

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ ষড়যন্ত্র বা নীল নক্‌শাকে গোপন করিয়াছিলেন,

(১) তাহার কাজের দ্বারা, অথবা

(২) তাহার কর্মবিরতি দ্বারা, অথবা

(৩) মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা।

(ঘ) স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হইয়াছিল।

(ঙ) এই গোপন করার উদ্দেশ্য ছিল অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করা, অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে, গোপনীয়তা অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করিবে।

(চ) যে অপরাধ গোপন করা হইয়াছিল তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারী কর্তৃক এমনতর অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র গোপনকরণ যাহা নিবারণ করা তাহার কর্তব্য

১১৯। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া এমন কোন অপরাধ যাহা নিবারণ করা সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার কর্তব্য অনুষ্ঠান সুগম করিবার মতলবে কিংবা তদ্দারা সে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া কোন কার্য বা অবৈধ ত্রুটির সাহায্যে, অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃকভাবে গোপন করে, কিংবা এমন কোন বিবৃতি দান করে যাহা অনুরূপ অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা বলিয়া সে জানে,

অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার বেলায়

সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে, উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত হইতে পারে, বা উক্ত অপরাধের

জন্য ব্যবস্থিত অর্থদণ্ডে, কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে ;

অপরাধটি মৃত্যু ইত্যাদি দণ্ডে দণ্ডনীয় হওয়ার বেলায়

অথবা, উক্ত অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় হইলে, যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডনীয় হইবে ;

অপরাধটি অনুষ্ঠিত না হওয়ার বেলায়

অথবা, উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইলে, উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত হইতে পারে, কিংবা উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত অর্থদণ্ডে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

পদস্থ পুলিশ কর্মচারী ক দস্যুতা অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাহার গোচরে আগমনযোগ্য সমস্ত ষড়যন্ত্রের তথ্য সরবরাহ করার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া এবং খ দস্যুতা অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র করিতেছে জানিয়া, উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করিবার মতলবে অনুরূপ তথ্য সরবরাহ করা হইতে বিরত থাকেন। এই ক্ষেত্রে ক একটি অবৈধ ত্রুটির সাহায্যে খ-র ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব গোপন করিয়াছেন এবং তিনি অত্র ধারার বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন।

বিশ্লেষণ

এমন অনেক সরকারী কর্মচারী আছেন যাহাদের কাজ এবং কর্তব্য হইতেছে অপরাধ নিবারণ করা। এইরূপ সরকারী কর্মচারী যদি অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র গোপন করেন কিংবা ঐরূপ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করেন তবে ঐ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে তিনি উহার জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডের অর্ধেক দণ্ড পাইবেন। আর উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইলে এক-চতুর্থাংশ পাইবেন। অপরাধ যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় তবে সহায়তাকারী সরকারী কর্মচারী দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন।

এই ধারা কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রযোজ্য।

প্রমাণ

নিম্নবর্ণিত তথ্য প্রমাণ করিতে পারিলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারায় দণ্ড দেওয়া যায় ঃ

(ক) অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য একটি ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন সরকারী কর্মচারী।

(গ) ঐ অপরাধ যাহাতে না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির কর্তব্য ছিল।

(ঘ) তিনি ঐ ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব গোপন করিয়াছিলেন.

১। তাহার কাজের দ্বারা, বা

২। তাহার বেআইনী কর্ম বিচ্যুতি দ্বারা, বা

৩। জ্ঞাতসারে মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা।

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে ষড়যন্ত্র গোপন করিয়াছিলেন, এবং

(চ) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার কাজের দ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র গোপনকরণ

১২০। যে ব্যক্তি, কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা সে তদ্বারা উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া;

অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার বেলায়

কোন কার্য বা ত্রুটির সাহায্যে, অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে কিংবা এমন কোন বিবৃতিদান করে যাহা অনুরূপ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মিথ্যা বলিয়া সে জানে;

অপরাধ অনুষ্ঠিত না হওয়ার বেলায়

সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত হইতে পারে, এবং উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইলে অনুরূপ কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-অষ্টমাংশ পর্যন্ত বা উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

১১৮ ধারায় যে নীতি বর্ণনা করা হইয়াছে, বর্তমান ধারাতেও সেই নীতি বিধৃত। যে সমস্ত অপরাধ মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয়, সেই সমস্ত অপরাধের ষড়যন্ত্রের গোপনীয়তা সম্পর্কে ১১৮ ধারায় বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। আর যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি কারাদণ্ড সেই সমস্ত অপরাধের ষড়যন্ত্র গোপন করার মাধ্যমে অপরাধ অনুষ্ঠানের সহায়তার শাস্তি এই ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারায় আসামীকে শাস্তি দিতে হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রমাণ থাকিতে হইবে ঃ

(ক) অপরাধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল,

(খ) ঐ অপরাধের শাস্তি ছিল কারাদণ্ড

(গ) আসামী ঐ ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বকে গোপন করিয়াছিলেন,

১। তাহার কাজের দ্বারা, অথবা

২। তাহার বেআইনী কর্মবিরতি দ্বারা, অথবা

৩। জ্ঞাতসারে মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা।

(ঘ) আসামী স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করিয়াছিলেন,

(ঙ) আসামী অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন কিংবা তিনি জানিতেন যে তাহার কাজ বা কর্মবিচ্যুতি ব মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম হইবে।

এই ধারার সাথে সাথেই আলোচ্য আইনের পঞ্চম অধ্যায় শেষ হইল। এই ধারার বিষয়বস্তু ছিল দুষ্কর্মে সহায়তা। এই পরিচ্ছেদে দুষ্কর্মের সহায়তা কাহাকে বলে এবং দুষ্কর্মের সহায়তাকারী কোন ব্যক্তি তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সাধারণভাবে সহায়তার ফলে যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, সহায়তাকারী সেই অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত অনুরূপ দণ্ড ভোগ করিতে আদিষ্ট হইতে পারেন। যে অপরাধের জন্য সহায়তা করা হয় সাধারণতঃ সেই অপরাধের শাস্তি সহায়তাকারীকে পাইতে হয়। অন্য প্রকার ফল হইলে তাহাতে এই নীতির ব্যত্যয় ঘটে না। সহায়তাকারী অপরাধের স্থলে উপস্থিত থাকিলে তিনি অপরাধী হইয়া পড়েন; সহায়তাকারী নন। এমন অনেক অপরাধ আছে যাহার সহায়তাও দণ্ডবিধিতে অপরাধরূপে গণ্য হয়। এমন অনেক অপরাধ আছে যাহার সহায়তার শাস্তির বিধান দণ্ডবিধিতে প্রদত্ত হইয়াছে। এইসব ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর শাস্তির বিধান এই পরিচ্ছেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পঞ্চম ক পরিচ্ছেদ

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞা

১২০ ক। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি,

(১) কোন অবৈধ কার্য, অথবা

(২) অবৈধ নয় এমন কোন কার্য, অবৈধ উপায়ে সম্পাদন করিতে বা করাইতে সম্মত হইলে অনুরূপ চুক্তি-অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইবে :

শর্ত থাকে যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের চুক্তি, ব্যতিরেকে, অন্য কোন চুক্তি, অনুরূপ চুক্তির অনুসরণে অনুরূপ চুক্তিভুক্ত এক বা একাধিক দল কর্তৃক চুক্তিটি ছাড়াও অন্য কোন কার্য সম্পাদিত না হইলে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলিয়া গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা: অবৈধ কার্যটি অনুরূপ চুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য, না উক্ত লক্ষ্যের আনুষঙ্গিক তাহা বিবেচ্য নহে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা এবং পরবর্তী ধারা লইয়া একটি পরিচ্ছেদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হইতেছে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র।

অবৈধ কাজ করিবার জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সম্মত হইলে ঐ সম্মতিকে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজ করাইতে সম্মত হইলে ঐ সম্মতিকে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বৈধ কাজ অবৈধ উপায়ে করিতে সম্মত হইলে ঐ সম্মতিকে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বৈধ কাজ অবৈধ উপায়ে সম্পাদন করাইতে সম্মত হইলে ঐ সম্মতিকে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলে।

'অবৈধ' কাহাকে বলে তাহার পরিচয় আমরা আলোচ্য আইনের ৪৩ ধারায় পাইয়াছি।

যতক্ষণ পর্যন্ত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মনের মধ্যে অবৈধ কাজের বা বৈধ কাজের অবৈধ উপায়ের পথ পরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা মাত্র জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধ জন্মলাভ করে না। ইচ্ছা সম্মতিতে পরিণত হইলে তাহা ষড়যন্ত্র হয়। আলোচ্য আইনে অবৈধ কাজ যেমন অপরাধ, বৈধ কাজ অবৈধ উপায়ে করাও তেমনি অপরাধ। যে নীতিতে বলা হয় যে, লক্ষ্য দ্বারা উপলক্ষের নৈতিকতা প্রমাণিত হয়, সেই নীতি বাংলাদেশের আইনে অগ্রাহ্য।

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মধ্যে নিম্নবর্ণিত চারিটি উপাদান আছে ঃ

১। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সম্মত হইয়াছেন

২। কোন অবৈধ কাজ করিতে, অথবা

৩। কোন বৈধ কাজ অবৈধ উপায়ে করিতে, এবং

৪। ষড়যন্ত্রের অনুসরণে কোন কাজ করা হইয়াছে।[২৪৪]

ব্যাখ্যা ঃ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মূল কথা হইতেছে অবৈধ কাজ করিবার জন্য বা বৈধ কাজ অবৈধ উপায়ে করিবার জন্য একাধিক ব্যক্তির সম্মতি। সম্মতি প্রমাণিত হইলেই অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র হইয়া যায়; তাহার অনুসরণে অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আবশ্যিক নহে।[২৪৫] তবে কোন স্বতন্ত্র অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ঐ অপরাধের জন্যও দায়ী হইতে পারেন।[২৪৬] কিন্তু সেক্ষেত্রে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ না আনিয়া প্রধান অপরাধ এবং তাহার সহায়তার জন্য অভিযোগ করা বাঞ্ছনীয়। ষড়যন্ত্রের অনুসরণে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে ষড়যন্ত্রকে প্রধান অভিযোগ বলা যায় না।[২৪৭]

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র হইতে পারে না।[২৪৮]

বর্তমান ধারার মূল উপাদান হইতেছে সম্মতি। আর ৩৪ ধারার মূল উপাদান হইতেছে অপরাধ অনুষ্ঠান।[২৪৯]

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি

১২০-খ। (১) যে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে, দ্বীপান্তর দণ্ডে বা ততোধিক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি অনুরূপ ষড়যন্ত্রের শাস্তি বিধানের জন্য অত্র বিধিতে কোন স্পষ্ট বিধান

না থাকিলে, এইরূপে দণ্ডিত হইবে যেন সে অনুরূপ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে।

(২) যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয় মাসের অধিক হইবে না, অথবা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

(ক) যে ব্যক্তি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করে, এবং

(খ) যে ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য হইতেছে এমন অপরাধ করা যাহার শাস্তি,

১। মৃত্যুদণ্ড, বা

২। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, বা

৩। দুই বৎসর বা ততোধিক সময়ের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড।

(গ) সেই ব্যক্তি সহায়তাকৃত অপরাধের সমান শাস্তি পাইবে।

(ঘ) তবে আলোচ্য দণ্ডবিধিতে অন্য স্পষ্ট বিধান থাকিলে তাহাই কার্যকর হইবে। এবং

(ঙ) যে ব্যক্তি এমন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করে যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে উপরে বর্ণিত দণ্ডের দণ্ডনীয় অপরাধ ব্যতীত অন্য অপরাধ করা সেই ব্যক্তি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে, অথবা জরিমানায় অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: অপরাধ করিবার পূর্বে উহার জন্য ষড়যন্ত্র করাও অপরাধ। এই ষড়যন্ত্রে যাহারা শরীক, তাহারা এই ধারা অনুযায়ী অপরাধী। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে শরীক হওয়ার অপরাধ মূল অপরাধ হইতে ভিন্ন। যেক্ষেত্রে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের পরিণতি স্বরূপ অপরাধ ঘটিয়া যায় সে ক্ষেত্রে বর্তমান ধারা প্রযোজ্য নহে; সে ক্ষেত্রে অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত শাস্তি প্রযোজ্য হয়।[২৫০]

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মূল উপাদান হইতেছে অপরাধ করিবার ব্যাপারে ঐক্যমত, যাহাকে আইনে সম্মতি বলা হয়। কিভাবে সেই অপরাধ করা হইবে তাহা প্রাসঙ্গিক নহে! ষড়যন্ত্র করিলেই অপরাধ হইয়া গেল। ষড়যন্ত্রের ফল যাহা হউক না কেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যাদু করিয়া মানুষ মারা যায় না। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করিলে তাহা এই ধারায় অপরাধ।[২৫১]

ষড়যন্ত্র হইয়াছে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে উহার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিতে হয়। একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন সময়ে ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিলে তাহারা সকলেই এই ধারায় অপরাধী।[২৫২] যখন অপরাধ করিবার জন্য একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্মতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, তখন কোন ব্যক্তি শেষ পর্যায়ে যোগদান করিলেও তাহার অপরাধ কমিয়া যায় না। নরহত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কোন ব্যক্তি যদি প্রথম আক্রমণের সময় অনুপস্থিত থাকে তবে তিনি মুক্তি পান না।[২৫৩]

ষড়যন্ত্রের প্রমাণ

ষড়যন্ত্র প্রমাণ করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া প্রমাণ মজবুত না হইলে কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধে স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র প্রমাণ দিয়া দেখাইতে হয় যে, তিনি অপরাধের ষড়যন্ত্রের বা প্লানের মধ্যে সক্রিয়-ভাবে সংযুক্ত ছিলেন।[২৫৪]

ষড়যন্ত্র কেহ প্রকাশ্যভাবে করে না। সুতরাং আসামীগণ যে খোলাখুলিভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এমন প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাহাদের কৃত কাজ বা আচরণের মধ্য দিয়াই সম্মতি আবিষ্কার করিতে হয়। যদি দেখা যায় যে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ একই লক্ষ্য অনুসরণ করিতেছিলেন এবং তাহা করিতে গিয়া এক একজন এক এক অংশ সম্পাদন করিয়াছিলেন তবে তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন ইহা ধরিয়া লওয়া যায়।[২৫৫] অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ এক স্থানে একত্র হইয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছেন—এমন প্রমাণ সচরাচর পাওয়া যায় না। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধমূলক কাজ তাহাদের ষড়যন্ত্রের পরিচয় বহন করে।[২৫৬]

অনুমোদন

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৬ ক ধারায় বলা হইয়াছে যে, বর্তমান ধারায় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে হইলে সরকারের পূর্বসমর্থন লইতে হইবে। অবশ্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে এই সমর্থনের প্রয়োজন নাই।[২৫৭] ১৯৬ ক ধারা এই কারণে ফৌজদারী কার্যবিধিতে সংযোজিত হইয়াছে, অতঃপর আর গুরুতর ব্যাপার না হইলে অভিযোগ আনা হইবে না।

যে ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছেন, সে ক্ষেত্রে যাহারা অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য দায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে মূল অপরাধের জন্য চার্জ গঠন করা উচিত। এবং এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি ষড়যন্ত্রমূলে সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা হয়, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১০৯ ধারায় চার্জ গঠন করা উচিত।[২৫৮]

বর্তমান ধারায় (২২০ খ) সরকারী কর্মচারী আসামীদের সহিত বেসরকারী ব্যক্তির যুগ্ম বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।[২৫৯]

তিনজন ব্যক্তি বর্তমান ধারায় অভিযুক্ত হইয়া দুইজন ব্যক্তি খালাস পাইলেন, সে ক্ষেত্রেও তৃতীয় ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। কিন্তু সেখানে প্রমাণ দিতে হইবে যে, ঐ তৃতীয় ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিগণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।[২৬০]

প্রমাণ

এই ধারায় আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে নিম্ন বিষয়ে সন্দেহাতীত প্রমাণ দিতে হইবে ঃ

(ক) আসামী কোন কাজ করিতে বা করাইতে সম্মত হইয়াছিলেন,

(খ) সেই কাজ বেআইনী ছিল কিংবা তাহা বেআইনী উপায়ে করা হইয়াছিল,

(গ) সেই কাজ বেআইনী না হইয়া থাকিলে উহাকে বেআইনী উপায়ে করা হইতেছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ থাকিতে হইবে।

প্রাসঙ্গিক বোধে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৬ ও ১৯৬ ক ধারা উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

১৯৬। সরকার অথবা সরকার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষরূপে ক্ষমতাবান কোন অফিসারের আদেশ বা কর্তৃত্ব বলে কৃত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত দণ্ডবিধির ৬ বা ৯ক অধ্যায়ে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ (১২৭ ধারা ব্যতীত), অথবা ১০৮ ক বা ১৫৩ ক বা ২৯৪ ক বা ২৯৫ ক বা ৫০৫ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ আমলে আনিবেন না।

১৯৬-ক। কোন আদালত দণ্ডবিধির ১২০-খ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অপরাধ আমলে আনিবেন না।

(১) যখন ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য অপরাধ ব্যতীত কোন বেআইনী কাজ করা, অথবা বেআইনী উপায়ে কোন আইনসঙ্গত কাজ করা, অথবা এমন কোন অপরাধ করা যাহার প্রতি ১৯৬ ধারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হয় এবং যদি সরকার বা সরকার কর্তৃক এ সম্পর্কে বিশেষভাবে ক্ষমতাবান কোন অফিসারের আদেশ বা কর্তৃত্ব বলে অভিযোগ করা না হয়, অথবা

(২) যখন ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য কোন আমলের অযোগ্য অপরাধ করা বা এমন আমলযোগ্য অপরাধ করা যাহা মৃত্যুদণ্ড, দ্বীপান্তর বা দুই বৎসর বা ততোধিক কালের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় নহে এবং যদি সরকার অথবা সরকার কর্তৃক এ সম্পর্কে ক্ষমতাবান কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিখিত আদেশ দ্বারা কার্যক্রম শুরু করায় সম্মতি না দেন।

তবে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রটির প্রতি যদি ১৯৫ ধারার (৪) উপধারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ কোন সম্মতির প্রয়োজন হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ করা বা যুদ্ধ ঘোষণার সহায়তা করা

১২১। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা অনুরূপ যুদ্ধ উদ্যোগ করে, বা অনুরূপ যুদ্ধ সহায়তা করে সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে, বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ

ক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহে যোগদান করে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা যুদ্ধের উদ্যোগ করা বা যুদ্ধের সহায়তা করায় দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যুদ্ধ আক্রমণ করিয়া হইতে পারে, বিদ্রোহ করিয়াও হইতে পারে। যুদ্ধ বাংলাদেশের ভিতরে থাকিয়া হইতে পারে আবার বাহির হইতেও হইতে পারে।

যুদ্ধ করা

যুদ্ধ করা বলিতে সাধারণ লোকে যাহা বুঝে তাহাই বুঝিতে হয়। লোক জড় করিলে বা অস্ত্র সংগ্রহ করিলে তাহার দ্বারাই যুদ্ধ ঘোষণা হইয়া যায় না।[২৬১] যুদ্ধ ঘোষণার চার্জে বর্তমান ধারায় কাহাকে দণ্ড দিতে হইবে শুধু এই প্রমাণ দিলেই চলিবে না যে আসামীগণ অস্ত্র দখলে রাখিয়াছিলেন এবং অস্ত্র সমর্পণের আদেশ দিলে তাহারা উহা প্রতিপালন না করিয়া সরকারী সৈন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সরকারকে আরো প্রমাণ করিতে হইবে যে, আসামীগণ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারী বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া সরকারকে উৎখাত করা এবং তৎপরিবর্তে নিজেদের নেতাকে বসানো।[২৬২]

তবে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া একটি থানা দখল করিয়া থামিয়া গেলে আসামীগণকে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে অভিযুক্ত করা যায়। কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দাঙ্গা করা ছিল না।[২৬৩]

যেখানে সরকারের বিরুদ্ধে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় কিংবা হিংসা প্রচার করা হয় সেখানে অপরাধ হইয়া যাইতে পারে। যে ক্ষেত্রে আসামী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং সেই ষড়যন্ত্রের অনুসরণে হিংসাত্মক কার্য চলিয়াছিল এবং নিরীহ মানুষের জীবন লওয়া হইয়াছিল সে ক্ষেত্রে আসামী এই ধারায় অপরাধ করিয়াছিলেন।[২৬৪] কিন্তু যে ক্ষেত্রে হিংসা বা শক্তি প্রয়োগের আশ্রয় না লইয়া সরকার পরিবর্তনের প্রচারণা চালানো হয়, সেখানে এই ধারার কোন অপরাধ হয় না। কোন রাজনৈতিক দলের শপথের মধ্যে সংগ্রামের কথা থাকিলেই ইহা ধরিয়া লওয়া ঠিক নহে যে, তাহারা শক্তির ব্যবহার করিয়া সরকারকে পরিবর্তন করিতে চাহেন।[২৬৫]

যাহারা কবিতার মাধ্যমে তলোয়ার ব্যবহার করিতে এবং গেরিলা যুদ্ধ করিতে জনসাধারণকে উত্তেজিত করেন তাহারা এই ধারায় অপরাধী।[২৬৬]

ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণ যুদ্ধ করার শামিল।[২৬৭]

দাঙ্গা এবং যুদ্ধের পার্থক্য

দাঙ্গা এবং যুদ্ধ অনেক সময় এক প্রকৃতির বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিগুমান। দাঙ্গা হিংসাশ্রয়ী এবং জনাকীর্ণ হইতে পারে কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত। আর যুদ্ধের উদ্দেশ্য হইতেছে সরকারকে উৎখাত করা।[২৬৮]

যুদ্ধ করার সহায়তা

সহায়তা অর্থে বর্তমান ধারায় ১০৭ ধারার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সহায়তা করা এই ধারার আওতায় আসে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মানুষের মনের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে থাকে কিন্তু যখন তিনি সক্রিয় পন্থার জন্য প্ররোচনা দেন তখন ইহা সহায়তার পর্যায়ে আসিয়া যায়।[২৬৯]

প্রমাণ

কোন ব্যক্তিকে এই ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে নিম্নবিষয়ের উপর প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে ঃ

(ক) আসামী যুদ্ধ করিয়াছিলেন বা যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছিলেন বা যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন।

(খ) ঐ যুদ্ধ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে করা হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

১২১ ধারা বলে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র

১২১ ক। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে ১২১ ধারা বলে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠান, বা বাংলাদেশকে তদীয় এলাকাসমূহের বা উহার কোন অংশ বিশেষের সার্বভৌমত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার ষড়যন্ত্র করে কিংবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করিয়া সরকারকে ভয়াভিভূত করার ষড়যন্ত্র করে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন বা অন্য কোন স্বল্পতর মেয়াদের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: অত্র ধারার অধীনে কোন ষড়যন্ত্র গঠন করার জন্য উহার অনুসরণে কোন কার্য বা অবৈধ ত্রুটি অনুষ্ঠান প্রয়োজন নহে।

বিশ্লেষণ

(ক) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের মধ্যে থাকিয়া বা বাহিরে থাকিয়া ষড়যন্ত্র করে এবং সেই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য হয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করা বা সহায়তা করা,

(খ) যে ব্যক্তি বাংলাদেশকে বা তাহার অংশ বিশেষকে সার্বভৌমত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার ষড়যন্ত্র করে, বা

(গ) যে ব্যক্তি হিংসার পথে সরকারকে কাবু করিতে চায়।

(ঘ) সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন বা অন্য কোন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে পারেন এবং তাহার জরিমানাও হইতে পারে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বা যুদ্ধের উদ্যোগ করার বা যুদ্ধের সহায়তা করার ষড়যন্ত্রের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। এই ধারার

বাংলাদেশকে তাহার সার্বভৌমত্ব হইতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রের শাস্তির বিধানও করা হইয়াছে। অপরাধমূলক বল প্রয়োগে সরকারকে ভয়াভিভূত করিবার অপরাধও এই ধারায় দণ্ডনীয়।

ভয়াভিভূত

ভয়াভিভূত করা বলিতে ঠিক ভীতি বা আশঙ্কা সৃষ্টি বুঝায় না। যে অবস্থার সৃষ্টি হইলে সরকার হয় নতি স্বীকার করিতে, না হয় বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হন সেই অবস্থার সৃষ্টি করাকে 'ভয়াভিভূত করা' বলে।[২৭০]

প্রমাণ

এই ধারায় আসামীকে শাস্তি দিতে হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া প্রয়োজন ঃ

(ক) আসামী ষড়যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ষড়যন্ত্র অবশ্য সর্বদা প্রত্যক্ষ প্রমাণ-যোগ্য হয় না। অবস্থাঘটিত প্রমাণ দ্বারাই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

(খ) ঐ ষড়যন্ত্র ছিল ১২১ ধারায় অপরাধ করিতে কিংবা রাষ্ট্রকে তাহার সার্ব ভৌমত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে কিংবা অপরাধমূলক শক্তি বলে সরকারকে ভয়াভিভূত করিতে।

আংশন

সরকারের ক্ষমতাবলে রুজু না হইলে কোন আদালত এই ধারার অভিযোগ গ্রহণ করিবেন না। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৬ ধারার পূর্বে বিধৃত ইহাই বিধান।

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহকরণ

১২২। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণের মতলবে লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ সংগ্রহ করে বা প্রকারান্তরে যুদ্ধে প্রস্তুতি নেয়, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ অনধিক দশ বৎসর হইতে পারে দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবার অপরাধের শাস্তির বিধান এই ধারায় বিধৃত।

(ক) যে ব্যক্তি সংগ্রহ করে,

১। লোকজন,

২। অস্ত্রশস্ত্র, বা

৩। গোলাবারুদ।

(খ) এবং এই সংগ্রহের উদ্দেশ্য যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি লওয়া হয়, বা

(গ) যে ব্যক্তি যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়

(ঘ) সে ব্যক্তির শাস্তি হইতে পারে নিম্নরূপ ঃ

১। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, বা

২। অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ড, এবং

৩। অর্থদণ্ড।

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক অপরাধের তিনটি স্তর থাকে। প্রস্তুতি গ্রহণ করাই প্রথম স্তর। তাহার পর আসে চেষ্টা করা এবং সর্বশেষে আসে অপরাধ অনুষ্ঠান। ১২৬ এবং ৩৯৯ ধারাতেও প্রস্তুতিকে শাস্তিযোগ্য করা হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যের উপর প্রমাণ আবশ্যক ঃ

(ক) আসামী লোকজন এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন,

(খ) তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য বা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য উহা করিয়াছিলেন, এবং

(গ) ঐ যুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

মূল ধারার অনুবাদ

যুদ্ধ সুগম করিবার মতলবে ষড়যন্ত্র গোপনকরণ

১২৩। যে ব্যক্তি কোন কার্য বা অবৈধ বিচ্যুতির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব এইরূপে গোপন করে যে, তাহার অনুরূপ গোপনীয়তার সাহায্যে অনুরূপ যুদ্ধ সুগম করিবার মতলব থাকে, বা অনুরূপ গোপনীয়তার ফলে অনুরূপ যুদ্ধ সুগম হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া তাহার জানা থাকে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দশ

বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইতে, এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কর্ম বা কর্মবিচ্যুতি দ্বারা যুদ্ধের পথ সুগম করিবার জন্য কোন ব্যক্তি যদি ষড়যন্ত্র গোপন করে তবে তাহার শাস্তি হয়। সেই শাস্তি ৩০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইতে পারে।

১১৮ ধারায় যে সূত্র বিধৃত, বর্তমান ধারা সেই সূত্রেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। শুধুমাত্র এই ধারায় গুরু শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গত: ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৪ ধারা উল্লেখযোগ্য।

৪৪। (ক) কোন লোক দণ্ডবিধির ১২১, ১২১ ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬ ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছে অথবা করার সংকল্প করিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলে প্রত্যেকটি লোক যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলে এবং এইরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণের অস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব তাহার) অবিলম্বে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসারকে এইরূপ অপরাধ করার সংকল্পের কথা জানাইবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যে "অপরাধ" বলিতে বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে কৃত কোন কার্য, যাহা বাংলাদেশে করা হইলে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, তাহাও বুঝাইবে।

প্রমাণ

এই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যের উপর প্রমাণ থাকা আবশ্যক:

(ক) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্র গোপন করিয়াছিলেন।

(ঘ) ষড়যন্ত্রের কথা তিনি গোপন করিয়াছিলেন এই মতলবে যে তদ্বারা যুদ্ধের পথ সুগম হইবে অথবা তিনি জানিতেন যে গোপনীয়তার দ্বারা যুদ্ধের পথ সুগম হইবে।

স্যাংশন

এই ধারায় অভিযোগ আনিতে হইলে সরকারের স্যাংশন থাকা প্রয়োজন।

মূল ধারার অনুবাদ

রাষ্ট্র সৃষ্টি নিন্দাকরণ ও উহার সার্বভৌমত্বের বিলোপ সমর্থন করা

১২৩ ক। (১) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে এমনতর, কিংবা বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বা যে কোন এলাকা সম্পর্কে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিতে পারে এমনতর প্রণালীতে কোন ব্যক্তি বা সমগ্র জনসাধারণ, বা উহার শ্রেণী বিশেষকে প্রভাবিত করিবার মতলবে বা প্রভাবিত করিতে পারে বলিয়া জানিয়া, কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে অথবা চিহ্নসমূহ বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ সৃষ্টি সম্পর্কে নিন্দাবাদ করিতে অথবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত সংযুক্তির দ্বারা বা প্রকারান্তরে বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বা যে কোন এলাকা সম্পর্কে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব খণ্ডন বা বিলোপকরণ সমর্থন করিবে, সেই ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে--দণ্ডিত হইবে, এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

(২) আপাততঃ প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহাই বিধৃত থাকুক না কেন, অত্র ধারার অধীনে কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় তদন্ত বা বিচার অনুষ্ঠানকালে উক্ত ব্যক্তিকে যে আদালতে উপস্থিত করা হয়, সেই আদালতের পক্ষে তদীয় বিবেচনা মত উক্ত মোকদ্দমা চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির গতিবিধি, অন্যান্য ব্যক্তির সহিত তাহার মেলামেশা বা যোগাযোগ এবং সংবাদ মতামত প্রচারের ব্যাপারে তাহার কার্যকলাপ সম্পর্কে যথাযথ আদেশ দান করা আইনসম্মত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) (২) উপ-ধারায় উল্লেখিত আদালতের সহিত সম্পর্কিত আপীল বা পুনর্বিচার ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন আদালতেও উক্ত উপ-ধারার অধীনে আদেশ দান করিতে পারিবেন।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পেনাল কোড্ (এমেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্ট, (১৯৫০ সালের ৭১ নং আইন) দ্বারা দণ্ডবিধিতে সংযোজিত হইয়াছে। অতঃপর বাংলাদেশের জন্মলাভের পর ইহা সংশোধিত হইয়াছে।

বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্বন্ধে নিন্দাবাদ বা উহার সার্বভৌমত্বের বিলোপ সমর্থন করার শাস্তি এই ধারায় বিধৃত।

(ক) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে এমনভাবে কোন ব্যক্তিকে বা জনসাধারণকে বা জনগণের বিশেষ শ্রেণীকে প্রভাবিত করিবার জন্য কিছু বলেন বা লেখেন বা

(খ) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোন এলাকার, বা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিতে পারে এমনভাবে কোন ব্যক্তি বা জনসাধারণ বা জনগণের শ্রেণী বিশেষকে প্রভাবিত করিবার জন্য কিছু বলেন বা লেখেন ; বা

(গ) যে ব্যক্তি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্পর্কে নিন্দাবাদ করেন ; বা,

(ঘ) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের সহিত অন্য দেশ সংযুক্ত করিয়া বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব হ্রস্ব বা বিলোপ করার সমর্থন করেন ;

(ঙ) সেই ব্যক্তি দশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে এবং জরিমানায় দণ্ডিত হইতে পারেন।

(চ) এতদ্ব্যতীত এই ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আদালত তাহার চলাফেরা, সাহচর্য বা যোগাযোগ বা মত বিনিময় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

(ছ) বাংলাদেশের ভিতরে থাকিয়া এইসব কাজ করিলে বা বাংলাদেশের বাহিরে বসিয়া এইসব কাজ করিলে তিনি উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডনীয় হন।

রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের কোন অংশের সার্বভৌমত্ব বিলোপের সমর্থন যিনি করেন তিনি এই ধারায় অপরাধ করেন। যে কোন অবস্থায় এবং যে কোন সময় এইরূপ কাজ করিলে তাহা এই ধারায় অপরাধ হয়।[২৭১]

মূল ধারার অনুবাদ

কোন আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগে বাধ্য করার বা বাধা দান করার মতলবে রাষ্ট্রপতি গভর্ণ প্রমুখ ব্যক্তিকে আক্রমণকরণের

১২৪। যে ব্যক্তি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বা সরকারকে, যে কোন প্রণালীতে রাষ্ট্রপতির বা সরকারের যে কোন আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য বা প্রয়োগ করা হইতে বিরত করিবার জন্য প্রলুব্ধ বা বাধ্য করিবার মতলবে রাষ্ট্রপতিকে বা সরকারকে আক্রমণ করে বা অবৈধভাবে বাধা দান করে কিংবা অবৈধভাবে বাধা-দানের উদ্যোগ করে, অথবা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করিয়া ভয়াভিভূত করার উদ্যোগ করে।

সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনায় কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

রাষ্ট্রপতি বা ঐ শ্রেণীর কাহাকেও বল প্রয়োগে কিছু করিবার জন্য বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে বা কোন কাজে বল প্রয়োগে তাহাদিগকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে যে অপরাধ হয় তাহার শাস্তির বিধান এই ধারায় বিধৃত।

১২১ ক ধারার তৃতীয় অংশে যাহা বলা হইয়াছে, বর্তমান ধারার বক্তব্য প্রায় তাহাই। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগকে আক্রমণ করিবার ফলে যে অপরাধ হয় তাহার জন্য গুরু শাস্তির ব্যবস্থা এই ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারায় শাস্তি দিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্য সম্পর্কে প্রমাণ দিতে হইবে ঃ

(ক) আক্রান্ত ব্যক্তি এই ধারায় বর্ণিত কেহ ছিলেন

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে ঃ

১। আক্রমণ করিয়াছিলেন, বা

২। আক্রমণ করিতে উদ্যোগ লইয়াছিলেন, বা

৩। অন্যায়ভাবে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন, বা

৪। তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার উদ্যোগ লইয়াছিলেন, বা

৫। তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বা

৬। তাহার উপর শক্তির আস্ফালন দেখাইয়াছিলেন।

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি 'খ'-এ বর্ণিত কাজসমূহ আক্রান্ত ব্যক্তিকে ভয়াভিভূত করিতে করিয়াছিলেন।

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহা করিয়াছিলেন আক্রান্ত ব্যক্তিকে তাহার আইনানুগ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে বা না করিতে বাধ্য বা প্রভাবিত করিবার জন্য।

মূল ধারার অনুবাদ

রাষ্ট্র দ্রোহ

১২৪-ক। যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর মাধ্যমে অথবা সংকেতসমূহের মাধ্যমে বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির মাধ্যমে, অথবা প্রকারান্তরে আইনবলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞার সৃষ্টি করে বা করার উদ্যোগ করে অথবা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা করার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন বা এমনতর যে কোন স্বল্পতর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে যৎসঙ্গে অর্থদণ্ড যোগ করা যাইবে অথবা এমনতর তিন বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যৎসঙ্গে অর্থদণ্ড যোগ করা যাইবে, অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ "বিদ্বেষ" বলিতে অনানুগত্য ও সর্বপ্রকার শত্রুতার ভাব বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা ২ঃ ঘৃণা, অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি বা সৃষ্টির উদ্যোগ না করিয়া আইন-সম্মত উপায়ে সরকারী ব্যবস্থাদির পরিবর্তন আনয়নকল্পে সরকারী ব্যবস্থা অনুমোদনকারী সমালোচনাসমূহ অত্র ধারার অধীনে কোন অপরাধ গঠন করে বলিয়া গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা ৩ঃ ঘৃণা, অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি বা সৃষ্টির উদ্যোগ না করিয়া সরকারের প্রশাসনিক বা অন্যবিধ ব্যবস্থা অনুমোদনকারী সমলোচনাসমূহ অত্র ধারার অধীনে কোন অপরাধ গঠন করে বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দ্রোহিতার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

বিদ্রোহ বলিতে আলোচ্য আইনে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বুঝায়।

(ক) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ঃ

১। কিছু বলেন, বা

২। কিছু লেখেন, বা

৩। কিছু সঙ্কেত দেখান, বা

৪। অন্যভাবে কিছু প্রকাশ করেন

(খ) এবং যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তাহার উল্লিখিত কাজের দ্বারা আইনবলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঃ

১। ঘৃণার সৃষ্টি করেন, বা

২। অবজ্ঞার সৃষ্টি করেন, বা

৩। ঘৃণা সৃষ্টির উদ্যোগ করেন, বা

৪। অবজ্ঞা সৃষ্টির উদ্যোগ করেন, বা

৫। বিদ্বেষ সৃষ্টি করেন, বা

৬। বিদ্বেষ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন,

(গ) সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন বা স্বল্পতর মেয়াদের জন্য দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে। তাহাকে তিন বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে এবং তৎসহ জরিমানা যোগ করা যাইতে পারে।

(ঘ) বিদ্বেষ বলিতে বুঝায় ঃ

১। আনুগত্যের অভাব, বা

২। সর্বপ্রকার শক্রতামূলক মনোভাব

(ঙ) ঘৃণা অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি না করিয়া সরকারী ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সমালোচনাকে বিদ্রোহ বলা যায় না।

(চ) ঘৃণা, অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি না করিয়া সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলীর সমালোচনা করা অবৈধ নহে।

হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনকারীদের আক্রমণ হইতে সরকারকে রক্ষা করিবার জন্য এই ধারার উদ্ভব হইয়াছে। অবৈধভাবে সরকারকে যাহাতে উৎখাত করা না হয় তাহার রক্ষণ-ব্যবস্থা এই ধারায় বিবৃত।[২৭২] সরকারের কোন কাজকে সদ্‌বিশ্বাসে সমালোচনা করা যদি দ্রোহীতা হয় তবে সরকারের মানহানিজনক কোন কথা বলিলেই তাহা দ্রোহীতা হইয়া যায়।[২৭৩] সুতরাং এই ধারার সংকীর্ণ অর্থই গ্রহণযোগ্য অন্যথায় সরকারের যথাযথ সমালোচনার পথও রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।[২৭৪]

এই ধারার প্রযোজ্যতা

যে বক্তৃতা দ্রোহমূলক বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে, সেই বক্তৃতাটি সম্পূর্ণভাবে পড়িয়া তবে তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। অংশ বিশেষ পড়িয়া বক্তার অভিপ্রায় উদ্ধার করা যায় না। বক্তৃতার কিছু অংশ নিরীহ বলিয়া সামগ্রিকভাবে তাহা আপত্তিজনক হইতে পারে।[২৭৫] এতদ্ব্যতীত যে সময় এবং যে স্থানে বক্তৃতা করা হইয়াছিল এবং যাহাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছিল, এই সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করিতে হইবে।[২৭৬] বক্তৃতার মধ্যে যদি এমন শব্দ ব্যবহার করা হয় যাহার মধ্যে হিংসার আমন্ত্রণ থাকে কিংবা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করিবার জন্য বিদ্রোহের আহ্বান থাকে তবে বক্তৃতার সত্যতা অপরাধকে বাড়াইয়া তুলে।[২৭৭]

বিদ্রোহ

সরকারের সুস্থ সমালোচনা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। মুক্ত এবং সৎ সমালোচনার মাধ্যমেই জনগণ সরকার গঠন করিতে পারেন বা বিলোপ করিতে পারেন। ইহা ঠিক নহে যে সরকারের পরিবর্তন চাহিবার অধিকার নাগরিকের নাই। প্রত্যেকের স্বাধীন মত থাকা উচিত এবং তাহা প্রকাশের অধিকার রাষ্ট্রীয় আইন রক্ষা করে।[২৭৮] যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক দলের নেতার কারাবাসকালে তাহার প্রতি আচরণের কথা জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, তখন সে ব্যক্তি কোন অপরাধ করেন নাই।[২৭৯] দ্রোহীতার মূল কথা হইতেছে অভিপ্রায়। কোন্ অভিপ্রায়ে বক্তব্য রাখা হইতেছে তাহাই বিবেচ্য। তবে বক্তার অভিপ্রায় বক্তব্যের ভাষা হইতে গ্রহণ করিতে হয়। যে বক্তব্য জনগণকে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে স্বীকৃতি না দিয়া সংবিধান বহির্ভূত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে উত্তেজিত করে সেই বক্তব্য বর্তমান ধারায় বিদ্বেষ, ঘৃণা বা অবজ্ঞার পর্যায়ে পড়ে।[২৮০] বর্তমান ধারায় যে ব্যাখ্যা সংযোজিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কঠিন ভাষায় সরকারকে সমালোচনা করিলেই তাহা অপরাধ হয় না। যখন লিখিত বা উচ্চারিত কথা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তখনই শুধু আইন তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়।[২৮১] আসামী যাহা বলিয়াছেন তাহার সত্যতা যাচাই কাহারো কর্তব্য নহে। তাহার কথায় যদি জনগণের মনে অনানুগত্য সৃষ্টি হয় তবে এই ধারায় অপরাধ হইবে।[২৮১]

বিদ্বেষ

বিদ্বেষ বলিতে অনানুগত্য এবং শত্রুতামূলক ভাব বুঝায়। সরকারকে শত্রু ভাবিতে প্ররোচনা দেওয়াই বিদ্বেষমূলক কাজ। মানুষের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে শত্রুতার ভাব জাগাইয়া তোলার চেষ্টা করা এই ধারায় অপরাধ।[২৮২] বিদ্বেষ বলিতে

বিদ্রোহের প্ররোচনা বুঝায় না। কোন বিশৃঙ্খলা বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ দ্বারা প্ররোচিত হইয়াছিল কিনা সে তথ্য অবান্তর।[২৮৩]

ঘৃণা বা অবজ্ঞা

কোন ব্যক্তি যদি সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব মনের মধ্যে পোষণ করে তবে আইন তাহাকে কিছু করিতে পারে না। কিন্তু তিনি যখন অন্যের মধ্যে তাহার এই মনোভাব ছড়াইতে শুরু করেন তখন এই আইন আমলে আসিয়া যায়। যে শব্দ সরকারকে তাহার কার্য সম্পাদনে দুর্নীতিপূর্ণ বা হিংসাত্মক আখ্যা দেয়, সেই শব্দাবলী ঘৃণা এবং অবজ্ঞার সৃষ্টি করে।[২৮৪]

আইন বলে প্রতিষ্ঠিত সরকার

সরকারের মধ্যে বিচার ব্যবস্থা আসে না।[২৮৫] পুলিশকে আক্রমণ করিয়া যে প্রবন্ধ লেখা হয় তাহা এই ধারার আওতায় পড়ে কারণ পুলিশের মাধ্যম সরকার তাহার কাজ পরিচালনা করেন।[২৮৬] মন্ত্রীগণ সরকার গঠন করেন বটে কিন্তু তাহারাই সরকার নহেন।[২৮৭] সুতরাং কোন মন্ত্রীকে সমালোচনা করিয়া লোকচক্ষে তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা মানহানিজনক হইতে পারে কিন্তু দ্রোহীতা নহে।[২৮৮] মন্ত্রী সম্বন্ধে উল্লেখ করিলেই তাহা সরকার সম্বন্ধে উল্লেখ বুঝায় না। মন্ত্রীত্ব ছাড়াও মন্ত্রীর অন্য পরিচয় আছে। মন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা তাহার অন্য পরিচয়ে আঘাত করিলে তদ্দারা সরকার আহত হন না।[২৮৯]

অভিপ্রায়

এই ধারার অপরাধে অভিপ্রায় একটি মূল্যবান উপাদান। অবশ্য আসামী যে উক্তি করিয়াছেন তাহা হইতে অভিপ্রায় সংগ্রহ করিতে হয়। আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না সুতরাং তাহার কথা হইতেই আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে কথার যে ফল সেই কথার দ্বারা তাহাই অভিপ্রায় করা হইয়াছিল, ধরিয়া লইতে হয়।[২৯০]

কথিত বা লিখিত শব্দাবলী

দ্রোহীতামূলক কবিতা আবৃত্তি এই ধারায় অপরাধজনক।[২৯১] বিদ্বেষ বহু প্রকারে মানুষের মধ্যে উত্তেজিত করা যায়। প্রত্যক্ষ আক্রমণ দ্বারা যেমন ইহা করা যায় তেমনি কবিতা,প্রতীক, নাটক, এমনকি দার্শনিক প্রবন্ধ দ্বারাও ইহা করা যায়। তবে রচনা যতক্ষণ প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ এই ধারায় অপরাধ হয় না।[২৯২]

দৃশ্যমান কল্পমূর্তি

দ্রোহীতা শুধু যে লিখিয়া বা বলিয়া করা যায় তাহা নহে, কাঠের উপর খুদিয়াও করা যায়।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত বিষয়-সমূহে প্রমাণ থাকা আবশ্যক ঃ

(ক) আসামী কিছু লিখিয়াছিলেন বা বলিয়াছিলেন বা চিহ্ন দিয়াছিলেন বা কল্পমূর্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন বা এই প্রকৃতির অন্য কাজ করিয়াছিলেন।

(খ) তাহার এই কাজের দ্বারা তিনি ঘৃণা, অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বা সৃষ্টি করাইবার উদ্যোগ লইয়াছিলেন।

(গ) তাহার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে আইনবলে প্রতিষ্ঠিত সরকার।

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

১২৫। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ বা শান্তিতে বসবাসকারী কোন এশীয় শক্তির সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা অনুরূপ যুদ্ধের উদ্যোগ করে বা অনুরূপ যুদ্ধে সহায়তা করে সেই ব্যক্তি এমনতর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে যৎসঙ্গে অর্থদণ্ড যোগ করা যাইতে পারে, অথবা যে কোন বর্ণনায় কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এবং যৎসঙ্গে অর্থদণ্ড যোগ করা যাইতে পারে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের বা যুদ্ধের উদ্যোগের অপরাধের শাস্তির বিধান এই ধারায় বিধৃত।

(ক) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, বা

(খ) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের সহিত শান্তিতে বসবাসকারী কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, বা

(গ) ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করে, বা

(ঘ) ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিংবা অনধিক সাত বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

এই ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে বাংলাদেশকে অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের স্থান হইবার ব্যবস্থা গ্রহণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করা। বাংলাদেশে বসিয়া কেহ যেন মিত্র বা শান্ত প্রতিবেশীকে আঘাত করিবার চেষ্টা না করে তাহার জন্য এই ধারায় শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।[২১৩]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে প্রমাণ দিতে হয়:

(ক) আসামী বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অথবা যুদ্ধের উদ্যোগ বা সহায়তা করিয়াছিলেন।

(খ) যে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই শক্তি বাংলাদেশের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ বা শান্তিতে বসবাসকারী।

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশের সহিত শান্তিতে বসবাসকারী শক্তির রাজ্য এলাকা-সমূহের উপর লুণ্ঠন অনুষ্ঠান করা

১২৬। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের সহিত মৈত্রীবদ্ধ বা শান্তিতে বসবাসকারী কোন শক্তির রাজ্য এলাকাসমূহের উপর লুণ্ঠনকার্য অনুষ্ঠান করে বা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে— যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে, এবং অনুরূপ লুণ্ঠনকার্যে ব্যবহৃত বা ব্যবহারের নিমিত্ত অভীষ্ট বা অনুরূপ লুণ্ঠনের সাহায্য অর্জিত তাহার যে কোন সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের মিত্র বা বাংলাদেশের সহিত শান্তিতে বসবাসকারী কোন শক্তির রাষ্ট্রীয় এলাকার মধ্যে লুণ্ঠনের অপরাধের জন্য এই ধারায় শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

(ক) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের সহিত মৈত্রিসূত্রে আবদ্ধ কোন রাষ্ট্রের এলাকায় লুণ্ঠনকার্য করে, বা

(খ) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের সহিত শান্তিতে বসবাসকারী কোন রাষ্ট্রীয় এলাকায় লুণ্ঠন করে, বা

(গ) ঐ সমস্ত রাষ্ট্রীয় এলাকায় লুণ্ঠনের প্রস্তুতি নেয়

(ঘ) সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব সাত বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং লুণ্ঠিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের প্রমাণ দিতে হয় ঃ

(ক) আসামী বিদেশী রাষ্ট্রীয় এলাকায় লুণ্ঠন করিয়াছিলেন বা লুণ্ঠনের প্রস্তুতি নিয়াছিলেন

(খ) যে রাষ্ট্রীয় এলাকায় তিনি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন বা লুণ্ঠনের প্রস্তুতি নিয়াছিলেন সেই রাষ্ট্র ছিল বাংলাদেশের মিত্র বা তাহার সহিত শান্তিতে বসবাসকারী।

স্যাংশন

পূর্ববর্তী ধারায় এবং এই ধারায় অভিযোগ আনিতে হইলে সরকারের স্যাংশন প্রয়োজন।

মূল ধারার অনুবাদ

১২৫ও১২৬ ধারায় উল্লেখিত যুদ্ধ বা লুণ্ঠনের মাধ্যমে গৃহীত সম্পত্তি গ্রহণ করা

১২৭। যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লেখিত কোন অপরাধ অনুষ্ঠানকালে গৃহীত বলিয়া জানিয়াও উহা গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অনুরূপভাবে গৃহীত সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

বিশ্লেষণ

যুদ্ধ বা লুণ্ঠনের দ্বারা সংগৃহীত সম্পত্তি কেহ যদি গ্রহণ করেন, তবে তাহার অপরাধের শাস্তির বিধান এই ধারায় দেওয়া হইয়াছে।

যে ব্যক্তি বাংলাদেশের এশীয় মিত্র বা শান্তিতে বসবাসকারী দেশের সহিত যুদ্ধ বা যুদ্ধের উদ্যোগ বা যুদ্ধের সহায়তার ফলে বাংলাদেশের সহিত বাংলাদেশের মিত্র বা শান্তিতে বসবাসকারী দেশের রাষ্ট্রীয় এলাকার মধ্যে লুণ্ঠনের মাধ্যমে সংগৃহীত সম্পদ জানিয়া শুনিয়া গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি অনুর্ধ্ব সাত বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং ঐ প্রকারে রক্ষিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে প্রমাণ দিতে হয়ঃ

(ক) সম্পদ যুদ্ধ বা লুণ্ঠনের মাধ্যমে অর্জিত হইয়াছিল।

(খ) আসামী উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন

(গ) আসামী যখন উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তিনি জানিতেন যে উহা উল্লেখিতরূপে অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছাকৃতভাবে রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে পালাইয়া যাইতে দেওয়া

১২৮। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং কোন রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীর তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ বন্দী যে জায়গায় আটক রহিয়াছে তথা হইতে তাহাকে পলাইয়া যাইতে দেয়, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে বা কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী কর্মচারী যদি রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে পালাইয়া যাইতে দেয় তবে তাহার শাস্তির বিধান এই ধারায় দেওয়া হইয়াছে।

(ক) কোন সরকারী কর্মচারী যদি রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীর তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং

(খ) তিনি যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাহাদিগকে আটক অবস্থা হইতে পলায়ন করিতে দেন।

(গ) তবে তাহার অনূর্ধ দশ বৎসরের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হইতে পারে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের প্রমাণ দিতে হয় ঃ

(ক) আসামী সরকারী কর্মচারী ছিলেন

(খ) তাহার তত্ত্বাবধানে কোন ব্যক্তি ছিল

(গ) সেই ব্যক্তি যুদ্ধবন্দী বা রাজবন্দী ছিলেন

(ঘ) ঐ বন্দী পলায়ন করিয়াছিলেন

(ঙ) আসামী তাহাকে তাহার আটক স্থান হইতে পলায়ন করিতে দিয়াছিলেন, এবং

(চ) আসামী ইহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অবহেলা পূর্বক অনুরূপ বন্দীকে পলাইয়া যাইতে দেওয়া।

১২৯। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মকারী হইয়া এবং কোন রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীর তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হইয়া অবহেলা পূর্বক অনুরূপ বন্দী—যে জায়গায় আটক রহিয়াছে তথা হইতে তাহাকে পলাইয়া যাইতে দেয়, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন সরকারী কর্মচারীর অবহেলার ফলে যদি রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দী পলায়ন করিতে সমর্থ হয় তবে সেই সরকারী কর্মচারীর শাস্তির বিধান বর্তমান ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে।

(ক) কোন সরকারী কর্মচারী যদি রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীর তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হন, এবং

(খ) তিনি যদি অবহেলা করিয়া ঐ বন্দীদের আটক স্থান হইতে পলাইয়া যাইতে দেন।

(গ) তবে তিনি অনুর্ধ তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের প্রমাণ আবশ্যক ঃ

(ক) আসামী সরকারী কর্মচারী ছিলেন

(খ) কোন ব্যক্তি তাহার তত্ত্বাবধানে ছিল

(গ) সেই ব্যক্তি যুদ্ধবন্দী বা রাজবন্দী ছিলেন

(ঘ) তিনি সেই ব্যক্তিকে পলাইয়া যাইতে দিয়াছিলেন

(ঙ) তিনি এই কাজ অবহেলা মূলে করিয়াছিলেন।

স্যাংশন

পূর্বের ধারায় এবং বর্তমান ধারায় অভিযোগ আনিতে হইলে সরকারের স্যাংশন প্রয়োজন।

মূল ধারার অনুবাদ

অনুরূপ বন্দীকে পলায়নে সাহায্য করা, উদ্ধার করা বা আশ্রয় দান করা

১৩০। যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে, কোন রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে আইনানুগ তত্ত্ব বিধান হইতে পলাইয়া যাইতে সাহায্য বা সহায়তা করে বা অনুরূপ কোন বন্দীকে উদ্ধার করে বা উদ্ধার করার উদ্যোগ করে বা অনুরূপ যে বন্দী আইনানুগ তত্ত্বাবধান হইতে পলায়ন করিয়াছে তাহাকে আশ্রয় দান করে বা গোপন করে বা অনুরূপ বন্দীকে পুনরায় গ্রেফতার করার ব্যাপারে কোন বাধা দান করে বা বাধাদানের উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনায় কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ যে রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে তদীয় প্রতিশ্রুতি ক্রমে বাংলাদেশের কতিপয় সীমানার মধ্যে মুক্ত থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয় সে তাহাকে যে সীমানার মধ্যে মুক্ত থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয় উহার বাইরে গেলে আইনানুগ তত্ত্বাবধান হইতে পলায়ন করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

যুদ্ধবন্দী বা রাজবন্দীকে পলাইতে সাহায্য করা বা পলায়নের পর তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া বা তাহাদিগকে পুনরায় গ্রেফতার করায় বাধা প্রদান করার শাস্তি এই ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে।

(ক) যে ব্যক্তি জ্ঞানমতে কোন রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে তাহাদের আটক স্থান হইতে পলায়ন করিতে সাহায্য করে, অথবা উদ্ধার করে, অথবা উদ্ধারের উদ্যোগ করে, বা

(খ) পলায়িত যুদ্ধবন্দীকে আশ্রয় দেয় বা লুকাইয়া রাখে, বা

(গ) তাহাদিগকে পুনরায় গ্রেফতারের সময় বাধা প্রদান করে

(ঘ) সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা অনুর্ধ দশ বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

(ক) কোন ব্যক্তি যুদ্ধবন্দী বা রাজবন্দী ছিলেন

(খ) ঐ ব্যক্তি আটক ছিলেন, অথবা পলায়ন করিয়াছিলেন

(গ) আসামী জানিতেন যে ঐ ব্যক্তি আটক, আছেন কিংবা পলায়ন করিয়াছেন

(ঘ) তিনি ঐ ব্যক্তিকে পলায়নে সহায়তা করিয়াছিলেন অথবা উদ্ধার করিয়াছিলেন বা আশ্রয় দিয়াছিলেন অথবা গোপন করিয়াছিলেন অথবা তাহার গ্রেফতারে বাধা দিয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

বিদ্রোহে সহায়তা করণ বা কোন সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিককে স্বীয় কর্তব্য হইতে বিপথগামী করিবার উদ্যোগ করা

১৩১। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন পদস্থ কর্মচারী সৈন্য নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক বিদ্রোহ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে বা অনুরূপ কোন পদস্থ কর্মচারী সৈন্য নাবিক বা বৈমানিককে স্বীয় আনুগত্য বা স্বীয় কর্তব্য হইতে বিপথগামী করিবার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

৪৪ ও ৪ ডিক্ট সি ৫৮

ব্যাখ্যা: অত্র ধারায় অফিসার সৈন্য, নাবিক ও বৈমানিক বলিতে ক্ষেত্র বিশেষে স্থল বাহিনী আইন, ১৯৫২ অথবা নৌ বাহিনী অধ্যাদেশ ১৯৬১ অথবা বিমান বাহিনী আইন ১৯৫৩ এর অধীনে যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে ৭ম পরিচ্ছেদ শুরু হইল। এই পরিচ্ছেদে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্পর্কিত অপরাধের শাস্তির বিধান বিধৃত। এই পরিচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচ্য দণ্ডবিধি প্রণেতাগণ বলেন:

যে ব্যক্তি নিজে সামরিক আইনের অধীন নন, অথচ যিনি সামরিক আইনের অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে সামরিক আইনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে প্ররোচিত বা উত্তেজিত করেন, তিনি নিশ্চয়ই শাস্তিযোগ্য। অপরাধের সহায়তার শাস্তির জন্য সাধারণভাবে যে

সমস্ত বিধান আছে তাহা ঐ সমস্ত উত্তেজনাকারী প্ররোচনাকারীদের স্পর্শ করে না বা স্পর্শ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সাধারণ বিধান তাহাকে স্পর্শ করে না কারণ সামরিক অপরাধের শাস্তি আলোচ্য দণ্ডবিধিতে প্রদত্ত হয় নাই সুতরাং আলোচ্য দণ্ডবিধি অনুযায়ী তাহাদের দুষ্কার্য বা তাহাদের দুষ্কার্যের সহায়তা অপরাধ নহে। সাধারণ বিধান দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে আঘাত করা উচিত নহে এই কারণে যে, যে ব্যক্তি নিজে সামরিক আইনের অধীন নহেন সেই ব্যক্তি সামরিক আইনের অপরাধের সহায়তা করিয়া অন্য অপরাধের সহায়তার মত দণ্ডযোগ্য হইতে পারেন না। আলোচ্য দণ্ডবিধিতে বিধান করা হইয়াছে যে, অপরাধের সহায়তার শাস্তি অপরাধের শাস্তির সমতুল্য বা উহার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া হারাহারিভাবে কম হইবে। আলোচ্য বিধির সাধারণ বিধানে এই প্রকার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। কিন্তু সামরিক অপরাধের শাস্তির আইন কিছু কড়া। প্রতিরক্ষা বাহিনীর অধীনস্থ ব্যক্তিগণ যে পরিবেশে অবস্থান করেন এবং যে আচরণ এবং কর্তব্যের মধ্যে সদাসর্বদা থাকেন তাহা সাধারণ মানুষ হইতে ভিন্ন। সরকারের সহিত তাহাদের যোগাযোগের প্রকৃতিও ভিন্ন। এই সমস্ত কারণে সামরিক অপরাধের জন্য তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি দিবার বিধান করা হইয়াছে। যাহারা সামরিক আইনের অধীনস্থ নন তাহাদিগকে এই গুরু শাস্তির অধীনে রাখা বিবেকসম্মত নহে।

এই ধারায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোন কর্মচারী, সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিকের বিদ্রোহে সহায়তা করার বা আনুগত্য বা কর্তব্য হইতে চ্যুত করার সহায়তা করার বা ঐরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

বিদ্রোহ

বিদ্রোহ বলিতে চরম আনুগত্যহীনতা বুঝায়। যদি কোন সৈন্য তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে শক্তিবলে কোন কাজে বাধা প্রদান করে কিংবা কোন অজুহাত ধরিয়া একাধিক সৈন্য যদি তাহাদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তবে তাহাকে বিদ্রোহ বলে। সামরিক কর্তৃত্বের অবমাননার জন্য একত্র হইয়া আনুগত্যহীনতার প্রকাশ বিদ্রোহেরই নামান্তর।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রমাণ আবশ্যক ঃ

(ক) যে ব্যক্তিকে সহায়তা করা হইয়াছিল তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর লোক।

(খ) আসামী ঐ ব্যক্তিকে বিদ্রোহ করিতে বা আনুগত্য অথবা কর্তব্য হইতে বিপথগামী করিতে উদ্যোগ লইয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বিদ্রোহে সহায়তা করণ এবং উহার ফলে বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে

১৩২। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন অফিসার, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক বিদ্রোহ অনুষ্ঠানে সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি উক্ত সহায়তার ফলে বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হইলে, মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

সহায়তার ফলে প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হইলে যে অপরাধ হয় তাহার শাস্তির বিধান এই ধারায় বিধৃত।

(ক) বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক বিদ্রোহ করিলেন।

(খ) এই বিদ্রোহ সম্ভব হইল কোন ব্যক্তির সহায়তার ফলে।

(গ) এমতাবস্থায় সহায়তাকারী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা অনূর্ধ দশ বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রমাণ

১৩১ ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ করিতে হইবে, বর্তমান ধারার অভিযোগে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সেই সমস্ত তথ্য প্রমাণ করিতে হয়। তদুপরি আরো প্রমাণ করিতে হয় যে সহায়তার ফলে বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক তাহার উর্ধতন অফিসারকে তদীয় পদের কার্য পরিচালনাকালে আক্রমণ করার ব্যাপারে সহায়তাকরণ

১৩৩। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন অফিসার, সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক কোন উর্ধতন অফিসারকে তদীয় পদের কার্য পরিচালনাকালে আক্রমণ করার ব্যাপারে সহায়তা করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

উর্ধ্বতন অফিসারকে কার্য পরিচালনাকালে নিম্নতম অফিসার যদি আক্রমণ করার উদ্যোগ করে সেই আক্রমণে যদি কোন ব্যক্তি সহায়তা করে তবে সেই সহায়তাকারীর যে শাস্তি হইবে তাহা এই ধারায় বলা হইয়াছে।

আক্রমণ অনুষ্ঠিত না হইলে সেই ক্ষেত্রে যে শাস্তি হইবে, তাহাই এই ধারায় বলা হইয়াছে। আর সহায়তার ফলে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইলে যে অপরাধ হয় তাহার শাস্তির বিধান পরবর্তী ধারায় দেওয়া হইয়াছে।

(ক) যে ব্যক্তি প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোন অফিসার বা সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক উর্ধ্বতন অফিসারকে তাহার কার্য পরিচালনাকালে আক্রমণ করার ব্যাপারে সহায়তা করে,

(খ) সেই ব্যক্তি অনূর্ধ তিন বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

(ক) আসামী সহায়তা করিয়াছিলেন।

(খ) আসামী যাহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন তিনি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর অফিসার, সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিক ছিলেন।

(গ) সহায়তাকৃত ব্যক্তি যাহাকে আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিলেন তিনি তাহার উর্ধ্বতন অফিসার ছিলেন।

(ঘ) যাহাকে আক্রমণ করিতে চাওয়া হইয়াছিল তিনি ঐ সময় কার্য পরিচালনায় রত ছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অনুরূপ আক্রমণে সহায়তাকরণ, আক্রমণ অনুষ্ঠিত হওয়াব ক্ষেত্রে

১৩৪। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন অফিসার, সৈনিক, নাবিক বৈমানিক কর্তৃক কোন উর্ধ্বতন অফিসারকে তদীয় পদের কার্য-পরিচালনায় আক্রমণ করার ব্যাপারে সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি, উক্ত সহায়তার ফলে অনুরূপ আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইলে যে কোন বর্ণনায় কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

পূর্ব ধারায় বর্ণিত আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইলে তাহার সহায়তাকারীর শাস্তির বিধান এই ধারায় বিধৃত। ১৩১ ধারার সহিত ১৩২ ধারার সম্পর্ক যেরূপ, ১৩৩ ধারার সহিত ১৩৪ ধারার সম্পর্কও সেইরূপ। প্রথম দুই ধারায় অনুষ্ঠিত অপরাধের শাস্তির বিধান রহিয়াছে আর দ্বিতীয় দুই ধারায় অনুষ্ঠিত অপরাধের শাস্তির বিধান রহিয়াছে। প্রথম দুই ধারার গুরুতর রূপ হইতেছে দ্বিতীয় দুই ধারা।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ১৩৩ ধারা অনুযায়ী প্রমাণিতব্য সমগ্র তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে, তদুপরি আরো প্রমাণ করিতে হইবে যে,

(ক) আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং

(খ) ইহা আসামীর সহায়তার ফলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের পলায়নে সহায়তাকরণ

১৩৫। যে ব্যক্তি, বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের পলায়নে সহায়তা করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

পলায়ন বা কর্মত্যাগে সহায়তার শাস্তি এই ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোন ব্যক্তির পলায়নে যদি কোন ব্যক্তি সহায়তা করে তবে সহায়তাকারী অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

পলায়ন

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোন অফিসার, সৈনিক বা নাবিক যদি অন্যায়ভাবে তাহার কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে অনুপস্থিত থাকে এবং তাহাদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে প্রত্যাবর্তন করিতে তাহাদের অভিপ্রায় না থাকে তবে ধরিয়া লইতে হয় যে তাহারা পলায়ন বা কর্মত্যাগ করিয়াছে। ছুটি না লইয়া কর্মস্থল পরিত্যাগ

করিলে বা ছুটি লইয়া ছুটি শেষ হইবার পরও প্রত্যাবর্তন না করিলে এবং উভয় ক্ষেত্রে কর্মে যোগদানের ইচ্ছা না থাকিলে তবে তাহাকে পলায়ন বা কর্মত্যাগ বলে।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(ক) আসামী বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে সহায়তা করিয়াছিলেন

(খ) তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাদিগকে পলায়ন বা কর্মত্যাগ করিতে

পলায়ন বা কর্মত্যাগ হউক বা না হউক তাহাতে অপরাধের তারতম্য হয় না। সহায়তা হইলেই অপরাধ হয়, সৈনিকের পলায়ন অপরিহার্য নহে।[২১৪]

মূল ধারার অনুবাদ

পলাতককে আশ্রয় দান করা

১৩৬। যে ব্যক্তি, অতঃপর ব্যতিক্রান্ত বলিয়া গণ্য ব্যতীত বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক পলায়ন করিয়াছে বলিয়া জানিয়া বা অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে আশ্রয় দান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যতিক্রমঃ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে আশ্রয় দান করার ক্ষেত্রে অত্র বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোন পলাতক বা কর্মত্যাগী কর্মচারীকে আশ্রয় দান করার অপরাধের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

(ক) যে ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল বাহিনী, নৌ বাহিনী বা বিমান বাহিনীর কোন অফিসার, সৈনিক বা বৈমানিককে পলাতক জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়া আশ্রয় দান করেন;

(খ) তিনি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। কিন্তু আশ্রয়দাতৃ বা যদি স্ত্রী হন, তাহা হইলে কোন অপরাধ হইবে না।

পলাতককে আশ্রয়দান

এই ধারার অপরাধের মূল উপাদান হইতেছে প্রতিরক্ষা বাহিনী হইতে পলাতক ব্যক্তিকে লুকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে আশ্রয় দান করা। অবশ্য যিনি আশ্রয় দান করিবেন, তিনি যদি আশ্রিতের পরিচয় না জানেন, তবে কোন অপরাধ হইবে না। জানিয়া শুনিয়া পলাতক সৈনিককে আশ্রয় দেওয়া অপরাধ। আসামী পলাতক ব্যক্তির পরিচয় জানিতেন কিনা বা ইহা তাহার পক্ষে জানা স্বাভাবিক কিনা, ইহা তথ্যের প্রশ্ন ; আইনের নহে।

প্রমাণ

আসামীকে এই ধারায় দণ্ড দিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

(ক) আসামী কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন

(খ) ঐ ব্যক্তি প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিসার, সৈনিক বা বৈমানিক ছিলেন

(গ) ঐ ব্যক্তি পলায়ন বা কর্মত্যাগ করিয়াছিলেন

(ঘ) আসামী জানিতেন বা জানা যুক্তিযুক্ত ছিল যে ঐ ব্যক্তি পলাতক।

মূল ধারার অনুবাদ

পোতাধ্যক্ষের অবহেলার দরুন বাণিজ্য পোতে গোপনকৃত পলাতক

১৩৭। যে বাণিজ্যপোতে বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন পলাতককে গোপন করা হয়, সেই বাণিজ্যপোতের পোতাধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অনুরূপ গোপনকরণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিলেও তিনি অনধিক পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি অনুরূপ পোতাধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে তদীয় কোন অবহেলা বা জাহাজে শৃঙ্খলার কোন অভাব না থাকিলে তিনি অনুরূপ গোপনকরনের কথা জানিতে পারিতেন।

বিশ্লেষণ

বাণিজ্যপোতে যদি কোন প্রতিরক্ষা বাহিনীর পলাতক ব্যক্তি গুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে এবং পোতাধ্যক্ষের অবহেলার দরুন যদি এই গোপন অবস্থান সম্ভব হয় এবং পোতাধ্যক্ষ যদি তাহার কর্তব্য পালন করিলে গোপন অবস্থা তাহার পক্ষে জানা সম্ভব হইত বা জাহাজে শৃঙ্খলার অভাবে যদি এই গুপ্ত অবস্থান সম্ভব হইয়া থাকে তবে পোতাধক্ষ্যের পাঁচ শত টাকা জরিমানা হইবে।

এই ধারায় যুদ্ধ জাহাজ সম্পর্কে কোন কথা বলা হয় নাই। বাণিজ্যপোত বা সওদাগরী জাহাজ সম্বন্ধে বর্তমান বিধান প্রযোজ্য। বন্দরে ভিড়িয়া জাহাজ খালাস হইবার পূর্বে অধ্যক্ষের উচিত জাহাজ সম্পূর্ণভাবে তল্লাশি করা। অধ্যক্ষ যদি এই তল্লাশির আদেশ না দেন এবং জাহাজে পলাতক ব্যক্তি অবস্থান করে তবে তিনি দায়ী হইবেন। কিন্তু অধ্যক্ষ যদি যথাযথ আদেশ দিয়া থাকেন এবং তৎসত্ত্বেও যদি পলাতককে বাহির করা সম্ভব না হইয়া থাকে তবে অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পূর্বের ধারার (১৩৬) সমস্ত তথ্য প্রমাণ করিতে হইবে। তদুপরি প্রমাণ করিতে হইবে যে,

(ক) অধ্যক্ষ কাজে অবহেলা করিয়াছিলেন।

(খ) জাহাজে শৃঙ্খলার অভাব ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক অবাধ্যতা প্রদর্শনে সহায়তাকরণ

১৩৮। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের কোন কার্যকে অবাধ্যতার কার্য জানিয়াও উক্ত কার্যে সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি উক্ত সহায়তার ফলে অনুরূপ অবাধ্যতার কার্য অনুষ্ঠিত হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনীর কোন অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক যদি তাহার কর্তব্যকার্যে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেন, এবং কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া যদি ঐ অবাধ্যতায় সহায়তা করেন এবং সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত ব্যক্তির দ্বারা যদি অবাধ্যতার কার্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সহায়তাকারী অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

অবাধ্যতা

আর্মি এ্যাক্টের 'দশ' ধারায় অবাধ্যতার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সাধারণভাবে হিংসাশ্রয়ী হইয়া উঠা বা আদেশ অমান্যকে অবাধ্যতা বলে।

প্রমাণ

এই ধারায় আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হয় ঃ

(ক) প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোন অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক অবাধ্যতা করিয়াছিলেন।

(খ) আসামী তাহাতে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং ঐ সহায়তার ফলে অবাধ্যতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(গ) যাহাতে তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা যে অবাধ্যতা ইহা তিনি জানিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

১৩৮-ক। ভারতীয় সার্ভিসের প্রতি পূর্বোক্ত ধারাসমূহের প্রযুক্তি সংশোধনের আইন ১৯৩৪ (১৯৩৪ সালের ৩৫)-এর ২ ধারা ও তফসিল বলে বাতিলকৃত।

মূল ধারার অনুবাদ

কতিপয় আইনের অধীন ব্যক্তিগণ

১৩৯। স্থল বাহিনী আইন ১৯৫২, নৌ বাহিনী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ অথবা বিমান বাহিনী আইন ১৯৫৩-এর অধীন কোন ব্যক্তি অত্র পরিচ্ছেদে বর্ণিত কোন অপরাধের জন্য অত্র বিধির অধীনে দণ্ডনীয় হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর শাসন শৃঙ্খলা সম্পর্কে বাংলাদেশে যে আইন বলবৎ আছে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিলে তাহারা ঐ সমস্ত আইনের অধীনে শাস্তি পাইবেন। আলোচ্য দণ্ডবিধি তাহাদের উপর প্রযোজ্য হইবে না।

বিশেষ আইন সর্বদাই সাধারণ আইনের উপর স্থান পায়।

মূল ধারার অনুবাদ

সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক পরিধান করা বা প্রতীক ধারণ করা

১৪০। যে ব্যক্তি, বাংলাদেশের সামরিক, নৌ বা বিমান বাহিনীর সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক না হইয়া এইরূপ উদ্দেশ্যে অনুরূপ সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক ব্যবহৃত কোন পোশাক বা প্রতীকের সদৃশ কোন পোষাক ধারণ করে যেন ইহা এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে পারে যে সে অনুরূপ একজন সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে, অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক যে পোশাক পরিধান করেন বা যে প্রতীক ধারণ করেন তাহা শক্তি এবং ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। কোন ব্যক্তি যদি উহাদের পোশাক পরিধান করেন বা উহাদের প্রতীক ধারণ করেন এই উদ্দেশ্যে যে, জনগণ তাহাকে শক্তি এবং ক্ষমতার আধার মনে করিবে, তবে ঐ ব্যক্তি অনূর্ধ তিন মাসকাল কারাদণ্ডে অথবা অনূর্ধ পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

আসামীকে এই ধারায় দণ্ড দিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহের উপর প্রমাণ আনিতে হইবে:

(ক) আসামী সৈনিক প্রভৃতির পোষাক পরিধান করিয়াছিলেন বা প্রতীক ধারণ করিয়াছিলেন।

(খ) আসামী সৈনিক প্রভৃতি ছিলেন না।

(গ) তিনি উক্ত পোশাক পরিধান করিয়া যে প্রতীক ধারণ করিয়া লোকদের মনে এইরূপ ধারণা জন্মাইতে চাহিয়াছিলেন যে তিনি একজন সত্যকার প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গণশান্তির পরিপন্থী অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

বেআইনী সমাবেশ

১৪১। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ বেআইনী সমাবেশ বলিয়া অভিহিত হইবে যদি উক্ত সমাবেশ গঠনকারী ব্যক্তিগণের সাধারণ উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত রূপ হয়।

প্রথম। অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করিয়া সরকার বা আইন পরিষদ বা কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে ভয়াভিভূত করা; অথবা

দ্বিতীয়। কোন আইন বা আইনানুগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে বাধা দান করা; অথবা

তৃতীয়। কোন দুষ্কর্ম বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা অন্যবিধ অপরাধ অনুষ্ঠান করা; অথবা

চতুর্থ। কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করিয়া কোন সম্পত্তি অধিকার বা অর্জন করা, অথবা কোন ব্যক্তিকে রাস্তার অধিকার বা পানির ব্যবহার অথবা তদীয় দখল বা অধিকারভুক্ত অন্য কোন অশরীরী অধিকার হইতে বঞ্চিত করা; অথবা

পঞ্চম। অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করিয়া কোন ব্যক্তিকে যাহা সম্পাদন করিবার জন্য সে আইনতঃ বাধ্য নহে, তাহা করিতে বাধ্য করা বা যাহা সম্পাদন করার জন্য তাহার আইনানুগ অধিকার রহিয়াছে তাহা সম্পাদন হইতে তাহাকে বিরত করা।

ব্যাখ্যা: যে সমাবেশ সমাবেশে মিলিত হইবার সময় বেআইনী ছিল না, তাহা পরবর্তী কালে বেআইনী সমাবেশে পরিণত হইতে পারে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদ শুরু হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে ২১টি ধারা বিদ্যমান। এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হইতেছে গণশান্তির অপরাধ এবং তাহার শাস্তি এবং তাহার নিরোধ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কে বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিসার, সৈনিক, নাবিক এবং বৈমানিকদের অপরাধ সম্পর্কে বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। তারপর আসিয়াছে অষ্টম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ বর্তমান পরিচ্ছেদ। স্বাভাবিকভাবে এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হইতেছে গণশান্তি সম্পর্কীয় অপরাধ এবং তাহার শাস্তি ও প্রতিরোধ।

এই ধারায় বেআইনী সমাবেশের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যে সমাবেশে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটিয়াছে এবং যে সমাবেশের ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্য সাধারণ এবং যে সমাবেশের উদ্দেশ্য হইতেছে আলোচ্য ধারায় বর্ণিত পাঁচ প্রকার কাজের যে কোন কাজ করা, সেই সমাবেশকে বেআইনী সমাবেশ বলা হয়। এই পাঁচ প্রকার কাজের প্রথমটি হইতেছে বল প্রয়োগে সরকারী কর্মচারীদিগকে ভয়াভিভূত করা। দ্বিতীয়টি হইতেছে আইন প্রয়োগে বাধাদান করা। তৃতীয়টি হইতেছে কোন অপকর্ম বা অনধিকার প্রবেশ বা অন্য প্রকার অপরাধ অনুষ্ঠান করা। চতুর্থটি হইতেছে ভয় দেখাইয়া সম্পত্তি দখল করা বা পক্ষ বা পানির ব্যবহার বন্ধ করা বা অধিকার আদায়ের চেষ্টা করা। সর্বশেষ পঞ্চমটি হইতেছে বল প্রয়োগে কোন ব্যক্তিকে যাহা করিতে সে বাধ্য নয়, তাহা করিতে বাধ্য করা। কোন সমাবেশ যাহা প্রথমে আইনানুগ ছিল তাহা পরবর্তী কালে বেআইনী হইতে পারে।

নীতি

আইন হাতে তুলিয়া লইতে বা বল প্রয়োগে সরকারী কাজে বাধা দিতে বা আইন প্রয়োগ করিতে বাধা দিতে বা জোর করিয়া পরের জমিতে ঢুকিতে বা বল প্রয়োগে অন্যকে কোন কিছু করিতে বাধ্য করিতে যখন জনসমাবেশ ঘটে তখন দণ্ডবিধি সেই সমাবেশের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়। এইরূপ সমাবেশকে কোন আইন ব্যবস্থা বরদাশ্‌ত করিতে পারে না।

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ

কোন বেআইনী সমাবেশ হইতে হইলে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সাধারণ উদ্দেশ্যে একত্র হওয়া প্রয়োজন।[২১৫] যে পাঁচজন লোক মিলিয়া বেআইনী সমাবেশ সংগঠন করেন, তাহারা একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইবেন ; অন্যথায় সমাবেশ বেআইনী

হইবে না। কিন্তু তাঁহারা সকলেই একই সময়ে একই উদ্দেশ্য রাখিবেন এমন নাও হইতে পারে। কোন ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দলে টানিয়া লইয়া তাহার সহিত মত মিলাইতে পারিলেও বেআইনী সমাবেশ হইতে পারে। যাহারা সমাবেশ আহ্বান করেন বা সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন তাহারাই বেআইনী সমাবেশে যোগদানের অপরাধ করেন। কৌতুহলী পথচারী সমাবেশ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলে বা তাহার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তিনি দোষী হন না। শুধুমাত্র দাঙ্গাকারী সম্প্রদায়ের লোক দাঙ্গার সময় দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া তাহারা দাঙ্গা করিয়াছিলেন এমন কথা বলা যায় না।[২৯৬]

সাধারণ উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য বলিতে লক্ষ্য বা অভীষ্ট কিছু বুঝায়। বেআইনী সমাবেশ হইতে হইলে সমাবেশকারীদের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্য থাকা চাই। সমাবেশে যোগদানকারী প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য সাধারণ হইবে। অন্ততঃ সমাবেশের পাঁচজন লোকের সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রমাণ না পাওয়া গেলে কোন ব্যক্তিকে বেআইনী সমাবেশের দায়ে অভিযুক্ত করা যায় না। অবশ্য এই সাধারণ উদ্দেশ্য অপরাধমূলক হওয়া প্রয়োজন। যে যে উদ্দেশ্যে সমাবেশ বেআইনী হয় তাহা আলোচ্য ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। বেআইনী সমাবেশের অপরাধে কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রমাণ দিতে হইবে। সমাবেশের প্রকৃতি দৃষ্টে, সমাবেশে যোগদানকারী ব্যক্তিদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র দৃষ্টে তাহাদের সাধারণ উদ্দেশ্যের পরিচয় নির্ণয় করিতে হয়। সাধারণ উদ্দেশ্য প্রমাণ করিবার জন্য পূর্বসম্মতির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।

উদ্দেশ্য বেআইনী হইবে

সব জনসমাবেশই বেআইনী নয়। যে জনসমাবেশের উদ্দেশ্য বেআইনী, তাহাই বেআইনী জনসমাবেশ। কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে জনসমাবেশ হইলে তাহা বেআইনী হয়, তাহার বিশদ বিবরণ আলোচ্য ধারায় দেওয়া হইয়াছে। এক এক করিয়া সেইগুলি আলোচনা করা যাইতেছে।

সরকারকে ভয়াভিভূত করা

কোন ব্যক্তি যদি বল প্রয়োগে বা বল প্রদর্শন করিয়া সরকারকে কিংবা সরকারী কর্মচারীকে সরকারী কাজে বাধা প্রদান করে তবে তাহাকে ভয়াভিভূত করা বলে। সরকার বা সরকারী কর্মচারী যাহা করিতে চাহিতেন, ভয়ে পড়িয়া তিনি যদি আর তাহা না করেন, কিংবা সরকার বা সরকারী কর্মচারী যাহা করিতেন না, ভয়ে পড়িয়া

যদি তিনি তাহা করেন তবে তাহাকেই ভয়াভিভূত হওয়া বলে। ১২১ ক ধারায় এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। প্রসঙ্গতঃ আলোচ্য আইনের ৯৫ এবং ১০০ ধারা দ্রষ্টব্য।

আইন বা আইনানুগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে বাধাদান

আইন প্রয়োগ করা বা আইনানুগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা বলিতে আইনের নির্দেশ কার্যকরী করা বুঝায়। অপরাধীকে গ্রেফতার করা বা ডিক্রীজারী মূলে সম্পত্তি ক্রোক করা আইনানুগ কাজ। ইহাতে বাধা প্রদান করা বেআইনী।

অনধিকার প্রবেশ বা দুষ্কর্ম

কোন বাড়ী লুঠ করা কিংবা সম্পত্তির ক্ষতি করা বেআইনী উদ্দেশ্য হইতে পারে।[২৯৭] কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে মারপিট করা বেআইনী সাধারণ উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত।[২৯৮] একজন আসামীর দখলকৃত স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করা বেআইনী সমাবেশের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।[২৯৯] যেক্ষেত্রে আসামী দেওয়ানী আদালত কর্তৃক জমিতে দখল প্রদত্ত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি ঐ জমির ফসল পাইতে অধিকারী। তিনি বেআইনী সমাবেশের অপরাধে অপরাধী হইতে পারেন না।[৩০০] যেক্ষেত্রে সমাবেশ এমন অন্যায় কাজ করে যাহার দণ্ড ছয় মাসের কম কারাদণ্ড কিংবা জরিমানা সেক্ষেত্রে এই ধারার প্রয়োগ হয় না।[৩০১]

বল প্রয়োগে সম্পত্তি অধিকার বা অর্জন বা পথ বা পানি ব্যবহারের বঞ্চনা

স্বত্ব অধিকার করিবার জন্য সমাবেশকে সাধারণভাবে বেআইনী বলা যায় না। কিন্তু এইরূপ সমাবেশ যে একেবারে বেআইনী হইতে পারে না, এমন কথা বলা যায় না। অধিকার বলবৎ করা এবং অধিকার বজায় রাখা পৃথক জিনিস। স্বত্বের অধিকার লাভ করিয়া জমিতে বলপূর্বক দখলে যাইবার সাধারণ উদ্দেশ্যে জনসমাবেশ করা বেআইনী।[৩০২] কিন্তু দখল বজায় রাখিবার জন্য জনসমাবেশ করা বেআইনী নহে।[৩০৩] যেক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালত আসামীর স্বপক্ষে বর্ত স্বত্ব ঘোষণা করিয়াছে সেক্ষেত্রে আসামী সেই পথ ব্যবহার করিবার জন্য সমাবেশে শরীক হইলে তাহাকে বেআইনী সমাবেশের অংশীদাররূপে চিহ্নিত করা যায় না।[৩০৪] নিজের সম্পত্তিও জোর করিয়া দখল লওয়ার উদ্দেশ্যে সমাবেশ সংগঠন করা বেআইনী।[৩০৫]

বল প্রয়োগে কাজ করিতে বাধ্য করা

যে কাজ করিতে বাদী আইনতঃ অধিকারী ছিলেন, সেই কাজ করিতে বল প্রয়োগে বাধা দিবার উদ্দেশ্য থাকিলে সেই উদ্দেশ্য এই ধারা অনুযায়ী বেআইনী।[৩০৬]

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার

যাহা তাহার আছে তাহা রক্ষা করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে। এই সম্পর্কে আলোচ্য আইনের ৯৬ হইতে ১০৬ ধারায় আলোচনা করা হইয়াছে।

লেখকের অভিজ্ঞতামতে বাংলাদেশে জমির দখল লইয়া বেআইনী সমাবেশের মামলা প্রচুর হইতে দেখা যায়। শস্য বপন বা কর্তন করিবার সময় সাধারণতঃ এই প্রকার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত মামলায় তর্কিত বিষয়াবলীর মধ্যে মূল প্রশ্ন থাকে দখলের উপর নিবদ্ধ। প্রত্যেক পক্ষই দাবী করেন যে জমি তাহার দখলে ছিল। অপরপক্ষ তাহাকে উৎখাত করিবার জন্য বেআইনী সমাবেশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহা সকলেই জানেন যে, জমিতে যাহার দখল নাই তিনি উহাতে জোর করিয়া ঢুকিবার জন্য লোকজন লইয়া যাইতে পারেন না। আর যাহার দখল আছে তিনি লোকজন লইয়া অনধিকার প্রবেশকারীকে বল প্রয়োগে ঠেকাইতে পারেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বেআইনী সমাবেশের সদস্য হওয়া

১৪২। যে ব্যক্তি, যে সব তথ্যের দরুন কোন সমাবেশ বেআইনী সমাবেশে পরিণত হয় তাহা অবগত হইয়াও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত সমাবেশে যোগদান করে বা উহাতে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

পূর্বের ধারায় বেআইনী সমাবেশ বলিতে কি বুঝা যায়, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান ধারায় বেআইনী সমাবেশের সদস্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে পাঁচজন কিংবা পাঁচজনের অধিক ব্যক্তি যখন একটি বিশেষ অপরাধমূলক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন কল্পে একত্রিত হয়, তখন ঐ সমাবেশ বেআইনী হইয়া পড়ে। বর্তমান ধারায় বলা হইতেছে যে, যদি কোন ব্যক্তি সম্যক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে বেআইনী সমাবেশে যোগদান করে বা উপস্থিত থাকে তবে তাহাকে বেআইনী সমাবেশের সদস্য বলা হয়।

সমাবেশে যাহারা উপস্থিত থাকেন, তাহারা সকলেই বেআইনী সমাবেশের সদস্য নহেন। যাহারা নিরীহভাবে সেখানে উপস্থিত থাকেন তাহারা বেআইনী সমাবেশের সদস্য নহেন। কোন ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশের সদস্য কিনা তাহা নির্ণয় করিতে হইলে

যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে তাহা হইতেছে অভিযুক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি একজন নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া থাকেন তবে তাহার কোন দোষ নাই।[৩০৭]

কোন সমাবেশ প্রথমে বেআইনী না থাকিলেও পরে বেআইনী হইয়া পড়িতে পারে। বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে বেআইনী সমাবেশের সদস্য হইবার কারণে অভিযুক্ত করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সেই ব্যক্তি ভিড়ের যে অংশ বেআইনী সমাবেশে পরিণত হইয়াছিল সেই অংশে ছিলেন কিনা।[৩০৮] এক ব্যক্তি এমন একটি সংঘের সদস্য হইবার জন্য আবেদন করিলেন যে সংঘ পরবর্তী কালে বেআইনী ঘোষিত হইল। বেআইনী ঘোষিত হইবার পরে ঐ ব্যক্তিকে উহার সদস্য হইবার জন্য অভিযুক্ত করা চলে না। আবেদনের পর তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঐ সংঘ সম্পর্কে যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা তাহার সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইবে।[৩০৯]

সমাবেশে উপস্থিতি

কোন ব্যক্তিকে বেআইনী সমাবেশের সদস্য গণ্য করিতে হইলে ঐ সমাবেশে তাহার উপস্থিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে।[৩১০] সমাবেশ যখন বেআইনী হইয়া উঠে, তখন সেই সমাবেশে উপস্থিত কোন ব্যক্তি যদি উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তবে সেই ব্যক্তিকে বেআইনী সমাবেশের সদস্য বলা যায় না। তিনি যদি চলিয়া না যান তবুও তিনি যদি তাহার মতামত স্পষ্ট করিয়া এইভাবে ব্যক্ত করেন যে, সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি একমত নন তবে তাহাকে বেআইনী সমাবেশের সদস্য মনে করা যায় না।[৩১১]

যে ব্যক্তির সম্পর্কে উভয় প্রকার সিদ্ধান্ত সম্ভব অর্থাৎ তিনি জানিয়া শুনিয়া সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ইহা যেমন হইতে পারে আবার তিনি কিছু না জানিয়া সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, ইহাও তেমনি হইতে পারে, সেই ব্যক্তি সন্দেহের ফায়দা পাইয়া নির্দোষ গণ্য হইবে।[৩১২]

মূল ধারার অনুবাদ

শাস্তি

১৪৩। যে ব্যক্তি কোন বেআইনী সমাবেশের সদস্য হইবে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে- যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বেআইনী সমাবেশের সদস্য হওয়ার শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশের সদস্য হন সে ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

যে সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন কল্পে বেআইনী সমাবেশের সদস্যগণ একত্রিত হন, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার সাথে অপরাধের কোন সম্পর্ক নাই। উদ্দেশ্য সাধিত হউক বা না হউক, বেআইনী সমাবেশের সদস্য শাস্তিযোগ্য, অপরাধে অপরাধী। দণ্ডবিধির শাস্তির বিধানদৃষ্টে মনে হয় যে আইন বেআইনী সমাবেশকেই অপরাধমূলক সমাবেশ মনে করে এবং ঐ সমাবেশ অভীষ্ট দুষ্কর্মে সার্থক হইবার পূর্বেই তাহাকে রুখিতে চায়। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সমাবেশের সদস্যগণ তাহাদের মনের অভ্যন্তরে কোন্ উদ্দেশ্য পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া দুরূহ। তাহাদের উদ্দেশ্য জানিতে হইলে তাহাদের কাজ এবং আচরণ দেখিতে হইবে। এবং তাহাদের কাজ এবং আচরণ হইতেছে সমাবেশের উদ্দেশ্য সাধন। এইভাবে চিন্তা করিলে সমাবেশের উদ্দেশ্য সাধন সম্পর্কে কিছু না জানিয়া উহাকে বেআইনীরূপে চিহ্নিত করা কঠিন।[৩১৩]

কোন ব্যক্তিকে বেআইনী সমাবেশের সদস্য হইবার জন্য শাস্তি প্রদানের সঙ্গে তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন তাহার জন্যও শাস্তি দেওয়া যায়। এই ধারায় শাস্তি দেওয়ার সাথে সাথে তাহাকে দাঙ্গার জন্যও শাস্তি দেওয়া যায়।[৩১৪]

পুলিশ আইনে বলা হইয়াছে যে, লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করিলে কোন সমাবেশকে বিচ্ছিন্ন হইবার আদেশ পুলিশ দিতে পারেন। এবং এই আদেশ অমান্য করিয়া তাহারা অবস্থান করিলে ঐ সমাবেশ বেআইনী হয়। এই অবস্থায় কেহ যদি পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অমান্য করে তবে বেআইনী সমাবেশের অপরাধে শাস্তিযোগ্য হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারায় আসামীকে দণ্ড দিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

(ক) পাঁচ বা তদূর্ধ ব্যক্তির একটি সমাবেশ হইয়াছিল।

(খ) ঐ সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল এমন কিছু করা, যাহা দণ্ডবিধির ১৪১ ধারামতে বেআইনী।

(গ) আসামী ঐ সমাবেশের অন্ততঃ চার ব্যক্তির সহিত সাধারণ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

(ঘ) আসামী স্বেচ্ছাকৃতভাবে ঐ সমাবেশে যোগদান করিয়াছিলেন।

১। সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, বা
২। সমাবেশের উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত হইবার পর অবস্থান করিয়া।

মূল ধারার অনুবাদ

মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বেআইনী সমাবেশে যোগদান করা

১৪৪। যে ব্যক্তি কোন মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বা অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে মৃত্যু ঘটাইতে পারে এইরূপ কোন কিছুতেই সজ্জিত হইয়া কোন বেআইনী সমাবেশের সদস্য হয়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বেআইনী সমাবেশের সদস্য হইবার শাস্তির কথা পূর্বের ধারায় বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেআইনী সমাবেশে যোগদান করে বা উপস্থিত থাকে, এই ধারায় তাহার শাস্তির কথা বলা হইয়াছে।

যে ব্যক্তি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বেআইনী সমাবেশে যোগদান করেন বা উপস্থিত থাকেন, তাহার দ্বারা সম্ভাব্য অপরাধের আশঙ্কা গুরুতর। খালি হাতে মানুষ যাহা করিতে পারে, অস্ত্র হাতে লইয়া মানুষ তাহার চাইতে অনেক বেশী করিতে পারে। অস্ত্রধারী ব্যক্তির শাস্তি তাই গুরুতর হওয়া উচিত।

মারাত্মক অস্ত্র

মারাত্মক অস্ত্রের কোন সংজ্ঞা আইনে প্রদত্ত হয় নাই। সুতরাং মারাত্মক অস্ত্রের বিষয়বস্তু আভিধানিক অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। যে অস্ত্র মানুষের মৃত্যু ঘটাইতে পারে, তাহাই মারাত্মক অস্ত্র। সাধারণ অস্ত্র ব্যবহারের দোষে মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে। কোদাল একখানি মাটি কাটিবার যন্ত্র কিন্তু তাহা দিয়া দণ্ডার্হ নরহত্যা করা পর্যন্ত সম্ভব। সুতরাং কোদালও ক্ষেত্র বিশেষে মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে। খুব লম্বা এবং মোটা লাঠিও মারাত্মক অস্ত্র হইতে পারে।

প্রমাণ

১৪৩ ধারার অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ করিতে হইবে, এই ধারার অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলেও সেই সমস্ত তথ্য প্রমাণ করিতে হইবে।

তদুপরি আরো প্রমাণ করিতে হইবে যে, আসামী মারাত্মক অস্ত্রে বা মৃত্যু ঘটানোর অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন বেআইনী সমাবেশ ভঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া রহিয়াছে জানিয়াও উহাতে যোগদান করা বা উহাতে অবস্থান করা

১৪৫। যে ব্যক্তি কোন বেআইনী সমাবেশ আইনে বর্ণিত প্রণালীতে ভঙ্গ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে জানিয়াও অনুরূপ বেআইনী সমাবেশে যোগদান করে বা উহাতে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় সেই ব্যক্তির শাস্তির বর্ণনা করা হইয়াছে যে ব্যক্তি এমন সমাবেশে যোগদান করে বা অবস্থান করে যে সমাবেশ ভঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

১৪৩ ধারার অপরাধ প্রমাণ করিতে হইলে যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ করা আবশ্যক, বর্তমান ধারার অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে সেই সমস্ত তথ্য প্রমাণ করিতে হইবে। তদুপরি আরো প্রমাণ করিতে হইবে যে, বেআইনী সমাবেশকে ভঙ্গ করার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই হুকুম আইনানুগ ছিল এবং আসামী নির্দেশের কথা জানিয়াও ঐ নির্দেশের পরে সমাবেশে যোগদান করিয়াছিলেন বা উপস্থিত থাকিয়াছিলেন।

সদৃশ আইন

এই ধারার সহিত ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৭ ধারা মিলাইয়া পড়িতে হইবে। ধারাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

১২৭। (১) কোন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কোন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কোন বেআইনী সমাবেশ অথবা প্রকাশ্য শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণ ঘটাইতে পারে এইরূপ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কোন সমাবেশের প্রতি ছত্রভঙ্গ

হওয়ার আদেশ দিতে পারেন ; এবং অতঃপর উক্ত সমাবেশের সদস্যদের পক্ষে অনুরূপভাবে ছত্রভঙ্গ হওয়া কর্তব্যে পরিণত হইবে।

(২) বাদ দেওয়া হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

দাঙ্গা

১৪৬। কখনও কোন বেআইনী সমাবেশ কর্তৃক বা উহার যে কোন সদস্য কর্তৃক অনুরূপ সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে বল বা উগ্রতা প্রয়োগ করা হইলে, অনুরূপ সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দাঙ্গার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে বেআইনী সমাবেশ বা উহার সদস্য যখন বল প্রয়োগ করে, তখন সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গার অপরাধে অপরাধী হন। বেআইনী সমাবেশ যখন হিংস্র হইয়া উঠে, তখন উহা দাঙ্গায় পরিণত হয়।

দাঙ্গার বৈশিষ্ট্য

দাঙ্গা বলিতে হিংস্র বেআইনী সমাবেশ বুঝায়। কোন গোলমাল বা গণ্ডগোল না করিয়াও দাঙ্গা হইতে পারে। ১৪১ ধারায় বর্ণিত কোন অপকর্মের উদ্দেশ্যে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া তাহারা বা তাহাদের কেহ সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে যখন শক্তি প্রয়োগ করে বা উগ্র হইয়া উঠে, তখন দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়।

বল বা উগ্রতা প্রয়োগ

বেআইনী সমাবেশ বা তাহার কোন সদস্য কর্তৃক বল প্রয়োগ হইলেই বেআইনী সমাবেশের সদস্যগণ দাঙ্গার অপরাধে অপরাধী হইয়া পড়েন। জড় বস্তুর বিরুদ্ধেও বল প্রয়োগ হইতে পারে। কাহারো বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা এই পর্যায়ে আসে।[৩১৫]

ব্যাখ্যা ঃ দাঙ্গায় সাধারণতঃ বহু লোকের সমাবেশ হয়। এমতাবস্থায় দাঙ্গার মামলা বিচার করিবার সময় আদালত নিম্নবর্ণিত সূত্রসমূহের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন ঃ

(ক) বেশী লোক সমাবেশে উপস্থিত থাকিলে কোন লোক দাঙ্গায় কি কাজ করিয়াছিল, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইতে পারে। কিন্তু তবুও প্রত্যেক আসামীর

ব্যক্তিগত দায় সম্পর্কে প্রমাণ আসিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঙ্গার অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য যে সমস্ত তথ্য উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, তাহা অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(খ) দাঙ্গার প্রকৃতি এইরূপ যে ইহাতে অনেক নিরীহ মানুষ এবং সাধারণ পথচারী আকৃষ্ট হন। গোলমাল করিয়া তাহাদিগকেও দাঙ্গাকারীরূপে চিহ্নিত করা উচিত নহে।

(গ) কোন আসামী সম্বন্ধে মাত্র একজন সাক্ষী থাকিলে শুধু তাহার উপর নির্ভর করিয়া ঐ আসামীকে শাস্তি দেওয়া উচিত হইবে না।

(ঘ) দাঙ্গার উপর সাক্ষ্য প্রমাণ লইতে গিয়া যদি দেখা যায় যে, ঘটনার এলাকায় দুইটি বিবাদমান দল বর্তমান এবং সাক্ষীগণ কোন বিশেষ দলের পক্ষাশ্রিত, তবে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঙ) দাঙ্গায় যাহারা সাধারণভাবে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদের লঘু শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু যাহারা বক্তৃতা দিয়া, শ্লোগান দিয়া বা চীৎকার করিয়া সমাবেশ উত্তেজিত করেন, তাহাদের শাস্তি গুরুতর হওয়া উচিত।[৩১৬]

অকস্মাৎ কলহ

কোন নিরীহ সমাবেশের সদস্যগণ যদি নবাগত ব্যক্তির সহিত হঠাৎ কলহে লিপ্ত হয় তবে তাহারা দাঙ্গা করিয়াছেন এমন বলা যায় না। কিংবা কথা বলিতে বলিতে দখল লইয়া তর্ক বাধিয়া গেলে যে মারামারি শুরু হয় তাহা যে দাঙ্গা এমন বলা যায় না।[৩১৭]

বেআইনী কার্যে বাধা প্রদান

কেহ যদি বেআইনীভাবে কোন তল্লাশী চালাইতে চায়, সেই তল্লাশীকে বাধা দেওয়া অপরাধ নহে।[৩১৮] যে আবগারী কর্মচারীর তল্লাশীর অধিকার নাই, তিনি তল্লাশী চালাইতে আসিলে যদি অনেক লোক একত্রিত হইয়া তাহাকে বাধা দেন তবে সেই বাধা প্রদানকারী ব্যক্তিগণকে দাঙ্গাকারী বলা যায় না।[৩১৯] অন্যায়ভাবে কাহাকেও গ্রেফতার করিলে গ্রেফতারকারীকে বাধা দিবার জন্য লোক একত্রিত হওয়া অপরাধ নহে।[৩২০] বেআইনী ক্রোক রুখিবার জন্য বাধা দিলে তাহাকে দাঙ্গাকারী বলে না।[৩২১] যে অধিকার পুলিশের নাই, তাহা যদি পুলিশ প্রয়োগ করে তবে তাঁহাকে বাধা দিলে দাঙ্গা হয় না।[৩২২] তবে আদেশ বা নির্দেশ যেখানে আইন ভিত্তিক, সেখানে আনুষ্ঠানিক ত্রুটির জন্য তাহার বিরুদ্ধে সমাবেশ করা যায় না।

মূল ধারার অনুবাদ

দাঙ্গার শাস্তি

১৪৭। যে ব্যক্তি দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দাঙ্গার শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি দাঙ্গা করে, সে ব্যক্তির শাস্তি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। ১৪৩ ধারায় বেআইনী সমাবেশের সদস্য হইবার শাস্তির বিধান রাখা হইয়াছে। আর বর্তমান ধারায় দাঙ্গা করার অপরাধের শাস্তির বিধান রহিয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারায় শাস্তি দিতে হইলে আসামীর বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(ক) পাঁচজন বা তাহার বেশী লোকের দ্বারা একটি সমাবেশ হইয়াছিল। পাঁচজন বা তাহার বেশী লোকের সমাবেশ না হইয়া থাকিলে উহাকে বেআইনী সমাবেশ কিছুতেই বলা যায় না।[৩২৩] সুতরাং যেখানে পাঁচ বা পাঁচের অধিক ব্যক্তি দাঙ্গার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আসামীরূপে বিচারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ লইয়া দেখা গিয়াছিল যে, যাহারা নির্দোষ তাহাদিগকে বাদ দিলে আসামীর সংখ্যা পাঁচ হইতে কমিয়া যায়, সেখানে ঐ কম সংখ্যক ব্যক্তিকে দাঙ্গার দায়ে দণ্ড দেওয়া যায় না কিন্তু তাই বলিয়া পাঁচজনের কম ব্যক্তিকে দাঙ্গার মামলায় শাস্তি দেওয়া যায় না ইহা সত্য নহে। যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পাঁচজনের বা তাহার বেশী লোক লইয়া বেআইনী সমাবেশ হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের মধ্যে তিনজন ছাড়া আর কাহারও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না এমতাবস্থায় ঐ তিন ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া বৈধ।[৩২৪]

(খ) ঐ সমাবেশের উদ্দেশ্য, প্রারম্ভে বা পরবর্তী কালে ১৪১ ধারায় বর্ণিত পাঁচটির যেকোন একটি বা একাধিক ছিল। যে যে সাধারণ উদ্দেশ্য থাকিলে সমাবেশ বেআইনী হইয়া পড়ে, ১৪১ ধারায় তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাদের ব্যাখ্যাও যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে।

(গ) যাহারা ঐ সমাবেশের সদস্য ছিলেন বা হইয়াছিলেন, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধারণ ছিল। বেআইনী সমাবেশের সদস্যগণের মধ্যে যদি সাধারণ উদ্দেশ্য বর্তমান না থাকে, তবে তাহারা কোন ক্রমেই দাঙ্গাকারী হইতে পারে না।

(ঘ) আসামী বা বেআইনী সমাবেশের কোন সদস্য বল বা উগ্রতা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মৃত্যু ঘটাইবার জন্য যে বল প্রয়োগ করিতে হইবে, এমন নহে। বেআইনী সমাবেশের সদস্যগণ একই সাধারণ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি সামান্য বল প্রয়োগ করেন, তবুও তাহা দাঙ্গা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হইবে।

(ঙ) বল এবং উগ্রতা সাধারণ উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইহা সর্বজনবিদিত যে দাঙ্গার মূল উপাদান হইতেছে দাঙ্গাকারীদের সাধারণ উদ্দেশ্য। এই সাধারণ উদ্দেশ্যই দাঙ্গার স্বতন্ত্র ব্যক্তিগুলিকে একই সূত্রে বন্ধন করে।[৩২৫] উদ্দেশ্য বেআইনী হইতে হইবে এবং এই বেআইনী উদ্দেশ্য যাহার বিবরণ ১৪১ ধারায় বিধৃত, তাহা সাধনের জন্য বল প্রয়োগ থাকিতে হইবে।

দণ্ড

আলোচ্য ধারায় অপরাধ স্বতন্ত্র। আঘাতের অপরাধও স্বতন্ত্র। সুতরাং একই আসামীকে আলোচ্য ধারায় এবং ৩২৪ ধারায় দণ্ড প্রদান করা যায়।[৩২৬] তবে ছয়জন লোককে দাঙ্গার দায়ে অভিযুক্ত করিয়া চারজনকে খালাস করিয়া অপর দুইজনকে দণ্ড দেওয়া যায় না।

যে ক্ষেত্রে সমগ্র বেআইনী সমাবেশের উদ্দেশ্য হইতেছে চৌর্য এবং কতিপয় ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে চৌর্য এবং আঘাত; সে ক্ষেত্রে ১৪৭ এবং ১৪৮ উভয় ধারায় দণ্ড দেওয়া বৈধ।[৩২৭]

১৪৭ এবং ৪২৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা যায় কিন্তু উভয় ধারায় একই আসামীকে দণ্ড দেওয়া বৈধ নহে।[৩২৮]

মূল ধারার অনুবাদ

মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দাঙ্গা অনুষ্ঠানকরণ

১৪৮। যে ব্যক্তি, কোন মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বা অপরাধের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে মৃত্যু ঘটাইতে পারে, এমন কিছুতে সজ্জিত হইয়া দাঙ্গার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, সেই ব্যক্তি কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দাঙ্গা করার অপরাধের শাস্তির বিধান এই ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে। যখন কোন দাঙ্গাকারী মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয় বা এমন অস্ত্রে সজ্জিত হয় যাহা মানুষের মৃত্যু ঘটাইতে পারে তখন তাহার অপরাধ এই ধারায় পড়ে। এমন ব্যক্তির শাস্তি অনূর্ধ্ব তিন বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়ই হইতে পারে।

দণ্ড

শুধুমাত্র সেই সমস্ত ব্যক্তি আলোচ্য ধারায় দোষী সাব্যস্ত হইতে পারেন, যাহারা প্রত্যক্ষভাবে মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন।[৩২৯] অস্ত্র লইয়া সমাবেশে উপস্থিত হইবার পর অস্ত্র হইতে মুক্ত হইলে তাহাকে আর এই ধারায় দণ্ড দেওয়া যায় না।[৩৩০] যদি বেআইনী সমাবেশের একজন সদস্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয় তবে শুধু সেই ব্যক্তিই এই ধারায় দোষী হইবে না।[৩৩১] তবে ১৪৯ ধারা যোগ করিলে অস্ত্রহীন ব্যক্তিও দোষী সাব্যস্ত হইয়া এই ধারায় দণ্ড পাইতে পারেন।

এই ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে প্রত্যেক আসামীর হস্তে যে মারাত্মক অস্ত্র ছিল, তাহা প্রমাণ করিতে হইবে।[৩৩২]

প্রমাণ

পূর্বের ধারায় প্রমাণিতব্য বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়া আরও প্রমাণ দিতে হইবে যে, আসামী মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সাধারণ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বেআইনী সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দোষী গণ্য হবেন

১৪৯। যদি কোন বেআইনী সমাবেশের কোন সদস্য কর্তৃক উক্ত সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় বা উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া উক্ত সমাবেশের সদস্যগণের কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় বা উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জানা থাকে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার সময় যে সকল ব্যক্তি উক্ত সমাবেশের সদস্য থাকে তাহাদের প্রত্যেকে উক্ত অপরাধে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

বিশ্লেষণ

সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বেআইনী সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দোষী গণ্য হইবে। ইহাই এই ধারার বিধান।

সদৃশ আইন

আলোচ্য আইনের ১২০ ক ধারা এবং ৩৪ ধারা যে সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, বর্তমান ধারা তাহার নিকটবর্তী। নিজে অপরাধ না করিয়া কিন্তু অপরাধের ষড়যন্ত্রে শরীক হইয়া এক ব্যক্তি দণ্ড পাইতে পারেন। ইহা ১২০ ক ধারার অপরাধ। সকলে মিলিয়া একই অভিপ্রায়ে কোন কাজ করিলে যে ব্যক্তি উহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তিনিও দোষী হইবেন। ইহাই ৩৪ ধারার বিধান। জানিয়া শুনিয়া বেআইনী সমাবেশের সদস্য হইবার ফলে কোন ব্যক্তি দণ্ড পাইতে পারেন, ইহাই বর্তমান ধারার বিধান।

নীতি

বেআইনী সমাবেশের সদস্য হইলে, যে সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য বেআইনী সমাবেশ সংঘটিত হয় এবং যে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক সদস্যই দায়ী হইবেন।[৩৩৩] তবে যে কাজের জন্য আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে চাওয়া হয়, সেই কাজ বেআইনী সমাবেশের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে করা হইয়া থাকিতে হইবে; অথবা যে অপরাধ করা হইয়াছে তাহা বেআইনী সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন কল্পে অনুষ্ঠান করা আসামীর জ্ঞানমতে স্বাভাবিক ছিল; ইহা প্রমাণ করিতে হইবে।[৩৩৪]

উদ্দেশ্য

যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে কোন অপরাধ করেন নাই কিংবা প্রত্যক্ষভাবে অপরাধে জড়িত ছিলেন না কিংবা প্রত্যক্ষভাবে অপরাধে সহায়তা করেন নাই, সেই ব্যক্তি কোন কোন বিশেষ অবস্থায় অপরাধী সাব্যস্ত হইতে পারেন। এইভাবে কোন ব্যক্তিকে সাজা দিতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি বেআইনী সমাবেশের সদস্য ছিলেন এবং ঐ বেআইনী সমাবেশের কোন সদস্য কোন অপরাধ করিয়াছিলেন এবং ঐ অপরাধ এমন প্রকৃতির ছিল, যাহা বেআইনী সমাবেশের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে অনুষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এই সমস্ত উপাদান প্রমাণিত হইলেই তবে এই ধারায় কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়।[৩৩৫]

প্রযোজ্যতা

এই ধারায় দুইটি অংশ আছে। একটি অংশে সেই সমস্ত অপরাধের দায় আসামীর উপর বর্তানো হইয়াছে, যাহা বেআইনী সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন কল্পে অনুষ্ঠিত

হয়। অন্য অংশে সেই সমস্ত অপরাধের দায় আসামীর উপর বর্তানো হইয়াছে, যাহা বেআইনী সমাবেশের সদস্যগণের পক্ষে করার সম্ভাবনা ছিল।[৩৩৬] প্রথম অংশে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়া যায় আর দ্বিতীয় অংশে অপরাধ নাও অনুষ্ঠিত হইতে পারে।[৩৩৭]

সাধারণ উদ্দেশ্য

অপরাধ প্রত্যক্ষভাবে না করিয়াও যিনি অপরাধী সাব্যস্ত হইতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রমাণ যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন। বেআইনী সমাবেশের কোন সদস্যের কাজ যদি এমন অপরাধমূলক হয় যে তাহা আবশ্যিকভাবে বেআইনী সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের ফলশ্রুতি; তবে ঐ বেআইনী সমাবেশের প্রত্যেক সদস্যই উক্ত অপরাধের জন্য দায়ী।[৩৩৮] সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বলিতে সাধারণ উদ্দেশ্য সার্থক করা বুঝায়। বেআইনী সমাবেশের প্রত্যেক ব্যক্তি যখন সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রত, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি অপরাধী। এবং যখন বেআইনী সমাবেশের সদস্যবর্গ পূর্বাহ্নে জানিতে পারেন যে ঐ সমাবেশ একটি বিশেষ অপরাধ করিবে, তখন ঐ ব্যক্তি ঐ অপরাধের জন্য দায়ী।[৩৩৯]

অভিযোগ

ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৬ এবং ২৩৭ ধারা মোতাবেক কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মূল অপরাধের ধারার সহিত বর্তমান ধারা যোগ করিয়া দেওয়া যায় এবং সবশেষে মূল অপরাধের জন্য সাজা দেওয়া যায়।[৩৪০]

৩০২-১৪৯ ধারায় অভিযোগ করা হইলে আসামী নিজেই খুন করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায় না।[৩৪১] যেক্ষেত্রে বেআইনী সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো সেক্ষেত্রে বেআইনী সমাবেশের সকল সদস্যই নরহত্যার জন্য দায়ী হইবেন।[৩৪২] বেআইনী সমাবেশের সদস্যগণ যদি সাধারণ উদ্দেশ্যের বাহিরে কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া ফেলে তবে তাহারা তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবে না।[৩৪৩]

প্রমাণ

এই ধারায় আসামীকে দণ্ড দিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহের উপর প্রমাণ দিতে হয়।

(ক) একটি বেআইনী সমাবেশ হইয়াছিল

(খ) আসামী তাহার সদস্য ছিলেন

(গ) আসামী প্রারম্ভ হইতে ঐ সমাবেশে ছিলেন কিংবা অপরাধ অনুষ্ঠানের পূর্বে উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন

(ঘ) তিনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের কথা জানিতেন

(ঙ) ঐ সমাবেশে কোন সদস্য কোন অপরাধ করিয়াছিলেন

(চ) ঐ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল

(ছ) বেআইনী সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সময় বা

(জ) আসামী জানিতেন যে বেআইনী সমাবেশের পক্ষে সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ঐ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য লোক ভাড়া করা বা ভাড়ার কার্যে সায় দেওয়া

১৫০। যে ব্যক্তি, কোন বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য বা উহার সদস্য হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে ভাড়া বা নিয়োজিত বা নিযুক্ত বা উৎসাহিত করে, অথবা তাহার ভাড়া নিযুক্তি বা নিয়োগে সায় দেয়, সেই ব্যক্তি অনুরূপ বেআইনী সমাবেশের সদস্যরূপে দণ্ডনীয় হইবে এবং অনুরূপ ভাড়া, নিযুক্ত বা নিয়োগের অনুসরণে অনুরূপ বেআইনী সমাবেশের সদস্যরূপে অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠেয় যে কোন অপরাধের জন্য সেই ব্যক্তি এইরূপে দণ্ডনীয় হইবে যেন সে অনুরূপ বেআইনী সমাবেশের সদস্য ছিল বা সে স্বয়ং অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

বিশ্লেষণ

বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য লোক ভাড়া করা বা ঐ কার্যে সমর্থন করা বেআইনী সমাবেশের সদস্য হওয়ার অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং এই কাজের দণ্ড একই রূপ।

(ক) যে ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য কোন ব্যক্তিকে ভাড়া করে, বা

(খ) যে ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করে, বা

(গ) যে ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে, বা

(ঘ) যে ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য কোন ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে, বা

(ঙ) যে ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য কোন ব্যক্তির ভাড়াটিয়া হওয়াতে সায় দেয়, বা

(চ) যে ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য কোন ব্যক্তির নিযুক্তিতে সায় দেয়, বা

(ছ) যে ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য কোন ব্যক্তির নিয়োগে সায় দেয়, বা

(জ) যে ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশের সদস্য হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে ভাড়া বা নিয়োজিত বা নিযুক্ত বা উৎসাহিত করে, বা তাহার ভাড়া নিযুক্তি বা নিয়োগে সায় দেয়।

(ঝ) সেই ব্যক্তি বেআইনী সমাবেশের সদস্যরূপে দণ্ডনীয় হইবে এবং

(ঞ) সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিদের অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারায় আসামীকে সাজা দিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হইবে:

(ক) কোন ব্যক্তিকে ভাড়া করা, নিয়োজিত বা নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

(খ) আসামী ইহা করিয়াছিলেন বা ইহাতে সায় বা উৎসাহ দিয়াছিলেন।

(গ) আসামী এই কাজ করিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তিকে বেআইনী সমাবেশে যোগদান করাইতে বা সদস্য হইতে।

মূল ধারার অনুবাদ

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে জানিয়াও উহাতে যোগদান করা বা অবস্থান করা

১৫১। যে ব্যক্তি গণশান্তি বিঘ্নিত করার সম্ভাবনাপূর্ণ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির কোন সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আইনানুগ নির্দেশ দেওয়ার পর জ্ঞাতসারে অনুরূপ সমাবেশে যোগদান করে বা অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস

পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ যদি সমাবেশটি ১৪৯ ধারার তাৎপর্যাধীন একটি বেআইনী সমাবেশ-রূপে গণ্য হয়, তাহা হইলে অপরাধকারী ১৪৫ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নির্দেশ হইয়াছে জানিয়াও এবং ঐ সমাবেশ গণশান্তি বিঘ্নিত করিতে পারে বুঝিয়াও যে ব্যক্তি ঐ সমাবেশে যোগদান করে বা অবস্থান করে সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে। বেআইনী সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে জানিয়াও যে ব্যক্তি উহাতে যোগদান করে বা অবস্থান করে তাহার শাস্তি ১৪৫ ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ধারা সেই সমাবেশে যোগদান এবং অবস্থান দণ্ডনীয় করিয়াছে যে সমাবেশ গণশান্তি বিঘ্নিত করিবার সম্ভাবনা রাখে। এই সমাবেশ সম্পূর্ণ আইনানুগ হইতে পারে। ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নির্দেশ হইবার পর সেই সমাবেশ ঐ নির্দেশের কারণে বেআইনী হইয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু এই সমাবেশ ভাঙ্গিয়া না দিলে গণশান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে সেহেতু আইন ম্যাজিস্ট্রেটকে ঐ সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দিবার নির্দেশ দিবার অধিকার দিয়াছে। এবং যে ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করে তাহার অবাধ্যতাকে দণ্ডনীয় করিয়াছে।

সমাবেশ

বর্তমান ধারায় যে সমাবেশে যোগদান এবং অবস্থান দণ্ডনীয় করা হইয়াছে, সেই সমাবেশ আইনানুগ। প্রারম্ভকাল হইতে যে সমাবেশ বেআইনী কিংবা ভঙ্গের আদেশ দিবার পূর্বে যে সমাবেশ বেআইনী হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সমাবেশ সম্পর্কে বর্তমান ধারা প্রযোজ্য নহে।[৩৪৪] যেখানে তিনজন আসামী তাহাদের কার্যে ৫০/৬০ জন ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল গণশান্তি বিঘ্নিত করা, সেখানে যে আসামী ঐ সমাবেশে যোগদান করিয়াছিলেন তিনি এই ধারায় দোষী।[৩৪৫] সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আইনানুগ নির্দেশ দেওয়া হইলেই তৎপর ঐ সমাবেশে যোগদান করা বা অবস্থান করা দণ্ডনীয় অপরাধ। আইনানুগ নির্দেশ বলিতে এমন ব্যক্তির নির্দেশ বুঝায় যাহার নির্দেশ দিবার ক্ষমতা আছে। এবং এমন অবস্থায় নির্দেশ বুঝায় যখন গণশান্তি বিঘ্নিত করিবার সম্ভাবনা বিরাজমান। এই দুইটি অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেই আইনানুগ নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়।[৩৪৬] ১৫১ ধারায় অভিযুক্ত অভিযোগ প্রমাণ

করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে সমাবেশ গণশান্তি বিঘ্নিত করিবার অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। শুধু ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত দ্বারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নহে।[৩৪৭]

এই ধারায় সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দিবার কথা বলা হইয়াছে, অন্য নির্দেশের কথা বলা হয় নাই সুতরাং সমাবেশ যে পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে পথে না গিয়া অন্য পথে যাইতে বলা হইলে কেহ যদি তাহা অমান্য করে তবে তাহার অপরাধ এই ধারায় পড়িবে না।[৩৪৮]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আসামীর বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তথ্য প্রমাণ করিতে হইবেঃ

(ক) পাঁচ বা ততোধিক মানুষের সমাবেশ হইয়াছিল

(খ) এই সমাবেশ দ্বারা গণশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল

(গ) ঐ সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল

(ঘ) ঐ নির্দেশ আইনানুগ ছিল

(ঙ) ভাঙ্গিয়া দিবার নির্দেশ হইবার পর আসামী উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন বা অবস্থান করিয়া ছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

দাঙ্গা ইত্যাদি দমনকালে সরকারী কর্মচারীকে আক্রমণ বা বাধা দান করা

১৫২। যে ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীকে, কোন বেআইনী সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টায়, বা কোন দাঙ্গা বা মারামারি দমন কার্যে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীরূপে তাহার কর্তব্য পালনের ব্যাপারে আক্রমণ করে, আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করে বা বাধাদান বা বাধাদানের উদ্যোগ করে বা অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে বা প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে বা প্রয়োগের উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বেআইনী সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দিবার অভিযানে বা দাঙ্গা অথবা মারামারি দমনের অভিযানে যে সরকারী কর্মচারী রত তাহাকে আক্রমণ করিলে বা ভয় দেখাইলে বা বাধা দিলে বা বাধা দিবার উদ্যোগ করিলে বা বল প্রয়োগ করিলে যে অপরাধ হয়, তাহার শাস্তি অনূর্ধ তিন বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। বিশেষ সরকারী কর্তব্য বাধা দেওয়ায় অপরাধের শাস্তি এই ধারায় বিধৃত।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীকে দণ্ড দিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্য সম্পর্কে অবশ্যই প্রমাণ থাকিতে হইবে ঃ

(ক) বেআইনী সমাবেশ হইয়াছিল।

(খ) ঐ বেআইনী সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল।

(গ) যিনি ঐ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

(ঘ) ঐ সরকারী কর্মচারী সেই সময় তাহার কর্তব্য পালনরত অবস্থায় ছিলেন।

(ঙ) আসামী সম্যক অবস্থা পরিজ্ঞাত ছিলেন।

(চ) আসামী আক্রমণ বা আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন বা বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের উদ্যোগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

দাঙ্গা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বেপরোয়াভাবে উত্তেজনা দান করা দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হওয়ার বেলায়, দাঙ্গা অনুষ্ঠিত না হওয়ার বেলায়

১৫৩। যে ব্যক্তি বিদ্বেষমূলকভাবে বা বেপরোয়াভাবে কোন অবৈধ কার্য সম্পাদন করিয়া এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া কোন ব্যক্তিকে উত্তেজনা দান করে যে অনুরূপ উত্তেজনার দরুন দাঙ্গার ফলে অনুষ্ঠেয় অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে, সে ব্যক্তি অনুরূপ উত্তেজনার ফলে দাঙ্গার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং দাঙ্গার অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে

যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বিদ্বেষমূলকভাবে বা বেপরোয়াভাবে দাঙ্গা অনুষ্ঠানের জন্য উত্তেজনা প্রদান করিবার ফলে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইলে উত্তেজনাকারী অনূর্ধ্ব এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থ দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং দাঙ্গা অনুষ্ঠিত না হইলে অনূর্ধ্ব ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অপরাধমূলক উত্তেজনাকে আইন সর্বদা অপরাধমূলক মনে করে।

প্রমাণ

এই ধারায় আসামীকে দণ্ড দিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

(ক) আসামী কিছু অন্যায় করিয়াছিলেন শুধুমাত্র প্ররোচনা দিলেই এই অপরাধ হইবে না।

(খ) আসামী যাহা করিয়াছিলেন তাহা বিদ্বেষমূলকভাবে অথবা বেপরোয়াভাবে করিয়াছিলেন। ''বিদ্বেষমূলকভাবে'' এবং ''বেপরোয়াভাবে'' শব্দদ্বয় এই আইনে কুত্রাপিও ব্যাখ্যা করা হয় নাই।'' বিদ্বেষমূলকভাবে বলিতে হিংসাত্মকভাবে বুঝায়।[৩৪৯] শত্রুতা যেখানে চরম সেখানেই এই শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ''বেপরোয়া'' বলিতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া, ন্যায় অন্যায় না চিন্তা করিয়া কাজ করা বুঝায়।[৩৫০]

(গ) আসামীর কাজ উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। উত্তেজনা সৃষ্টি করা অর্থে ক্রোধ উদ্দীপ্ত করা বা শত্রুতা জাগ্রত করা বুঝায়। যে কাজে বা কথায় সহায়তা হয় তাহা এই ধারায় আসে না। যাহাতে উত্তেজনা হয় তাহা এই ধারার বিষয়বস্তু।

(ঘ) আসামী জানিতেন যে, তাহার কাজ উত্তেজনা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রাখে। কোন কাজ বা কথার দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি হইতে পারে। সে প্রশ্ন তথ্যের ; আইনের নহে।

(ঙ) উত্তেজনা এইরূপ ছিল যে তাহার দ্বারা দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। আর ইহাও একটি তথ্যের প্রশ্ন ; আইনের নহে।

উচ্চতর শাস্তি দিতে গেলে আরো প্রমাণ করিতে হয় যে, বস্তুতঃপক্ষে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

শ্রেণীসমূহের মধ্যে শত্রুতা বর্ধন করা

১৫৩ ক। যে ব্যক্তি, কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা সংকেতাদি, বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তিসমূহের সাহায্যে, বা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের নাগরিকগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করে বা সৃষ্টির উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা : যে বিষয়সমূহ বাংলাদেশের নাগরিকগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করিতেছে বা যাহার অনুরূপ শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করার প্রবণতা রহিয়াছে, বিদ্বেষাত্মক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে এবং উক্ত বিষয়সমূহ দূরীকরণের মহৎ উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়সমূহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ, অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণা সৃষ্টি করিবার শাস্তির বিধান এই ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে।

(ক) কোন ব্যক্তি এমন কথা বলিতে পারিবেন না যাহার দ্বারা বাংলাদেশের নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঘৃণার ভাব বা শত্রুতার ভাব সৃষ্টি হয়।

(খ) কোন ব্যক্তি এমন কিছু লিখিতে পারিবেন না, যাহাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে ঘৃণা বা শত্রুতার ভাব সৃষ্টি হয়।

(গ) কোন ব্যক্তি সঙ্কেত বা অন্য কোনভাবে এমন কিছু করিতে পারিবেন না, যাহার দ্বারা বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে ঘৃণা বা শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

(ঘ) তবে যে বিষয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঘৃণা বা শত্রুতার ভাব সৃষ্টি করিতেছে, সৎভাবে এবং বিদ্বেষহীন অবস্থায় তাহা উল্লেখ করা অবৈধ নহে।

(ঙ) যে ব্যক্তি এই নির্দেশ অমান্য করে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীবিভেদ যাহাতে না জন্মাইতে পারে, তজ্জন্য এই বিধানে ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

যে দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত, সে দেশে এক ধর্মের গুণ কীর্তন করিবার এবং অন্য ধর্মের আলোচনা করিবার কিছু অধিকার মানিতেই হয়। কিন্তু সেই অধিকার অন্যকে গালি দেওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে না।[৩৫১] যে পত্রিকা মাত্র একটি সম্প্রদায়ের লোক পাঠ করে, সেই পত্রিকাতেও অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর প্রবন্ধ লেখা অপরাধমূলক।[৩৫২]

অভিপ্রায়

অভিপ্রায় যদি শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হয় তবেই আসামী দণ্ডযোগ্য সাব্যস্ত হইবে।[৩৫৩] কোন পুস্তক পাঠ করিলে যদি বোঝা যায় যে ইহা পাঠকের মনকে শ্রেণী সংঘর্ষের দিকে উত্তেজিত করিবে তবে ধরিয়া লইতে হয় যে লেখকের অভিপ্রায় ছিল দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করা।[৩৫৪]

বিভিন্ন শ্রেণী

এই ধারায় "শ্রেণী" শব্দটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণী বলিতে সুনির্দিষ্ট জনসমষ্টি বুঝায়। সেই সুনির্দিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে একটি স্থায়ী একাত্মবোধ থাকিতে হইবে। এবং এই জনসমষ্টি সংখ্যায় একেবারে অপ্রচুর হইবে না।[৩৫৫] যে জনসংখ্যা একটি বিশেষ স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট শ্রেণীরূপে পরিচিত এবং যে জনসংখ্যা ঐ শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য এবং পরিচয় বহন করে সেই শ্রেণীর কথাই এই ধারায় বলা হইয়াছে।[৩৫৬] পুঁজিবাদী বলিলে তদ্বারা কোন শ্রেণী বুঝায় না।[৩৫৭]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর প্রমাণ দিতে হইবে ঃ

(ক) আসামী কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা সঙ্কেত বা দৃশ্যমান কল্প মূর্তির সাহায্যে বা প্রকারান্তরে কিছু প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(খ) উহা বাংলাদেশের নাগরিকগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতার ভাব বা ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করিয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের জন্য ছাত্র প্রভৃতিকে প্রবোচিত করা

১৫৩খ। যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা সংকেতসমূহের বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তিসমূহের সাহায্যে বা প্রকারান্তরে যে কোন ছাত্র বা ছাত্রী

শ্রেণী বা ছাত্রদের ব্যাপারে আগ্রহশীল বা তাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানকে এমন কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করে বা প্ররোচিত করার উদ্যোগ করে, যাহা গণশৃঙ্খলা নষ্ট বা খর্ব করে, অথবা যাহার গণশৃঙ্খলা নষ্ট বা খর্ব করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

ছাত্র বা ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানকে গণশৃঙ্খলা নষ্টকারী রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করার শাস্তি অনূর্ধ দুই বৎসরকাল কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। কিশোর বা যুবক ছাত্রবৃন্দ সাধারণতঃ এমন বয়সের হইয়া থাকেন যে, তাহাদের উপর প্ররোচনার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া থাকে। এই প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য এই ধারার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

কোন ছাত্র বা ছাত্র শ্রেণী বা ছাত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের জন্য বা প্ররোচিত করা বা প্ররোচিত করার উদ্যোগ করা আইনতঃ অপরাধ নহে তবে যে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করা হয় বা প্ররোচিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তাহা যদি গণশৃঙ্খলা নষ্ট করে বা খর্ব করে বা করার সম্ভাবনা রাখে তবে উহা অপরাধ হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত প্রমাণসমূহ আনিতে হইবেঃ

(ক) আসামী কিছু বলিয়াছিলেন বা লিখিয়াছিলেন বা সঙ্কেত দিয়াছিলেন বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্য লইয়াছিলেন।

(খ) উহার দ্বারা কোন ছাত্র বা ছাত্র শ্রেণী বা ছাত্রদের ব্যাপারে আগ্রহশীল বা তাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ

গ্রহণ করিবার জন্য প্ররোচিত হইয়াছিল বা প্ররোচিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছিল।

(গ) এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গণশৃঙ্খলা নষ্ট করে বা খর্ব করে বা উহার গণ-শৃঙ্খলা নষ্ট করিবার সম্ভাবনা ছিল।

মুল ধারার অনুবাদ

যে ভূমিতে বেআইনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সে ভূমির স্বত্বাধিকারী বা অধিকারী

১৫৪। কখনও কোন বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইলে, যে ভূমির উপর অনুরূপ বেআইনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বা অনুরূপ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, সেই ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী এবং অনুরূপ ভূমিতে স্বার্থ সমন্বিত বা স্বার্থের দাবীদার যে কোন ব্যক্তি অনধিক এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে, যদি সে বা তাহার প্রতিভূ বা ম্যানেজার অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতেছে বা হইয়াছে জানিয়া বা উহা অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও তাহার বা তাহাদের সাধ্যানু-যায়ী নিকটতম থানার মুখ্য অফিসারের নিকট তৎসম্পর্কে যথাসম্ভব শীঘ্র সংবাদ না দেয় এবং উহা অনুষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিয়া তাহার বা তাহাদের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও উহা নিবারণ করণার্থ তাহার বা তাহাদের সাধ্যানুযায়ী সমুদয় আইনানুগ উপায় অবলম্বন না করে এবং উহা অনুষ্ঠিত হইবার ব্যাপারে দাঙ্গা বা বেআইনী সমাবেশ ভঙ্গ বা দমন করিবার জন্য তাহার বা তাহাদের সাধ্যানুযায়ী সমুদয় আইনানুগ উপায় অবলম্বন না করে।

বিশ্লেষণ

যে ভূমির উপর বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তাহার মালিক বা দখলকার ঐ সম্পর্কে থানায় খবর দিতে বা উহাতে বাধা সৃষ্টি করিতে বাধ্য। তাহারা বা তাহাদের প্রতিনিধি ঐ বিষয় জানিয়া তাহাদের কর্তব্য পালন না করিলে এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে।

বেআইনী সমাবেশ এবং দাঙ্গা প্রতিরোধ করা সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য। যাহার জমির উপর বেআইনী সমাবেশ হয় বা দাঙ্গা হয় তাহার পক্ষে ঐ সমাবেশ বা দাঙ্গার বিষয় জানা সহজ। আর জানিলে তিনি উহা প্রতিরোধ করিতে পারেন। আর প্রতিরোধের সুযোগ এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন মালিক বা দখলকার যদি তাহা না করেন তবে তিনি দোষী।

এই ধারায় তিন শ্রেণীর ব্যক্তিকে দায়ী করা হইয়াছে ঃ

(ক) যে জমিতে দাঙ্গা বা বেআইনী সমাবেশ হয় তাহার মালিক

(খ) উহার দখলকার, এবং

(গ) ঐ জমির উপর যাহার স্বার্থ বা স্বার্থের দাবী আছে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহের উপর প্রমাণ দিতে হইবে ঃ

(ক) আসামী, জমির মালিক বা দখলকার বা স্বার্থ সমন্বিত বা স্বার্থের দাবীদার ছিলেন। জমির কোন শরীক যিনি ঐ জমির সহিত সম্পর্ক রাখেন না তাহাকে এই ধারায় ফেলা উচিত নহে। দাবী বলিতে এমন দাবী বুঝায় যাহার দাবীর পেছনে শক্তি আছে।

(খ) ঐ জমির উপর বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গা হইয়াছিল।

(গ) আসামী বা তাহার প্রতিনিধি ঐ দাঙ্গার কথা জানিতেন। এই জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবগতি না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গা প্রতিরোধ করিবার দায়িত্ব আসে না। যে দাঙ্গা বা বেআইনী সমাবেশ অকস্মাৎ ঘটিয়া যায় সে দাঙ্গা বা বেআইনী সমাবেশ এই ধারায় প্রযোজ্য হয় না।[৩৫৮]

(ঘ) আসামী নিকটবর্তী থানায় খবর দিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

(ঙ) আসামী বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গা প্রতিরোধ করিতে সর্বশক্তি নিয়োগে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। দাঙ্গা শুরু হইবার পূর্বেই তাহা প্রতিরোধ করা জমির মালিকের কর্তব্য। দাঙ্গা শুরু হইলে তাহা দমন করাও তাহার কর্তব্য। তিনি এই কর্তব্যে

ব্যর্থ হইলে অন্ততঃ তিনি থানায় সংবাদ দিতে পারেন। তবে যে ব্যক্তি নিজেই শক্তিহীন তাহার পক্ষে প্রতিরোধ বা দমনের কোন প্রশ্নই উঠে না।

মূল ধারার অনুবাদ

যে ব্যক্তির উপকারার্থে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তাহার দায়িত্ব

১৫৫। যে ভূমির ব্যাপারে কোন দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় সেই ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী বা যে ব্যক্তি অনুরূপ ভূমিতে বা যে বিরোধের ফলে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় সেই বিরোধের বিষয়বস্তুতে কোন স্বার্থ দাবী করে বা যে ব্যক্তি উহা হইতে কোন উপকার গ্রহণ বা লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তির উপকারার্থ বা পক্ষে কখনও অনুরূপ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে যদি সে বা তাহার প্রতিভূ বা ম্যানেজার অনুরূপ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া, বা যে বেআইনী সমাবেশের দরুন দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই বেআইনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ সমাবেশ বা অনুরূপ দাঙ্গার অনুষ্ঠান নির্ধারণ করণার্থ এবং উহা দমন ও ভঙ্গ করণার্থ তাহার বা তাহাদের নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী সমুদয় আইনানুগ উপায় অবলম্বন না করে।

বিশ্লেষণ

যে জমিতে দাঙ্গা হয় সেই জমির মালিক, দখলকার বা স্বার্থবান ব্যক্তি, বা সেই জমিতে বা দাঙ্গায় যাহার স্বার্থ আছে, বা যিনি উপকার পাইতে পারেন; এই সমস্ত ব্যক্তি বা তাহাদের প্রতিনিধি যদি দাঙ্গার অনুষ্ঠান নিবারণ বা দমন করিবার জন্য সাধ্যানুযায়ী আইনানুগ পথ অনুসরণ না করেন তবে তাহাদের অর্থদণ্ড হইতে পারে।

বর্তমান ধারায় জমির মালিক এবং দখলকারকে, বা জমির সহিত স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে দাঙ্গা প্রতিরোধ করিবার ব্যর্থতা অপরাধরূপে চিহ্নিত করিয়াছে। আইন মনে

করে যে জমির মালিক বা দখলকার, বা স্বার্থবান লোকের পক্ষে অনুষ্ঠিতব্য দাঙ্গা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা স্বাভাবিক; এবং যেহেতু তাহারা ওয়াকিফহাল আছেন সেহেতু দাঙ্গা যাহাতে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে এবং হইলে যাহাতে উহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ প্রচেষ্টা তাহারা আইনানুগ পথে অবলম্বন করিতে পারেন। এমতাবস্থায় তাহারা যদি অলস বা উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকেন তবে তাহারা দোষী সাব্যস্ত হইবার যোগ্য। স্পষ্টতই যে দাঙ্গা পূর্ব বা বিকল্পিত নহে সে দাঙ্গা সম্পর্কে এই ধারার নীতি প্রযোজ্য নহে। এই ধারার নীতি পূর্বের ধারার নীতির মতই; পার্থক্য শুধু এইটুকু যে বর্তমান ধারায় দাঙ্গার উপকার লাভেচ্ছু ব্যক্তিকেও দণ্ডযোগ্য করা হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রমাণসমূহ আবশ্যক :

(ক) একটি দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন প্রমাণ আনিতে হইবে।[৩৫৯]

(খ) কোন জমির সম্পর্কে বা কোন বিবাদ হইতে এই দাঙ্গা উদ্ভূত হইয়াছিল।

(গ) আসামী ছিলেন,

১। জমির মালিক, বা

২। জমির দখলকার, বা

৩। জমিতে কোন প্রকার স্বত্বের দাবীদার, বা

৪। বিবাদের বিষয়বস্তুর সহিত স্বার্থযুক্ত।

(ঘ) আসামীর উপকারের জন্য দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বা আসামী দাঙ্গা হইতে কিছু উপকার গ্রহণ করিয়াছিল।

(ঙ) আসামী বা তাহার এজেন্ট বা তাহার ম্যানেজার যুক্তিযুক্তভাবে বিশ্বাস করিতেন যে,

১। দাঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, বা

২। যাহারা দাঙ্গা করিয়াছিল তাহাদের সমাবেশ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

(চ) আসামী বা তাহার এজেন্ট বা তাহার ম্যানেজার কোন আইনানুগ পন্থার সদ্ব্যবহার করেন নাই,

১। বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইতে বাধা প্রদানের জন্য বা,

২। ঐ দাঙ্গা দমন এবং ভঙ্গ করিবার জন্য।

মূল ধারার অনুবাদ

যে স্বত্বাধিকারী বা দখলকারীর উপকারার্থে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় সেই স্বত্বাধিকারী বা দখলকারীর প্রতিভূর দায়িত্ব

১৫৬। যে ভূমির ব্যাপারে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, সেই ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী বা যে ব্যক্তি অনুরূপ ভূমিতে বা যে বিরোধের ফলে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, সেই বিরোধের বিষয়বস্তুতে কোন স্বার্থ দাবী করে অথবা যে ব্যক্তি উহা হইতে কোন উপকার গ্রহণ বা লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তির উপকারার্থ বা পক্ষে কখনও অনুরূপ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইলে, অনুরূপ ব্যক্তির প্রতিভূ বা ম্যানেজার অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে, যদি অনুরূপ প্রতিভূ বা ম্যানেজার অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া বা যে বেআইনী সমাবেশের দরুন অনুরূপ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই বেআইনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা স্বত্ত্বেও অনুরূপ দাঙ্গা বা সমাবেশ অনুষ্ঠান নিবারণ করণার্থ তাহার সাধ্যানুযায়ী সমুদয় আইনানুগ উপায় অবলম্বন না করে।

বিশ্লেষণ

পূর্বের ধারায় যাহা বলা হইয়াছে এই ধারায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। পূর্বের ধারায় জমির মালিক বা দখলকার বা স্বার্থবান ব্যক্তিকে তাহাদের কর্তব্যে অবহেলা করার জন্য দণ্ডনীয় করা হইয়াছে আর বর্তমান ধারায় ঐ সমস্ত ব্যক্তির এজেণ্ট বা ম্যানেজারদিগকে দায়ী করা হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

বেআইনী সমাবেশের জন্য ভাড়াটিয়া লোকদের আশ্রয় দান করা

১৫৭। যে ব্যক্তি, এইরূপ জানিয়া এমন লোকদের তাহার স্বীয় দখল বা দায়িত্বাধীন বা স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন গৃহ বা গৃহাঙ্গনে আশ্রয় দান, গ্রহণ বা একত্রিত করে যে তাহাদিগকে কোন বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য বা উক্ত সমাবেশের সদস্য বসিবার জন্য

ভাড়া, বা নিযুক্ত বা নিয়োজিত করা হইয়াছে, অথবা ভাড়া, বা নিযুক্ত বা নিয়োজিত করিবার উপক্রম করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বেআইনী সমাবেশের জন্য ভাড়াটিয়া লোকদের আশ্রয় দান করাকে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে।

(ক) যে ব্যক্তি তাহার বাড়ীতে বা জমিতে এমন লোকদের,

১। আশ্রয় দেয় বা

২। গ্রহণ করে বা

৩। একত্রিত করে।

(খ) যাহাদিগকে তাহার জানামতে বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য,

১। ভাড়া করা হইয়াছে বা

২। নিযুক্ত করা হইয়াছে বা

৩। নিয়োজিত করা হইয়াছে বা

৪। ভাড়া নিযুক্ত বা নিয়োজিত করার উপক্রম করা হইয়াছে।

(গ) সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে,

১। অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা

২। অর্থদণ্ডে বা

৩। উভয় দণ্ডে।

আশ্রয়দান

যে কোন আশ্রয়দান এই ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ নহে। যে সমস্ত ব্যক্তি দাঙ্গা করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে বা যে সমস্ত ব্যক্তি দাঙ্গায় যোগদান করিয়াছে, তাহাদের আশ্রয় দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। যে সমস্ত ব্যক্তি দাঙ্গা করিবে তাহারা যে দাঙ্গা করিতে চাহিতেছে এ সম্পর্কে আসামীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন নতুবা তাহাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। আসামীর এই জ্ঞানের বিষয় প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। যাদের ভাড়া করা হইয়াছে তাহাদের আচরণ হইতে বা তাহাদের প্রস্তুতি হইতে বা এই জাতীয় পরিস্থিতি হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তির মনোভাব বুঝিয়া লইতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গায় অংশ গ্রহণের নিমিত্ত ভাড়াটিয়া হওয়া

১৫৮। যে ব্যক্তি, ১৪১ ধারায় বর্ণিত যে কোন কার্য সম্পাদন করণার্থ বা উহা সম্পাদনে সাহায্য করণার্থ নিযুক্ত হয় বা ভাড়াটিয়া বনে বা নিযুক্ত হওয়ার বা ভাড়াটিয়া বনিবার প্রস্তাব করে বা উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

এবং যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে নিযুক্ত হইয়া বা ভাড়াটিয়া বলিয়া যে কোন মারাত্মক অস্ত্রে, অথবা অপরাধের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা থাকে এমন কিছুতে অস্ত্রসজ্জিত হয় বা অস্ত্রসজ্জিত হইবার জন্য নিয়োজিত হয় বা প্রস্তাব করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থ দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

দাঙ্গা সম্পর্কীয় শাস্তিযোগ্য অপরাধের ইহাই হইতেছে ধারা। এই ধারায় বেআইনী সমাবেশে বা দাঙ্গায় ভাড়া খাটাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলা হইয়াছে। এই ধারায় দুইটি অংশ আছে। অস্ত্র ব্যবহারের তারতম্য এই দুই অংশের বিভিন্নতাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

(ক) যে ব্যক্তি ১৪১ ধারায় বর্ণিত কোন কাজ করিবার বা উহাতে সাহায্য করিবার জন্য,

১। নিযুক্ত হয়, বা
২। ভাড়াটিয়া হয়, বা
৩। নিযুক্ত হওয়ার প্রস্তাব করে, বা
৪। ভাড়াটিয়া হওয়ায় প্রস্তাব করে, বা
৫। নিযুক্ত হইবার উদ্যোগ করে, বা
৬। ভাড়াটিয়া হইবার উদ্যোগ করে।

(খ) সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে,

১। অনূর্ধ ছয় মাসের কারাদণ্ডে, বা

২। অর্থদণ্ডে, বা

৩। উভয় দণ্ডে।

(গ) এবং ঐ ব্যক্তি মারাত্মক অস্ত্রে বা মৃত্যু ঘটাইবার মত সজ্জিত হইলে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন,

১। অনূর্ধ দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে, বা

২। অর্থদণ্ডে, বা

৩। উভয় দণ্ডে।

সাধারণ আলোচনা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গণশান্তির বিঘ্নকর কোন কাজ বা সমাবেশ আইন দণ্ডনীয় করিয়াছে। সেই কারণে এই পরিচ্ছেদের শিরোনাম রাখা হইয়াছে গণশান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ।[৩৬০] আমরা দেখিয়াছি যে বল প্রয়োগে সরকারকে বা সরকারী কর্মচারীকে ভয়াভিভূত করিবার জন্য, বা আইনের বাস্তবায়নকে বাধা প্রদানের জন্য, বা অনধিকার প্রবেশের জন্য বা অন্যকে দিয়া জোর করাইয়া কাজ করাইবার জন্য পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে বেআইনী সমাবেশ বলা হয় এবং এই বেআইনী সমাবেশে যাহারা যোগদান করেন বা অবস্থান করেন তাহারা শাস্তিযোগ্য অপরাধী। এই বেআইনী সমাবেশ কর্তৃক তখন বেআইনী সমাবেশ দাঙ্গায় পরিণত হয়। দাঙ্গায় যোগদান করা বা তাহাতে কোন প্রকার সাহায্য করা বা উৎসাহ দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ক্ষেত্র বিশেষে দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য সচেষ্ট না হওয়া অপরাধ।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহের উপর প্রমাণ আনিতে হয়ঃ

(ক) আসামী ১৪১ ধারায় বর্ণিত কাজে সাহায্যের জন্য নিয়োজিত হইবার বা ভাড়াটিয়া হইবার চেষ্টা বা প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিংবা ঐরূপ কাজে নিয়োজিত বা ভাড়াটিয়া হইয়াছিলেন।

(খ) আসামী মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন বা সজ্জিত হইয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

মারামারি

১৫৯। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে ঝগড়া করিয়া গণশান্তি ভঙ্গ করিলে তাহারা "মারামারি অনুষ্ঠান করে" বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

আইনে মারামারি কাহাকে বলে তাহার পরিচয় এই ধারায় দেওয়া হইয়াছে। একজনে মারামারি হয় না। কারণ ইহা একটি দ্বিপাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক ব্যাপার। সুতরাং মারামারি হইতে গেলে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রয়োজন। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে কলহ করিলে এবং তাহা গণশান্তি বিঘ্নিত করিলে, আইনের চোখে তাহারা মারামারি করে।

মারামারির জনসংখ্যা

দাঙ্গা বা বেআইনী সমাবেশে অন্ততঃ পাঁচজন লোকের প্রয়োজন কিন্তু মারামারিতে দুইজন যথেষ্ট। দুইজনের কম হইলে আইনে তাহা মারামারি হইবে না।[৩৬১]

কলহ

কলহ বলিতে লড়াই বুঝায়। দুই বা ততোধিক মানুষ যখন যুদ্ধ করিয়া একে অপরকে কাবু করিতে যায় তখনই তাহা মারামারি হয়। মারামারিতে দুইটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে কাবু করিতে চায়। মারামারির মধ্যে তাই বল প্রয়োগ আছে বা বল প্রয়োগের ধমক আছে। মারামারির মধ্যে উভয় পক্ষ হইতে বল প্রয়োগ হয়। যেখানে এক পক্ষ করে আর এক পক্ষ মার খায় সেখানে মারামারি হয় না।[৩৬২] চীৎকার করিয়া গালিগালাজ করিলে তাহাকে মারামারি বলে না।[৩৬৩]

প্রকাশ্য স্থান

প্রকাশ্য স্থান বলিতে সেই স্থানকে বুঝায় যেখানে জনসাধারণ যাইতে পারে। যে জমির চারিদিকে দেওয়াল নাই তাহা প্রকাশ্য স্থান।[৩৬৪] মসজিদ বা মন্দিরের প্রাঙ্গনও প্রকাশ্য স্থান।[৩৬৫] ব্যক্তিগত জমির দখল লইয়া যেখানে লড়াই হয় তাহাকে সাধারণভাবে মারামারি বলা যায় না।[৩৬৬]

গণশান্তির বিঘ্ন

মারামারি অপরাধের মূল উপাদান হইতেছে গণশান্তি বিঘ্নিত করা। প্রকাশ্য স্থানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হিংসাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হইলেই তাহারা নিঃসন্দেহে

গণশান্তি বিঘ্নিত করে। এমতাবস্থায় জনসাধারণ যে মারামারির দ্বারা ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহা স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ করিবার আবশ্যক হয় না।[৩৬৭] মদ খাইয়া রাস্তায় দুইজন মারামারি শুরু করিলে তাহা এই ধারায় বর্ণিত ঘটনার পর্যায়ে পড়ে।

মূল ধারার অনুবাদ

মারামারি অনুষ্ঠানের শাস্তি

১৬০। যে ব্যক্তি মারামারি অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ একশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি মারামারি করে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব এক মাসের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

এই ধারায় মারামারির অপরাধের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

মারামারিকে আক্রমণ এবং দাঙ্গা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখিতে হইবে। দাঙ্গায় পূর্ব পরিকল্পনা থাকে কিন্তু মারামারিতে তাহা নাই, ইহা সাধারণত অকস্মাৎ ঘটিয়া থাকে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আসামীর বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ দিতে হইবে :

(ক) আসামীর সহিত এক বা একাধিক ব্যক্তি কলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

(খ) ঐ কলহ প্রকাশ্য স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(গ) ঐ কলহ গণশান্তি ভঙ্গ করিয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক বা সরকারী কর্মচারীগণ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারী কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ

১৬১। যে ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী হইয়া বা হইবার প্রত্যাশায় কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করার জন্য বা সম্পাদন করা হইতে বিরত থাকার জন্য অথবা তদীয় সরকারী কর্তব্যসমূহ সম্পাদনকালে কোন ব্যক্তির প্রতি সরকার বা আইন পরিষদের বা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন সরকারী কর্মচারীর তরফ হইতে অনুগ্রহ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করার জন্য বা প্রদর্শন করা হইতে বিরত থাকার জন্য বা কোন ব্যক্তির প্রতি কোন উপকার বা অপকার সাধন করার জন্য বা করার উদ্যোগ করার জন্য, কোন প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসাবে, নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত যে কোন বক্‌শিশ্ গ্রহণ করে বা অর্জন করে বা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় বা অর্জন করার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে--যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা: ''সরকারী কর্মচারী হইবার প্রত্যাশায় যদি কোন ব্যক্তি পদে সমাসীন হইবার প্রত্যাশা না করিয়া, সে পদে সমাসীন হইবে এবং অন্যান্যদের উপকার সাধন করিবে এইরূপ প্রতারণার সাহায্যে তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া বকশিশ গ্রহণ

করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে, কিন্তু সে অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে না।

বকশিশঃ "বকশিশ" শব্দটি আর্থিক বকশিশের বা অর্থের পরিমাণে হিসাব-যোগ্য বকশিশের সংজ্ঞায় সীমিত নয়।

বৈধ পারিশ্রমিকঃ "বৈধ পারিশ্রমিক" শব্দাবলী কোন সরকারী কর্মচারী যে পারিশ্রমিক আইনানুগভাবে দাবী করিতে পারে তাহাতে সীমিত নহে বরং এইরূপ সমুদয় পারিশ্রমিক উহার আওতাধীন হইবে যাহা গ্রহণ করিবার জন্য সে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে।

সম্পাদনের প্রতিদান বা পরিতোষিকঃ কোন ব্যক্তি যাহা করিতে চায় না তাহা করিবার প্রতিদান হিসাবে বা যাহা সে করে নাই তাহা করিবার পারিতোষিক হিসাবে বক্শিশ গ্রহণ করিলে, সে অত্র শব্দাবলীর আওতাধীন হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) মুন্সেফ ক ব্যাঙ্কার খ র নিকট হইতে খ-র অনুকুলে একটি মোকদ্দমা নির্ধারণের জন্য ক-র প্রতি পুরস্কার হিসাবে ক-র ভাইয়ের জন্য খ-র ব্যাঙ্কে একটি চাকুরী সংগ্রহ করেন। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) কোন এক বৈদেশিক শক্তির দরবারে বাণিজ্যদূতের পদধারী ক উক্ত শক্তির মাত্রার নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। ইহাতে মনে হয় না যে, ক কোন বিশেষ সরকারী কার্য সম্পাদন করা বা সম্পাদন করা হইতে বিরত থাকার জন্য বা বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে উক্ত শক্তির প্রতি কোন উপকার করার ব উপকার করার উদ্যোগের জন্য প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসাবে অত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এবং মনে হয় যে ক তদীয় সরকারী কর্তব্যাদি পালন কালে প্রদর্শনের জন্য কোন প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসাবে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) সরকারী কর্মচারী ক ভ্রান্তভাবে খ কে এই মর্মে বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করেন যে, সরকারের সহিত ক-র প্রভাবের ফলে খ-র জন্য একটি উপাধি অর্জন করা হইয়াছে এবং কাজেই ক অত্র উপকারের পারিতোষিক হিসাবে তাহাকে টাকা দেওয়ার জন্য খ কে প্ররোচিত করেন। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে নবম পরিচ্ছেদ শুরু হইয়াছে। নবম পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হইতেছে সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক কৃত অপরাধ এবং সরকারী কর্মচারীগণ সংক্রান্ত অপরাধ। এই পরিচ্ছেদে এই শ্রেণীর অপরাধের কথা বলা হইয়াছে। যে অপরাধ সরকারী কর্মচারীগণ করিতে পারেন তাহাই প্রথম অংশ বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে আসিয়াছে সেই অপরাধ যাহা সরকারী কর্মচারীগণের সহিত সংশ্লিষ্ট।

সরকারী কর্মচারীগণও মানুষ। সরকারী কর্মচারীরূপে নয়, সাধারণ ব্যক্তি-রূপে তাহারা যে অপরাধ করেন তৎসম্পর্কে আলোচ্য পরিচ্ছেদে কোন বিধান নাই। সরকারী কর্মচারীগণ যদি অর্থ আত্মসাৎ করেন বা রসিদ জাল করেন তখন তাহারা যে অপরাধ করেন তাহার জন্য সাধারণ মানুষ যে শাস্তি পায় তাহারাও তাহাই পাইবেন। অন্যান্য ধারায় এই বিষয়ে নির্বাচন বর্তমান।

সরকারী কর্মচারীগণের সমস্ত অসদাচরণ আলোচ্য পরিচ্ছেদের আওতায় আনা হয় নাই। এমন অনেক অপরাধ আছে যাহার শাস্তি সরকার নিজেই দিতে পারেন। সরকারী কর্মচারীর বড় শাস্তি হইতেছে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা। সরকার এই ক্ষমতা তাহার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন বোধে সর্বদাই ব্যবহার করিতে পারেন।

সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারী কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে। ইহাই এই ধারার মূলকথা।

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন

সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি রোধ করিবার জন্য ১৯৪৭ সালে, 'Prevention of Corruption Act-1947' পাশ হয়। ঐ আইনে এই ধারাকে অনেকখানি বিপর্যস্ত করিবার উপাদান প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ আইনের ৫ ধারা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সরকারী কর্মচারী

সরকারী কর্মচারী ততক্ষণ সরকারী কর্মচারীরূপে চিহ্নিত হন যতক্ষণ তিনি সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রাখেন।[৩৬৮] ছুটিতে থাকা কালেও সরকারী কর্মচারী তাহার আপন পরিচয়ে চিহ্নিত হন, তখনও তিনি সরকারী কর্মচারী।[৩৬৯]

সরকারী কর্মচারী হইয়া বা হইবার প্রত্যাশায় কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করার জন্য বা কাহাকে অনুগ্রহ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করার জন্য যাহা লওয়া হয় তাহাই

ঘুষ। সুতরাং সরকারী কর্মচারী হইবার প্রত্যাশা করিতেছেন এবং প্রত্যাশা যদি অলস না হয় তবে তিনিও ঘুষ লইবার অপরাধে অপরাধী হইতে পারেন।

ঘুষ

(ক) যিনি বকশিশ গ্রহণ করিতেছেন তিনি সরকারী কর্মচারী হইবেন বা বাস্তবিকভাবে সরকারী কর্মচারী হইবার প্রত্যাশা রাখিবেন।

(খ) তিনি বকশিশ গ্রহণ বা গ্রহণের অভিপ্রায় করিবেন।

(গ) তিনি ঐ বকশিশ লইবেন কোন সরকারী কাজ করিয়া দিবার বিনিময়ে। এই তিনটি উপাদান উপস্থিত থাকিলে তবে ঐ বকশিশ ঘুষে পরিণত হয়।[৩৭০] ঘুষ যে টাকাই হইবে এমন নহে। ইহা অন্য কোন বস্তুও হইতে পারে।[৩৭১] কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য দান গ্রহণ করাও ঘুষ হইতে পারে।[৩৭২]

ঘুষ লইবার চেষ্টা

ঘুষ লইবার চেষ্টা করাও ঘুষ লইবার সমান অপরাধ।[৩৭৩] ঘুষ চাওয়াও অপরাধ। ঘুষ না দিলে বিপদ হইবে এইরূপ ধমক দেওয়াও ঘুষ লইবার শামিল।

সরকারী কাজ

সরকারী কাজ করিবার বা না করিবার বিনিময়ে বকশিশ গ্রহণ করাকে ঘুষ লওয়া বলে। যে কাজ সরকারী কাজ নহে তাহা গ্রহণের জন্য এই ধারায় কোন অপরাধ হয় না।[৩৭৪] সরকারী ডাক্তার যে ফিস্ লইবার অধিকারী তিনি যদি তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী ফিস্ লইয়া থাকেন তবে তাহাকে ঘুষ বলা চলে না[৩৭৫]। সরকারী কর্মচারী যে কাজ করিবার জন্য বকশিশ গ্রহণ করিতেছেন সেই কাজ করা তাহার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহা নিশ্চয়ই ঘুষ। ক্ষমতা না থাকিলেও তিনি যদি ঘুষ প্রদানকারীর মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারিয়া থাকেন যে তিনি ঐ কাজ করিয়া দিতে পারিবেন তাহা হইলেও উহা ঘুষ হইবে।[৩৭৬] নিজে না করিয়া অন্যকে দিয়া করাইয়া দিবার জন্য অর্থ গ্রহণ করাও ঘুষের মধ্যে পড়ে।[৩৭৭]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্য প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(ক) ঘটনার সময় আসামী সরকারী কর্মচারী ছিলেন কিংবা সরকারী কর্মচারী হইবার প্রত্যাশায় ছিলেন।

(খ) তিনি পারিতোষিক হিসাবে কোন বকশিশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বা রাখিয়াছিলেন বা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন বা রাখিতে সম্মত হইয়াছিলেন

(গ) এই বকশিশ তাহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক ছিল না।

(ঘ) তিনি ঐ বকশিশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে বা বিনিময়ে যে,

১। তিনি সরকারী কার্য সম্পাদন করিবেন বা করা হইতে বিরত থাকিবেন।

২। তাহার সরকারী কর্তব্যসমূহ সম্পাদনকালে তিনি অনুগ্রহ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিবেন বা করা হইতে বিরত থাকিবেন।

সাক্ষ্য

সরকারী কর্মচারী গণকে হাত পাতিয়া হাতেনাতে ধরার বহু নজির আছে। কোন ব্যক্তির কাছে সরকারী কর্মচারী ঘুষ চাহিলেন। ঐ ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই ঘুষ আদান-প্রদানের সময়ও নির্দিষ্ট করা হইল। ঐ ব্যক্তি তখন দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্যক বিষয় পরিজ্ঞাত করাইলেন। অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ে ঐ ব্যক্তি দুর্নীতি দখল বিভাগের কর্মচারীগণকে লইয়া নির্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্তী কোন জায়গায় উপস্থিত হইলেন। দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মচারীদের একটু দূরে রাখিয়া ঐ ব্যক্তি তখন নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর যখন তিনি ঘুষ দিবার উদ্যোগ করিলেন বা দিলেন তখন দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মচারীগণ দ্রুত সেই স্থানে পৌঁছিয়া সরকারী কর্মচারীকে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলিলেন। দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মচারীরা সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেটও রাখেন। হাত পাতিয়া হাতেনাতে ধরায় ইহাই সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি।

যে ব্যক্তি ঘুষ দেন তিনিও আইনতঃ অপরাধী। অপরাধীর পক্ষে অপরাধের সাক্ষাৎ হওয়া সব সময় বাঞ্ছনীয় নহে। সাক্ষ্য আইনের ৩৩৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে মহাপরাধীর সাক্ষ্য তখনই বিশ্বাস করা যায় যখন তাহার সমর্থনে অন্য বিশ্বস্ত সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সাক্ষ্য আইনের ১৩৩ ধারায় বলা হইয়াছে যে, মহাঅপরাধীর অসমর্থিত সাক্ষীর উপর বিশ্বাস করিয়া আসামীকে দণ্ড দেওয়া যায় না।

ঘুষদাতা ব্যক্তির একক সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া তাই আসামীকে দণ্ড দেওয়া বিধেয় নহে। তাহার সাক্ষীর সহিত অন্য সাক্ষ্যের সমর্থন একত্রে হইলে তবেই আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়।

ম্যাজিস্ট্রেটদের এই কাজে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যে সমস্ত ম্যাজিস্ট্রেট বিচার কার্যে রত তাহাদিগকে আবার অন্য বিচার আদালতে সাক্ষী দিবার জন্য টানিয়া লইয়া গিয়া অবিশ্বাসী প্রমাণিত হইবার ঝুঁকি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট যখন সাক্ষীরূপে আদালতে জবানবন্দী দেন তখন তাহার সাক্ষ্যকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

ঘুষখোর সরকারী কর্মচারীদের ধরিবার জন্য তাহাদিগকে ঘুষ খাইতে প্ররোচিত করা এবং প্ররোচিত করিয়া ঘুষ লইবার সময় তাহাদিগকে হাত পাতিয়া ধরা একটি প্রশংসনীয় কাজ নহে। সরকারী কর্মচারীগণ প্রলোভনের উর্ধ্বে নহে। প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদিগকে অসাধুতার পথে লইয়া যাওয়া নীতি বিগর্হিত কাজ।

স্যাংশন

ক্ষেত্র বিশেষে, সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে হইলে তৎপূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭ ধারা অনুযায়ী স্যাংশনের প্রয়োজন। ১৯৭ ধারা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

১৯৭। (১) দণ্ডবিধির ১৯ ধারার অর্থ অনুসারে কোন জজ, অথবা কোন ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা সরকার কর্তৃক বা সরকারের মঞ্জুরী ব্যতীত অপসারণযোগ্য নহে এইরূপ কোন সরকারী কর্মচারী যদি এইরূপ কোন অপরাধে অভিযুক্ত হন যাহা তিনি তাহার সরকারী কর্তব্য পালনের সময় বা পালনরত থাকা বলিয়া কথিত সময়ে করিয়াছেন বলিয়া দাবী করা হইয়াছে, তাহা হইলে:

(ক) তিনি প্রেসিডেন্টের, এবং

(খ) (২) উক্ত জজ, ম্যাজিস্ট্রেটের বা সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ বা অপরাধসমূহের মামলা কাহার দ্বারা ও কিভাবে পরিচালিত হইবে প্রেসিডেন্ট তাহা স্থির করিতে পারেন এবং কোন আদালতে এই মামলার বিচার হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অসাধু বা অবৈধ উপায়ে সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে বকশিশ গ্রহণ

১৬২। যে ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীকে কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করিবার বা সম্পাদন করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অসাধু বা অবৈধ উপায়ে প্ররোচিত করিবার মানসে বা অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনকালে কোন ব্যক্তির প্রতি সরকার বা আইন পরিষদের অনুগ্রহ বা অসন্তোষ বা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন সরকারী কর্মচারীর তরফ হইতে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন উপকার বা অপকার করার জন্য বা করার উদ্যোগ করার জন্য, কোন প্রতিদান বা

পারিতোষিক হিসাবে, নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য, কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যে কোন বকশিশ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারা-দণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার পরিপূরক। পূর্বের ধারায় (১৬১) সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ লইবার অপরাধে দণ্ডনীয় করিয়াছে। বর্তমান ধারা সেই সব ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছে, যাহারা সরকারী কর্মচারীর অপরাধে সহায়তা করে।

এই ধারা এবং পরবর্তী ধারা সেই সমস্ত কাজকে অপরাধ ঘোষণা করিয়াছে, যে সমস্ত কাজ অন্যায়ভাবে সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ লইয়া কোন কাজ করিয়া দিতে প্ররোচিত বা প্রভাবিত করে।

এই ধারায় সেই ব্যক্তিকে অপরাধী ঘোষণা করা হইয়াছে যে ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণ করে বা অর্জন করে বা গ্রহণে এবং অর্জনে সম্মত হয় এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি অন্যায় বা অবৈধ উপায়ে সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করিয়া কোন অনুগ্রহ আদায় করিবেন বা কোন কাজ হাসিল করাইয়া লইবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া নিজে আত্মসাৎ করেন, সরকারী কর্মচারীর হাতে পৌঁছাইয়া দেন না, সেই ব্যক্তিও এই ধারায় অপরাধী।[৩৭৮]

এই ধারার অপরাধের মধ্যে তিনটি মূল উপাদান বর্তমান। প্রথমতঃ ঘুষ চাওয়া হইয়াছে বা লওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অন্যায় ও অবৈধভাবে সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করিবার জন্য ঐ ঘুষ চাওয়া বা লওয়া হইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ ঐ সরকারী কর্মচারী কিছু অনুগ্রহ করিতে বা খেদমত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

পূর্বের ধারায় বলা হইয়াছে যে, সরকারী কর্মচারী তাহার ন্যায্য বেতন বা পারিশ্রমিকের বাহিরে যাহা গ্রহণ করেন তাহা ঘুষ। এই ধারায় "পারিশ্রমিকের বাহিরে" শব্দদ্বয় নাই। সুতরাং সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করিবার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা, এই ধারা অনুযায়ী অপরাধ। এ্যাডভোকেট যদি মক্কেলের নিকট হইতে এই বলিয়া অর্থ আদায় করেন যে, তিনি হাকিমকে অন্যায় বা অবৈধভাবে প্ররোচিত করি-বেন, তবে তিনি এই ধারায় দোষী হইবেন। এ্যাডভোকেট মক্কেলের নিকট হইতে তাহার ফিস্ বাবদ যে কোন পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু হাকিমকে প্রভাবিত করিবার জন্য এক কপর্দকও গ্রহণ করিতে পারেন না।

এই ধারা সাধারণতঃ ঘুষের দালালদের উপর প্রযোজ্য। অসাধু সরকারী কর্মচারীগণ ঘুষ গ্রহণকে সম্ভব এবং সহজ করিয়া তুলিবার জন্য দালাল বা টাউট নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আবার একদল লোক থাকে, যাহারা সরকারী কর্মচারীর আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সরকারী কর্মচারীকে অর্থের বিনিময়ে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করে। এই সমস্ত ব্যক্তি এই ধারায় দোষী। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে কোন অর্থ গ্রহণ না করিয়া ঘুষদাতার হাত হইতে সরকারী কর্মচারীর হাতে ঘুষ পৌঁছাইয়া দেয়, সেই ব্যক্তি এই ধারায় কোন অপরাধ করেন নাই। কারণ তিনি সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করেন নাই।

প্রমাণ

এই ধারায় আসামীর বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত প্রমাণ উপস্থাপন করিতে হয়ঃ

(ক) আসামী ঘুষ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিংবা অর্জন করিয়াছিলেন কিংবা উহা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

(খ) তিনি ইহা করিয়াছিলেন সরকারী কর্মচারীকে অন্যায় এবং অবৈধভাবে প্রভাবিত করিয়া তাহার দ্বারা কোন কাজ করাইতে বা কাজ হইতে বিরত থাকিতে বা অনুগ্রহ দেখাইতে বা খেদমত করিতে।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্ম চারীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রযোগের জন্য বকশিশ্ গ্রহণ

১৬৩। যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করিয়া কোন সরকারী কর্মচারীকে কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করার জন্য বা সম্পাদন করা হইতে বিরত রাখার জন্য বা অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর সরকারী কর্তব্যাদি পালনকালে কোন ব্যক্তির প্রতি সরকার বা আইন পরিষদের বা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন সরকারী কর্মচারীর তরফ হইতে অনুগ্রহ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করার জন্য বা কোন ব্যক্তির প্রতি কোন উপকার বা অপকার করিবার জন্য বা করিবার উদ্যোগের জন্য প্ররোচিত করার প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসাবে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য যে কোন বকশিশ গ্রহণ বা অর্জন করে বা গ্রহণ

করিতে সম্মত হয় বা অর্জন করার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

কোন মোকদ্দমায় কোন জজের সম্মুখে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য ফিস গ্রহণকারী এ্যাডভোকেট কোন স্মারকলিপি প্রেরকের কার্যাবলী ও দাবী-দাওয়া প্রদর্শনপূর্বক সরকারের বরাবরে লিখিত কোন স্মারকলিপি বিন্যস্ত ও শুদ্ধকরণের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণকারী ব্যক্তি দণ্ডিত অপরাধীর বেতনভোগী প্রতিভূ যিনি দণ্ডটি অন্যায্য ছিল বলিয়া প্রমাণকল্পে সরকারের সম্মুখে বিবৃতিসমূহ উপস্থাপন করেন; অত্র ধারার আওতাধীন নহেন, যেহেতু তাহারা ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করেন না বা প্রয়োগের দাবী করেন না।

বিশ্লেষণ

ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাইয়া সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করিবার বিনিময়ে ঘুষ গ্রহণকে এই ধারায় অপরাধ বলা হইয়াছে।

ব্যক্তিগত প্রভাব

ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানো মাত্রই অপরাধ নহে। ঘুষ লইয়া ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানো অপরাধ। ব্যক্তিগত প্রভাব বলিতে কি বুঝা যায়, তাহার পরিচয় আলোচ্য বিধিতে নাই। তবে সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, প্রভাব এক প্রকার ক্ষমতা। সরকারী কর্মচারীদের উপর ব্যক্তি বিশেষের এই ক্ষমতা থাকিতে পারে। অন্যায় এবং অবৈধভাবে সরকারী কর্মচারী দ্বারা কিছু করাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে ঘুষ লইয়া এই ক্ষমতার প্রয়োগকে ব্যক্তিগত প্রভাব বলে।

এই ধারার উদাহারণে, যাহা এই ধারায় বর্ণিত ব্যক্তিগত প্রভাব নহে, তাহা বলা হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারায় পূর্বের ধারার তথ্যাদি প্রমাণ করিতে হইবে। তদুপরি ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রমাণ দিতে হইবে।

মূল ধারায়ার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ১৬২ বা ১৬৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহে সহায়তা করার শাস্তি

১৬৪। যে ব্যক্তি এইরূপ সরকারী কর্মচারী হইয়া যাহার সম্পর্কে পূর্ববর্তী দুইটি ধারায় বর্ণিত যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, অপরাধে সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

ক একজন সরকারী কর্মচারী। ক-র স্ত্রী খ কোন বিশেষ ব্যক্তিকে একটি চাকুরী দানের নিমিত্ত ক-কে অনুরোধ করার প্রতিদানরূপে একটি উপহার গ্রহণ করেন। ক তাহাকে অনুরূপ কার্য সম্পাদনে সহায়তা করেন। খ অনূর্ধ্ব এক বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। ক কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

বিশ্লেষণ

যে সরকারী কর্মচারী পূর্বের দুই ধারায় বর্ণিত দালালদের, টাউটদের, ব্যক্তিদের অপরাধ করিতে সহায়তা করে সেই সরকারী কর্মচারী অনূর্ধ্ব তিন বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

এই ধারায় নিম্নে যে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এই ধারার মর্মার্থ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করিতে চায় এবং যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী দ্বারা কিছু করাইয়া লইবার জন্য অর্থ গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি যদি তাহার কাজে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সহায়তাপ্রাপ্ত হন, তবে সেই সরকারী কর্মচারী আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারায় আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(ক) আসামী সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

(খ) আসামী ১৬২ বা ১৬৩ ধারার অপরাধে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৬০ ধারা অনুযায়ী সহায়তা প্রমাণ করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন সেই সব তথ্যাদির উপর প্রমাণ দিতে হইবে।

(গ) ১৬২ বা ১৬৩ ধারায় অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারী বর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ

১৬৫। যে ব্যক্তি একজন সরকারী কর্মচারী হইয়া এমন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, যে ব্যক্তি অনুরূপ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত হইবার সম্ভাবনাপূর্ণ যে কোন মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে জড়িত রহিয়াছে বা হইবে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে অথবা তাহার স্বীয় বা সে যেই সরকারী কর্মচারী অধঃস্তন সেই কর্মচারীর কোন সরকারী কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সে জানে, অথবা এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে যাহার অনুরূপ জড়িত ব্যাপারে স্বার্থ রহিয়াছে বা তাহার সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া সে জানে।

তাহার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য, বিনামূল্যে বা এইরূপ মূল্যে যাহা যথাযথ নহে বলিয়া সে জানে কোন মূল্যবান বস্তু গ্রহণ বা অর্জন করে অথবা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় বা বর্জন করার উদ্যোগ করে।

সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) কালেক্টর ক, খ-র একটি গৃহ ভাড়া নেয়। ক-র আদালতে খ-র একটি সেটেলম্যাণ্ট মোকদ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে। এই মর্মে চুক্তি করা হয় যে ক প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা দিবেন। গৃহটি এইরূপ যে সদবিশ্বাসে দর কষাকষি করা হইয়া থাকিলে,

ক-কে প্রতি মাসে দুইশত টাকা দিতে হইত। ক যথাযথ মূল্য প্রদান না করিয়া খ-র নিকট হইতে একটি মূল্যবান বস্তু অর্জন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) জজ ক এমন সময় খ-র নিকট হইতে বাট্টায় কতকগুলি সরকারী প্রমিসরী নোট ক্রয় করেন যখন উক্ত নোটগুলি বাজারে অধিক হারে বিক্রয় হইতেছে। ক-র আদালতে খ-র একটি মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে, ক যথাযথ মূল্য প্রদান না করিয়া খ র নিকট হইতে একটি মূল্যবান বস্তু অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) মিথ্যা হলফের অভিযোগে খ-র ভাইকে গ্রেফতার করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট ক-র আদালতে হাজির করা হয়। ক খ র নিকট কতকগুলি ব্যাঙ্ক শেয়ার এমন সময়ে অধিক হারে বিক্রয় করেন, যখন উক্ত শেয়ারগুলি বাজারে বাট্টায় বিক্রয় হইতেছে। তদনুসারে খ ক-কে শেয়ারের অর্থ প্রদান করেন। ক কর্তৃক অনুরূপভাবে অর্জিত অর্থ একটি মূল্যবান বস্তু যাহা তিনি যথাযথ মূল্য ব্যতিরেকে অর্জন করিয়াছেন।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি কোন মামলায় বা ব্যবসায়ে জড়াইয়া পড়িয়াছে বা পড়িবার সম্মুখীন হইয়াছে কিংবা যে ব্যক্তি সরকারী কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট কিংবা যে ব্যক্তি ঐরূপ সম্পর্ক-যুক্ত ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ, সেই ব্যক্তির নিকট হইতে কোন কিছু মূল্যবান জিনিস বিনামূল্যে বা অল্প মূল্যে যদি সরকারী কর্মচারী গ্রহণ করেন, তবে সেই সরকারী কর্মচারী অনূর্ধ তিন বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

পূর্বের ধারাসমূহে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ঘুষ লওয়াকে অবৈধ বলা হইয়াছে। বর্তমান ধারা উপহার গ্রহণকে অবৈধ ঘোষণা করিয়াছে। বর্তমান ধারা না থাকিলে ঘুষের বদলে উপহার চলিত।

তবে ঘুষ লইবার সাথে উপহার লইবার অপরাধের তারতম্য বর্তমান। কোন অনুগ্রহ বা খেদমতের বিনিময়ে যাহা গ্রহণ করা হয় তাহা ঘুষ। উপহার গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বিনিময়ের প্রয়োজন নাই। অল্প মূল্যে বা বিনামূল্যে কোন উপহার গ্রহণ করা সরকারী কর্মচারীর পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ।

সরকারী কর্মচারী কর্তৃক উপহার গ্রহণ

সরকারী কর্মচারীগণ যাহাতে উপহার না লইতে পারেন, তজ্জন্য দণ্ডবিধিতে আইন প্রণেতাগণ বর্তমান বিধান রাখিয়াছেন। যে সমস্ত ব্যক্তির সহিত সরকারী

কর্মচারীর কাজের যোগাযোগ আছে, সেই সমস্ত ব্যক্তি হইতে উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া ভাই ভাই-এর নিকট হইতে উপহার লইতে পারিবে না, এমন নির্দেশ কোথাও নাই। কিন্তু সম্বন্ধ যেখানে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব ভিত্তিক নহে সেখানে উপহার গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(ক) অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় আসামী সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

(খ) আসামী নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন মূল্যবান জিনিস গ্রহণ করিয়াছিলেন বা অর্জন করিয়াছিলেন বা গ্রহণ বা অর্জনে সম্মত হইয়াছিলেন। মূল্যবান জিনিস বলিতে কি বুঝায় তাহার কোন পরিচয় আলোচ্য বিধিতে নাই। ইহা সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করিতে হয়। তবে ইহা নিশ্চিত যে মূল্যবান জিনিস বলিতে শুধু আর্থিকভাবে মূল্যবান জিনিসই বুঝায় না।

(গ) তিনি এই মূল্যবান জিনিস সেই ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন যে ব্যক্তি তাহার জ্ঞানমতে এমন কোন কার্যক্রমের ব্যবসায়ে জড়িত বা সংযুক্ত বা সংযুক্ত হইবার সম্ভাবনাপূর্ণ যাহা তাহার বা তাহার অধীনস্থ কর্মচারীর এলাকাভুক্ত।

(ঘ) তিনি ঐ জিনিসের জন্য কোন মূল্য দেন নাই, কিংবা যে মূল্য দিয়াছেন তাহা তাহার জ্ঞানমতে যথাযথ নহে।

মূল ধারার অনুবাদ

১৬৫ ক। যে ব্যক্তি ১৬১ বা ১৬৫ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি, সহায়তার ফলে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হউক বা না হউক উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৬১ ও ১৬৫ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহে সহায়তার শাস্তি

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ঘুষ বা উপহার লইবার সহায়তার জন্য কোন কাজ করাকে অপরাধ বলা হইয়াছে। এই সহায়তার ফলে ঘুষ বা উপহার লওয়া না হইলেও সহায়তার অপরাধ থাকিয়া যায়। এইরূপ সহায়তাকারী ঘুষ বা উপহার লইবার অপরাধের সমতুল্য শাস্তি পাইবেন।

ব্যাখ্যা: কোন ব্যক্তি যদি বিচারককে বলেন; 'আমার নিকট হইতে কিছু লইয়া আমার পক্ষে আদেশ দিন,'' তবে সেই ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধ করেন। বিচারকের হাতে টাকা না দিলেও এই অপরাধ হইয়া যায়।[৩৭৯]

সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আদেশ জারি হইবার পরে তাহাকে ঘুষ দিবার প্রস্তাব করা এই ধারায় অপরাধ। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সরকারী কর্মচারী দ্বারা আদেশ দেওয়াইবার জন্য ঐ প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল।[৩৮০]

ঘুষ দিবার প্রস্তাবের অপরাধ বিচারের সময় আসামীর মানসিক অভিপ্রায়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিতে হয়, সরকারী কর্মচারী দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধিমূলক কোন আদেশ করাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে যদি উক্ত সরকারী কর্মচারীকে উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়, তবে প্রস্তাবকারী এই ধারায় দোষী হইবেন। যে কাজ করাইয়া লইবার জন্য এইরূপ প্রস্তাব করা হয়, সরকারী কর্মচারীর সেই কাজ করিবার ক্ষমতা আছে কিনা তাহা একেবারেই বিবেচনার যোগ্য নহে।[৩৮১] সরকারী কর্মচারী ঘুষ বা উপহার না লইলেও ঘুষ দিবার প্রস্তাবকারী ব্যক্তি দণ্ড হইতে রেহাই পান না।[৩৮২] কিন্তু সরকারী কর্মচারীকে যদি এমন কাজের জন্য ঘুষ দিবার প্রস্তাব করা হয় বা দেওয়া হয় যে কাজ সরকারী কর্মচারীরূপে তিনি করিতে পারেন না সে ক্ষেত্রে ঘুষ দানকারী বা ঘুষ দিবার প্রস্তাবকারী কোন অপরাধ করেন না।[৩৮৩] কি কাজ করাইয়া লইবার জন্য ঘুষ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যে কাজ করাইবার জন্য ঘুষ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, সেই কাজ যদি সরকারী কাজ না হয় তবে আসামী দণ্ডনীয় হন না।[৩৮৪]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নরূপ প্রমাণ দিতে হইবে:

(ক) আসামী সহায়তা করিয়াছিলেন।

(খ) তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন ১৬১ ও ১৬৫ ধারার অপরাধ অনুষ্ঠানে।

মূল ধারার অনুবাদ

কতিপয় (দুষ্কর্মে) সহায়তাকারীর অব্যাহতি

১৬৫-খ। কোন ব্যক্তিকে ১৬১ ধারায় বর্ণিত কোন উদ্দেশ্যে উক্ত ধারায় উল্লেখিত কোন বকশিশ কিংবা বিনা-মূল্যে বা অপর্যাপ্ত কোন বস্তু ১৬৫ ধারায় উল্লেখিত কোন সরকারী কর্মচারীকে দানের জন্য প্রলুব্ধ, বাধ্য, জোর বা বশ করা হইলে, সেই ব্যক্তি ১৬১ বা ১৬৫

ধারার অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের সহায়তা করেন না বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

পূর্বের ধারায় বলা হইয়াছে যে, ঘুষ গ্রহণে কর্মচারীকে যে ব্যক্তি সহায়তা করে সে ব্যক্তি দণ্ডযোগ্য অপরাধে অপরাধী। পূর্বের ধারার মর্মার্থ এই যে কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ দিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন না, করিলে তাহা অপরাধ হইবে।

বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি যদি সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ বা উপহার দিতে বাধ্য হইয়া পড়ে তবে ঘুষ বা উপহার দিলে তাহার কোন অপরাধ হইবে না। ঐ ব্যক্তি বাধ্য হইয়া ঘুষ বা উপহার দিবার প্রস্তাব করিলেও তাহার কোন অপরাধ হইবে না। এইরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ বা উপহার দিবার জন্য বা দিতে প্রস্তাব করিবার জন্য প্রলুব্ধ, জোর প্রযুক্ত কিংবা বশীভূত হন তবে ঐ কাজের জন্য তিনি সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ গ্রহণের ব্যাপারে সহায়তা করিয়া অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না। বাধ্য হইয়া, প্রলুব্ধ হইয়া, বল প্রযুক্ত হইয়া বা ভীত হইয়া কোন ব্যক্তি যদি সরকারী কর্মচারীকে সরকারী কাজ করিবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক বহির্ভূত কোন বক্‌শিশ প্রদান করেন বা বিনামূল্যে অথবা নাম মাত্র মূল্যে কোন বস্তু সরকারী কর্মচারীকে তাহার কাজের বিনিময়ে দেন, তবে তাহার কোন অপরাধ হইবে না।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণ

১৬৬। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার আচরণ সম্পর্কে আইনের কোন নির্দেশ অমান্য করে কিংবা অনুরূপ অমান্যতার দ্বারা সে কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া অনুরূপ নির্দেশ অমান্য করে সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে--যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

কোন বিচারালয় কর্তৃক খ-র অনুকূলে প্রদত্ত কোন ডিক্রি মিটানোর উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য আইনতঃ আদিষ্ট পদস্থ কর্মচারী ক জ্ঞাতসারে আইনের নির্দেশ

অমান্য করেন। তিনি জানেন যে উক্ত অমান্যতার সাহায্যে তিনি খ-এর ক্ষতি সাধন করিতে পারেন এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

অন্যের ক্ষতি হইতে পারে এইরূপ জানিয়া যখন কোন সরকারী আইনের আদেশ অমান্য করেন, তখন তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

সরকারী কর্মচারীর পক্ষপাতমূলক অবাধ্যতাকে এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যেরূপ আচরণ করিতে তিনি বিগতভাবে বাধ্য সেইরূপ আচরণ না করিয়া অন্যরূপ করিলে এবং তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইলে বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে সরকারী কর্মচারী এই ধারায় দণ্ডনীয় হন। যে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সরকারী বিভাগীয় বিধি লঙ্ঘন করা হয়, তাহা এই ধারায় দণ্ডনীয় নয়। আইনের নির্দেশ ভঙ্গজনিত অপরাধ এই ধারায় দণ্ডনীয়।

এই ধারায় কোন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হইলে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে তিনি আইনের নির্দেশ ভঙ্গ করিয়াছেন। যে কোন নির্দেশ ভঙ্গ করিলে অপরাধ হয় না। আইনের বিধানের অধীন কোন নির্দেশ আর আইনের নির্দেশ সমার্থক নহে। পুলিশ কর্মচারীগণ অপরাধীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে আইনের নির্দেশ ক্রমে বাধ্য। সেই নির্দেশ অমান্য করা বর্তমান ধারার আওতায় পড়ে না। কিন্তু জামিনের আদেশ হইবার পর পুলিশের দারোগা তাহা মানিতে বাধ্য। না মানিলে তিনি এই ধারায় অপরাধ করিবেন।[৩৮৫] আদালতের পিয়ন সমন জারি করিতে গিয়া ঐ সমন গ্রেফতারী পরোয়ানা বুঝাইয়া কিছু লোককে গ্রেফতার করেন; তিনি এই ধারায় অপরাধ করিয়াছেন।[৩৮৬]

স্যাংশন

এই ধারায় অভিযোগ আনিতে হইলে সরকারী স্যাংশন থাকা প্রয়োজন।

মূল ধারার অনুবাদ

ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন অশুদ্ধ দলিল প্রণয়ন

১৬৭। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন দলিল প্রস্তুত বা অনুবাদের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া উক্ত দলিলটি এইরূপে

প্রস্তুত বা অনুবাদ করে যে সে উহা অশুদ্ধ বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে সেই ব্যক্তি কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে— যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, অর্থ দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী কর্মচারী যদি কোন দলিল প্রণয়নের ভারপাপ্ত হন এবং অনুরূপভাবে ভারপ্রাপ্ত হইয়া সেচ্ছাকৃতভাবে অন্যের ক্ষতিসাধন উদ্দেশ্যে অশূদ্ধভাবে ঐ দলিল প্রণয়ন বা অনুবাদ করেন তবে তিনি অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

এই ধারায় কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে ফরিয়াদী পক্ষকে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে অভিযুক্ত আসামীর বিশেষ কর্তব্য ছিল ঐ দলিল প্রণয়ন করা। যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে, দলিল প্রণয়নের ভার আসামীর উপর ন্যস্ত ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।[৩৮৭]

এই ধারার প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট দলিলকে সম্পূর্ণ হইতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না দলিল সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে এবং যাহার নিকট উহা প্রদেয়, তাহার নিকট প্রদান করিবার অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ দলিল সম্পর্কে এই ধারার প্রয়োগ হয় না।[৩৮৮]

যে সরকারী কর্মচারী অশুদ্ধ নকল সরবরাহ ও প্রণয়ন করে সেই ব্যক্তি দোষী।[৩৮৯]

সদৃশ আইন

এই ধারার সহিত আলোচ্য আইনের ২১৮ ধারার মিল আছে। প্রসঙ্গতঃ আলোচ্য আইনের ১৯৩ ধারাও স্মরণ করিতে হয়।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত প্রমাণসমূহ আবশ্যক ঃ

(ক) আসামী সরকারী কর্মচারী ছিলেন

(খ) কোন দলিল অনুবাদ বা প্রণয়নের ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল

(গ) তিনি উহা অশুদ্ধভাবে প্রণয়ন এবং অনুবাদ করিয়াছিলেন

(ঘ) তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন

(ঙ) তিনি ইহা অন্যের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা ক্ষতি করিবার সম্ভাবনা জানিয়া উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীর বেআইনীভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া

১৬৮। যে ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত না হইবার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয় সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী কর্মচারী যদি বেআইনীভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন তবে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

সকল সরকারী কর্মচারীর উপর এই ধারা প্রযোজ্য হয় না। যাহারা ব্যবসায়ে যোগদান করিতে নিষিদ্ধ, তাহারাই এই ধারার আওতায় আসেন।

সরকারী কর্মচারীগণ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে তাহাদের সরকারী কর্তব্য ব্যাহত হইতে পারে এবং ব্যবসায়ে তাহারা অবৈধ মুনাফা লুটিতে পারেন। সেই কারণে তাহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারেন না।[৩৯০]

ব্যবসায়

ব্যবসায় বলিতে লাভের জন্য কারবার করা বুঝায়।[৩৯১] সরকারী কর্মচারী শেয়ার কিনিতে পারেন এবং বাড়ী নির্মাণ করিয়া ভাড়া দিতে পারেন কিন্তু দোকানদারী করিতে পারেন না।[৩৯২]

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারী বেআইনীভাবে সম্পত্তি ক্রয় করা বা নিলামে দর হাঁকা

১৬৯। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন বিশেষ সম্পত্তি ক্রয় না করা বা উহার জন্য নিলামে দর না হাঁকার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া, তাহার নিজের নামে বা অন্য কাহারও

নামে বা যৌথভাবে বা অন্যদের সহিত অংশে, উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করে বা উহার জন্য নিলামে দর হাঁকে সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে, অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়া থাকিলে, উহা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

বিশ্লেষণ

যে সরকারী কর্মচারী সম্পত্তি কিনিতে বা নিলাম ডাকিতে আইনতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছেন তিনি যদি স্বনামে বা বেনামে বা অন্যের সহিত এজমালিভাবে সম্পত্তি ক্রয় করেন বা নিলাম ডাকেন তবে তিনি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। ঐভাবে অর্জিত সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হইবে।

সকল কর্মচারী সকল সম্পত্তি ক্রয় করিতে বা নিলাম ডাকিতে নিষিদ্ধ নহেন। সাধারণভাবে সরকারী কর্মচারী যে সম্পত্তির সহিত সরকারী কর্মচারীরূপে সংশ্লিষ্ট বা জড়িত বা সংযুক্ত তিনি ঐ সম্পত্তি নিলামে বা আপোষে কিনিতে পারেন না।

স্যাংশন

এই ধারার অভিযোগ আনিতে হইলে সরকারের স্যাংশন থাকা প্রয়োজন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রমাণসমূহ আবশ্যক ঃ

(ক) আসামী সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

(খ) সরকারী কর্মচারীরূপে তিনি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি না কিনিতে বা নিলাম না হাঁকিতে আইনতঃ বাধ্য ছিলেন।

(গ) তিনি ঐ সম্পত্তি নিজ নামে বা অন্যের নামে বা এজমালিতে বা অন্যের সহিত শরীক হইয়া কিনিয়াছিলেন বা নিলাম হাঁকিয়াছিলেন।

ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীর ছদ্মবেশ ধারণ

১৭০। যে ব্যক্তি, কোন বিশেষ পদে ধারণ করে না, বা অসৎভাবে অনুরূপ পদের ধারক অন্য কোন ব্যক্তির মিথ্যা বেশ ধারণ করে, বলিয়া জানিয়া

একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে উক্ত পদ ধারণ করে বলিয়া ভাগ করে এবং অনুরূপ কপট বেশে অনুরূপ পদ মর্যাদায় কোন কার্য সম্পাদন করে বা করার উদ্যোগ করে. সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় সরকারী কর্মচারীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আসল কর্মচারীর কোন কাজ সম্পন্ন করিলে বা করার উদ্যোগ করিলে ঐরূপ ব্যক্তি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

সরকারী কর্মচারীর রূপধারণ করিয়া প্রতারণামূলক কাজের শাস্তির বিধান এই ধারায় বিধৃত। শুধু সরকারী কর্মচারীর বলিয়া জাহির করিলে বা শুধু নিজেকে সরকারী কর্মচারীরূপে পরিচয় দিলে বা শুধু সরকারী কর্মচারীর ছদ্মবেশ ধারণ করিলে কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয় না। ঐ ব্যক্তি যখন সরকারী কর্মচারীরূপে কোন কাজ করেন বা করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখনই তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন।

বিশেষ পদ

এই ধারায় অপরাধ করিতে হইলে কোন ব্যক্তিকে একটি বিশেষ পদের অধিকারী বলিয়া ভান করিতে হইবে। তিনি বলিতে পারেন যে তিনি একজন দারোগা বা হাকিম। বিশেষ পদ না বলিয়া শুধু সরকারী কর্মচারীর পরিচয় দিলে এবং সেই পরিচয়ে কোন সুবিধা লাভ করিলে তদ্বারা প্রতারণা হয়, এই ধারার অপরাধ হয় না।[৬৯৩]

সদৃশ আইন

এই ধারার সহিত ১৪০ ধারার সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। আলোচ্য আইনের ৪১৯ ধারাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(ক) আসামী মিথ্যাভাবে সরকারী কর্মচারীরূপে নিজেকে পরিচয় দিয়াছিলেন বা সরকারী কর্মচারী হইবার ভান করিয়াছিলেন।

(খ) তিনি ইহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

(গ) তিনি ঐ পদের নামে কোন কাজ করিয়াছিলেন বা করার উদ্যোগ লইয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক পরিধান করা বা প্রতীক ধারণ করা

১৭১। যে ব্যক্তি কোন বিশেষ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণের শ্রেণীভুক্ত না হইয়া, সে উক্ত শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে বা অনুরূপ বিশ্বাস জন্মাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, উক্ত শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত পোশাক বা প্রতীকের সদৃশ কোন পোশাক পরিধান করে বা প্রতীক ধারণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন বিশেষ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর পোশাক বা প্রতীক যদি কোন ব্যক্তি ঐ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী না হওয়া সত্ত্বেও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন যে লোকে তাহাকে ঐ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী বলিয়া বিশ্বাস করিবে তবে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। শুধুমাত্র পোশাক ধারণ বা প্রতীক গ্রহণ করাই অপরাধ নহে। সরকারী কর্মচারীর পোশাক বা প্রতীক ধারণ প্রতারণার উদ্দেশ্যে হইলেই তবে উহা শাস্তিযোগ্য হয়। পুলিশের পোশাক কেহ যদি বগলদাবা করিয়া চলিতে থাকেন তবে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি উহা সঙ্গে রাখিয়া মানুষকে প্রতারণা করিতে চাহেন নাই। উহা তাই অপরাধ নহে।[৩৯৪]

সদৃশ আইন

এই ধারার সহিত ১৪০ ধারার যথেষ্ট মিল আছে। এই দুই ধারা তাই একত্রে পড়া উচিত।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযুক্ত আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন ঃ

(ক) আসামী কোন বিশেষ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর ব্যবহৃত সদৃশ পোশাক পরিয়াছিলেন বা সদৃশ প্রতীক বহন করিয়াছিলেন।

(খ) আসামী ঐরূপ পোশাক বা প্রতীক ব্যবহার করিতে অধিকারী ছিলেন না।

(গ) তিনি ঐ পোশাক এবং প্রতীক এই অভিপ্রায়ে ধারণ করিয়াছিলেন যে, তিনি ঐ শ্রেণীর কর্মচারী বলিয়া পরিচিত হইবেন কিংবা তিনি জানিতেন যে লোকে তাকে ঐ শ্রেণীর কর্মচারী বলিয়া মনে করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

নির্বাচনসমূহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

১৭১-ক। অত্র পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে :

প্রার্থীসমূহ নির্বাচনাধিকার এর সংজ্ঞা

(ক) "প্রার্থী" অর্থে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে এবং কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ধারণা করিয়া উক্ত নির্বাচনে নিজেকে একজন সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে প্রকাশ করেন এমন ব্যক্তিও অত্র সংজ্ঞাধীন হইবেন, এই শর্তে পরবর্তী কালে অনুরূপ নির্বাচনে তাহাকে একজন প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করা হয়।

(খ) "নির্বাচনাধিকার" বলিতে কোন ব্যক্তির কোন নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করা অথবা ভোট দান করা বা ভোট দান করা হইতে বিরত থাকার অধিকার বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে একটি নতুন পরিচ্ছেদ শুরু হইল। এই পরিচ্ছেদ আলোচ্য দণ্ডবিধিতে ১৯২০ সালে সংযোজিত হইয়াছে। নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধসমূহের শাস্তি বিধান উদ্দেশ্যে এই পরিচ্ছেদ নিবেদিত।

এই ধারায় প্রার্থী বলিতে কি বুঝায় তাহা বলা হইয়াছে। নির্বাচনের অধিকারেরও সংজ্ঞা এই ধারায় বিধৃত।

প্রার্থী বলিতে প্রার্থীরূপে মনোনীত ব্যক্তিকে বুঝায়। যিনি প্রার্থীরূপে মনোনীত হন, মনোনয়নের পূর্বে তিনি নিজেকে প্রার্থীরূপে পরিচয় দিলেও তাহাকে আইনতঃ প্রার্থী বলা যায়। সুতরাং নিম্নবর্ণিত দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে আইন প্রার্থী বলে :

(ক) কোন নির্বাচনে যে ব্যক্তি প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে একজন প্রার্থীরূপে গণ্য হন।

(খ) যে কোন নির্বাচনে প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হইবার পূর্বে যিনি নিজেকে সম্ভাব্য প্রার্থীরূপে প্রকাশ করেন তিনিও আইনে প্রার্থীরূপে গণ্য হন।

নির্বাচনাধিকার বলিতে নিম্নবর্ণিত অধিকারসমূহ বুঝায় ঃ

(ক) নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবার অধিকার

(খ) নির্বাচনে প্রার্থীরূপে না দাঁড়াইবার অধিকার

(গ) নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিবার অধিকার

(ঘ) নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার, বা

(ঙ) নির্বাচনে ভোট না দিবার অধিকার।

১৭১-খ। (১) যে ব্যক্তি ঃ

ঘুষ

(১) কোন ব্যক্তিকে, অনুরূপ ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনাধিকার প্রয়োগ করার জন্য প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে বা অনুরূপ কোন অধিকার প্রয়োগ করার জন্য কোন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে বকশিশ দেয় ; অথবা

(ঘ) অনুরূপ কোন অধিকার প্রয়োগের জন্য অথবা কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ কোন অধিকার প্রয়োগের জন্য প্ররোচিত করার বা প্ররোচিত করার প্রচেষ্টা করার পুরস্কার হিসাবে নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন বকশিশ গ্রহণ করে,

সেই ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে। শর্ত থাকে যে, সরকারী নীতির কোন ঘোষণা বা সরকারী কার্যকরণের কোন প্রতিজ্ঞা অত্র ধারার অধীনে কোন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) যে ব্যক্তি কোন বকশিশ দানের প্রস্তাব করে বা দান করিতে সম্মত হয় বা অর্জন করার প্রস্তাব করে বা উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি বকশিশ দান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যে ব্যক্তি কোন বকশিশ অর্জন করে বা গ্রহণ করতে সম্মত হয় বা অর্জন করার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি বকশিশ গ্রহণ করে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং যে ব্যক্তি তাহার যাহা সম্পাদন করার অভিপ্রায় নাই তাহা করার প্রতিদান বাবদ অথবা সে যাহা করে নাই তাহা সম্পাদনের পুরস্কার হিসাবে কোন কোন বকশিশ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি পুরস্কার হিসাবে বকশিশ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ঘুষ সম্পর্কীয় বিধান বর্ণনা করা হইয়াছে।

(ক) যে ব্যক্তি বকশিশ দেয়,

১। বকশিশ গ্রহীতাকে তাহার নির্বাচনাধিকার কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ করিতে প্রলুব্ধ করিবার জন্য, বা

২। বকশিশ গ্রহীতাকে দিয়া নির্বাচনাধিকার প্রয়োগ করিবার জন্য অন্য লোককে ভাঙ্গাইয়া আনিতে, বা

৩। বকশিশ গ্রহীতা কর্তৃক তাহার নির্বাচনাধিকার প্রয়োগের জন্য পারিতোষিক দিতে, সেই ব্যক্তি ঘুষের অপরাধ করে।

(খ) যে ব্যক্তি নিজের জন্য তাহার নির্বাচনাধিকার প্রয়োগের পারিতোষিক স্বরূপ কোন বকশিশ গ্রহণ করে কিংবা অন্য লোকের নির্বাচনাধিকার প্রয়োগের পারিতোষিকরূপে বকশিশ গ্রহণ করে কিংবা অন্য লোকের নির্বাচনাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহাকে প্রভাবিত করিতে বা প্রভাবিত করিবার প্রচেষ্টার বিনিময়ে বকশিশ গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি ঘুষের অপরাধ করে।

(গ) যে ব্যক্তি বকশিশ দিবার প্রস্তাব করে কিংবা দিতে সম্মত হয় কিংবা বকশিশ যোগাড় করিয়া দিবার প্রচেষ্টা করে সেই ব্যক্তি বকশিশ দিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) যে ব্যক্তি বকশিশ গ্রহণ করে বা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় বা অর্জন করিতে চেষ্টা করে সেই ব্যক্তি বকশিশ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) যে ব্যক্তি এমন কাজ করিবার উদ্দেশ্যে বকশিশ গ্রহণ করেন যাহা তিনি করিতে অভিপ্রায় করেন না, সেই ব্যক্তিও পারিতোষিক স্বরূপ বকশিশ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

যখন কোন প্রার্থী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্বাচনে নামিতে নিবৃত্ত করিবার জন্য তাহার এজেন্ট মারফত অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করে, সেই ব্যক্তি ঘুষ দেয়।[৩১৫] যে ব্যক্তি কোন ভোটারকে ভোটদান হইতে বিরত থাকিবার বিনিময়ে কিছু জমি দেন তিনি এই ধারায় দোষী।[৩১৬] ক্লাবের সদস্যগণকে ভোট দিতে প্রলুব্ধ করিবার জন্য ক্লাবের দেনা মিটাইয়া দেওয়া এই ধারায় অপরাধ।[৩১৭] তাই বলিয়া কোন বিপন্ন ভোটারকে সাহায্য করা অপরাধ নহে।

মূল ধারার অনুবাদ

নির্বাচনসমূহে অযৌক্তিক প্রভাব

১৭১-গ। (১) যে ব্যক্তি কোন নির্বাচনাধিকার অবাধে প্রয়োগের ব্যাপারে স্বেচ্ছাকৃতভাবে হস্তক্ষেপ করে

বা হস্তক্ষেপের উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি কোন নির্বাচনে অযৌক্তিক প্রভাব প্রয়োগ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) (১) উপধারার বিধানসমূহের ব্যাপকতা ক্ষুন্ন না করিয়া যে ব্যক্তি:

(ক) কোন প্রার্থী বা ভোটারকে বা যে কোন প্রার্থী বা ভোটারের যে ব্যক্তির ব্যাপারে স্বার্থ রহিয়াছে সেই ব্যক্তিকে যে কোন প্রকারের ক্ষতির ভয় দেখায়; বা

(খ) কোন প্রার্থী বা ভোটারকে এই মর্মে বিশ্বাস করার জন্য প্ররোচিত করে বা প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করে যে, সে বা যে ব্যক্তির ব্যাপারে তাহার স্বার্থ রহিয়াছে সেই ব্যক্তি দৈবরোষ বা আধ্যাত্মিক তিরস্কারের পাত্র হইবে বা অনুরূপ পাত্রে পরিণত হইবে,

সেই ব্যক্তি (১) উপ-ধারার তাৎপর্যাধীনে অনুরূপ প্রার্থী বা ভোটারের নির্বাচনাধিকারের অবাধ প্রয়োগের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কোন সরকারী নীতির কোন ঘোষণা বা সরকারী কার্যকরণের কোন প্রতিজ্ঞা বা কোন নির্বাচনাধিকারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায় ব্যতিরেকে কোন আইনানুগ অধিকার প্রয়োগ করা অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে হস্তক্ষেপ বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অযৌক্তিক প্রভাবের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

নির্বাচনকে যদি সত্যই অর্থবহ হইতে হয় তবে যাহারা নির্বাচনাধিকার প্রয়োগ করেন তাহারা যাহাতে অযৌক্তিক প্রভাবে পতিত না হন, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাই অযৌক্তিক প্রভাব কাহাকে বলে তাহার পরিচয় জানা একান্তই আবশ্যক।

অযৌক্তিক প্রভাব নিম্নরূপ ঃ

(ক) নির্বাচনাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে স্বেচ্ছাকৃতভাবে হস্তক্ষেপকে অযৌক্তিক প্রভাব বলা যায়।

(খ) নির্বাচনাধিকার অবাধে প্রয়োগের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের উদ্যোগকেও অযৌক্তিক প্রভাব বলা হয়।

(গ) প্রার্থীকে কিংবা ভোটারকে ক্ষতির ভয় দেখানোকে অযৌক্তিক প্রভাব বলা যায়।

(ঘ) যে বক্তির সহিত ভোটার বা প্রার্থী স্বার্থযুক্ত তাহাকে ভয় দেখাইলেও উহা অযৌক্তিক প্রভাব বলিয়া গণ্য হয়।

(ঙ) কোন প্রার্থী বা ভোটারকে দৈবরোষ বা আধ্যাত্মিক তিরস্কারের প্রতি বিশ্বাস করাইবার জন্য প্ররোচিত করাকেও অযৌক্তিক প্রভাব বলা হয়।

(চ) প্রার্থী বা ভোটারের সহিত স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তিকে দৈবরোষ বা আধ্যাত্মিক তিরস্কারের প্রতি বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য প্ররোচিত করাকে অযৌক্তিক ভয় দেখানো বলে।

নীতি

স্বেচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপ এবং হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা নির্বাচনাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক প্রভাব বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে দাঁড়াইতে বা না দাঁড়াইতে বা দাঁড়াইলে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে কোন প্রকার বাধা প্রদানকে অযৌক্তিক প্রভাব বলা যায়। কিন্তু এই প্রকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াও ক্ষতির আশঙ্কা সৃষ্টি করাও অযৌক্তিক প্রভাব বিস্তার করার শামিল।

নির্বাচনে স্বেচ্ছাকৃতভাবে হস্তক্ষেপ করিলে তদ্বারা অবাধ নির্বাচনাধিকার প্রয়োগ অযৌক্তিক প্রভাব দ্বারা ব্যাহত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কোন প্রার্থীর পক্ষে ক্যানভাস বা প্রচার করাকে অযৌক্তিক প্রভাব বলা যায় না। যে প্রচারণার সহিত ক্ষতির ভীতি সৃষ্টি যুক্ত থাকে তাহাকেই অযৌক্তিক প্রভাব বলা যায়। অবশ্য প্রচারণা কোথায় শেষ হয় এবং অযৌক্তিক প্রভাব কোথায় আরম্ভ হয় তাহা বলা মুশ্‌কিল।[৩৯৮]

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তিকে ভোট দিবার জন্য ভোটারকে অনুরোধ করা বা কোন ব্যক্তিকে ভোট দিলে ট্যাক্স বাড়িয়া যাইবে এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে এইরূপ মিথ্যা ভাওতা দেওয়া অপরাধ নহে।[৩৯৯] কোন প্রার্থী যদি দাবী করেন যে তিনি দৈব-প্রেরিত এবং তাহাকে ভোট না দিলে ভোটার দৈবরোষে পতিত হইবেন, তবে তিনি এই ধারায় অপরাধ করেন।[৪০০]

মুল ধারার অনুবাদ

নির্বাচনসমূহে ছদ্মবেশ ধারণ

১৭১-ঘ। যে ব্যক্তি কোন নির্বাচনে অন্য কোন মৃত বা জীবিত ব্যক্তির নামে অথবা কোন অলীক নামে ভোটপত্রের জন্য আবেদন করে বা ভোটদান করে অথবা যে ব্যক্তি অনুরূপ নির্বাচনে একবার ভোট দানের পর সেই একই নির্বাচনে নিজের নামে একটি ভোট পত্রের জন্য আবেদন করে এবং যে ব্যক্তি অনুরূপ উপায়ে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটদানে সাহায্য করে, তাহাকে ভোটদানে রাজী করে বা তাহাকে রাজী করার চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি নির্বাচনে ছদ্ম-বেশ ধারণের অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন নির্বাচনে যিনি যে ব্যক্তি নহেন সেই ব্যক্তির রূপ ধরিয়া ভোটের কাগজের জন্য আবেদন করা বা ভোট দান করা বা ভোট দানে সাহায্য করাকে ছদ্মবেশ ধারণের অপরাধ গণ্য করা হয়।

যে ব্যক্তি কোন নির্বাচনে,

(ক) অন্য জীবিত বা মৃত বা ভুয়া ব্যক্তির নামে ভোটপত্রের জন্য আবেদন করে বা ভোট দেয়, অথবা

(খ) যে ব্যক্তি একবার ভোট দিয়া আরেকবার ভোটপত্রের জন্য আবেদন করে, অথবা,

(গ) ক এবং খ-এ বর্ণিত কাজ করিতে যে ব্যক্তি সহায়তা বা সহায়তায় প্রচেষ্টা করে।

সেই ব্যক্তি ছদ্মবেশের অপরাধ করে।

ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তির নির্বাচনাধিকার নাই অথবা যে ব্যক্তি ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোটার নহেন সেই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির হইয়া ভোট দান করা অপরাধ। যাহার হইয়া তিনি ভোট দিতেছেন তাহার নাম এবং ঐ ব্যক্তির নাম যদি এক হয় তবুও এই ভোট প্রদান অন্যায় হইবে। তবে এ ক্ষেত্রে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে সন্দেহের অতীতরূপে প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তি জানিতেন যে তিনি ভোটার নহেন।[৪০১]

এই ধারার অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অভিযোগকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে ঃ

(ক) আসামী ভোটপত্রের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, এবং

(খ) তিনি অসদ উদ্দেশ্যে উহা করিয়াছিলেন।[৪০২]

১৭১ গ ধারায় "স্বেচ্ছাকৃতভাবে" কথাটির ব্যবহার আছে কিন্তু বর্তমান ধারায় ঐ শব্দের ব্যবহার নাই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই ধারার অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর মনোবৃত্তি সন্ধান করা প্রয়োজন। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভোটপত্রের আবেদন করা বা ভোট দেওয়া বা ভোটপত্র অর্জন করা বা অর্জন করিবার চেষ্টা করা কিছুতেই সৎ কাজ হইতে পারে না। ছদ্মবেশ ধারণ করাতেই তাহার অপরাধী মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া পড়ে।[৪০৩]

যিনি ভোটার নহেন তিনি ভোটার সাজিয়া ভোট দেওয়া একটি প্রতারণামূলক কাজ। তাহাকে যিনি সনাক্ত করেন তিনি প্রতারণায় সহায়তা করেন।[৪০৪]

মূল ধারার অনুবাদ

ঘুষের শাস্তি

১৭১-ঙ। যে ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক বৎসর হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। শর্ত থাকে যে, আপ্যায়নের মাধ্যমে ঘুষ প্রদানের জন্য কেবল অর্থদণ্ড বিধান করা যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ "আপ্যায়ন" অর্থে খাদ্য, পানীয়, ভোজ বা খাদ্য-সম্ভার সমবায়ে গঠিত বক্‌শিশের ন্যায় ঘুষ বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ১৭১ খ ধারায় বর্ণিত ঘুষের অপরাধের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। যিনি ঘুষের অপরাধ করেন তিনি অনুর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। যে ব্যক্তি খাদ্য, পানীয়, আমোদ বা অন্যান্য পরিচর্যার মারফত অপরাধ করেন তাহার শুধু অর্থদণ্ড হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অপরাধ প্রমাণ করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

(ক) আসামী বক্‌শিশ দিয়াছিলেন বা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন বা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন বা দিতে প্রস্তাব করিতে সম্মত হইয়াছিলেন বা অর্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(খ) আসামী এই উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন যে ঐ ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনে দাঁড়াইবেন বা দাঁড়াইবেন না বা দাঁড়াইলে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিবেন বা ভোট দিবেন বা ভোট দানে বিরত থাকিবেন।

আসামী ঘুষদাতা হইলে উপযুক্ত প্রমাণদ্বয় আনিতে হয়। আসামী ঘুষ গ্রহীতা হইলে নিম্নবর্ণিত প্রমাণসমূহ আনিতে হইবে:

(ক) আসামী বক্‌শিশ লইয়াছিলেন বা লইতে স্বীকার করিয়াছিলেন বা লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(খ) আসামী যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা করিবার উদ্দেশ্যে বক্‌শিশ লইয়াছিলেন বা যাহা করিতেন না তাহা করিবার জন্য বক্‌শিশ লইয়াছিলেন।

(গ) আসামী তাহার আপন নির্বাচনাধিকার প্রয়োগ করিবার বা অন্য ব্যক্তিকে নির্বাচনাধিকার প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে প্ররোচিত করিবার বিনিময়ে বক্‌শিশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

নির্বাচনে অযৌক্তিক প্রভাব প্রয়োগ বা ছদ্মবেশ ধারণের শাস্তি

১৭১-চ। যে ব্যক্তি কোন নির্বাচনে অযৌক্তিক প্রভাব প্রয়োগ করা ছদ্মবেশ ধারণের অপরাধ অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক বৎসর হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অযৌক্তিক প্রভাব প্রয়োগের এবং ছদ্মবেশ ধারণের শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ১৭১-গ এবং ১৭১-ঘ ধারায় অপরাধ করেন তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রমাণ

অযৌক্তিক প্রভাব প্রয়োগের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হইলে নিম্নরূপ প্রমাণ আসা আবশ্যক:

(ক) আসামী হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বা হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন

(খ) তিনি উহা করিয়াছিলেন কোন ব্যক্তির নির্বাচনাধিকারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে

(গ) তিনি উহা করিয়াছিলেন কোন ব্যক্তির উপর এবং

(ঘ) তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন

ছদ্মবেশের অপরাধ প্রমাণ করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

(ক) কোন গণ প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন হইয়াছিল বা

(খ) আসামী ভোটপত্রের আবেদন করিয়াছিলেন বা,

(গ) তিনি অন্য ভোটারের নামে ভোট দিয়াছিলেন বা,

(ঘ) একবার ভোট দিয়া আরেকবার ভোটপত্রের আবেদন করিয়াছিলেন, অথবা

(ঙ) তিনি ছদ্মবেশীর ভোট সংগ্রহ করিয়াছিলেন বা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বা সংগ্রহে সহায়তা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

নির্বাচন সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দান

১৭১-ছ। যে ব্যক্তি কোন নির্বাচনের ফল ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র বা আচরণ সম্পর্কে, যে তথ্য মিথ্যা এবং যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে বা যাহা সত্য বলিয়া সে বিশ্বাস করে না সেই তথ্যের বিবৃতি প্রদান বা প্রকাশ করে সেই ব্যক্তি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

নির্বাচনের ফলকে আহত করিবার জন্য প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র বা আচরণের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করার অপরাধের শাস্তি হইতেছে অর্থদণ্ড। ইহাই বর্তমান ধারার বিধান। নির্বাচনের সময় প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণের উপর মিথ্যা ভাষণ বা মিথ্যা প্রকাশন এই ধারায় অপরাধ বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। এই ধারার অপরাধে দুইটি উপাদানের উপস্থিতি আবশ্যক ঃ প্রথমতঃ একটি তথ্যের বিবৃতি হইতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা কোন প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে হইতে হইবে। কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা করিয়া মগুপ বলা এই ধারায় অপরাধ। তবে তথ্য না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা এই ধারায় অপরাধ।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

(ক) নির্বাচন আসন্ন ছিল

(খ) আসামী বিবৃতি দিয়াছিলেন বা প্রকাশ করিয়াছিলেন

(গ) ইহা তথ্যমূলক বিবৃতি ছিল

(ঘ) ইহা প্রার্থীর চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে করা হইয়াছিল

(ঙ) আসামীর উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন ক্ষুণ্ণ করা

(চ) বিবৃতি মিথ্যা ছিল কিংবা উহা সত্য বলিয়া আসামীর পক্ষে বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল না।

মূল ধারার অনুবাদ

নির্বাচন সম্পর্কে অবৈধ অর্থ প্রদান

১৭১-জ। যে ব্যক্তি কোন প্রার্থীর লিখিত সাধারণ বা বিশেষ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে, অনুরূপ প্রার্থীর নির্বাচনে উৎসাহ দান করা বা নির্বাচন সুগম করার নিমিত্ত কোন জনসভা অনুষ্ঠান অথবা কোন বিজ্ঞাপন, ইশতেহার বা প্রকাশনা বাবদ বা অন্য যে কোন প্রকারে অর্থ ব্যয় অনুমোদন করে, সেই ব্যক্তি অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে।

শর্ত থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অনধিক দশ টাকা খরচ করিবার পর অনুরূপ খরচ করিবার তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে প্রার্থীর অনুমোদন লাভ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির প্রার্থীর কর্তৃক সহকারে অনুরূপ ব্যয় বহন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

নির্বাচন সম্পর্কে অর্থ প্রদানকে এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করা হইয়াছে।

(ক) কোন প্রার্থীর নির্বাচনে উৎসাহ দান করিবার জন্য নির্বাচনকে সুগম করিবার জন্য।

১। জনসভা অনুষ্ঠান,
২। বিজ্ঞাপন,
৩। ইশতেহার, বা
৪। প্রকাশনা বাবদ, বা
৫। অন্য কোন বাবদ

যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করে,

(খ) সেই ব্যক্তি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। তবে প্রার্থীর লিখিত সাধারণ বা বিশেষ কর্তৃত্ব দেওয়া হইলে ঐরূপ অর্থব্যয় শাস্তিযোগ্য হইবে না।

মূল ধারার অনুবাদ

নির্বাচন খরচের হিসাব না রাখা

১৭১-ঝ। যে ব্যক্তি আপাততঃ প্রচলিত কোন আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন নিয়ম অনুযায়ী কোন নির্বাচনে বা নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যয়ের হিসাব রাখিবার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ হিসাব রাখিতে অপারগ হয় সেই ব্যক্তি অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

নির্বাচন খরচের হিসাব না রাখাকে এই ধারায় অপরাধ বলা হইয়াছে। যিনি এই অপরাধ করেন তাহার পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে।

প্রার্থী বা তাহার এজেণ্ট বা তাহার প্রচারক বা তাহার দল যে খরচ করেন তাহাই নির্বাচনের খরচ। নির্বাচনের সময় যে বাড়ী ভাড়া করা হয় তাহার ভাড়াও নির্বাচনের খরচ। তবে নির্বাচনী এলাকাকে খুশী রাখিবার জন্য বহুপূর্বে যে খরচ করা হয় তাহা নির্বাচনের খরচ নহে। নির্বাচনের খরচ কাহাকে বলা হয় তাহার পরিচয় এই ধারায় বলা হয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

সরকারী কর্মচারিগণের আইনানুগ কর্তৃত্ব অবমাননা সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

সমন জারীকরণ বা অন্যবিধ ব্যবস্থা এড়াইবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করা

১৭২। যে ব্যক্তি তাহার উপর সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারী করিবার জন্য আইনতঃ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট হইতে উদ্ভূত অনুরূপ সমন বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারীকরণ এড়াইবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারদণ্ডে যাহার মেয়াদ একমাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

অথবা সমন বা বিজ্ঞপ্তি বা আদেশে কোন বিচারালয়ে স্বয়ং বা কোন প্রতিভূর মাধ্যমে উপস্থিত হইবার বা কোন দলিল পেশ করিবার নির্দেশ থাকিলে, বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে দশম পরিচ্ছেদ শুরু হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হইতেছে সরকারী কর্মচারীদের আইনানুগ কর্তৃত্বের অবমাননা সম্পর্কিত বিধান।

দেশের নাগরিকগণকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ইহার প্রথম ভাগে আসে জনসাধারণ এবং দ্বিতীয় ভাগে পড়ে সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। দেশের জনসাধারণের অধিকার ও কর্তৃত্ব একেবারেই কম নহে, কিন্তু সরকারী কর্মচারীদেরও অধিকার ও কর্তৃত্বের এলাকা বিপুলতর। দেশের সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব তাহাদের উপর ন্যস্ত। সেই দায়িত্ব প্রতিপালনকল্পে তাহারা অনেক-প্রকার বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন। এই বিশেষ ক্ষমতা তাহাদের জন্য জরুরী; অন্যথায় প্রশাসন যন্ত্র স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

যাহারা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী তাহারা শক্তির অপব্যবহারের দিকে ঝুঁকিতে পারেন। যেখানে শক্তি থাকে সেখানে তাঁহার অপব্যবহারের আশঙ্কাও থাকে। শক্তির অপব্যবহারের দ্বারা জনসাধারণের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। এই বিষয়ে নবম পরিচ্ছেদে বিধানাবলী বর্তমান।

বর্তমান পরিচ্ছেদে জনসাধারণের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারীবৃন্দের অধিকারের কথা বলা হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীর আদেশ-নির্দেশ এবং হুকুম নিষেধ যদি কেহ অন্যায়ভাবে মানিতে অস্বীকার করে বা এই সম্পর্কে অন্য কোন অবমাননাকর কার্য করে তবে তাহাদের যে অপরাধ হয় সেই বিষয়ে এবং তাহার শাস্তির বিষয়ে এই পরিচ্ছেদ বিধান দিয়াছে।

বিচারকের বা রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীর বা পুলিশের হুকুম বা নিষেধ কেহ যদি অবমাননা করে তবে তাহার শাস্তি হয়। তবে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক হুকুম বা নিষেধ আইনানুগ হওয়া চাই এবং উহার অবমাননা ইচ্ছাকৃত হওয়া প্রয়োজন।

এই ধারায় সরকারী সমন বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ এড়াইবার জন্য আত্মগোপন করার অপরাধের শাস্তির বিধান দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কর্মচারী যদি সমন বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারী করিবার অধিকার রাখেন এবং কোন ব্যক্তি সেই সরকারী কর্মচারীর সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ এড়াইতে চাহেন এবং তদুদ্দেশ্যে আত্মগোপন করেন, তবে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব এক মাসের কারাদণ্ড এবং অনূর্ধ্ব পাঁচ শত টাকার জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হন। আর যদি সমন নোটিশ এবং আদেশ বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য বা প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য বা দলিল দাখিল করিবার জন্য হয় এবং কোন ব্যক্তি যদি তাহা এড়াইবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করেন তবে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব এক হাজার টাকা জরিমানায় বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন।

নীতি

সমন এড়ানো আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। সমন আদালত হইতে বাহির হইতেছে ইহা কোন প্রকারে অবহিত হইয়া কোন ব্যক্তি যদি ফেরার হন তবে তিনি অপরাধ

করেন। সমন বা আদেশ পাইয়া যে ব্যক্তি উহা অবমাননা করেন তিনিও অপরাধ করেন। উভয় প্রকার অপরাধই প্রায় এক প্রকারের। সমন জারী হইতেছে জানিয়া আত্মগোপন করা আর সমন জারী হইবার পর আত্মগোপন করা—উভয়েরই লক্ষ্য এক। এবং তাহা হইতেছে আদালতের নির্দেশকে বানচাল করা। এই বানচাল করাকে আইন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

সমন জারী এড়াইবার নিমিত্ত আত্মগোপন

এই ধারার অপরাধে নিম্নবর্ণিত চারিটি উপাদান বর্তমান ঃ

(ক) সমন বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারী করিবার জন্য সরকারী কর্মচারী নির্দেশ দিয়াছেন

(খ) যে সরকারী কর্মচারী উক্ত নির্দেশ দিয়াছেন তিনি ঐ নির্দেশ দিবার অধিকার রাখেন

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন বা ইহা তাহার পক্ষে জানা স্বাভাবিক ছিল যে ঐ সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারী করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা এড়াইবার জন্য আত্মগোপন করিয়াছেন।

আত্মগোপন

আত্মগোপন বলিতে শুধুমাত্র স্থান ত্যাগ বুঝায় না। ইহার মূল কথা হইতেছে লুক্কায়ন। কেহ যদি নিজেকে লুকাইয়া রাখেন তবে তাহাকেই আত্মগোপন বলে।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী ঘোষণা করিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর প্রমাণ আনয়ন একান্ত আবশ্যক ঃ

(১) সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারী করিবার জন্য ছাড়া হইয়াছিল

(২) ইহা জারী করিবার জন্য কোন সরকারী কর্মচারী ছাড়িয়াছিলেন।

(৩) উক্ত সরকারী কর্মচারী ঐ কাজের যোগ্য ছিলেন

(৪) ইহা ছাড়া হইয়াছিল অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর জারী করিবার জন্য।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ জারী এড়াইবার জন্য আত্মগোপন করিয়াছিলেন।

আদেশ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত হাজিরা বা প্রতিনিধি প্রেরণের বা দলিল দাখিলের জন্য হইয়া থাকে তবে তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

১৭৩। যে ব্যক্তি, যে কোন প্রকারে ইচ্ছাকৃতভাবে, তাহার নিজের প্রতি বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি, সরকারী কর্মচারী হিসাবে আইনতঃ কোন সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারী করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট হইতে উদ্ভূত অনুরূপ সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারী করার ব্যাপারে বাধা দান করে।

সমন জারীকরণ বা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করা বা তৎসমূহের প্রকাশনায় বাধার সৃষ্টি করা

বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ আইনানুগভাবে কোন স্থানে লটকানোর ব্যাপারে বাধা দান করে.

বা যে স্থানে অনুরূপ সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ আইনানুগভাবে লটকানো হয় তথা হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে উহা অপসারণ করে,

বা সরকারী কর্মচারী হিসাবে আইনতঃ কোন ঘোষণা করার নির্দেশ দানের ক্ষমতা সম্পন্ন অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্বাধীনে আইনানুগভাবে অনুরূপ ঘোষণা করার ব্যাপারে বাধা দান করে,

সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে ;

অথবা কোন সমন, বিজ্ঞপ্তি আদেশ বা ঘোষণায় কোন বিচারালয়ে স্বয়ং বা কোন প্রতিভূর মাধ্যমে উপস্থিত হইবার বা কোন দলিল পেশ করিবার নির্দেশ থাকিলে, বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারী করার সময়ে কেহ যদি বাধা দেয় বা উহা প্রকাশনার ক্ষেত্রে যদি কেহ বাধা সৃষ্টি করে বা প্রকাশিত হইবার পর উহা যদি কেহ অন্যায়ভাবে অপসারণ করে তবে সেই ব্যক্তি অপরাধী। ইহাই এই ধারার বিষয়বস্তু। সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধকতা এই ধারা অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

এই ধারার মধ্যে নিম্নবর্ণিত তিনটি উপাদান বিদ্যমান ঃ

(ক) সরকারী কর্মচারী কর্তৃক নির্দেশিত কোন সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ যখন জারী হইতে যায় তখন কেহ যদি উহাতে প্রত্যক্ষভাবে বাধা দেয় কিংবা অপ্রত্যক্ষভাবে এমন কার্যকলাপ করে যাহাতে জারী সম্ভব হয় না তবে সেই ব্যক্তি অপরাধী।[৪০৫] এই বাধা প্রদান যে কোন প্রকারের হইতে পারে। যাহার উপর জারী হইতে যায় তিনি বা অন্য যে কোন ব্যক্তি এইরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারেন।

সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা অপরাধযোগ্য কার্য নহে। ইহাকে প্রতিবন্ধকতা বলা যায় না। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী সমন বা বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ প্রার্থনা করিলেই জারী হইয়া যায়। সুতরাং গ্রহণে অস্বীকৃতি দ্বারা কোন অপরাধ হইতে পারে না।[৪০৬]

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছা থাকিতে হইবে যে তিনি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে সমন প্রভৃতি জারীতে বাধা সৃষ্টি করেন, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে সমন লটকাইতে বাধা সৃষ্টি করেন, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ঘোষণা করিতে বাধা সৃষ্টি করেন সেই ব্যক্তি অপরাধী হইবেন।

সমন জারী করিতে সাহায্য করিতে অস্বীকার করা বা না পারাকে ইচ্ছাকৃত প্রতিবন্ধকতা বলা যায় না।

(গ) যে সরকারী কর্মচারী দ্বারা সমন প্রভৃতি জারীর নির্দেশ হইয়াছে তাহার উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা চাই। অযোগ্য ব্যক্তির আদেশের কোন মূল্য নাই।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত প্রমাণসমূহ আবশ্যক ঃ

(১) যাহা জারী হইবার নির্দেশ হইয়াছিল তাহা সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণাপত্র ছিল।

(২) ইহা সরকারী কর্মচারী জারী করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৩) ঐ সরকারী কর্মচারীর ঐ রূপ নির্দেশ দিবার অধিকার ছিল।

(৪) উহা কোন ব্যক্তির উপর জারী করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জানিতেন।

(৬) অভিযুক্ত ব্যক্তি উহার জারীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিংবা লটকানো হইবার পর অপসারণ করিয়াছিলেন কিংবা ঘোষণা করিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(৭) তিনি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণায় যদি এমন নির্দেশ থাকে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হইবেন বা দলিল দাখিল করিবেন তবে তাহারও অবমাননার প্রমাণ আনিতে হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীর আদেশের আজ্ঞানুযায়ী হাজির না হওয়ন

১৭৪। কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হিসাবে আইনতঃ কোন সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণা জারী করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট হইতে উদ্ভূত অনুরূপ সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণার আজ্ঞানুযায়ী স্বয়ং বা কোন প্রতিভূর মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া,

ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত স্থানে বা সময়ে উপস্থিত না হয়, বা যে সময়ে তাহার প্রস্থান আইনসঙ্গত হয়, সেই সময়ের পূর্বে সে যে স্থানে উপস্থিত হইতে বাধ্য, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে;

অথবা সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণায় কোন বিচারালয়ে স্বয়ং বা প্রতিভূর মাধ্যমে উপস্থিত হইবার নির্দেশ থাকিলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক

হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হইতে জারীকৃত একটি সমনের আজ্ঞানুযায়ী উক্ত আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক কোন জেলা জজ কর্তৃক জারীকৃত কোন সমনের আজ্ঞানুযায়ী সাক্ষী হিসাবে উক্ত জেলা জজের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া, ইচ্ছাকৃত-ভাবে অনুপস্থিত থাকে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী কর্মচারী বা আদালতের কর্তৃত্ব হইতে নির্দেশিত সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণাপত্র অনুযায়ী হাজিরা দিতে কি বা হাজির হইয়া নির্দেশিত সময় এবং স্থানে অপেক্ষা করিতে কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তবে সেই অবমাননার জন্য উক্ত ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে।

গরহাজির হওয়া অপরাধ

সকল প্রকার গরহাজির অপরাধ নহে। সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণাপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে হইবে। যেখানে সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণাপত্র নাই, সেখানে সরকারী কর্মচারী বা আদালতের নির্দেশ অবমাননার প্রশ্নই উঠে না। এই সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণাপত্রে এমন স্পষ্ট নির্দেশ থাকিতে হইবে যে আহূত ব্যক্তিকে অবশ্যই হাজির হইতে হইবে। হাজির হওয়া ঐচ্ছিক হইলে চলিবে না। যিনি রাজস্ব বাকী ফেলিয়াছেন তাহার উপর যে সমন জারী হয় সেই সমন এই প্রকৃতির নহে।[৪০৭] ঐ সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণাপত্রে সময় ও স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে। উহাতে সময় বা স্থান নির্দিষ্ট না থাকিলে তাহা মান্য করা সম্ভব নয়। ঐ সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণাপত্র এমন সরকারী কর্মচারী বা আদালত কর্তৃক জারীর নির্দেশ প্রদত্ত হইবে যে সরকারী কর্মচারী বা আদালত ঐরূপ নির্দেশ দিবার অধিকার রাখেন।[৪০৮] সর্বশেষে ঐ নির্দেশের অবমাননা ইচ্ছাকৃত হইবে।[৪০৯] তবেই গরহাজির অপরাধ হইবে।

সমন প্রভৃতির প্রকৃতি

যে সমন কোন ব্যক্তিকে হাজির এবং উপস্থিত হইবার নির্দেশ দিবে, সেই সমন নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের স্পষ্ট বিবরণ ধারণ করিবে ঃ

(ক) যে আদালত হইতে উহা উদ্ভূত হইতেছে তাহার নাম এবং পরিচয়,

(খ) যে স্থানে এবং যে তারিখে এবং যে সময়ে হাজির হইবার নির্দেশ থাকে তাহার উল্লেখ,

(গ) হাজির হইবার পর আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে স্থান ত্যাগ না করিবার নির্দেশ,

(ঘ) যাহার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করা হইয়াছে সেই মামলা মুলতবী হইয়া গেলে তাহার পরবর্তী তারিখ জানিয়া যাইবার নির্দেশ।[৪১০]

(ঙ) সমন যাহার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবার কথা তাহার স্বাক্ষর, এবং

(চ) সমন প্রভৃতি যদি সীলমোহর করার বিধি থাকে তবে সীলমোহর।

সমন জারী

কোন বক্তিকে সমন অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে সর্বপ্রথমে যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হয় তাহা হইতেছে উক্ত সমন যথাযথভাবে ঐ ব্যক্তির উপর জারী হইয়াছিল কিনা। সমন সব সময় ব্যক্তিগতভাবে জারী করা যায় না। জারী করিবার বিধান দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে বিধৃত। যেভাবে সমন প্রভৃতি জারী করিবার বিধান আছে, সমন সেইভাবে জারী করিতে হইবে। জারী যদি আইনানুগ না হয় তবে তাহার অবমাননা অপরাধ নহে।

সমন প্রভৃতির আইনানুগতা

সকল সরকারী কর্মচারী সকল প্রকার সমন প্রভৃতি জারীর নির্দেশ দিতে যোগ্যতা রাখেন না। আবার যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী সমন জারী করার নির্দেশ দিতে পারেন, তাহাদের উক্ত প্রকার যোগ্যতা বিশেষ বিশেষ স্থানের এবং বিষয়ের মধ্যে সীমবদ্ধ। যাহার যে বিষয়ের এবং যে এলাকার মধ্যে সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ ও ঘোষণাপত্র জারী করিবার অধিকার আছে, তিনি ঐ প্রকার নির্দেশ দিতে পারেন। অন্য কর্মচারী পারেন না।

ইচ্ছাকৃতভাবে গরহাজির হওয়া

গরহাজির হইলেই অপরাধ হইয়া যায় না। উহা ইচ্ছাকৃত হওয়া চাই। অন্য আদালতের হুকুমে সেখানে অবস্থান করিবার কারণে যদি নির্দেশদাতা আদালতের

সমন সম্মান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে তবে তাহাকে ইচ্ছাকৃত গরহাজির হওয়া বলে না। যে ব্যক্তি গরহাজির হইয়াছেন, তাহার গরহাজির হইবার কোন কারণ ছিল কি না, তাহা ভাল করিয়া দেখিতে হয়।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করা আবশ্যক ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রতিনিধি মারফত হাজির হইতে বাধ্য ছিলেন।

২। সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণাপত্রে হাজির হইবার নির্দেশ ছিল।

৩। ঐ নির্দেশ কোন সরকারী কর্মচারী বা আদালত দিয়াছিলেন।

৪। যিনি ঐ নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি উহা দিবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা রাখিতেন।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দেশ প্রতিপালন করে নাই বা হাজির হইয়া নির্দেশ অবমাননা করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। এবং

৬। তিনি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীর নিকট কোন দলিল পেশ করিবার জন্য আইনতঃ বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট উহা পেশ না করা

১৭৫। যে ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট অনুরূপ সরকারী কর্মচারী পদমর্যাদায়, কোন দলিল পেশ বা সম্পন্ন করিবার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট উহা অনুরূপভাবে পেশ বা সমর্পণ না করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে ;

অথবা যদি দলিলটি কোন বিচারালয়ে পেশ বা সমর্পণ করিবার আবশ্যকতা থাকে, তাহা হইলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

ক কোন জেলা আদালতে কোন দলিল পেশ করিবার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে উহা পেশ করে না। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি কোন দলিল দেখাইতে বা প্রদান করিতে বাধ্য, সেই ব্যক্তি যদি সরকারী কর্মচারীর নির্দেশ সত্ত্বেও উহা দেখাইতে বা প্রদান করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়, তবে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ এক মাসের কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ পাঁচশত টাকার জরিমানায় দণ্ডিত হইবে। আদালত অনুরূপ নির্দেশ দিয়া থাকিলে তাহার অবমাননার ক্ষেত্রে অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ড এবং অনূর্ধ এক হাজার টাকা জরিমানা হইতে পারিবে। এই ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে দলিল দাখিল না করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হইয়াছে। তবে পূর্বের ধারায় যে সমস্ত সীমার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাও এই ধারায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ যাহাকে দলিল দাখিল করিবার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তিনি উহা দাখিল করিতে বাধ্য হইবেন এবং যিনি ঐরূপ নির্দেশ দিতেছেন তিনি ঐরূপ নির্দেশ দিবার অধিকার রাখিবেন।

প্রমাণ

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর উপর প্রমাণ আবশ্যক ঃ

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে বা সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে দলিল উপস্থিত করিতে বা প্রদান করিতে আইনতঃ বাধ্য ছিলেন,

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি দলিল উপস্থিত করিতে বা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন,

(৩) তাহার ব্যর্থতা ইচ্ছাকৃত ছিল।

সদৃশ আইন

ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮০, ৪৮১ এবং ৪৮৫ ধারা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

৪৮০। (১) কোন দেওয়ানী, ফৌজদারী বা রাজস্ব আদালতের দৃষ্টিগোচরে বা উপস্থিতিতে দণ্ডবিধির ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০ বা ২৮৮ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ করা হইলে উক্ত আদালতে অপরাধকারীকে হাজতে আটক রাখার ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং ঐদিন আদালতের অধিবেশন শেষ হওয়ার পূর্বে যে কোন সময় উপযুক্ত মনে করিলে অপরাধটি আমলে আনিতে পারিবেন এবং

অপরাধীকে অনধিক দুইশত টাকা জরিমানা করিতে এবং অনাদায়ে এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন।

(২) (বাদ দেওয়া হইয়াছে)

৪৮১। (১) এইরূপ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আদালত অপরাধীর বিবৃতি (যদি থাকে) সহ অপরাধের ঘটনা এবং সিদ্ধান্ত ও দণ্ড লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) অপরাধটি দণ্ডবিধির ২২৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত হইলে আদালত যে কার্যে রত ছিলেন সেই বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের প্রকৃতি এবং উহার যে পর্যায়ে আদালত বাধাপ্রাপ্ত বা অপমানিত হইয়াছেন, তাহা এবং উক্ত বাধা বা অবমাননার প্রকৃতি নথিপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে।

৪৮৫। কোন ফৌজদারী আদালত কোন সাক্ষী বা ব্যক্তিকে তাহার দখল বা ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত কোন দলিল বা বস্তু হাজির করিতে বলিলে সে যদি উহা হাজির করিতে অস্বীকার করে বা তাহার নিকট জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করে. এবং এই অস্বীকৃতির জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ না দেয়. তাহা হইলে আদালত লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে সাত দিনের অনধিক যে কোন সময়ের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন অথবা প্রিজাইডিং ম্যাজিস্ট্রেট বা জজের স্বাক্ষরিত লিখিত পরোয়ানা দ্বারা তাহাকে সাত দিনের অনধিক যে কোন সময়ের জন্য আদালতের কোন অফিসারের হেফাজতে আটক রাখিতে পারেন, যদি না উক্ত ব্যক্তি ইতিমধ্যে জবানবন্দী দিতে ও জবাব দিতে অথবা দলিল বা বস্তু হাজির করিতে সম্মত হয়। উক্ত ব্যক্তি যদি তাহার অস্বীকৃতিতে অবিচল থাকে, তাহা হইলে ৪৮০ বা ৪৮২ ধারা অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং হাইকোর্টের ক্ষেত্রে তাহাকে আদালত অবমাননার জন্য দোষী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীর নিকট নোটিশ দান বা তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য আইনতঃ বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক উহা দান বা সরবরাহ না করণ

১৭৬। যে ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদায়, কোন বিষয়ে কোন নোটিশ দান বা কোন তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে, আইনবলে আদিষ্ট প্রণালীতে ও সময়ে, অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর নিকট নোটিশ দান বা অনুরূপ তথ্য সরবরাহ না করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—

যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে;

অথবা, যদি প্রদানের জন্য আদিষ্ট নোটিশ বা তথ্য কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত হয় বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় হয় বা কোন অপকারীর গ্রেফতারের জন্য অভীষ্ট হয়, তাহা হইলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে; অথবা যদি প্রদানের জন্য আদিষ্ট নোটিশ বা তথ্য ফৌজদারী কার্যবিধি. ১৮৯৮-এর ৫৬৫ ধারার (১) উপ-ধারার অধীনে পাসকৃত কোন আদেশ অনুযায়ী আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে--যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট কোন বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিতে বাধ্য বা তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য, সেই ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে এবং যথাযথ সময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান বা তথ্য সরবরাহ করিতে স্বেচ্ছায় ব্যর্থ হয়, তবে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ এক মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ পাঁচশত টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইবে। আর ঐ বিজ্ঞপ্তি বা তথ্য যদি অপরাধ সম্পর্কে হয় বা অপরাধ নিবারণ সম্পর্কে হয় বা অপরাধকারীর গ্রেফতার সম্পর্কে হয় তবে ঐ স্বেচ্ছাকৃত ব্যর্থতা অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে এবং অনূর্ধ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইবে। ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬৫ ধারার আদেশ অনুযায়ী নির্দেশিত তথ্য বা বিজ্ঞপ্তি প্রদানে অক্ষমতা অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইবে।

আইনগত বাধ্যতা

ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৪ ধারা সকল ব্যক্তির উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে এবং উহার ৪৫ ধারা কতিপয় শ্রেণীর ব্যক্তির উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ

করিয়াছে এবং এই দায়িত্ব হইতেছে অপরাধ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, এই আইন ভিত্তিক দায়িত্ব প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে এবং ব্যর্থতা ইচ্ছাকৃত হইলে উহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে। যেখানে আইনগত দায়িত্ব নাই সেখানে তথ্য না দিলে কোন অপরাধ হয় না। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হইলেই খবর দিতে কেহ বাধ্য নন।[৪১১]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগে নিম্নবর্ণিত প্রমাণসমূহ আবশ্যক।

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য ছিলেন।

(২) তিনি তাহা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

(৩) তাহার ব্যর্থতা ইচ্ছাকৃত ছিল।

এই ধারার অন্য দুই অংশের অভিযোগে প্রমাণিতব্য বিষয় ধারার মধ্যে প্রাপ্তব্য।

সংশ্লিষ্ট আইন

প্রসঙ্গতঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৪ এবং ৪৫ ধারা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

৪৪। (১) কোন ব্যক্তি দণ্ডবিধির ১২১, ১২১ ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছে অথবা করার সংকল্প করিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলে প্রত্যেকটি লোক যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলে (এবং এইরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণের অস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব তাহার) অবিলম্বে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসারকে এইরূপ অপরাধ করার অথবা অপরাধ করার সঙ্কল্পের কথা জানাইবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যে "অপরাধ" বলিতে বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে কৃত কোন কার্য, যাহা বাংলাদেশে করা হইলে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, তাহাও বুঝাইবে।

৪৫। (১) প্রত্যেকটি গ্রাম্য প্রধান, গ্রামের হিসাবনবীশ, গ্রামের পুলিশ অফিসার, জমির মালিক অথবা দখলকারের এবং এইরূপ জমির পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত উক্ত মালিক অথবা দখলকারের এজেন্ট এবং সরকার অথবা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষ হইতে জমির রাজস্ব অথবা খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত প্রত্যেকটি অফিসার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট অথবা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে দুইটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকট জানাইবেন।

(ক) তিনি যে গ্রামের গ্রাম্য প্রধান, হিসাবনবীশ, চৌকিদার, অথবা পুলিশ অফিসার, অথবা জমির মালিক অথবা দখলকার, অথবা এজেণ্ট, অথবা রাজস্ব বা খাজনা আদায় করেন, সেই গ্রামে চোরাই মালের কোন দুর্দান্ত প্রকৃতির গ্রাহক অথবা বিক্রেতার স্থায়ী অথবা অস্থায়ী বাসস্থান।

(খ) এইরূপ গ্রামের কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণকারী অথবা গ্রামের মধ্য দিয়া যাতায়াতকারী কোন ব্যক্তি, যাহাকে তিনি ঠগ, ডাকাত, পলাতক আসামী অথবা অপরাধী বলিয়া ঘোষিত বলিয়া জানেন অথবা তাহাকে তাহার এইরূপ ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

(গ) এইরূপ গ্রামে অথবা গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে কোন জামিনের অযোগ্য অপরাধ অথবা দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৪ ১৪৫, ১৪৭ অথব ১৪৮ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটন অথবা এইরূপ অপরাধ করার সংকল্প।

(ঘ) এইরূপ গ্রামে অথবা গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে কোন আকস্মিক অথবা অস্বাভাবিক মৃত্যু অথবা সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে কোন মৃত্যু, অথবা এইরূপ গ্রামে অথবা গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে এমন পরিস্থিতিতে কোন লাশ অথবা লাশের অংশ বিশেষ আবিষ্কার যাহার ফলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ হইতে পারে যে এইরূপ মৃত্যু ঘটিয়াছে, অথবা কোন লোকের নিখোঁজ হওয়া, যাহার ফলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ হইতে পারে যে, উক্ত লোকটি সম্পর্কে কোন জামিনের অযোগ্য অপরাধ করা হইয়াছে।

(ঙ) বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে এইরূপ গ্রামের নিকটে এইরূপ কোন কার্য সংঘটন অথবা সংঘটনের সংকল্প, যে কার্য বাংলাদেশে করা হইলে দণ্ডবিধির ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৮৯ ক ৪৮৯ খ, ৪৮৯ গ, ৪৮৯ ঘ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য হইত।

(চ) শৃঙ্খলা রক্ষা অথবা অপরাধ প্রতিরোধ অথবা ব্যক্তি বা সম্পত্তির নিরাপত্তা ব্যাহত করিতে পারে, এইরূপ কোন বিষয়, যে সম্পর্কে সরকারের পূর্ব অনুমোদন ক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা উহাকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দিয়াছেন।

(২) এই ধারায় :

(অ) "গ্রাম" বলিতে গ্রামের জমিও বুঝায়, এবং

(আ) "অপরাধী বলিয়া ঘোষিত ব্যক্তি"

(Proclaimed offender) বলিতে সেই সকল ব্যক্তিও বুঝায়, যাহারা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের কোন অংশে স্থাপিত অথবা বহাল কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেই সকল কার্য সম্পর্কে অপরাধী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, যে কার্য বাংলাদেশে করা হইলে দণ্ডবিধির ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৬, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ ধারায় শাস্তিযোগ্য হইত।

(৩) সরকার কর্তৃক এ সম্পর্কে প্রণীতব্য নিয়মকানুন সাপেক্ষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, অপর কোন আইন অনুসারে কোন গ্রামের জন্য গ্রাম্য প্রধান নিযুক্ত হউক বা না হউক, সময়ে সময়ে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে তাহার বা তাহাদের সম্মতি লইয়া এই ধারা অনুসারে উক্ত গ্রামপ্রধানের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অসত্য তথ্য সরবরাহ করণ

১৭৭। যে ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদায় কোন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া উক্ত বিষয়ে, সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা মিথ্যা বলিয়া তাহার বিশ্বাস করার কারণ রহিয়াছে এবংবিধ তথ্য সত্য বলিয়া, সরবরাহ করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে –যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে,

অথবা, সে যে তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য আইনতঃ বাধ্য সেই তথ্যটি কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত হয় বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় হয় বা কোন অপরাধকারীকে গ্রেফতারের জন্য অভীষ্ট হয় তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

(ক) জমিদার ক তাহার জমিদারীর সীমানাসমূহের মধ্যে একটি খুন অনুষ্ঠানের কথা জানিয়া, ইচ্ছাপূর্বক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ভুল খবর দেয় যে সাপের কামড়ের ফলে দুর্ঘটনায় উক্ত মৃত্যু ঘটিয়াছে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

(খ) গ্রাম্য চৌকিদার ক একটি পার্শ্ববর্তী স্থানে বসবাসকারী বিত্তশালী বণিক যার গৃহে ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক আগন্তুক তাহার গ্রামের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া গিয়াছে জানিয়া এবং আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীনে নিকটতম থানার অফিসারের নিকট উপরি উক্ত তথ্য সম্পর্কে আশু ও যথাযথ তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে পুলিশ অফিসারকে এই মর্মে ভুল খবর দেয় যে একদল সন্দেহজনক চরিত্রের লোক একটি ভিন্ন দিকে কোন বিশেষ স্থানে ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে গ্রামটির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই ক্ষেত্রে ক অত্র ধারার শেষ অংশে বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

ব্যাখ্যা: ১৭৬ ধারায় ও অত্র ধরায় "অপরাধ" শব্দে বাংলাদেশের বাহিরে কোন জায়গায় অনুষ্ঠিত এমনতর যে কোন কার্যও বুঝাইবে, যাহা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হইলে নিম্নোক্ত যে কোন ধারার অধীনে দণ্ডার্হ বলিয়া গণ্য হইত, যথা ৩০২, ৩০৪, ৩৭২, ৩৯২, ৩৯০, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০ এবং "অপরাধকারী" শব্দে অনুরূপ যে কোন কার্যের জন্য দোষী বলিয়া কথিত যে কোন ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী কর্মচারীর নিকট বাধ্য থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিলে উক্ত পরিবেশনকারী অনূর্ধ ছয় মাসের কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ এক হাজার টাকার জরিমানায় দণ্ডযোগ্য হইবেন। আর ঐ মিথ্যা তথ্য যদি অপরাধ বা অপরাধ নিবারণ বা অপরাধী গ্রেফতার সম্পর্কে হয় তবে মিথ্যা তথ্য পরিবেশনকারী অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইবে। বিশেষ কয়েকটি অপরাধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাহিরে অনুষ্ঠিত হইলেও উহা বর্তমান ধারায় অপরাধের সংজ্ঞায় আসিবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৫ ধারায়, যাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, অনুরূপ বিধান বর্তমান।

পূর্বের ধারায় তথ্য সরবরাহ না করাকে অপরাধ বলা হইয়াছে আর বর্তমান ধারায় অসত্য তথ্য সরবরাহকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলা হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে

যাহাকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে, তাহার আইনগত দায়িত্ব অবশ্যই প্রমাণ করিতে হয়। যাহার তথ্য সরবরাহ করিবার দায়িত্ব নাই তিনি তথ্য সরবরাহ করিতে বিরত থাকিতে পারেন বা অসত্য তথ্য সরববাহ করিতে পারেন; তাহাতে তাহার কোন অপরাধ হয় না।

বর্তমান ধারা বা পূর্বের ধারা কোন ব্যক্তির উপর কোন তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব অর্পণ করে নাই। তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব অর্পণ করিবার আইন অন্যত্র বিগুমান।

অসত্য তথ্য সরবরাহ

যে সমস্ত ব্যক্তি আইনের নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করিয়া সরকারী কর্মচারীবৃন্দকে সাহায্য করিতে বাধ্য, তাহারাই বর্তমান ধারা এবং পূর্বের ধারার আওতায় আসে। সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের পরিচয় ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৪ এবং ৪৫ ধারায় বিধৃত, উহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

প্রশ্নের জবাব দিবার দায়িত্ব এবং তথ্য সরবরাহ করিবার দায়িত্ব এক নহে।

রেজিস্ট্রেশন আইনের ২১ ধারা অনুযায়ী সম্পত্তির সঠিক বর্ণনা দিতে দলিল সম্পাদনকারী বাধ্য নন। এমন বাধ্যতা থাকিলেও কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিবার পূর্বে তদন্ত করা প্রয়োজন যে ঐ ব্যক্তি যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা তিনি সত্য বলিয়া জানিতেন।[৪১২] তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে অসত্য বলিবার উদ্দেশ্য যে প্রতারণা হইবে এমন নাও হইতে পারে। অসত্য তথ্য বর্ণনা বা ভাষণ যে তাহার অবগতি মতে অসত্য ইহাই প্রমাণ করিলে যথেষ্ট হয়। জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা আয়কর রিপোর্ট দাখিল করাও অপরাধমূলক কাজ।[৪১৩] কোন পুলিশ অফিসার তদন্তের ঝামেলা এড়াইবার জন্য যদি গুরুতর অপরাধকে সামান্য অপরাধ বলিয়া রিপোর্ট দেয় তবে তিনি এই ধারায় দোষী।[৪১৪] দেওয়ানী মামলার আর্জির জবাবে বা আপীলের দরখাস্তে মিথ্যা বিবরণ এই ধারায় অপরাধ নহে।

প্রমাণ

এই ধারায় কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর উপর প্রমাণ আনিতে হইবে:

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি তথ্য সরবরাহ করিতে আইনত বাধ্য ছিলেন,

(২) সরকারী কর্মচারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করিবার বাধ্যতা ছিল,

(৩) ঐ বাধ্যতার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি তথ্য সরবরাহ করিয়াছিলেন,

(৪) ঐ তথ্য অসত্য ছিল,

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন বা ইহা তাহার পক্ষে জানা যুক্তিযুক্ত ছিল যে সরবরাহকৃত তথ্য অসত্য।

অপরাধ সম্পর্কীয় তথ্য হইলে তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

হলফ বা শপথ গ্রহণের জন্য যথাযথ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া উহা গ্রহণে অস্বীকার করা

১৭৮। যে ব্যক্তি, তাহার নিজেকে কোন প্রকার হলফ বা শপথ দ্বারা আবদ্ধ করার জন্য আদেশ দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপভাবে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া সত্য কথনের জন্য আদিষ্ট হইয়া হলফ বা শপথ দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করিতে অস্বীকার করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যোগ্য সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সত্য কথনের জন্য হলফ লইতে বা শপথ করিতে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে অথবা অনূর্ধ এক হাজার টাকার জরিমানার দণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

সকল সরকারী কর্মচারীর এইরূপ অধিকার নাই যে তিনি কোন ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণ করিতে আদেশ দিতে পারেন। আবার ইহাও সত্য নহে যে সকল ব্যক্তির উপর এইরূপ আদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

দেওয়ানী আদালতে সাক্ষী দিবার জন্য আহ্বান করিতে হইলে আহ্বানকারী তাহার যাতায়াত এবং খোরাক প্রভৃতি ব্যয় বহন করিতে বাধ্য। ঐ ব্যয় পূর্ণ পরিমাণে আদালতে আমানত না করার ফলে কেউ যদি সাহায্য দিতে বা শপথ লইতে অস্বীকার করে তবে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।[৪১৫] ফৌজদারী আদালতে কিন্তু এইরূপ অধিকার প্রাপ্তব্য নহে। ফৌজদারী আদালতের আহ্বানে সাড়া দিতে প্রত্যেকেই বাধ্য; খরচের প্রশ্ন আহ্বানকারী আদালত নির্ধারণ করেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হইবে:

(১) যে সরকারী কর্মচারী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সত্য ভাষণের জন্য হলফ লইতে বা শপথ লইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সেই সরকারী কর্মচারী উক্ত নির্দেশ দিবার যোগ্যতা রাখিতেন।

(২) নির্দেশ পাওয়া সত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা পালন করেন নাই।

সদৃশ আইন

শপথ লইতে অস্বীকার করাকে বা এই ধরনের অন্য কাজকে আদালত অবমাননার শামিল গণ্য করা হয়। আদালত অবমাননার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮০ ধারার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

৪৮০ হইতে ৪৮৫ ধারা নিম্নরূপ:

৪৮০। (১) কোন দেওয়ানী, ফৌজদারী বা রাজস্ব আদালতের দৃষ্টিগোচরে বা উপস্থিতিতে দণ্ডবিধির ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০ বা ২২৮ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ করা হইলে উক্ত আদালতে অপরাধীকে হাজতে আটক রাখার ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং ঐ দিন আদালতের অধিবেশন শেষ হওয়ার পূর্বে যে-কোন সময় উপযুক্ত মনে করিলে অপরাধটি আমলে আনিতে পারিবেন এবং অপরাধীকে অনধিক দুইশত টাকা জরিমানা করিতে এবং অনাদায়ে এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন।

(২) (বাদ দেওয়া হইয়াছে)

৪৮১ (১) এইরূপ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আদালত অপরাধীর বিবৃতি (যদি থাকে) সহ অপরাধের ঘটনা এবং সিদ্ধান্ত ও তদন্ত লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) অপরাধটি দণ্ডবিধির ২২৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত হইলে আদালত যে কার্যে রত ছিলেন সেই বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের প্রকৃতি এবং উহার যে পর্যায়ে আদালত বাধাপ্রাপ্ত বা অপমানিত হইয়াছেন তাহা এবং উক্ত বাধা বা অবমাননার প্রকৃতি নথিপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে।

৪৮২। (১) আদালত যদি কোন ক্ষেত্রে মনে করেন যে, আদালতের দৃষ্টিগোচরে বা উপস্থিতিতে কৃত ৪৮০ ধারায় উল্লেখিত অপরাধসমূহের কোনটিতে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জরিমানা অনাদায়ে ব্যতীত অন্য কোন কারাদণ্ড দেওয়া উচিত বা তাহাকে দুইশত টাকার অধিক জরিমানা করা উচিত, অথবা আদালত যদি অন্য কোন কারণে মনে করেন যে, ৪৮০ ধারা অনুসারে বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে আদালত অপরাধের ঘটনা ও আসামীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া উহা বিচারের জন্য বিষয়টি এক্তিয়ারবান কোন ম্যাজিস্ট্রেটের

নিকট প্রেরণ করিতে পারেন এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হওয়ার জন্য আসামীকে জামানত দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন অথবা পর্যাপ্ত জামানত যদি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে আসামীকে গ্রেফতার করিয়া উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) এই ধারা অনুসারে যাহার নিকট মামলা প্রেরণ করা হইবে, সেই ম্যাজিস্ট্রেট ইতিপূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শ্রবণ করিবেন।

৪৮৩। সরকার নির্দেশ দিলে ১৮৭৭ সালের ভারতীয় রেজিস্ট্রেশন আইন অনুসারে নিযুক্ত কোন রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার অর্থ অনুসারে দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবেন।

৪৮৪। আইন অনুসারে করিতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও কোন কাজ করিতে অস্বীকার করা বা না করা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অবমাননা করা বা বাধাদান করার জন্য কোন আদালত ৪৮০ বা ৪৮২ ধারা অনুসারে কোন অপরাধীকে শাস্তি দান করিলে বা বিচারের জন্য তাহাকে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলে উক্ত অপরাধী যদি আদালতের আদেশ বা শর্ত মানিয়া লয়, অথবা সে যদি আদালতের সন্তুষ্টি ক্রমে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে আদালত ইচ্ছানুসারে তাহাকে রেহাই দান করিতে পারেন বা তাহার দণ্ড মওকুফ করিতে পারেন।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রশ্ন করার ক্ষমতা-সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীর প্রশ্নের উত্তর-দানে অস্বীকার করা

১৭৯। যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট সত্য কথনের জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া, অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতা-সমূহের প্রয়োগের ব্যাপারে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক উক্ত বিষয় সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসিত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

প্রশ্ন করার ক্ষমতা সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীর প্রশ্নের উত্তর দানে অস্বীকারকারী অনূর্ধ' ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা এক হাজার টাকার জরিমানার দণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইবেন।

পূর্বের ধারায় বলা হইয়াছে যে, যোগ্য সরকারী কর্মচারীর নির্দেশ সত্ত্বেও কেহ যদি হলফ লইতে বা শপথ করিতে অস্বীকার করে, তবে সেই ব্যক্তি শাস্তি পাইবেন। হলফ লইতে বা শপথ করিতে আদিষ্ট হইলে কেহ যদি শপথ করিয়া চুপ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ঐ অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য বর্তমান ধারায় বিধান করা হইয়াছে যে শপথ লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না, যোগ্য কর্মচারীর প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে।

সত্য বলিবার দায়িত্ব

সকল ব্যক্তি সকল অবস্থায় সকল স্থানে সকল ব্যক্তির সম্মুখে সকল বিষয়ে সত্য বলিতে বাধ্য নন। যাহারা বাধ্য নন তাহারা সত্য না বলিলেও অপরাধী হন না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর উপর প্রমাণ আবশ্যক ঃ

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য ছিলেন।

(২) তিনি সরকারী কর্মচারীর নিকট ঐ উত্তর দিতে বাধ্য ছিলেন।

(৩) তিনি প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

(৪) সরকারী কর্মচারী তাহার উপর ন্যস্ত কর্তৃত্ব বলে প্রশ্ন করিয়াছিলেন

প্রাসঙ্গিক আইন

প্রশ্নের জবাব দিবার দায়িত্ব হইতে সাক্ষ্য আইন যাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছে তাহাদের বিবরণ ১২১ হইতে ১৩২ ধারায় বিধৃত। উহা নিম্নরূপ ঃ

১২১। কোন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট যে আদালতের অধীন, সেই আদালতের বিশেষ আদেশ ব্যতীত জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আদালতের স্বীয় আচরণ সম্পর্কে অথবা জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আদালতে তাঁহার গোচরে আসিয়াছে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন না। কিন্তু তিনি উক্ত পদের কর্তব্য পালন করার সময় অন্যান্য যে সব ঘটনা তাঁহার উপস্থিতিতে ঘটিয়াছে, সেগুলি সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উদাহরণ

(ক) "এ" দায়রা আদালতে তাহার বিচারকালে বলে যে, ম্যাজিস্ট্রেট 'বি' অন্যায়রূপে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছে। উর্ধ্বতন কোন আদালতের বিশেষ আদেশ ব্যতীত 'বি' উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নয়।

(খ) ম্যাজিস্ট্রেট 'বি' এর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে 'এ' দায়রা আদালতে অভিযুক্ত হইল। উর্ধ্বতন আদালতের বিশেষ আদেশ ব্যতীত 'এ' যাহা বলিয়াছিল, সে সম্পর্কে 'বি'-কে প্রশ্ন করা যাইবে না।

(গ) দায়রা 'বি'-এর এজলাসে এ'-এর বিচার চলাকালে জনৈক পুলিশ অফিসারকে হত্যা করার চেষ্টার অভিযোগে 'এ' দায়রা আদালতে অভিযুক্ত হইল। ঘটনা সম্পর্কে 'বি'-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১২২। কোন ব্যক্তির যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, বিবাহ বজায় থাকাকালে সেই ব্যক্তির সহিত তাহার স্ত্রী বা স্বামীর পত্রালাপের বিষয়বস্তু প্রকাশ করিতে সেই ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাইবে না; পত্র প্রেরণকারীর বা তাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির সম্মতি ব্যতীত পত্রের বিষয়বস্তু প্রকাশ করিবার অনুমতিও তাহাকে দেওয়া যাইবে না। তবে বিবাহিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন দেওয়ানী মামলায়, অথবা তাহাদের একজনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করার দায়ে অপরজন ফৌজদারীতে সোপর্দ হইয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে পত্রের বিষয় প্রকাশ করিতে দেওয়া যাইবে।

১২৩। রাষ্ট্রীয় বিষয়াদী সম্পর্কিত অপ্রকাশিত সরকারী দলিলপত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাহাকেও সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাইবে না। উক্ত কর্মকর্তা অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিতে পারিবেন।

১২৪। কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট সরকারী কোন গোপন বিষয়ে যে সব চিঠিপত্র আসে তাহা প্রকাশ করিলে জনস্বার্থের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তিনি মনে করিবেন, তখন তাঁহাকে উহা প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

১২৫। কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সংবাদ কিরূপে পাইয়াছেন, তাহা বলিতে উহাকে বাধ্য করা যাইবে না এবং সরকারী রাজস্ব বিভাগীয় কোন অপরাধ সংঘটনের সংবাদ রাজস্ব বিভাগীয় কোন অফিসার কিরূপে পাইয়াছেন, তাহা বলিতে তাঁহাকে বাধ্য করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায় "রাজস্ব বিভাগীয় অফিসার" বলিতে সরকারী রাজস্ব বিষয় সংক্রান্ত বিভাগের যে কোন শাখার কার্যে নিযুক্ত যে কোন কর্মচারীকে বুঝাইতেছে।

১২৬। কোন ব্যারিস্টার, এটর্নী বা উকিল তাঁহার মক্কেল কর্তৃক ব্যারিস্টার, এটর্নী বা উকিল হিসাবে নিযুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে উক্ত মক্কেল কর্তৃক বা মক্কেলের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট লিখিত কোন পত্রের বিষয় মক্কেলের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করিতে পারিবেন না, অথবা ব্যক্তিগত নিযুক্তি প্রসঙ্গে মক্কেলের যে সব দলিল তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়াছে, সেগুলির বিষয়বস্তু বা অবস্থার বিষয়ে কোন বিবৃতি দিতে পারিবেন না, অথবা তাঁহার নিযুক্তি প্রসঙ্গে মক্কেলকে তিনি যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ করা এই ধারায় নিষিদ্ধ হইবে না ঃ

(১) কোন বেআইনী উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা হিসাবে যে পত্রালাপ করা হইয়াছে।

(২) কোন ব্যারিস্টার, এটর্নী বা উকিল স্বীয় পেশাগত কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে যদি এমন কোন ঘটনা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার নিযুক্তির পর কোন অপরাধ বা প্রতারণা সংঘটিত হইয়াছে।

অনুরূপ ঘটনার প্রতি উক্ত ব্যারিস্টার, এটর্নী বা উকিলের মনোযোগ তাঁহার মক্কেলের পক্ষ হইতে আকৃষ্ট করা হইয়াছিল কিনা তাহা গুরুত্বপূর্ণ নহে।

ব্যাখ্যা ঃ অত্র ধারায় বর্ণিত বাধ্যকতা নিযুক্তির অবসান ঘটিবার পরও অব্যাহত থাকে।

উদাহরণ

(ক) মক্কেল "এ" এটর্নী 'বি" কে জানাইল, "আমি জালিয়াতি করিয়াছি এবং আমি চাই যে, আপনি আমার পক্ষে মামলা পরিচালনা করিবেন।

কোন ব্যক্তিকে দোষী জানিয়াও তাহার পক্ষে মামলা পরিচালনা করা যেহেতু অপরাধ-মূলক উদ্দেশ্য নয়, সেইহেতু উপরোক্ত পত্রালাপের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে।

(খ) মক্কেল "এ" এটর্নী "বি" কে জানাইল, "আমি একটি জাল দলিল ব্যবহার করিয়া সম্পত্তির দখল লইতে চাই এবং আমার পক্ষে এ বিষয়ে একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।"

একটি অপরাধমূলক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা হিসাবে এই পত্রালাপ করা হইয়াছে বলিয়া ইহার গোপনীয়তা রক্ষা করার কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

(গ) তহবিল তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত "এ" তাহার পক্ষে মামলা পরিচালনা করার জন্য এটর্নী "বি"-কে নিযুক্ত করিল। মামলা চলাকালে "বি" লক্ষ্য করিল যে, তছরূপকৃত পরিমাণ অর্থ "এ"-এর নিকট হইতে আদায় দেখাইয়া হিসাব খাতায় একটি হিসাব লেখা হইয়াছে যাহা তাহার নিযুক্তির শুরুতে লেখা ছিল না।

যেহেতু ইহা এমন একটি ঘটনা, যাহা "বি" তাহার নিযুক্তি বহাল থাকাকালে লক্ষ্য করিয়াছে এবং যাহা দ্বারা মামলা চলিতে থাকাকালে প্রতারণা করা প্রতীয়মান হইয়াছে সেইহেতু ইহার গোপনীয়তা রক্ষা করার কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

১২৭। দোভাষী ব্যারিস্টার, উকিল ও এটর্নীগণের কেরানী বা কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও ১২৬ ধারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

১২৮। কোন দেওয়ানী মামলার পক্ষ যদি স্বেচ্ছায় বা অন্য কোনভাবে মামলায় সাক্ষ্য দেয়, তবে তাহা দ্বারা একথা বুঝাইবে না যে, সে ১২৬ ধারায় উল্লেখিত গোপন কথা প্রকাশের সম্মতি দিয়াছে। কোন দেওয়ানী মামলা বা কার্যক্রমের কোন পক্ষ যদি কোন ব্যারিস্টার, উকিল বা এটর্নীকে সাক্ষী হিসাবে ডাকে এবং তাহাকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে, সে বিষয়টি উক্ত ব্যারিস্টার, উকিল বা এটর্নী সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করা হইলে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি বিষয়টি প্রকাশ করার সম্মতি দিয়াছে।

১২৯। কোন ব্যক্তি ও তাহার পেশাদার আইন উপদেষ্টার মধ্যে কোন গোপন পত্রালাপ হইয়া থাকিলে সেই ব্যক্তি যদি কোন মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ না করে, তবে সেই গোপন পত্রালাপের বিষয় আদালতে প্রকাশ করিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে না। যদি সে সাক্ষ্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তাহার দেওয়া সাক্ষ্যের ব্যাখ্যার জন্য উক্ত গোপন পত্রালাপের বিষয় আদালতের জানা প্রয়োজন হইলেই কেবল তাহাকে উহা প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে—অন্যথায় নহে।

১৩০। দেওয়ানী মামলার পক্ষ নহে, এরূপ কোন সাক্ষীকে তাহার সম্পত্তির স্বত্ব সংক্রান্ত কোন দলিল, অথবা যে দলিল বলে কোন সম্পত্তি সে বন্ধকদার হিসাবে দখল করে সেই দলিল, অথবা যে দলিল উপস্থাপন করিলে তাহার কোন অপরাধ ধরা পড়িবার আশঙ্কা থাকে, এরূপ কোন দলিল আদালতে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

যদি না যে ব্যক্তি উক্ত দলিল উপস্থাপন করাইতে চায় তাহার বা যাহার মাধ্যমে সে অধিকার দাবী করিতেছে তাহার সহিত সাক্ষী কোন লিখিত চুক্তিতে উক্ত দলিল উপস্থাপন করিতে সম্মত হইয়া থাকে।

১৩১। কোন ব্যক্তির দখলে যদি এমন কোন দলিল থাকে, যাহা অন্য কাহারও দখলে থাকিলে তাহা উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করার অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিত, তবে শেষোক্ত ব্যক্তি সেই দলিল উপস্থাপনের সম্মতি না দিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে উহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

১৩২। কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় বা কার্যক্রমে বিচার্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ে সাক্ষীকে প্রশ্ন করা হইলে সেই প্রশ্নের উত্তর সাক্ষীকে অপরাধমূলক কার্যে জড়িত করিবে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত করার সম্ভাবনা থাকিবে, অথবা উহার ফলে সাক্ষী শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবে বা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে শাস্তি পাইবার যোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে—এই অজুহাতে উক্ত সাক্ষীকে অনুরূপ প্রশ্নের উত্তর দান হইতে অবশ্যই অব্যাহতি দেওয়া যাইবে না।

তবে সাক্ষীকে যদি অনুরূপ কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করা হয়, তবে তাহার দরুন তাহাকে গ্রেফতার করা বা ফৌজদারীতে সোপর্দ করা যাইবে না বা কোন ফৌজদারী মামলায় তাহার বিরুদ্ধে উহা প্রমাণ করা যাইবে না। কিন্তু অনুরূপ কোন উত্তরের দরুন তাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা যাইবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ (২) ধারাও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

১৬১। (২) এইরূপ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ঘটনা (case) সম্পর্কে উক্ত অফিসারের সকল প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকিবেন, তবে যে সকল প্রশ্নের জবাব তাঁহাকে কোন ফৌজদারী অভিযোগ দণ্ড বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন না।

মূল ধারার অনুবাদ

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করা

১৮০। যে ব্যক্তি, তাহাকে কোন বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার জন্য আইনানুগভাবে আদেশ করিতে পারেন এইরূপ অধিকার সম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার জন্য আদিষ্ট হইয়া অনুরূপ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিবার জন্য যোগ্য সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি তাহার বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন, তবে সেই

ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব পাঁচশত টাকার অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিবার দায়িত্ব আইন যাহার উপর অর্পণ করে নাই, তাহার অস্বীকৃতি অপরাধ নহে। দেওয়ানী মামলায় জবানবন্দীর নিম্নে স্বাক্ষর করিবার দায়িত্ব কোন স্বাক্ষীর নাই; ইহাই সাধারণ নিয়ম তবে বিচারক স্বাক্ষীর জবানবন্দী পড়িয়া শুনাইবার পর সাক্ষী যখন উহা শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তখন তিনি স্বাক্ষর করিবার জন্য বিচারকের আদেশ পালন করিতে বাধ্য। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী আসামী তাহার বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য। এবং যাহারা বাধ্য তাহারা স্বাক্ষর না করিলে এই ধারায় অপরাধী হইবেন।[৪১৬]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর উপর প্রমাণ আনিতে হইবে:

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবৃতি দিয়াছিলেন

(২) সরকারী কর্মচারী তাহাকে তাহার বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন

(৩) ঐরূপ নির্দেশ দিবার অধিকার ঐ সরকারী কর্মচারীর ছিল।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

হলফ বা শপথ পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারী বা ব্যক্তির নিকট হলফ বা শপথ করিয়া মিথ্যা বিবৃতি দান করা

১৮১। যে ব্যক্তি, কোন হলফ বা শপথ পরিচালনার জন্য আইন বলে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন সরকারী কর্মচারী বা অপর কোন ব্যক্তির নিকট যে কোন বিষয় সম্পর্কে সত্য কথনের জন্য হলফ বা শপথ বলে আইনতঃ বাধ্য হইয়া, পূর্বোক্ত অনুরূপ সরকারী কর্মচারী বা অপর ব্যক্তির নিকট উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে এমন কোন বিবৃতি দেয়, যাহা মিথ্যা এবং যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে

পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

হলফ লইয়া শপথ করিয়া সরকারী কর্মচারীর নিকট যে ব্যক্তি জ্ঞান মতে মিথ্যা ভাষণ দেয় সে ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(ক) যে ব্যক্তি হলফ লইয়া বা শপথ করিয়া সত্য কথা বলিতে বাধ্য, এবং

(খ) যে ব্যক্তি এরূপ সম্ভাষণ কোন সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে করিতে বাধ্য, অথবা,

(গ) যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির সম্মুখে সত্য ভাষণ করিতে বাধ্য যিনি আইনতঃ হলফ দিতে বা শপথ করাইতে অধিকারী, এবং

(ঘ) ঐ ব্যক্তি যদি ঐরূপ সরকারী কর্মচারী বা অন্যভাবে অধিকারী ব্যক্তির সম্মুখে এমন বিবৃতি প্রদান করে,

(ঙ) যাহা তাহার জ্ঞানমতে মিথ্যা, বা

(চ) যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করেন, বা

(ছ) যাহা তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তবে

(জ) সেই ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধ করিবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি হলফ লইয়াছিলেন বা শপথ করিয়াছিলেন।

(২) তিনি উহা লইতে বা করিতে বাধ্য ছিলেন।

(৩) যিনি তাহাকে এই হলফ দেখাইয়াছিলেন, তিনি উহা দেওয়াইবার বা করাইবার জন্য যোগ্যতা রাখিতেন।

(৪) আসামী সত্য বলিতে বাধ্য থাকিয়া বিবৃতি দিয়াছিলেন।

(৫) তাহার বিবৃতি সেই বিষয়ে ছিল, যে বিষয়ে তিনি সত্য বলিতে বাধ্য ছিলেন।

(৬) তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা ছিল।

(৭) তিনি উহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন কিংবা মিথ্যা বলিয়া তাহার পক্ষে বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল অথবা তিনি উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

মূল ধারার অনুবাদ

অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারী কর্মচারীকে তাহার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য করার জন্য মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করণ

১৮২। যে ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীকে, এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া কোন তথ্য সরবরাহ করে, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে যে সে তদ্বারা অনুরূপ কর্মচারীকে :

(ক) যে ঘটনাসমূহ সম্পর্কে কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়, তাহার সত্যিকার অবস্থা অনুরূপ কর্মচারীর জানা থাকিলে তিনি তাহা করিতেন না বা করা হইতে বিরত হইতেন না, এমন কাজ করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে অথবা

(খ) অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতা কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন বা বিরক্তি সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারেন, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে এই মর্মে সংবাদ দেয় যে অনুরূপ ম্যাজিস্ট্রেটের অধঃস্তন কোন পুলিশ অফিসার যে কর্তব্য অবহেলা বা অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। ক উক্ত তথ্য মিথ্যা জানিয়া এবং উক্ত তথ্যের সাহায্যে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পুলিশ অফিসার য'কে বরখাস্ত করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া সংবাদটি দান করিয়াছে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক একজন সরকারী কর্মচারীকে এই মর্মে খবর দেয় যে য একটি গুপ্ত স্থানে নিষিদ্ধ লবণ রাখিয়াছে। ক তথ্যটি মিথ্যা বলিয়া জানিয়া এবং অনুরূপ তথ্য সরবরাহের ফলে য'র গৃহাঙ্গনে তল্লাশী করার এবং উক্ত খানাতল্লাশী য-র বিরক্তি সৃষ্টি করার

সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া উক্ত মিথ্যা খবর দেয়। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক মিথ্যাভাবে একজন পুলিশ কর্মচারীকে এই মর্মে খবর দেয় যে, কোন একটি বিশেষ গ্রামের পার্শ্বে তাহাকে আক্রমণ ও লুট করা হইয়াছে। সে তাহার আক্রমণকারীদের অন্যতম বলিয়া কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে না, কিন্তু অত্র তথ্য সরবরাহের ফলে পুলিশ কর্তৃক গ্রামবাসীদের বা তাহাদের কতিপয়ের বিরক্তি সহকারে তদন্ত ও তল্লাশী অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া সে জানে। ক অত্র ধারার অধীনে একটি অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারী কর্মচারীকে তাহার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য করার জন্য মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করিলে উক্ত সরবরাহকারী অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে, অথবা অনূর্ধ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর একটি নির্দিষ্ট কর্মধারা আছে। কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যা খবর দিয়া সেই কর্মধারা হইতে তাহাকে বিচ্যুত করে, তবে সেই ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধী। যে ব্যক্তি, জানিয়া বুঝিয়া এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কোন সরকারী কর্মচারীকে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে, কিংবা যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া জানিয়া বুঝিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে, মিথ্যা ভাষা দেয় সে ব্যক্তি এই ধারায় দোষী।[৪১৭]

তথ্য পরিবেশন

মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা আর তথ্য পরিবেশন হইতে বিরত থাকা পৃথক জিনিস। তথ্য পরিবেশন হইতে বিরত থাকিলে এই ধারায় কোন অপরাধ হয় না।[৪১৮] পুলিশের নিকট মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়[৪১৯] যদি কোন ব্যক্তি কোন তথ্য শ্রুত লিপিকার দ্বারা লেখাইয়া উক্ত লিপি সরকারী কর্মচারীর নিকট উপস্থিত করে তবে সেই ব্যক্তি এই ধারায় দোষী হইবে, লিপিকার নয়।[৪২০] তবে কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় যদি অপর ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীর নিকট মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে তবে প্ররোচনাকারী বর্তমান ধারার সহিত ১০৯ ধারা যোগ করিয়া যে অপরাধ হয় তাহা অনুষ্ঠান করে।[৪২১]

জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে মিথ্যা

মিথ্যা তথ্য সরববাহ করিলেই অপরাধ হইয়া যায় না। যে তথ্য তিনি সরবরাহ করিয়াছেন, সে তথ্যকে তিনি মিথ্যা বলিয়া জানিতেন বা বিশ্বাস করিতেন—এইরূপ হওয়া প্রয়োজন। এই ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ করিতে বাধ্য নন যে তৎকর্তৃক সরবরাহের তথ্য সুলভ সত্য ছিল।[৪২২] মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করার অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির তথ্যের ভিত্তি দুর্বল প্রমাণ করিলেই চলে না, আরও দৃঢ় প্রমাণ প্রয়োজন। তবে গরু নিজে বিক্রয় করিয়া গরু চুরি হইয়াছে বলিয়া থানায় খবর দিলে ঐ কাজ নিশ্চয়ই এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়।[৪২৩]

অভিপ্রায়

মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা মাত্রই অপরাধ নহে। একটি বিশেষ অভিপ্রায় থাকিলেই তবে উহা অপরাধ হয়। নিম্নবর্ণিত অভিপ্রায়সমূহ বিদ্যমান থাকিলে জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সরকারী কর্মচারীর নিকট মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের জন্য সরবরাহকারী দণ্ডনীয় হইবেন ঃ

(ক) সরকারী কর্মচারী যাহা, যথার্থ অবস্থা জানা থাকিলে করিবেন না, তাহা করাইবার জন্য,

(খ) সরকারী কর্মচারীর যথার্থ অবস্থা জানা থাকিলে যাহা করিতেন তাহা হইতে তাহাকে বিরত করিবার জন্য

(গ) সরকারী কর্মচারীর দ্বারা অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতি করাইবার জন্য

(ঘ) সরকারী কর্মচারীকে দিয়া কাহারো বিরক্তি সৃষ্টি করিবার জন্য।

সরকারী কর্মচারী মিথ্যা তথ্য পরিবেশিত হওয়া সত্ত্বেও প্রভাবিত না হইলেও মিথ্যা তথ্য পরিবেশনকারী দায়মুক্ত হন না। মিথ্যা তথ্য পরিবেশনকারীর অভিপ্রায় দ্বারাই তাহার অপরাধ নির্ধারিত হয়।[৪২৪]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলি প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

(১) যে ব্যক্তির নিকট তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছিল তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করিয়াছিলেন

(৩) ঐ তথ্য মিথ্যা ছিল

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন বা বিশ্বাস করিতেন যে ঐ তথ্য মিথ্যা এবং

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন যে, সত্য অবস্থা জানিলে সরকারী কর্মচারী যাহা করিতেন বা করিতেন না, মিথ্যা তথ্য পাইয়া তাহা যথাক্রমে করিবেন না

বা করিবেন অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন যে সরকারী কর্মচারী তাহার তথ্যে বিভ্রান্ত হইয়া অন্যের ক্ষতি বা বিরক্তি উৎপাদন করিবেন।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ কর্তৃত্ব বলে সম্পত্তি গ্রহণে বাধা দান করা

১৮৩। যে ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীরূপে জানিয়া বা তাহা ক অনুরূপ সরকারী কর্মচারীরূপে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ কর্তৃত্ব বলে কোন সম্পত্তি গ্রহণে বাধাদান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে, উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ কর্তৃত্ব বলে সম্পত্তি গ্রহণে বাধা দানকারী ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

বাধাদান

শুধু মৌখিকভাবে বাধা প্রদান করিলে কিংবা হাত তুলিয়া জিনিস লইতে বারণ করিলে বাধাদান কর হয় না। প্রত্যক্ষভাবে শারীরিক বাধা প্রদান করিলেই তবে এই ধারায় অপরাধ হয়।[৪২৫] যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকারী কর্মচারী সম্পত্তি গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাধা দেওয়া অপরাধ নহে। যে বাধা প্রদান আইনসঙ্গত তাহাতে কোন অপরাধ হয় না।[৪২৬]

সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইনগতভাবে সম্পত্তি গ্রহণ

যখন কোন সরকারী কর্মচারী আইনগতভাবে তাহার সরকারী কর্তব্য পরিচালনার কার্যক্রমে কোন সম্পত্তি গ্রহণ করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন যে ব্যক্তি তাহাকে বাধা দেয় সে ব্যক্তি অপরাধী। সরকারী কর্মচারী যদি কোন ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন তবুও তাহাকে বাধা দেওয়া অপরাধ হইবে। আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ লইয়া যে

সরকারী কর্মচারী খাতকের সম্পত্তি গ্রহণ করিতে যান, খাতক সেই কর্মচারীকে বাধা দিতে পারেন না। ঐ সম্পত্তি তাহার নহে, অন্যের ; এইরূপ অজুহাত তুলিয়া বাধা দেওয়া যদি অপরাধ গণ্য না হয় তবে এই ধারার কোন অর্থই থাকে না।[৪২৭]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

(১) যে ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করা হইয়াছিল তিনি সরকারী কর্মচারী

(২) তাহার কর্তৃত্বে সম্পত্তি লওয়া হইতেছিল

(৩) তাহার কর্তৃত্ব আইনানুগ ছিল

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পত্তি গ্রহণে বাধা দিয়াছিলেন

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই সময় জানিতেন যে সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্বে সম্পত্তি লওয়া হইতেছে।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্ব বলে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত সম্পত্তি বিক্রয়ে বাধা দান করা

১৮৪। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে, সরকারী কর্মচারীর পদ মর্যাদায় কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ কর্তৃত্ব বলেবিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত সম্পত্তি বিক্রয়ে বাধার সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ পাঁচশত ধাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্ব বলে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত সম্পত্তি বিক্রয়ে বাধাদানকারী ব্যক্তি অনূর্ধ্ব এক মাসকাল কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। বাধাদান বলিতে শুধু প্রতিবাদ বুঝায় না। যে জমি বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত হইয়াছে সেই জমিতে স্বত্ব আরোপ করিয়া প্লাকার্ড টাঙ্গানোকে বাধাদান বলা যায় না।[৪২৮] কিন্তু তাই বলিয়া সঠিকভাবে বাধাদান একান্তই আবশ্যক নহে। বিক্রয়ে যথেষ্ট বাধা হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে ক্রেতাগণের মধ্যে অন্যায় ত্রাস সৃষ্টি করা বাধাদানেরই শামিল। সম্পত্তি নিলামে তুলিলে নিলামকারীকে গালি-গালাজ করা অপরাধ বলিয়া গণ্য।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(১) কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হইয়াছিল
(২) ঐ উপস্থাপন সরকারী কর্তৃত্বে হইয়াছিল
(৩) ঐ কর্তৃত্ব আইনানুগ ছিল
(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ বিক্রয়ে বাধা দিয়াছিলেন, এবং
(৫) তিনি উহা স্বেচ্ছায় করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী-কর্মচারীর কর্তৃত্ব বলে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত সম্পত্তি বেআইনী-ভাবে ক্রয়করণ বা ক্রয়ের জন্য ডাক দেওয়া

১৮৫। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদায় কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ কর্তৃত্ব বলে অনুষ্ঠিত কোন সম্পত্তি বিক্রয়ে, এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার নিজের বা অন্য কাহারও উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করে বা ক্রয়ের জন্য ডাক দেয় যে ব্যক্তি উক্ত বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য আইনতঃ অযোগ্য বলিয়া সে জানে, অথবা অনুরূপ ডাকের দ্বারা নিজেকে যে সমস্ত দায়িত্বে আবদ্ধ করে সেই সমস্ত দায়িত্ব পালন করিবার ইচ্ছায় অনুরূপ সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ডাক দেয় না বলিয়া সে জানে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি নিলামে উপস্থাপিত সম্পত্তি কিনিবার উদ্দেশ্য ছাড়াই ডাক দেয় সেই ব্যক্তি, কিংবা যে ব্যক্তি নিলামে ক্রয় করিতে অধিকারী নয় সেই ব্যক্তি উহা নিলামে ডাকে, কিংবা যে ব্যক্তি এমন মানুষের পক্ষে ডাক দেয় যিনি নিলাম কিনিতে যোগ্যতা

রাখেন না, সেই ব্যক্তি এক মাসের কারাদণ্ডে কিংবা দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

সরকারী কর্মচারীবৃন্দ নিলাম ডাকিতে পারেন না। তাহাদের পক্ষে যাহারা নিলাম ডাকেন, তাহারা এই ধারার অপরাধে অপরাধী। নিলামকে বানচাল করিবার জন্য যাহারা ডাকেন, তাহারাও এই ধারায় অপরাধী। সরল ক্রেতাকে ঠকাইবার জন্য যাহারা নিলামে বেশী দাম হাঁকাইতে থাকে অথচ কিনিবার উদ্দেশ্য মনে পোষণ করে না, তাহারাও এই ধারায় অপরাধী।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

(১) একটি বিক্রয় সংঘটিত হইয়াছিল

(২) উহা সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্বে হইয়াছিল

(৩) সরকারী কর্তৃত্ব আইনানুগ ছিল

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের জন্য বা অন্যের জন্য ঐ সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন বা নিলামে ডাক দিয়াছিলেন

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি কিংবা যাহার জন্য তিনি নিলামে ডাক দিয়াছিলেন তিনি খরিদ করিতে অযোগ্য ছিলেন, এবং

(৬ অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জানিতেন, অথবা

(৭) কিনিবার উদ্দেশ্য না করিয়াই অভিযুক্ত ব্যক্তি নিলাম ডাকিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীকে সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনে বাধা দান করা

১৮৬। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক কোন সরকারী কর্মচারীকে তাহার সরকারী কার্যাবলী-সম্পাদনে বাধা দান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে— যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক সরকারী কর্মচারীকে সরকারী কাজ করিতে বাধাদান করে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ তিন মাস কারাদণ্ডে অথবা অনূর্ধ পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

বাধাদান

বাধাদান বলিতে কি বুঝায়, এই সম্পর্কে কোন সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নহে। ইহা তথ্যের উপর নির্ভরশীল। তবে ইহা নিশ্চিত যে, পরোক্ষ বাধা প্রদান এই ধারায় অপরাধ নহে। বাধা প্রদান যথেষ্ট প্রত্যক্ষ হইতে হইবে। বাধা প্রদান বলিতে শারীরিক বাধা প্রদান বুঝায়।[৪২৯] এই বাধা প্রদান ইচ্ছাকৃত এবং প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন। তবে শারীরিক বাধা প্রদান বলিতে সব সময় হিংসাশ্রয়ী শক্তি প্রয়োগ বুঝায় না।[৪৩০] শক্তি প্রয়োগের সময় যেখানে সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দেয় সেখানে এই ধমক অপরাধযোগ্য বাধা প্রদান বলিয়া গণ্য হয়।[৪৩১]

সরকারী কর্মচারীর কার্য

সরকারী কর্মচারীর কর্তব্য সম্পাদনকালে তাহাকে বাধা দেওয়া অপরাধ। যে কাজ তাহার সরকারী কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, তাহাতে বাধা দেওয়া অপরাধ নহে।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(১) আসামী বাধা প্রদান করিয়াছিলেন
(২) তিনি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন
(৩) যাহাকে বাধা প্রদান করা হইয়াছিল, তিনি সরকারী কর্মচারী ছিলেন
(৪) সরকারী কর্মচারীর সরকারী কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দেওয়া হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

সাহায্য দানের জন্য আইনতঃ বাধ্য হইবার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীকে সাহায্য না করা

১৮৭। যে ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারীকে তদীয় সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে সাহায্য দান বা সরবরাহ করিবার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ সাহায্য দান না করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে

পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে ;

এবং কোন বিচারালয় কর্তৃক আইনানুগভাবে জারীকৃত কোন প্রক্রিয়া কার্যকরী করার বা কোন অপরাধের অনুষ্ঠান নিবারণ করার বা কোন দাঙ্গা বা মারামারি দমন করার বা কোন অপরাধের অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত বা আইনানুগ প্রহরা হইতে পলাতক কোন লোককে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে, আইনানুগভাবে কোন সাহায্য দাবী করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তাহার নিকট অনুরূপ সাহায্য দাবী করা হইলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীকে সাহায্য করিতে আইনগতভাবে বাধ্য, সেই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে যদি উহা করা হইতে বিরত থাকে তবে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ এক মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। এই সাহায্যের বাধ্যবাধকতা যদি সরকারী পরোওয়ানা জারী করিবার সম্পর্কে বা অপরাধ নিবারণ সম্পর্কে বা দাঙ্গা দমন সম্পর্কে বা পলাতক দোষী বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার সম্পর্কে হয় তবে এই সাহায্য প্রদানে বাধ্য ব্যক্তি যদি সাহায্য দিতে বিরত থাকেন তবে তিনি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

যাহারা তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য তাহারা যদি তথ্য সরবরাহ না করেন, তবে তাহারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন। সেই বিধান ১৭৬ এবং ১৭৭ ধারায় বিধৃত। যাহারা সহায়তা করিতে বাধ্য তাহারা যদি সহায়তা না করেন, তবে তাহারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন। সেই শাস্তির বিধান বর্তমান ধারায় বিধৃত।

যে ব্যক্তি সাহায্য করিতে বাধ্য তিনিই শুধু এই ধারায় অপরাধ করিতে পারেন। যাহারা সাহায্য করিতে বাধ্য নন, তাহাদের বর্ণনা অন্য আইনে পাওয়া যায়।

বন আইনের (১৮৭৮ সালের ৭ নং আইন) ৭৮ ধারায় বলা হইয়াছে যে, যাহারা সংরক্ষিত বনে কোন অধিকার পরিচালনা করে, তাহারা বন সম্পর্কিত অপরাধের খবর দিতে বাধ্য কিন্তু তাহারা সাহায্য করিতে বাধ্য নন।[৪৩২] ফৌজদারী কার্যবিধির কার্যবিধি অনুযায়ী জোতদারগণ অপরাধের খবর দিতে বাধ্য, সরকারী কর্মচারীকে সাহায্য করিতে বাধ্য নন।[৪৩৩]

প্রমাণ

এই ধারার প্রথম অংশের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন।

(২) যাহাকে সাহায্য করিতে তিনি বাধ্য ছিলেন সেই ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী।

(৩) সেই সরকারী কর্মচারী তখন কর্তব্য সম্পাদনে রত ছিলেন।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি সাহায্য করিতে বিরত ছিলেন।

(৫) তাহার এই বিরতি স্বেচ্ছাকৃত ছিল।

এই ধারার দ্বিতীয় অংশের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উপরোক্ত ১, ২, ৩ নং তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে এবং অধিকন্তু নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

(৬ অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া হইয়াছিল।

(ক আদালতের পরোয়ানা জারী করিবার জন্য, বা

(খ) কোন অপরাধ অনুষ্ঠান নিবারণ করিবার জন্য, বা

(গ) কোন দাঙ্গা দমন করিবার জন্য, বা

(ঘ) কোন অপরাধীকে ধরিবার জন্য।

(৭) যে সরকারী কর্মচারী অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন তিনি উহা দাবী করিবার অধিকারী ছিলেন।

(৮) আসামী সাহায্য দিতে বিরত ছিলেন।

(৯) তাহার এই বিরতি স্বেচ্ছাকৃত ছিল।

সাহায্য করিতে বাধ্য

ফৌজদারী কার্যবিধির ৪২, ৭৭ এবং ১২৮ ধারায় এই সম্পর্কে বিধান বর্তমান। ঐগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

৪২। ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসার যুক্তিসঙ্গতভাবে সাহায্য দাবী করিলে প্রত্যেকটি লোক—

(ক) অপর কোন লোককে (যে লোককে গ্রেফতার করার জন্য উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন) গ্রেফতার করিতে অথবা তাহার পলায়ন প্রতিরোধ করিতে ঃ

(খ) শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা প্রতিরোধ অথবা শান্তিভঙ্গ দমন করিতে অথবা কোন রেলপথ, খাল, টেলিগ্রাফ অথবা সরকারী সম্পত্তির প্রতি ক্ষতির প্রচেষ্টা প্রতিরোধের ব্যাপারে সাহায্য করিতে বাধ্য।

৭৭। (১) গ্রেফতারী পরোয়ানা সাধারণতঃ এক বা একাধিক পুলিশ অফিসারের উপর নির্দেশিত হইবে, তবে পরোয়ানা অবিলম্বে কার্যকরী করার প্রয়োজন হইলে এবং অবিলম্বে কোন পুলিশ অফিসার না পাওয়া গেলে পরোয়ানা প্রদানকারী আদালত অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর উহা নির্দেশিত করিতে পারেন এবং এইরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তি উহা কার্যকরী করিবেন।

(২) যখন কোন পরোয়ানা একাধিক অফিসার বা ব্যক্তির উপর নির্দেশিত হয়, তখন তাহাদের সকলে অথবা যে কোন এক বা একাধিক জন উহা কার্যকরী করিতে পারেন।

১২৮। এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর এইরূপ কোন সমাবেশ যদি ছত্রভঙ্গ না হয় অথবা এইরূপে আদেশ প্রাপ্ত না হইয়া উক্ত সমাবেশ যদি এইরূপ আচরণ যাহার ফলে ছত্রভঙ্গ না হওয়ার সংকল্প প্রকাশ পায়, তাহা হইলে কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা কোন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলপূর্বক উক্ত সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য অগ্রসর হইতে পারেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর অফিসার, সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিক, অথবা ১৮৬৯ সালের ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক আইন অনুসারে তালিকাভুক্ত কোন স্বেচ্ছাসেবক নহেন এবং উক্তরূপে কার্য করিতেছেন না, এইরূপ কোন পুরুষ ব্যক্তির সাহায্য দাবী করিতে পারেন এবং প্রয়োজন বোধে উক্তরূপ সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে অথবা আইন মোতাবেক শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাহারা উহাতে অংশ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে গ্রেফতার বা আটক করিতে পারেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারী কর্তৃক যথাযথরূপে জারীকৃত আদেশ অমান্যকরণ

১৮৮। যে ব্যক্তি, কোন আদেশ জারী করার জন্য আইনতঃ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক জারীকৃত কোন আদেশ অনুযায়ী কোন বিশেষ কার্য হইতে বিরত থাকিবার বা তাহার অধিকার বা তাহার ব্যবস্থাপনাধীন

কোন বিশেষ সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন বিশেষ আদেশ কার্যকরী করিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে জানিয়া, অনুরূপ আদেশ অমান্য করে সেই ব্যক্তি যদি অনুরূপ অমান্যতা আইনানুগভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিবর্গের প্রতি বাধা, বিরক্তি বা ক্ষতি, অথবা বিরক্তি বা ক্ষতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে বা করার প্রবণতা দেখায় তাহা হইলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে ;

এবং যদি অনুরূপ অমান্যতা মনুষ্য জীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তা বিপন্ন করে বা করিবার প্রবণতা দেখায়, কিংবা দাঙ্গা বা মারামারি ঘটায় বা ঘটাইবার প্রবণতা দেখায়, তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পযন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ অপরাধকারী ক্ষতি সৃষ্টি করিবে এইরূপ ইচ্ছা করা বা তাহার অমান্যতা ক্ষতি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রহিয়াছে—এইরূপ চিন্তা করা প্রয়োজনীয় নহে। যে যে আদেশ অমান্য করে তাহা, এবং তাহার অমান্যতা ক্ষতি সৃষ্টি করে বা করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া তাহার জানা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে।

উদাহরণ

একজন সরকারী কর্মচারী এই মর্মে নির্দেশ দান করিয়া একটি আদেশ জারী করেন যে, একটি ধর্মীয় মিছিল কোন একটি বিশেষ রাস্তা দিয়া গমন করিতে পারিবে না। উক্ত সরকারী কর্মচারী অনুরূপ আদেশ জারী করিবার জন্য আইনানুগভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছেন। ক জ্ঞাতসারে আদেশটি অমান্য করে এবং তদ্দ্বারা দাঙ্গার আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

যে সরকারী আদেশ আইনগতভাবে জারী হইয়াছে, সেই আদেশ অমান্য করিলে অমান্যকারী শাস্তি পাইবেন।

এই ধারার অপরাধে নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ বর্তমান ঃ

(ক) একটি আদেশ জারী হইয়াছিল,

(খ) উহা সরকারী কর্মচারী জারী করিয়াছিলেন,

(গ) উক্ত সরকারী কর্মচারী উহা জারী করিবার অধিকার রাখিতেন,

(ঘ) ঐ আদেশ কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছিল,

(ঙ) ঐ ব্যক্তি আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইয়াছিলেন,

(চ) ঐ আদেশে বলা হইয়াছিল যে ঐ ব্যক্তি কোন কাজ হইতে বিরত থাকিবেন অথবা কোন সম্পত্তি সম্পর্কে আদেশ লইবেন,

(ছ) ঐ ব্যক্তি আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন,

(জ) ঐ অমান্যের ফলে অন্য ব্যক্তির ক্ষতি, বিরক্তি বা বাধা প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছিল বা মানুষের জীবনের বা স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার ব্যাঘাত হইয়াছিল বা দাঙ্গা প্রভৃতি ঘটিয়াছিল।

এই সমস্ত বিষয়গুলি একে একে আলোচনা করা যাইতেছে ঃ

উপরের ক, খ ও গ-তে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রথমেই একটি আইনানুগ আদেশ বিদ্যমান থাকিবে। যে আদেশ বেআইনী, সে আদেশ অমান্য করিলে অপরাধ হয় না। যে আইন বলে সরকারী কর্মচারী কোন আদেশ দেন, সেই আইনের বিধানসমূহ মানিয়া আদেশ দিলে তবে উহা আইনগত আদেশ হয়।[৪৩৪] ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারায় আদেশ দিতে হইলে উহা লিখিত হইতে হইবে এবং যথারীতি জারী করিতে হইবে। জারী করার অর্থ হইতেছে, যাহার উদ্দেশ্যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে অবহিত করা। এই অবহিত করিবার কাজ গোপনভাবে করিলে চলিবে না, প্রকাশ্যভাবে করিতে হইবে। এই কাজ নানাভাবে করা যায়। ঢোল বাজাইয়া আদেশ জারী করা যায়, গেজেটে প্রকাশ করিয়া আদেশ জারী করা যায়, আবার পড়িয়া শুনাইয়াও উহা জারী করা যায়।

অতঃপর দেখিতে হইবে যে, ঐ আদেশ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন কিনা। আদেশের জ্ঞান প্রমাণিত না হইলে আদেশ অমান্য করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় না।[৪৩৫]

অতঃপর আদেশের মর্ম এবং তাহার অমান্যকরণ বিবেচ্য। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারায় যে আদেশ দেওয়া হয়, তাহা পালন না করিলে এই ধারায় অপরাধ

হয়। সুতরাং কোন জমিতে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জানিয়াও যদি কোন ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করেন তবে তিনি শাস্তি পাইবেন।[৪৩৬] তবে আদেশ অমান্য দ্বারা যে সমস্ত ক্ষতির কথা বর্তমান ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষতি হইলে তবে অপরাধ হইবে, তৎপূর্বে নয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে:

(১) যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন সরকারী কর্মচারী যথাযথভাবে আইনানুগ আদেশ জারী করিয়াছিলেন।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে ঐ আদেশ হইয়াছিল ইহা জানিয়াও তিনি তাহাকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল তাহা তিনি করিয়াছিলেন কিংবা তাহার দখলে বা শাসনে থাকা সম্পত্তি সম্পর্কে নির্দেশ নিবার আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন।

(৩) এই অমান্যের ফলে যথানিযুক্ত কোন ব্যক্তির উপর বাধা, বিরক্তি, ক্ষতি বা বিপদ ঘটিয়াছিল বা ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল অথবা উহা মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিপদাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল অথবা দাঙ্গা ঘটাইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীর ক্ষতি সাধনের হুমকি

১৮৯। যে ব্যক্তি, কোন সরকারী কর্মচারী বা যে ব্যক্তিতে উক্ত সরকারী কর্মচারীর স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া সে বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে ক্ষতি সাধনের হুমকি দেয় যেন সে উক্ত সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার কার্যাবলী সম্পাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কার্য করিবার বা উহা হইতে বিরত থাকিবার বা উহা করার ব্যাপারে বিলম্ব করিবার জন্য প্ররোচিত করিতে পারে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় সরকারী কর্মচারীকে ক্ষতি সাধনের হুমকি দেওয়ার শাস্তির বিধান বর্ণিত হইয়াছে। সরকারী কর্মচারী যে কাজ করিতেন তাহা হইতে তাহাকে বিরত করিবার জন্য বা যাহা করিতেন না তাহা করাইবার জন্য বা যাহা করিতেন তাহা বিলম্বে করিবার জন্য, কোন ব্যক্তি যদি সরকারী কর্মচারীকে ক্ষতি সাধনের হুমকি দেয় তবে ঐ ব্যক্তি অনূর্ধ দুই বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইবেন।

এই হুমকিকে অবশ্য অর্থবহ হইতে হইবে। তর্ক করিতে করিতে কোন আস্ফালন করিলে তাহা এই ধারায় বর্ণিত হুমকির পর্যায়ে পড়ে না।[৪৩৭] জারীকারককে গালি-গালাজ করিলে এই ধারায় অপরাধ হয় না [৪৩৮] তবে কোন ব্যক্তি যদি সরকারী কর্মচারীকে পিটুনী দিতে চায় বা তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করিতে চায়, এবং বলে যে সরকারী কর্মচারীকে তাহার অনুরোধ মানিতে হইবে তবে ঐ ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধ করে।[৪৩৯] ক্ষতি সাধনের ভয় দেখানোই অপরাধ। ক্ষতি সাধন অপরাধের জন্য আবশ্যক নহে।

শুধু সরকারী কর্মচারী নহে তিনি যাহার প্রতি আগ্রহশীল, তাহারও ক্ষতি সাধনের হুমকি দিলে এই ধারায় অপরাধ হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি হুমকি দিয়াছিলেন।

(২) এই হুমকি সরকারী কর্মচারীকে কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তির মতে সরকারী কর্মচারীর সহিত সংযুক্ত কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছিল।

(৩) ঐ হুমকি ছিল ক্ষতি সাধন করিবার জন্য।

(৪) সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন কাজ করিতে বা কাজ করিতে বিলম্ব করিতে, বা কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য এই হুমকী দেওয়া হইয়াছিল।

প্রাসঙ্গিক আইন

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫০৩ ধারা অনুরূপ বিধান বহন করে। ঐ ধারা নিম্নরূপঃ

৫০৩ঃ (১) এই আইন অনুসারে কোন তদন্ত, বিচার বা অন্য কোন কার্যক্রম প্রসঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, দায়রা আদালত বা হাইকোর্টের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা প্রয়োজন,

কিন্তু বিলম্ব ব্যয় বা অসুবিধা ব্যতীত উক্ত সাক্ষীকে হাজির করা সম্ভব নয়, অথচ মামলার পরিস্থিতিতে এই বিলম্ব ব্যয় বা অসুবিধা বহন করা অযৌক্তিক, তাহা হইলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত উক্ত সাক্ষীকে হাজির হইতে রেহাই দিতে পারেন। এবং উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য সাক্ষী যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাস করেন, সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে কমিশন দিতে পারেন।

(২) সাক্ষী যদি বাংলাদেশের কোন এলাকায় বাস করেন, তাহা হইলে উক্ত এলাকায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগকারী অফিসারকে কমিশন দেওয়া যাইতে পারে।

(২-ক) সাক্ষী যদি কোন যোগদানকারী রাজ্যে বাস করে বা এইরূপ এলাকায় বাস করে, ১৯৪ সালের বহিঃ প্রাদেশিক এক্তিয়ার আদেশের অর্থ অনুসারে যেখানে প্রেসিডেন্টের বহিঃ প্রাদেশিক এক্তিয়ার রহিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত রাজ্য বা এলাকার সেই আদালত বা অফিসারকে কমিশন দেওয়া যাইতে পারে, যে আদালত বা অফিসারের এক্তিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে সাক্ষী বাস করে এবং যে আদালত বা অফিসারকে এই উপধারা অনুসারে কমিশন দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া সরকার বা প্রেসিডেন্ট সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(২-খ) সাক্ষী যদি যুক্তরাজ্য বা বাংলাদেশ ব্যতীত কমনওয়েলথের অন্য কোন দেশে বা বার্মায় বাস করে, তাহা হইলে সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারিত উক্ত দেশে এ সম্পর্কে কর্তৃত্ববান কোন আদালত বা জজকে কমিশন দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) যে ম্যাজিস্ট্রেট বা অফিসারকে কমিশন দেওয়া হইয়াছে, তিনি অথবা তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হইলে নিজে, অথবা তিনি এ বিষয়ে যে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়োগ করেন তিনি সাক্ষী যেখানে আছেন সেখানে গমন করিবেন, অথবা তাহাকে নিজের নিকট আহ্বান করিবেন এবং এই আইন অনুসারে পরোয়ানা মামলার বিচারের ন্যায় এই পদ্ধতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে একই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

(৪) উপরোক্ত (২) উপধারায় উল্লেখিত কোন এলাকায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন অফিসারকে অথবা (২-ক) উপধারায় উল্লেখিত

কোন অফিসারকে কমিশন দেওয়া হইলে তিনি (৩) উপধারায় বর্ণিত বিধান মতে গমন না করিয়া কমিশন অনুসারে তাহার ক্ষমতা ও কর্তব্য তাহার অধঃস্তন এইরূপ কোন অফিসারকে প্রদান করিতে পারেন, যে অফিসারের ক্ষমতা বাংলাদেশের কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অপেক্ষা কম নহে।

মূল ধারার অনুবাদ

নিরাপত্তা বিধানার্থ সরকারী কর্মচারীর নিকট আবেদন করা হইতে বিরত করিবার জন্য ব্যক্তি বিশেষকে প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষতির ভিতি প্রদর্শন

১৯০। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে, কোন ক্ষতির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য এমন কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট আইনানুগ আবেদন করা হইতে বিরত বা নিবৃত্ত করার জন্য প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে কোন ক্ষতির ভীতি প্রদর্শন করে, যিনি অনুরূপ নিরাপত্তা বিধান করার জন্য বা অনুরূপ নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করার জন্য আইনানুগভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

নিরাপত্তা বিধানার্থ সরকারী কর্মচারীর নিকট আবেদন করা হইতে বিরত করিবার জন্য ব্যক্তি বিশেষকে প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষতির ভীতি যিনি প্রদর্শন করেন, তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

অনেক লোক দুষ্কৃতিকারীর ভয়ে সরকারী কর্মচারীর নিকট প্রাপ্তব্য সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে না, সেই কারণে এই ধারার বিধান করা হইয়াছে ঃ

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষতির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে তাহার এই ভীতি প্রদর্শন দ্বারা সেই ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীর নিকট আইনতঃ যে দরখাস্ত করিতে পারিতেন, তাহা করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(৩) যে সরকারী কর্মচারীর নিকট দরখাস্ত করা হইতে বিরত করিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল, সেই সরকারী কর্মচারী দরখাস্তকারীর নিরাপত্তা বিধান করিতে পারিতেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মিথ্যা সাক্ষ্যদান ও সামাজিক ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

মিথ্যা সাক্ষ্যদান

১৯১। যে ব্যক্তি সত্য কথনের জন্য কোন হলফ বা আইনের কোন প্রকাশ্য বিধান বলে আইনতঃ বাধ্য হইয়া বা কোন বিষয়ে কোন ঘোষণা করার জন্য আইন বলে বাধ্য হইয়া এমন কোন বিবৃতি দান করে, যাহা মিথ্যা এবং যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সেই ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ কোন বিবৃতি মৌখিকভাবে বা প্রকারান্তরে, যেভাবেই দেওয়া হউক অত্র ধারার তাৎপর্যাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা ২ঃ প্রত্যয়নকারী ব্যক্তির বিশ্বাস সংক্রান্ত মিথ্যা কথন অত্র ধারার তাৎপর্যাধীন হইবে এবং এই মর্মে বিবৃতি দানকারী ব্যক্তি যে বলে যে সে এমন কোন বস্তুতে বিশ্বাস করে যাহা সে বিশ্বাস করে না এবং এইরূপ বিবৃতি দানকারী ব্যক্তি যে বলে যে সে এমন কোন বিষয় জানে যাহা সে জানে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দানের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ষ খ-র বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার জন্য খ-র একটি ন্যায্য দাবীর সমর্থনে, এক বিচারে এই বলিয়া মিথ্যাভাবে হলফ করে যে সে য-কে খ-র দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করিতে শুনিয়াছে। ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক সত্য কথনের জন্য একটি হলফ বলে বাধ্য হইয়া, এই মর্মে বিবৃতি দান করে যে সে কোন একটি বিশেষ স্বাক্ষরকে য-র হস্তলিপি বলিয়া বিশ্বাস করে, যদিও সে

উহা য-র হস্তলিপি বলিয়া বিশ্বাস করে না। এই ক্ষেত্রে, ক যে বিষয় মিথ্যা বলিয়া জানে সেই বিষয় সম্বন্ধে বিবৃতি দান করে। অতএব সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক য-র হস্তলিপির সাধারণ বৈশিষ্ট্য জানিয়া এই মর্মে বিবৃতি দান করে যে, সে কোন একটি বিশেষ স্বাক্ষরকে য-র হস্তলিপি বলিয়া বিশ্বাস করে, ক সদ্‌বিশ্বাসে অনুরূপ বিশ্বাস করে। এই ক্ষেত্রে, ক-র বিবৃতি কেবল তাহার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেছে এবং উহা তাহার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য। অতএব স্বাক্ষরটি যদি য-র হস্তলিপি নাও হয় তবুও ক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ক সত্য কথনের জন্য কোন হলফ বলে বাধ্য হইয়া এই মর্মে বিবৃতি দান করে যে, য কোন এক বিশেষ দিনে কোন বিশেষ জায়গায় উপস্থিত ছিল, যদিও সে উক্ত বিষয়ে কিছুই জানে না। য উল্লেখিত দিনে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক ক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দোভাষী বা অনুবাদক ক এমনতর কোন বিবৃতি বা দলিলের বিশদ ব্যাখ্যা বা অনুবাদ সত্য বলিয়া ব্যক্ত করে বা সার্টিফিকেট দেয়, যাহা বিশ্বস্তভাবে বিশদ ব্যাখ্যা বা অনুবাদ করিবার জন্য সে হলফ বলে বাধ্য। উক্ত বিশদ ব্যাখ্যা বা অনুবাদ সত্য নহে অথবা সে উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না। ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হইতেছে মিথ্যা সাক্ষ্যদান ও ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহের শাস্তির বিধান।

এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুকে মোটামুটিভাবে এগার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(১) মিথ্যা সাক্ষ্য (১৯১-২০০ ধারা)।

(২) সাক্ষ্যের অপসারণ, মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং দালিলিক সাক্ষ্যের বিলোপ। (২০১-২০৪ ধারা)।

(৩) ভুয়া পরিচয়া ধারণ। (২০৫, ২২৯ এবং ৪১৬ ধারা)।

(৪) আদালতের পরোয়ানার অপব্যবহার (২০৬—২১০ ধারা)।

(৫) অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ আনা (২১১ ধারা)।

(৬) অপরাধীদিগকে অন্যায়ভাবে রক্ষা করা ২০১, ২১৩ -২১৫ ধারা)।

(৭) অপরাধীদিগকে আশ্রয় দেওয়া (২১২, ২১৬ এবং ২১৬ ক)।

(৮) সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বিচারের বিরুদ্ধে অপরাধ (২১৭—২২৩ এবং ২২৫ ক)।

(৯) আইন কার্যকরী করণে বাধা প্রদান অথবা আটক হইতে পলায়ন (২২৪, ২২৫ এবং ২২৫ খ ধারা।

(১০) শাস্তির আদেশ ভঙ্গ করা (২২৬ এবং ২২৫ ধারা)।

(১১) আদালত অবমাননা (২২৮ ধারা)।

যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে বক্তব্য রাখিতে আইনতঃ বাধ্য, সেই ব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া মৌখিকভাবে বা অন্যভাবে এমন বিবৃতি দেয়, যাহা তাহার জ্ঞান বা বিশ্বাসমতে মিথ্যা বা অসত্য, তবে সেই ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মিথ্যা ভাষণের উপাদান

মিথ্যা ভাষণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত তিনটি উপাদান বর্তমান :

(ক) যিনি সত্য ভাষণ করিতে বাধ্য তাহাকেই মিথ্যা ভাষণের জন্য দায়ী করা চলে। সত্য ভাষণের দায়িত্ব নিম্নবর্ণিত তিন উৎস হইতে উদ্ধৃত হয় :

(১) যিনি সত্য বলিবার হলফ লইয়াছেন তিনি সত্য বলিতে বাধ্য,

(২) আইন যাহাকে সত্য বলিতে বাধ্য, করে তিনি সত্য বলিতে বাধ্য,

(৩) সত্য বলিবার জন্য আইন যেখানে নির্দেশ দেয়, সেখানে ব্যক্তি কিছু বলিতে চাহিলে তাহা সত্য হইতে হয়।

হলফ লইয়া যিনি সত্য কথা বলিতে বাধ্য, সেই ব্যক্তিকে হলফ লওয়াইবার যোগ্যতা যাহার আছে তিনিই হলফ দিতে পারেন, অন্য কেহ হলফ দিতে পারেন না।

(খ) যিনি মিথ্যা ভাষণ করিয়াছেন, তাহাকেই এই অপরাধে দায়ী করা চলে। কোন বক্তব্য, বিবৃতি বা ভাষণ মিথ্যা কিনা তাহা অবস্থার উপর নির্ভরশীল। একই সময়ে বিপরীত কথা বলা হইলে একটিকে নিশ্চয়ই মিথ্যা ধরিয়া লওয়া যায়।

(গ) বিবৃতির অসত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান বা বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। নিম্নবর্ণিত তিন অবস্থায় জ্ঞান বা অবগতি পরিস্ফুট :

(১) বিবরণদাতা যে বিবৃতিকে মিথ্যা বলিয়া জানেন তাহা অবধারিতরূপে মিথ্যা,

(২) বিবরণদাতা যে বিবৃতিকে মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাও মিথ্যা বিবৃতি,

(৩) যে বিবৃতিকে বিবরণদাতা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহাও মিথ্যা বিবৃতি।

মূল ধারার অনুবাদ

মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করা

১৯২। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে কোন বহি বা রেকর্ডে এমন কোন ঘটনা সৃষ্টি করে বা মিথ্যা বিবরণী লিপিবদ্ধ করে অথবা মিথ্যা বিবরণী লিপিবদ্ধ বা সংবলিত কোন দলিল প্রণয়ন করে যে, কোন বিচার বিভাগীয় মামলা বা কোন সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদায় পরিচালিত কোন মামলায় বা কোন মধ্যস্থতাকারীর সম্মুখে অনুরূপ ঘটনা, মিথ্যা লিপি বা মিথ্যা বিবরণী প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে, এবং অনুরূপভাবে উপস্থাপিত অনুরূপ ঘটনা, মিথ্যা লিপি বা মিথ্যা বিবরণী যে ব্যক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে অনুরূপ মামলায় তাঁহার মতামত গঠন করিবেন সেই ব্যক্তিকে অনুরূপ মামলার ফলাফলের ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করিতে বাধ্য করিতে পারে, সেই ব্যক্তি "মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করে" বলিয়া গণ্য হইবে।

(ক) ক য-র বাক্সে এই মতলবে কিছু অলঙ্কার রাখে যে উক্ত অলঙ্কার উক্ত বাক্সে পাওয়া যাইতে পারে, এবং এই ঘটনার দরুন য চুরির অপরাধে দণ্ডিত হইতে পারে। ক মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক কোন মিথ্যা বিবৃতিকে কোন বিচারালয়ে সত্য বলিয়া দৃঢ়ভাবে সমর্থনকারী সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তদীয় দোকানবহিতে একটি মিথ্যা বিষয় লিপিবদ্ধ করে। ক মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক য-কে কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের জন্য দণ্ডিত করাইবার মতলবে য-র হস্তলিপির অনুকরণে এইরূপ একখানা পত্র লেখে যাহা অনুরূপ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে সহায়তাকারীর বরাবরে লিখিত বলিয়া অনুমিত হয় এবং উহা এমন একটি স্থানে রাখে যে স্থানে পুলিশ অফিসারগণের তল্লাশী চালাইবার সম্ভাবনা

রহিয়াছে বলিয়া জানে। ক মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মিথ্যা সাক্ষী উদ্ভাবন করার সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা ঘটনা সৃষ্টি করে, এবং যাহার ফলে বিচারক বা ঐ শ্রেণীর কোন ব্যক্তির মনে সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইতে পারে সেই ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করে। যে ব্যক্তি কোন বই-এ কিংবা রেকর্ডে মিথ্যা বিবরণী লিপিবদ্ধ করে বা মিথ্যা বিবরণ দিয়া কোন দলিল সৃষ্টি করে এবং ঐরূপ মিথ্যা লিপি দ্বারা এই অভিপ্রায় করা হয় যে উহা বিচারক বা ঐ শ্রেণীর কোন লোকের মনকে প্রভাবিত করিবে, সেই ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করে।

এই ধারার মূল ঝোঁক অভিপ্রায়ের মধ্যে নিহিত। বিচারক বা ঐ শ্রেণীর কোন ব্যক্তি সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহারা অবস্থাদি দেখিয়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি যদি বিচারক বা ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত অন্যায়ভাবে অপপ্রভাবিত করিবার অসৎ অভিপ্রায়ে মিথ্যা ঘটনা সৃষ্টি করে বা মিথ্যা দলিল প্রণয়ন করে তবে নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষের উদ্ভাবক।[৪৪০]

অভিপ্রায় বা জ্ঞান

সব অপরাধের মত এই অপরাধেরও মূল কথা হইতেছে অভিপ্রায় বা জ্ঞান। লিখিত কাগজের মধ্যে স্বাক্ষর প্রদান করিলে এবং ঐ লিখিত বিবরণ অসত্য প্রমাণিত হইলেই ইহা ধরিয়া লওয়া যায় না যে স্বাক্ষরকারী মিথ্যা সাক্ষ্যের উদ্ভাবক।[৪৪১] তবে জাল দলিল স্বাক্ষরের দ্বারা প্রত্যয়ন করিলে এবং উহা জ্ঞানমতে করিলে স্বাক্ষরকারীকে মিথ্যা সাক্ষ্যের উদ্ভাবক বলা যায়।[৪৪২]

সাক্ষীকে মিথ্যা কথা শিক্ষা দেওয়াকেও সাক্ষ্য উদ্ভাবন করা বলে।[৪৪৩]

মূল ধারার অনুবাদ

মিথ্যা সাক্ষ্যের শাস্তি

১৯৩। যে ব্যক্তি, কোন বিচার বিভাগীয় মামলার কোন পর্যায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা কোন বিচার বিভাগীয় মামলার কোন পর্যায়ে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করে, সেই ব্যক্তি যে

কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে;

এবং যে ব্যক্তি, অন্য কোন মামলায় ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা রচনা করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে, এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ সামরিক বিচারালয়ে যে কোন মামলা বিচার বিভাগীয় মামলা হিসাবে পরিগণিত হইবে।

ব্যাখ্যা ২ঃ কোন বিচারালয়ের সম্মুখে খোন মামলার ভূমিকা হিসাবে আইন বলে—পরিচালিত যে কোন তদন্ত বিচার বিভাগীয় মামলার একটি পর্যায় হিসাবে পরিগণিত হইবে, যদিও উক্ত তদন্ত কোন বিচারালয়ের সম্মুখে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে।

উদাহরণ

ক য-কে বিচারের জন্য সোপর্দ করা উচিত কিনা তাহা নির্ধারণের জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এক তদন্তে হলফ পূর্বক এমন একটি বিবৃতি দান করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে। যেহেতু অত্র তদন্ত বিচার বিভাগীয় মামলার একটি পর্যায় বিশেষ, সেইহেতু ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ৩ঃ কোন বিচারালয় কর্তৃক আইন মোতাবেক অনির্দিষ্ট এবং কোন বিচারকের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত যে কোন তদন্ত বিচার বিভাগীয় মামলার একটি পর্যায় বিশেষ বলিয়া গণ্য হইবে, যদিও উক্ত তদন্ত কোন বিচারালয়ের সম্মুখে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে।

উদাহরণ

ক ভূমির সীমানাসমূহ সরেজমিনে নির্ধারণার্থ কোন বিচারালয় কর্তৃক প্রেরিত কোন অফিসারের সম্মুখে কোন এক তদন্তে হলফ পূর্বক এমন একটি বিবৃতি দান করে, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে। যেহেতু অত্র তদন্ত বিচার বিভাগীয় মামলার একটি পর্যায় বিশেষ, সেইহেতু ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি জঘন্য অপরাধে দণ্ডবিধান করাইবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী উদ্ভাবন করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে বা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ড-নীয় হইবে। যাহার মিথ্যা সাক্ষ্যের উদ্ভাবনের ফলে কোন ব্যক্তির ফাঁসি হয়, সেই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা উল্লিখিত অন্য কোন দণ্ডে দণ্ডিত করা যায়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ১৯৩ ধারার অনুরূপ তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়। তদুপরি প্রমাণ করিতে হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন বা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

এই ধারার দ্বিতীয় অংশের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ১৯৩ ধারার অনু-রূপ তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়। তদুপরি প্রমাণ করিতে হয় যে, বাস্তবিক একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দণ্ডিত করাইবার মতলবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা উদ্ভাবন করা

১৯৫। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্য এবং এইরূপ জানিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা উদ্ভাবন করে যে, সে তদ্দারা কোন ব্যক্তিকে আপাততঃ প্রচলিত কোন আইন বলে জঘন্য বলিয়া গণ্য নহে, কিন্তু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে কিংবা সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দণ্ডিত করাইবে, অথবা সে তদ্দারা কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ দণ্ডিত করাইতে পারে এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি যদ্রূপ শাস্তির যোগ্য হইত তদ্রূপ শাস্তির যোগ্য হইবে।

উদাহরণ

ক খ-কে ডাকাতির অভিযোগে দণ্ডিত করাইবার মতলবে কোন বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। ডাকাতির শাস্তি হইতেছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা অর্থদণ্ড সহকারে বা ব্যতিরেকে সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—

দণ্ডিত হইবে। অতএব, ক অনুরূপ দ্বীপান্তর দণ্ডে বা অর্থদণ্ড সহকারে বা ব্যতিরেকে কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

দ্বীপান্তর দণ্ডে বা সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দণ্ডিত করাইবার অভিপ্রায়ে যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা উদ্ভাবন করেন, সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি যেরূপ শাস্তি পাইবেন তিনিও সেইরূপ শাস্তি পাইবেন।

১৯৩, ১৯৪ ধারায় যাহা বলা হইয়াছে এই ধারায় তাহাই প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই ধারায় আছে,

(ক) মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা উদ্ভাবন, এবং

(খ) এই প্রদান এবং উদ্ভাবনের অভিপ্রায় হইতেছে নিরীহ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করানো।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ১৯৩ ধারার অনুরূপ তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে। তদুপরি তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান বা উদ্ভাবনের সময় অভিপ্রায় করিয়াছিলেন যে, তাহার এই কাজের ফলে একজন নিরীহ ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

মিথ্যা বলিয়া বিদিত সাক্ষ্য ব্যবহার করা

১৯৬। যে ব্যক্তি কোন সাক্ষ্য মিথ্যা বা উদ্ভাবিত বলিয়া জানিয়া উহা সত্য বা খাঁটি বলিয়া দোষণীয়ভাবে ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি এমনভাবে দণ্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা বা উদ্ভাবিত সাক্ষ্য দিয়াছে।

বিশ্লেষণ

মিথ্যা বলিয়া বিদিত সাক্ষী ব্যবহারকারী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা উদ্ভাবনের সাজা* পাইবে।

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মিথ্যা দলিলকে গোপনে সত্য বলিয়া ব্যবহার করে বা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধী। আদালত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া মিথ্যা দলিল দাখিল করিলে এই ধারায় অপরাধ হয় না।[৪৪৭]

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন সাক্ষ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন বা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(২) উহা মিথ্যা বা উদ্ভাবিত ছিল।

(৩) তিনি উহা সত্য বলিয়া ব্যবহার করিয়াছিলেন বা সত্য বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৪) তিনি উহাকে মিথ্যা উদ্ভাবিত বলিয়া জানিতেন।

(৫) তিনি উহা দোষণীয়ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন বা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

মিথ্যা সার্টিফিকেট ইস্যু করা বা উহাতে স্বাক্ষর করা

১৯৭। যে ব্যক্তি এমন কোন সার্টিফিকেট, যাহা ইস্যু করিবার জন্য বা যাহাতে ইস্যু স্বাক্ষর করিবার জন্য আইনের বিধান রহিয়াছে অথবা যাহা এইরূপ কোন তথ্য সম্পর্কিত, যে তথ্যের ব্যাপারে অনুরূপ সার্টিফিকেট আইনতঃ সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয়, সেই সার্টিফিকেট কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়া ইস্যু বা স্বাক্ষর করে, সেই ব্যক্তি এইরূপে দণ্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে মিথ্যা সার্টিফিকেট দিলে বা স্বাক্ষর করিলে মিথ্যা ভাষণের সমতুল্য দণ্ড হইবে।

সার্টিফিকেট একটি মূল্যবান দলিল। সার্টিফিকেট যে তথ্য বহন করে, সেই তথ্য সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। অবশ্য সার্টিফিকেট আইন ভিত্তিক হইতে হইবে। যে সার্টিফিকেট এমন ব্যক্তি প্রদান করেন বা স্বাক্ষর করেন যিনি উহা প্রদান করিতে যোগ্যতা রাখেন না, সেই সার্টিফিকেট মূল্যহীন। সুতরাং তাহা মিথ্যা হইলে দাতার বা স্বাক্ষর-

কারীর এই ধারায় সাজা হয় না। যে সার্টিফিকেট এমন বিষয়ে প্রদত্ত হইয়াছে যে বিষয়ে সার্টিফিকেট দেওয়ার আইন নাই, সেই সার্টিফিকেট মিথ্যা হইলে উহার দাতার এই ধারায় সাজা হয় না। কিন্তু যে বিষয়ে সার্টিফিকেট দিতে আইনতঃ বাধ্য বা অধিকারী, তিনি যদি সত্য সার্টিফিকেট না দিয়া মিথ্যা সার্টিফিকেট দেন, তবে তিনি এই ধারায় দণ্ডনীয় হইবেন। যে সার্টিফিকেট আদালতে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণযোগ্য সেই সার্টিফিকেট মিথ্যা হইলে উহার দাতা দণ্ডনীয় হন।[৪৪৮] ডাক্তারের সার্টিফিকেট এই ধারার আওতায় আসে না[৪৪৯] সেই প্রকার সার্টিফিকেট এই ধারার আওতায় আসে যাহা বিনা প্রমাণে আদালতে গ্রাহ্য।[৪৫০]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(১) যে দলিলকে মিথ্যা বলা হইতেছে তাহা একখানি সার্টিফিকেট।

(২) ঐ সার্টিফিকেট আইনের নির্দেশে প্রদত্ত বা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বা উহা এমন বিষয় সম্পর্কে ছিল যে সম্পর্কে আদালতে উহা গ্রাহ্য ছিল।

(৩) ঐ সার্টিফিকেটখানি মিথ্যা।

(৪) ঐ সার্টিফিকেটখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা প্রদান করিয়াছিলেন বা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

(৬) যখন তিনি উহা প্রদান করিয়াছিলেন বা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তখন তিনি উহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

মিথ্যা বলিয়া বিদিত কোন সার্টিফিকেট সত্য বলিয়া ব্যবহার করা

১৯৮। যে ব্যক্তি কোন সার্টিফিকেট কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া অনুরূপ সার্টিফিকেটকে সত্য সার্টিফিকেট বলিয়া দোষণীয়ভাবে ব্যবহার করে বা ব্যবহারের চেষ্টা করে সেই ব্যক্তি এইরূপে দণ্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

বিশ্লেষণ

মিথ্যা বলিয়া বিদিত কোন সার্টিফিকেট সত্য বলিয়া ব্যবহার করিলে ব্যবহারকারী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হন।

যে সার্টিফিকেট আইনবলে প্রদত্ত বা স্বাক্ষরিত হয় অথবা যে সার্টিফিকেট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে আনুষ্ঠানিক প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণযোগ্য হয়, সেই সার্টিফিকেট মিথ্যা জানিয়া দোষণীয়ভাবে ব্যবহার করে বা ব্যবহারের চেষ্টা করে সেই ব্যক্তি এই ধারায় দণ্ডযোগ্য।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবেঃ

(১) সংশ্লিষ্ট দলিল হইতেছে সার্টিফিকেট।

(২) উহা আইনবলে প্রদত্ত বা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল অথবা ইহা এমন তথ্য সম্পর্কে ছিল, যে তথ্য সম্পর্কে প্রমাণের জন্য উহা আদালতে গ্রহণযোগ্য ছিল।

(৩) ঐ সার্টিফিকেট মিথ্যা।

(৪) উহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা।

(৫) উহা সাক্ষরিত বা প্রদত্ত হইয়াছিল

(৬) অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মিথ্যা সার্টিফিকেট ব্যবহার করিয়াছিলেন বা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৭) তিনি উহা দোষণীয়ভাবে করিয়াছিলেন।

(৮) যখন তিনি উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন বা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন তিনি উহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা বলিয়া জানিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

আইন বলে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় ঘোষণায় প্রদত্ত মিথ্যা বিবৃতি

১৯৯। যে ব্যক্তি, তৎকর্তৃক প্রদত্ত বা সমর্থিত এমন কোন ঘোষণায় যে, ঘোষণা কোন তথ্যের সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য কোন বিচারালয় বা কোন সরকারী কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ বাধ্য বা ক্ষমতা প্রদত্ত হন, এইরূপ কোন বিবৃতি দান করে যাহা যে উদ্দেশ্যের জন্য ঘোষণা প্রদান করা হয় বা ব্যবহার করা হয়, সেই উদ্দেশ্যের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মিথ্যা বা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সেই

ব্যক্তি এইরূপে দণ্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল।

বিশ্লেষণ

আইন বলে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণীয় ঘোষণায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের তুল্য দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইবেন।

এমন অনেক বিষয় আছে, যেসব বিষয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিবৃতি প্রদান করিতে আইনতঃ বাধ্য। এই সময় বিবৃতির কথা ১৯১ ধারায় বলা হইয়াছে। আবার এমন সমস্ত তথ্য বা বিষয় আছে, যে সম্পর্কে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে বিবৃতি দিতে পারেন, এবং ইচ্ছা করিলে নাও দিতে পারেন, সেই সমস্ত বিবৃতি এই ধারার আওতায় আসে। উভয় বিবৃতি মিথ্যা হইলে শাস্তি একরূপই হয়।

ঘোষণা

যে ঘোষণা আদালত গ্রহণ করিতে বাধ্য বা সাক্ষ্যরূপে মানিয়া লইতে অধিকারী সেই ঘোষণা বর্তমান ধারার বিষয়বস্তু।[৪৫১] রাজস্ব আদালতেরও দেওয়ানী এক্তিয়ার আছে। সুতরাং রাজস্ব আদালত এফিডেফিটকে সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। রাজস্ব আদালতে মিথ্যা এফিডেফিট দাখিল করিলে ঐ ব্যক্তি এই ধারায় দোষী সাব্যস্ত হইবেন।[৪৫২] খাতকের উপর পরোয়ানা জারী সম্পর্কে ডিক্রিদার মিথ্যা ঘোষণা করিয়া থাকিলে তিনি এই ধারায় দোষী হইবেন।[৪৫৩] খাতকের সম্পত্তি ক্রোকের জন্য মিথ্যা এফিডেফিট করিয়া যদি বলা হয় যে খাতক তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে, তবে সেই মিথ্যা ঘোষণার জন্য দরখাস্তকারী দায়ী হইবেন।[৪৫৪]

তবে ঘোষণা জ্ঞান বা বিশ্বাসমতে মিথ্যা বা অসত্য হইতে হইবে, নতুবা ঘোষণাকারীকে দণ্ডযোগ্য সাব্যস্ত করা যাইবে না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘোষণা করিয়াছিলেন বা ঘোষণায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

(২) যে তথ্য সম্পর্কে ঘোষণা করা হইয়াছিল, সেই তথ্য সম্পর্কে উহা সাক্ষ্যরূপে গ্রহণযোগ্য ছিল।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ ঘোষণার মধ্যে তথ্যের বর্ণনা দিয়াছিলেন।

(৪) ঐ বর্ণনা মিথ্যা ছিল।

(৫) ঐ মিথ্যা বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছিল।

(৬) ঘোষণাকারী ঐ বর্ণনাকে মিথ্যা বা অসত্য বলিয়া জানিতেন বা বিশ্বাস করিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

মিথ্যা বলিয়া জানিয়া অনুরূপ ঘোষণাকে সত্য বলিয়া ব্যবহার করা

২০০। যে ব্যক্তি, কোন ঘোষণা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া অনুরূপ ঘোষণাকে সত্য হিসাবে দোষণীয়ভাবে ব্যবহার করে বা ব্যবহারের চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি এইরূপে দণ্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ শুধু অনানুষ্ঠানিকতার অজুহাতেই অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত ঘোষণা ১৯৯ ও ২০০ ধারার তাৎপর্যাধীনে একটি ঘোষণা বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

মিথ্যা বলিয়া জানিয়া মিথ্যা বা অসত্য ঘোষণাকে সত্য হিসাবে দোষণীয়ভাবে ব্যবহার করিলে ব্যবহারকারী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের তুল্য দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা ঘোষণাকে নিজের স্বার্থে মিথ্যা জানিয়াও দোষণীয়ভাবে ব্যবহার করে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে দণ্ডযোগ্য।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ঘোষণাকে ব্যবহার করিয়াছিলেন বা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা দোষণীয়ভাবে করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা সত্য বলিয়া ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৪। যদিও উহা মিথ্যা ছিল।

৫। উহা গুরুত্বপূর্ণ অংশে মিথ্যা ছিল।

৬। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জানিতেন।

৭। ঐ ঘোষণার তথ্য ছিল যাহা আদালত, বা কোন সরকারী কর্মচারী, বা কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য বা অধিকারী ছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধকারীকে গোপন করিবার জন্য অপরাধের সাক্ষ্য অদৃশ্য করিয়া দেওয়া বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা

২০১। যে ব্যক্তি, কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও বৈধ শাস্তি হইতে অপরাধকারীকে আশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোন প্রমাণ গোপন করে বা উক্ত উদ্দেশ্যে অপরাধ সম্পর্কে এমন কোন তথ্য সরবরাহ করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে ;

জঘন্য অপরাধের বেলায়

সেই ব্যক্তি, যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া সে জানে বা বিশ্বাস করে. সেই অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হইলে, যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে ;

দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের বেলায়

এবং অপরাধটি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা এইরূপ কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে--দণ্ডনীয় হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে ;

দশ বৎসরের কম মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের বেলায়

এবং অপরাধটি অনধিক দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইলে, অপরাধটির জন্য ব্যবস্থিত বর্ণনার কারাদণ্ডের— যাহার মেয়াদ অপরাধটির জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

খ য-কে খুন করিয়াছে জানিয়া ক খ-কে শাস্তি হইতে আশ্রয় দানের উদ্দেশ্যে শবটি গোপন করার জন্য খ-কে সাহায্য করে। ক যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডনীয় হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

অপরাধকারীকে বাঁচাইবার জন্য অপরাধের সাক্ষ্য অদৃশ্য করিয়া দেওয়া বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধীকে বাঁচাইবার জন্য এই অপরাধ করিলে অপরাধকারী অনূর্ধ্ব সাত বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা দশ বৎসর পর্যন্ত দণ্ডনীয় অপরাধীকে বাঁচাইবার জন্য এই অপরাধ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধীকে বাঁচাইবার জন্য এই অপরাধ করিলে অপরাধীর দণ্ড হইতে পারে মূল অপরাধীর দণ্ডের মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

সদৃশ ধারা

আলোচ্য আইনের ১১৮ হইতে ১২০ ধারায় অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার চক্রান্ত গোপন করাকে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৭৬ এবং ২০২ ধারায় তথ্য সরবরাহ করার বিরতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৭৭, ১৮১, ১৮২ এবং ২০৩ ধারা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করিয়াছে। ২০১ এবং ২০৪ ধারায় সাক্ষ্যকে অদৃশ্য করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

অপরাধ

এই ধারার প্রথম উপাদান হইতেছে অপরাধ। অপরাধ হইয়াছে জানিতে পারিলেই তবে অপরাধীকে বাঁচাইবার প্রশ্ন উঠে। যেখানে অপরাধ হয় নাই, সেখানে এই ধারা প্রয়োগের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

অপরাধীকে বাঁচাইবার প্রচেষ্টা

অপরাধ হইবার পর যিনি অপরাধ করিয়াছেন জানিয়া শুনিয়া দোষণীয়ভাবে তাহাকে বাঁচাইবাব চেষ্টা করা অপরাধমূলক কাজ।

সাক্ষ্যকে অদৃশ্য করিবার প্রচেষ্টা

অপরাধ সংঘটিত হইবার পর তাহা জানিয়া বুঝিয়া অপরাধী অন্যায়ভাবে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য অপসারণ করিলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। নরহত্যার মামলায় নিহত ব্যক্তির শব বা মৃতদেহ অতি আবশ্যকীয় প্রমাণ। নিহত ব্যক্তির শব বস্তার মধ্যে পুরিয়া তাহা লুকাইয়া ফেলা এই ধারার অপরাধ।[৪৫৫] এই ধারার অপরাধের মূল উপাদান হইতেছে সাক্ষ্যকে অপসারণ বা মিথ্যা তথ্য প্রদান

বা সাক্ষ্য গোপন। নিহত ব্যক্তির শব এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলেই এই ধারায় অপরাধ হয় না।[৪৫৬] স্বামী অপরাধ করিলে স্ত্রী যদি সাক্ষ্য লুকায় তবে তাহাতে তাহার অপরাধ হয় না।[৪৫৭]

অপরাধের সাক্ষ্য

অপরাধের সাক্ষ্য সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারে আসে সেই সাক্ষ্যের কথা যাহার দ্বারা অপরাধের অনুষ্ঠান প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে আসে সেই সাক্ষ্য যাহার দ্বারা অপরাধের স্থান ও সময় নির্ণয় করা যায়। তৃতীয় প্রকার সাক্ষ্যের মধ্যে আসে সেই শ্রেণী, যদ্বারা অপরাধীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। প্রথম প্রকার সাক্ষ্য 'অপসারণ' বর্তমান ধারার বিষয়বস্তু।[৪৫৮] যে অস্ত্র দিয়া অপরাধ করা হইয়াছিল, অপরাধীকে বাঁচাইবার জন্য সেই অস্ত্র সরানো এই ধারায় অপরাধ।[৪৫৯]

মিথ্যা তথ্য পরিবেশন

অপরাধীকে বিচারের অধীনে আনিবার জন্য যাহারা নিয়োজিত, তাহাদের নিকট সব জানিয়া ও বুঝিয়া সত্যকার অপরাধীকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা তথ্য স্বেচ্ছায় পরিবেশন করা এই ধারায় অপরাধ।[৪৬০]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ অনুষ্ঠানের কোন সাক্ষ্যকে অদৃশ্য করিয়াছিলেন অথবা উক্ত অপরাধ সম্পর্কে তাহার জ্ঞান ও অবগতি মতে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা করিয়াছিলেন অপরাধীকে বাঁচাইবার জন্য।

৪। তিনি জানিতেন বা বিশ্বাস করিতেন যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৫। মূল অপরাধের দণ্ডযোগ্যতার প্রকৃতিও প্রমাণ করিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

তথ্য প্রদানে বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধের তথ্য প্রদানের ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি

২০২। যে ব্যক্তি, কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত অপরাধ সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করিবার জন্য সে আইনতঃ বাধ্য ইচ্ছাকৃতভাবে তাহা প্রদান করিতে

ত্রুটি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থ-দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

তথ্য প্রদানে বাধ্য ব্যক্তি, অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়া ঐ সম্পর্কে যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য প্রদান করিতে বিরত থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

আলোচ্য আইনের ১৭৬ ধারার বিধানে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে উহা করিতে বিরত থাকেন সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেন। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অপরাধের অনুষ্ঠান জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়া এবং ঐ সম্পর্কে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকিয়া ইচ্ছাপূর্বক তথ্য প্রদানে বিরত থাকেন, সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেন। ১৭৬ ধারার এলাকা বর্তমান ধারা হইতে বৃহত্তর। কিন্তু উভয় ধারাতেই সেই ব্যক্তি অপরাধী হইবেন, যে ব্যক্তি তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য। তথ্য প্রদান, পরিবেশন, সরবরাহ বা প্রকাশ করিতে যাহারা বাধ্য তাহাদের বিবরণ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৪ ও ৪৫ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ধারাদ্বয় পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি অপরাধের অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞাত কিংবা যে ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত যে, যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি ঐ অপরাধ সম্পর্কে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা পুলিশের নিকট সংবাদ দিতে আইনতঃ বাধ্য থাকেন এবং সেই ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সংবাদ না দেন, তবে তিনি এই ধারায় দোষী সাব্যস্ত হইবেন।[৪৬১] কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন তিনি সংবাদ দিতে বাধ্য নহেন।[৪৬২] তথ্য প্রদানে বিরতি ইচ্ছাকৃত হইতে হইবে। ইচ্ছাকৃত বিরতি গোপন করার শামিল।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলি প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি তথ্য প্রদান করিতে আইনতঃ বাধ্য ছিলেন।

২। অপরাধ অনুষ্ঠান সম্পর্কে ঐ তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা ছিল।

৩। অপরাধ অনুষ্ঠান সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞাত ছিলেন।

৪। অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত ছিল।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য প্রদানে বিরত ছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অনুষ্ঠিত কোন অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান

২০৩। যে ব্যক্তি কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত অপরাধ সম্পর্কে এমন কোন তথ্য সরবরাহ করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা: ২০১ ও ২০২ ধারায় এবং অত্র ধারায় "অপরাধ" বলিতে বাংলাদেশের বাহিরে যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত এমন যে কোন কার্যকেও বুঝাইবে, যাহা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হইলে, নিম্নোক্ত যে কোন ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইত, যথা ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০।

বিশ্লেষণ

অপরাধের অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া বা অপরাধের অনুষ্ঠান যুক্তিযুক্তভাবে বিশ্বাস করিয়া উক্ত অপরাধ সম্পর্কে যে ব্যক্তি জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। এখানে এবং পূর্বের দুই ধারায় যে অপরাধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাহিরেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করিলে তাহাতে এই ধারায় অপরাধ হয় না।[৪৬৩]

ইচ্ছাপূর্বক যে কোন ব্যক্তির কাছে অসৎ উদ্দেশ্যে অপরাধের অনুষ্ঠিত সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়। সরকারী কর্মচারীর কাছে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা সর্বতোভাবে অপরাধজনক। বেসরকারী সাধারণ ব্যক্তির নিকটও অপরাধের অনুষ্ঠান সম্পর্কে স্বেচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা অপরাধজনক।[৪৬৪]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা অপরাধের অনুষ্ঠান তাহার পক্ষে বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত ছিল।

৩। ঐ অপরাধ সম্পর্কে তিনি মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে তথ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেই তথ্যকে মিথ্যা বলিয়া জানিতেন বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করার জন্য দলিল বিনষ্ট করা

২০৪। যে ব্যক্তি কোন বিচারালয়ে বা সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদায় কোন সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে আইনানুগভাবে অনুষ্ঠিত কোন মোকদ্দমায় প্রমাণ-রূপে যে দলিল পেশ করিবার জন্য সে আইনতঃ বাধ্য হইতে পারে, সেই দলিল গোপন করে বা বিনষ্ট করে, অথবা উক্ত দলিল প্রমাণ হিসাবে অনুরূপ বিচারালয়ে বা পূর্বোক্ত সরকারী কর্মচারীর নিকট পেশ করার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য বা উহা অনুরূপ উদ্দেশ্যে পেশ করিবার জন্য তাহাকে আইনতঃ সমন বা নির্দেশ দেওয়ার পর অনুরূপ দলিল সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ লোপ করে বা পাঠের অযোগ্য পরিণতঃ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি আদালত কর্তৃক কোন দলিল ব্যবহারের পথে বাধা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ঐ দলিল আদালত বা অন্য কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিয়া ঐ দলিল গোপন করে বা নষ্ট করে বা মুছিয়া ফেলে বা অপাঠ্য করে,

সেই ব্যক্তি অনূর্ধ দুই বৎসরের কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

১৭৫ ধারায় বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আইনতঃ আদালতে কিংবা সরকারী কর্মচারীর নিকট দলিল দাখিল করিতে বা প্রদান করিতে বাধ্য, সেই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দাখিল বা প্রদান না করিলে অপরাধী হইবেন। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি সেই দলিল যাহা তিনি সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে বা সরকারী কর্মচারীর নিকট দাখিল করিতে বাধ্য, উহা বা উহার অংশ গোপন বা ধ্বংস বা অবলোপন বা অপাঠ্য করেন, সেই ব্যক্তির যদি এই অভিপ্রায় থাকে যে তাহার কার্যের দ্বারা দলিলখানি সাক্ষ্যরূপে প্রদর্শিত বা ব্যবহৃত হইতে পারিবে না, তবে তিনি অপরাধী হইবেন।

দলিল গোপন

স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অসাধুভাবে দলিল দাখিল না করাকে দলিল গোপন বলা যায়। নেহায়েত অস্বীকৃতি দ্বারাই গোপন করা জ্ঞাপিত হয় না।[৪৬৫]

দালিলিক সাক্ষ্য ধ্বংস

দলিল ধ্বংস করিলেই এই ধারায় অপরাধ হয় না। যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য আইনানুগভাবে হুকুম প্রদান করা হইয়াছে এবং যে ক্ষেত্রে এই আইনানুগ হুকুম পালন করিতে কোন ব্যক্তি বাধ্য, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে দলিলকে যিনি ধ্বংস করেন তিনি অপরাধী।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন দলিল বা উহার অংশ বিশেষ গোপন করিয়াছিলেন বা ধ্বংস করিয়াছিলেন বা মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন বা অপাঠ্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

২। ঐ দলিলখানি এমন প্রকৃতির ছিল, যাহা সাক্ষ্য হিসাবে কোন আদালতে সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে দাখিল করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাইত।

৩। সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য দলিল দাখিল করিবার সমন বা বিজ্ঞপ্তি পাইবার পর তিনি উহা করিয়াছিলেন যে, ঐ দলিল অতঃপর আর দাখিল বা ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

প্রাসঙ্গিক আইন

দলিল দাখিল করিতে যাহারা বাধ্য তাহাদের বিবরণ সাক্ষ্য আইনের ১৩০ এবং ১৩১ ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐগুলি উদ্ধৃত হইল:

১৩০। দেওয়ানী মামলার পক্ষ নহে, এরূপ কোন সাক্ষীকে তাহার সম্পত্তির স্বত্ব সংক্রান্ত কোন দলিল, অথবা যে দলিল বলে কোন সম্পত্তি সে বন্ধকদার হিসাবে দখল করে সেই দলিল, অথবা যে দলিল উপস্থাপন করিলে তাহার কোন অপরাধ ধরা পড়িবার আশঙ্কা থাকে এরূপ কোন দলিল আদালতে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

যদি না, যে ব্যক্তি উক্ত দলিল উপস্থাপন করাইতে চায় তাহার বা যাহার মাধ্যমে সে অধিকার দাবী করিতেছে তাহার সহিত সাক্ষী কোন লিখিত চুক্তিতে উক্ত দলিল উপস্থাপন করিতে সম্মত হইয়া থাকে।

১৩১। কোন ব্যক্তির দখলে যদি এমন কোন দলিল থাকে, যাহা অন্য কাহারও দখলে থাকিলে তাহা উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করার অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিত, তবে শেষোক্ত ব্যক্তি সেই দলিল উপস্থাপনের সম্মতি না দিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে উহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার কার্য বা কার্যধারার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ছদ্মবেশ ধারণ

২০৫। যে ব্যক্তি, কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় মিথ্যাভাবে অন্য কাহারও রূপ ধারণ করে এবং অনুরূপ ছদ্মবেশে কোন স্বীকারোক্তি করে বা বিবৃতি দেয় বা রায় মানিয়া লয় বা কোন প্রক্রিয়া ইস্যু করায় বা জামিন বা প্রতিভূবনে বা অন্য কোন কার্য করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির রূপ ধারণ করিয়া দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার কার্যে বা কার্যধারায় কোন স্বীকারোক্তি বা বিবৃতি প্রদান করে বা দাবী মানিয়া লয় বা

পরোয়ানা জারী করায় বা জামিন হয়, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ তিন বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

সদৃশ আইন

আলোচ্য আইনে ছয়টি ধারায় ভুয়া পরিচয়ের বিধান বর্তমান। সৈনিক সম্পর্কে ভুয়া পরিচয় দিলে ১৪০ ধারার অপরাধ হয়। সরকারী কর্মচারী ভুয়া পরিচয় দিলে ১৭০ এবং ১৭১ ধারার অপরাধ হয়। ভোটার সম্পর্কে ভুয়া পরিচয় দিলে ১৭১-খ ধারার অপরাধ হয়। জুরী বা এ্যাসেসর সম্পর্কে ভুয়া পরিচয় দিলে ২২৯ ধারার অপরাধ হয়। মামলায় কোন পক্ষ বা সাক্ষী বা জামিনদার সম্পর্কে ভুয়া পরিচয় দিলে এই ধারার অপরাধ হয়।

ভুয়া পরিচয়

ভুয়া নাম লইলেই এই ধারায় অপরাধ হয় না। অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে নিজেকে চালাইয়া দিবার দুষ্কার্যকে শুধু অপরাধযোগ্য ঘোষণা করা হইয়াছে।[৪৬৬]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্যের ভুয়া পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। ঐ পরিচয়ে তিনি স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন বা বিবৃতি দিয়াছিলেন বা কোন পরোয়ানা বাহির করিয়াছিলেন বা জামিন হইয়াছিলেন বা অন্য কোন কাজ করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা কোন মামলায় বা ফৌজদারী কার্যক্রমে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বাজেয়াপ্তকৃতরূপে বা ক্রোকের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তগত করার ব্যাপারে বাধাদানের জন্য সম্পত্তি প্রতারণামূলকভাবে অপসারণ বা গোপন করা

২০৬। যে ব্যক্তি, কোন বিচারালয় বা অপর কোন যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে বা ঘোষিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া সে জানে, এমন কোন দণ্ডাজ্ঞাধীনে বাজেয়াপ্তরূপে বা কোন অর্থদণ্ড পরিশোধরূপে অথবা কোন দেওয়ানী মামলায় কোন বিচারালয় কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে বা প্রদান

করা হইবে এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া সে জানে এইরূপ কোন ডিক্রি বা আদেশ কার্যকরী করার ব্যাপারে কোন সম্পত্তি বা উহাতে নিহিত স্বার্থ গ্রহণে বাধা দান করিবার উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলকভাবে উক্ত সম্পত্তি বা উহাতে নিহিত কোন স্বার্থ অপসারণ করে, গোপন করে কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে বা সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে - যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

আদালতের মাধ্যমে যে সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে বা হইবে বা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে বা হইবে বা জরিমানা শোধের জন্য ধরা হইয়াছে বা হইবে, সেই সম্পত্তি যাহাতে ঐরূপ না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে উহা অপসারণ করিলে বা গোপন করিলে বা হস্তান্তর করিলে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

অভিপ্রায়

ডিক্রিদারের অধিকারকে বিপন্ন করিবার জন্য ডিক্রি জারীর মাধ্যমে সম্পত্তি যাহাতে ক্রোক না হইতে পারে, তজ্জন্য কেহ যদি ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করে তবে তিনি এই ধারায় অপরাধ করেন।

প্রতারণামূলকভাবে

'প্রতারণামূলকভাবে' এবং 'অসাধুভাবে' শব্দদ্বয় একার্থক নহে।[৪৬৭] প্রতারণা বলিতে তঞ্চকতা এবং ক্ষতির অভিপ্রায় বুঝায়।[৪৬৮]

খাতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবেন না বলিয়া আদালতের নিকট মুচলেকা দিলেন। অতঃপর তিনি ঐ সম্পত্তি এই উদ্দেশ্যে তাহার পুত্রের নামে হস্তান্তর করিলেন যে পুত্র উহা দাবী করিতে পারিবে; ঐ ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধ করিয়াছেন।[৪৬৯]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি অন্যের নিকট সরাইয়াছিলেন বা গোপন করিয়াছিলেন বা হস্তান্তর করিয়াছিলেন বা সমর্পণ করিয়াছিলেন।

২। আদালত বা মহাজন যাহাতে ঐ সম্পত্তি না লইতে পারেন, সেই অভিপ্রায়ে তিনি উহা করিয়াছিলেন।

৩। তাহার অভিপ্রায় প্রতারণামূলক ছিল।

৪। ঐ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল বা বাজেয়াপ্ত হইবার সম্ভাবনার মধ্যে ছিল বা জরিমানা আদায়ের জন্য কিংবা দেওয়ানী আদালতের আদেশ বা ডিক্রির ফলে ধৃত হইয়াছিল বা হইবার সম্ভাবনার মধ্যে ছিল।

৫। ঐ ধৃত হওয়া যোগ্য কর্তৃত্ব হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল বা উদ্ধৃত হইবার সম্ভাবনার মধ্যে ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

বাজেয়াপ্তকৃতরূপে বা ক্রোকের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তগত করার ব্যাপারে বাধাদানের নিমিত্ত প্রতারণামূলকভাবে উক্ত সম্পত্তি দাবী কর

২০৭। যে ব্যক্তি, কোন বিচারালয় বা অপর কোন যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে বা ঘোষিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া সে জানে, এমন কোন দণ্ডাজ্ঞাধীনে কোন সম্পত্তি বা উহাতে নিহিত কোন স্বার্থ কোন বাজেয়াপ্তরূপে বা অর্থদণ্ড পরিশোধরূপে বা কোন দেওয়ানী মামলায় কোন বিচারালয় কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে বা প্রদান করার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া সে জানে, এইরূপ কোন ডিক্রী বা আদেশ কার্যকরী করার ব্যাপারে বাধা দান করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ কোন সম্পত্তি বা উহাতে কোন স্বার্থ প্রতারণামূলকভাবে গ্রহণ করে, হস্তগত করে বা দাবী করে, অথবা কোন সম্পত্তি বা উহাতে নিহিত কোন স্বার্থের অধিকার সম্পর্কে কোন প্রকার প্রতারণা করে, সেই সম্পত্তি বা উহাতে নিহিত কোন স্বার্থে তাহার কোন অধিকার নাই বলিয়া সে জানে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বাজেয়াপ্তকৃতরূপে বা ক্রোকের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তগত করার ব্যাপারে বাধা দানের নিমিত্ত প্রতারণামূলকভাবে উক্ত সম্পত্তি দাবী করাকে এই ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই অপরাধের শাস্তি অনুর্ধ দুই বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি আইনগতভাবে ধৃত বা বাজেয়াপ্ত হওয়াকে অন্যায়ভাবে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করে বা দাবী করে, সেই ব্যক্তি এই ধারার অপরাধে দোষী।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে কোন সম্পত্তি বা উহার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বা হস্তগত করিয়াছিলেন বা দাবী করিয়াছিলেন বা ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে প্রতারণামূলক কার্য করিয়াছিলেন।

২। উহা করিবার সময় তিনি জানিতেন যে, তাহার উহা করিবার কোন অধিকার বা দাবী নাই।

(৩) বাজেয়াপ্ত, জরিমানা বা ডিক্রি জারীতে ঐ সম্পত্তি হস্তচ্যুত হওয়াকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি উহা করিয়াছিলেন।

(৪) তিনি জানিতেন যে, ঐ বাজেয়াপ্ত জরিমানা বা ডিক্রি জারীর আদেশ যোগ্য আদালত বা যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল বা উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনার মধ্যে ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

অপ্রাপ্য অর্থের জন্য প্রতারণামূলকভাবে ডিক্রি পাস করানো

২০৮। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তির প্রাপ্য নহে এমন কোন অর্থের জন্য বা অনুরূপ ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের জন্য, অথবা যে সম্পত্তি বা সম্পত্তিতে নিহিত কোন স্বার্থে উক্ত ব্যক্তির কোন অধিকার নাই, সেই সম্পত্তি বা সম্পত্তির স্বার্থের জন্য আনীত কোন মামলায় প্রতারণামূলকভাবে তাহার বিরুদ্ধে কোন ডিক্রি বা আদেশ পাস করায় বা করার ব্যাপারে

সহায়তা করে, অথবা কোন ডিক্রি বা আদেশ মিটানোর পর উহা প্রতারণামূলকভাবে তাহার বিরুদ্ধে কার্যকরী করায় বা করার ব্যাপারে সহায়তা করে বা উক্ত কার্যকরীকরণ এমন কিছু সম্পর্কিত যাহার ব্যাপারে উহা মিটানো হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

ক য-র বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। য-র বিরুদ্ধে ক-র একটি ডিক্রি লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া য প্রতারণামূলভাবে খ-র—য-র বিরুদ্ধে যাহার কোন ন্যায্য দাবী নাই—মামলায় অধিকতর অর্থের জন্য য-র বিরুদ্ধে এই উদ্দেশ্যে একটি রায় পাস করানোর ব্যাপারে সহায়তা করে, যাহাতে খ নিজের বা য-র উপকারার্থ ক-র ডিক্রির অধীনে বিক্রয় করা যাইতে পারে য-র এমনতর সম্পত্তির যে কোন বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশ লাভ করিতে পারে। য অত্র ধারার অধীনে একটি অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

অপ্রাপ্য অর্থের জন্য প্রতারণামূলকভাবে ডিক্রি পাস করানো এই ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এই দণ্ড অনূর্ধ দুই বৎসরের কারাবাস বা জরিমানা বা উভয়ই।

আদালতকে প্রতারণার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে এই ধারা নিবেদিত। যোগসাজশী মামলা করিয়া ডিক্রি করা এবং তাহার মাধ্যমে কোন সম্পত্তি লাভ করার যে কাজ, তাহা এই ধারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

উদাহরণ দ্বারা আইন প্রণেতাগণ এই ধারার অর্থ স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন :

ক 'প' এর বিরুদ্ধে পাওনা টাকার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিলেন। প খতমূলে 'ক' এর নিকট হইতে টাকা কর্জ লইয়াছিলেন 'ক'-এর দখলে খত থাকায় 'প'-এর বিরুদ্ধে তাহার দাবী মজবুত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা অবশ্যম্ভাবী যে 'প' 'ক'-এর বিরুদ্ধে ডিক্রি পাইবে। এমতাবস্থায় প ক-এর দাবীকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে খ-কে তাহার বিরুদ্ধে মামলা করিতে পরামর্শ দিলেন। 'খ' অধিক পরিমাণের অর্থ দাবী করিয়া প-এর বিরুদ্ধে মামলা করিলেন। খ এবং প-এর এই যোগসাজশী মামলায় খ-

এর পক্ষে প এর বিরুদ্ধে ডিক্রি হইল। প-এর কাছে খ-এর কিছু পাওনা নাই তবুও প এই ডিক্রি হইতে দিলেন। প ভাবিলেন যে, ক তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া একা লইতে পারিবে না, খ-কেও দিতে হইবে। প এই ধারায় অপরাধ করিয়াছেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নিজের বিরুদ্ধে কোন ডিক্রি বা আদেশ করাইয়াছিলেন বা করাইতে সহায়তা করিয়াছিলেন।

২। ঐ ডিক্রি ছিল এমন পরিমাণ অর্থের জন্য, যাহা মোটেই প্রাপ্য ছিল না বা পূর্ণভাবে প্রাপ্য ছিল না, অথবা ঐ আদেশ এমন কিছু সম্পর্কে ছিল যাহা পূর্বে প্রতিপালিত হইয়া গিয়াছে।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে কাজ করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অসাধুভাবে আদালতে মিথ্যা দাবী উত্থাপন করা

২০৯। যে ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে বা কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করিবার বা তাহাকে বিরক্ত করিবার মতলবে কোন বিচারালয়ে এমন কোন দাবী উত্থাপন করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

অসাধুভাবে আদালতে মিথ্যা দাবী উত্থাপন করার শাস্তি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

আদালতকে প্রতারণার বা অসাধুতার বা ক্ষতিজনক কাজের বা বিরক্তিজনক কাজের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে এই ধারা শাস্তির বিধান করিয়াছে।

প্রতারণামূলকভাবে মিথ্যা দাবী করা

এই ধারার অপরাধের মধ্যে দাবীর অসত্যতা প্রধান উপাদান। মামলা ডিসমিস হইলেই ধরিয়া লওয়া যায় না যে দাবী মিথ্যা ছিল।[৪৭০] অনেক কারণে মামলা

ডিসমিস হইতে পারে। সাক্ষী উপস্থিত করিবার ব্যর্থতা বা সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব প্রভৃতি কারণে মামলা ডিসমিস হইতে পারে। অনেক সময় সত্য দাবীও মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা হয়। এমতাবস্থায় এই ধারায় বাদীর কোন অপরাধ হয় না।

দাবীর অসত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান

দাবী অসত্য হইলেই অপরাধ হয় না। ইহা বাদীর জ্ঞানমতে অসত্য হওয়া প্রয়োজন। দাবী অসত্য হইলে অনুমান করা যায় যে, এই অসত্যতা সম্পর্কে দাবীদার অবহিত ছিলেন কিন্তু অনুমান সব সময় ঠিক নাও হইতে পারে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। আদালতে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা করিয়াছিল।

৩। ঐ দাবী মিথ্যা ছিল।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন।

৫। কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করিবার বা অন্যায়ভাবে লাভ করিবার বা অন্যায়ভাবে লোকসান করাইবার বা ক্ষতি করিবার বা বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই দাবী উত্থাপন করা হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রাপ্য নহে এমন অর্থের জন্য প্রতারণা-মূলকভাবে ডিক্রি অর্জন করা

২১০। যে ব্যক্তি, প্রাপ্য নহে এমন অর্থের জন্য বা প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক অর্থের জন্য, কিংবা যে সম্পত্তি বা সম্পত্তিতে নিহিত অর্থে তাহার অধিকার নাই, সেই সম্পত্তি বা সম্পত্তিতে নিহিত স্বার্থের জন্য প্রতারণা মূলকভাবে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ডিক্রি বা আদেশ অর্জন করে অথবা কোন ডিক্রি বা আদেশ মিটানোর পর প্রতারণামূলকভাবে উহা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকরী করায় বা উক্ত কার্যকরীকরণ এমন কিছু সম্পর্কিত হয়, যাহার ব্যাপারে উহা মিটানো

হইয়াছে, অথবা প্রতারণামূলকভাবে তাহার নিজের নামে অনুরূপ কোন কার্য করায় বা করার অনুমতি দেয়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

প্রাপ্য নহে, এমন অর্থের জন্য প্রতারণামূলকভাবে ডিক্রি অর্জন করিলে উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। এই ধারা ২০৮ ধারার পরিপূরক। ২০৮ ধারায় খাতকের অপরাধের কথা বলা হইয়াছে এবং বর্তমান ধারায় ডিক্রিদারের অপরাধের কথা বলা হইয়াছে।

যে টাকা পাওনা নাই, সেই টাকার জন্য বা যে টাকা পাওনা আছে তাহার চাইতে বেশী টাকার জন্য বা যে সম্পত্তি বা সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্য নহে সেই সম্পত্তি বা অধিকারের জন্য বা যে টাকা শোধ হইয়াছে, তাহার জন্য বা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা পুনরায় পাইবার জন্য প্রতারণামূলকভাবে মামলা করাকে এই ধারায় অপরাধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

প্রতারণা

বর্তমান ধারা এবং ইহার অনুপূরক এবং পরিপূরক ধারাসমূহের অপরাধে প্রতারণা একটি আবশ্যিক উপাদান। অনবধানতা বশতঃ বা ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ কোন মামলা করা বা ডিক্রি জারী করা বা মামলা হইতে দেওয়া বা ডিক্রি জারী হইতে দেওয়া অপরাধ নহে।

প্রমাণ

এব ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ডিক্রি বা আদেশ লাভ করিয়াছিলেন কিংবা তাহার নিজের নামে ডিক্রি বা আদেশ লাভ করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন বা সহায়তা করিয়াছিলেন।

২। ঐ ডিক্রি বা আদেশ ছিল সেই অর্থের জন্য যাহা প্রাপ্য ছিল না, কিংবা সেই পরিমাণ অর্থের জন্য ছিল যাহা প্রাপ্য ছিল না, কিংবা সেই সম্পত্তি বা সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে ছিল যাহা তাহার প্রাপ্য ছিল না।

৩। অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ডিক্রি বা আদেশ এমন কিছু সম্পর্কে প্রতারণা-মূলকভাবে জারী করাইয়াছিলেন, যাহা প্রদত্ত বা পরিশোধিত হইয়াছিল।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে এইসব কাজ করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

ক্ষতি সাধনের মতলবে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ

২১১। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা বা অভি-যোগের জন্য কোন ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই বলিয়া জানিয়াও, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করে বা করায়, অথবা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া মিথ্যাভাবে উক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে;

এবং যদি অনুরূপ ফৌজদারী মামলা মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়, তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডনীয় হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মিথ্যা ফৌজদারী মামলা করার শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে এবং ঐ আনয়নকারী ব্যক্তি যদি ইহা অবগত থাকে যে ঐ অভিযোগের স্থলে কোন আইনগত বা তথ্যগত ভিত্তি নাই, এবং ঐ অপর ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করিবার জন্য যদি এই অভিযোগ আনয়ন করা হয়, তবে অভিযোগ আনয়নকারী এই ধারায় দণ্ডনীয় হইবেন।

আনীত অভিযোগের গুরুত্ব আনয়নকারীর প্রতি প্রযোজ্য দণ্ডের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাইবে। আনীত অভিযোগ যদি এমন অপরাধ সম্পর্কে হয় যে তাহার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব কাল কারাবাস তাহা হইলে মিথ্যা অভিযোগকারী অনূর্ধ্ব সাত বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। অন্য প্রকার মিথ্যা অভিযোগ আনয়নকারী অনূর্ধ্ব দুই বৎসরের কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়

ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা অভিযোগ করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়। অনবধানতা বশতঃ মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিলে অপরাধ হয় না।[৪৭১]

ফৌজদারী কার্যক্রম উত্থাপন

ফৌজদারী আদালতে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা এই ধারায় অপরাধমূলক। পুলিশের নিকট মিথ্যা খবর দেওয়াও এই ধারায় অপরাধমূলক।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

১। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করা হইয়াছিল বা অভিযোগ আনা হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ফৌজদারী কার্যক্রম উত্থাপন করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন বা চার্জ আনিয়াছিলেন।

৩। ঐ কার্যক্রম বা ঐ অভিযোগের দ্বারা ঐ ব্যক্তি আসামীর পর্যায়ভুক্ত হইয়াছিলেন।

৪। ঐ অভিযোগ বা কার্যক্রম মিথ্যা এবং হিংসা প্রণোদিত ছিল।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে, ঐ প্রকার কার্যক্রম উত্থাপন করিবার বা অভিযোগ আনয়ন করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত বা আইন ভিত্তিক কারণ ছিল না।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধকারীকে আশ্রয় দান

২১২। কখনও কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে, যে ব্যক্তি, এইরূপ কোন ব্যক্তিকে আইনানুগ শাস্তি হইতে

লুকাইবার মতলবে আশ্রয় দান করে বা লুকাইয়া রাখে, যাহাকে সে অপরাধকারী বলিয়া জানে বা অপরাধকারী বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে।

জঘন্য অপরাধের বেলায়

অপরাধটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডার্হ হইলে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে ;

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডার্হ হওয়ার বেলায়

এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে, এবং অপরাধটি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডার্হ হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে- যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে ;

এবং অপরাধটি কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এবং দশ বৎসর পর্যন্ত নহে—দণ্ডার্হ হইলে অপরাধটির জন্য ব্যবস্থিত বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ অপরাধটির জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

অত্র ধারায় "অপরাধ" বলিতে বাংলাদেশের বাহিরে যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত এমন কোন কার্যকেও বুঝাইবে, যাহা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হইলে নিম্নোক্ত যে কোন ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইত, যথাঃ ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫ ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ এবং অত্র ধারার উদ্দেশ্যে, অনুরূপ প্রত্যেকটি কার্য এইরূপে দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হইবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহার জন্য দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল।

ব্যতিক্রম

অপরাধকারীর স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক আশ্রয় দান বা গোপনকরণের ক্ষেত্রে অত্র বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

উদাহরণ

ক, খ ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া জানিয়া আইনানুগ শাস্তি হইতে তাহাকে লুকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে জ্ঞাতসারে খ-কে লুকাইয়া রাখে। এই ক্ষেত্রে যেহেতু খ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয়, সেইহেতু ক অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কালের জন্য যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

অপরাধীকে শাস্তি এড়াইবার জন্য লুকাইয়া রাখা বা লুকাইবার মতলবে আশ্রয় দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অপরাধীর লুক্কায়নে সাহায্য করা বা আশ্রয় দেওয়ার অপরাধের শাস্তির তারতম্য হয়।

এই ধারার অপরাধের মধ্যে চারিটি উপাদান বর্তমান ঃ

১। অপরাধ। যেখানে কোন অপরাধ হয় নাই, সেখানে অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়ার বা লুকাইয়া রাখার কোন প্রশ্নই উঠে না। ফেরারীকে আশ্রয় দেওয়া এই ধারায় অপরাধ নহে।

২। অপরাধী। যেখানে অপরাধী নাই, সেখানে তাহাকে আশ্রয় দিবার বা লুকাইবার প্রশ্ন উঠে না। আইনের বিধান বাস্তবায়নে সহায়তা করিতে সকল নাগরিক নীতিগতভাবে বাধ্য। আইনের বিধান বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করা অপরাধ। অপরাধীকে অপরাধী জানিয়া তাহাকে লুকাইয়া রাখা বা লুক্কায়নের অভিপ্রায়ে আশ্রয় প্রদান করা অপরাধজনক।

৩। লুক্কায়ন বা লুক্কায়নের অভিপ্রায়ে আশ্রয় প্রদান। আশ্রয় প্রদান ৫২ ক ধারায় সংজ্ঞায়িত হইয়াছে।

৪। অপরাধমূলক অভিপ্রায়। আশ্রয় দিলেই অপরাধীকে শাস্তি এড়াইতে সাহায্য করা হয় না। ধরাইয়া দিবার জন্যও আশ্রয় প্রদান হইতে পারে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

৩। আশ্রিত বা লুক্কায়িত ব্যক্তি ঐ অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন বা বিশ্বাস করিতেন যে, আশ্রিত ব্যক্তি বা লুকায়িত ব্যক্তি অপরাধী।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধীকে আইনানুগ শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বা আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

অপরাধীর অপরাধের গুরুত্বও ক্ষেত্র বিশেষে প্রমাণিতব্য।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধকারীকে শাস্তি হইতে লুকাইয়া রাখিবার জন্য উপহার ইত্যাদি গ্রহণ করা

২১৩। যে ব্যক্তি, তৎকর্তৃক কোন অপরাধ গোপন করা বা তৎকর্তৃক কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের আইনানুগ শাস্তি হইতে লুকাইয়া রাখা বা তৎকর্তৃক কোন ব্যক্তিকে কোন আইনানুগ শাস্তির অধীনে আনয়নের উদ্দেশ্যে তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের না করার বিনিময়ে তাহার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন বকশিশ বা তাহার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে বা অর্জনের উদ্যোগ করে বা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়;

জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে

সেই ব্যক্তি যদি অপরাধটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডার্হ হয় তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে;

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হওয় ক্ষেত্রে

এবং যদি অপরাধটি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডার্হ হয় তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে;

এবং যদি অপরাধটি অনূর্ধ্ব দশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডার্হ হয়, তাহা হইলে অপরাধটির জন্য ব্যবহৃত

কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ উক্ত অপরাধটির জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডে দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থ দণ্ডে বা উভয়বিধি দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

অপরাধীকে শাস্তি হইতে লুকাইয়া রাখিবার বিনিময়ে অথবা কোন অপরাধ গোপন করিবার বিনিময়ে অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ন্যায্য মামলা না করিবার বিনিময়ে, নিজের জন্য বা পরের জন্য বকশিশ বা সম্পত্তি গ্রহণ করা এই ধারায় অপরাধ। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অপরাধীকে লুকাইবার বা অপরাধকে লুকাইবার বা অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা না করিবার বিনিময়ের অপরাধের শাস্তির তারতম্য হয়।

নীতি

একদিন ছিল যখন অপরাধ ছিল ব্যক্তি ভিত্তিক। দাঁতের বদলে দাঁত এবং চোখের বদলে চোখ ইহাই ছিল নীতি। যে আঘাত খাইত সে আঘাতকারীকে মারিয়া প্রতিশোধ লইত। আজ আর অপরাধ ব্যক্তি ভিত্তিক নহে, ইহা সমাজ ভিত্তিক। যে অপরাধ করে তাহাকে শায়েস্তা করা আজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য ইহা অতীব প্রয়োজন। যে গুরুতর অপরাধ করে, সে শাস্তি না পাইলে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। অপরাধের জন্য যিনি আহত হইয়াছেন, তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারেন না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বকশিশ বা সম্পত্তির পুনরধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

৩। কোন অপরাধ লুকাইবার বা অপরাধীকে লুকাইবার বা অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা না করিবার বিনিময়ে তিনি উহা করিয়াছিলেন।

অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব ক্ষেত্র বিশেষ প্রমাণিতব্য।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধীকে লুকাইয়া রাখিবার বিনিময়ে উপহার প্রদান বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ

২১৪। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন অপরাধ গোপনে করা বা তৎকর্তৃক কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের আইনানুগ শাস্তি হইতে লুকাইয়া রাখা বা তৎকর্তৃক কোন ব্যক্তিকে আইনানুগ শাস্তির অধীনে আনয়নের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা না করার বিনিময়ে কোন ব্যক্তিকে কোন বকশিশ দেয় বা দেওয়ায় বা দিতে বা দেওয়াইতে চায় বা রাজী হয় অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে চায় বা রাজী হয় ;

জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে

সেই ব্যক্তি যদি অপরাধটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডার্হ হয়, তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থ-দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডার্হ হওয়ার ক্ষেত্রে

এবং যদি অপরাধটি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডার্হ হয়, তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে, এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে

এবং যদি অপরাধটি অনূর্ধ্ব দশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ অপরাধটির জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডে দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যতিক্রম

২১৩ ও ২১৪ ধারার বিধানসমূহ এমন কোন মামলার প্রতি প্রযোজ্য নহে যে মামলায় অপরাধটি আইনানুগভাবে আপোষে মীমাংসিত হইতে পারে।

উদাহরণসমূহ

ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৮২ (১৮৮২ সালের ১০) বলে বাতিলকৃত।

বিশ্লেষণ

অপরাধ গোপন করিবার বা অপরাধীকে লুকাইয়া রাখিবার বা অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা না করিবার বিনিময়ে যে ব্যক্তি ঘুষ দেয় বা দেওয়ায়, দিতে চায় বা রাজী হয়, বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে চায় বা রাজী হয়, সেই ব্যক্তি এই ধারায় দণ্ডনীয় হইবে। দণ্ডের পরিমাণ অপরাধের গুরুত্বের কারণে কম বেশী হয়।

উদ্দেশ্য

অপরাধ লুকাইয়া রাখা বা অপরাধের জন্য মামলা না করা বা অপরাধীকে শাস্তি হইতে বাঁচাইবার জন্য আশ্রয় দান করা নিশ্চিতভাবে গর্হিত কাজ। লেখক দুঃখের সাথে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বাংলাদেশের মানুষ বুঝিতে চাহেন না যে অপরাধীকে ধরাইয়া না দেওয়া শুধু কাপুরুষতা বা দুর্বলতা নহে, বরং আইন বিরোধী কাজ। যিনি অপরাধ করিয়াছেন তাহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য যদি কেহ অগ্রসর না হন এবং পক্ষান্তরে ধরাইয়া না দেওয়াকে উচিত কাজ মনে করেন, তবে দেশের অপরাধ বাড়িয়া যাইবে। শুধু পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অপরাধ নিবারণ বা দমন সম্ভব নহে।

অপরাধ গোপন করা বা অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়া বা অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইতে বিরত থাকার জন্য অনেক তদবীরকার টাকা পয়সা বা সম্পত্তি খরচ করিয়া থাকেন, ইহাও এক ঘৃণ্য অপরাধ। এই অপরাধের বিরুদ্ধে বর্তমান ধারা নিবেদিত।

অপরাধের অনুষ্ঠান

অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইলে অপরাধ গোপন করিবার বা অপরাধীকে আশ্রয় দিবার প্রশ্ন উঠে না।[৪৭২] যে ক্ষেত্রে মূল অপরাধ অপ্রমাণিত থাকিয়া গিয়াছে এবং আসামী খালাস পাইয়াছে, সেখানে ঐ অপরাধ সম্পর্কে এই ধারায় কোন শাস্তি দেওয়া যায় না।[৪৭৩]

প্রদানকারীর অপরাধ

পূর্বের ধারায় যে ব্যক্তি অপরাধ গোপন করিবার বা অপরাধীকে আশ্রয় দিবার বা অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা না করিবার বিনিময়ে বকশিশ বা সম্পত্তি গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিকে দণ্ডযোগ্য অপরাধী ঘোষণা করা হইয়াছে। বর্তমান ধারায় যে ব্যক্তি

অপরাধ গোপন করিবার বা অপরাধীকে আশ্রয় দিবার বা অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা না করিবার বিনিময়ে বকশিশ বা সম্পত্তি প্রদান করে সেই ব্যক্তিকে দণ্ডযোগ্য অপরাধী ঘোষণা করা হইয়াছে। পূর্বের ধারায় গ্রহীতা দণ্ডনীয় আর বর্তমান ধারায় দাতা দণ্ডনীয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২। কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ব্যক্তি বকশিশ বা সম্পত্তি প্রত্যর্পন করিয়াছিলেন বা করিতে চাহিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন বা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, ঐ ব্যক্তি উহার বিনিময়ে

(ক) অন্যের অপরাধ গোপন করিবে, বা

(খ) অপরাধীকে আশ্রয় দিবে, বা

(গ) অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করিবে না। তদুপরি যে অপরাধ সম্পর্কে উহা করা হয়, তাহার গুরুত্ব প্রমাণ করিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

চোরাই মাল ইত্যাদি পুনরুদ্ধার কাযে সাহায্য করার জন্য বকশিশ গ্রহণ করা

২১৫। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিকে এমন কোন অস্থাবর সম্পত্তি যে সম্পত্তি হইতে সে অত্র বিধির অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের দরুন বঞ্চিত হইয়া থাকিত — পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সাহায্যের ছুতায় বা কারণে কোন বক্‌শিশ গ্রহণ করে বা গ্রহণ করিতে রাজী হয় বা সম্মত হয়, সেই ব্যক্তি, যদি না সে অপরাধকারীর গ্রেফতার ও উক্ত অপরাধের জন্য তাহার দণ্ড বিধান করানোর ব্যাপারে তাহার সাধ্যাধীন সমুদয় মাধ্যম ব্যবহার করে, যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

চোর বা ডাকাতকে ধরাইয়া দিবার ব্যাপারে অগ্রসর না হইয়া যে ব্যক্তি চোরাই মাল বা লুণ্ঠিত মাল উদ্ধার কার্যে সাহায্য করার জন্য বকশিশ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ দুই বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

চোরাই মাল বা লুণ্ঠিত দ্রব্য উদ্ধার করিতে সাহায্য করা কোন ক্রমেই অপরাধ-জনক নহে। গোয়েন্দার কাজ করিতে কোন দোষ নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি চোরাই মাল ফিরাইয়া দিবার নামে পণ হাঁকে, সেই ব্যক্তি দণ্ডযোগ্য অপরাধী। চোরাই মাল বা লুণ্ঠিত দ্রব্য উদ্ধার করিয়া দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবার মধ্যে কোন অপরাধ নাই। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া চোরকে ধরাইয়া না দেওয়া অপরাধ। আইন প্রণেতাগণ মনে করেন যে, চোরাই মাল উদ্ধার করা এবং চোরকে সাজা দেওয়া উভয়ই রাষ্ট্রের কর্তব্য। যে ব্যক্তি চোরাই মাল উদ্ধার করিতে সাহায্য করে কিন্তু চোরকে ধরিবার প্রচেষ্টায় অগ্রসর হয় না, সেই ব্যক্তি সম্ভবতঃ চোরের সাথে যোগসাজশে আছে। সুতরাং সেই ব্যক্তি অপরাধী।

এই ধারার উপাদান

এই ধারায় তিনটি উপাদান বর্তমান ঃ

১। কোন স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার করিবার ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য বা সাহায্য করিবার ভান করিয়া বক্‌শিশ গ্রহণ কবা বা গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়া বা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া।

২। যে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বকশিশ গ্রহণ করা হয়, সেই সম্পত্তি অপরাধের মাধ্যমে মালিক দখলকারের হস্তচ্যুত হওয়া।

৩। বক্‌শিশ গ্রহণকামী ব্যক্তি কর্তৃক চোরকে ধরিবার বা শাস্তি পাইবার পথে সাধ্যমত সাহায্য না করা।[৪৭৪]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

১। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধীর অপরাধের ফলে তাহার স্থাবর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি কিছু বক্‌শিশ লইয়াছিলেন বা লইতে সম্মত হইয়াছিলেন, বা লইতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি চোরাই মাল উদ্ধার করিতে সাহায্য করিবার বিনিময়ে বা উক্ত উদ্ধার কার্য করিবার ভান করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। অপরাধীকে ধরিবার এবং দণ্ডনীয় হইবার কাজে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করেন নাই।

মূল ধারার অনুবাদ

হাজত হইতে পলায়ন করিয়াছে এইরূপ বা যাহার গ্রেফতারের আদেশ জারী করা হইয়াছে এইরূপ অপরাধকারীকে আশ্রয় দান করা।

২১৬। কখনও কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত বা অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি উক্ত অপরাধের জন্য আইনানুগভাবে হাজতে থাকার পর, অনুরূপ হাজত হইতে পলায়ন করিলে বা কখনও কোন সরকারী কর্মচারী অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতাবলে কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের গ্রেফতারের আদেশ দিলে, যে ব্যক্তি, অনুরূপ পলায়ন বা গ্রেফতারের আদেশ সম্পর্কে অবগত হইয়াও তাহার গ্রেফতারের ব্যাপারে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করিলে বা লুকাইয়া রাখিলে সেই ব্যক্তি নিম্নোক্ত প্রণালীতে দণ্ডিত হইবে, অর্থাৎ

জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে

যে অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখা হইয়াছিল বা গ্রেফতারের আদেশ দেওয়া হয়, সেই অপরাধ মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডনীয় হইলে, যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে— যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে;

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডার্হ হওয়ার ক্ষেত্রে

অপরাধটি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা দশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইলে অর্থদণ্ড সহকারে বা ব্যতিরেকে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে; এবং অপরাধটি কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এবং দশ বৎসর নহে—দণ্ডনীয়

হইলে, উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ অনুরূপ অপরাধীর জন্য ব্যবস্থিত কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

অত্র ধারায় ও "অপরাধ" বলিতে এমন কোন কার্য বা ত্রুটিকেও বুঝাইবে যাহার জন্য কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে দোষী বলিয়া কথিত হয়। উক্ত কার্য বা ত্রুটি, সে বাংলাদেশে সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে, একটি অপরাধ হিসাবে দণ্ডনীয় বিবেচিত হইত এবং যাহার জন্য সে বহিষ্করণ সম্পর্কিত যে কোন আইনের অধীনে বা পলাতক অপরাধীসমূহ আইন, ১৮৮১ এর অধীনে বা প্রকারান্তরে বাংলাদেশে গ্রেফতার বা হাজতে আটক হওয়ার যোগ্য হইত এবং অনুরূপ প্রত্যেকটি কার্য বা ত্রুটি, অত্র ধারার উদ্দেশ্যে, এমনভাবে দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশে ইহার জন্য দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল।

ব্যতিক্রম

যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইবে সেই ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক আশ্রয় দান বা গোপন করণের ক্ষেত্রে অত্র বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

হাজত হইতে পলায়িত ব্যক্তিকে বা গ্রেফতারের জন্য আদিষ্ট অপরাধীকে যে ব্যক্তি আশ্রয় দান করে বা লুকাইয়া রাখে, সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হয়। অপরাধের গুরুত্বের উপর তাহার দণ্ডের মাত্রা নির্ভর করে।

২১২ ধারায় বলা হইয়াছে যে, অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে পলায়িত হাজতিকে বা গ্রেফতারী পরোয়ানার উদ্দিষ্ট অপরাধীকে আশ্রয় দান করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এই ধারার উপাদান

এই ধারার উপাদান নিম্নরূপ ঃ

১। কোন ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার থাকা প্রয়োজন।

২। ঐ ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া বা লুকাইয়া রাখা প্রয়োজন।

৩। যিনি উহাকে আশ্রয় দিবেন বা লুকাইয়া রাখিবেন, সেই ব্যক্তির জানা প্রয়োজন যে, গ্রেফতারের আদেশ হইয়া গিয়াছে।

৪। গ্রেফতারী পরোয়ানায় বর্ণিত ব্যক্তিকে গ্রেফতার এড়াইবার উদ্দেশ্যে আশ্রয়-দান বা লুক্কায়ন প্রয়োজন।[৪৭৫]

এই ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে বিচারের প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত বা পরাস্ত করা। সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া তাহাকে আদালতে হাজির করা বিচারের প্রবাহের একটি স্তর। সেই স্তরে বাধা প্রদান করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তি অপরাধ নাও করিতে পারে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। গ্রেফতারের হুকুম হইবার পর তাহাকে আশ্রয় দেওয়া এই ধারায় অপরাধ।[৪৭৬]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করতে হয় ঃ

১। কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন কিংবা দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিলেন।

২। ঐ কারণে তিনি হাজতে ছিলেন।

৩। তাহার এই অবস্থান আইনানুগ ছিল।

৪। তিনি পলাইয়াছিলেন।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি এই পলায়নের কথা জানিতেন।

৬। অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে অবস্থা পরিজ্ঞাত থাকিয়া ঐ ব্যক্তিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বা আশ্রয় দিয়াছিলেন।

৭। ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার হইতে বাঁচাইবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা করিয়াছিলেন।

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীও প্রমাণ করিলে চলে ঃ

১। কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের আদেশ হইয়াছিল।

২। ঐ আদেশ কোন সরকারী কর্মচারী দিয়াছিলেন।

৩। ঐ সরকারী কর্মচারী উক্ত আদেশ দিবার অধিকার রাখিতেন।

৪। অভিযুক্ত সরকারী কর্মচারী প্রদত্ত আইনানুগ আদেশের কথা জানিতেন।

৫। সম্যক অবস্থা পরিজ্ঞাত থাকিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

৬। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধীকে গ্রেফতার হইতে বাঁচাইবার জন্য উহা করিয়াছিলেন।

অপরাধীর অপরাধের গুরুত্বও প্রমাণ করিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

দস্যু বা ডাকাতকে আশ্রয় দানের শাস্তি

৪৪ ও ৪৫ ভিক্ট সি ৬৯

২১৬-ক। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিবর্গ দস্যুতা বা ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিতেছে বা সম্প্রতি দস্যুতা বা ডাকাতি অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ দস্যুতা বা ডাকাতি অনুষ্ঠান সুগম করিবার, অথবা তাহাদিগকে বা তাহাদের কোন একজনকে শাস্তি হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বা তাহাদের কোন একজনকে আশ্রয় দান করে, সেই ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: অত্র ধারার উদ্দেশ্যে, উক্ত দস্যুতা বা ডাকাতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অনুষ্ঠানের অভিপ্রায় করা হউক কিংবা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক উহা বিবেচ্য নহে।

ব্যতিক্রম

স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক অপরাধকারীকে আশ্রয়দানের ক্ষেত্রে অত্র বিধান প্রযোজ্য নহে।

২১৬-খ। ২১২, ২১৬ ও ২১৬-ক ধারাসমূহে "আশ্রয়"-এর সংজ্ঞা দণ্ডবিধি সংশোধন আইন, ১৯৪২ (১৯৪২ সালের ৮) এর ৩ ধারার বলে বাতিলকৃত।

বিশ্লেষণ

দস্যুতা বা ডাকাতি করিবার উদ্যোগ করিতেছে জানিয়া উক্ত অপরাধকে সুগম করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা সম্প্রতি কালে দস্যুতা বা ডাকাতি করিয়াছে, জানিয়া ডাকাত বা দস্যুদের শাস্তি হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি আশ্রয় দেন, তিনি অনূর্ধ সাত বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

এই ধারা ডাকাত বা দস্যুগণকে আশ্রয় দিবার বিরুদ্ধে নিবেদিত। যাহারা ডাকাতি বা দস্যুতা করিয়াছে তাহাদের আশ্রয়দাতাকে ২১২ ধারায়ও সাজা দেওয়া যায়। কিন্তু ডাকাত এবং দস্যুদের ক্ষেত্রে বর্তমান ধারার বর্ধিত শাস্তি আশ্রয় দাতাকে দেওয়া উচিত।

অপরাধ পূর্ব সময়ে আশ্রয় দান

ডাকাতি করিবার পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে ডাকাতকে আশ্রয় দেওয়া এই ধারার অপরাধ। এমন ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া অপরাধ যে ব্যক্তি ডাকাতি করিবে। সেই আশ্রয়, দাতাই অপরাধী যিনি জানেন বা বিশ্বাস করেন যে, তাহার আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি ডাকাতি করিবে এবং উক্ত আশ্রয়ের ফলে তাহার ডাকাতিতে অনেক সুবিধা আসিবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। কতিপয় ব্যক্তি সম্প্রতি কালে ডাকাতি বা দস্যুতা করিয়াছিলেন বা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জানিতেন বা উহা তাহার পক্ষে বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহাদের সকলকে বা কাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি আশ্রয় দিয়াছিলেন এই অভিপ্রায়ে যে,

(ক) ডাকাতি বা দস্যুতা অনুষ্ঠান সুগম হইবে, বা

(খ) আশ্রিত ব্যক্তি শাস্তি হইতে বাঁচিবে।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্যকরণ

২১৭। যে ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী হইয়া এইরূপ, উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার নিজেকে কোন পথে পরিচালিত করিতে হইবে সেই সম্পর্কে আইনের কোন

নির্দেশ অমান্য করে যে, কোন ব্যক্তিকে সে আইনানুগ শাস্তি হইতে বাঁচাইবে বা সে যে শাস্তি পাইবার যোগ্য তাহাকে তাহা হইতে স্বল্পতর শাস্তির অধীন করিবে অথবা যে কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত হইতে বা উক্ত সম্পত্তি আইনতঃ যে ব্যয়ভারের অধীন সেই ব্যয়ভার হইতে বাঁচাইবে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে সরকারী কর্মচারী কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে আইনের নির্দেশ অমান্য করে, সেই সরকারী কর্মচারী অনুর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। আইনের নির্দেশ অমান্য করিয়া পক্ষপাতিত্ব করা এই ধারায় অপরাধ।

নীতি

সরকারী কর্মচারীগণ সাধারণতঃ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সেই ক্ষমতা তাহারা আইনের নির্দেশ অনুসারে প্রয়োগ করিতে বাধ্য। যতক্ষণ তাহারা আইনের মধ্যে থাকিয়া কাজ করেন, ততক্ষণ তাহারা নিরাপদ। আইনের বাহিরে গেলে তাহার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আইন বহির্ভূত কাজ যদি অসাবধানতা বশতঃ হয় তবে তাহা হয়ত অপরাধজনক হইবে না কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজ দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী।

২। তাহার কাজ করিবার পদ্ধতি নিয়মাবদ্ধ।

৩। তিনি সেই নিয়ম জ্ঞাতসারে অমান্য করিয়াছিলেন।

৪। তিনি এই অভিপ্রায়ে কিংবা ইহা জানিয়া নিয়ম অবমাননা করিয়াছিলেন যে তদ্বারা তিনি,

(ক) কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন, বা

(খ) তাহাকে প্রাপ্য শাস্তি হইতে কম শাস্তি পাওয়াইয়া দিবেন, বা
(গ) কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে রক্ষা করিবেন, বা
(ঘ) সম্পত্তির ব্যয়ভার হইতে রক্ষা করিবেন।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রস্তুতকরণ

২১৮। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন রেকর্ড বা অন্যবিধ লিপি প্রণয়নের ভারপ্রাপ্ত হইয়া জনগণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের লোকসান বা ক্ষতি সাধনকল্পে বা অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া অথবা কোন ব্যক্তিকে আইনানুগ শাস্তি হইত বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বা বাঁচাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, কিংবা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে বা উক্ত সম্পত্তি আইনতঃ অন্যবিধ যে ব্যয়ভারের অধীনে তাহা হইতে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বা বাঁচাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, উক্ত রেকর্ড বা লিপি এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করে, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে সরকারী কর্মচারী জনসাধারণকে বা কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে বা ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা জানিয়া বা কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে বাঁচাইবার বা বাঁচিবার সম্ভাবনা জানিয়া বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে বা বাঁচিবার সম্ভাবনা জানিয়া ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রণয়ন করেন, সেই সরকারী কর্মচারী অনূর্ধ তিন বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

বর্তমান ধারার মধ্যে নিম্নবর্ণিত তিনটি উপাদান বর্তমান ঃ

১। কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং রেকর্ড বা লিপি প্রণয়ন করা তাহার দায়িত্ব ছিল।

২। তিনি জ্ঞাতসারে ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা এই অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন যে, তাহার ঐ দুষ্কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি বা জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বা কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি হইতে বাঁচিবে বা কোন ব্যক্তি আইনানুগ শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে।

নীতি

সরকারী কর্মচারীর উপর যে দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহারা তাহা সততা ও সাধুতার সহিত সম্পন্ন করিবেন; ইহাই বাঞ্ছনীয়। সততা ও সাধুতার পরিবর্তে তাহারা যদি অসৎ ও অসাধুভাবে তাহাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন, তবে তাহা তাহাদের পক্ষে অন্যায় কাজ বলিয়া গণ্য হয়। এই অসৎ এবং অসাধু কাজ দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি বা জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তাহারা (সরকারী কর্মচারীগণ) এই ধারায় শাস্তিযোগ্য হন। মিথ্যা লিপি বা রেকর্ড প্রণয়ন করিলেই তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। কাহাকেও ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে যখন উহা করা হয়, তখনই উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।[৪৭৭]

ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী

যে সরকারী কর্মচারী যে কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত সেই সরকারী কর্মচারী তাহার দায়িত্বের অন্তর্গত কাজের মধ্যে ভুল রেকর্ড প্রভৃতি প্রণয়ন করিলে তবেই তাহার শাস্তি হয়। যাহার যে কাজ নহে, সে কাজে ভুল লিপি বা রেকর্ড করিলে তাহার শাস্তি হয় না।[৪৭৮]

অভিপ্রায়

কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি করিবার জন্য বা কোন সম্পত্তিকে আইনানুগ বাজেয়াপ্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে আইনানুগ শাস্তি হইতে বাঁচাইবার জন্য যখন কোন সরকারী কর্মচারী ভুল লিপি বা রেকর্ড প্রণয়ন করেন, তখন তিনি অপরাধী। তাহার অভিপ্রায় প্রমাণিত হইলেই তিনি দোষী হইবেন; তাহার অভিপ্রায় সার্থক না হইলেও কিছু আসিয়া যায় না।[৪৭৯]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণকরিতে হয়:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি রেকর্ড বা লিপি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা অশুদ্ধভাবে করিয়াছিলেন।

৩। তৎকালে তিনি সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

৪। তিনি লিপি বা রেকর্ড প্রণয়ন করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

৫। তিনি ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রণয়ন করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্য বা ইহা জানিয়া যে,

(ক) তদ্বারা কোন ব্যক্তি বা জনসাধারণ লোকসান বা ক্ষতির মধ্যে পড়িবে, অথবা

(খ) কোন ব্যক্তি আইনানুগ শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে, অথবা

(গ) কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি হইতে অথবা ব্যয়ভার হইতে রক্ষা পাইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বিচার বিভাগীয় মামলায় আইনের প্রতিকূলে অসাধুভাবে বিবরণী ইত্যাদি প্রণয়ন করা

২১৯। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া কোন বিচার বিভাগীয় মামলার যে কোন পর্যায়ে অসাধুভাবে বা বিদ্বেষাত্মকভাবে এইরূপ কোন রিপোর্ট, আদেশ, রায় বা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন বা ঘোষণা করে, যাহা সে আইনের পরিপন্থী বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে সরকারী কর্মচারী বিচার বিভাগীয় মামলায় বেআইনী রায় বা আদেশ দেন সেই কর্মচারী কর্মচারী অনূর্ধ্ব সাত বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

এই ধারার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতে হইলে প্রথমতঃ একটি বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম থাকিতে হইবে। বিচার বিভাগীয় কার্য বলিতে তাহাই বুঝায়; যাহার মধ্যে অনিবার্য-ভাবে দুইটি বিবাদমান পক্ষ আছে এবং সেই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিকার দাবী করিতেছে এবং সেই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী কর্মচারী অথবা বিচারকের সিদ্ধান্ত দিতে হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ কোন আদেশ, রায় বা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন বা ঘোষণা থাকিবে। যেখানে কোন আদেশ, রায় বা সিদ্ধান্ত নাই সেখানে এই ধারা প্রযুক্ত হয় না।[৪৮০] তৃতীয়তঃ এই রায়, আদেশ বা সিদ্ধান্ত অসাধু বা বিদ্বেষাত্মক বলিতে এমন অন্যায় কাজ বুঝায়, যাহা ন্যায় সমর্থিত নহে।

নীতি

এই ধারা এবং পরবর্তী ধারায় সেই সমস্ত বিচার বিভাগীয় আদেশকে অপরাধ-জনক ঘোষণা করা হইয়াছে, যাহা প্রদান করা হয় ঘুষের বা বিদ্বেষের প্রভাবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলি প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

২। তিনি বিচার বিভাগীয় কার্যে রত ছিলেন।

৩। তদবস্থায় তিনি রিপোর্ট, আদেশ, রায় বা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন বা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা অসাধুভাবে বা বিদ্বেষাত্মকভাবে করিয়াছিলেন।

৫। ঐ রিপোর্ট, আদেশ, রায় বা সিদ্ধান্ত আইনের পরিপন্থী ছিল।

৬। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জানিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

আইনের পরিপন্থী কার্য করিতেছে বলিয়া জানেন এমন কোন কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বিচার বা আটকের জন্য সোপর্দকরণ

২২০। যে ব্যক্তি, ব্যক্তিসমূহকে বিচার বা আটকের জন্য সোপর্দ করিতে বা ব্যক্তিসমূহকে আটক করিয়া রাখিতে আইনানুগ ক্ষমতা প্রদানকারী কোন পদে সমাসীন থাকিয়া উক্ত কর্তৃত্ব বলে অসাধুভাবে বা বিদ্বেষাত্মকভাবে কোন ব্যক্তিকে বিচার বা আটকের জন্য সোপর্দ করে বা কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখে এবং অনুরূপ কার্য সম্পাদনে আইনের পরিপন্থী কার্য করিতেছে বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে সরকারী কর্মচারী কোন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য সোপর্দ করিতে বা আটক করিতে পারেন, সেই ব্যক্তি বেআইনীভাবে যদি কোন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য সোপর্দ করেন

এবং আটক করিয়া রাখেন, তবে তিনি অনূর্ধ্ব সাত বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। তবে এই কাজ অসাধুভাবে বা বিদ্বেষাত্মকভাবে করা হইয়াছে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া প্রয়োজন।

এই ধারার মূল উপাদান হইতেছে সরকারী কর্মচারীর বিদ্বেষ বা অসাধুতা। যে সরকারী কর্মচারী বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া বা ঘুষ খাইয়া অন্যায়ভাবে আইনের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে আটক করে বা বিচারে সোপর্দ করে, সেই সরকারী কর্মচারী এই ধারায় অপরাধী। বেআইনী সোপর্দ বা আটক হইলেই এই ধারায় অপরাধ হয় না। বিদ্বেষ বা অসাধুতা থাকা প্রয়োজন।[৪৮১] যে কাজ আইনসম্মত, সরকারী কর্মচারী সেই কাজ করিলে তাহার বিরুদ্ধে এই ধারায় অভিযোগ আনা যায় না। কারণ তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা আইনতঃ করিতে তিনি বাধ্য; বিদ্বেষ থাকিলেও বাধ্য আবার সাধুভাবেও বাধ্য।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারী কার্যে রত ছিলেন।

২। ঐ অবস্থায় তাহার অধিকার ছিল ঃ

(ক) কোন ব্যক্তিকে আটক করা, বা

(খ) আটকের জন্য সোপর্দ করা, বা

(গ) বিচারে সোপর্দ করা।

৩। তিনি উপযুক্ত কোন কাজ করিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা অসাধুভাবে বা বিদ্বেষাত্মকভাবে করিয়াছিলেন।

৫। তাহার কাজ আইনের পরিপন্থী ছিল।

৬। তিনি উহা জানিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

গ্রেফতার করিতে বাধ্য এমন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে গ্রেফতার করার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত-ভাবে ত্রুটি

২২১। যে ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী হইয়া অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতায় কোন অপরাধে অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে বা আটক করিয়া রাখিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফতার

না করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ব্যক্তিকে পলাইয়া যাইতে দেয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ আটক হইতে অনুরূপ ব্যক্তির পলায়নে বা পলায়নের উদ্যোগে সাহায্য করে, সেই ব্যক্তি নিম্নোক্তরূপে দণ্ডিত হইবে, অর্থাৎ—

যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল, সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হওয়ার যোগ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে অর্থদণ্ড সহকারে বা ব্যতিরেকে, যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে ; অথবা

যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রদানযোগ্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হওয়ার যোগ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে অর্থদণ্ড সহকারে বা ব্যতিরেকে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে -যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে ; অথবা

যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল সেই ব্যক্তি দশ বৎরের কম মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হওয়ার যোগ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে অর্থদণ্ড সহকারে বা ব্যতিরেকে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যে সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব বা গ্রেফতার হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাহার দায়িত্ব বা ঐ সব ব্যক্তিকে আটক রাখিতে যিনি আইনতঃ বাধ্য, তিনি যদি স্বেচ্ছায় ঐ সমস্ত ব্যক্তিদিগকে গ্রেফতার না করেন বা পলাইয়া যাইতে দেন বা পলায়নে সাহায্য করেন তবে,

সেই ব্যক্তি অপরাধী। তিনি কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয়। যাহাদিগকে তিনি সাহায্য করেন, তাহাদিগের অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী তাহার অপরাধের গুরুত্ব নির্ধারিত হয়।

যে সমস্ত ব্যক্তি গ্রেফতার হইয়াছেন এবং যে সমস্ত ব্যক্তি গ্রেফতার হইবার যোগ্য হইয়াছেন, তাহাদিগকে যথাক্রমে পলাইয়া যাইতে দিলে কিংবা গ্রেফতার না করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়। বলা বাহুল্য যাহারা এই সমস্ত কাজ করিতে বাধ্য তাহারাই এই অপরাধ করিতে পারেন, অন্যেরা নয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। কোন ব্যক্তি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন বা অপরাধের জন্য গ্রেফতার-যোগ্য হইয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং আইনতঃ ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা আটক করিতে বাধ্য ছিলেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি,

(ক) গ্রেফতার করা হইতে বিরত ছিলেন, বা

(খ) ঐ ব্যক্তিকে পলাইয়া যাইতে দিয়াছিলেন, বা

(গ) ঐ ব্যক্তিকে পলাইতে বা পলাইবার প্রয়াস করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

দণ্ডাজ্ঞাধীন বা আইনানুগভাবে সোপর্দকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে বাধ্য এমন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে গ্রেফ্তার করার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত-ভাবে ত্রুটি

২২২। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতায় কোন অপরাধের জন্য কোন বিচারালয়ের দণ্ডাজ্ঞাধীন বা আইনানুগভাবে হাজতে প্রেরিত কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা আটক করিয়া রাখিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ব্যক্তিকে পলাইয়া যাইতে দেয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ আটক হইতে অনুরূপ ব্যক্তির পলায়নে বা

পলায়নের উদ্যোগে সাহায্য করে, সেই ব্যক্তি নিম্নোক্তরূপে দণ্ডিত হইবে, অর্থাৎ—

যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল, সেই ব্যক্তি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাধীন হয়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা অর্থদণ্ড সহকারে বা ব্যতিরেকে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে ; অথবা

যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল সেই ব্যক্তি কোন বিচারালয়ের দণ্ডাজ্ঞা বলে বা অনুরূপ দণ্ডাজ্ঞা হ্রাসকরণের দরুন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা দশ বৎসর বা তদুর্ধ্ব মেয়াদী কারাদণ্ডাজ্ঞাধীন হয়, তাহা হইলে অর্থদণ্ড সহকারে বা ব্যতিরেকে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে,—দণ্ডিত হইবে ; অথবা

যদি আটক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল সেই ব্যক্তি, কোন বিচারালয়ের দণ্ডাজ্ঞা বলে, অনুর্ধ দশ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদী কারাদণ্ডাজ্ঞাধীন হয় বা যদি উক্ত ব্যক্তি আইনতঃ হাজতে প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে সরকারী কর্মচারী আদালতের আদেশে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে কিংবা আটক রাখিতে বাধ্য, সেই সরকারী কর্মচারী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ঐরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে বিরত থাকেন বা পলাইয়া যাইতে দেন বা পলাইয়া যাইতে সাহায্য করেন, তবে তিনি অপরাধ করিবেন। যাহাকে তিনি সাহায্য করেন, তাহার অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দোষী সরকারী কর্মচারীর দণ্ডের মাত্রা নিরূপিত হয়।

পূর্বের ধারায় যাহা বলা হইয়াছে, এই ধারায় তাহা প্রযোজ্য। অধিকন্তু এই ধারায় সেই সমস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা অপরাধ ঘোষণা করা হইয়াছে, যে সমস্ত ব্যক্তি দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

২। তিনি কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে বা আটক রাখিতে আইনতঃ বাধ্য ছিলেন।

৩। সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে বা আটক রাখিতে তিনি বাধ্য ছিলেন, যে ব্যক্তি আদালত কর্তৃক কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়াছে বা আটকের জন্য সোপর্দ হইয়াছে।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে বিরত ছিলেন বা ইচ্ছাপূর্বক পলাইয়া যাইতে দিয়াছিলেন বা তাহার পলায়নে বা পলায়নের উদ্যোগে সহায়তা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীর অবহেলার দরুন আটক বা হাজত হইতে পলায়ন

২২৩। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতায় কোন অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত বা আইনানুগভাবে আটক করিয়া রাখিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়া অবহেলাপূর্বক অনুরূপ ব্যক্তিসমূহকে আটক হইতে পলাইয়া যাইতে দেয়, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে সরকারী কর্মচারী কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিতে আইনতঃ বাধ্য, তিনি যদি ঐ ব্যক্তিকে অবহেলাভরে পলাইয়া যাইতে দেন, তবে তিনি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ডে, অথবা অর্থ দণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। এই ধারায় সরকারী কর্মচারীর অবহেলাকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

অবহেলাভরে

এই ধারার অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তির অবহেলার ফলেই পলায়ন সম্ভব হইয়াছিল।[৪৮১]

অবহেলা প্রমাণ করিতে হইলে প্রথমে অভিযুক্ত ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের বিবরণ জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। কর্তব্যের সীমানা জানিতে পারিলেই অবহেলার প্রশ্ন বিবেচনা করা যায়; তৎপূর্বে নহে।[৪৮২]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

২। তিনি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বা অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে বা আইনতঃ হাজতে প্রেরিত ব্যক্তিকে আটক রাখিতে বাধ্য ছিলেন।

৩। তিনি ঐ ব্যক্তিকে পলাইতে দিয়াছিলেন।

৪। তাহার অবহেলার ফলে ঐ পলায়ন সম্ভব হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতারে তৎকর্তৃক বাধা দান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

২২৪। যে ব্যক্তি, যে অপরাধের জন্য সে অভিযুক্ত হয় বা দণ্ডিত হইয়াছে, সেই অপরাধের জন্য তাহার নিজের আইনানুগ গ্রেফতারে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বাধা দেয় বা বেআইনী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অথবা অনুরূপ অপরাধের জন্য সে যে হাজতে আইনানুগ-ভাবে আটক হয়, সেই হাজত হইতে পলায়ন করে বা পলায়নের উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা: অত্র ধারায় ব্যবস্থিত শাস্তি গ্রেফতারযোগ্য বা হাজতে আটকযোগ্য ব্যক্তি যে অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হইয়াছিল, সেই অপরাধের জন্য যে শাস্তির বিধান রহিয়াছে তাহার অতিরিক্ত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইয়া বা দণ্ডিত হইয়া গ্রেফতারে বাধা দেয় বা হাজত হইতে পলাইয়া যায়, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ দুই বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

নীতি

যে ব্যক্তি কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি গ্রেফতার হইতে পারে। গ্রেফতারের হুকুম দিবার অধিকার যে সরকারী কর্মচারীর আছে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতারের হুকুম দিতে পারেন। যাহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারের হুকুম হয়, গ্রেফতার স্বীকার করিয়া লওয়া তাহার পক্ষে উচিত। তিনি উহা স্বীকার না করিয়া যদি অন্যায়ভাবে গ্রেফতারে বাধা প্রদান কিংবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, তবে তিনি আরেকটি অপরাধ করিয়া বসেন। অপরাধে অভিযুক্ত হইবার পর ঐ ব্যক্তি যদি দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হন এবং সেই দণ্ড কার্যকরী করিবার জন্য তাহাকে গ্রেফতারের উদ্যোগ লওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রেও তিনি গ্রেফতার মানিয়া লইতে বাধ্য। মানিয়া না লইয়া তিনি যদি বাধা দেন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, তবে এই কাজ দ্বারা তিনি আরেকটি অপরাধ করেন।

যে ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়া কারাগারে আটক আছেন, মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা খালাসের হুকুম না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করিতে বাধ্য। তাহা না করিয়া তিনি যদি সেই স্থান হইতে পলায়ন করেন বা পলায়নের উদ্যোগ করেন, তবে আইনের দৃষ্টিতে তিনি অপরাধ করেন।

আইন দাবী করে যে, সকলেই আইনের শাসন মানিয়া চলিবে। আইনের আদেশ যতই তিক্ত বা কঠোর হউক না কেন, তাহাকে অমান্য বা অশ্রদ্ধা করিবার অধিকার কাহারো নাই। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারের হুকুম হইয়াছে, সেই ব্যক্তির জানা উচিত যে, গ্রেফতারে বাধা দিয়া তাহার কোন ফায়দা হইবে না বরঞ্চ ঐ পথে গেলে তিনি অধিকতর বিপদে জড়াইয়া পড়িবেন। যে ব্যক্তির কারাদণ্ড হইয়াছে, তাহার বোঝা উচিত যে, আইনের আদেশ তাহাকে মানিতেই হইবে, পলায়নে তাহার মুক্তি আসিবে না; বিপদ বাড়িবে মাত্র।

তবে যে আদেশকে মানিয়া চলার কথা হইতেছে, সেই আদেশ আইনানুগ হওয়া চাই; অন্যথায় এই নীতি প্রযুক্ত হইবে না।

যে ক্ষেত্রে গ্রেফতারের আদেশ কিংবা আটকের আদেশ বেআইনী, সেই ক্ষেত্রে এই ধারার প্রয়োগ নাই। বেআইনী আটক হইতে পলায়ন অবৈধ নহে।[৪৮৩]

ইচ্ছাকৃতভাবে

প্রায় সকল অপরাধের মত এই অপরাধেরও মূল উপাদান অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পলায়নের চেষ্টা না করেন, তবে তিনি দণ্ডনীয় হন না।[৪৮৪] আটক হইতে যে ব্যক্তিকে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, সেই ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধী নহে।[৪৮৫]

বাধা বা প্রতিবন্ধকতা

গ্রেফতারের প্রয়াস যে ক্ষেত্রে আইনানুগ, সেই ক্ষেত্রে উহাতে বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অপরাধমূলক।[৪৮৬] যে অপরাধের জন্য গ্রেফতারের হুকুম হয়, সেই অপরাধ যদি পরে অপ্রমাণিত হইয়া যায় তবুও শুধুমাত্র সেই কারণে গ্রেফতারের আদেশ অবৈধ হয় না এবং সেই আদেশ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে তাহা অপরাধ হয়।[৪৮৭] পুলিশ দেখিয়া দৌড়াইয়া পলাইলে এই ধারায় অপরাধ হয় না। বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মধ্যে কিছু শক্তির ব্যবহার নিহিত থাকে।[৪৮৮]

বৈধ আটক হইতে পলায়ন

আইনানুগভাবে গ্রেফতার হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারের প্রত্যাশা করিবেন। মুক্তির জন্য আইনানুগ আদেশের পূর্বে তিনি যদি মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন, তবে তাহা অপরাধ।[৪৮৯] আটক বলিতে সব সময় কারাগারে আটক বুঝায় না। দারোগার হাতে আটক ব্যক্তিও আইনানুগ আটকে থাকে। তাহার পলায়ন অপরাধমূলক।

প্রমাণ

এই ধারার দুইটি ভাগ। প্রথম ভাগের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২। তিনি বাধা দিয়াছিলেন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

৩। ঐ বাধা বা প্রতিবন্ধকতা তাহার গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ছিল।

৪। ঐ বাধা এবং প্রতিবন্ধকতা বেআইনী ছিল।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ বাধা দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ভাগের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন বা অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

২। তিনি আটকে আবদ্ধ ছিলেন।

৩। ঐ আটক আইনানুগ ছিল।

৪। ঐ আটক সেই অপরাধের কারণে হইয়াছিল, যাহার জন্য তিনি অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

৫। তিনি আটক হইতে পলাইয়াছিলেন বা পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৬। তিনি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অপর ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতাবে বাধা দান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা

২২৫। যে ব্যক্তি কোন অপরাধের জন্য আর কোন ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফ্তারে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন প্রকার বাধা দান করে বা বেআইনী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের জন্য আইনানুগভাবে উক্ত ব্যক্তিকে যে হাজতে আটক করা হইয়াছে, সেই হাজত হইতে উদ্ধার করে বা উদ্ধারের উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

অথবা, যদি গ্রেফতারের যোগ্য ব্যক্তি বা উদ্ধারকৃত বা উদ্ধারের জন্য উদ্যোগকৃত ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হইবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে ;

অথবা যদি গ্রেফতার হইবার যোগ্য বা উদ্ধারকৃত বা উদ্ধারের জন্য উদ্যোগকৃত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত বা গ্রেফতার হইবার যোগ্য হয় তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—

যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে ;

অথবা, যদি গ্রেফতার হইবার যোগ্য বা উদ্ধারকৃত বা উদ্ধারের জন্য উদ্যোগকৃত ব্যক্তি কোন বিচারালয়ের দণ্ডাজ্ঞাধীনে বা অনুরূপ দণ্ডাজ্ঞা হ্রাসকরণের দরুন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা দ্বীপান্তর দণ্ডে বা দশ বৎসর বা তদুর্ধ মেয়াদী কারাদণ্ডাজ্ঞাধীন হয়, তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে ;

অথবা যদি গ্রেফতার হইবার যোগ্য বা উদ্ধারকৃত বা উদ্ধারের জন্য উদ্যোগকৃত ব্যক্তি, মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাধীন হয়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ অনূর্ধ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

অপর ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতারে বাধাদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং অপর ব্যক্তিকে আইনানুগ আটক হইতে উদ্ধার করা বা উদ্ধারের চেষ্টা করা এই ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ। যে ব্যক্তিকে এইভাবে সাহায্য করা হয় সেই ব্যক্তির অপরাধের তুলনায় সাহায্যকারীর শাস্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

অপরাধীকে উদ্ধার

'উদ্ধার' শব্দটি আলোচ্য দণ্ডবিধিতে সংজ্ঞায়িত হয় নাই। যাহাদের হাতে বা অধীনে বা দখলে কোন ব্যক্তি আটক আছে, তাহাদের হাত অধীনতা বা দখল হইতে শক্তি প্রয়োগে মুক্ত করাকে উদ্ধার বলে। আটক ব্যক্তির পলায়নে শক্তি দিয়া সাহায্য করাকেও উদ্ধার বলা যায়। তবে পলাইয়া যাইতে দেওয়াকে উদ্ধার করা বলা যায় না।

বর্তমান ধারার এবং পূর্বের ধারার একটি আবশ্যিক উপাদান হইতেছে গ্রেফতার বা আদেশের বৈধতা। যেখানে গ্রেফতার বা আটক অবৈধ, সেখানে বাধা প্রদান বা উদ্ধার কার্য অপরাধজনক নহে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। কোন ব্যক্তি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া গ্রেফতার হইতেছিলেন বা কোন ব্যক্তি আইনানুগ আটকাবদ্ধ ছিলেন।

২। ঐ গ্রেফতার বা আটক আইনানুগ ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির গ্রেফতারে বাধাদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন বা আটকাবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত হয় নাই এমন ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর পক্ষে গ্রেফতারে ত্রুটি-করণ বা পলায়নে

২২৫-ক। যে ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী হইয়া অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতায় ২২১ ধারা ২২ ধারা বা ২২৩ ধারার বা আপাততঃ প্রচলিত অপর কোন আইনে ব্যবস্থিত নহে এইরূপ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে বা আটক করিয়া রাখিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়া উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার না করে বা তাহাকে আটক হইতে পলাইয়া যাইতে দেয়, সেই ব্যক্তি—

(ক) যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ করে, তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে ; এবং

(খ) যদি সে অবজ্ঞাপূর্বক এইরূপ করে, তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত হয় নাই, এমন ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর পক্ষে গ্রেফতারের ত্রুটি বা পলায়নের সম্মতি অপরাধমূলক।

এই ধারা ২২১, ২২২ এবং ২২৩ ধারার পরিপূরক। ঐ তিন ধারায় সরকারী কর্মচারীর এই বিষয় সম্পর্কে অপরাধের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ তিন ধারার বাহিরে এই বিষয়ে অপরাধ খুব কম হইতে পারে। তবে উহা অসম্ভব নহে। এই ধারার প্রয়োগ তাই অতীব বিরল।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

২। তিনি সরকারী কর্মচারীরূপে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে বা আটক রাখিতে আইনতঃ বাধ্য ছিলেন।

৩। তিনি ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে বিরত ছিলেন বা তাহাকে পলাইতে দিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাভরে করিয়াছিলেন।

৫। তাহার অপরাধ দণ্ডবিধির ২২১, ২২২, ২২৩ কিংবা অন্য আইনে পড়ে না।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত নহে এইরূপ ক্ষেত্রে আইনতঃ গ্রেফতারের বাধাদান করা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অথবা পলায়ন বা উদ্ধার করা

২২৫-খ। যে ব্যক্তি, ২২৪ ধারা বা ২২৫ ধারায় অথবা আপাততঃ প্রচলিত অপর কোন আইনের ব্যবস্থিত নহে এইরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতারে বাধা দান করে বা বেআইনী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, অথবা আইনানুগভাবে সে যে হাজতে আটক রহিয়াছে সেই হাজত হইতে পলায়ন করে বা পলায়নের উদ্যোগ করে, কিংবা অপর কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি আইনানুগভাবে যে হাজতে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে সেই হাজত হইতে উদ্ধার করে বা উদ্ধারের উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে, অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত নহে, এইরূপ ক্ষেত্রে আইনতঃ গ্রেফতারে বাধাদান করা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা পলায়ন করা বা পলায়নের চেষ্টা করা বা আটক হইতে উদ্ধার করা এই ধারার অপরাধ। যখন কোন ব্যক্তি আটক হইতে পলায়ন করে কিংবা গ্রেফতারে বাধা দেয় বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাহার এই অপরাধ দণ্ডবিধির অন্য কোন ধারায় পড়ে না, তখন সেই ব্যক্তি বর্তমান ধারায় অপরাধ করে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৯ ধারার কার্যক্রম চালু থাক কালে যে ব্যক্তি পুলিশের আটক হইতে পলায়ন করে, সেই ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধী।[৪৯০] যে ব্যক্তি ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৩ ধারায় ওয়ারেন্ট মূলে মুচলেকা দিবার ব্যর্থতার কারণে জেলে আটক থাকা অবস্থায় জেল হইতে পলায়ন করে, সেই ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধী।[৪৯১]

বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এমন কাজ যাহা প্রত্যক্ষ এবং প্রায়শঃই শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে উহার অভাব রহিয়াছে সেখানে অপরাধ হয় না।

প্রমাণ

এই ধারার অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কিংবা অপর কোন ব্যক্তি গ্রেফতার হইয়াছিলেন বা আটক হইয়াছিলেন।

২। ঐ গ্রেফতার বা আটক আইনানুগ ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ গ্রেফতারে বেআইনী বাধা দিয়াছিলেন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন বা আটক হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন বা পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন বা উদ্ধার করিয়াছিলেন বা উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৪। উহা ইচ্ছাকৃত ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

দ্বীপান্তর হইতে বেআইনী প্রত্যাবর্তন

২২৬। যে ব্যক্তি আইনানুগভাবে দ্বীপান্তরিত হইবার পর অনুরূপ দ্বীপান্তরের মেয়াদ অতিবাহিত না হইতে এবং তাহার শাস্তি মওকুফ করা না হইলেও অনুরূপ দ্বীপান্তর হইতে প্রত্যাবর্তন করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে

এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে দ্বীপান্তরিত না করা অবধি সে সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ অনূর্ধ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

দ্বীপান্তর হইতেঃ বেআইনী প্রত্যাবর্তন এই ধারায় অপরাধ। বর্তমানে কার্যতঃ কোন দ্বীপান্তর না থাকায় এই ধারার প্রয়োগ নাই।

মূল ধারার অনুবাদ

শাস্তি মওকুফের শর্ত লঙ্ঘন করা

২২৭। যে ব্যক্তি, কোন শর্তাধীনে শাস্তির মওকুফ গ্রহণ করিবার পর, যে শর্তের ভিত্তিতে অনুরূপ মওকুফ মঞ্জুর করা হইয়াছিল, জ্ঞাতসারে সেই শর্ত ভঙ্গ করে, সেই ব্যক্তি, সে ইতিমধ্যেই উক্ত শাস্তির কোন অংশ ভোগ না করিয়া থাকিলে, তাহাকে মূলতঃ যে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং সে উক্ত শাস্তির কোন অংশ ভোগ করিয়া থাকিলে সে ইতিমধ্যেই উক্ত শাস্তির যতটুকু ভোগ করে নাই, ততটুকু পরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

শাস্তি মওকুফের শর্ত লঙ্গন করা এই ধারায় অপরাধ ঘোষণা করা হইয়াছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, সরকার শর্ত সাপেক্ষে বা বিনাশর্তে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর শাস্তি মওকুফ করিতে পারিবেন। যে ক্ষেত্রে মওকুফ শর্তযুক্ত, সেই ক্ষেত্রে মওকুফ ভঙ্গ এই ধারায় অপরাধ।

প্রমাণ

এই ধারার অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলি প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। ঐ দণ্ড মওকুফ করা হইয়াছিল।

৩। ঐ মওকুফ শর্তযুক্ত ছিল।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ শর্ত মানিয়া লইয়াছিলেন।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ শর্ত ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

৬। তিনি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বিচার বিভাগীয় মামলায় বিচার কার্যে রত সরকারী কর্ম-চারীকে ইচ্ছাকৃত-ভাবে অপমান করা বা বাধা প্রদান করা

২২৮। যে ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারী কোন বিচার বিভাগীয় মামলার যে কোন পর্যায়ে বিচার কার্যরত থাকা অবস্থায় অনুরূপ সরকারী কর্মচারীকে ইচ্ছাকৃত-ভাবে অপমান করে বা কোন প্রকার বাধা দান করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় আদালত অবমাননার শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। বিচারককে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা বা বাধা প্রদান করার শাস্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

অপমান বা বাধা দান

এই ধারার অপরাধের মধ্যে নিম্নবর্ণিত তিনটি উপাদান বর্তমান ঃ

(ক) অপমান বা বাধা প্রদান।

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান বা বাধা প্রদান।

(গ) ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারককে অপমান বা বাধা প্রদান।

বাধা প্রদান দ্বারা আদালতের কাজ ব্যাহত না হইলেও অপরাধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।[৪৯২]

অপমান

আদেশ মানিতে অস্বীকার করাকে অস্বীকার বলা চলে না।[৪৯৩] মাতাল অবস্থায় আদালতে যাওয়া অপমান নহে।[৪৯৪] তবে আসামীকে উদ্ধতভাবে ধমকানো এই ধারায় অপরাধ।[৪৯৫] আদালতের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াও এই ধারায় অপরাধ।[৪৯৬]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপমান করিয়াছিলেন বা বাধা প্রদান করিয়াছিলেন।
২। তিনি উহা বিচারকার্যে রত বিচারকের প্রতি করিয়াছিলেন।
৩। তিনি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন জুরী বা এ্যাসেসরের ছদ্মবেশ ধারণ

২২৯। যে ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক বা প্রকারান্তরে, এইরূপ যে কোন মামলায় জুরী বা এ্যাসেসর হিসাবে নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিযুক্তি, প্যানেলভুক্তি বা শপথ গ্রহণ করায়, অথবা জ্ঞাতসারে তাহার নিজেকে অনুরূপ নিযুক্তি, প্যানেলভুক্তি বা শপথ গ্রহণ করাইতে দেয় যে মামলায় আইনতঃ তাহার নিযুক্তি, প্যানেলভুক্তি বা শপথ গ্রহণের অধিকার নাই বলিয়া সে জানে, কিংবা তাহার অনুরূপ নিযুক্তি, প্যানেলভুক্তি বা শপথ গ্রহণ আইনের প্রতিকূলে হইয়াছে বলিয়া জানিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ জুরীর সদস্যরূপে বা অনুরূপ এ্যাসেসর হিসাবে কাজ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

জুরী বা এ্যাসেসরের ছদ্মবেশ ধারণ করিলে উক্ত ছদ্মবেশধারী অনুর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

আলোচ্য দণ্ডবিধির ছয়টি ধারায় ছদ্মবেশের অপরাধের শাস্তির বিধান বর্তমান :

১। ১৪০ ধারা।
২। ১৭০ ধারা।
৩। ১৭১ ধারা।

৪। ১৭১ চ ধারা।

৫। ২০৫ ধারা।

৬। ২২৯ ধারা।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি জুরী বা এ্যাসেসররূপে নিযুক্ত, প্যানেলভুক্ত বা শপথ প্রদত্ত হইয়াছিলেন।

২। তিনি উক্ত রূপ হইবার অধিকারী ছিলেন না।

৩। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ঐরূপ হইতে দিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বা অন্যভাবে করিয়াছিলেন বা সব জানিয়া শুনিয়া তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মুদ্রা ও সরকারী স্ট্যাম্পসমূহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

মুদ্রার সংজ্ঞা

২৩০। মুদ্রা বলিতে আপাততঃ অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত ধাতু বুঝাইবে, যাহা অনুরূপ ব্যবহারের জন্য কোন রাষ্ট্র বা সার্বভৌম শক্তির কর্তৃত্ব বলে সীলমোহর ও ইস্যু করা হয়।

বাংলাদেশী মুদ্রা

বাংলাদেশী মুদ্রা বলিতে অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইবার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্ব বলে সীলমোহরকৃত ও ইস্যুকৃত ধাতু বুঝাইবে এবং যে ধাতু অনুরূপভাবে সীলমোহর ও ইস্যু করা হইয়াছে, তাহা অর্থ হিসাবে উহার ব্যবহার বন্ধ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও অত্র পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী মুদ্রা হিসাবে অব্যাহত থাকিবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) কড়িসমূহ মুদ্রা নহে।

(খ) তাম্রপিণ্ডসমূহ অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও মুদ্রা নহে।

(গ) পদকসমূহ মুদ্রা নহে, যেহেতু উহা অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভীষ্ট নহে।

(ঘ) কোম্পানীর টাকা হিসাবে অভিহিত মুদ্রা রাণীর মুদ্রা বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) "ফারাখাবাদ" টাকা, যাহা পূর্বে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা যদিও ইহা আজও অনুরূপভাবে ব্যবহৃত হয় না, তবুও বাংলাদেশ মুদ্রা বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ শুরু হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হইতেছে মুদ্রা ও সরকারী স্ট্যাম্পসমূহ সম্পর্কে অপরাধ।

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধসমূহ নিম্নবর্ণিত দুইটি বস্তু সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ঃ

১। মুদ্রা।

২। সরকারী স্ট্যাম্প।

মুদ্রা সম্পর্কিত অপরাধকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১। জাল করা।

২। পরিবর্তন করা।

৩। মিণ্টের কর্মচারীদের অপরাধ।

মুদ্রা জাল করার শাস্তি ২৩১ এবং ২৩২ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। মুদ্রা জাল করিবার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত বা বিক্রয়ের অপরাধ ২৩৩ এবং ২৩৪ ধারায় বিধৃত। জাল করার যন্ত্র দখলে রাখার অপরাধের শাস্তি ২৩৫ ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলাদেশের বাহিরে মুদ্রা জাল করিবার সহায়তা করিবার শাস্তি ২৩৬ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। ২৩৭ এবং ২৩৮ ধারায় জাল মুদ্রার আমদানী ও রফতানীর শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। জাল মুদ্রা চালানোর অপরাধের শাস্তি ২৩৯, ২৪০ এবং ২৪১ ধারায় পাওয়া যায়। জাল মুদ্রা দখলে রাখার শাস্তি ২৪২ এবং ২৪৩ ধারায় প্রাপ্তব্য।

পরিবর্তন

পরিবর্তন নানা প্রকার হইতে পারে। ওজন বা উপাদান পরিবর্তন করার শাস্তি ২৪৬ এবং ২৪৭ ধারায়, এক প্রকার মুদ্রাকে অন্য প্রকার মুদ্রাতে পরিবর্তন করার শাস্তি ২৪৮ এবং ২৪৯ ধারায়, পরিবর্তিত মুদ্রা চালানোর শাস্তি ২৫০ ও ২৫১ ধারায়, পরিবর্তিত মুদ্রা দখলে রাখার শাস্তি ২৫২ ও ২৫৩ ধারায় এবং মুদ্রাকে পরে পরিবর্তিত জানিয়া তাহাকে অন্যের নিকট অর্পনের শাস্তি ২৫৪ ধারায় বিধৃত।

মিণ্টের কর্মচারীগণ মুদ্রার ওজন ও উপাদান পরিবর্তন করিলে তাহারা ২৪৪ ধারায় শাস্তি পান। মুদ্রা প্রণয়নের যন্ত্রপাতি মিণ্ট হইতে লইয়া গেলে তাহারা ২৪৫ ধারায় শাস্তি পান।

সরকারী স্ট্যাম্পসমূহ সম্পর্কিত অপরাধের শাস্তি নিম্নবর্ণিত ধারাসমূহে বিবৃত ঃ

১। স্ট্যাম্প জাল—২৫৫ ধারা।

২। স্ট্যাম্প জাল করিবার যন্ত্র দখলে রাখা—২৫৬ ধারা।

৩। স্ট্যাম্প জাল করিবার যন্ত্র প্রস্তুত এবং বিক্রয়—২৫৭ ধারা।

৪। জাল স্ট্যাম্প বিক্রয়—২৫৮ ধারা।

৫। জাল স্ট্যাম্প দখলে রাখা—২৫৯ ধারা।

৬। জাল স্ট্যাম্প চালানো – ২৬০ ধারা।

৭। সরকারের ক্ষতি করিবার জন্য কোন দলিল হইতে স্ট্যাম্প উঠাইয়া ফেলা কিংবা স্ট্যাম্প করা বস্তু হইতে লিখন উঠাইয়া ফেলা – ২৬১ ধারা।

৮। ব্যবহৃত স্ট্যাম্প পূণঃব্যবহার করা – ২৬২ ধারা।

৯। স্ট্যাম্পের উপর হইতে ব্যবহারের চিহ্ন মুছিয়া ফেলা – ২৬৩ ধারা।

১০। কৃত্রিম স্ট্যাম্প প্রস্তুত করা, চালানের ক্রয়-বিক্রয় করা প্রভৃতি – ২৬৩-ক ধারা।

বর্তমান ধারার বিশ্লেষণ

এই ধারায় মুদ্রা এবং বাংলাদেশী মুদ্রার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রার নিম্নলিখিত গুণ আছে ঃ

(ক) ইহা একটি ধাতু।

(খ) ইহা অর্থ হিসাবে ব্যবহার হয়।

(গ) ঐ রূপ ব্যবহারের জন্য ইহা সীলমোহর ইস্যু করা হয়।

(ঘ) ইহা রাষ্ট্র কিংবা সার্বভৌম শক্তি সীলমোহরও ইস্যু করেন।

বাংলাদেশী মুদ্রা বলিতে তাই সেই ধাতু বুঝায়, যাহা বাংলাদেশ সরকার সীলমোহরও ইস্যু করেন এবং তাহার ফলে উহা অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোন মুদ্রার ব্যবহার বন্ধ হইয়া গেলেও তাহা বর্তমান পরিচ্ছেদে মুদ্রা বলিয়া গণ্য হয়।

কোন ধাতু খণ্ডকে মুদ্রা বলিয়া চিহ্নিত করা যায় কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। যে ধাতু খণ্ড বাজারে চলে এবং যাহার বিনিময়ে যে কোন পণ্য ক্রয় করা যায়, সেই ধাতু খণ্ডকে মুদ্রা বলা যায়।[৪৯৭] মুদ্রার আংটি বানাইয়া তাহা পরিধান করিলেও উহা মুদ্রা থাকিয়া যায়।[৪৯৮] তাই বলিয়া শাহজাহানের আমলের সোনার মোহরকে মুদ্রা বলা যায় না।[৪৯৯]

মূল ধারার অনুবাদ

মুদ্রা জালকরণ

২৩১। যে ব্যক্তি মুদ্রা জাল করে বা মুদ্রা জালকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ জ্ঞাতসারে সম্পাদন করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি প্রতারণার উদ্দেশ্যে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া কোন একটি খাঁটি মুদ্রাকে ভিন্নতর একটি মুদ্রার সদৃশ করে, সেই ব্যক্তি অত্র অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি মুদ্রা জাল করে কিংবা মুদ্রা জালের কোন স্তরে অংশ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। এক মুদ্রাকে অন্য মুদ্রার মত দেখাইবার কাজ করাকেও মুদ্রা জাল করা গণ্য করা হয়।

জাল করা কাহাকে বলে, তাহা আলোচ্য আইনের ২৮ ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

একটি মুদ্রাকে অন্য মুদ্রার মত আকারে রূপান্তরিত করা মুদ্রা জাল করার তুল্য অপরাধ। ইহার দ্বারা মানুষ প্রতারিত হয়।[৫০০]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি জাল করিয়াছিলেন কিংবা জাল করিবার পদ্ধতির কোন স্তরে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। যাহা জাল করা হইয়াছিল বা করিবার প্রচেষ্টা লওয়া লইয়াছিল তাহা মুদ্রা ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশী মুদ্রা জালকরণ

২৩২। যে ব্যক্তি বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করে বা বাংলাদেশী মুদ্রা জালকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ জ্ঞাতসারে সম্পাদন করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

যে কোন মুদ্রা জাল করিলে বা যে কোন মুদ্রা জাল করিবার প্রক্রিয়ার কোন অংশ জ্ঞাতসারে সম্পাদন করিলে তজ্জন্য যে শাস্তি হয়, তাহার পরিমাণ ২৩১ ধারায়

অনূর্ধ সাত বৎসর পর্যন্ত নির্ধারিত হইয়াছে। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে, উক্ত অপরাধ বাংলাদেশের মুদ্রা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হইলে অপরাধীর শাস্তি হইবে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

এই ধারার অপরাধ ২৩১ ধারার অপরাধের অনুরূপ এবং উভয় ক্ষেত্রের প্রমাণিতব্য বিষয়বস্তু এক প্রকার। অধিকন্তু এই ধারার অপরাধে প্রমাণ করিতে হয় যে, সংশ্লিষ্ট মুদ্রা বাংলাদেশের মুদ্রা ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

মুদ্রা জালকরণের যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয় করা

২৩৩। যে ব্যক্তি মুদ্রা জাল করার কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন ছাঁচ বা যন্ত্র প্রস্তুত বা মেরামত করে অথবা প্রস্তুত বা মেরামত প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে কিংবা ক্রয় বা বিক্রয় বা হস্তান্তর করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে- দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি মুদ্রার ছাঁচ বা যন্ত্র প্রস্তুত বা মেরামত করে বা উহাদের যে কোন অংশ সম্পাদন করে বা উহাদিগকে ক্রয়-বিক্রয় বা হস্তান্তর করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ছাঁচ বা যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন বা মেরামত করিয়াছিলেন বা প্রস্তুতি অথবা মেরামতের কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বা ক্রয় করিয়াছিলেন বা বিক্রয় করিয়াছিলেন বা অন্যভাবে হস্তান্তর করিয়াছিলেন।

২। উক্ত ছাঁচ বা যন্ত্র মুদ্রা জালের কার্যে ব্যবহার হইবে জানিয়া কিংবা অভিপ্রায় করিয়া বা বিশ্বাস করিয়া তিনি উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করার যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয় করা

২৩৪। যে ব্যক্তি, বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করার কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন ছাঁচ বা যন্ত্র প্রস্তুত বা মেরামত করে অথবা প্রস্তুত বা মেরামত প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে, কিংবা ক্রয় বিক্রয় বা হস্তান্তর করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

পূর্বের ধারায় যে অপরাধের বর্ণনা আছে, বর্তমান ধারার বর্ণনাও সেই অপরাধ সম্পর্কিত। শুধুমাত্র বর্তমান ধারায় সংশ্লিষ্ট মুদ্রা হইতেছে বাংলাদেশের মুদ্রা। বর্তমান ধারার শাস্তির পরিমাণও বেশী। পূর্বের ধারায় প্রমাণিতব্য বিষয় এবং বর্তমান ধারায় প্রমাণিতব্য বিষয় এক। অধিকন্তু ইহা প্রমাণ করিতে হয় যে, সংশ্লিষ্ট মুদ্রা বাংলাদেশের মুদ্রা ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

মুদ্রা জাল করার কার্যে কোন যন্ত্র বা বস্তু ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত যন্ত্র বা বস্তু অধিকার করা

২৩৫। যে ব্যক্তি, মুদ্রা জাল করার কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন যন্ত্র বা বস্তু অধিকার করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে;

বাংলাদেশী মুদ্রার ক্ষেত্রে

এবং জাল করার জন্য অভিপ্রেত মুদ্রা বাংলাদেশী হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

মুদ্রা জাল করিবার বস্তু বা যন্ত্র দখলে রাখার অপরাধের শাস্তি এই ধারার বিষয়বস্তু।

যে ব্যক্তি মুদ্রা জাল করিবার উদ্দেশ্যে বা মুদ্রা জাল করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়া কোন বস্তু বা যন্ত্র আপন দখলে রাখে, সেই ব্যক্তি শাস্তি পাইবে। তাহার পরিবারের অন্যান্য সদস্য তাহার দখলের কথা জানিতে পারেন কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের জ্ঞান শাস্তিযোগ্য অপরাধ নহে।[৫০১]

দখল

অপরাধমূলক বস্তু বা যন্ত্রসমূহের সচেতন এবং স্বেচ্ছামূলক দখল প্রমাণ করিলেই তবে এই ধারার আওতায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করা যায়, অন্যথায় নহে। স্ত্রীর দখলকে দখল বলা দুরূহ।[৫০২]

দখল থাকিলেই শুধু হইবে না। দখলের সহিত অভিপ্রায়, জ্ঞান বা বিশ্বাস থাকিতে হইবে এবং ঐগুলি অপরাধমূলক হইতে হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বস্তু বা যন্ত্রকে দখলে রাখিয়াছিলেন।

২। মুদ্রা বা বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করিবার উদ্দেশ্যে ঐ যন্ত্র বা বস্তু দখলে রাখা হইয়াছিল কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন বা বিশ্বাস করিতেন যে, ঐগুলি ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশের বাহিরে মুদ্রা জাল করার কার্যে বাংলাদেশে থাকিয়া সাহায্যকরণ

২৩৬। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাংলাদেশের বাহিরে মুদ্রা জালকরণে সাহায্য করে, সেই ব্যক্তি এইরূপে দণ্ডিত হইবে যেন সে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুরূপ মুদ্রা জালকরণে সাহায্য করিয়াছিল।

বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে বসিয়া বাংলাদেশের বাহিরে মুদ্রা জাল করিতে সাহায্য করা অপরাধ। বাংলাদেশে ঐ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে তাহার যে শাস্তি হইত, এক্ষেত্রেও তাহার সেইরূপ শাস্তি হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সহায়তা করিয়াছিলেন।

২। মুদ্রা জাল করিবার ব্যাপারে ঐ সহায়তা সংশ্লিষ্ট ছিল।

৩। মুদ্রা জাল করিবার কাজটি বাংলাদেশের বাহিরে হইয়াছিল।

৪। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বসিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি সহায়তা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

জাল মুদ্রার আমদানী বা রফতানী

২৩৭। যে ব্যক্তি কোন মুদ্রাকে জাল বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ জাল মুদ্রা বাংলাদেশে আমদানী করে বা তথা হইতে রফতানী করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে —দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় জাল মুদ্রার আমদানী ও রফতানীকারকের শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়া যে ব্যক্তি জাল মুদ্রা বাংলাদেশে আমদানী করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশে কিছু মুদ্রা আমদানী করিয়াছিলেন বা বাংলাদেশ হইতে কিছু মুদ্রা রফতানী করিয়াছিলেন।

২। ঐ মুদ্রাগুলি জাল।
৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন বা বিশ্বাস করিতেন যে উহা জাল।

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশী মুদ্রার নকলসমূহ আমদানী বা রফতানী

২৩৮। যে ব্যক্তি কোন জাল মুদ্রাকে বাংলাদেশী মুদ্রার নকল হিসাবে জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত জাল মুদ্রা বাংলাদেশে আমদানী করে বা তথা হইতে রফতানী করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা ২৩৭ ধারার অনুরূপ। শুধু বর্তমান ধারায় সংশ্লিষ্ট মুদ্রা হইতেছে বাংলাদেশের মুদ্রা। জানিয়া ও বিশ্রাম করিয়া জাল বাংলাদেশী মুদ্রাকে যে ব্যক্তি বাংলাদেশে আমদানী করে বা বাংলাদেশ হইতে রফতানী করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়।

এই ধারায় প্রমাণিত তথ্যাবলী পূর্বের ধারার অনুরূপ। অধিকন্তু প্রমাণ করিতে হয় যে সংশ্লিষ্ট মুদ্রা বাংলাদেশের মুদ্রা ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন মুদ্রা জাল বলিয়া জানিয়া অধিকার করার পর উহা হস্তান্তর করণ

২৩৯। যে ব্যক্তি, কোন জাল মুদ্রার অধিকারী হইয়া, যাহা অধিকার করার কালে সে জানিত যে উহা জাল, প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে, কোন ব্যক্তির নিকট উহা হস্তান্তর করে বা উহা গ্রহণ করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

জাল মুদ্রা চালানো এই ধারায় অপরাধ বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। জাল মুদ্রা জানিয়া যে উহা অন্যের নিকট হস্তান্তর করে বা উহা গ্রহণ করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মুদ্রা দখলে রাখিয়াছিলেন।

২। ঐ মুদ্রা জাল ছিল।

৩। তিনি ঐ মুদ্রা জাল বলিয়া জানিতেন।

৪। তিনি উহা অন্য ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন কিংবা অন্য ব্যক্তিকে উহা গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন।

৫। এই অর্পণ ছিল প্রতারণামূলক কিংবা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হইবার উদ্দেশ্য-মূলক ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশী মুদ্রা জাল বলিয়া জানিয়া অধিকার করার পর উহা হস্তান্তর করণ

২৪০। যে ব্যক্তি, এমন কোন জাল মুদ্রার অধিকারী হইয়া, যে মুদ্রা বাংলাদেশী মুদ্রার একটি নকল এবং যাহা অধিকার করার কালে সে জানিত যে উহা বাংলাদেশী মুদ্রার একটি নকল, প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে, উহা কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে বা উহা গ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থ-দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার অনুরূপ। শুধু এই ধারায় সংশ্লিষ্ট মুদ্রা হইতেছে বাংলা-দেশের মুদ্রা।

বর্তমান ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সেই সমস্ত অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, যাহা পূর্বের ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে অবশ্য প্রমাণিতব্য। অধিকন্তু এই ধারায় প্রমাণ করিতে হয় যে সংশ্লিষ্ট মুদ্রা বাংলাদেশের মুদ্রা ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

এমন কোন মুদ্রা খাঁটি বলিয়া হস্তান্তর করা, যাহা প্রথম অধিকার করার কালে হস্তান্তরকারী জানিত না যে উহা জাল মুদ্রা

২৪১। যে ব্যক্তি কোন জাল মুদ্রা, যাহা সে জাল বলিয়া জানে কিন্তু যাহা অধিকার করার কালে সে জানিত না যে উহা জাল মুদ্রা অপর কোন ব্যক্তির নিকট খাঁটি বলিয়া হস্তান্তর করে বা উহা খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ড—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে-যাহার পরিমাণ জালকৃত মুদ্রার দশ গুণ পরিমাণ পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

মুদ্রা জালকারক ক, কোম্পানীর জাল টাকা চালু করার জন্য উহা তদীয় দুষ্কর্মে সহযোগী খ-র নিকট হস্তান্তর করে। খ টাকাগুলি অপর আরেকজন জাল মুদ্রা চালুকারী গ-র নিকট বিক্রয় করে। গ টাকাগুলি জাল বলিয়া জানিয়া ক্রয় করে। গ টাকাগুলি মালের মূল্য বাবদ ঘ-কে প্রদান করে। ঘ টাকাগুলিকে জাল বলিয়া না জানিয়া গ্রহণ করে। ঘ, টাকাগুলি গ্রহণ করিবার পর আবিষ্কার করে যে ঐগুলি জাল এবং উহা এমনভাবে প্রদান করিয়া দেয় যেন উহা ভাল টাকা ছিল। এই ক্ষেত্রে ঘ কেবল অত্র ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইবে, কিন্তু খ ও গ ২৩৯ বা ক্ষেত্র বিশেষে ২৪০ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

না জানিয়া জাল মুদ্রা গ্রহণ করিয়া কিন্তু উহার প্রকৃতি জানিতে পারিয়া যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট উহা খাঁটি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করে বা অপর কোন ব্যক্তিকে খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ করে সেই, ব্যক্তি অনূর্ধ দুই বৎসর কাল কারাদণ্ডে এবং অনূর্ধ জাল মুদ্রার দশ গুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

২৩৯ ধারায় এবং ২৪০ ধারায় যাহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা পেশাধারী জালিয়াত। জাল মুদ্রা লইয়া কারবার করাই তাহাদের পেশা। প্রতারণাই তাহাদের মূলধন। তাহারা জাল মুদ্রা দখলে রাখে তাহার পর উহাকে খাঁটি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করে। আইন তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির বিধান দিয়াছে।

কিন্তু বর্তমান ধারায় যে অপরাধীর শাস্তির বিধান করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি পেশাধারী জালিয়াত নহে। তিনি যখন জাল মুদ্রা গ্রহণ করেন, তখন তাহা না জানিয়া গ্রহণ করেন। যে মুদ্রা তিনি গ্রহণ করেন তাহাকে তিনি গ্রহণ করিবার সময় খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ মুদ্রা যে খাঁটি নহে তাহা তিনি জানিতে পারেন। জানিবার পর ঐ জাল মুদ্রা আর তাহার চালানো উচিত নহে। তিনি নিজে প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়া অন্যকে প্রতারণা করিবার অধিকার তাহার নাই। তিনি জাল মুদ্রা চালাইবার চেষ্টা করিলে এই ধারায় অপরাধী হন। অবশ্য মুদ্রা যে জাল তাহা যদি তিনি মোটেই জানিতে না পারেন তবে উহা অন্যের নিকট হস্তান্তর করিলে তাহার কোন অপরাধ হয় না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট মুদ্রা হস্তান্তর করিয়াছিলেন বা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

২। ঐ মুদ্রা জাল ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মুদ্রাকে খাঁটি বলিয়া হস্তান্তর বা হস্তান্তরেব চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৪। হস্তান্তরের সময় তিনি উহাকে জাল বলিয়া জানিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

এমন ব্যক্তি কর্তৃক জাল মুদ্রা অধিকাব কবণ যে ব্যক্তি উক্ত মুদ্রা অধিকার করার কালে উহা জাল মুদ্রা বলিয়া জানিত

২৪২। যে ব্যক্তি, কোন জাল মুদ্রা অধিকার করার কালে উক্ত মুদ্রা জাল বলিয়া জানিয়া প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হই'ত পারে এই উদ্দেশ্যে জাল মুদ্রা অধিকার করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

মুদ্রাকে জাল বলিয়া জানিয়া যে ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে উহা দখলে রাখে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

দখল

এই ধারায় বলা 'দখল' শব্দের অর্থ আলোচ্য আইনের ২৭ ধারার আলোকে গ্রহণ করিতে হয়।[৫০৩] দখল বলিতে এমন অবস্থা থাকা চাই যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপর তাহার ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ তাহার ইচ্ছানুযায়ী খাটাইতে পারে এবং অভিযুক্ত উক্ত ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।[৫০৪] মুদ্রাকে দুইভাবে দখলে রাখা যায়ঃ

১। উহা স্বয়ং দখলে রাখা যায় এবং

২। উহা নিজের পক্ষে স্ত্রী, কর্মচারী বা চাকরের নিকট রাখা যায়।

যেভাবেই দখল করা হউক না কেন, দখলে থাকার সময় মুদ্রাকে জাল জানিলে এই ধারায় অপরাধ হয়।[৫০৫]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মুদ্রাকে দখলে রাখিয়াছিলেন।

২। ঐ মুদ্রা জাল ছিল।

৩। প্রতারণার অভিপ্রায় কিংবা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে তিনি উহা দখলে রাখিয়াছিলেন।

৪। ঐ মুদ্রা যখন তাহার দখলে আসে, তখন তিনি উহাকে জাল বলিয়া জানিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশী মুদ্রা অধিকারকরণ যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করার কালে উহা জাল মুদ্রা বলিয়া জানিত

২৪৩। যে ব্যক্তি, প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা করা যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী মুদ্রার জাল মুদ্রা অধিকার করে এবং উহা অধিকার করার কালে উহা জাল মুদ্রা বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা এবং পূর্ববর্তী ধারা একই প্রকার। শুধু বর্তমান ধারায় যে কোন মুদ্রার স্থলে বাংলাদেশী মুদ্রার কথা বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি জাল জানিয়া বাংলাদেশের মুদ্রা দখলে রাখে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়।

পূর্বের ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে সমস্ত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়, বর্তমান ধারায়ও সেই সমস্ত তথ্যাবলীর প্রমাণ প্রয়োজন। অধিকন্তু ইহাও প্রমাণ করিতে হয় যে সংশ্লিষ্ট মুদ্রা বাংলাদেশের মুদ্রা ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

টাকশালে নিয়োজিত ব্যক্তি কর্তৃক আইন বলে স্থিরিকৃত ওজন বা গঠন হইতে ভিন্নতর ওজন বা গঠনের মুদ্রা প্রস্তুত করা

২৪৪। যে ব্যক্তি, বাংলাদেশে আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন টাকশালে নিযুক্ত হইয়া টাকশাল হইতে ইস্যুকৃত কোন মুদ্রাকে আইন বলে স্থিরিকৃত ওজন বা গঠন হইতে ভিন্নতর ওজন বা গঠনের কোন মুদ্রায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে কোন কার্য করে বা যাহা করার জন্য সে আইনতঃ বাধ্য তাহা করা হইতে বিরত থাকে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি মিণ্টে বা টাকশালে কাজ করেন, সেই ব্যক্তি যদি তাহার কর্ম বা কর্ম-বিরতির দ্বারা কোন মুদ্রাকে আইন নির্দিষ্ট ওজনের বা গঠনের ব্যত্যয় ঘটাইবার অভিপ্রায় করেন, তবে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়।

বাংলাদেশে যে মুদ্রা প্রচলিত তাহার ওজন এবং গঠন আইন দ্বারা স্থিরিকৃত আছে। এই ওজন বা গঠনের মধ্যে ব্যত্যয় ঘটানো চলে না। টাকশালের যে কর্মচারী উহা করেন তিনি এই ধারায় অপরাধী।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করা আবশ্যক ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত টাকশালে কর্মরত ছিলেন।

২। ঐ অবস্থায় তিনি কোন কাজ করিয়াছিলেন বা কোন কাজ করিতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও করেন নাই।

৩। ঐ কর্ম বা কর্ম বিরতির উদ্দেশ্য ছিল যে তদ্বারা ঐ মিণ্ট হইতে প্রস্তুত মুদ্রা আইনে স্থিরিকৃত গঠন এবং ওজন হইতে ভিন্নতর গঠন ও ওজনের হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

টাকশাল হইতে বেআইনীভাবে মুদ্রা তৈয়ারীর যন্ত্র লইয়া যাওয়া

২৪৫। যে ব্যক্তি, আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে, বাংলাদেশে আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন টাকশাল হইতে মুদ্রা তৈয়ারীর সাধনী বা যন্ত্র লইয়া যায়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

মিণ্ট বা টাকশাল হইতে যে ব্যক্তি বিনা অধিকারে মুদ্রা তৈয়ারীর যন্ত্র লইয়া যায়, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। বাংলাদেশে আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন টাকশাল হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুদ্রা তৈরীর যন্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা বিনা অধিকারে লইয়া গিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে মুদ্রার ওজন হ্রাসকরণ বা গঠন পরিবর্তনকরণ

২৪৬। যে ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে কোন মুদ্রার উপর এমন কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে যদ্দরুন ঐ মুদ্রার ওজন হ্রাস পায় বা গঠন পরিবর্তিত হয়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার

মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি মুদ্রার অংশ বিশেষ কোদলাইয়া তোলে এবং উহার গর্তে অন্য কোন কিছু ঢুকাইয়া দেয়, সেই ব্যক্তি উক্ত মুদ্রার গঠন পরিবর্তন করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে যিনি তাহার কোন কার্যের মাধ্যমে কোন মুদ্রার ওজন হ্রাস বা গঠন পরিবর্তন করেন, তিনি অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হন।

ব্যবহারের মাধ্যমে মুদ্রার ওজন হ্রাস পাইতে পারে। ১৯০৬ সালের ৩নং আইনে (মুদ্রা আইন) এই ক্ষয়ের পরিমাণ শতকরা দুই ভাগ ধার্য করা হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কার্য করিয়াছিলেন।

২। যাহার উপর তিনি কার্য করিয়াছিলেন তাহা ছিল একটি মুদ্রা।

৩। ঐ কার্য প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে করা হইয়াছিল।

৪। ঐ কার্যের ফলে মুদ্রার ওজন কমিয়া গিয়াছিল কিংবা গঠন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে বাংলাদেশ মুদ্রার ওজন হ্রাস করণ ও গঠন পরিবর্তন করা

২৪৭। যে ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে কোন বাংলাদেশ মুদ্রার উপর এমন কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে, যদ্দরুন উক্ত মুদ্রার ওজন হ্রাস পায় বা গঠন পরিবর্তন হয়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে — দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা এবং ইহার পূর্বের ধারা হুবহু একই প্রকার। তফাৎ শুধু এই যে বর্তমান ধারায় সংশ্লিষ্ট মুদ্রা হইতেছে বাংলাদেশের মুদ্রা।

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পূর্ব ধারায় যাহা প্রমাণ করিতে হয় এখানে তাহাই প্রমাণ করিতে হয়। অধিকন্তু সংশ্লিষ্ট মুদ্রা যে বাংলাদেশের তাহাও প্রমাণ করিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

এই মতলবে কোন মুদ্রার রূপ পরিবর্তন করা যে উহা ভিন্নতর বর্ণনার মুদ্রা হিসাবে চালু হইবে

২৪৮। যে ব্যক্তি কোন মুদ্রা ভিন্নতর বর্ণনার মুদ্রা হিসাবে চালু হইবে এইরূপ উদ্দেশ্যে উক্ত মুদ্রার উপর এমন কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে, যাহাতে উহার রূপ পরিবর্তিত হয়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

ভিন্নতর মুদ্রারূপে চালাইবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যদি তাহার কার্য দ্বারা মুদ্রার রূপ পরিবর্তন করে, তবে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

দশ পয়সা মূল্যের মুদ্রার কিনারা ঘষিয়া উহাকে পঁচিশ পয়সা মূল্যের সিকি বানাইলে এই ধারায় অপরাধ হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কার্য করিয়াছিলেন।

২। ঐ কার্য কোন মুদ্রার উপর করা হইয়াছিল।

৩। উহা মুদ্রার আকৃতির পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত কার্য এই অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন যে, তাহার কার্যের ফলে ঐ মুদ্রা ভিন্নতর মুদ্রারূপে চালানো যাইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

এই মতলবে বাংলাদেশ মুদ্রার রূপ পরিবর্তন করা যে উহা ভিন্নতর বর্ণনার মুদ্রা হিসাবে চালু হইবে

২৪৯। যে ব্যক্তি এই মতলবে বাংলাদেশী মুদ্রার উপর এইরূপ কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে, যাহাতে উক্ত মুদ্রার রূপ পরিবর্তিত হয় এবং উক্ত মুদ্রা একটি ভিন্নতর বর্ণনার মুদ্রা হিসাবে চালু হইবে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা এবং পূর্বের ধারা হুবহু একই প্রকার। শুধু বর্তমান ধারার সংশ্লিষ্ট মুদ্রা হইতেছে বাংলাদেশের মুদ্রা। এই দুই ধারায় অন্য কোন পার্থক্য নাই।

পূর্বের ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে সমস্ত তথ্যের প্রমাণ অপরিহার্য, বর্তমান ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সেই সমস্ত তথ্যাবলীর প্রমাণ অপরিহার্য। অধিকন্তু ইহাও প্রমাণ করিতে হয় যে সংশ্লিষ্ট মুদ্রা ছিল বাংলাদেশের মুদ্রা।

মূল ধারার অনুবাদ

পরিবর্তিত হইয়াছে এইরূপ অবগতি সত্তে অধিকারকৃত মুদ্রা হস্তান্তরকরণ

২৫০। যে ব্যক্তি, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৬ ও ২৪৮ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই মুদ্রার অধিকারী হইয়া এবং সে অনুরূপ মুদ্রার অধিকারী হওয়ার কালে উহা সম্পর্কে অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানিয়া, প্রতারণামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে এই মতলবে অনুরূপ মুদ্রা কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে বা উহা গ্রহণ করিবার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করিবার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

২৪৬ হইতে ২৪৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে, মুদ্রার ওজন বা গঠন হ্রাস বা পরিবর্তন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, ঐভাবে হ্রাসকৃত ওজনের বা পরিবর্তিত গঠনের মুদ্রা যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া দখলে রাখিয়া প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধু উদ্দেশ্যে উহা অন্যের নিকট হস্তান্তর করে বা অন্যকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

জাল মুদ্রার শ্রেণী

আলোচ্য দণ্ডবিধিতে দুই শ্রেণীর জাল মুদ্রার কথা বলা হইয়াছে ঃ

১। খাঁটি মুদ্রার মত অবিকল দেখিতে এমনভাবে প্রস্তুত জাল মুদ্রা এবং

২। খাঁটি মুদ্রাকে পরিবর্তন করিয়া ভিন্নতর মূল্যের জাল মুদ্রায় রূপান্তর করা।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। কোন মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৬ অথবা ২৪৮ ধারার অপরাধ করা হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মুদ্রা দখলে রাখিয়াছিলেন।

৩। যে সময় তিনি ঐ মুদ্রা দখলে আনিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি জানিতেন যে উক্ত মুদ্রার উপর ঐ দুই ধারার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৪। তিনি উহা কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিয়াছিলেন বা কোন ব্যক্তিকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৫। তিনি উহা প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা হইতে পারে এইরূপ অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন।

মুল ধারার অনুবাদ

পরিবর্তিত হইয়াছে এইরূপ অবগতি মতে অধিকৃত বাংলাদেশ মুদ্রা হস্তান্তর করা

২৫১। যে ব্যক্তি, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৭ ও ২৪৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই মুদ্রার অধিকারী হইয়া এবং অনুরূপ মুদ্রার অধিকারী হওয়ার কালে উহা সম্পর্কে অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত থাকিয়া, প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হইতে পারে এই মতলবে, অপর কোন ব্যক্তির

নিকট অনুরূপ মুদ্রা হস্তান্তর করে বা উহা গ্রহণ করিবার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করিবার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। শুধু এই ধারার সংশ্লিষ্ট মুদ্রা হইতেছে বাংলাদেশের মুদ্রা।

পূর্বের ধারার অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে যাহা প্রমাণ করিতে হয়, এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতেও তাহাই প্রমাণ করিতে হয়। অধিকন্তু ইহা প্রমাণ করিতে হয় যে সংশ্লিষ্ট মুদ্রা বাংলাদেশের মুদ্রা ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মুদ্রা অধিকারকরণ যে উহা অধিকার করার কালে উহা পরিবর্তিত বলিয়া জানিত

২৫২। যে ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হইতে পারে এই মতলবে, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৬ বা ২৪৮ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই মুদ্রার অধিকারী হয় এবং উক্ত মুদ্রার অধিকারী হওয়ার কালে অনুরূপ মুদ্রা সম্পর্কে অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

দখলে আনিবার সময় যে ব্যক্তি জানে যে উহা হ্রাসকৃত ওজনের বা পরিবর্তিত গঠনের মুদ্রা সেই ব্যক্তি যদি ঐ মুদ্রা প্রতারণামূলকভাবে আপন দখলে রাখেন, তবে তিনি অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। কোন মুদ্রার উপর ২৪৬ অথবা ২৪৮ ধারার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মুদ্রা দখলে রাখিয়াছিলেন।

৩। ঐ মুদ্রা যখন তাহার দখলে আসে, তখন তিনি তদুপরি অনুষ্ঠিত অপরাধের কথা জানিতেন।

৪। তিনি প্রতারণার উদ্দেশ্যে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হইতে পারে এই মতলবে উহা দখলে রাখিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুদ্রার অধিকারী হওয়া যে ব্যক্তি উক্ত মুদ্রা গ্রহণ করিবার কালে জানিত যে উহা পরিবর্তিত হইয়াছে

২৫৩। যে ব্যক্তি, প্রতারণামূলকভাবে বা প্রতারণা অনুষ্ঠিত হইতে পারে এই মতলবে, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৭ এবং ২৪৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই মুদ্রার অধিকারী হয় এবং উহা তাহার অধিকারে আনিবার সময় অনুরূপ মুদ্রা সম্পর্কে অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞাত থাকে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা এবং পূর্বের ধারা একই প্রকারের। শুধু এই ধারার সংশ্লিষ্ট মুদ্রা হইতেছে বাংলাদেশের মুদ্রা।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পূর্বের ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠার যে তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়, তাহাই এখানে প্রমাণ করিতে হয়। অধিকন্তু এই ধারার আগে প্রমাণ করিতে হয় যে, সংশ্লিষ্ট মুদ্রা বাংলাদেশের মুদ্রা ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

এমন মুদ্রা খাঁটি বলিয়া হস্তান্তর করা যাহা প্রথম অধিকার করিবার সময় পরিবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া হস্তান্তরকারীর জানা ছিল না

২৫৪। যে ব্যক্তি এমন কোন মুদ্রা অপর কোন ব্যক্তির নিকট খাঁটি বলিয়া বা ইহা যে মুদ্রা তাহা হইতে ভিন্নতর বর্ণনার কোন মুদ্রা বলিয়া, এমন কোন মুদ্রা হস্তান্তর করে অথবা এমন কোন মুদ্রা খাঁটি বলিয়া, বা ইহা যে মুদ্রা তাহা হইতে ভিন্নতর বর্ণনার মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করে, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৬, ২৪৭ ও ২৪৮ বা ২৪৯ ধারায় উল্লেখিত কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া সে জানে, কিন্তু উহা তাহার অধিকারে আসার কালে উক্ত মুদ্রা সম্পর্কে অনুরূপ কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া সে জানিত না, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ যে মুদ্রার জন্য পরিবর্তিত মুদ্রা চালানো হয় বা চালানোর উদ্যোগ করা হয়, সেই মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

গঠনে পরিবর্তিত বা ওজনে হ্রাসকৃত মুদ্রা না জানিয়া গ্রহণ করিয়া পরে উহার প্রকৃতি জানিতে পারিয়া যে ব্যক্তি উহা চালাইবার চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি অনুর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা সংশ্লিষ্ট মুদ্রার দশ গুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

এই ধারা ২৪১ ধারার অনুরূপ। উভয় ধারাতেই অখাঁটি মুদ্রাকে খাঁটি মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করা হয়। সুতরাং প্রাথমিক দখল একেবারেই নিরীহ। দখলকারীর উপর এ পর্যন্ত কোন অপরাধ আপতিত হয় নাই। পরে দখলকারী জানিতে পারিলেন যে মুদ্রা অখাঁটি। এই সময় তাহার বিবেকের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যে লোকসান তিনি অজ্ঞাতসারে খাইয়াছেন, তাহা তিনি অন্যের উপর চাপাইয়া দিতে পারেন না। সে প্রকার কোন প্রচেষ্টা করিলে তিনি অপরাধী হন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়াছিলেন বা অপর ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন এমন মুদ্রা সম্পর্কে, যাহার উপর ২৪৬ হইতে ২৪৯ ধারায় বর্ণিত যে কোন ক্রিয়া সাধিত হইয়াছিল।

৩। তিনি উহা হস্তান্তর প্রভৃতি করিয়াছিলেন খাঁটি বলিয়া বা যে মূল্যের নয় তাহা বলিয়া।

৪। তিনি জানিতেন যে, মুদ্রা সম্পর্কে তিনি যে পরিচয় দিতেছেন, তাহা খাঁটি নহে।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী স্ট্যাম্প জাল করণ

২৫৫। যে ব্যক্তি রাজস্বের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন স্ট্যাম্প জাল করে বা জ্ঞাতসারে জালকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি এক শ্রেণীর খাঁটি স্ট্যাম্পকে ভিন্নতর শ্রেণীর খাঁটি স্ট্যাম্পের সদৃশ করিয়া জাল করে, সেই ব্যক্তি অত্র অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় সরকারী স্ট্যাম্প জাল করিবার অপরাধের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে সরকার স্ট্যাম্প প্রণয়ন এবং জারী করেন। স্ট্যাম্পের উপর উহার মূল্য লিখিত থাকে। যে ব্যক্তি সরকারী স্ট্যাম্প জাল করেন বা জাল করিবার প্রক্রিয়ার কোন স্তরে অংশ গ্রহণ করেন, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হয়। এক শ্রেণীর স্ট্যাম্পকে অন্য শ্রেণীতে রূপান্তর করাকেও জাল বলে।

স্ট্যাম্প

স্ট্যাম্প প্রকৃতপক্ষে একখানি কাগজ। সরকার উহার একটি মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং ঐ মূল্যের পরিচয়ের জন্য স্ট্যাম্পের একটি বিশেষ আকার, প্রকার এবং লিখন সরকার গ্রহণ করেন। কোন ব্যক্তি ইহা জাল করিলে তিনি অপরাধী হন। স্ট্যাম্প মূল কাগজের মধ্যেও থাকিতে পারে আবার পৃথকভাবে থাকিতে পারে। পৃথকভাবে যে স্ট্যাম্প সরকার জারী করেন, ঐগুলি কাগজের উপর লাগাইয়া দিয়া ব্যবহার করিতে হয়। স্ট্যাম্পের উপর মূল্য লেখা থাকে। ঐ মূল্য দিয়া স্ট্যাম্প ক্রয় করিতে হয়।

প্রমাণ

এই ধারায় বর্ণিত শাস্তিযোগ্য অপরাধের প্রতিষ্ঠা নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণের উপর নির্ভরশীল ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি জাল করিয়াছিলেন বা জ্ঞাতসারে জালকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

২। ঐ কাজ সরকারী রাজস্ব স্ট্যাম্প সম্পর্কে করা হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী স্ট্যাম্প জাল করিবার যন্ত্র বা উপাদান অধিকার করা।

২৫৬। যে ব্যক্তি, রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন স্ট্যাম্প জাল করিবার কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্য অথবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন যন্ত্র বা উপাদান তাহার অধিকারে রাখে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী স্ট্যাম্প জাল করিবার যন্ত্র বা উপাদান দখলে রাখিলে যে অপরাধ হয় বর্তমান ধারায় সেই অপরাধের শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এমন কোন যন্ত্র বা উপাদান দখলে রাখে, যে যন্ত্র বা উপাদান স্ট্যাম্প জাল করিবার কাজে ব্যবহার হইবে বা ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত সেই ব্যক্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়।

সদৃশ আইন

আলোচ্য আইনের ২৩৫ ধারায় মুদ্রা জাল করিবার যন্ত্র বা উপাদান দখলে রাখিবার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। বর্তমান ধারায় স্ট্যাম্প জাল করিবার যন্ত্র বা উপাদান দখলে রাখিবার উপাদানের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

দখল

এই ধারার এবং ২৩৫ ধারার মূল উপাদান হইতেছে অসাধু দখল। দখল বলিতে কি বুঝা যায় তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারায় বর্ণিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর প্রমাণের উপর নির্ভরশীল ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তির দখলে যন্ত্র বা উপাদান ছিল।

২। স্ট্যাম্প জাল করিবার উদ্দেশ্যে ঐ যন্ত্র এবং উপাদান রক্ষিত হইয়াছিল অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন বা বিশ্বাস করিতেন যে, ঐ যন্ত্র বা উপাদান জাল করার কার্যে ব্যবহৃত হইবে।

৩। সংশ্লিষ্ট স্ট্যাম্প সরকার কর্তৃক প্রণীত ও জারিত হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী স্ট্যাম্প জাল করণার্থ যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয় করা

২৫৭। যে ব্যক্তি, রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন স্টাম্প জাল করার কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা অনুরূপ কার্যে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন যন্ত্র প্রস্তুত করে বা প্রস্তুত প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে, অথবা ক্রয় করে বা বিক্রয় করে বা হস্তান্তর করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় সরকারী স্ট্যাম্প জাল করিবার যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ প্রস্তুত বা ক্রয় বিক্রয় করার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। জাল করার কাজে ব্যবহারের জন্য যিনি যন্ত্র

বা যন্ত্রাংশ প্রণয়ন করেন বা ক্রয়-বিক্রয় করেন, তিনি অথবা জাল করিবার কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে ইহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়া যিনি অনুরূপ যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করেন বা ক্রয় বিক্রয় করেন. তিনি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

সদৃশ আইন

এই ধারা ২৩৪ ধারার অনুরূপ। ২৩৪ ধারা মুদ্রা সম্পর্কীয় এবং বর্তমান ধারা সরকারী স্ট্যাম্প সম্পর্কীয়। উভয়ের নীতি এক। মুদ্রা এবং সরকারী স্ট্যাম্প জাল করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রণয়ন এবং আদান-প্রদান আইনে নিষিদ্ধ।

প্রমাণ

এই ধারায় বর্ণিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করা অপরিহার্য।

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন কিংবা নির্মাণের কোন অংশ সম্পন্ন করিয়াছিলেন কিংবা উহা ক্রয়-বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিয়াছিলেন।

২। ঐ যন্ত্র সরকারী রাজস্ব স্ট্যাম্প জাল করিবার কাজে ব্যবহার হইবার জন্য অভিপ্রেত ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অভিপ্রায়ে উহা করিয়াছিলেন যে, উহা জাল করার কার্যে ব্যবহৃত হইবে বা তিনি জানিতেন বা বিশ্বাস করিতেন যে উহা উক্ত কার্যে ব্যবহৃত হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

জাল সরকারী স্ট্যাম্প বিক্রয় করা

২৫৮। যে ব্যক্তি, এইরূপ কোন স্ট্যাম্প বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে, যাহা রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত যে কোন স্ট্যাম্পের জাল বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

জাল জানিয়া সরকারী স্ট্যাম্প বিক্রয় করিয়া বা বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় শাস্তি-যোগ্য অপরাধ। কোন স্ট্যাম্পকে যিনি জাল বলিয়া জানেন এবং বিশ্বাস করেন, তিনি

যদি উহা বিক্রয় করেন বা বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন, তবে তিনি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

সদৃশ আইন

এই ধারা আলোচ্য আইনের ২৫৯ ধারার অনুরূপ। জাল স্ট্যাম্প বিক্রয় করিয়া যিনি অর্থ উপার্জন করিতে চান, তাহাকে শায়েস্তা করাই এই ধারার মূল উদ্দেশ্য। জানিয়া শুনিয়া জাল মুদ্রা চালানো যেমন অপরাধ তেমনি জাল স্ট্যাম্প চালানো অপরাধ।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন বা বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা বিক্রয় করিয়াছিলেন বা বিক্রয় করিবার প্রস্তাব দিয়াছিলেন, তাহা ছিল স্ট্যাম্প।

৩। ঐ স্ট্যাম্প ছিল সরকারী ব্যবসা স্ট্যাম্পের জাল।

৪। উহা যে জাল তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন বা বিশ্বাস করিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

জাল সরকারী স্ট্যাম্প দখলে রাখা

২৫৯। যে ব্যক্তি, খাঁটি স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহার বা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে অথবা উহা একটি খাঁটি স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে এইরূপ কোন স্ট্যাম্প তাহার অধিকারে রাখে যাহা রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন স্ট্যাম্পের জাল বলিয়া সে জানে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় জাল সরকারী স্ট্যাম্প দখলে রাখার অপরাধের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

সদৃশ আইন

এই ধারা আলোচ্য বিধির ২৪৩ ধারার অনুরূপ। ২৪৩ ধারা জাল মুদ্রা দখলে রাখার শাস্তির বিধান করিয়াছে। বর্তমান ধারা বলিয়াছে যে কোন ব্যক্তি যখন খাঁটি স্ট্যাম্পরূপে বা হস্তান্তরের জন্য বা খাঁটি স্ট্যাম্পরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এইজন্য জানিয়া বুঝিয়া জাল স্ট্যাম্পকে আপন দখলে রাখে, তখন সেই ব্যক্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তির দখলে স্ট্যাম্প ছিল।

২। ঐ স্ট্যাম্প ছিল সরকারী রাজস্ব স্ট্যাম্পের জাল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জানিতেন।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত স্ট্যাম্পকে খাঁটি স্ট্যাম্পরূপে ব্যবহার বা হস্তান্তর করিবার জন্য বা ঐ রূপে উহা ব্যবহৃত বা হস্তান্তরিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে উহা আপন দখলে রাখিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

জাল বলিয়া পরিচিত কোন সরকারী স্ট্যাম্পকে খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করা

২৬০। যে ব্যক্তি যে কোন স্ট্যাম্পকে রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন স্ট্যাম্পের জাল বলিয়া জানিয়াও উহা খাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

জাল বলিয়া জানিয়া জাল স্ট্যাম্পকে যিনি খাঁটি স্ট্যাম্পরূপে ব্যবহার করেন, তিনি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

এই ধারা আলোচ্য বিধির ২৫৪ ধারার অনুরূপ। ২৫৪ ধারা মুদ্রা সম্পর্কিত। বর্তমান ধারা স্ট্যাম্প সম্পর্কিত।

সদৃশ আইন

যে স্ট্যাম্প অভিযুক্ত ব্যক্তির জ্ঞাতসারে জাল. সেই স্ট্যাম্প ব্যবহারের দ্বারা তিনি অপরাধী নন। "জ্ঞাতসারে" শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যাহার বিরুদ্ধে জাল স্ট্যাম্প ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়, স্ট্যাম্পের প্রকৃত পরিচয় অর্থাৎ তাহার জালরূপ সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির জাল প্রমাণ করা আবশ্যক ; নহিলে অভিযোগ টেকে না। জাল স্ট্যাম্পের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়াই অনেক সময় উহার স্বরূপ ধরা পড়ে। যে স্ট্যাম্প জাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যিনি জাল স্ট্যাম্প চালাইতেন তিনি তাহা বুঝিবার কথা।

প্রমাণ

নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণের উপর এই ধারার অপরাধ দাঁড়াইতে পারে ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়াছিলেন।

২। ঐ স্ট্যাম্প জাল ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি জাল জানিয়া উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারের ক্ষতি সাধন কল্পে সরকারী স্ট্যাম্প ধারক কোন বস্তু হইতে লেখা নিশ্চিহ্ন করা বা দলিল হইতে উহার জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্প তুলিয়া ফেলা

২৬১। যে ব্যক্তি, প্রতারণাকমূলকভাবে বা সরকারের ক্ষতি সাধনকল্পে রাজস্বের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন স্ট্যাম্প ধারক কোন বস্তু হইতে যে লেখা বা দলিলের জন্য অনুরূপ স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই লেখা বা দলিল অপসারণ বা নিশ্চিহ্ন করে, অথবা কোন স্ট্যাম্প কোন ভিন্নতর লেখা বা দলিলের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে কোন লেখা বা দলিলে যে স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইয়াছে অনুরূপ লেখা বা দলিল হইতে সেই স্ট্যাম্প অপসারণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারের ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারী স্ট্যাম্প যে ব্যক্তি দলিল হইতে উহা তুলিয়া ফেলেন কিংবা উহার লেখা নিশ্চিহ্ন করেন, সেই ব্যক্তি বর্তমান ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধী। তাহার শাস্তি অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

এই ধারায় দুইটি কাজকে অপরাধ বলা হইয়াছে ঃ

১। স্ট্যাম্প হইতে লিখন অপসারণ করা।

২। দলিল হইতে স্ট্যাম্প অপসারণ করা।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

অভিযুক্ত ব্যক্তি স্ট্যাম্পযুক্ত কোন দলিল হইতে স্ট্যাম্প অপসারণ করিয়াছিলেন বা মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন বা কোন দলিল কিংবা লিপিতে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প এই উদ্দেশ্যে সরাইয়াছিলেন যে উহা অন্য দলিলে বা লিপিতে ব্যবহৃত হইবে।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন প্রতারণামূলকভাবে কিংবা সরকারের লোকসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কিংবা ভিন্নতর লিপিতে বা দলিলে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

মূল ধারার অনুবাদ

পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া পরিচিত সরকারী স্ট্যাম্প ব্যবহার করা

২৬২। যে ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা সরকারের ক্ষতি সাধনকল্পে সরকার কর্তৃক রাজস্বের নিমিত্ত ইস্যুকৃত কোন স্ট্যাম্প, যাহা পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সে জানে, তাহা যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

প্রতারণামূলকভাবে বা সরকারের ক্ষতি করিবার জন্য যে ব্যক্তি ব্যবহৃত সরকারী স্ট্যাম্প পুনর্বার ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

সরকারের ক্ষতিসাধন করার অভিপ্রায়ই এই ধারার মূল কথা। যেখানে স্ট্যাম্প ব্যবহার হওয়া আইনে নির্ধারিত হইয়াছে, সেখানে স্ট্যাম্প ব্যবহার না করিলে বাঞ্ছিত প্রতিকার পাওয়া যায় না। বাঞ্ছিত প্রতিকার পাইতে হইলে স্ট্যাম্প ক্রয় করিয়া উহা ব্যবহার করিতে হয়। স্ট্যাম্প বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার রাজস্ব পান। ব্যবহৃত স্ট্যাম্প পুনঃ ব্যবহৃত হইলে সরকার রাজস্ব হইতে বঞ্চিত হন।

প্রমাণ

এই ধারায় নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণিতব্যঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারী রাজস্বে স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়াছিলেন।

২। ঐ স্ট্যাম্প একবার ব্যবহৃত হইয়াছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে, উহা পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

৪। পুনঃ ব্যবহারের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতারণা করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ অর্থসূচক চিহ্ন মুছিয়া ফেলা।

২৬৩। যে ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা সরকারের ক্ষতি সাধনকল্পে সরকার কর্তৃক রাজস্বের নিমিত্ত ইস্যুকৃত কোন স্ট্যাম্প হইতে, উহা ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ অর্থ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অনুরূপ স্ট্যাম্পের উপর প্রযুক্ত বা অস্তিত্ব কোন চিহ্ন মুছিয়া ফেলে বা অপসারণ করে, অথবা যে স্ট্যাম্প হইতে অনুরূপ চিহ্ন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে বা অপসারিত হইয়াছে সেই স্ট্যাম্প জ্ঞাতসারে তাহার অধিকারে রাখে বা বিক্রয় করে বা হস্তান্তর করে অথবা যে স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সে জানে সেই স্ট্যাম্প বিক্রয় করে বা হস্তান্তর করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন ব্যক্তি যখন কোন স্ট্যাম্প ব্যবহার করেন, তখন তিনি উহা নির্দিষ্ট স্থানে দাখিল করেন। যেখানে উহা দাখিল করা হয়, সেখানে ঐ স্ট্যাম্পের উপর এমন কিছু

চিহ্ন বা লিখন দেওয়া হয়, যাহাতে বুঝা যায় যে ঐ স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইয়াছে। স্ট্যাম্প কাটিয়া দেওয়া হয় বা স্বাক্ষর করা হয় বা পাঞ্চ করা হয়। যে চিহ্ন দ্বারা স্ট্যাম্পের ব্যবহার নির্দেশ করা হয়, সেই চিহ্ন প্রতারণামূলকভাবে বা সরকারের ক্ষতি করিবার জন্য যে ব্যক্তি মুছিয়া ফেলেন বা অপসারণ করেন অথবা যে ব্যক্তি ঐরূপ দোষযুক্ত স্ট্যাম্প জ্ঞাতসারে আপন দখলে রাখেন বা ক্রয় বিক্রয় করেন, কিংবা ব্যবহৃত স্ট্যাম্প যিনি ক্রয় বিক্রয় করেন তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

এই ধারায় তিনটি অপরাধের বর্ণনা আছে ঃ

১। স্ট্যাম্পের উপরকার ব্যবহারসূচক চিহ্ন মুছিয়া ফেলা।

২। ব্যবহারের চিহ্ন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে ঐরূপ স্ট্যাম্প দখলে রাখা।

৩। ঐরূপ স্ট্যাম্প বিক্রয় বা হস্তান্তর করা।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। সরকারী রাজস্বে স্ট্যাম্প ব্যবহার হইয়াছিল।

২। ঐ স্ট্যাম্পের উপর ব্যবহার সূচক চিহ্ন বর্তমান ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতারণার বা সরকারের ক্ষতির উদ্দেশ্যে ঐ চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন বা অপসারণ করিয়াছিলেন অথবা ঐরূপ দোষ যুক্ত স্ট্যাম্প আপন দখলে রাখিয়াছিলেন অথবা ঐরূপ দোষ যুক্ত স্ট্যাম্প বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

২৬৩-ক। (১) যে ব্যক্তি—

অসত্য স্ট্যাম্পসমূহ নিষিদ্ধকরণ

(ক) কোন কৃত্রিম স্ট্যাম্প প্রস্তুত করে, জ্ঞাতসারে চালু করে, উহার কারবার করে বা বিক্রয় করে অথবা জ্ঞাতসারে ডাক সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্যে কৃত্রিম স্ট্যাম্প ব্যবহার করে, অথবা

(খ) বৈধ অজুহাত ব্যতিরেকে তাহার অধিকারে কোন কৃত্রিম স্ট্যাম্প রাখে, অথবা

(গ) কোন কৃত্রিম স্ট্যাম্প প্রস্তুত করার ছাঁচ, ফলক, যন্ত্র বা উৎপাদন প্রস্তুত করে বা বৈধ অজুহাত ব্যতিরেকে তাহার অধিকারে রাখে, সেই ব্যক্তি অর্থদণ্ডে—

যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে।

(২) যে কোন কৃত্রিম স্ট্যাম্প প্রস্তুতির জন্য যে কোন ব্যক্তির অধিকারভুক্ত অনুরূপ যে কোন স্ট্যাম্প, ছাঁচ, ফলক, যন্ত্র বা উপাদান হস্তগত করা যাইবে এবং তৎসমূহ বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

(৩) অত্র ধারায় "কৃত্রিম স্ট্যাম্প" বলিতে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ডাক মাশুলের হার বা যে কোন স্ট্যাম্পের পত্রের উপরই হউক বা প্রকারান্তরেই হউক, যে কোন প্রতিরূপ, অনুকৃতি বা প্রতিকল্পের অর্থ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বলিয়া মিথ্যাভাবে অধিগম্য যে কোন স্ট্যাম্পকে বুঝাইবে।

(৪) অত্র ধারায় এবং তদুপরি ২৪৫ হইতে ২৬৩ ধারায়ও উভয়সহ ডাক-মাশুলের হার জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ইস্যু কৃত যে কোন স্ট্যাম্প সম্পর্কে বা তৎপ্রতি উল্লেখের ক্ষেত্রে "সরকার" শব্দে, ১৭ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের যে কোন অংশে এবং তদুপরি রাজকীয় ডমিনিয়নসমূহের যে কোন অংশে বা যে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রে কার্যনির্বাহক সরকার পরিচালনা করিবার জন্য আইন বলে ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

ডাকের কাজে ব্যবহারের জন্য যে ব্যক্তি কৃত্রিম স্টাম্প প্রস্তুত করে বা ক্রয় বিক্রয় করে বা ব্যবহার করে বা দখলে রাখে বা উহা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে বা দখলে রাখে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ দুই শত টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কৃত্রিম স্ট্যাম্প প্রস্তুত করিয়াছিলেন বা আদান-প্রদান করিয়াছিলেন কিংবা জ্ঞাতসারে ব্যবহার করিয়াছিলেন ; বা

২। তিনি জ্ঞাতসারে কৃত্রিম স্ট্যাম্প ডাকের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন ; বা

৩। উক্তরূপ স্ট্যাম্প বৈধ অজুহাত ব্যতিরেকে আপন দখলে রাখিয়াছিলেন ; বা

৪। তিনি কৃত্রিম স্ট্যাম্প প্রস্তুত করিবার যন্ত্র বা উপাদান বৈধ অজুহাত ব্যতিরেকে আপন দখলে রাখিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাটখারা ও মাপকাঠি সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

ওজনের জন্য অপ্রকৃত যন্ত্রের প্রতারণামূলক ব্যবহার

২৬৪। যে ব্যক্তি ওজনের জন্য প্রতারণামূলকভাবে এমন কোন যন্ত্র ব্যবহার করে, যাহা সে অপ্রকৃত বলিয়া জানে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ শুরু হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদ আকারে অতি ক্ষুদ্র। ইহার মধ্যে মাত্র চারিটি ধারা আছে।

এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হইতেছে বাটখারা এবং মাপকাঠি সম্পর্কিত অপরাধ। ওজনের জন্য খারাপ যন্ত্র ব্যবহার করা, প্রতারণামূলকভাবে কম ওজন বা মাপ প্রদান করা বা খাঁটি নহে এইরূপ ওজনের যন্ত্রপাতি আপন দখলে রাখা বা ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা বা ক্রয়-বিক্রয় করা এই পরিচ্ছেদে অপরাধ বলিয়া গণ্য।

১৯৩৯ সালের ৯ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশের ওজনের মান ঠিক করা হইয়াছে।

ওজনের জন্য অপ্রকৃত যন্ত্র যিনি প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার করেন, তিনি অনূর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

অপ্রকৃত যন্ত্র

যে মাপ নিরীখ বা মান পক্ষবৃন্দ স্বীকৃত মতে মানিয়া লন, সেই মাপ নিরীখ বা মানকে যে যন্ত্র সম্মান করে না, তাহাকে অপ্রকৃত যন্ত্র বলা হয়।[৫০৬] নিক্তি, দাড়িপাল্লা, কাঁটা প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন।
২। উহা ওজন করিবার যন্ত্র ছিল।
৩। উহা অপ্রকৃত ছিল।
৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে, উহা অপ্রকৃত ছিল।
৫। তিনি ঐ যন্ত্রকে প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন

মূল ধারার অনুবাদ

অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠির প্রতারণামূলক ব্যবহার

২৬৫। যে ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে কোন অপ্রকৃত বাটখারা অথবা দৈর্ঘ বা পরিমাণের কোন অপ্রকৃত মাপকাঠি ব্যবহার করে অথবা প্রতারণামূলভাবে কোন বাটখারা অথব দৈর্ঘ বা পরিমাণের মাপকাঠিকে উহা যে বাটখারা বা মাপকাঠি তাহা হইতে ভিন্নতর বাটখারা বা মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

অপ্রকৃত ওজন বস্তু বা পরিমাপ বস্তু ব্যবহারকারী কিংবা এক প্রকার ওজন বস্তু বা পরিমাপ বস্তুকে অন্য প্রকারে ব্যবহারকারী ব্যক্তি অনূর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয়।

পূর্বের ধারায় অপ্রকৃত নিক্তি, দাড়িপাল্লা বা কাঁটা ব্যবহাকারীকে প্রদেয় শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমান ধারায় অপ্রকৃত বাটখারা অর্থাৎ সের, আধাসের, পোয়া, ছটাক প্রভৃতি কিংবা গজ, ফুট প্রভৃতির ফিতা ইত্যাদি ব্যবহারকারীর শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপ্রকৃত বাটখারা বা অপ্রকৃত মাপকাঠি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠির অধিকারী হওয়া

২৬৬। যে ব্যক্তি, ওজন করার যে কোন যন্ত্র বা কোন বাটখারা বা দৈর্ঘ ও পরিমাণের যে কোন মাপকাঠি অসত্য বলিয়া জানিয়া এই উদ্দেশ্যে অধিকার করে যে, উহা প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে-যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠি জানিয়া শুনিয়া প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায়ে দখলে রাখে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ এক বৎসরের কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

যে বাটখারাকে বা মাপকাঠিকে সকলে এক প্রকার বলিয়া জানে, ভিন্নতর হইলে তাহা অপ্রকৃত হয়।[৫০৭]

অভিপ্রায় এবং জ্ঞান

অপ্রকৃত বাটখারা দখলের অপরাধে কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে ইহা প্রমাণ করা অত্যাবশ্যক যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বাটখারার প্রকৃত পরিচয় জানিতেন এবং তাহা জানিয়া তিনি উহা ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন।[৫০৮] কোন বাটখারা প্রকৃত ওজন বহন করে কিনা মাপিয়া ঠিক করিবার দায়িত্ব সকল দখলকারীর নাই। সুতরাং কম ওজনের বাটখারা দখলে থাকিলেই দখলকারী অপরাধী হইয়া পড়েন না। তবে যদি দখকারীর আয়ত্তে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত উভয় প্রকার বাটখারা থাকে, তবে ধরিয়া লওয়া যায় যে, ঐ ব্যক্তি অপ্রকৃত বাটখারার পরিচয় জানিতেন।[৫০৯]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তির দখলে অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠি ছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা অপ্রকৃত বলিয়া জানিতেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উহা দখলে রাখিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠি প্রস্তুত বা বিক্রয় করা।

২৬৭। যে ব্যক্তি, সত্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে বা সত্য হিসাবে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া, ওজন করার এমন কোন যন্ত্র বা কোন বাটখারার দৈর্ঘ বা পরিমাণের কোন মাপকাঠি প্রস্তুত করে বা বিক্রয় করে বা হস্তান্তর করে, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

অপ্রকৃত ওজন যন্ত্র বা বাটখারা বা মাপকাঠি প্রকৃতরূপে ব্যবহার হইবার জন্য বা অভিপ্রায়ে যিনি প্রস্তুত বা বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন, তিনি অনূর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ওজন যন্ত্র, বাটখারা বা মাপকাঠি প্রস্তুত করিয়াছিলেন বা বিক্রয় করিয়াছিলেন বা হস্তান্তর করিয়াছিলেন।

২। উহা অপ্রকৃত ছিল।

৩। তিনি উহা অপ্রকৃত বলিয়া জানিতেন।

৪। প্রকৃতরূপে ব্যবহার হইবার জন্য কিংবা ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা জানিয়া তিনি উহা করিয়াছিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা, শোভনতা ও নৈতিকতা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

গণ-উপদ্রব

২৬৮। যে ব্যক্তি, এমন কোন কার্য সম্পাদন করে বা এমন কোন বেআইনী বিচ্যুতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, যাহা পরিপার্শ্বে বসবাসকারী সম্পত্তি অধিকারী বা জনসাধারণ বা সাধারণভাবে জনগণের কোন সাধারণ ক্ষতি, বিপদ বা বিরক্তি সৃষ্টি করে, অথবা যাহা অনিবার্যভাবে যে জনগণ কোন গণ-অধিকার ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে, সেই জনগণের ক্ষতি, বিপত্তি, বিপদ বা বিরক্তি সৃষ্টি করিবে, সেই ব্যক্তি গণ-উপদ্রবের অপরাধে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

কিছুটা সুবিধা বা সুযোগ সৃষ্টি করার অজুহাতেই কোন সাধারণ উপদ্রব ক্ষমা করা যাইতে পারে না।

এই পরিচ্ছেদে এগার প্রকার উপদ্রবের কথা বলা হইয়াছে :

১ রোগের সংক্রমণ বিস্তার (২৬৯—২৭১ ধারা)।

২ পানি দূষিত করা (২৭৭ ধারা)।

৩ আবহাওয়া দূষিত করা (২৭৮ ধারা)।

৪ খাদ্য পানীয় এবং ঔষধে ভেজাল দেওয়া (২৭২—২৭৬ ধারা)।

৫ বেপরোয়া গাড়ী চালানো (২৭৯ ধারা)।

৬ বেপরোয়া নৌ-চালনা (২৮০, ২৮২ ধারা)।

৭ সাধারণের যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করা (২৮১—২৮৩ ধারা)।

৮। বিষাক্ত বস্তু, দাহ্য পদার্থ বা বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কে তাচ্ছিল্যমূলক ব্যবহার করা (২৮৪—২৮৬ ধারা)।

৯। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে, দালান সম্পর্কে এবং পশু সম্পর্কে অবহেলামূলক আচরণ (২৮৬—২৮৯ ধারা)।

১০। অশ্লীলতা বিস্তার (২৯২—২৯৪ ধারা)।

১১। লটারী (২৯৪-ক ধারা)।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ শুরু হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু গণ-উপদ্রব। ইহাকে নোংরামীও বলা যায়। জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা, শোভনতা এবং নৈতিকতার বিরুদ্ধে যে উপদ্রব বা নোংরামী অনুষ্ঠিত হয়, তাহার শাস্তি এই পরিচ্ছেদের ধারাসমূহে বিধৃত।

গণ-উপদ্রবের বিরুদ্ধে বর্তমান পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রতিকার ছাড়াও দুইভাবে প্রতিকার পাওয়া আইনতঃ সম্ভব।

প্রথমতঃ এই উপদ্রব দ্বারা যিনি বা যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি বা তাহারা দেওয়ানী মামলা করিতে পারেন। তবে দেওয়ানী মামলা করিতে হইলে ব্যক্তিগত ক্ষতি প্রমাণ করা অপরিহার্য। লর্ড এ্যালেনবরো বলেন, রাস্তা বন্ধ করিলে যেমন সমগ্র পথচারী সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হন, তেমনি কোন বিশেষ ব্যক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হন। ঐ বিশেষ ব্যক্তি দেওয়ানী মামলা করিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ ফৌজদারী কার্যবিধির দশম এবং একাদশ অধ্যায়ে গণ-উপদ্রব বা নোংরামীর বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা বিদ্যমান। ঐ অধ্যায়ে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

প্রকাশ্য নোংরামী (Public Nuisance)

১৩৩। (১) যখন কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ রিপোর্ট অথবা অন্য কোন সংবাদ পাইয়া এবং প্রয়োজন অনুসারে সাক্ষ্য (যদি কোন) গ্রহণ করিয়া মনে করেন যে,

জনসাধারণ আইনসংগতভাবে ব্যবহার করিতেছে বা করিতে পারে এইরূপ কোন পথ, নদী বা খাল হইতে বা কোন প্রকাশ্য স্থান হইতে কোন বেআইনী বাধা বা নোংরামী অপসারণ করা প্রয়োজন ; অথবা

কোন ব্যবসায় বা পেশার পরিচালন, অথবা কোন মালপত্র বা পণ্যদ্রব্যের সংরক্ষণ পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য বা শারীরিক আরাম-আয়াসের পক্ষে ক্ষতিকর এবং ফলে এইরূপ ব্যবসায় বা পেশা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন অথবা এইরূপ মালপত্র বা পণ্যদ্রব্য অপসারিত হওয়া দরকার বা উহার সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন, অথবা

কোন গৃহের নির্মাণ কার্য অথবা বিস্তার বা বিস্ফোরণ ঘটানোর আশংকাযুক্ত কোন বস্তুর স্থানান্তরিতকরণ প্রতিহত বা বন্ধ করা প্রয়োজন অথবা কোন গৃহ, তাঁবু বা কাঠামো বা কোন বৃক্ষ এইরূপ অবস্থায় রহিয়াছে যে, তাহা পড়িয়া যাইতে পারে এবং ফলে নিকটবর্তী স্থানে বসবাসকারী বা ব্যবসায় পরিচালনাকারী বা নিকটবর্তী স্থান দিয়া পথ অতিক্রমকারী ব্যক্তিদের ক্ষতির কারণ ঘটাইতে পারে এবং এই কারণে উক্ত গৃহ, তাঁবু বা কাঠামোর অপসারণ, মেরামত বা অবলম্বন, অথবা উক্ত বৃক্ষের অপসারণ বা অবলম্বন প্রয়োজন ; অথবা

জনসাধারণের প্রতি বিপদ প্রতিরোধের জন্য কোন পথ বা প্রকাশ্য স্থানের নিকটবর্তী কোন পুষ্করিণী, কূপ বা খন্দকের চারিদিকে বেড়া দেওয়া প্রয়োজন, অথবা

কোন বিপজ্জনক প্রাণী বিনষ্ট, আটক বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা প্রয়োজন,

তাহা হইলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট, যে ব্যক্তি এইরূপ বাধা বা নোংরামীর কারণ ঘটাইতেছে, অথবা এইরূপ ব্যবসায় বা পেশা চালাইতেছে, অথবা এইরূপ মালপত্র বা পণ্যদ্রব্য রাখিতেছে, অথবা এইরূপ গৃহ, তাঁবু, কাঠামো বস্তু, পুষ্করিণী, কূপ বা খন্দকের মালিক, দখলকার বা নিয়ন্ত্রণকারী অথবা এইরূপ প্রাণী বা বৃক্ষের মালিক বা দখলদার, তাহার প্রতি আদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কার্য-করার জন্য শর্ত সাপেক্ষে আদেশ প্রদান করেন :

উক্ত বাধা বা নোংরামী অপসারণ করিতে অথবা উক্ত ব্যবসায় বা পেশা হইতে বিরত থাকিতে, অথবা নির্দেশিত উপায়ে উহা অপসারণ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে অথবা উক্ত মালপত্র বা পণ্যদ্রব্য অপসারণ বা নির্দেশিত উপায়ে উহার সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করিতে, অথবা

উক্ত গৃহ, তাঁবু বা কাঠামো নির্মাণ প্রতিরোধ বা বন্ধ করিতে বা উহা অপসারণ বা মেরামত বা উহার অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতে, অথবা উক্ত বৃক্ষ অপসারণ বা উহার অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতে অথবা উক্ত বস্তুর স্থানান্তরিতকরণ পরিবর্তন করিতে, অথবা উক্ত পুষ্করিণী, কূপ বা খন্দকের চারিদিকে বেড়া দিতে, অথবা আদেশে বর্ণিত উপায়ে উক্ত বিপজ্জনক প্রাণী বিনষ্ট, আটক বা হস্তান্তর করিতে ; অথবা

তিনি যদি ইহা করিতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে তাহাকে আদেশে নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে আদেশদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অপর কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হইতে এবং অতঃপর বর্ণিত উপায়ে আদেশটি বাতিল বা সংশোধন করাইয়া লইতে।

(২) এই ধারা অনুসারে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যথাযথভাবে প্রদত্ত কোন আদেশ সম্পর্কে কোন দেওয়ানী আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

ব্যাখ্যাঃ প্রকাশ্য স্থান" বলিতে রাষ্ট্রের সম্পত্তি, ক্যাম্পিং করার জায়গা এবং স্বাস্থ্যগত কারণে বা আমোদ-প্রমোদের জন্য রক্ষিত খোলা জায়গাও বুঝায়।

১৩৪। (১) এই আইনে সমন জারীর জন্য বর্ণিত উপায়ে সম্ভব হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর আদেশ জারী করিতে হইবে।

(২) এইরূপ আদেশ উক্তরূপে জারী করা না গেলে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়ম দ্বারা নির্দেশিত উপায়ে উহা ঘোষণার মারফতে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে, যাহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট সংবাদটি পৌঁছানো সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক হয়।

১৩৫। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তিনি—

(ক) আদেশে বর্ণিত উপায়ে ও সময়ের মধ্যে নির্দেশিত কার্য সম্পন্ন করিবেন; অথবা

(খ) উক্ত আদেশ অনুসারে হাজির হইয়া উহার বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন করিবেন অথবা আদেশ দানকারী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আদেশটি যুক্তিসংগত ও যথাযথ কিনা, তাহা বিচারের জন্য জুরী নিয়োগের আবেদন করিবেন।

১৩৬। উক্ত ব্যক্তি যদি ১৩৫ ধারা মোতাবেক উক্ত কার্য সম্পাদন না করেন বা হাজির হইয়া কারণ প্রদর্শন না করেন বা জুরি নিয়োগের আবেদন না করেন, তাহা হইলে তিনি দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন এবং আদেশটি স্থায়ী করা হইবে।

১৩৭। (১) তিনি যদি হাজির হন ও আদেশের বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট সমন-মামলার ন্যায় এ বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট যদি এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে, আদেশটি যুক্তিসংগত ও যথাযথ নয়, তাহা হইলে এ সম্পর্কে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) ম্যাজিস্ট্রেট যদি উক্তরূপ সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে আদেশটি স্থায়ী (absolute) করা যাইবে।

১৩৮। (১) জুরী নিয়োগের জন্য ১৩৫ ধারা অনুসারে আবেদন পত্র পাওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট—

(ক) সঙ্গে সঙ্গে পাঁচের কম নহে—এইরূপ অসম সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত জুরী নিয়োগ করিবেন, ম্যাজিস্ট্রেট ফোরম্যান ও অবশিষ্ট সদস্তের অর্ধেককে মনোনীত করিবেন এবং আবেদনকারী অন্যান্য সদস্যদের মনোনীত করিবেন।

(খ) ম্যাজিস্ট্রেট যে স্থান ও সময় নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থানে ও সময়ে উক্ত ফোরম্যান ও সদস্যদের হাজির হওয়ার জন্য আহ্বান করিবেন, এবং

(গ) যে সময়ের মধ্যে তাঁহাদের অভিমত প্রদান করিতে হইবে, তাহা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(২) সংগত কারণ থাকিলে তাহা প্রদর্শন করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট এইরূপে নির্ধারিত সময় বাড়াইয়া দিতে পারেন।

১৩৯। (১) জুরী অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যদি এইরূপ অভিমত দেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের মূল আদেশ যুক্তিসংগত ও যথাযথ অথবা উহা সংশোধন সাপেক্ষে এবং ম্যাজিস্ট্রেট যদি এই সংশোধনের অভিমত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত সংশোধন (যদি থাকে) সাপেক্ষে আদেশটি স্থায়ী করিবেন।

(২) অন্যান্য ক্ষেত্রে এই অধ্যায় অনুসারে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৩৯·ক। (১) যখন কোন পথ, নদী, খাল বা স্থান ব্যবহারের ব্যাপারে জনসাধারণের প্রতি বাধা, নোংরামী (nuisance) বা বিপদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ১৩৩ ধারা অনুসারে আদেশ প্রদান করা হয়, তখন বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তিনি হাজির হইলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি উক্ত পথ, নদী, খাল বা স্থানে, সর্বসাধারণের অধিকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন কিনা, এবং তিনি যদি অস্বীকার করেন, তাহা হইলে ১৩৭ বা ১৩৮ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে তদন্ত করিবেন।

(২) এইরূপ তদন্ত করিতে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেট যদি দেখেন যে, উক্ত অস্বীকৃতির সমর্থনে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রহিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত অধিকারের অস্তিত্বের বিষয়টি যথাযোগ্য দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ স্থগিত রাখিবেন এবং তিনি যদি দেখেন যে, এইরূপ কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই, তাহা হইলে তিনি ক্ষেত্র অনুসারে ১৩৭ অথবা ১৩৮ ধারা অনুসারে অগ্রসর হইবেন।

(৩ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক (১) উপধারা অনুসারে জিজ্ঞাসিত হইয়া যে ব্যক্তি উক্ত উপধারায় বর্ণিত প্রকৃতির সাধারণ অধিকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, অথবা যিনি উক্তরূপে অস্বীকার করিয়া তাহার সমর্থনে নির্ভরযোগ্য

সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁহাকে উক্ত অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের অনুমতি দেওয়া হইবে না অথবা ১৩৮ ধারা অনুসারে নিযুক্ত কোন জুরী কর্তৃক উক্ত সাধারণ অধিকারের অস্তিত্ব সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে তদন্ত হইবে না।

১৪০। (১) ১৩৬ ধারা, ১৩৭ ধারা অথবা ১৩৯ ধারা অনুসারে যখন কোন আদেশ স্থায়ী করা হয়, তখন যাহার বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে এ সম্পর্কে নোটিশ দিবেন এবং নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদেশ উল্লেখিত কার্য করার নির্দেশ দিবেন এবং তাহাকে জানাইবেন যে, আদেশ ও নোটিশ অমান্য করা হইলে তিনি দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায় বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি উক্ত কার্য সম্পাদন করা না হয়, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট উহা সম্পাদনের কারণ ঘটাইতে পারেন, এবং তাঁহার আদেশ বলে অপসারিত কোন গৃহ, মালপত্র বা অন্যান্য বস্তু বিক্রয় অথবা তাঁহার এক্তিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার ভিতরে বা বাহিরে অবস্থিত উক্ত ব্যক্তির অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক (Distress) ও বিক্রয় করিয়া সম্পাদনের ব্যয় পুনরুদ্ধার করিতে পারেন। উক্ত অস্থাবর সম্পত্তি যদি ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার বাহিরে অবস্থিত হয় তখন যে ম্যাজিস্ট্রেটের সীমারেখার মধ্যে উহা অবস্থিত তিনি পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের আদর্শে অনুমোদন করিলে উহা ক্রোক ও বিক্রয় হইবে

(৩) এই ধারা অনুসারে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের বিরুদ্ধে কোন মামলা করা চলিবে না।

১৪১। আবেদনকারী যদি অবহেলা বশতঃ বা অন্য কোন কারণে জুরী নিয়োগে বাধা দেন, অথবা নিযুক্ত জুরী যদি কোন কারণ বশতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে রায় না দেন, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, সেইরূপ আদেশ দিবেন এবং এই আদেশ ১40 ধারায় বর্ণিত উপায়ে কার্যকরী হইবে।

১৪২।-(১) ১৩৩ ধারা অনুসারে আদেশ দেওয়ার সময় ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে, জনসাধারণের প্রতি গুরুতর রকমের আসন্ন বিপদ বা ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে জুরী নিযুক্ত হউক বা না হউক, বিষয়টির মীমাংসা সাপেক্ষে তিনি উক্ত বিপদের মোকাবিলা বা ক্ষতি প্রতিরোধে জন্য যেরূপ প্রয়োজন, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর সেইরূপ নিষেধাজ্ঞা (injunction) জারী করিবেন।

(২) উক্ত ব্যক্তি যদি সঙ্গে সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা পালন না করেন, তাহা হইলে উক্ত বিপদের মোকাবিলা বা উক্ত ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট যেরূপ ভাল মনে করেন, নিজে সেইরূপ পন্থা অবলম্বন করিবেন অথবা উহা অবলম্বনের কারণ ঘটাইবেন।

(৩) এই ধারা অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের বিরুদ্ধে মামলা চলিবে না।

১৪৩। যে ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রাদেশিক সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান অপর কোন ম্যাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ডবিধি বা কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনে বর্ণিত প্রকাশ্য নোংরামীর পুনরাবৃত্তি না করার বা উহা অব্যাহত না রাখার ফলে আদেশ দিতে পারেন।

নোংরামী বা আসন্ন বিপদের জরুরী ক্ষেত্রে অস্থায়ী আদেশ

১৪৪। যে সকল ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা এই ধারা অনুসারে কার্য করার জন্য প্রাদেশিক সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাবান অপর কোন ম্যাজিস্ট্রেটের (তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নহেন) মতে, এই ধারা অনুসারে অগ্রসর হওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবং আশু প্রতিরোধ বা কৃত প্রতিকার বাঞ্ছনীয় এবং তিনি বিবেচনা করেন যে, তাঁহার নির্দেশ আইন সংগতভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রতি বাধা, বিরক্তি বা আঘাত অথবা বাধা, বিরক্তি বা আঘাতের ঝুকি অথবা মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার প্রতি বিপদ, অথবা অসাধারণ প্রশান্তির বিশৃংখলা বা কোন দাঙ্গা বা মারামারির প্রতিরোধের সম্ভাবনা আছে বা প্রতিরোধে সহায়তা করিবে, তাহা হইলে সেই সকল ক্ষেত্রে তিনি লিখিয়া আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য হইতে বিরত থাকার অথবা তাহার দখলীয় বা পরিচালনাধীন কোন সম্পত্তি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন, এই লিখিত আদেশে ঘটনার মূল বিষয়বস্তু বর্ণিত থাকিবে এবং উহা ১৩৪ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে জারী করিতে হইবে।

(২) জরুরী পরিস্থিতিতে অথবা যে পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর যথাযথ পদ্ধতিতে নোটিশ জারী করা সম্ভব নয়, সেই সকল ক্ষেত্রে এই ধারার আদেশ একতরফাভাবে (exqarte) প্রদত্ত হইবে।

(৩) এই ধারার আদেশ কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অথবা কোন বিশেষ স্থানে ঘনঘন গমনকারী বা সফরকারী জনসাধারণের প্রতি সাধারণভাবে নির্দিষ্ট হইতে পারে।

(৪) কোন ম্যাজিস্ট্রেট স্বতঃপ্রবৃত্ত বা কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই ধারা অনুসারে তাঁহার নিজের বা তাঁহার অধীনস্থ কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার স্থলাভিষিক্ত পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারেন।

(৫) এইরূপ কোন আবেদন পত্র পাওয়া গেলে ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারীকে শীঘ্র ব্যক্তিগতভাবে বা উকিলের মারফত তাঁহার নিকট হাজির হওয়ার ও আদেশের বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শনের সুযোগ দিবেন, এবং ম্যাজিস্ট্রেট যদি আবেদন সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ বাতিল করেন, তাহা হইলে তিনি লিখিতভাবে এইরূপ করার কারণ রেকর্ড করিবেন।

(৬) মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার প্রতি বিপদ, অথবা দাঙ্গা বা মারামারির (affray) আশংকার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার সরকারী গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অনুরূপ নির্দেশ না দিলে এই ধারা অনুসারে প্রদত্ত কোন আদেশ দুই মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় গণ-উপদ্রবের সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে।

যে কর্ম বা কর্মবিরতি পার্শ্বের বাসিন্দা বা পার্শ্বের সম্পত্তির অধিকারী বা জনসাধারণের ক্ষতি বা বিপদ বা বিরক্তির সৃষ্টি করে, তাহা গণ-উপদ্রব। জনসাধারণের অধিকার ব্যবহার সম্পর্কে যে কর্ম বা কর্মবিরতি বিপত্তি বা বিপদ ঘটায় তাহা গণ-উপদ্রব।

গণ-উপদ্রব তিনি করেন যিনি,

১। কোন কাজ করেন বা কর্ম হইতে বেআইনীভাবে বিরত থাকেন, এবং

২। যে কর্ম বা বেআইনী কর্মবিরতি ঘটায়,

(ক) কোন সাধারণ ক্ষতি, বা

(খ) বিপদ, বা

(গ) বিরক্তি।

৩। এবং এই ক্ষতি, বিপদ বা বিরক্তি আপতিত হয় সেই সমস্ত জনসাধারণের উপর, যাহারা সন্নিকটবর্তী স্থানে বাস করেন বা সন্নিকটবর্তী স্থানে যাহাদের সম্পত্তি আছে, অথবা

৪। যে কর্ম বা বেআইনী কর্ম বিরতি ঘটায়,

(ক) ক্ষতি

(খ) বাধা

(গ) বিপদ, বা

(ঘ) বিরক্তি

৫। সেই সমস্ত মানুষের উপর যাহারা গণ-অধিকার ভোগ করে।

কর্ম

কোন কর্মদ্বারা গণ-উপদ্রব ঘটানো যায়। কর্মকে যে বেআইনী হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আইনানুগ কর্ম দ্বারাও গণ-উপদ্রব সৃষ্টি করা যায়। তবে যে কাজ দ্বারা গণ উপদ্রব সৃষ্টি হয়, গণ-উপদ্রব সৃষ্টি হইবার ফলে সেই কাজ বেআইনী হইয়া পড়ে। নিজের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য বা কোন আইনানুগ সুবিধা লাভের জন্য গণ-উপদ্রব অনুষ্ঠান করা বৈধ নহে।

বিরক্তি

জনপথে বা জন সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে পায়খানা করিতে বসা নিশ্চয়ই বিরক্তি উৎপাদন। পৌরসভার যে কর্মচারীর কাজ ইহাদের পরিচ্ছন্নতা বিধান করা, তিনি উহাতে নিশ্চিতভাবে বিরক্ত হইবেন।[৫১০] বিধি অনুযায়ী যে রাস্তায় বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিষেধ, সেই রাস্তায় বাদ্যযন্ত্র বাজানো বিরক্তিজনক।

গণ-উপদ্রব

গণ-উপদ্রব জনসাধারণকে আহত করে। আলোচ্য দণ্ডবিধির ১২ ধারায় "জন-সাধারণ" শব্দের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তদনুযায়ী "জনসাধারণ" বলিতে একটি সম্প্রদায়কেও বুঝায়। এক সম্প্রদায়ের লোক প্রকাশ্যভাবে এমন কাজ করিতে পারেন না, যাহাতে অন্য সম্প্রদায়ের লোক যুক্তিযুক্তভাবে বিক্ষুব্ধ হন। মুসলমানদের গরু জবেহ করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি ইহা এমনভাবে করা হয় যে, অন্য সম্প্রদায় যথাযথভাবে বিরক্ত হইতে পারেন, তবে তাহা গণ-উপদ্রব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ভদ্র মহল্লায় বীরাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করা গণ-উপদ্রবমূলক। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা গোপনে করা গণ-উপদ্রবমূলক নহে।

মূল ধারার অনুবাদ

অবহেলাজনিত কার্য যাহার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী রোগের সংক্রমণ বিস্তার করার সম্ভাবনা রহিয়াছে

২৬৯। যে ব্যক্তি, বেআইনীভাবে ও অবহেলাপূর্বক এমন কোন কার্য করে, যাহার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী কোন রোগের সংক্রমণ বিস্তার করার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং যাহার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী রোগের সংক্রমণ বিস্তার করিতে পারে বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

জীবন বিপন্নকারী রোগের বিস্তার হইতে পারে এমন কাজ যে ব্যক্তি বেআইনী ভাবে বা অবহেলাভরে করেন, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

এই ধারা এবং পরবর্তী দুই ধারা রোগের সংক্রমণ বিস্তারকারী কোন কাজকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

এই ধারায় তিনটি উপাদান বর্তমান :

১। সংক্রামক রোগ।

২। বেআইনী বা অবহেলা বশতঃ কাজ দ্বারা উহার বিস্তার, এবং ঐ

৩। সম্পর্কে জ্ঞান।

সংক্রামক রোগ

যে রোগ এক ব্যক্তির মধ্য হইতে অন্য ব্যক্তির মধ্যে পরিচালিত হইতে পারে, তাহাকে সংক্রামক রোগ বলে। প্লেগ, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতিকে সংক্রামক রোগ বলা হয়।

বেআইনী বা অবহেলা বশতঃ কাজ

কোন কলেরাগ্রস্ত রোগী যদি জনাকীর্ণ ট্রেনের কামরায় ভ্রমন করেন, তবে তিনি এই ধারায় দোষী হইবেন। যিনি তাহার জন্য টিকেট কিনিবেন তিনিও এই ধারায় দোষী হইবেন। কারণ কলেরা যে সংক্রামক রোগ, তাহা সকলের জানা।[১১]

জ্ঞান ও বিশ্বাস

জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রশ্নের উত্তর তথ্যের উপর নির্ভরশীল। বসন্ত রোগাক্রান্ত শিশুকে হাসপাতালে স্থানান্তর করিবার আদেশ অমান্য করায় রুগ্ন শিশুর মাতা জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে এই ধারায় অপরাধ করিয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মাতা কোন অপরাধ করেন নাই।[৫১২]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কাজ করিয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন বা তাহার পক্ষে বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত ছিল যে, তাহার কাজের দ্বারা রোগের সংক্রমণ বিস্তৃত হইবে।

৩। ঐ সংক্রমণ এমন এক রোগ সম্পর্কে ছিল, যাহা মনুষ্য জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ কাজ বেআইনীভাবে অথবা অবহেলা ভরে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বিদ্বেষপূর্ণ কার্য যাহার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী রোগের সংক্রমণ বিস্তার সম্ভাবনা রহিয়াছে

২৭০। যে ব্যক্তি বিদ্বেষপূর্ণভাবে এমন কোন কার্য করে, যাহার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী কোন রোগের সংক্রমণ বিস্তার করার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং যাহার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী কোন রোগের সংক্রমণ বিস্তার করে বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে । অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার হুবহু অনুরূপ। শুধু পূর্বের ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বেআইনীভাবে বা অবহেলাভরে কাজ করেন এবং বর্তমান ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদ্বেষপূর্ণভাবে কাজ করেন। বর্তমান ধারায় শাস্তির পরিমাণ বেশী। পূর্বের ধারায় অনূর্ধ ছয় মাস এবং বর্তমান ধারায় ইহা অনূর্ধ দুই বৎসর।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে পূর্বের ধারার সমস্ত তথ্য প্রমাণ করিতে হয়। অধিকন্তু ইহাও প্রমাণ করিতে হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদ্বেষ পূর্ণভাবে কাজ করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সঙ্গরোধ সংক্রান্ত নিয়ম অমান্য করা

২৭১। যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে, জাহাজকে সঙ্গরোধাবস্থায় রাখিবার জন্য বা সঙ্গরোধাবস্থায় স্থাপিত জাহাজ-সমূহের উপকূলের সঙ্গে বা অন্যান্য জাহাজের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ন্ত্রণের জন্য বা যে স্থানসমূহে সংক্রামক ব্যাধি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্থানসমূহ ও অন্যান্য স্থানসমূহের মধ্যে মেলামেশা নিয়ন্ত্রনের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত বা জারীকৃত কোন নিয়ম অমান্য করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সঙ্গরোধ সংক্রান্ত নিয়ম বা কোয়ারেনটাইনের নিয়ম অমান্য করার শাস্তি এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। সরকার কোয়ারেনটাইনের জন্য যে নিয়ম জারী করেন, তাহা ভঙ্গ করিলে ভঙ্গকারী অনুর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

পোর্ট আইন (১৯০৮ সালের ১৫নং আইন এবং সংক্রামক রোগ আইন (১৮৯৭ সালের ৩নং আইন) সরকারকে নিয়ম বা বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দিয়াছে। এই আইন অনুসারে প্রণীত বিধি ভঙ্গ করিলে ভঙ্গকারী শাস্তি পাইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য থাকিলে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহের প্রমাণ অপরিহার্য ঃ

১। সরকার কোয়ারেনটাইনের বা সঙ্গরোধের বিধি প্রণয়ন ও জারী করিয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জানিতেন।

৩। তিনি জানিয়া শুনিয়া উহা অমান্য করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বিক্রয়ের জন্য অভিপ্রেত লক্ষ্য বা পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মিশান

২৭২। যে ব্যক্তি কোন দ্রব্যকে খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা উহা খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া, কোন খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে এমনভাবে ভেজাল মিশায় যাহাতে অনুরূপ দ্রব্য খাদ্য বা পানীয় হিসাবে ক্ষতিকর হয়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বিক্রয়ের জন্য অভিপ্রেত খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মিশাইলে যে অপরাধ হয়, তাহার শাস্তি অনূর্ধ্ব ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

সদৃশ আইন

অনেক পৌরসভার আইনে এই শ্রেণীর বিধান বর্তমান। ফৌজদারী কার্যবিধির ৫২১ (২) ধারা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

৫২১। (২) আদালত অনুরূপভাবে দণ্ডবিধির ২৭২, ২৭৩, ২৭৪ বা ২৭৫ ধারা অনুসারে দণ্ডদানের পর যে খাদ্য, পানীয় ঔষধ বা ঔষধ জাতীয় মিশ্রণ সম্পর্কে দণ্ড দেওয়া হইল, তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলার আদেশ দিতে পারেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্য প্রমাণিতব্য ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি খাদ্য বা পানীয়ে ভেজাল দিয়াছিলেন।

২। ঐ ভেজাল খাদ্য বা পানীয়কে ক্ষতিকর করিয়াছিল (দুধের সহিত পানি মিশাইলে এই ধারায় অপরাধ হয় না কারণ তদ্বারা দুধ ক্ষতিকর হয় না। ঘি-এর সহিত শুকরের চর্বি মিশাইলে এই ধারায় অপরাধ হয় না কারণ তাহার দ্বারা ঘি ক্ষতিকর হয় না।)

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন কিংবা তিনি উহা জানিতেন যে, উহা বিক্রয় হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

ক্ষতিকর খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়

২৭৩। যে ব্যক্তি, খাদ্য বা পানীয় হিসাবে ক্ষতিকর এই কথা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, যে দ্রব্য ক্ষতিকর হইয়া পড়িয়াছে বা ক্ষতিকর বনিয়াছে বা খাদ্য বা পানীয়রূপে ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে, সেই দ্রব্যকে খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ক্ষতিকর খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়ের অপরাধের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। যে খাদ্য বা পানীয় ক্ষতিকর, তাহা জানিয়া এবং বুঝিয়া সেই খাদ্য বা পানীয় যে ব্যক্তি বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে বা বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

গ্রহণানুপযোগী খাদ্য বা পানীয়

যে খাদ্য বা পানীয়ের সহিত ভেজাল মিশানো হইয়াছে, তাহা বিক্রয় করা পূর্বের ধারায় অপরাধ। ভেজাল দেওয়া ছাড়াও অন্যভাবে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের অনুপযোগী হইতে পারে। খাদ্য বাসি হইয়া বা পচিয়া গিয়া ব্যবহারের বা গ্রহণের অনুপযোগী

হইতে পারে। এইরূপ খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করা বা বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যে ঔষধ খাইবার জন্য নির্দেশিত, সেই ঔষধ গ্রহণের অনুপযোগী হইলে তাহা বিক্রয় করা এই ধারায় অপরাধ। এই ধারার অপরাধের মধ্যে আসিতে হইলে সংশ্লিষ্ট বস্তুকে খাদ্য বা পানীয় হইতে হইবে। যে বস্তু নিজস্বভাবে খাদ্য বা পানীয় নহে, তাহা যদি অন্য বস্তুর সহিত মিশিয়া খাদ্য বা পানীয় হয় তাহা হইলে উহাও এই ধারায় বর্ণিত খাদ্য বা পানীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। লবণ বা হলুদ সাধারণভাবে কেহ খায় না। অন্য বস্তুর সহিত মিশিয়া ইহারা খাদ্যে পরিণত হয়। গ্রহণের অনুপযোগী অবস্থায় ইহাদিগকে বিক্রয় করা বা বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা এই ধারায় অপরাধ।

গ্রহণানুপযোগী খাদ্য বা পানীয় খাদ্য বা পানীয়রূপে বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন

খাদ্য বা পানীয়রূপে বিক্রয় না করিয়া কোন খাদ্য বা পানীয়রূপে ব্যবহারযোগ্য বস্তু অন্যরূপে বিক্রয় করিলে তাহাতে অপরাধ হয় না।[৫১৩] বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত না করিয়া খাইবার জন্য দিলেও তাহাতে এই ধারায় অপরাধ হয় না। গ্রহণানুপযোগী খাদ্য বা পানীয় বন্ধক রাখিলেও এই ধারায় অপরাধ হয় না।

ক্ষতিকর বা গ্রহণানুপযোগী খাদ্য বা পানীয়

যে খাদ্য পশুর ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত, তাহা যদি পশুর জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তাহা বিক্রয় করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নিম্নমানের খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করা অবৈধ নহে। গমের সহিত কিছু কয়লা বা ঐ জাতীয় জিনিস মিশাইয়া দিলে তাহা ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়ে না। ঐ রূপ গম বিক্রয় করিলে অন্য ধারায় অপরাধ হইতে পারে কিন্তু এই ধারায় হয় না।[৫১৪]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন বা বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করিয়াছিলেন।

২। ঐ বিক্রিত বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত বা বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত বস্তু ছিল খাদ্য বা পানীয়।

৩। ঐ খাদ্য বা পানীয় খাদ্য বা পানীয়রূপে ব্যবহার হইবার অযোগ্য ছিল কিংবা ক্ষতিকর ছিল।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে, ঐ খাদ্য বা পানীয় ব্যবহারের অযোগ্য ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

ভেষজ পদার্থে ভেজাল মেশান

২৭৪। যে ব্যক্তি কোন ভেষজ পদার্থ বা ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়া কোন চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে উহাতে কোন ভেজাল মিশান হয় নাই বলিয়া বিক্রীত বা ব্যবহৃত হইবে —এইরূপ উদ্দেশ্য বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া উক্ত ভেষজ পদার্থ বা ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় এমনভাবে ভেজাল মিশায় যাহাতে অনুরূপ ভেষজ পদার্থ বা ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়ার উপযোগিতা হ্রাস পায় বা উহার কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয় বা ক্ষতিকর হইয়া পড়ে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে— যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি ঔষধে এমনভাবে ভেজাল মিশায় যে উহার উপকারিতা কমিয়া বা পরিবর্তিত হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হয়।

যাহা মিশাইলে ঔষধের কার্যকারিতা হ্রাস পায় বা তাহার কার্যকারিতা পরিবর্তিত হইয়া যায় বা কার্যকর না হইয়া ক্ষতিকর হয়, তাহা মিশানোকে ভেজাল দেওয়া বলে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ঔষধে ভেজাল দিয়াছিলেন।

২। তিনি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন বা জানিতেন যে, ঐ ঔষধ বিশুদ্ধ ঔষধরূপে বিক্রিত বা ব্যবহৃত হইবে বা ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে।

৩। ভেজাল দ্বারা ঔষধের কার্যকারিতা হ্রাস পাইয়াছিল কিংবা উহার কার্যকারিতা পরিবর্তিত হইয়াছিল কিংবা উহা ক্ষতিকর হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

ভেজাল মিশ্রিত ভেষজ পদার্থসমূহ বিক্রয় করা

২৭৫। যে ব্যক্তি, কোন ভেষজ পদার্থ বা ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় এমনভাবে ভেজাল মিশান হইয়াছে, যাহাতে উহার উপযোগিতা হ্রাসপায় বা কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয় বা ক্ষতিকর হইয়া পড়ে: এই তথ্য জানিয়া উহা বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করে বা প্রদর্শন করে বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে উহা ভেষজ মিশ্রিত নহে বলিয়া কোন ঔষধালয় হইতে ইস্যু করে, কিংবা ভেজাল মিশানোর কথা জানে না এইরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করায়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে— যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

ভেজাল ঔষধ যিনি বিক্রয় করেন বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব বা উপস্থাপন করেন বা ঔষধালয় হইতে বিতরণ করেন বা কোন ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহার করান, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ঔষধ

ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও এমন বহু বস্তু আছে, আলোচ্য ধারায় যাহাদিগকে ঔষধরূপে গণ্য করা বিধেয় নহে। শোনা যায় যে, ইউনানী চিকিৎসকগণ কেরোসিনকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু কেরোসিনকে বর্তমান ধারায় বর্ণিত ঔষধ বলা যায়

না। যে বস্তু কেবলমাত্র বা প্রধানত ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাই ঔষধরূপে গণ্য হয়, অন্য বস্তু নহে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। কোন ঔষধের মধ্যে এমনভাবে ভেজাল দেওয়া হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা উহার কার্যকারিতা কমিয়াছিল বা কার্যকারিতা পরিবর্তিত হইয়াছিল বা উহা ক্ষতিকর হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা বিক্রয় করিয়াছিলেন বা বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন বা বিক্রয় করিবার জন্য উপস্থাপন করিয়াছিলেন বা ঔষধরূপে কোন ঔষধালয় হইতে দিয়াছিলেন বা উহা এমন ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহার করাইয়াছিলেন যিনি উহার অবিশুদ্ধতা পরিজ্ঞাত নহেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে, ঔষধে ভেজাল দেওয়া হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন ভেষজকে ভিন্নতর ভেষজ বা প্রস্তুত প্রক্রিয়া হিসাবে বিক্রয় করা

২৭৬। যে ব্যক্তি, জ্ঞাতসারে কোন ভেষজ পদার্থ বা ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়াকে কোন ভিন্নতর ভেষজ পদার্থ বা ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়া হিসাবে বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করে বা প্রদর্শন করে বা চিকিৎসার ব্যাপারে কোন ঔষধালয় হইতে ইস্যু করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এক ঔষধকে অন্য ঔষধরূপে জ্ঞাতসারে বিক্রয় করা বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করা বা উপস্থাপন করা বা কোন ঔষধালয় হইতে বিলি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শাস্তির পরিমাণ পূর্বের ধারার মত।

এক ঔষধকে অন্য ঔষধরূপে বিক্রয় করা অন্যায়। যে ঔষধ বিক্রয় করা হইল, তাহার দ্বারা ক্ষতি হউক বা না হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তবে সম্যক পরিচয় দিয়া এক ঔষধের পরিবর্তে অন্য ঔষধ বিক্রয় করা অপরাধজনক নহে। চিকিৎসক যে ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই ঔষধ ঔষধালয়ে না থাকিলে ঔষধালয়ের মালিক ক্রেতাকে ঐ ঔষধের পরিবর্তে সমগুণ সম্পন্ন অন্য ঔষধ পূর্ণ পরিচয় দিয়া বিক্রয় করিলে তদ্বারা কোন অপরাধ হয় না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যবলীর প্রমাণ আনা আবশ্যক :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ঔষধ বিক্রয় করিয়াছিলেন বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন বা বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করিয়াছিলেন বা ঔষধালয় হইতে বিতরণ করিয়াছিলেন।

২। তিনি ঐ ঔষধকে অন্য ঔষধ বলিয়া উহা করিয়াছিলেন।

৩। উহা করিবার সময় তিনি ঔষধ দুইটির পার্থক্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী প্রস্রবণ বা জলাধারের জল অপরিষ্কার করা

২৭৭। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন সরকারী প্রস্রবণ বা জলাধারের জল এমনভাবে দুষিত বা কলুষিত করে যে, উক্ত জল সাধারণতঃ যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের বেলায় উহার উপযোগিতা হ্রাস পায়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী প্রস্রবণ বা জলাধারের পানি যে ব্যক্তি দুষিত বা কলুষিত করিয়া উহার ব্যবহারের উপযোগিতা হ্রাস করায় সেই ব্যক্তি অনূর্ধ তিন মাস কারাদণ্ডে অথবা পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

এই ধারায় তিনটি উপাদান বর্তমান ঃ

১। দূষিতকরণের কাজকে স্বেচ্ছাকৃত হইতে হইবে। স্বেচ্ছাকৃত কাজ কাহাকে বলে তাহা আলোচ্য বিধির ৩৯ ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। যে কাজের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, সেই কাজ যিনি করেন তিনি তাহার ফলকে সাক্ষ্য করিয়া করিয়াছেন বলিয়া ধরা হয়, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। জানিয়া শুনিয়া পানি দূষিত করা অন্যায়। কিন্তু যে জলাধারের পানি শুধুমাত্র পানের জন্য সংরক্ষিত নহে, সেখানে গোসল করাকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে পানি দূষিত করা বলা যায় না। তেমনিভাবে বড়্‌শী দিয়া মাছ ধরা কিংবা জাল দিয়া মাছ ধরা সাধারণভাবে পানি দূষিত করার পর্যায়ে পড়ে না।

২। যেখানকার পানি দূষিত করা হয়, তাহা সরকারী বা জনসাধারণের প্রস্রবণ বা জলাধার হইবে। পুকুরকে জলাধার বলা যায় কিন্তু নদীকে বলা যায় না।[৫১৫] যে কূপ হইতে জনসাধারণ পানি ব্যবহার করে, তাহাকে জনসাধারণের জলাধারা বলা যায়।

৩। দূষিতকরণকে এইরূপ হইতে হইবে যে উহার দ্বারা পানির ব্যবহারের উপযোগিতা হ্রাস পায়। কূপে থুথু ফেলিয়া, পুকুরে গরু ধোয়াইয়া, কিংবা কাপড় ধুইয়া কিংবা ময়লা ফেলিয়া, কিংবা গাছের ডাল ফেলিয়া এবং বহু প্রকারে উহার পানি দূষিত করা যায়। এই ধারায় অপরাধের জন্য পানিকে একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হইবার প্রয়োজন নাই। পানি সামান্য দূষিত হইলেই এই ধারার অপরাধ হইয়া যায়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি পানি দূষিত বা কলুষিত করিয়াছিলেন।

২। ঐ পানি জনসাধারণের প্রস্রবণ বা জলাধারের ছিল।

৩। তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে পানি এমনভাবে দূষিত ও কলুষিত করিয়াছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে উহার ব্যবহারের উপযোগিতা হ্রাস পাইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর করিয়া তোলা

২৭৮। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন স্থানের অবহাওয়া এমনভাবে দূষিত করিয়া তোলে, যাহাতে উহা উক্ত স্থানের পরিপার্শ্বে সাধারণভাবে বসবাসকারী বা

ব্যবসায় পরিচালনাকারী বা কোন রাজপথ অতিক্রম-
কারী ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া পড়ে,
সেই ব্যক্তি অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা
পর্যন্ত হইতে পারে- দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি আবহাওয়াকে দূষিত করিয়া উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর করিয়া তোলেন, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ পাঁচশত টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। আবহাওয়া দূষিত হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

৪। উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল।

৫। উহা সেই সমস্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল, যাহারা সন্নিকটবর্তী স্থানে বাস করিতেন বা ব্যবসা করিতেন বা সন্নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

রাজপথে বেপরোয়া গাড়ী-চালান বা অশ্বারোহণ

২৭৯। যে ব্যক্তি, কোন রাজপথে এমন বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সহিত কোন যান চালায় বা অশ্বা রোহণ করে, যাহাতে মনুষ্যজীবন বিপন্ন হইতে পারে, অন্য কোন ব্যক্তিকে আহত বা জখম করার সম্ভাবনা থাকে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি এমন বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সহিত যানবাহন বা অশ্ব চালনা করে যে তদ্দারা অন্য ব্যক্তির জীবন বা দেহ বিপন্ন হইতে পারে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সহিত

এই শব্দদ্বয় আলোচ্য বিধির অন্ততঃ তেরটি ধারায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ধারাগুলি হইতেছে ২৭৯, ২৮০, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ৩০৪, ৩৩৬, ৩৩৭ ও ৩৩৮।

বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যভাব বলিতে এমন অবস্থা বুঝায়, যাহার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি মনের দিক হইতে উহার অবশ্যম্ভাবী ফল ধারণা করিয়াছিলেন, এমন বলা যায় না। যে রকম সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল, তাহা না করাকে তাচ্ছিল্যভাব বলা চলে। যাহা ধীরে স্থিরে করা উচিত তাহা অতি তাড়াতাড়ি করিলে উহাকে বেপরোয়াভাব বলে। বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যভাবে কাজ করিলে যে ফল হয় তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই আশা করেন নাই। তিনি তাহার জন্য দুঃখিত। তাহার কাজের ফলের জন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয় না, তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহার ধৈর্য ও সাবধানতার অভাবের জন্য।

তাচ্ছিল্যভাবে কাজ করা বলিতে উপযুক্ত সাবধানতার অভাব বুঝা যায় এবং বেপরোয়াভাবে কাজ করা বলিতে বিবেচনার অভাব বুঝা যায়।[৫১৬]

অন্যের বিপদ

তাচ্ছিল্যের সহিত বা বেপরোয়াভাবে গাড়ী চালানো তখনই অপরাধজনক হয় যখন ইহা অন্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়।[৫১৭] কিন্তু তাই বলিয়া পথচারীদেরও যে কোন দায়িত্ব নাই তাহা নহে। অসতর্কভাবে বা লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তায় চলাফেরা করা যুক্তিযুক্ত নহে। গাড়ীর ভেঁপু শুনিলে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।[৫১৮] পথের যে পাশ দিয়া গাড়ী চালানো উচিত, সেই পাশ দিয়া না গিয়া অন্য পাশ দিয়া যাওয়া, অন্য গাড়ীকে অতিক্রম করা, দুর্বল ব্রেক প্রভৃতি লইয়া গাড়ী চালানো, অতিদ্রুত বেগে গাড়ী চালানো প্রভৃতি তাচ্ছিল্যের সহিত যান চালনার অপরাধের মধ্যে পড়ে।

প্রমাণ

নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর প্রমাণ করিলে এই ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া যায়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন যান বা অশ্ব চালনা করিতেছিলেন।

২। তিনি উহা জনপথের উপর দিয়া করিতেছিলেন।

৩। তিনি উহা বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সহিত করিতেছিলেন।

৪। তদ্দ্বারা মানুষের জীবন বিপন্ন হওয়া বা কোন ব্যক্তি আহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

বেপরোয়া জাহাজ চালান

২৮০। যে ব্যক্তি, এইরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সহিত কোন জাহাজ চালায়, যাহাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হইতে পারে বা অপর কোন ব্যক্তিকে আহত বা জখম করিবার সম্ভাবনা থাকে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

স্থলপথে যান বা অশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে তাচ্ছিল্য বা বেপরোয়াভাব কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে স্থলপথচারীর জীবন বিপন্ন হইতে পারে অথবা কোন ব্যক্তি আহত হইতে পারে। যাহারা যানবাহন প্রভৃতি পরিচালনা করেন, তাহাদের জানা উচিত যে পথ তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। ইহাতে তাহার যেমন চলিবার অধিকার আছে, অন্যেরও তেমনি চলিবার অধিকার আছে। তিনি এমনভাবে চলিতে পারেন না, যাহাতে অন্যের চলা বিঘ্নিত বা বিপদসঙ্কুল হয়। পূর্বের ধারায় তাচ্ছিল্যের সহিত বা বেপরোয়াভাবে স্থলপথে যান বা অশ্ব পরিচালনা করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

বর্তমান ধারায় একই কথা বলা হইয়াছে। শুধু স্থলের পথের স্থলে জলপথ বসানো হইয়াছে। কোন ব্যক্তি যদি তাচ্ছিল্যের সহিত বা বেপরোয়াভাবে জলপথে যান পরিচালনা করেন এবং যদি তদ্দ্বারা জনজীবন বা কোন ব্যক্তি আহত বা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে যান-চালনাকারী এই ধারায় দোষী হইবেন।

এই ধারায় কোন ব্যক্তিকে দণ্ডনীয় সাব্যস্ত করিতে হইলে তাহার বেপরোয়াভাব বা তাচ্ছিল্যভাব যে আসন্ন বিপদের সন্নিহিত কারণ ছিল, তাহা প্রমাণ করিতে হয়। আহত

ব্যক্তি বা যানের চলা বা পরিচালনায় কোন ত্রুটি ছিল কিনা, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। আহত ব্যক্তির বা যানের ত্রুটি থাকিলে আঘাতকারীর শাস্তি স্বভাবতঃই কম হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৫১৯] নোঙ্গর করা মালবাহী নৌকাকে যদি কোন লঞ্চ আঘাত করে, তবে ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে লঞ্চ পরিচালনায় বেপরোয়াভাব ছিল।[৫২০]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি নৌযান পরিচালনা করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সহিত করিয়াছিলেন।

৩। উহার দ্বারা মানুষের জীবন বিপন্ন হইতে পারিত বা কোন ব্যক্তি আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারিত।

মূল ধারার অনুবাদ

কৃত্রিম বাতি, নিদর্শন বা বয়া প্রদর্শন

২৮১। যে ব্যক্তি, এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, কোন কৃত্রিম বাতি, নিদর্শন বা বয়া প্রদর্শন করে যে, অনুরূপ প্রদর্শনের ফলে কোন নাবিক বিপথগামী হইবে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন নাবিককে বিপথগামী করিবার অসদ উদ্দেশ্যে বা কোন নাবিক বিপথগামী হইতে পারে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি কৃত্রিম বাতি চিহ্ন বা বয়া প্রদর্শন করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

নদীপথে চলিবার সময় বাতি বা বয়া জলযান পরিচালনার ক্ষেত্রে দিগদর্শনের কাজ করে। এই দিকদর্শন যদি কোন ভ্রান্তি উৎপাদন করে, তবে তাহার পরিণাম ভয়ানক অশুভ হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর প্রমাণ আনা আবশ্যক ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বাতি, চিহ্ন বা বয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

২। উহা কৃত্রিম ছিল।

৩। নাবিককে বিপথগামী করিবার উদ্দেশ্যে বা নাবিক বিপথগামী হইতে পারে, ইহা জানিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

ভাড়ার জন্য নিরাপত্তাহীন বা অতিরিক্ত বোঝাইকৃত জাহাজযোগে জলপথে লোক বহন করা

২৮২। যে ব্যক্তি, ভাড়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে জলপথে এমন কোন জাহাজ যোগে জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে পরিবহন করে বা পরিবাহিত করায়, যে জাহাজ এমন অবস্থায় রহিয়াছে বা এইরূপে বোঝাই করা হইয়াছে, যাহাতে উক্ত ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হইতে পারে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

জলযানে যতজন যাত্রী বিপদ না ঘটাইয়া বহন করা যায়, তাহার বেশী যাত্রী যে ব্যক্তি জানিয়া বা অবহেলার সহিত বহন করে বা করায়, সেই ব্যক্তি যে অধিক ব্যক্তিকে জলযানে গ্রহণ করে বা করায়, তাহার বা তাহাদের জীবন নাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এই অধিক যাত্রী বহনকারী ব্যক্তি অপরাধ করেন। এই ধারায় যে অপরাধের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে, সেই শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব ছয় মাস কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই।

অধিক যাত্রী বহন করা এই ধারায় অপরাধ।

নৌপরিচালক এমন অবহেলা করিবেন না, যে অবহেলার দ্বারা সাধারণভাবে যাত্রীগণের বা কোন বিশেষ যাত্রীর অসুবিধা হইতে পারে। নৌযানের মালিক ঘোর বর্ষাকালে নৌযানে অত্যধিক যাত্রী বোঝাই করিয়া যদি নৌযানকে মাঝির হাতে ছাড়িয়া দেন এবং যাত্রীদিগকে তাহাদের ভাগ্যের হাতে সপিয়া দেন, তবে তিনি অপরাধযোগ্য অবহেলার দায়ে দোষী হইবেন।[৫২১] যে ক্ষেত্রে মাঝি এমন যান

পরিচালনা করে, যাহার সবকিছু ঠিক নাই এবং যাহার গাত্রে ফাটল দেখা দিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে জলযান ডুবিয়া কোন লোকের মৃত্যু ঘটিলে পরিচালক এই ধারায় দায়ী হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে জলযানে বহন করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন।

২। ঐ জলযান ঐ সময়ে নিরাপদ ছিল না বা অতিরিক্ত বোঝাই ছিল।

৩। তিনি উহা জ্ঞাতসারে বা অবহেলাভরে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

রাজপথে বা সর্বসাধারণে উন্মুক্ত নৌপথে বিপদ বা বাধার সৃষ্টি করা

২৮৩। যে ব্যক্তি, কোন কার্য সম্পাদন করিয়া বা তদীয় অধিকারভুক্ত বা তদীয় তত্ত্বাবধানাধীন কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত আদেশ পালনে ত্রুটি করিয়া, কোন ব্যক্তির বিপদ ঘটায়, তাহাকে বাধা দান করে বা তাহার ক্ষতি সাধন করে, সেই ব্যক্তি অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সাধারণের স্থলপথে বা জলপথে যে ব্যক্তি আপন কাজের দ্বারা বা ত্রুটির দ্বারা অন্য ব্যক্তির বিপদ ঘটায়, বাধা সৃষ্টি করে বা ক্ষতি সাধন করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

জনপথে বিপদ, বাধা ও ক্ষতিসাধন

প্রত্যেক বাধাই অসুবিধার সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রত্যেক অসুবিধা বাধা হইতে উপজাত হয় না।[৫২২]

যে সম্পত্তির উপর দিয়া জনপথ চলিয়া গিয়াছে, সেই সম্পত্তি সম্পর্কে ঐ সম্পত্তির দখলকারীর যাহা করা উচিত, তাহা না করিয়া তিনি যদি অন্যের বিপদ ঘটান, তবে তাহার এই ধারায় অপরাধ হয়।

কোন, কাজ দ্বারা বিপদ, বাধা বা ক্ষতি হয়, তাহা তথ্যের উপর নির্ভরশীল। রাস্তার উপর চৌকি ফেলিয়া যদি কেহ ঘুমাইতে চাহেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই এই ধারায় অপরাধ করেন।[৫২৩] যদি কোন ব্যক্তি রাস্তার কিছু অংশ অনধিকার প্রবেশ করিয়া ঘর নির্মাণ করিয়া ভাড়া দেন, তবে তিনি এই ধারায় দোষী।[৫২৪] রাস্তার উপর ইট, বালি প্রভৃতি ইমারত নির্মাণের উপাদান জমাইয়া রাখা অপরাধজনক।[৫২৫]

নিজের বাড়ীতে বা জমিতে বা দোকানে বা কারখানায় বা অফিসে কেহ এমন কিছু করিতে পারেন না, যাহাতে স্থলপথে বা নৌপথে যাতায়াতের উপর কোন বাধা সৃষ্টি হয় বা বিপদের আশঙ্কা ঘটে। বাড়ীর পার্শ্বে এমন গাছ লাগানো যায় না, যাহা বাড়িয়া গিয়া রাস্তাকে আচ্ছন্ন করে। এমন গাছ লাগাইলে তাহা কাটিয়া ঠিক রাখিতে হয়। কোন ব্যক্তি তাহার দোকানে কোন বস্তু এমনভাবে রাখিতে পারেন না যে, তদ্দ্বারা লোকের ভিড় হইয়া রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়।[৫২৬]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কাজ করিয়াছিলেন বা তাহার দখলে বা তত্ত্বাবধানে থাকা কোন সম্পত্তি সম্পর্কে আদেশ পালনে ত্রুটি করিয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ কাজ বা ত্রুটি ঘটাইয়াছিল—বিপদ, বাধা কিংবা ক্ষতি।

৩। উক্ত বিপদ, বাধা বা ক্ষতি কোন ব্যক্তির উপর আপতিত হইয়াছিল—সাধারণ স্থলপথে বা জলপথে।

মূল ধারার অনুবাদ

বিষাক্ত বস্তু সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ

২৮৪। যে ব্যক্তি, কোন বিষাক্ত বস্তু সম্পর্কে কোন কাজ এইরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে, যাহাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হয় বা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা জখম করিবার সম্ভাবনা থাকে;

অথবা জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে তদীয় অধিকারভুক্ত কোন বিষাক্ত বস্তু সম্পর্কে অনুরূপ বিষাক্ত বস্তু হইতে উদ্ভূত মনুষ্য জীবনের প্রতি কোন সম্ভাব্য বিপদের

বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে ;

সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে - যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বিষাক্ত বস্তু সম্পর্কে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ইহাদের সম্পর্কে তাচ্ছিল্য বা বেপরোয়া ভাব অবলম্বন করা বিপজ্জনক। যাহারা এই সমস্ত বস্তু সম্পর্কে বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সহিত কোন কাজ করে এবং যাহাদের উক্ত কাজের ফলে মানুষের জীবন বিপন্ন হয় বা কোন ব্যক্তি আঘাত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনায় পড়ে অথবা যে ব্যক্তি এই সমস্ত বস্তু সম্পর্কে সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন না করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কাজ করিয়াছিলেন।

২। উহা তিনি বিষাক্ত বস্তু সম্পর্কে করিয়াছিলেন।

৩। ঐ বস্তু এমন ছিল যে উহা মনুষ্য জীবন বিপন্ন করিতে পারিত অথবা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা জখম করিতে পারিত।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তির ঐ কাজ এমন বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সহিত করা হইয়াছিল যে, উহার দ্বারা মনুষ্য জীবন বিপন্ন হইতে পারিত বা কোন ব্যক্তি আহত বা জখম হইতে পারিত। অথবা

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিষাক্ত বস্তু দখলে রাখিয়াছিলেন।

২। ঐ বস্তু মনুষ্য জীবনকে বিপন্ন করিতে পারিত।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ বিপদ হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই।

৪। তাহার ত্রুটি অবহেলাপূর্ণ ছিল কিংবা তিনি ঐ বিপদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অগ্নি বা দাহ্য বস্তু সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ আচরণ

২৮৫। যে ব্যক্তি, অগ্নি বা কোন দাহ্য বস্তু সম্পর্কে কোন কাজ এইরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে, যাহাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হয় বা অন্য কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা জখম করিবার সম্ভাবনা থাকে,

অথবা জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে তদীয় অধিকারভুক্ত যে কোন অগ্নি বা যে কোন দাহ্য বস্তু সম্পর্কে—অনুরূপ অগ্নি বা দাহ্য বস্তু হইতে উদ্ভূত মনুষ্য জীবনের প্রতি কোন সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে,

সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার অনুরূপ। পার্থক্য এই যে, পূর্বের ধারার বিষয়বস্তু হইতেছে বিষাক্ত বস্তু আর এই ধারার বিষয়বস্তু হইতেছে অগ্নি বা দাহ্য বস্তু।

যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে তারপিন তৈল বার্ণারের মাত্র আট-দশ ফিট দূরে রাখিয়াছিলেন এবং যে ব্যক্তি এইভাবে তারপিন রাখিয়া তারপিন সম্পর্কীয় লাইসেন্সের আদেশ অবমাননা করিয়াছিলেন সেই ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে ছয় মাস কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।[৫২৭]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পূর্বের ধারার অনুরূপ তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়। তবে বিষাক্ত বস্তুর স্থলে অগ্নি বা দাহ্য বস্তুর প্রমাণ দিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

বিস্ফোরণ পদার্থ সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ আচরণ

২৮৬। যে ব্যক্তি, কোন বিস্ফোরক বস্তু সম্পর্কে কোন কাজ এইরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে, যাহাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হয় বা অপর কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা জখম করিবার সম্ভাবনা থাকে,

অথবা জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে তদীয় অধিকারভুক্ত কোন বিস্ফোরক বস্তু সম্পর্কে অনুরূপ বিস্ফোরক বস্তু হইতে উদ্ভূত মানুষ্য জীবনের প্রতি কোন সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে,

সেই ব্যক্তির কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার অনুরূপ। পূর্বের ধারার বিষয়বস্তু হইতেছে অগ্নি বা দাহ্য বস্তু আর বর্তমান ধারার বিষয়বস্তু হইতেছে বিস্ফোরক পদার্থ।

বিস্ফোরক পদার্থ কাহাকে বলে তাহা বিস্ফোরক আইনে (১৮৮৪ সালের ৪নং আইন) বর্ণিত হইয়াছে।

কোন একটি ছোট দালানের সংকীর্ণ পথে দাঁড়াইয়া বন্দুক ছোঁড়া এই ধারায় অপরাধ। শুধুমাত্র বন্দুক ছোঁড়াতে কোন দোষ নাই। দোষ রহিয়াছে গুলি চালনার মধ্যে; কারণ গুলির মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থ আছে। ঐরূপ স্থানে বিনা গুলিতে বন্দুক ছোঁড়া অপরাধ নহে।[৫২৮]

প্রমাণ

এ ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পূর্বের ধারার অনুরূপ তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়। তবে বর্তমান ধারার প্রমাণ আসিবে বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কে।

মূল ধারার অনুবাদ

যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ

২৮৭। যে ব্যক্তি, কোন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে কোন কাজ এইরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে, যাহাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হয় বা অপর কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা জখম করিবার সম্ভাবনা থাকে,

অথবা জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে তদীয় অধিকারভুক্ত বা তদীয় তত্ত্বাবধানাধীন কোন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে—অনুরূপ যন্ত্রপাতি হইতে উদ্ভূত মনুষ্য জীবনের প্রতি সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে,

সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা এবং পূর্বের ধারা একই প্রকৃতির। পূর্বের ধারার বিষয়বস্তু হইতেছে বিস্ফোরক পদার্থ আর বর্তমান ধারার বিষয়বস্তু হইতেছে যন্ত্রপাতি।

২৮৪ হইতে ২৮৭ পর্যন্ত ধারাগুলিতে একই শব্দাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে। ২৮৪ ধারা বিষাক্ত বস্তু সম্পর্কে, ২৮৫ ধারা অগ্নি বা দাহ্য পদার্থ সম্পর্কে, ২৮৬ ধারা বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কে এবং বর্তমান ধারা যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যের সহিত আচরণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করিয়াছে। বর্তমান ধারায় কয়েকটি শব্দ বেশী আছে, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, যন্ত্রপাতি যাহার তত্ত্বাবধানে থাকে, তিনিও এই ধারার অপরাধ করিতে পারেন।

মিলের একটি যন্ত্রাংশ এমন অসতর্কভাবে বাহিরে স্থাপিত ছিল যে, উহার সন্নিকটে ক্রীড়ারতা দুইটি বালিকাকে আকর্ষণ করে। ফলে একজন মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর একজন পঙ্গু হইয়া যায়। মিলের মিস্ত্রি এবং ম্যানেজার এই ধারায় দোষী সাব্যস্ত হন।[৫২৯]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পূর্বের ধারার অনুরূপ তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়। অবশ্য বর্তমান ধারার বিষয়বস্তু হইতেছে যন্ত্রপাতি।

মূল ধারার অনুবাদ

দালানসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলা বা মেরামত করার ব্যাপারে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ

২৮৮। যে ব্যক্তি কোন দালান ভাঙিয়া ফেলার বা মেরামত করার ব্যাপারে জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে উক্ত দালান বা উহার কোন অংশের পতন হইতে উদ্ভূত মনুষ্য জীবনের প্রতি কোন সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যাহার দালান আছে, তিনি উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সময় বা সংস্কার করিবার সময় এমন সতর্কতা অবলম্বন করিতে বাধ্য, যাহাতে ঐ দালানের বা তাহার অংশ বিশেষের পতনের ফলে কোন ব্যক্তি আহত না হয়। যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা অবহেলাভরে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে অথবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

রাস্তার ধারে যাহার দালান কোঠা আছে, তিনি উহা ভালভাবে রাখিতে আইনতঃ বাধ্য। সংস্কারের অভাবে যদি উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার দশায় উপস্থিত হয়, তবে ঐ দালান বা কোঠার দখলকারকে ২৯৩ ধারায় অভিযুক্ত করা যায়। ঐ দালানকে ভাঙ্গিবার সময় বা সংস্কার করিবার সময় যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রমাণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী আবশ্যক ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি দালান ভাঙিতেছিলেন বা সংস্কার করিতেছিলেন।

২। তিনি ঐ কাজে দালান বা তাহার অংশ পতনের সম্ভাব্য বিপদ হইতে রক্ষামূলক সতর্কতা অবলম্বনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

৩। ঐ ব্যর্থতা মনুষ্য জীবনের বিপদের কারণ হইতে পারিত।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা অবহেলাভরে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

মুল ধারার অনুবাদ

প্রাণী-সম্পর্কে তাচ্ছিল্য আচরণ

২৮৯। যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে তদীয় অধিকারভুক্ত কোন প্রাণী সম্পর্কে—অনুরূপ প্রাণী হইতে উদ্ভূত মনুষ্য জীবনের প্রতি কোন সম্ভাব্য বিপদের বা কোন সম্ভাব্য গুরুতর আঘাতের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ পালনে ত্রুটি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

পোষা এবং দখলে বা তত্ত্বাবধানে থাকা জানোয়ার সম্পর্কে যে ব্যক্তি মনুষ্য জীবনের সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে না, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ডে বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

যাহারা কুকুর পোষেণ বা বাড়ীতে রাখেন. তাহারা কুকুর যাহাতে মানুষকে কামড়াইতে না পারে সেই বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বাধ্য। এই সাবধানতার অভাব এই ধারায় শাস্তিযোগ্য।[৫৩০] সংকীর্ণ রাস্তায় যদি এমনভাবে ঘোড়া রাখা হয় যে ঐ পথ দিয়া যাইতে হইলে পথচারীকে ঘোড়ার পিছনের পায়ের দিকে যাইতে হয়, তবে উহা এই ধারায় অপরাধ হয়।[৫৩১] কোন হিংস্র জন্তুকে মুক্ত অবস্থায় রাখা এই ধারায় অপরাধ এই কারণে যে, যিনি কোন হিংস্র জন্তুকে মুক্ত অবস্থায় রাখেন তিনি জানেন যে ঐ হিংস্র জন্তু মানুষের দেহকে আঘাত করিতে পারে।[৫৩২]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তির দখলে কোন জানোয়ার ছিল।

২। ঐ জানোয়ার সম্পর্কে তিনি সম্ভাব্য মনুষ্য জীবনের প্রতি বা অন্যকে জখম করার বিরুদ্ধে যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিতে বিরত হইয়াছিলেন।

৩। তাহার এই বিরতি তাচ্ছিল্যের সহিত ছিল বা তিনি সম্ভাব্য বিপদের কথা জানিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত নহে এইরূপ ক্ষেত্রসমূহে গণ-উপদ্রবের শাস্তি

২৯০। যে ব্যক্তি, প্রকারান্তরে অত্র বিধিবলে দণ্ডার্হ নহে এইরূপ ক্ষেত্রে কোন গণ উপদ্রব অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি অর্থদণ্ডে যাহার—পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

পূর্বে যে সমস্ত গণ-উপদ্রবের কথা বলা হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে যাহা বলা হইবে, ঐ সমস্ত বিধির বহির্ভূত গণ-উপদ্রব এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে ঘোষিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব দুইশত টাকা।

গণ-উপদ্রব কাহাকে বলে, তাহা আমরা ২৬৮ ধারায় দেখিয়াছি। যে কাজ করিলে গণ-উপদ্রব হয় অথচ আলোচ্য বিধির কোন ধারায় যাহার শাস্তির বিধান নাই, সেই কাজের জন্য বর্তমান ধারায় শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

একটি স্থানে যে সময় ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়, সেই সময় ঐ স্থানে বিরল লোকবসতি থাকায় ঐ ফ্যাক্টরী কোন উপদ্রব ঘটায় নাই। কতিপয় বৎসর ধরিয়া ফ্যাক্টরী নির্বিঘ্নে চলিতে থাকে। ঐ স্থানে জনবসতি বাড়িয়া যায়। ফলে ফ্যাক্টরী জনসাধারণের উপদ্রব ঘটাইতে থাকে। এমতাবস্থায় উহা গণ-উপদ্রবরূপে গণ্য হইবে।[৫৩৩] নিজের ঘরে বসিয়া দুই একজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত জুয়া খেলা গণ-উপদ্রব নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের ঘরকে বিশৃঙ্খল জুয়াড়ীদের আড্ডাতে পরিণত হইতে দেয়, সেই ব্যক্তি তাহার কাজের দ্বারা গণ-উপদ্রব সৃষ্টি করে। তাহার অপরাধ এই ধারার আওতায় আসে।[৫৩৪] জনসাধারণের রাস্তার অংশ বিশেষের উপর যিনি ইমারত বানান, তিনি

এই ধারায় দোষী।[৫৩৫] রাস্তার উপর পশু জবাই করা গণ-উপদ্রব সৃষ্টি করার শামিল। সুতরাং তাহা এই ধারায় শাস্তিযোগ্য।[৫৩৬]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কাজ করিয়াছিলেন কিংবা বেআইনীভাবে কোন কাজ করিতে বিরত ছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তির উক্ত কর্ম বা কর্মবিরতির ফলে ক্ষতি, বিপদ বা উপদ্রব ঘটিয়াছিল।

৩। উক্ত ক্ষতি, বিপদ বা উপদ্রব জনসাধারণের উপর আপতিত হইয়াছিল কিংবা যাহারা ঘটনাস্থলের নিকটে বাস করে বা সম্পত্তি দখল করে, তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল বা যাহারা কোন গণ-অধিকার ভোগ করে, তাহাদের উপর আপতিত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

গণ-উপদ্রব বন্ধ করিবার নির্দেশ দানের পরও উহা অব্যাহত রাখা

২৯১। যে ব্যক্তি কোন গণ-উপদ্রব পুনরায় অনুষ্ঠান না করার বা অব্যাহত না রাখার ব্যাপারে কোন নির্দেশ জারী করিবার জন্য আইনানুগ কর্তৃত্ব সম্পন্ন কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আদিষ্ট হইবার পরেও অনুরূপ গণ-উপদ্রব পুনরায় অনুষ্ঠান করে বা অব্যাহত রাখে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

নিষেধাত্মক সরকারী আদেশ পাইবার পরও যে ব্যক্তি গণ-উপদ্রব অব্যাহত রাখে বা পুনরাবৃত্তি করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল।

২। উহা আইনানুগভাবে জারী হইয়াছিল।

৩। ঐ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা গণ-উপদ্রব অব্যাহত রাখিতে বা পুনরাবৃত্তি করিতে বারণ করা হইয়াছিল।

৪। ঐ নিষেধাজ্ঞা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত হইয়াছিল।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ গণ-উপদ্রব অব্যাহত রাখিয়াছিলেন বা পুনরায় অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অশ্লীল পুস্তক ইত্যাদির বিক্রয় ইত্যাদি

২৯২। যে ব্যক্তি—

(ক) কোন অশ্লীল পুস্তক, পুস্তিকা, পত্র, অংকন, চিত্র, কল্প-মূর্তি বা মূর্তি বা অন্য যে কোন প্রকারের অশ্লীল বস্তু বিক্রয় করে, ভাড়া দেয়, বিতরণ করে, প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করে বা যে কোন প্রকারে প্রচার করে অথবা বিক্রয়, ভাড়া, বিতরণ প্রকাশ্যে প্রদর্শন বা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে, উৎপাদন করে বা নিজের অধিকারে রাখে, অথবা

(খ) যে কোন অশ্লীল বস্তু পূর্বোক্ত যে কোন উদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ বস্তু বিক্রয় করা হইবে, ভাড়া দেওয়া হইবে বা প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করা হইবে বা যে কোন প্রকারে প্রচার করা হইবে বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও আমদানী-রপ্তানী বা পরিবহন করে, অথবা

(গ) এমন কোন ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করে বা উহার মুনাফায় শরীক হয়, যে ব্যবসায় পরিচালনাকালে অনুরূপ অশ্লীল বস্তুসমূহ পূর্বোক্ত যে কোন উদ্দেশ্যে প্রস্তুত, উৎপাদন, ক্রয়, সংরক্ষণ, আমদানী, রপ্তানী, পরিবহন প্রকাশ্যে প্রদর্শন বা যে কোন বিশ্বাস প্রকারে প্রচার করা হয়

বলিয়া সে জানে বা তাহার করিবার কারণ থাকে, অথবা

(ঘ) কোন ব্যক্তি অত্র ধারার অধীনে অপরাধরূপে পরিগণিত কোন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে বা নিযুক্ত হইবার জন্য তৈয়ার আছে, অথবা অনুরূপ যে কোন অশ্লীল বস্তু যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে বা মাধ্যমে অর্জন করা যাইতে পারে বলিয়া যে কোন প্রকারে বিজ্ঞাপন দান করে বা জানায়, অথবা

(ঙ) অত্র ধারার অধীনে অপরাধরূপে পরিগণিত কোন কার্য সম্পাদনের প্রস্তাব করে বা উদ্যোগ করে,

সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যতিক্রম

অত্র ধারা প্রকৃতই ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বা ব্যবহৃত কোন পুস্তক, পুস্তিকা, লেখা, অংকন বা চিত্র, অথবা যে কোন মন্দিরের উপর বা অভ্যন্তরে বা প্রতিমাসমূহ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত যে কোন মটরগাড়ীর উপরে খোদাইকৃত, মিনাকৃত চিত্রিত বা প্রকারান্তরে প্রতিচিত্রিত অথবা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বা ব্যবহৃত কোন কল্পমূর্তির বেলায় প্রযোজ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

অশ্লীল পুস্তক বা চিত্র প্রভৃতি বিক্রয় করা বা প্রদর্শন বা প্রচার করা বা আমদানী রপ্তানী করা প্রভৃতি এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ তিন মাস কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

যে সমস্ত বস্তু সম্পর্কে এই ধারায় অপরাধযোগ্য অশ্লীলতা হইতে পারে, সেই সমস্ত বস্তু হইতেছে,

(ক) পুস্তক।

(খ) পুস্তিকা।

(গ) পত্র।

(ঘ) অঙ্কন।

(ঙ) চিত্র।

(চ) কল্পমূর্তি।

(ছ) মূর্তি।

(জ) অন্য কিছু।

এই সমস্ত বস্তু সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত কাজ অপরাধমূলক :

(ক) বিক্রয় করা।

(খ) ভাড়া দেওয়া।

(গ) বিতরণ করা।

(ঘ) প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করা।

(ঙ) যে কোন প্রকারে প্রচার করা।

(চ) 'ক' হইতে 'চ'-এ বর্ণিত কাজের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা।

(ছ) ঐ উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা।

(জ) ঐ উদ্দেশ্যে দখলে রাখা।

(ঝ) ঐ উদ্দেশ্যে আমদানী করা।

(ঞ) ঐ উদ্দেশ্যে রপ্তানী করা।

(ট) ঐ উদ্দেশ্যে পরিবহন করা।

(ঠ) উহাদের ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করা।

(ড) বিজ্ঞাপন দেওয়া।

(ঢ) এই জাতীয় কাজ করিবার প্রস্তাব করা বা প্রচেষ্টা করা।

ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বা মন্দির গাত্রে বা প্রতিমার উপর কোন কাজ অশ্লীল গণ্য হইবে না।

অশ্লীলতা

অশ্লীলতা কাহাকে বলে, তাহা আলোচ্য বিধিতে বলা হয় নাই। তাই উহার আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।[৫৩৭] অশ্লীল শব্দকে খুব অস্পষ্ট বলা যায় না। অশ্লীল বলিতে কি বুঝা যায়, তৎসম্পর্কে মতবিরোধ থাকিলেও শব্দটি অবোধগম্য নহে।[৫৩৮] ইহা সত্য যে, অশ্লীলতার ধারণা যুগে যুগে বদলায়। ইহা সত্য যে, এক স্থানে যাহা অশ্লীলতা অন্য স্থানে তাহা অশ্লীলতা নহে। অশ্লীলতার ধারণা সম্পর্কে মানুষে মানুষে মত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। তবুও অশ্লীলতা তাহাকেই বলা চলে, যাহা বিশ্বাস প্রবণ মনকে দূষিত করে। তর্কিত পুস্তক বা প্রকাশ যাহাদের হাতে পড়িবার কথা তাহারা যদি এমন বয়সের বা অবস্থার হয় যে, তাহাদের মন উত্তেজনাকর কোন কিছুর প্রভাবে হঠাৎ আকৃষ্ট হয় এবং ঐ পুস্তক বা প্রকাশনার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে

যাহা ঐ মনগুলিকে নীচের দিকে টানে বা দূষিত করিয়া তোলে, তবে উহা অশ্লীল বলিয়া গণ্য হয়।[৫৩৯]

কোন প্রকাশনা অশ্লীল কিনা, তাহা তথ্যের প্রশ্ন। যে পুস্তক যুবক বা যুবতীর মনে এমনকি বয়স্ক ব্যক্তির মনে অপবিত্র বা কামোদ্দীপক ধারণার জন্ম দেয়, তাহা অশ্লীল।[৫৪০]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। কোন পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-অংকন, চিত্র-কল্পমূর্তি বা মূর্তি বা অন্য কিছু অশ্লীল ছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা,

(ক) বিক্রয় করিয়াছিলেন বা ভাড়া দিয়াছিলেন বা বিতরণ করিয়াছিলেন বা প্রদর্শন করিয়াছিলেন কিংবা উক্ত উদ্দেশ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন বা উৎপাদন করিয়াছিলেন বা দখলে রাখিয়াছিলেন, বা

(খ) 'ক'-এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে জানিয়া বা ঐ উদ্দেশ্যে আমদানী বা রপ্তানী করিয়াছিলেন, অথবা

(গ) উক্ত বিষয়ের ব্যবসায়ে শরীক হইয়াছিলেন বা বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, বা

(ঘ) এই ধারায় বর্ণিত এমন কোন কাজ যাহাতে অপরাধ হয় তাহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অল্প বয়স্ক ব্যক্তির নিকট অশ্লীল বস্তু বিক্রয় ইত্যাদি

২৯৩। যে ব্যক্তি, বিশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তির নিকট পূর্ববর্তী শেষ ধারায় উল্লেখিত কোন অশ্লীল বস্তু বিক্রয় করে,ভাড়া দেয়, বিতরণ করে, প্রদর্শন করে বা প্রচার করে, অথবা এইরূপ করিবার প্রস্তাব বা উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বিশ বৎসরের নিম্নে কোন ব্যক্তির নিকট যে ব্যক্তি অশ্লীল বস্তু বিক্রয় করে কিংবা ভাড়া দেয় কিংবা বিতরণ করে কিংবা প্রদর্শন করে কিংবা করিবার প্রস্তাব করে বা প্রচেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ ছয় মাসের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

পূর্বের ধারায় যে অপরাধের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে, এই ধারাতেও সেই অপরাধের শাস্তির বিধান বর্তমান। বর্তমান ধারায় অশ্লীল বস্তু বিশ বৎসরের কম বয়স্ক লোকের নিকট দেওয়াকে অধিকতর শাস্তির আওতায় আনা হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। পুস্তক প্রভৃতি অশ্লীল ছিল।

২। যে ব্যক্তির নিকট উহা বিক্রয় প্রভৃতি করা হইয়াছিল বা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল বা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির বয়স বিশ বৎসরের কম ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

অশ্লীল কার্য ও সঙ্গীত করা।

২৯৪। যে ব্যক্তি, অন্যদের বিরক্তি সৃষ্টি করিয়া (ক) কোন প্রকাশ্য স্থানে কোন অশ্লীল কার্য করে, অথবা (খ) কোন প্রকাশ্য স্থানে বা তন্নিকটে কোন অশ্লীল গান, গাঁথা সঙ্গীত বা পদাবলী গায়, আবৃত্তি করে বা উচ্চারণ করে;

সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অশ্লীল কাজ করা এবং অশ্লীল গান গাওয়ার শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে এই রকম অশ্লীল কাজ কেহ যদি

সাধারণ স্থানে করে অথবা সাধারণ স্থানের নিকটবর্তী কোন স্থানে যদি কোন ব্যক্তি অশ্লীল গান গায়, তবে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন মাসের কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উপাদান

এই ধারার তিনটি উপাদান আছে ঃ

এই ধারার অপরাধ সাধারণ স্থানে বা তন্নিকটবর্তী স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ স্থানে কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকুক বা নাই থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মোটর গাড়ীর মধ্যে, ট্রেনে, জাহাজে, সাধারণের হাম্মাম খানায়, রাস্তায়, পার্কে, কোন প্রতিষ্ঠানের চত্বরে অশ্লীলভাবে নগ্ন হওয়া এই ধারায় অপরাধ।

সাধারণ স্থান সম্পর্কে আলোচ্য বিধির ১৫৯ ধারায় আলোচনা করা হইয়াছে।

২। সাধারণ স্থানে বা তন্নিকটবর্তী স্থানে অশ্লীল কাজ বা গান করিতে হইবে। অশ্লীল কাজ কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা আলোচ্য বিধিতে নাই। তবে সম্পূর্ণ নগ্ন পাত্রে বিতরণ করা কিংবা যৌন-সঙ্গম করা যে অশ্লীল কাজ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩। অশ্লীল কাজ বা গান অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করিবে। কেহ যদি বিরক্ত না হয়, তবে এই ধারায় কোন অপরাধ হয় না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে কোন অশ্লীল কাজ করিয়াছিলেন অথবা কোন প্রকাশ্য স্থানে বা তন্নিকটে কোন অশ্লীল গান, গাঁথা বা শব্দ গান করিয়াছিলেন বা উচ্চারণ করিয়াছিলেন বা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

২। উহা অশ্লীল ছিল।

৩। উহা অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

লটারী অফিস পরিচালনা করা

২৯৪ ক। যে ব্যক্তি, কোন রাষ্ট্রীয় লটারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন লটারি নহে এইরূপ কোন লটারি অনুষ্ঠান করিবার উদ্দেশ্যে কোন অফিস বা স্থান

সংরক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

এবং যে ব্যক্তি, অনুরূপ কোন লটারিতে কোন টিকিট, ভাগ্য পরীক্ষা (লট), সংখ্যা বা অংকের সহিত সম্পর্কযুক্ত বা তৎপ্রতি প্রযোজ্য কোন ঘটনা বা আকস্মিকতায় কোন ব্যক্তির উপকারার্থ কোন অর্থ প্রদান করা বা কোন মাল সমর্পণ করা, অথবা কোন কিছু করা বা না করার প্রস্তাব প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি অর্থদণ্ডে —যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় লটারির জন্য অফিস বা স্থান রাখা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হইয়াছে। লটারির প্রস্তাব প্রকাশ করাও এই ধারায় অপরাধ।

লটারি

লটারি বলিতে সাধারণতঃ বাজী ধরা বলা যায়। যে ব্যক্তি ইহাতে অংশ গ্রহণ করে বা বাজী ধরে, সেই ব্যক্তির লাভ বা লোকসান সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক এবং যুক্তিহীন সুযোগের উপর নির্ভর করে।

কোন ফাণ্ডে একাধিক ব্যক্তি যদি এই মর্মে চাঁদা দেন যে, সংগৃহীত অর্থ অবশেষে একজনে পাইবেন এবং প্রাপক নির্ধারিত হইবেন ভাগ্যের বা সুযোগের দ্বারা, তবে ঐ সমস্ত ব্যক্তি লটারিতে অংশ গ্রহণ করেন।[৫৪১] সৌভাগ্যবান কুপন বা টিকিট প্রথা প্রবর্তন করিয়া যদি এই মর্মে জিনিস বিক্রয় করা হয় যে, যিনি সৌভাগ্যবান কুপন বা টিকিট বা রসিদ পাইবেন, তিনিই পুরস্কৃত হইবেন, তবে এই ধারায় অপরাধ হয়।[৫৪২]

অননুমোদিত লটারি

লটারি মাত্রই এই ধারায় অপরাধ নহে। সরকার যে লটারি অনুমোদন করেন না, তৎসম্পর্কে কোন ঘোষণা করা বা স্থান রাখা এই ধারায় অপরাধ।[৫৪৩] কোন লটারির আয় হইতে সরকার যদি আয়কর গ্রহণ করেন, তবে তদ্দারা ইহা বুঝায় না যে, সরকার উহাকে অনুমোদন করিয়াছেন।[৫৪৪]

প্রস্তাব

লটারির জন্য কোন প্রস্তাব প্রকাশ করা অপরাধজনক। যে ব্যক্তি লটারিঃ প্রস্তাব প্রকাশ করেন, লটারি অনুষ্ঠিত না হইলেও তিনি শাস্তি পাইবেন। জনসাধারণ প্রতারিত না হইয়া থাকিলেও তাহার অপরাধ থাকিয়া যাইবে।[৪৫৫] যে টিকিট মূলে লটারি অনুষ্ঠিত হইবার কথা, সেই টিকিটের মধ্যে লটারির আমন্ত্রণ থাকিলেও উহাকে লটারির প্রস্তাবের প্রকাশনা বলা যায়।[৫৪৬]

প্রমাণ

এই ধারার প্রথম অংশের অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্থান বা অফিস সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।

২। লটারির জন্য তিনি উহা করিয়াছিলেন।

৩। ঐ লটারি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ছিল না।

এই ধারার দ্বিতীয় অংশের অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২। ঐ প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল যে, লটারির মারফত অর্থ বা মাল প্রদান করা হইবে বা অন্য কিছু উপকার করা হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

বাণিজ্য ইত্যাদি উপলক্ষে পুরস্কার দানের প্রস্তাব করা

২৯৪-খ। যে ব্যক্তি, কোন বাণিজ্য বা ব্যবসায় বা কোন দ্রব্যের বিক্রয় উপলক্ষে উক্ত বাণিজ্য বা ব্যবসায় বা কোন দ্রব্যের ক্রয়ের ব্যাপারে প্রলোভন বা উৎসাহ স্বরূপ বা কোন দ্রব্যের প্রচার বা জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে যে কোন নামে, অর্থে বা দ্রব্যে, যে কোন কুপন টিকিট, সংখ্যা বা মূর্তি বা অন্য কোন উপায়ের মাধ্যমে কোন পুরস্কার, পারিতোষিক বা অনুরূপ অপর কোন প্রতিদান প্রদানের প্রস্তাব করে বা অনুরূপ প্রস্তাবের অঙ্গীকার করে, সেই ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি

অনুরূপ কোন প্রস্তাব প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বা কোন মালপত্র বিক্রয় বাড়াইবার জন্য, ব্যবসায়ের উপর বা দ্রব্যের ক্রয়ের উপর লটারি করা বা লটারির প্রস্তাব প্রকাশ করা এই ধারায় অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

মেলার সময় বা এ্যাক্সিবিশনের সময় অনেক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করিবার জন্য লাকী কুপনের মাধ্যমে লটারির ব্যবস্থা করেন। অনুরূপ লটারি এই ধারায় বেআইনী।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগের প্রতিষ্ঠা নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর প্রমাণের উপর নির্ভরশীলঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন পুরস্কার, পারিতোষিক বা অনুরূপ অপর কোন প্রতিদান প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন বা প্রস্তাবের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বা প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২। উহা কোন নামে, অর্থে বা দ্রব্যে বা কুপন টিকিটে বা সংখ্যায় বা মূর্তিতে বা অন্য কোন উপায়ে করা হইবে, এইরূপ বলা হইয়াছে।

৩। উহা করা হইয়াছিল বাণিজ্য বা ব্যবসায় বা দ্রব্য বিক্রয় উপলক্ষে প্রলোভন বা উৎসাহ স্বরূপ বা দ্রব্যের প্রচার বা জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

কোন শ্রেণীবিশেষের ধর্মের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উপাসনালয়ের ক্ষতিসাধন করা বা উহা অপবিত্র করা

২৯৫। যে ব্যক্তি, এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ অবগতি সহকারে জনগণের যে কোন শ্রেণীর উপাসনালয় বা উক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পবিত্র বলিয়া বিবেচিত কোন বস্তু ধ্বংস অনিষ্ট বা অপবিত্র করে যে, তদ্বারা সেই জনগণের যে কোন শ্রেণীর ধর্মের প্রতি অবমাননা করিবে বা জনগণের যে কোন শ্রেণীর অনুরূপ ধ্বংস, অনিষ্ট বা অপবিত্রকরণকে তাহাদের ধর্মের প্রতি অবমাননা বলিয়া বিবেচনা করার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ শুরু হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হইতেছে ধর্ম সংক্রান্ত অপরাধ।

প্রাচীন কালে রোমানগণ ধর্মীয় ব্যাপারে সহনশীল ছিলেন। যে সমস্ত রাজ্য তাহারা অধিকার করিতেন সেই সমস্ত রাজ্যের অধিবাসীদিগের ধর্মে তাহারা হস্তক্ষেপ করিতেন না। আলোচ্য পরিচ্ছেদে ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি অনুসৃত হইয়াছে।

যে নীতির উপর এই পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা দুইটি বাক্যে প্রকাশ করা যায়ঃ

১। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ধর্ম পালন করিতে পারিবেন।

২। কোন ব্যক্তিই অন্যের ধর্মকে আঘাত করিতে পারিবেন না।

এই পরিচ্ছেদে মাত্র পাঁচটি ধারা আছে। ইহাদের বিষয়বস্তু হইতেছেঃ

১। কোন শ্রেণী বিশেষের ধর্মের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উপাসনা-লয়ের ক্ষতি সাধন করা বা উহা অপবিত্র করা।

২। কোন শ্রেণী বিশেষের ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করিয়া উহার অনুভূতিতে কুঠার আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষাত্মক কার্য অনুষ্ঠান করা।

৩। ধর্মীয় সমাবেশে গোলমাল সৃষ্টি করা।

৪। গোরস্থান ইত্যাদিতে অনধিকার প্রবেশ। এবং

৫। ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার জন্য শব্দসমূহ ইত্যাদি উচ্চারণ করা।

প্রসঙ্গতঃ গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮, ১২, ৩৮ এবং ৪১ অনুচ্ছেদ স্মরণ করিতে হয়। ঐগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

৮। (১ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়ন কালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে। তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।

১২। ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য।

(ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার,

(ঘ কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন

বিলোপ করা হইবে।

৩৮। জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুযায়ী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নাম যুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য

হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।

৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে,

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশ গ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

এই ধারার বিশ্লেষণ

অন্যের ধর্মের প্রতি অবমাননার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কোন বস্তু ধ্বংস, অনিষ্ট বা অপবিত্র করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

অবমাননার অভিপ্রায়

যে কাজ বা কথা বা আচরণ দৃশ্যতই ধর্মের ক্ষেত্রে অবমাননামূলক বা যে কাজ, কথা বা আচরণ সাধারণ জ্ঞানে অবমাননাকর হইবার সম্ভাবনা রাখে শুধু তাহাই অপরাধ।

অপরাধীর সন্নিহিত একটি ধংসোন্মুখ মসজিদের উপাদান যদি কোন হিন্দু কতিপয় মুসলমানের সাহায্যে সরাইয়া ফেলেন, তবে তাহাকে এই ধারায় অপরাধী করা যায় না।[৫৪৭]

গোপনভাবে রাত্রিকালে কোন হিন্দু মুসলমান ফকিরের মাজারের চত্বরে যৌন সঙ্গম করিলে তাহাতে এই ধারায় অপরাধ হয় না। অনধিকার প্রবেশের জন্য তিনি দায়ী হইতে পারেন।[৫৪৮]

পবিত্র স্থান বা বস্তু

যাহা ধ্বংস অনিষ্ট বা অপবিত্র করা এই ধারায় অপরাধ, তাহা হইতেছে ধর্ম স্থান কিংবা পবিত্র স্থান। ধর্ম স্থান বলিতে সাধারণতঃ মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা প্রভৃতি বুঝায়। যে স্থানে হিন্দুগণ তাহাদের দেবতার প্রতিষ্ঠা করে কিংবা পূজা প্রভৃতির জন্য পৃথক করিয়া রাখে, তাহাকে ধর্ম স্থান বলা যায়। মুসলমানদের মাজার,

দরগাহ প্রভৃতিও পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য। কবরখানা, শ্মশানঘাট প্রভৃতিও পবিত্র স্থান বলিয়া চিহ্নিত। তবে নামাজ পড়িলেই সেই জায়গা মসজিদ হইয়া যায় না। কোন স্থানকে পূজার জন্য পৃথক করিয়া রাখিলে তাহা ধর্ম স্থান হইয়া যায় না।

পবিত্র বস্তু কি, তাহা অবস্থার উপর নির্ভরশীল। হিন্দুদের দেবদেবী, মূর্তি প্রভৃতি পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য হয়। মুসলমানগণ কোরআন শরীফকে পবিত্র জ্ঞান করেন; সুতরাং তাহাও পবিত্র বস্তু।

এই ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে ধর্মীয় অবমাননা প্রতিরোধ করা। অতি সামান্য এবং অকিঞ্চিৎকর বস্তুও যদি দেশের কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষের কাছে পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, তবে সেই বস্তুর অবমাননা এই ধারায় অপরাধ। যাহারা ঐ বস্তুকে পবিত্র মনে করে, তাহারা কি কারণে উহা পবিত্র মনে করিতেছে ইহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের মনের অবস্থার দিকে তাকাইয়া এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।[৫৪৯]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন স্থান বা বস্তুকে অপবিত্র করিয়াছিলেন বা ধ্বংস করিয়াছিলেন বা উহার অনিষ্ট করিয়াছিলেন।

২। কোন শ্রেণীর মানুষ ঐ স্থান বা বস্তুকে পবিত্র মনে করিতেন।

৩। অবমাননার উদ্দেশ্যে বা অবমাননা হইতে পারে জানিয়া তিনি উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন শ্রেণী বিশেষের ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করিয়া উহার অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত বিদ্বেষাত্মক কার্যসমূহ

২৯৫-ক। যে ব্যক্তি, বাংলাদেশের নাগরিকদের যে কোন শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষাত্মকভাবে কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে উক্ত শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে বা অবমাননা করার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার

মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে কোন কথা বলা বা কোন কিছু শব্দ বা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা এই ধারায় অপরাধজনক।

যে ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করেন বা এমন কিছু লেখেন বা এমন কিছু আঁকেন বা এমন কিছু ভাবভঙ্গি করেন বা অন্য কিছু করেন, যাহা বাংলাদেশের কোন ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে বা অবমাননা করার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। তবে ঐ ব্যক্তির অভিপ্রায় ইচ্ছাকৃত এবং বিদ্বেষপূর্ণ থাকা আবশ্যক। তিনি যদি বাংলাদেশের নাগরিকদের কোন শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ঐ সব কাজ করিয়া থাকেন, তবে তাহার দণ্ড হইবে।

আলোচ্য দণ্ডবিধিতে চারি প্রকার অবমাননার জন্য চারিটি বিধান বর্তমান ঃ

১। রাষ্ট্রের অবমাননার জন্য ১২৪-ক ধারায় বিধান রহিয়াছে।

২। কোন শ্রেণীকে অবমাননার জন্য ১৫৩-ক ধারায় বিধান রহিয়াছে।

৩। কোন ব্যক্তিকে অবমাননার জন্য ৫০০ ধারায় বিধান রহিয়াছে। এবং

৪। ধর্মকে অবমাননা করিবার জন্য বর্তমান ধারায় বিধান রহিয়াছে।

লাহোর হাইকোর্টের এলাকায় এক ব্যক্তি, যাহার নাম রাজপাল, তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকখানির নাম ছিল "রঙ্গিলা রসুল"। ঐ পুস্তকে তিনি হযরত মুহম্মদ (দঃ) -এর যৌন জীবনের অবৈধতার কথা লিখিয়াছিলেন। রাজপাল ১৫৩-ক ধারায় অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু লাহোর হাইকোর্ট মনে করেন যে, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর আঘাত করাকে একটি সমগ্র শ্রেণীর উপর আঘাত করা গণ্য করা যায় না। এই কারণে লাহোর হাইকোর্ট রাজ্যপালের দণ্ড নাকচ করিয়া দেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ধারা আলোচ্য বিধিতে সংযোজিত হয় এবং আইনের ফাঁককে ভরিয়া তোলা হয়।

ইচ্ছাকৃতভাবে বা বিদ্বেষাত্মকভাবে

কোন কাজ ইচ্ছাকৃত হইতে পারে কিন্তু বিদ্বেষাত্মক নাও হইতে পারে। আবার কোন কাজ বিদ্বেষাত্মক হইতে পারে কিন্তু ইচ্ছাকৃত নাও হইতে পারে। বর্তমান অপরাধের জন্য এই দুই প্রকার অভিপ্রায়ই থাকা প্রয়োজন। অন্য কথায়, জানিয়া

শুনিয়া, দেখিয়া-বুঝিয়া এবং বিদ্বেষাত্মকভাবে যে ব্যক্তি কোন ধর্মকে আঘাত করে, সেই ব্যক্তি এই ধারায় দোষী হয়।[৫৫০]

বিদ্বেষ বলিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অকল্যাণ কামনা করা বুঝায়। ইহাই এই শব্দের সাধারণ অর্থ। কিন্তু আইনে "বিদ্বেষাত্মকভাবে" বলিতে অন্যের ক্ষতিজনক কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করাকে বুঝায়। যখন কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের ক্ষতিজনক কোন কাজ করেন, তখন তিনি বিদ্বেষাত্মকভাবে কাজ করিয়াছেন বলিয়া ধরা হয়।[৫৫১] সাধারণভাবে বিদ্বেষ বলিতে গেলে অন্যের সহিত শত্রুতা বা অন্যের বিরুদ্ধে অমঙ্গল কামনা স্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু আইনের ভাষায় "বিদ্বেষাত্মক" বলিতে অন্যের ক্ষতি হইতে পারে, ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করা বুঝায়।[৫৫২]

কঠোর আঘাত হানা

এই ধারা তখনই আমলে আসে, যখন কোন ধর্মের উপর কঠোর আঘাত হানা হয়। যে ব্যক্তি সত্য বা যে বর্ণনা মূলে ভিত্তি আছে তাহাও যদি কোন ধর্মকে আঘাত করে, তবে সেই প্রকার উক্তি বা বর্ণনা প্রদান এই ধারায় শাস্তি যোগ্য অপরাধ।[৫৫৩]

অন্য দেশে একই প্রকার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয় নাই, এই কথা বলিয়া বা এই অজুহাত তুলিয়া কোন ধর্মীয় অবমাননাকর পুস্তক রচনা বা প্রকাশের দায় হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না।[৫৫৪] অন্য ব্যক্তি তাহার ধর্ম আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি ঐ ব্যক্তির ধর্মের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কিছু লিখিয়াছেন, এই অজুহাতও আইনে গ্রহণযোগ্য নহে।[৫৫৫]

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠা নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর প্রমাণের উপর নির্ভরশীল:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কিছু বলিয়াছিলেন বা কোন শব্দ লিখিয়াছিলেন বা কোন ভাবভঙ্গী করিয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্দারা কোন শ্রেণীর ধর্মকে বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করিয়াছিলেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাকৃত এবং বিদ্বেষাত্মকভাবে উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

ধর্মীয় সমাবেশে গোলমাল সৃষ্টি করা

২৯৬। যে ব্যক্তি, স্বেচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় উপাসনা বা ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে আইনানুগভাবে নিয়োজিত কোন সমাবেশে গোলমাল সৃষ্টি করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে-যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্তহইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

ধর্মীয় উপাসনায় বা উৎসবে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোলমাল সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

এই ধারার মধ্যে দুইটি উপাদান বর্তমান ঃ

১। স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোলমাল করা।

২। ধর্মীয় উপাসনা বা ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে আইনানুগভাবে নিয়োজিত কোন সমাবেশে গোলমাল সৃষ্টি করা।

যখন কোন সম্প্রদায়ের মানুষ এক স্থানে সমবেত হইয়া কোন ধর্মীয় কাজ করে, তখন কেহ যাহাতে উক্ত সমাবেশের বিরুদ্ধে অশান্তি সৃষ্টিকারী কিছু না করিতে পারে, তজ্জন্য বর্তমান ধারায় শাস্তির বিধান দেওয়া হইয়াছে।[৫৫৬] তিনজন মানুষ ধর্মীয় উপাসনার উদ্দেশ্যে বা এবাদতের জন্য একত্রে হইলে তদ্বারা সমাবেশ সংগঠিত হয়।[৫৫৭]

গোলমাল সৃষ্টি

এই ধারার মূল কথা হইতেছে গোলমাল সৃষ্টি। মিথ্যা জনশ্রুতি প্রচার দ্বারা গোলমাল সৃষ্টি বুঝায় না।[৫৫৮] এক বিশেষভাবে এবাদত করিয়া অন্যের এবাদতের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করা যায় এবং ঐ প্রকার গোলমাল সৃষ্টি এই ধারায় অপরাধ।[৫৫৯] তবে কোন উপাসনা বা এবাদতকে বন্ধ করিতে হইবে বা বাধা দিতে হইবে এবং তবেই গোলমাল সৃষ্টি হইবে—ইহা এই ধারার বক্তব্য নহে। কোন ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে বাধা দেওয়া এই ধারায় অপরাধ।[৫৬০]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর উপর প্রমাণ আনা আবশ্যক ঃ

১। একটি সমাবেশ হইয়াছিল।

২। ঐ সমাবেশ ধর্মীয় উপাসনা বা উৎসব পালনে রত ছিল।

৩। উহা আইনানুগ ছিল।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ সমাবেশে গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

৫। তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

গোরস্থান ইত্যাদিতে অনধিকার প্রবেশ

২৯৭। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তির অনুভূতিতে আঘাত হানিবার বা কোন ব্যক্তির ধর্মকে অবমাননা করিবার উদ্দেশ্যে বা তদ্বারা কোন ব্যক্তির অনুভূতি আহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বা কোন ব্যক্তির ধর্ম অবমানিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ অবগতি সহকারে;

কোন উপাসনালয় বা সমাধিস্থানে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বা শবাগার হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত কোন স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে অথবা কোন মানুষের মৃতদেহের প্রতি অবমাননা করে 'অন্ত্যেষ্টিক উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত ব্যক্তিবর্গের প্রতি ব্যাঘাত ঘটায়' সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন ব্যক্তির অনুভূতিতে আঘাতের অভিপ্রায়ে বা কোন ব্যক্তির ধর্মকে অবমাননা করিবার অভিপ্রায়ে বা ঐরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া যে ব্যক্তি মসজিদে, মন্দিরে বা গীর্জায় বা কোন ইবাদতগাহে বা কোন কবরস্থানে বা শ্মশানে বা জাতীয় অন্য কোন স্থানে প্রবেশ করে বা কোন লাশের প্রতি অবমাননা করে বা মৃতের সৎকার প্রভৃতি কাজে গোলমাল সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

এই ধারায় তিন প্রকার কাজকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হইয়াছে :

১। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা প্রভৃতি অথবা কবরস্থান বা শ্মশান প্রভৃতিতে অনধিকার প্রবেশ। এই সমস্ত স্থানকে সাধারণভাবে পবিত্র স্থান গণ্য করা হয়। সুতরাং এইসব স্থানে অনধিকার প্রবেশকারীকে আলোচ্য ধারায় শাস্তি পাইতে হয়।

২। মানুষের মৃতদেহকে অবমাননা করা। যে কাজ মৃতের আত্মীয়-স্বজন বা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি মৃতদেহের উপর অবমাননাকর মনে করেন, সেই কাজ করা এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ডাক্তারী শিক্ষার জন্য মৃতের দেহ অস্ত্রের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করা অপরাধ নহে।

৩। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসবে গোলমাল সৃষ্টি করা।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন বা মৃতদেহের প্রতি অবমাননা প্রকাশ করিয়াছিলেন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

২। যে স্থানে তিনি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন, উহা উপাসনালয় বা মৃতদেহের শেষ ধর্মীয় কৃত্য করিবার স্থান ছিল।

৩। তিনি উহা কোন ব্যক্তির অনুভূতিতে আঘাত করিবার বা কোন ধর্মকে অবমাননা করিবার অভিপ্রায়ে বা ঐরূপ আঘাত এবং অবমাননা করিতে পারে জানিয়া করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার জন্য শব্দসমূহ ইত্যাদি উচ্চারণ করা

২৯৮। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির শ্রুতিগোচরে কোন শব্দ উচ্চারণ করে বা আওয়াজ দেয় বা উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচরে কোন অঙ্গভঙ্গি করে বা উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচরে কোন বস্তু রাখে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার জন্য যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে শুনাইয়া কোন কিছু বলে বা শব্দ করে বা কোন ব্যক্তিকে দেখাইয়া কোন ভঙ্গি করে বা বস্তু রাখে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ড-নীয় হইবে।

প্রত্যেকের অধিকার আছে তাহার আপন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা এবং প্রচার করা। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য ধর্মকে বা অন্য ধর্মের কোন মানুষকে আঘাত করিবার অধিকার কাহারও নাই। তবে নিরীহভাবে নিজের ধর্মের গুণ গাহিবার সময় কোন সামান্য ইঙ্গিত যদি অন্য ধর্মের কোন ব্যক্তিকে উত্তেজিত করে, সেই ইঙ্গিত এই ধারায় অপরাধজনক হয় না। ১২৪ ক ধারা, ১৫৩ ক ধারা এবং ৫০০ ধারায় যে বিধানসমূহ বর্তমান, তাহা বর্তমান বিধানের সদৃশ।

ইহা সত্য যে, মানুষ যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়। কিন্তু মানুষকে যুক্তি দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত করা প্রায় অসম্ভব। যুক্তি দ্বারা যাহা করা সম্ভব নয়, তাহা যুক্তির নামে করিতে গিয়া অন্যের মনে আঘাত দেওয়া অন্যায়।

এই ধারার উপাদান

এই ধারার তিনটি উপাদান আছে ঃ

১। কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করিবার সচেতন অভিপ্রায় করা হইয়াছিল। তর্ক করিতে করিতে অকস্মাৎ কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে এবং সেই শব্দ অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করিয়া থাকিলে তদ্বারা এই ধারার অপরাধ হইবে না। এই ধারার আওতায় সেই সব উচ্চারণ বা প্রদর্শন আসে, যাহা কোন আকস্মিক অভিব্যক্তি নহে, যাহা তর্কের ঝাঁঝে বলা হয় নাই, বরং যাহা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করিবার অভিপ্রায় থাকিলেও যদি সে অভিপ্রায় সচেতন না হয় তবে তদ্বারা কোন অপরাধ হইবে না।[৫৬১]

ইহা সত্য যে, অন্তর্যামী ব্যতীত কেহ অন্যের মনের হদিস সঠিকভাবে পায় না। এই কারণে কোন ব্যক্তির অভিপ্রায় কি ছিল, তাহা জানিবার জন্য তাহার কাজের বা কথার দিকে তাকাইতে হয়। যে জায়গায় কোন ব্যক্তি কথা বলেন, যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি কথা বলেন এবং যে কথাগুলি তিনি বলেন, ইহার সমস্ত মিলাইয়া তাহার অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে হয়।[৫৬২]

২। অবমাননা কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করিলে তাহা এই ধারায় অপরাধ গণ্য হয়। যে

ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অবমাননা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি অবমাননাকারীর অপরিচিত হইতে পারেন।

৩। ঐ নিক্ষিপ্ত অবমাননা দ্বারা কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতি আহত হইয়াছিল।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন কিংবা কোন আওয়াজ করিয়াছিলেন কিংবা কোন অঙ্গভঙ্গি করিয়াছিলেন কিংবা কোন বস্তু রাখিয়াছিলেন।

২। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে উহা করিয়াছিলেন।

৩। ঐ ইচ্ছা সচেতন ছিল।

৪। কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করিবার সচেতন ইচ্ছামূলে তিনি উহা করিয়াছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মানবদেহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

জীবন ক্ষুণ্ণকারী অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

দণ্ডার্হ নরহত্যা।

২৯৯। যে ব্যক্তি কোন কার্যের সাহায্যে মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বা মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ দৈহিক জখম ঘটাইবার উদ্দেশ্যে অথবা উক্ত কার্যের সাহায্যে সে মৃত্যু ঘটাইতে পারে এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া অনুরূপ কার্যের সাহায্যে মৃত্যু ঘটায়, সেই ব্যক্তি দণ্ডার্হ নরহত্যার অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক কোন গর্তের উপর কাষ্ঠ দণ্ডাদি ও ঘাসের ফরাস পাতিয়া মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বা তদ্দারা মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, অনুরূপ কোন গর্তের উপর কাষ্ঠদণ্ডাদি ও ঘাসের ফরাস পাতিয়া দেয়। য উক্ত স্থান মজবুত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া উহার উপর পদক্ষেপ করে, উহার ভিতর পড়িয়া যায় ও নিহত হয়। ক দণ্ডার্হ নরহত্যার অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

খ) ক জানে য একটি ঝোপের আড়ালে রহিয়াছে। খ ইহা জানে না। ক, য-র মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে অথবা ইহাতে য-র মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া খ-কে উক্ত ঝোপের প্রতি গুলি ছুড়িবার জন্য প্ররোচিত করে। খ গুলি ছোড়ে ও য-কে হত্যা করে। এই ক্ষেত্রে খ কোনও অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত না হইতে পারে, কিন্তু ক দণ্ডার্হ নরহত্যার অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক একটি কুক্কুট হত্যা ও চুরি করিবার উদ্দেশ্যে কুক্কুটটির প্রতি গুলি ছুড়িয়া একটি ঝোপের আড়ালে অবস্থিত খ কে হত্যা করে। ক জানিত না যে, সে সেইখানে ছিল। এই ক্ষেত্রে যদিও ক একটি বেআইনী কাজ করিতেছিল, তথাপি সে দণ্ডার্হ নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে না, কারণ সে খ-কে হত্যা করিবার ইচ্ছা করে নাই বা এমন কোন কাজ করিয়া মৃত্যু ঘটাইবার ইচ্ছা করে নাই, যাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া তাহার জানা ছিল।

ব্যাখ্যা ১ঃ যে ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থতা, ব্যাধি বা দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছে এইরূপ অপর কোন ব্যক্তিকে দৈহিক জখম করে ও তদ্বারা উক্ত অপর ব্যক্তির মৃত্যু ত্বরান্বিত করে, সেই ব্যক্তি তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ২ঃ যে ক্ষেত্রে দৈহিক জখমের ফলে মৃত্যু ঘটে, সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অনুরূপ দৈহিক জখম করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদিও যথাযথ প্রতিকার ও নিপুণ চিকিৎসার আশ্রয় নিলে মৃত্যু নিবারণ করা যাইত।

ব্যাখ্যা ৩ঃ মাতৃগর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু ঘটান নরহত্যা বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু কোন জীবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটান দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, যদি উক্ত শিশুর কোন অংশ প্রসূত হইয়া থাকে, যদিও শিশুটি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বা সম্পূর্ণরূপে জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে ষোড়শ পরিচ্ছেদ শুরু হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে ধারার সংখ্যা আশি ৮০)। এই ধারাসমূহে মানবদেহ এবং মানব জীবনের ক্ষতি করিতে পারে এমন সব কাজের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

এই পরিচ্ছেদের ধারাগুলিকে দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। মানব জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ (২৯৯ হইতে ৩১৮ ধারা)।

২। মানব দেহের বিরুদ্ধে অপরাধ (৩১৯ হইতে ৩৭৭ ধারা)।

মানব জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধগুলিকে নিম্নবর্ণিত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। দণ্ডার্হ নরহত্যা (২৯৯ হইতে ৩০৪ ধারা)।

২। অবহেলাভরে মৃত্যু ঘটানো (৩০৪ ক ধারা)।

৩। আত্মহত্যার সহায়তা করা (৩০৫ এবং ৩০৬ ধারা)।

৪। দণ্ডার্হ নরহত্যা বা নরহত্যা বা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা (৩০৭ হইতে ৩০৯ ধারা)।

৫। ঠগ (৩১০ এবং ৩১১ ধারা)। এবং

৬। শিশু ভূমিষ্ট হইবার সহিত সম্পর্কিত অপরাধ (৩১২ হইতে ৩১৮ ধারা)।

নরহত্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ঃ

১। আইনানুগ নরহত্যা।

২। দণ্ডার্হ নরহত্যা।

আইনানুগ নরহত্যা দুই প্রকার ঃ

১। মাফযোগ্য নরহত্যা।

২। সমর্থনযোগ্য নরহত্যা।

মাফযোগ্য নরহত্যা তিন প্রকার হইয়া থাকে ঃ

১। অপরাধমূলক অভিপ্রায়ের অনুপস্থিতিতে আকস্মিক দূর্বিপাকে বা দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো (৮০ ধারা)।

২। কোন শিশু উন্মাদ বা মাতাল ব্যক্তির দ্বারা মৃত্যু ঘটানো (৮২ হইতে ৮৫ ধারা।

৩। নিহত ব্যক্তির উপকারার্থে তাহার অভিভাবকের সম্মতি মতে (সম্ভব হইলে) কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো (৮৭, ৮৮ এবং ৯২ ধারা)।

সমর্থনযোগ্য নরহত্যা ছয় প্রকারের হইয়া থাকে ঃ

১। সদ্‌বিশ্বাসে তথ্যভ্রান্তির কারণে নিজেকে বাধ্য জানিয়া নরহত্যা করা (৭৬ ধারা)।

২। সদ্‌বিশ্বাসে বিচারাসনে বসিয়া বিচারক কর্তৃক আইন বলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো (৭৭ ধারা)।

৩। আদালতের রায় বা আদেশের অনুকূল কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো (৭৮ ধারা)।

৪। আইন বলে সমর্থিত বা আইনের সমর্থন আছে বিশ্বাস করিয়া কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো (৭৯ ধারা)।

৫। অপরাধমূলক অভিপ্রায় ব্যতীত সদবিশ্বাসে কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তিকে ক্ষতি হইতে বাঁচাইবার জন্য মৃত্যু ঘটানো (৮১ ধারা)।

৬। কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তি রক্ষার্থে মৃত্যু ঘটানো (১০০ হইতে ১০৩ ধারা)।

দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিতে খুন, নিম খুন এবং অসাবধান বা তাচ্ছিল্যভাবে খুন বুঝায়।

এই ধারার বিশ্লেষণ

এই ধারায় দণ্ডার্হ নরহত্যার সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। নরহত্যা বলিতে এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে হত্যা করা বুঝায়। মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কোন

কাজের মাধ্যমে হত্যা করাকে দণ্ডার্হ নরহত্যা বলে। মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ দৈহিক জখম ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কোন কাজের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটাইলে তাহাও দণ্ডার্হ নরহত্যা নামে পরিচিত হয়। মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ জানিয়া কোন কাজের দ্বারা মৃত্যু ঘটাইলে তাহাও দণ্ডার্হ নরহত্যারূপে পরিগণিত হয়।

এই ধারার উপাদান

এই ধারার নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ বর্তমান ঃ

১। মৃত্যু ঘটানো।

২। কোন কাজের দ্বারা।

৩। মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়। অথবা

৪। এমন দৈহিক জখম ঘটাইবার অভিপ্রায় যাহাতে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। অথবা

৫। কোন কাজের দ্বারা মৃত্যু ঘটিতে পারে ইহা জ্ঞাত থাকা।

মৃত্যু ঘটানো

মৃত্যু বলিতে মানুষের মৃত্যু বুঝানো হইয়াছে (৪৬ ধারা)। মাতৃগর্ভে শিশুর মৃত্যু ঘটানো নরহত্যা নহে। যে ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অভিপ্রায় করা হয়, সেই ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করিলেও তাহা অপরাধ। (৩০১ ধারার-ক উদাহরণ। মৃত্যু ঘটার সাথে সাথেই এই অপরাধ হইয়া যায়।

কোন কাজের দ্বারা

মৃত্যু ঘটানো নানা প্রকারে সম্ভব। যে প্রকারেই হউক না কেন, তাহা একটি কাজ। সুতরাং কাজের দ্বারাই মৃত্যু ঘটে। বিষ খাওয়াইয়া, পিটাইয়া, ডুবাইয়া, অনাহারে রাখিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারে নরহত্যা করা সম্ভব।

কাজ করা বলিতে যেখানে কর্তব্য আছে, সেখানে কর্মবিরতিও বুঝায়। যে কর্মবিরতি দ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, সেই কর্মবিরতি যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে হয়, তবে উহা অপরাধমূলক। যে কর্মবিরতির উদ্দেশ্য হইতেছে এমন দৈহিক জখম সৃষ্টি করা, যদ্দ্বারা মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই কর্মবিরতি অপরাধমূলক। কর্মবিরতি দ্বারা মৃত্যু ঘটিতে পারে এইরূপ জ্ঞানযুক্ত কর্মবিরতিও অপরাধমূলক।

মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়

মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে মৃত্যু ঘটানো দণ্ডার্হ নরহত্যা বলে পরিচিত। যে কাজ কোন ব্যক্তি করে, সেই কাজের ফল তাহার অভিপ্রায়ের মধ্যে থাকে—ইহাই

আইন ধরিয়া লয়। সামনাসামনি দাঁড়াইয়া পিস্তলের গুলি ছুঁড়িলে ধরিয়া লওয়া হয় যে, হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল।

এমন দৈহিক জখম ঘটাইবার অভিপ্রায়, যাহাতে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে

কাজের সহিত মৃত্যুর যোগ যেখানে প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট, সেখানে কাজের অব্যবহিত পরক্ষণেই মৃত্যু না ঘটাইয়া কিছু দেরীতে ঘটিলেও সেই কাজ অপরাধ-মূলক। মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিলে তাহা সরাসরি দণ্ডার্হ নরহত্যা। গুরুতর দৈহিক জখম করিবার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা দণ্ডার্হ নরহত্যারূপে পরিগণিত হয়, যদি সেই কাজ দ্বারা মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

কোন কাজের দ্বারা মৃত্যু ঘটিতে পারে, ইহা জ্ঞাত থাকা

যে কাজের দ্বারা মৃত্যু ঘটিতে পারে, সেই কাজ ইচ্ছা করিয়া করাও অপরাধজনক আবার সে কাজের পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখিয়া করাও অপরাধজনক।

উদাহরণসমূহ

এই ধারার সহিত তিনটি উদাহরণ সংযোগ করা হইয়াছে। প্রথম উদাহরণে মৃত্যু ঘটাইবার একটি উপায় বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় উদাহরণে সেই ব্যক্তিকে দোষী করা হইয়াছে, যিনি আছেন হত্যার মূলে। তৃতীয় উদাহরণে বলা আছে যে ভুল করিয়া হত্যা করিলে তাহা দণ্ডার্হ নরহত্যা হয় না।

ব্যাখ্যা: এই ধারার সহিত তিনটি ব্যাখ্যা সংযুক্ত হইয়াছে। প্রথম ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, রোগগ্রস্ত মানুষের উপর আঘাত হানা, যাহার ফলে তাহার মৃত্যু ঘটে নরহত্যারূপে গণ্য। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, চিকিৎসার দ্বারা যে আঘাত ভাল হইতে পারিত, সেই আঘাত দ্বারা মৃত্যু ঘটিলে তাহাও নরহত্যারূপে পরিগণিত হইবে। তৃতীয় ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, যে শিশু মাতৃগর্ভ হইতে আংশিকভাবে জীবন্ত ভূমিষ্ট হইয়াছে, তাহার মৃত্যু ঘটানো নরহত্যা বলিয়া পরিগণিত।

মূল ধারার অনুবাদ

খুন

৩০০। **প্রথম**। অতঃপর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিত দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি যে কার্যের ফলে

মৃত্যু সংঘটিত হয় সেই কার্যটি মৃত্যু সংঘটনের উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়, অথবা

দ্বিতীয়ত: যদি ইহা এইরূপ দৈহিক জখম করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, যাহা যে ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করা হয় তাহার মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া অপরাধকারীর জানা থাকে, অথবা

তৃতীয়ত: যদি কোন ব্যক্তিকে দৈহিক জখম করার উদ্দেশ্যে ইহা সম্পাদিত হয় এবং অভীষ্ট দৈহিক জখমটি প্রাকৃতিক স্বাভাবিক অবস্থায় অনুরূপ মৃত্যু ঘটাইবার জন্য যথেষ্ট হয়, অথবা

চতুর্থত: যদি উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি অবগত থাকে যে, ইহা এত আসন্ন বিপদজ্জনক যে, ইহা খুব সম্ভবত: মৃত্যু ঘটাইবে অথবা এইরূপ দৈহিক জখম ঘটাইবে যাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে এবং মৃত্যু সংঘটনের বা পুর্বোক্ত জখম ঘটাইবার ঝুঁকি নেওয়ার অজুহাতে ব্যতিরেকেই অনুরূপ কার্য সম্পাদন করে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক য-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাহাকে গুলি করে। ফলে য মারা যায়। ক খুন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) য এইরূপ একটি রোগে ভুগিতেছে যে, এক আঘাতেই তাহার মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ক এই কথা জানিয়া তাহাকে দৈহিক জখম করার উদ্দেশ্যে আঘাত করে। উক্ত আঘাতের ফলে য মৃত্যুবরণ করে। ক খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে। যদিও আঘাতটি প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় একজন অটুট স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইত না কিন্তু এই ক্ষেত্রে, যদিও ক দৈহিক জখম করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তথাপি সে খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে না, যদি য কোন রোগে ভুগিতেছে বলিয়া না জানিয়া ক তাহাকে এইরূপ একটি আঘাত করে যাহা প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় একজন অটুট স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইত না এবং যদি সে মৃত্যু ঘটাইবার বা এমন

কোন জখম করিবার ইচ্ছা না করিয়া থাকে যাহা প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

(গ ক ইচ্ছাকৃতভাবে য-কে একটি তরবারির ঘা বা গদার আঘাত দান করে, যাহা প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় একজন লোকের মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। ফলে য মৃত্যুবরণ করে। এই ক্ষেত্রে ক খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে, যদিও সে য-র মৃত্যু ঘটাইবার ইচ্ছা না করিয়া থাকে।

(ঘ) ক বিনা অজুহাতে একটি জনতার উপর একটি গুলি ভরা কামান দাগায় এবং তাহাদের মধ্যে একজনকে নিহত করে। ক খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে, যদিও কোন বিশেষ ব্যক্তিকে হত্যা করিবার জন্য তাহার পূর্বকল্পিত অভিসন্ধি না থাকে।

যে ক্ষেত্রে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন গণ্য নহে

ব্যতিক্রম ১ : অপরাধকারী গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে আত্ম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রহিত অবস্থায় উত্তেজনাদানকারীর অথবা ভুলক্রমে বা দৈব দুর্ঘটনাক্রমে অপর কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইলে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না।

উপরোক্ত ব্যতিক্রম নিম্নলিখিত অনুবিধিসমূহ সাপেক্ষ হইবে যে,

প্রথমত : উক্ত উত্তেজনা কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার বা তাহার কোন ক্ষতিসাধন করার অজুহাত হিসাবে অপরাধকারী কর্তৃক যাচনা করা বা স্বেচ্ছাকৃত-ভাবে উদ্দীপ্ত করা হয় না।

দ্বিতীয়ত : উক্ত উত্তেজনা, আইন পালনার্থ কৃত কোন কার্য দ্বারা বা কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে প্রদত্ত হয় না।

তৃতীয়ত : উক্ত উত্তেজনা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকারের আইনানুগ প্রয়োগের ব্যাপারে কৃত কোন কার্য দ্বারা প্রদত্ত হয় না।

ব্যাখ্যা : উক্ত উত্তেজনা অপরাধটিকে খুনরূপে পরিগণিত করার ব্যাপারে বাধা দান করিবার পক্ষে যথেষ্ট গুরুতর ও আকস্মিক কিনা তাহা, একটি বিবেচ্য বিষয়।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক, য কর্তৃক প্রদত্ত উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত ক্রোধের বশীভূত হইয়া য-র সন্তান ম-কে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে। ইহা একটি খুন বলিয়া গণ্য হইবে, যেহেতু উত্তেজনাটি উক্ত শিশু কর্তৃক প্রদত্ত হয় নাই, অথবা উত্তেজনার ফলে সংঘটিত কোন কার্য সম্পাদনকালে দৈব দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যবশতঃ শিশুটির মৃত্যু ঘটে নাই।

(খ) ম ক-কে গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনা দান করে। অত্র উত্তেজনার ফলে ক, তাহার নিকট, অথচ দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত য-কে হত্যা করার ইচ্ছা না করিয়া বা তাহাকে হত্যা করার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া স্বয়ং না জানিয়া ম-র প্রতি পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে। ক য-কে হত্যা করে। এই ক্ষেত্রে ক খুন করে নাই; পক্ষান্তরে শুধু দণ্ডার্হ নরহত্যা করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক পেয়াদা ম কর্তৃক আইনতঃ গ্রেফতার হয়। ক গ্রেফতারের ফলে আকস্মিক ও প্রচণ্ড ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং য-কে হত্যা করে। ইহা একটি খুন বলিয়া গণ্য হইবে, যেহেতু উত্তেজনাটি একজন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তাহার ক্ষমতা প্রয়োগকালে কৃত একটি কাজ দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে।

(ঘ) ক একজন সাক্ষী হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেট য-র সম্মুখে উপস্থিত হয়। য বলেন যে, তিনি ক-র সাক্ষ্যের এক শব্দও বিশ্বাস করেন না এবং ক নিজে মিথ্যা শপথ করিয়াছে। এই সব কথায় ক আকস্মিক ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয় এবং য'কে হত্যা করে। ইহা খুন বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) ক য-র নাক উপড়াইবার উপক্রম করে. য ক-কে উক্ত কার্য সম্পাদন হইতে বিরত করণার্থ তাহার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করিয়া তাহাকে পাকড়াও করিয়া ফেলে। ফলে ক আকস্মিক ও প্রচণ্ড ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয় এবং য-কে হত্যা করে। ইহা খুন বলিয়া গণ্য হইবে, যেহেতু উত্তেজনাটি ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগকালে কৃত একটি কাজ দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে।

(চ) য খ-কে প্রহার করে। এই উত্তেজনার ফলে খ প্রচণ্ড ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া পড়ে। ক একজন দর্শক হইয়া খ-র ক্রোধের সুবিধা গ্রহণ করিবার এবং তাহার সাহায্যে য-কে হত্যা করাইবার অভিপ্রায়ে তদুদ্দেশ্যে খ-র হাতে একটি ছুরি গুঁজিয়া দেয়। ছুরিটির সাহায্যে খ য-কে হত্যা করে। এক্ষেত্রে খ শুধু দণ্ডার্হ নরহত্যা করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ক খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

ব্যতিক্রম ২ঃ অপরাধকারী সদবিশ্বাসে তাহার দেহ বা সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগকালে পূর্ব-পরিকল্পনা ব্যতীত ও অনুরূপ প্রতিরক্ষার

উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষতি হইতে অধিকতর ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায় না করিয়া, তৎপ্রতি আইন প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ অতিক্রম করিলে এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুরূপ প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করা হয়, তাহার মৃত্যু ঘটাইলে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণসমূহ

য ক-কে এইরূপে চাবকাইবার উপক্রম করে যাহাতে ক গুরুতররূপে আহত না হয়। ক একটি পিস্তল বাহির করে। য প্রহার কার্য চালাইতে থাকে। অন্য কোন উপায়ে ক নিজেকে উক্ত চাবকান হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। এই সদবিশ্বাসে য-কে গুলি করে। ক খুন করে নাই; পক্ষান্তরে কেবল দণ্ডার্হ নরহত্যা করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যতিক্রম ৩ঃ যদি অপরাধকারী সরকারী কর্মচারী বা জনসাধারণের প্রতি সুবিচার বিধান কার্যে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মচারীকে সাহায্যকারী ব্যক্তি হইয়া সদবিশ্বাসে তৎপ্রতি আইন প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ অতিক্রম করে সাহায্য করে এবং এইরূপ কোন কার্য করিয়া মৃত্যু ঘটায়, যে কার্য অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে যথাযথ রূপে তাহার কর্তব্য পালনের ব্যাপারে আইনানুগ ও প্রয়োজনীয় বলিয়া সে বিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তাহার প্রতি তাহার কোন শত্রুতা না থাকে, তাহা হইলে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না।

ব্যতিক্রম ৪ঃ কোন আকস্মিক কলহ লইয়া আকস্মিক দন্দ্বে ক্রোধ কবলিত অবস্থায় বিনা পূর্ব-পরিকল্পনায় দণ্ডার্হ নরহত্যা অনুষ্ঠিত হইলে এবং অপরাধকারী অসঙ্গত সুযোগ গ্রহণ না করিলে, অথবা নির্মাণ বা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাজ না করিয়া থাকিলে উক্ত দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ এইরূপ ক্ষেত্রসমূহে কোন পক্ষ উত্তেজনা দান করে বা প্রথম আক্রমণ করে এই প্রশ্ন অকিঞ্চিকর।

ব্যতিক্রম ৫ঃ যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, সেই ব্যক্তি যদি আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক হইয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে বা মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়, তাহা হইলে দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া খুন বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

'ক' প্ররোচনা করিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঠার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক য-কে আত্মহত্যা করিতে রাজী করে। এই ক্ষেত্রে য তাহার অপরিণত বয়সের দরুন তাহার

মৃত্যুতে সম্মতি দানের অযোগ্য ছিল। অতএব ক খুনে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

বর্তমান ধারায় এক বিশেষ শ্রেণীর দণ্ডার্হ নরহত্যা কাহাকে বলে তাহার বিশদ এবং বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলাদেশে এই প্রকার দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন নামে পরিচিত। যদিও খুন শব্দ আদিতে বাংলা ছিল না, তবুও বর্তমানে বাংলা ভাষা ইহাকে আপন শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। খুন শব্দ মূলতঃ ফারসী বা উর্দু। ইহার অর্থ রক্ত। বাংলা ভাষায় এই শব্দ ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। বাংলায় নিম্নবর্ণিত দণ্ডার্হ নরহত্যাকেই খুন বলা সঙ্গত।

যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে আঘাত করে,

(ক) এই অভিপ্রায়ে যে ঐ আঘাতে আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিবে, অথবা

(খ) ইহা জানিয়া যে ঐ আঘাতে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে

(গ) তবে সেই ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খুন করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খুনের মধ্যে খুনীর খুনের অভিপ্রায় থাকা চাই বা জ্ঞান থাকা চাই বা সম্ভাবনা থাকা চাই। কিন্তু তাই বলিয়া খুনের মধ্যে উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কোন কাজ করিয়া খুন (প্রথম অনুচ্ছেদ)

কাজ বলিতে কর্মবিরতিও বুঝায় (৩৩ ধারা)। বিত্তবান পিতার কর্তব্য হইতেছে শিশু সন্তানকে ভরণ-পোষণ করা। পিতা যদি তাহা না করেন এবং ফলে শিশু সন্তান মরিয়া যায় তবে তিনি খুনের দায়ে দায়ী হইবেন।

মৃত্যু বলিতে মানুষের মৃত্যু বুঝায় (৪৬ ধারা)। মানুষ বলিতে জীবন্ত ভূমিষ্ট শিশু হইতে শুরু করিয়া বৃদ্ধ পর্যন্ত বুঝায়।

অভিপ্রায় যেখানে উপস্থিত সেখানে নরহত্যাকে খুন বলা যায়। যেখানে অভিপ্রায় অনুপস্থিত, সেখানে উহা নিম্ন খুন মাত্র। অভিপ্রায় কার্যাবলী হইতে অনুমান করিয়া লইতে হয়। যিনি যে কাজ করেন, আইন ধরিয়া লয় যে ঐ কাজের স্বাভাবিক ফল তাহার অভিপ্রেত ছিল। কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির বুকের দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়ে কিংবা কোন ব্যক্তি যদি ভারী লাঠি দিয়া অপর ব্যক্তির মাথায় সজোরে আঘাত করে কিংবা কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে টানিয়া বা ফুসলাইয়া লইয়া গিয়া দ্রুত চলমান ট্রেনের দ্বারা কাটা পড়িবার জন্য রেল লাইনের উপর ফেলিয়া দেয়, তবে সেই ব্যক্তি খুন করে বলিয়া আইনে গণ্য হয়।

যে আঘাত আঘাতকারীর জ্ঞানমতে মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রাখে, সেই আঘাতের অভিপ্রায়ে খুন (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)

ইচ্ছা করিয়া আঘাত করিলে এবং ইহা জানা থাকিলে যে ঐ আঘাতে মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রাখে, আঘাতকারী আহত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার খুনী বলিয়া পরিচিত হইবেন।

অভিপ্রায় যেমন কোন ব্যক্তির কাজ হইতে অনুমান করিয়া লইতে হয়, জ্ঞানও তদ্রূপ কোন ব্যক্তির কাজ হইতে অনুমান করিতে হয়। তবে মোটামুটিভাবে নিম্নবর্ণিত অবস্থাসমূহ হইতে অভিপ্রায় বা জ্ঞানের সন্ধান লাভ করা যায়ঃ

১। ঘটনার স্থান ও কাল। যে স্থানে হত্যা সংঘটিত হয় সেই স্থানে অভিপ্রায় বা জ্ঞান সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করিতে পারে। সে সময়ে হত্যা সংঘটিত হয় তাহাও অভিপ্রায় এবং জ্ঞান সম্পর্কে প্রচুর আলোকপাত করিতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি অপর এক ব্যক্তিকে নিশীথ রাত্রিতে বাড়ী হইতে ডাকিয়া ঘোর জঙ্গলে লইয়া যায় এবং যেখানে তাহাকে আঘাত করে এবং ঐ আঘাতের ফলে ঐ ব্যক্তি মরিয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে আঘাতকারীর অভিপ্রায় বা জ্ঞান স্পষ্টই বুঝা যায়।

২। যে অস্ত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহার প্রকৃতি। বন্দুক দিয়া কেহ সাধারণভাবে জখম করে না। বন্দুকের কাজ সাধারণতঃ মারিয়া ফেলা।

৩। অস্ত্র ব্যবহারের প্রকৃতি এবং আঘাতের স্থান। মাথায় সজোরে আঘাত করিলে তাহা যে মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে করা হয় ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। বর্শা দিয়া পেটে আঘাত করিলে কিংবা মারাত্মক বিষ খাওয়াইলে যে মৃত্যু ঘটিবে, ইহা সকলের জানা কথা।

যে আঘাতে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটে, সেই আঘাতের অভিপ্রায়ে খুন করা (তৃতীয় অনুচ্ছেদ)

আঘাত যদি এমন হয় যে মৃত্যু একেবারেই অনিবার্য তবে এইরূপ আঘাতকারী খুনী বলিয়া পরিচিত হইবেন। যে আঘাত মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট পরিমাণের দিক হইতে আঘাত সেইরূপ হওয়া প্রয়োজন; তবেই তাহা খুন বলিয়া পরিচিত হইবে।

যে কাজ এতই বিপদজ্জনক যে উহা মৃত্যু ঘটায় কিংবা এমন জখম ঘটায় যাহাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা হয়, বিনা অজুহাতে সেই কাজ করিয়া খুন করা

কোন অজুহাত থাকিলে অতঃপর ঐ আঘাত দ্বারা আঘাতকারী খুনী বলিয়া পরিচিত হন না। অজুহাত বলিতে খোঁড়া অজুহাত হইলে চলিবে না। সংসদের

মধ্যে বোমা ফেলিয়া কাহাকে হত্যা করিলে নিক্ষেপকারী এই অজুহাত গ্রহণ করিতে পারিবেন না যে তিনি সংসদের নীতির পরিবর্তন চাহিয়াছিলেন। সাংসারিক কোন্দলের ফলে কোন শিশুকে মারিয়া ফেলিলে উহা খুন বলিয়া পরিচিত হইবে; কোন্দলের অজুহাত টিকিবে না।

দণ্ডার্হ নরহত্যা তখনই খুন হয়, যখন নিম্নবর্ণিত ব্যতিক্রমগুলি অনুপস্থিত থাকে:

ব্যতিক্রম ১: যে ব্যক্তি গুরুতরভাবে ও আকস্মিকভাবে উত্তেজিত হন এবং ঐ গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলেন, সেই ব্যক্তি উত্তেজনাদানকারীকে কিংবা ভুলক্রমে বা দৈব দুর্ঘটনাক্রমে অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেন, তবে সেই হত্যা খুন বলিয়া গণ্য হয় না। ইহারও আবার কয়েকটি শর্ত আছে। হত্যাকারী নিজেই যদি উত্তেজনার সৃষ্টিকারী হন, তবে সেই উত্তেজনার অজুহাত তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না। সরকারী কর্মচারী তাহার সরকারী কাজে কিংবা কোন ব্যক্তির আত্মরক্ষার শক্তি প্রয়োগকালে যদি উত্তেজনা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার অজুহাতও গ্রহণ করা বৈধ নহে। যে হত্যা পূর্বপরিকল্পিত নহে বরং আকস্মিক উত্তেজনা-জনিত সেই হত্যা খুন নহে, নিম খুন।

গুরুতর এবং আকস্মিক উত্তেজনা বলিতে ঠিক কোন অবস্থা বুঝা যায়, তাহা তথ্যের প্রশ্ন। এই ব্যতিক্রমের ফায়দা পাইতে হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রমাণ করিতে হয় যে, ঘটনার সময়ে তিনি তাহার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে তিনি উহা হারাইয়াছিলেন। পৃথিবীতে এমন মানুষ আছেন, কথায় কথায় যাহারা উত্তেজিত হন। ঐ রূপ মানুষের উত্তেজনা সাধারণভাবে কোন অজুহাত হইতে পারে না। তবে কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষ যে বিষয়ে স্পর্শকাতর, সেই বিষয়ে তাহারা সহজে গুরুতরভাবে ও আকস্মিকভাবে উত্তেজিত হইতে পারেন। এইরূপ উত্তেজনা অজুহাতরূপে গণ্য হয়।

নিম্নে গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল:

(ক) আসামীর স্ত্রী আসামীকে জানাইল যে ক তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে এবং সে ক কে একটি ঘরে আটকাইয়া রাখিয়াছে। ইহা শুনিয়া আসামী তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ক-এর নিকট যায় এবং তিনবার গুলি করে।[৫৬৩]

(খ) আসামী একজন কম বুদ্ধির মানুষ ছিল। সে তাহার পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হয়। তাহার পিতা তাহাকে মাটি ছুঁড়িয়া মারে। ইহাতে তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে এবং সে তাহার পিতাকে লাঠি দিয়া আঘাত করে। পিতা মরিয়া যায়।[৫৬৪]

(গ) মৃত ব্যক্তি আসামীকে জুতা দিয়া মারে। আসামী তখন ছুরি দিয়া আঘাত করে। ফলে ঐ ব্যক্তি মরিয়া যায়।[৫৬৫]

(ঘ) শালিস করিতে যাইয়া জুতার আঘাত খাইয়া আসামী আঘাতকারীকে হত্যা করে।[৫৬৬]

(ঙ) মৃত ব্যক্তি আসামীকে জুতা দিয়া মারে। আসামী কাষ্ঠখণ্ডের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করে।[৫৬৭]

উত্তেজনা গুরুতর হইলেই শুধু চলিবে না, তাহা আকস্মিক হইতে হইবে। যে সময় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, ঠিক সেই সময় আঘাত না করিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শীতল হইয়া ধীরে ধীরে আঘাত করিলে সেই আঘাতের জন্য কোন অজুহাত টেকে না। কোন ব্যক্তির কথায় বা কাজে আহত হইয়া এবং সেই আঘাত পুষিয়া রাখিয়া এবং পরে সেই আঘাতকারীকে পরিকল্পনা করিয়া হত্যা করাকে অজুহাতরূপে এই ব্যতিক্রমের অধীনে খাড়া করা যায় না।

বাংলাদেশে সতের বৎসর বয়স্ক কোন বালক যদি ষাট বৎসরের বৃদ্ধকে গালাগালি করে, তবে তাহার যথেষ্ট উত্তেজনা বলিয়া পরিগণিত হয়।

ব্যতিক্রম ২ঃ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগকালে আইন প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া মৃত্যু ঘটাইলে সেই মৃত্যু খুন বলিয়া গণ্য হয় না। দেহ বা সম্পত্তি প্রতিরক্ষার অজুহাতে কোন ব্যক্তির জীবন নাশ করিলে তাহা খুন বলিয়া পরিচিত হয় না। তবে সেই ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত চারিটি অবস্থা দেখিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে উদ্যোগ করিয়া কোন কাজের দ্বারা বিবাদ সৃষ্টি করিবেন না। নিজে বিবাদ বাধাইয়া সেই বিবাদে আক্রান্ত হইয়া অপর পক্ষকে মারিয়া ফেলিবার অধিকার কাহারো নাই।

২। জীবন নাশের আশঙ্কা বা গুরুতর জখমের আশঙ্কা এমন আসন্ন হইতে হইবে যে প্রতিরক্ষার জন্য আঘাত না করিলে উপায় থাকিবে না। বিপক্ষ যদি চোখ রাঙাইয়া আস্ফালন করে তবে তদ্দারা ধরিয়া লওয়া যায় না যে সে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে এবং সেই অবস্থার মোকাবিলায় বিপক্ষকে হত্যা করা চলে না।

৩। নিরাপদ বা যুক্তিযুক্ত পলায়নের পথ থাকিবে না। মারিতে আসিলে যদি সরিয়া দাঁড়াইলে রক্ষা পাওয়া যায়, তবে প্রতিরক্ষার অজুহাতে তাহাকে হত্যা করা যায় না।

৪। বিপক্ষের জীবন নাশ করা ছাড়া সেই মূহূর্তে হত্যাকারীর আর কোন উপায় থাকে না।[৫৬৮]

২য় ব্যতিক্রমের মধ্যে সদ্‌বিশ্বাসের কথা আছে। ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে হত্যা করা যায় সত্য কিন্তু সেখানে দেখিতে হয় যে হত্যাকারী সদ,

বিশ্বাসে হত্যা করিয়াছিলেন। প্রতিরক্ষার অজুহাতে যদি কোন ব্যক্তি বিদ্বেষাত্মক-ভাবে বা প্রতিহিংসামূলে হত্যা করেন তবে তিনি এই ব্যতিক্রমে ছাড়া পাইবেন না।

প্রতিরক্ষার অধিকার

আপন দেহের এবং সম্পত্তির প্রতিরক্ষার অধিকার সকলের আছে। যখন মৃত্যু বা গুরুতর জখমের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখন প্রতিরক্ষার অধিকার উপজাত হয়। কিন্তু প্রতিরক্ষার অধিকার বলে প্রতিপক্ষকে ততখানি আঘাত হানা যায়, যতখানি আঘাত তাহাকে আক্রমণ হইতে নিরস্ত্র করিতে প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজনাতিরিক্ত আঘাত হানা প্রতিরক্ষার অধিকারের মধ্যে পড়ে না। যে ব্যক্তি প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিবার সময় অধিকতর আঘাত প্রয়োগ করে, সেই ব্যক্তি এই ব্যতিক্রমের আশ্রয়ে আসিতে পারে। তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার অভিপ্রায় থাকিতে হইবে আক্রমণ প্রতিহত করা, হত্যা করা নয়।

ব্যতিক্রম ৩ঃ সরকারী কাজ করিতে যাইয়া সরকারী কর্মচারী বা সরকারী কর্মচারীকে সাহায্য করিতে যাইয়া কোন ব্যক্তি যদি তাহাদের প্রতি আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া কাহারো মৃত্যু ঘটায়, তবে উহা খুন বলিয়া পরিচিত হয় না; তবে শর্ত হইতেছে এই যে, ঐ ব্যক্তি তাহার কাজকে আইনানুগ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন এবং নিহত ব্যক্তির সহিত তাহার কোন শত্রুতা থাকিবে না।

শান্তি রক্ষা করিতে যদি কোন সরকারী কর্মচারী গুলি ছোঁড়েন এবং যদি প্রতীয়মান হয় যে তিনি সরল বিশ্বাসে তাহার কর্তব্য সম্পাদনে গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন, তবে সেই অবস্থায় তাহার গুলিতে কাহারও মৃত্যু হইলেও উহা খুন বলি গণ্য হয় না।

ব্যতিক্রম ৪ঃ হঠাৎ যদি কলহ বাধিয়া যায় এবং হঠাৎ যদি এক ব্যক্তি ক্রোধকবলিত হইয়া পড়ে, এমন অবস্থায় নির্মম বা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কিছু কাজ না করিয়া থাকিলে বা অসঙ্গত সুযোগ না লইয়া থাকিলে সেই ব্যক্তির হত্যাকে খুন বলিয়া গণ্য করা যায় না।

এই ব্যতিক্রমের মধ্যে তিনটি উপাদান আছেঃ

১। আকস্মিক কলহ।

২। পূর্ব পরিকল্পনার অনুপস্থিতি।

৩। অযথা সুযোগ গ্রহণ।

আকস্মিক কলহ

আকস্মিক কলহ বলিতে সেই বিবাদ বুঝায়, যাহা পূর্বে কেহ জানিত না। একটি শান্ত সমাবেশ অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে এবং উত্তেজিত হইয়া

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিতে পারেন; এই অবস্থায় এই হত্যাকে খুন বলা যায় না।

পূর্ব পরিকল্পনার অনুপস্থিতি

মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে মারিয়া ফেলিলে তাহা খুন নামে পরিচিত। আর কোন উদ্দেশ্য পোষণ না করিয়া হঠাৎ উত্তেজনার বশে মারিয়া ফেলিলে তাহাকে খুন বলা চলে না।

অযথা সুযোগ অগ্রহণ

উত্তেজনার সময় বা ঐ অজুহাতে অযথা সুযোগ গ্রহণ করিয়া কাহাকেও হত্যা করিলে উহা খুন বলিয়া পরিচিত হয়। যখন হঠাৎ কলহ বাধিয়া যায় এবং দুইপক্ষ উত্তেজিত হইয়া পড়ে, তখন এক পক্ষ যদি অপর পক্ষের উপর অন্যায় সুযোগ গ্রহণ না করে, তবে সেই ক্ষেত্রে এক পক্ষের কাজের দ্বারা অন্য পক্ষের মৃত্যু ঘটিলেও তাহা খুন বলিয়া পরিচিত হয় না।

ব্যতিক্রম ৫ঃ আঠার বৎসরের উর্ধ্বে যাহার বয়স, তাহাকে তাহার সরল সম্মতিতে হত্যা করা হইলে উহা খুন বলিয়া পরিচিত হয় না।

মূল ধারার অনুবাদ

যে ব্যক্তির মৃত্যু অভীষ্ট ছিল সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়া দণ্ডার্হ নরহত্যা অনুষ্ঠান করণ

৩০১। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ কোন কাজ করিয়া, যদ্দ্বারা সে মৃত্যু ঘটাইবার ইচ্ছা করে বা যদ্দ্বারা মৃত্যু ঘটিতে পারে বলিয়া সে জানে, এমন কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়া দণ্ডার্হ নরহত্যা অনুষ্ঠান করে, যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার জন্য তাহার কোন ইচ্ছা নাই বা তাহার মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া সে জানে না তাহা হইলে অপরাধকারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত দণ্ডার্হ নরহত্যা, সে যেই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল বা যাহার মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া সে জানিত, তাহার মৃত্যু ঘটিলে উহা যদরূপ বর্ণনার হইত তদরূপ বর্ণনার হইবে।

বিশ্লেষণ

এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য করিয়া অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করিলে তাহা যে ব্যক্তিকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিকে খুন করার অপরাধ হয়।

এক ব্যক্তি তাহার প্রেমিকার স্বামীকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে রাত্রির অন্ধকারে এক নির্জন পথে দাঁড়াইয়া থাকে। ঐ পথ দিয়া তাহার শিকার অর্থাৎ প্রেমিকার স্বামীর যাইবার কথা ছিল। কিন্তু সেইদিন তাহার শিকারের পরিবর্তে অন্য এক ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া যায়। প্রেমিক প্রবর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করে। তিনি খুনের দায়ে দোষী।

একজনকে মারিবার অভিপ্রায়ে ভুল করিয়া অন্যজনকে মারিয়া ফেলিলে সেই হত্যা, যাহাকে মারিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল, তাহার খুনের অপরাধ ডাকিয়া আনে।

মূল ধারার অনুবাদ

৩০২। যে ব্যক্তি খুন করে সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

খুনের শাস্তি

বিশ্লেষণ

খুনের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং অর্থদণ্ড। এই ধারাটি অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু ইহার প্রয়োগ যেমন সাংঘাতিক তেমনি বিপুল। বাংলাদেশে খুনের সংখ্যা নেহায়েত কম নহে।

খুনের শাস্তি দুই প্রকার। যথা মৃত্যুদণ্ড এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আইন প্রণেতাগণ যখন একই অপরাধের জন্য দুই প্রকার শাস্তির বিধান করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে বাস্তবতার দিক হইতে অপরাধ এক প্রকার হইলেও অপরাধীর দিক হইতে ইহা ভিন্ন। খুন যদিও সব সময় খুন তবুও খুনের স্তর ভেদ আছে। এক প্রকার স্তরের খুনের শাস্তি হইতেছে মৃত্যু অর্থাৎ ফাঁসি আর অন্য স্তরের খুনের অপরাধের শাস্তি হইতেছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

সাধারণভাবে খুনের শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু অবস্থার কারণে খুনের শাস্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরও হইতে পারে। আসামীর বয়স যদি অল্প হয়, আসামী যদি চরিত্রের দিক হইতে সন্দেহপরায়ণ হয়, তবে এইসব ক্ষেত্রে ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দেওয়া যায়।

সাধারণভাবে যে খুন সচেতন স্বেচ্ছাকৃত এবং নৃশংস সে খুনের শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু অন্য অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল।

সাধারণভাবে মৃতদেহ না পাইলে খুনের মামলা টিকানো যায় না। সেইজন্য খুন হইলেই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে লাশের সুরতহাল করেন এবং কনস্টেবলের মাধ্যমে উহা ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠাইয়া দেন। সুরতহাল করিবার সময় মৃত ব্যক্তির কোন আত্মীয় লাশকে সনাক্ত করেন। ময়না তদন্তকারী ডাক্তারের নিকটও লাশ সনাক্ত করা হয়। যিনি সুরতহাল করেন তিনি এবং যে ডাক্তার ময়না তদন্ত করেন তিনি সাক্ষ্য দিয়া মৃত্যু প্রমাণ করেন।

মৃত্যু প্রমাণ করিতে গেলে মৃতদেহ পাওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ মৃতদেহ পাইলেই মৃত্যু প্রমাণিত হইয়া যায়। কিন্তু মৃতদেহ না পাইলেই যে কেস টিকিবে না, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। সেই ক্ষেত্রে কেস টিকানো শক্ত হয় বটে তবে কেস যে একেবারেই এই অবস্থায় টিকিতে পারে না এমন নহে। ভাল সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারাও মৃত্যু প্রমাণ করা যায়। তাহা না হইলে হত্যাকারীগণ হত্যা করিয়া লাশকে লুকাইয়া ফেলিতে পারলেই নিরাপদ হইয়া যাইত।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তির কার্যের দ্বারা বা ফলে ঐ মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

খুনের মামলায় ইহাই হইতেছে সর্বপ্রধান প্রমাণিতব্য বিষয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে নিহত ব্যক্তির উপর আঘাত হানিয়াছিলেন, ইহা প্রমাণের উপর তাহার শাস্তি নির্ভর করে। এই প্রমাণ সাক্ষীর মাধ্যমে আনিতে হয়।

মৌখিক স্বাক্ষ্য বিচার করিবার সময় সাক্ষ্যদাতা স্বাক্ষীর বয়স, চরিত্র, পক্ষগণের সহিত আত্মীয়তা, সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি বিচার করিতে হয়।

অবস্থা ঘটিত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অবস্থার সমাবেশ এমন হওয়া চাই যে উহা অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের দিকে স্থির নির্দেশ দেয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির নিরীহতার বিরুদ্ধ হয়।

ঘটনাস্থলের আলামতও বিচারে সহায়তা করে। রক্তমাখা কাপড়, বন্দুকের গুলির খোল বা অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলে তাহাও আদালতে উপস্থিত করা হয়। ঐগুলি দ্বারা বিচারের সহায়তা হয়।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে ঐ কাজ করিয়াছিলেন কিংবা এমন জখম যাহা অভিযুক্ত ব্যক্তির জ্ঞানমতে মৃত্যু ঘটাইতে পারিত কিংবা মৃত্যু ঘটানো স্বাভাবিক ছিল তাহা ঘটাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ঐ কাজ করিয়াছিলেন অথবা তিনি

এমন কাজ করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা স্বভাবতঃ মৃত্যু ঘটিত কিংবা এমন গুরুতর জখম ঘটিত যাহা আহত ব্যক্তির মৃত্যু ডাকিয়া আনিত।

খুনের মামলার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে কোন উদ্দেশ্য লইয়া খুন করিয়াছে তাহা একেবারেই অবান্তর প্রশ্ন। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের প্রমাণ চাওয়া মোটেই জরুরী নহে।

বাদীপক্ষ আসামীর উদ্দেশ্য প্রমাণ করিতে বাধ্য নহেন।[৫৬৯] যে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিশ্চিতভাবে অপরাধ প্রমাণ করে, সেখানে উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলেই কেস দুর্বল হয় না।[৫৭০] কেন একটি মানুষ খুন হইল তাহা জানিবার কোনই দরকার নাই। বাদী পক্ষ যদি কোন উদ্দেশ্য আরোপ করেন এবং তাহা যদি অপ্রমাণিত হয় তবুও মজবুত সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া যায়[৫৭১] তবে অনেক সময় উদ্দেশ্য দ্বারা অভিপ্রায় নির্ণয় করা যায়।[৫৭২]

মূল ধারার অনুবাদ

যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত খুনের শাস্তি

৩০৩। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া খুন করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি খুন করিলে সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

যে ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়া দণ্ড মওকুফ পাইয়া মুক্ত হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি খুন করে তবে তাহার অপরাধ এই ধারায় পড়িবে না।[৫৭৩] কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সৎ জীবন যাপন করিবার শর্তে মুক্ত হইয়া থাকেন এবং অতঃপর তিনি খুন করেন তবে তাহার অপরাধ এই ধারায় পড়িবে।[৫৭৪]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সেই সব তথ্যগুলি প্রমাণ করিতে হয়, যেগুলি ৩০২ ধারার অভিযোগ প্রমাণিতব্য। অধিকন্তু ইহাও প্রমাণ করিতে হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ করিবার সময় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড ভোগ করিতেছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

খুন বলিয়া গণ্য নহে এইরূপ দণ্ডার্হ নরহত্যার শাস্তি

৩০৪। যে ব্যক্তি খুন বলিয়া গণ্য নহে এইরূপ দণ্ডার্হ নরহত্যা অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি যে কার্যের সাহায্যে মৃত্যু সংঘটিত হয় তাহা মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বা মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন গুরুতর আঘাত প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

অথবা যদি কার্যটি এইরূপ অবগতি সহকারে সম্পাদিত হয় যে, উহার ফলে মৃত্যু ঘটিতে পারে, অথচ মৃত্যু ঘটানোর বা মৃত্যু ঘটাইতে পারে এইরূপ আঘাত প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় সেইরূপ দণ্ডার্হ নরহত্যা যাহা খুন নহে, তাহার শাস্তির বিধান দেওয়া হইয়াছে। দণ্ডার্হ নরহত্যা কাহাকে বলে তাহা আমরা ৩০০ ধারায় দেখিয়াছি। উহাকে আমরা নিম খুন বলিতে পারি। মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে বা মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনামূলক গুরুতর আঘাত প্রদানের অভিপ্রায়ে যে ব্যক্তি নিম খুন করেন, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে অথবা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। মৃত্যু ঘটাইবার বা মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনামূলক গুরুতর আঘাতের অভিপ্রায় না করিয়া কিন্তু মৃত্যু হইতে পারে জানিয়া যে ব্যক্তি নিম খুন করেন, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

এই ধারায় দুইটি অংশ বিদ্যমান :

প্রথম অংশ

দৈহিক জখম যদি মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে করা হয় এবং ঐ জখমের ফলে আহত ব্যক্তি যদি মরিয়া যায় তাহা হইলে আলোচ্য ধারার প্রথম অংশের অপরাধ হইবে।

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে অপর ব্যক্তির শরীরে এমন আঘাত হানে, যাহা তাহার অবগতি মতে মৃত্যুর সম্ভাবনা ডাকিয়া আনে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মৃত্যুর সম্ভাবনামূলক দৈহিক জখমের অভিপ্রায়ে আঘাত করিয়াছিলেন।[৫৭৫] যে কাজ ৩০০ ধারা ১, ২ এবং ৩ উপধারার মধ্যে পড়ে কিন্তু তাহার পাঁচটি ব্যতিক্রম দ্বারা শাসিত হয়, সেই কাজ আলোচ্য ধারার প্রথম অংশে পড়ে।[৫৭৬]

ব্যভিচারের কারণে উত্তেজিত হইয়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিলে তাহা আলোচ্য ধারার প্রথম অংশের অপরাধ গণ্য হয় এবং সেই ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ ৩ হইতে ৫ পর্যন্ত হওয়া উচিত।[৫৭৭]

দ্বিতীয় অংশ

মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় থাকিবে না কিন্তু মৃত্যু ঘটিতে পারে এমন জ্ঞান থাকিবে, তবেই এই ধারার দ্বিতীয় অংশ আকৃষ্ট হইবে।[৫৭৮] লাথি মারিয়া কোন ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিলে এই অংশে অপরাধ হয়।[৫৭৯] চীৎকার বন্ধ করিবার জন্য মুখে রুমাল ঠাসিয়া দিয়া মারিয়া ফেলিলে এই অংশে অপরাধ হয়।[৫৮০] গুরুতর এবং আকস্মিক উত্তেজনার কারণে হত্য করা হইলে সেই হত্যাকে অভিপ্রায়মূলক বলা যায় না। বরং তাহাকে মৃত্যুর সম্ভাবনামূলক জ্ঞানমতে হত্যা বলা যায় এবং ঐ অপরাধ আলোচ্য ধারার এই অংশে পড়ে।[৫৮১] দুই দলে মারামারির সময় মাতাকে অসহায়া দেখিয়া অন্য পক্ষের স্ত্রীলোককে মারিয়া ফেলিলে সেই হত্যার অপরাধ আলোচ্য ধারার দ্বিতীয় অংশে পড়ে।[৫৮২]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল।

২। ঐ মৃত্যু অভিযুক্ত ব্যক্তির কাজের ফলে হইয়াছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার ঐ কাজ দ্বারা মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন অথবা মৃত্যুর সম্ভাবনামূলক জখম করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন অথবা মৃত্যু ঘটাইতে পারে জানিয়া তিনি উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অবহেলার ফলে ঘটিত মৃত্যু

৩০৪ ক। যে ব্যক্তি দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য নহে এইরূপ কোন বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ কাজ করিয়া কোন

ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বেপরোয়া বা অবহেলাজনিত কাজের ফলে যদি কাহারও মৃত্যু ঘটে, তবে যে ব্যক্তি এবং অবহেলাভরে কাজ করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

যে কাজ নিজস্বভাবে কোন অপরাধ নহে সেই কাজ যদি এমন প্রকৃতির হয় যে তাহা করিবার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, তবে সাবধানতা বা যত্ন না লইয়া উক্ত কাজ করিলে এবং তাহার ফলে অন্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে এই ধারার অপরাধ হয়।[৫৮৩] বেপরোয়াভাবে এবং তাচ্ছিল্যভরে গাড়ী চালাইলে এবং তাহার ফলে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে এই ধারায় অপরাধ হয়। যিনি গাড়ী চালাইবেন তাহার পক্ষে সাবধানতা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। পদাধিকার দায়িত্ব এত বৃহৎ নহে।[৫৮৪]

বেপরোয়া কাজ

বেপরোয়া কাজ বলিতে জানিয়া শুনিয়া বিপজ্জনক কাজ করা বুঝায়। কাহাকেও আঘাত করিবার অভিপ্রায় না করিয়া কিন্তু আহত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কাজ করাকেও বেপরোয়া কাজ বলে। ফলের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কিন্তু বিপজ্জনক ফলের সম্ভাবনা জানিয়া অসতর্ক কাজকে বেপরোয়া কাজ বলে।[৫৮৫]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণিতব্য :

১। কোন ব্যক্তি নিহত হইয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন তাহার কাজের মাধ্যমে।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির ঐ কাজ ছিল বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ।

মূল ধারার অনুবাদ

শিশু বা উন্মাদ ব্যক্তির আত্মহত্যায় সহায়তা করণ

৩০৫। আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি, কোন উন্মাদ ব্যক্তি কোন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি, কোন জড়বুদ্ধি ব্যক্তি অথবা কোন প্রমত্ততাগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করিলে,

অনুরূপ আত্মহত্যা অনুষ্ঠানে সহায়তাকারী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা অনধিক দশ বৎসরকাল মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি শিশুকে বা উন্মাদকে বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে বা জড়বুদ্ধি ব্যক্তিকে বা মাতালকে আত্মহত্যা করিতে সহায়তা করেন, সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

২। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন তিনি অনূর্ধ্ব অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন অথবা উন্মাদ ছিলেন, অথবা বিকারগ্রস্ত ছিলেন অথবা জড়বুদ্ধি ছিলেন অথবা মাতাল ছিলেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মহত্যায় সহায়তা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

আত্মহত্যায় সহায়তা করণ

৩০৬। কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিলে অনুরূপ আত্মহত্যা অনুষ্ঠানে সহায়তাকারী ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারা-দণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি আত্মহত্যায় সহায়তা করেন, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

খুনের উদ্যোগ

৩০৭। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে বা অবগতি সহকারে এবং এইরূপ অবস্থায় কোন কার্য সম্পাদন করে যে, যদি উক্ত কার্যের সাহায্যে সে মৃত্যু ঘটাইত, তাহা হইলে সে খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইত, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে--দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে। আর যদি উক্ত কার্যের সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়, তাহা হইলে অপরাধকারী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা ইতঃপূর্বে উল্লেখিতবৎ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক উদ্যোগ অত্র ধারার অধীনে অপরাধকারী ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞাধীন থাকার ক্ষেত্রে আঘাত করা হইলে, তাহার মৃত্যুদণ্ড বিধান করা যাইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক খ-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এইরূপ অবস্থায় তাহার প্রতি গুলি ছোঁড়ে যে যদি উহার ফলে মৃত্যু ঘটিত, তাহা হইলে ক খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইত। ক অত্র ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইবে।

(খ) ক একটি কচি বয়স্ক শিশুর মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে একটি মরুপ্রান্তরে পরিত্যাগ করে। যদিও শিশুটির মৃত্যু না ঘটে, তথাপি ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক খ-কে খুন করিবার উদ্দেশ্যে একটি বন্দুক খরিদ করে ও উহাতে গুলি ভরে। ক এখনও অপরাধটি অনুষ্ঠান করে নাই। ক খ-র প্রতি বন্দুকের গুলি ছোঁড়ে। সে অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি

অনুরূপ গুলি ছুঁড়িয়া সে য-কে জখম করে, তাহা হইলে সে অত্র ধারার প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ অংশে ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(ঘ) ক বিষ প্রয়োগ করিয়া য-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে বিষ খরিদ করে এবং উহা ক-র—তত্ত্বাবধানাধীনে খাদ্যে মিশায়; ক এখনও অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করে নাই। ক উক্ত খাদ্য য-র টেবিলে স্থাপন করে বা য-র টেবিলে স্থাপন করার জন্য য-র কর্মচারীর নিকট সমর্পণ করে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

খুন করিবার প্রচেষ্টার শাস্তির বিধান এই ধারায় বিধৃত। যে কাজ করিলে অন্য ব্যক্তি খুন হয়, সেই কাজ করিলে খুন না হইয়া থাকিলেও, এই ধারায় অপরাধ হয়। এই ধারার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত থাকা অবস্থায় এই অপরাধ করিয়া ফেলেন, তবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইতে পারে।

এই ধারার উপাদান

এই ধারার মধ্যে দুইটি উপাদান বর্তমান:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন কাজ করিবেন, যাহা স্বাভাবিকভাবে অন্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিপ্রায় করিবেন বা জানিবেন যে তাহার কাজের ফলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিবে।[৫৮৬]

এই ধারার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাজ পড়ে কিনা, তাহা দেখিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তিনটি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়:

১। কৃতকাজের প্রকৃতি।

২। ঐ কাজ যিনি করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় বা জ্ঞান।

৩। যে অবস্থায় কাজ করা হইয়াছে তাহার পরিচয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তির কাজের ফলে বা দ্বারা মৃত্যু ঘটাইবার প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল

৩। যে ব্যক্তির উপর প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি খুন করিবার দায়ে শাস্তি পাইতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

দণ্ডার্হ নরহত্যা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ

৩০৮। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে বা অবগতি সহকারে এবং এইরূপ অবস্থায় কোন কাজ করে যে যদি সে উক্ত কার্যের সাহায্যে মৃত্যু ঘটাইত তাহা হইলে সে খুন বলিয়া গণ্য নহে এইরূপ দণ্ডার্হ নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইত, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে; আর যদি উক্ত কার্যের সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণ

ক গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনাবশে এমন অবস্থায় য-র প্রতি পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে যে, যদি সে তদ্বারা মৃত্যু ঘটাইত, তাহা হইলে সে খুন বলিয়া গণ্য নহে এইরূপ দণ্ডার্হ নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইত। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

নিম খুন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করার শাস্তির বিধান এই ধারায় বিধৃত। উদ্যোগের দ্বারা যদি কোন আঘাত না ঘটে তবে সেই ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ তিন বৎসর কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড। আর জখম হইলে শাস্তির পরিমাণ অনুর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারায় নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলি প্রমাণ করিতে হয়:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কাজ করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন এই অভিপ্রায়ে যে, তাহার দ্বারা কোন ব্যক্তির শরীরে এমন জখম হইবে যাহা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইতে পারে অথবা তাহাকে আকস্মিক এবং গুরুতর উত্তেজনা দেওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি এই অভিপ্রায়ে উহা করিয়াছিলেন যে তাহার কাজের দ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিতে পারে। অথবা তিনি প্রতিরক্ষার অধিকার অতিক্রম করিয়া ঐ ব্যক্তিকে তাহার মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনামূলক আঘাত করিয়াছিলেন অথবা তিনি সরকারী কাজের দায়িত্ব সম্পাদন করিতে গিয়া ঐ রূপ আঘাত করিয়াছিলেন অথবা তিনি মৃত ব্যক্তির সম্মতি মতে উক্ত আঘাত করিয়াছিলেন কিংবা তিনি উহা জানিয়া যে, তাহার কাজ মৃত্যু ঘটাইতে পারে, উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

আত্মহত্যা করার উদ্যোগ

৩০৯। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করার উদ্যোগ করে এবং অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

আত্মহত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধের শাস্তি এই ধারায় বিধৃত। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কোন কাজ করেন, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

আইনের জগতে একটি সরল ধাঁধার প্রচলন দেখা যায়। ধাঁধাটি নিম্নরূপঃ

বলুন তো এমন কোন অপরাধ আছে যাহা করিলে শাস্তি হয় না কিন্তু করিবার উদ্যোগ করিলে শাস্তি হয়

ঐ ধাঁধার উত্তর এই ধারার মধ্যে নিহিত। এই ধারায় যে কাজের কথা বলা হইয়াছে তাহা একবার করিয়া ফেলিলে যিনি উহা করেন তিনি সব আইন এবং শাস্তির উর্ধ্বে চলিয়া যান। যিনি আত্মহত্যা করেন, তাহাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। সুতরাং আত্মহত্যা এমন একটি অপরাধ যাহা করিলে শাস্তি হয় না কিন্তু আত্মহত্যার উদ্যোগ করিলে এই ধারায় শাস্তি পাইতে হয়।

মানব জীবন অতি মূল্যবান। কবি বলিয়াছেন মানব জীবন সার এমন পাবে না আর। মানব জীবনের মূল্য শুধু সেই জীবনধারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং ইহা

সমগ্র মনুষ্য সমাজ পর্যন্ত প্রসারিত। আমার জীবন আমি শেষ করিয়া দিতে পারি না। কারণ আমার জীবন যেমন আমার কাছে মূল্যবান তেমনি অন্য সকলের কাছে মূল্যবান।

উদ্যোগ

উদ্যোগ বলিতে শুধু আস্ফালন বুঝায় না। আত্মহত্যা করিব বলিয়া প্রকাশ বা প্রচার করিলেই তাহা উদ্যোগ রূপে গণ্য হয় না। এমনকি পানিতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবার কথা বলিয়া পানির দিকে ছুটিয়া যাওয়াও উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা নহে; মত পরিবর্তনের সুযোগ তাহার তখনও ছিল। সুতরাং উহা প্রস্তুতি মাত্র।[৫৮৭]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

২। আত্মহত্যা করিবার দিকে কোন কাজ করিয়া ঐ প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

ঠগ

৩১০। যে ব্যক্তি, অত্র আইন প্রচলনের পর যে কোন সময় খুন করিয়া বা খুন সহকারে দস্যুতা অনুষ্ঠান বা শিশু অপহরণের উদ্দেশ্যে অভ্যাসগতভাবে অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করিয়া থাকিবে, সেই ব্যক্তি ঠগ বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ঠগ কাহাকে বলে তাহা বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি,

(ক) অভ্যাসগতভাবে,

(খ) অপর কোন এক ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তির সহিত,

(গ) মেলামেশা করে,

(ঘ) খুন করিয়া বা খুন সহকারে দস্যুতা অনুষ্ঠান বা শিশু অপহরণের উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তি ঠগ বলিয়া গণ্য হয়।

আগে এমন দিন ছিল যখন ঠগদের উৎপাত খুব বেশী ছিল। এখন আমাদর দেশে ঠগদের অস্তিত্ব নাই। তাই এই ধারায় প্রচলনও হ্রাস পাইয়াছে। বলা যায় এই ধারার প্রয়োগ এক প্রকার নাই।

মূল ধারার অনুবাদ

শাস্তি

৩১১। ঠগ বলিয়া গণ্য ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডণীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে যিনি ঠগ বলিয়া গণ্য হইবেন, তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে এবং অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী নিম্নরূপঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত মিশিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা অভ্যাসগতভাবে করিয়াছিলেন।

৩। খুনের সহিত বা খুন করিয়া দস্যুতা বা শিশু হরণের অভিপ্রায়ে তিনি উহা করিয়াছিলেন।

গর্ভপাত করান, অজাত সন্তানসমূহের ক্ষতি সাধন, শিশুসমূহের পরিত্যাগ ও জন্ম গোপন সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

গর্ভপাত করণ

৩১২। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত করায়, অনুরূপ গর্ভপাত সদবিশ্বাসে উক্ত নারীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে না করান হইয়া থাকিলে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়-বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং যদি উক্ত নারী শিশুর

বিচলন অনুভব করে, তাহা হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় লইবে।

ব্যাখ্যা ঃ যে নারী নিজে থেকে গর্ভপাত করে সে অত্র ধারার তাৎপর্যাধীন হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় গর্ভপাত করাইবার শাস্তি বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। কোন নারীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাহার গর্ভপাত করাইলে যিনি উহা করেন তিনি অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। গর্ভস্থ শিশু সচল হইয়া উঠিবার পর যদি গর্ভপাত করানো হয়, তবে যে ব্যক্তি উহা করেন তিনি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। নিজেই নিজের গর্ভপাত ঘটাইলে গর্ভিনী নারীও এই ধারার আওতায় আসিবেন।

নীতি

ভ্রূণ হত্যা গর্ভিনীর সম্মতি লইয়া করা যায় আবার তাহার বিনা অনুমতিতেও করা যায়। যেভাবেই করা হউক না কেন গর্ভিনীর জীবন রক্ষার সদুদ্দেশ্য ব্যতীত ভ্রূন হত্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ভ্রূণ হত্যা খুনের শামিল। কিন্তু বয়স্কা মাতার জীবন রক্ষার্থে অজাত শিশুর জীবন নাশ অসমর্থনীয় নহে।

গর্ভপাত

গর্ভে স্থিতি হইবার পর হইতে গর্ভকাল পূরণ হইবার পূর্বে গর্ভস্থিত বস্তুকে অপসারণ করাকে গর্ভপাত বলে। স্বাভাবিক ভাবেও গর্ভপাত হইতে পারে। রোগ বা অনিয়মের কারণেও ইহা হইতে পারে। এইরূপ গর্ভপাতে কোন অপরাধ হয় না। যে ক্ষেত্রে ইহা জোর করিয়া করানো, সেই ক্ষেত্রে উহা অপরাধ হয়। যন্ত্রযোগে ও ঔষধ প্রয়োগ করিয়া গর্ভপাত করানো যায়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলি প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। কোন নারী গর্ভবতী ছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার কোন কাজের মাধ্যমে ঐ নারীর গর্ভপাত করাইয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

৪। গর্ভিনীর জীবন রক্ষার্থে সদ্‌বিশ্বাসে তিনি উহা করেন নাই।

ইহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যও যোগ করা যায়ঃ

৫। গর্ভিনী সেই সময় গর্ভস্থ ভ্রূণে বিচরণ অনুভব করিতে পারিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে গর্ভপাত করান

৩১৩। যে ব্যক্তি নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে—উক্ত নারী শিশুর বিচলন অনুভব করুক বা না করুক—পূর্ববর্তী শেষ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

গর্ভিনীর অনুমতি লইয়া, সদবিশ্বাসে তাহার জীবন রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত গর্ভপাত করাইলে যে অপরাধ হয় তাহার শাস্তির বিধান পূর্বের ধারায় (৩১২) করা হইয়াছে। গর্ভিনীর বিনা অনুমতিতে উহা করিলে তাহার যে শাস্তি প্রাপ্ত হয়, সেই বিধান এই ধারায় বিধৃত। গর্ভিনীর জীবন রক্ষার সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাহার বিনা অনুমতিতে গর্ভপাত করাইলে যিনি উহা করিবেন তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে অথবা দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলির প্রমাণ আনা আবশ্যকঃ

১। কোন নারী গর্ভবতী ছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার কাজের মাধ্যমে ঐ গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা সেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা তাহার বিনা অনুমতিতে করিয়াছিলেন।

৫। তিনি উহা নারীর জীবন রক্ষার সদুদ্দেশ্যে করেন নাই।

মূল ধারার অনুবাদ

গর্ভপাত করানর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যের ফলে মৃত্যু

৩১৪। যে ব্যক্তি কোন গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত করানোর উদ্দেশ্যে এইরূপ কোন কাজ করে, যদ্দরুণ উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

যদি কাজটি উক্ত নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে করা হয়

এবং যদি কাজটি উক্ত নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা উপরোল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ অত্র অপরাধের ব্যাপারে কাজটি মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া অপরাধকারীর অবগতি অপরিহার্য নহে।

বিশ্লেষণ

গর্ভপাত করাইতে গিয়া কোন গর্ভিনী নারীর মৃত্যু ঘটাইলে এই ধারায় অপরাধ হয়। নারীর সম্মতি লইয়া করিলে শাস্তির পরিমাণ হয় অনূর্ধ দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। তাহার বিনা অনুমতিতে করিলে শাস্তির পরিমাণ হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। গর্ভপাত করাইতে গিয়া গর্ভিনীর মৃত্যু ঘটিলেই এই ধারার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। যে কাজ তিনি করিয়াছেন তাহার দ্বারা যে মৃত্যু ঘটিতে পারে, এই সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলেও চলে।

গর্ভপাত করাইবার উদ্দেশ্য লইয়া যে কাজ করা হয়, সেই কাজের ফলে যদি গর্ভিনী মারা যায় তবে যিনি গর্ভপাত করাইবার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিয়াছিলেন তিনি শাস্তি পাইবেন। তিনি এই বলিয়া রেহাই পাইবেন না যে

(ক) তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটান নাই, বা,

(খ) তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তবুও গর্ভিনীকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, বা

(গ) তিনি তাহার কার্যের পরিণাম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলি প্রমাণিতব্য ঃ

১। কোন নারী গর্ভবতী ছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গর্ভপাত করাইবার জন্য কোন কাজ করিয়াছিলেন।

৩। ঐ কাজের ফলে গর্ভিনীর মৃত্যু হইয়াছিল।

ইহার সহিত আরেকটি তথ্য যোগ করা যাইতে পারে ঃ

৪। ইহা তিনি গর্ভিনীর অসম্মতিতে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

শিশুর জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ায় বাধাদান করিবার বা জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কৃতকার্য

৩১৫। যে ব্যক্তি, কোন শিশুর জন্মের পূর্বে উক্ত শিশুর জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার বাধা প্রদান করিবার বা জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে এবং অনুরূপ কাজের সাহায্যে উক্ত শিশুর জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ায় বাধা দান করে বা উহার জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটায়, সেই ব্যক্তি, অনুরূপ কাজ সদ্‌বিশ্বাসে মায়ের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে করা না হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

গর্ভস্থ শিশু যাহাতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে মারা যায় কিংবা ভূমিষ্ঠ হইবার পরে মারা যায়, এমন কাজ যে ব্যক্তি, শিশুর মাতাকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে করে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলির প্রমাণ আবশ্যক ঃ

১। কোন নারী গর্ভবতী ছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে কোন কাজ করিয়াছিলেন।

৩। গর্ভস্থ শিশুকে জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হইতে বাধা দিবার অভিপ্রায় বা ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই যাহাতে মরিয়া যায় সেই অভিপ্রায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত কাজ করিয়াছিলেন।

৪। তাহার কাজের ফলে শিশুটি মৃত জন্মিয়াছিল কিংবা জন্মের পরে মারা গিয়াছিল।

৫। মাতার জীবন রক্ষরণার্থে সদ্‌বিশ্বাসে তিনি উক্ত কাজ করেন নাই।

মূল ধারার অনুবাদ

দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য কার্যের সাহায্যে জীবন্ত অজাত শিশুর মৃত্যু ঘটায়

৩১৬। যে ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় এমন কোন কাজ করে যে, যদি তদ্দ্বারা সে মৃত্যু ঘটাইত তাহা হইলে দণ্ডার্হ নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইত এবং অনুরূপ কাজের সাহায্যে একটি জীবন্ত অজাত শিশুর মৃত্যু ঘটায় সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ

ক, সে একটি গর্ভবতী নারীর মৃত্যু ঘটাইতে পারে এই সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া এমন একটি কাজ করে, যাহা উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটাইলে দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য হইত। নারীটি জখম হয় কিন্তু মরে না; কিন্তু তদ্দ্বারা উক্ত নারীর গর্ভস্থ একটি জীবন্ত অজাত শিশুর মৃত্যু ঘটে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

বিশ্লেষণ

দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য কাজের সাহায্যে জীবন্ত অজাত শিশুর মৃত্যু ঘটাইলে যিনি উহা করেন তিনি অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। কোন নারী গর্ভবতী ছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ শিশুর মৃত্যু ঘটাইবার জন্য কোন কাজ করিয়াছিলেন।

৩। যে অবস্থায় তিনি ঐ কাজ করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ ছিল যে, ঐ শিশুর জন্ম হইলে তাহা দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া পরিগণিত হইত।

৪। তাহার কাজের দ্বারা অজাত শিশু মারা গিয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

পিতা বা মাতা অথবা তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুর পরিত্যাগ ও বর্জন করণ

৩১৭। যে ব্যক্তি বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক কোন শিশুর পিতা বা মাতা হইয়া অথবা অনুরূপ শিশুর তত্ত্বাবধায়ক হইয়া অনুরূপ শিশুকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার উদ্দেশ্যে তাহাকে কোন স্থানে পরিত্যাগ করে বা ফেলিয়া যায়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ অত্র ধারা, উক্ত পরিত্যাগের ফলে শিশুটির মৃত্যু ঘটিলে খুন বা দণ্ডার্হ নরহত্যার জন্য অপরাধকারীর বিচারের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য অভিপ্রেত বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

কোন শিশুকে, যাহার বয়স বার বৎসরের কম, সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিবার উদ্দেশ্যে যে পিতা বা মাতা বা তত্ত্বাধায়ক কোন স্থানে পরিত্যাগ করে কিংবা ফেলিয়া রাখে, সেই পিতা, মাতা বা তত্ত্বাবধায়ক অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। ত্যাগের ফলে শিশুর মৃত্যু ঘটিলে তাহারা খুন বা নিম খুনের দায়ে অভিযুক্ত হইতে পারেন।

এই অপরাধ সাধারণতঃ বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে। তাহাদের পাপের ফল যাহাতে দুনিয়া না দেখিতে পায়, সেইজন্য তাহারা তাহাদের শিশুকে সরাইয়া রাখে। অন্নকষ্টে পড়িয়া ক্ষুধার তীব্র জ্বালার সময় পিতা কর্তৃক শিশু পরিত্যাগের কাহিনী পাওয়া গিয়াছে।

শিশুগণ স্বভাবতই আত্মরক্ষায় অসমর্থ। নিজেদের স্বার্থ তাহারা নিজেরা রক্ষা করিতে পারে না। সাধারণ ভাবে যাহারা তাহাদিগকে এই দুনিয়ায় আনিয়াছেন সেই পিতা মাতা তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অন্য ব্যক্তিও কখনো কখনো এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পিতা মাতা বা তত্ত্বাবধায়ক শিশুকে যদি পরিত্যাগ করেন বা ফেলিয়া রাখেন, তবে তাহারা অপরাধ করেন। শুধুমাত্র ফেলিয়া রাখিলে এই ধারায় অপরাধ হয় আর শিশুর মৃত্যু ঘটিলে খুন বা নিম খুনের অপরাধ হয়। মাতা যদি পিতার কাছে শিশু রাখিয়া স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে, তবে তাহাতে মাতার কোন অপরাধ হয় না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশুর পিতা কিংবা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

২। শিশুর বয়স তখন বারো বৎসরের কম ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশুকে কোন স্থানে ত্যাগ করিয়াছিলেন বা ফেলিয়া গিয়াছিলেন।

৪। ঐ ত্যাগ বা ফেলিয়া যাওয়া হইয়াছিল শিশুকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিবার অভিপ্রায়ে।

মূল ধারার অনুবাদ

মৃতদেহের গুপ্ত ব্যবস্থাপনার সাহায্যে জন্ম গোপন করণ

৩১৮। যে ব্যক্তি কোন শিশুর মৃতদেহ– যে শিশুটি জন্মের পূর্বে বা পরে বা জন্মকালে যখনই মারা যাউক না কেন, গুপ্তভাবে গোর দিয়া বা প্রকারান্তরে উহার ব্যবস্থাপনা করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত শিশুর জন্ম গোপন করে বা গোপন করার চেষ্টা করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

শিশুর জন্ম গোপন করিবার অভিপ্রায়ে, মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ট শিশু কিংবা ভূমিষ্ট হইবার পর মৃত শিশুকে, যে ব্যক্তি ঐ শিশুর মৃতদেহ কবর দিয়া বা অন্য ব্যবস্থা করিয়া ইচ্ছাকৃত এবং গুপ্তভাবে শিশুর জন্ম গোপন করে বা করিবার চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

বিবাহ বহির্ভূত সন্তান সম্বন্ধে কেহ যাহাতে জানিতে না পারে সেই, জন্য এই পাপজ সন্তানকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া দিবার জন্য তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গোর দেওয়ার বা অন্যভাবে সৎকার করার ব্যবস্থা হইতে পারে। সেই গোপন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বর্তমান ধারা শাস্তির বিধান দিয়াছে।

শিশুকে হত্যা করা হইলে তাহা খুন। তাহাকে বর্জন করা হইলে তাহা পূর্বের

ধারায় (৩১৭) অপরাধ। শিশুর মৃতদেহ তাহার জন্ম গোপন করিবার উদ্দেশ্যে কবর দেওয়া হইলে তাহা এই ধারায় অপরাধ।

এই ধারার মধ্যে তিনটি উপাদান বর্তমান:

১। কোন শিশুকে মরিতে হইবে। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেও তাহার মৃত্যু হইতে পারে আবার ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও তাহার মৃত্যু হইতে পারে। শিশু বলিতে কি বুঝায় তাহা অবশ্য আলোচ্য বিধিতে বলা হয় নাই। তবে মনে হয় যে, মাতৃগর্ভে পূর্ণ আকৃতি গ্রহণ করিবার পূর্বে উহাকে শিশু বলা যায় না। সে অবস্থায় তাহাকে ভ্রূণ বলাই সঙ্গত।

২। মৃত শিশুকে গোপনভাবে কবর দিতে হইবে বা সৎকার করিতে হইবে।

৩। কবর দেওয়া হইবে বা সৎকার করা হইবে, তাহা শিশুর জন্ম লুকাইবার অভিপ্রায়ে। যে বিধবা নারীর পাপজ শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং যে জন্মের কথা সারা এলাকায় সকলে জানিয়াছে, সেই শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে সৎকার করা অপরাধ নহে। কারণ এই ক্ষেত্রে গোপন করিবার আর কিছু অবশিষ্ট নাই।[৫৮৮]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। একটি শিশুর জন্ম হইয়াছিল।

২। যাহা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তাহা একটি শিশু, ভ্রূণ নয়।

৩। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে বা পরে শিশু মারা গিয়াছিল।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ শিশুর কবর দিয়াছিলেন বা তাহার মৃতদেহের অন্য প্রকার সৎকার করিয়াছিলেন।

৫। ঐ কবর দিবার বা সৎকার করিবার কাজ গোপনে করা হইয়াছিল।

৬। শিশুর জন্ম লুকাইয়া রাখিববার অভিপ্রায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ কাজ করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

আঘাত

৩১৯। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির দৈহিক যন্ত্রণা, পীড়া বা বৈকল্য ঘটায়, সেই ব্যক্তি আঘাত দান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

আঘাত বলিতে আইন কি বুঝাইতে চাহে, তাহা এই ধারায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দৈহিক যন্ত্রণা, পীড়া বা বৈকল্য ঘটানোকে আঘাত দান করা বলে।

দৈহিক যন্ত্রণা হইলেই আঘাত হয়, মানসিক যন্ত্রণ হইলে নয়। খারাপ খবর পৌঁছাইয়া দিলে কোন ব্যক্তি মনোবেদনায় ভুগিতে পারেন কিন্তু ঐ বেদনা মানসিক, দৈহিক নহে।

এক ব্যক্তির দৈহিক স্পর্শ দ্বারা অন্য ব্যক্তির শরীরে পীড়া সঞ্চার করিতে পারে। ইহাও এক প্রকার আঘাত।

বৈকল্য বলিতে শরীরের অসুস্থ অবস্থা বুঝায়। ক্ষতিকর বস্তু খাওয়াইয়া এইরূপ অবস্থায় আনা যায়।

দৈহিক যন্ত্রণা

দৈহিক যন্ত্রণা যে স্পর্শের মাধ্যমে ঘটাইতে হইবে এমন নহে। স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগিতেছে এমন কোন শিশুর সামনে অন্ধকার রাত্রে কিম্ভূতকিমাকার সাজ পরিয়া ভূতের ভয় দেখাইলে তাহাকে দৈহিক যন্ত্রণা দেওয়া হয়।[৫৮৯]

মেয়েদের চুল ধরিয়া টানাকে আঘাত করা বলে।

পীড়া

যৌন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যদি কোন নারীর সহিত যৌন সংসর্গ করে এবং সেই নারী যদি তাহার পীড়ার অবস্থা না জানে এবং ঐ সংসর্গের ফলে যদি ঐ নারী পীড়িতা হন, তবে ঐ ব্যক্তি আঘাতের দায়ে দায়ী।

বৈকল্য

শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি তাহার স্বাভাবিক কাজ করিতে অক্ষম হয়, তবে ধরিয়া লইতে হয় যে ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হইয়া গিয়াছে। উহাকে বৈকল্য বলে।

মূল ধারার অনুবাদ

গুরুতর আঘাত

৩২০। কেবল নিম্নোক্ত শ্রেণীসমূহের আঘাতই "গুরুতর" বলিয়া গণ্য হইবে:

প্রথমত: পুরুষত্বহীনকরণ।

দ্বিতীয়ত: স্থায়ীভাবে দুই চক্ষের যে কোনটির দৃষ্টি শক্তির রহিতকরণ।

তৃতীয়তঃ স্থায়ীভাবে দুই কর্ণেরযে কোনটির শ্রুতি শক্তি রহিতকরণ

চতুর্থতঃ যে কোন অঙ্গ বা গ্রন্থির অনিষ্ট সাধন করণ।

পঞ্চমতঃ যে কোন অঙ্গ বা গ্রন্থির কর্মশক্তিসমূহের বিনাশ বা স্থায়ী ক্ষতি সাধনকরণ।

ষষ্ঠতঃ মস্তক বা মুখমণ্ডলের স্থায়ী বিকৃতিকরণ।

সপ্তমতঃ হাঁড় বা দন্ত ভঙ্গ বা গ্রন্থিচ্যুতকরণ।

অষ্টমতঃ যে আঘাত জীবন বিপন্ন করে বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিশ দিন মেয়াদের জন্য তীব্র দৈহিক যন্ত্রনা দান করে বা তাহাকে তাহার সাধারণ পেশা অনুসরণ করিতে অসমর্থ করে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায়, গুরুতর আঘাত কাহাকে বলে তাহা বলা হইয়াছে। গুরুতর আঘাত আট প্রকার :

১। **পুরুষত্বহীনকরণ**। ইহা নানাভাবে হইতে পারে। পুরুষের যৌনাঙ্গে আঘাত করিয়া তাহাকে স্থায়ীভাবে পুরুষত্বহীন করা যায়। এই স্থানের আঘাতের ফলে তাহার অস্থায়ী পুরুষত্বহীনতাও ঘটিতে পারে।

২। স্থায়ীভাবে চোখের দৃষ্টিশক্তি রহিতকরণ। বিভিন্ন প্রকারে এই আঘাত হানা যায়। লাঠি দিয়া চক্ষু গালিয়া দেওয়া যায় বা চক্ষু তুলিয়া লওয়া যায়। আহত ব্যক্তি শুধু তাঁহার দৃষ্টি শক্তি হারান না, চক্ষু নাশের মাধ্যমে তিনি তাঁহার অঙ্গ সৌষ্ঠবও হারাইয়া ফেলেন।

৩। স্থায়ীভাবে কর্ণ বধিরকরণ। মাথায় বা কানে ঘুষি দিয়া বা কানের মধ্যে লাঠি ঢুকাইয়া বা কানের মধ্যে কিছু ঢালাইয়া দিয়া মানুষকে বধির করা যায়।

৪। দেহের কোন অঙ্গের বা গ্রন্থির অনিষ্ট সাধন। স্কন্ধের কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশে তলোয়ার দিয়া আঘাত করিয়া কাটিয়া ফেলাকে অঙ্গের অনিষ্ট সাধন বলা যায়।[৫৯০]

৫। দেহের কোন অঙ্গের বা গ্রন্থির কর্মশক্তি নাশ বা স্থায়ী ক্ষতি সাধন। দেহের অঙ্গ এবং গ্রন্থি দেহকে সবল রাখে। কোন অঙ্গ বা গ্রন্থির অনিষ্ট সাধন করিলে মানুষ পঙ্গু হইয়া যায়। অঙ্গ থাকিয়াও যাহা ব্যবহারে আসে না, তাহা শুধু অশক্ত নহে বরং বোঝা স্বরূপ।

৬। মস্তক বা মুখমণ্ডলের স্থায়ী বিকৃতি। কান কাটিয়া লইয়া, কপালে দাগ দিয়া, গাল পোড়াইয়া বা এই প্রকারের কোন কাজ করিয়া বিকৃতি ঘটানো যায়। নাসিকার সেতুর উপর আঘাত করিলে তদ্দারা বিকৃতি ঘটে।[৫১১]

৭। হাড় বা দাঁত ভাঙ্গা বা স্থানচ্যুত করা। হাড়ের উপর দাগ পড়িলে তাহাকে ভাঙ্গা বলে না। ভাঙ্গা বলিতে এক অংশ হইতে অন্য অংশ বিচ্যুত হওয়া বুঝায়। স্থানচ্যুত বলিতে যে স্থানে যে অঙ্গের থাকিবার কথা সে স্থান হইতে উহার সরিয়া যাওয়া বুঝায়।

৮। জীবন বিপন্নকারী আঘাত বা ২০ দিনের অধিক তীব্র যন্ত্রণা প্রদায়ী আঘাত বা আহত ব্যক্তিকে তাহার সাধারণ কাজ করিতে অসমর্থকারী আঘাত। যে আঘাত আহত ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলে না কিন্তু তাহার জীবন বিপন্ন করে সেই আঘাতই গুরুতর আঘাত। যে আঘাতের বেদনা ২০ দিনের অধিক স্থায়ী থাকে, সেই আঘাতও গুরুতর। যে আঘাত এইরূপ যে উহার ফলে আহত ব্যক্তি তাহার নিজের কাজ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, সেই আঘাতও গুরুতর আঘাত।

মূল ধারার অনুবাদ

স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করা

৩২১। যে ব্যক্তি কোন কার্যের সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে বা তদ্দারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া অনুরূপ কার্য সম্পাদন করে এবং তদ্দারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত দান করে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় "স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত" কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা"র মধ্যে নিম্নবর্ণিত উপাদানগুলি বর্তমান:

১। কোন কাজ করা।

২। ঐ কাজ কোন ব্যক্তিকে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে করা অথবা ইহা জানিয়া করা যে ঐ কাজের দ্বারা কোন ব্যক্তি আহত হইবে। এবং

৩। ঐ কৃত এবং অভিপ্রেত কাজ দ্বারা কোন ব্যক্তির আহত হওয়া।

যে ব্যক্তিকে আঘাত করিবার অভিপ্রায় করা হয়, আঘাত করিবার বেলায় তাহা যদি অন্য কাহারও উপর আপতিত হয়, তাহা হইলেও অপরাধের ইতর বিশেষ

হইবে না। উহা এই ধারায় বর্ণিত স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দানকরণ

৩২২। যে ব্যক্তি আঘাত দান করে, সে যে আঘাত করার ইচ্ছা করে বা যে আঘাত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানে, তাহা যদি গুরুতর হয় এবং সে যে আঘাত করে তাহা যদি গুরুতর আঘাত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি "স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করে" বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি গুরুতর আঘাত দান করে বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি না সে গুরুতর আঘাত করে এবং গুরুতর আঘাত করার ইচ্ছা করে বা গুরুতর আঘাত করিতে পারে বলিয়া সে নিজে জানে। কিন্তু সে গুরুতর আঘাত দান করে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি সে এক শ্রেণীর গুরুতর আঘাত দান করার ইচ্ছা করিয়া বা অনুরূপ আঘাত দান করিতে পারে বলিয়া নিজে জানিয়া প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন শ্রেণীর গুরুতর আঘাত দান করে।

উদাহরণ

ক-স্থায়ীভাবে য-র মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা অনুরূপ বিকৃত করিতে পারে বলিয়া সে নিজে জানিয়া য-কে একটি ঘুষি মারে, যাহা য-র মুখমণ্ডল স্থায়ীভাবে বিকৃত করে না, কিন্তু উহার ফলে য বিশ দিন ধরিয়া ভীষণ দৈহিক যন্ত্রণায় ভোগে, ক স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় "স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত" কাহাকে বলে, তাহা বুঝানো হইয়াছে।

আঘাতকারী যদি অভিপ্রায় করেন যে, তাহার আঘাত গুরুতর হইবে বা তিনি যদি জানেন যে তাহার আঘাত গুরুতর হইবে এবং প্রকৃতপক্ষে তাহার আঘাত যদি গুরুতর হয়, তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত করেন। গুরুতর আঘাত নানা প্রকারের হইতে পারে। এক প্রকারের আঘাত অভিপ্রায় করিয়া অন্য প্রকার আঘাত হানিলে তাহাও গুরুতর আঘাতরূপে গণ্য হইবে।

আঘাতকারীর অভিপ্রায় বা জ্ঞানের মধ্যে গুরুতর আঘাত ছিল কিনা, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে আঘাতকারীর ব্যবহৃত অস্ত্র, আঘাতের স্থান, যে ভাবে আঘাত করা হয় তাহার প্রকৃতি এবং পূর্বাপর অবস্থা বিবেচনা করিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দানে শাস্তি

৩২৩। যে ব্যক্তি, ৩৩৪ ধারায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় স্বেচ্ছাকৃত আঘাত দানের শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত-ভাবে আঘাতদানকারী অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩১৯ ধারায় আঘাত কাহাকে বলে তাহা বুঝানো হইয়াছে। ৩২১ ধারায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান কাহাকে বলে তাহা বুঝানো হইয়াছে। বর্তমান ধারায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দানের শাস্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই ধারায় অবশ্য সাধারণ আঘাতের কথাই বলা হইয়াছে। অসাধারণ আঘা-তের কথা পরবর্তী আটটি ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গুরুর দিকে পাঁচটি যথা—৩২৪, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯ এবং ৩৩০; আর লঘুর দিকে তিনটি যথা, ৩৩৪, ৩৩৬ এবং ৩৩৭।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি দৈহিক যন্ত্রণা, পীড়া বা বৈকল্য ঘটাইয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন অথবা তিনি উহা জানিতেন যে তদ্বারা তিনি আঘাত করিবেন।

মূল ধারার অনুবাদ

স্বেচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক অস্ত্র বা অন্য মাধ্যমের সাহায্যে আঘাত দান করা

৩২৪। যে ব্যক্তি, ৩৩৪ ধারায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে; গুলি ছোঁড়ার, ছুরিকাঘাত করার বা কর্তন করার যে কোন যন্ত্র, অথবা অন্য যে কোন যন্ত্র, যাহার ব্যবহারে মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, অথবা অগ্নি বা উত্তপ্ত বস্তু কিংবা যে কোন বিষ অথবা কোন ক্ষয়কারক পদার্থ, অথবা কোন বিস্ফোরক দ্রব্য কিংবা এইরূপ কোন দ্রব্য যাহা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা, গলাধঃকরণ করা বা রক্তে গ্রহণ করা মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর অথবা যে কোন প্রাণীর সাহায্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

আঘাত করিবার মাধ্যম যখন মারাত্মক বা বিপজ্জনক হয়, তখন শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই ধারায় সেই কথায় বলা হইয়াছে। নিম্নবর্ণিত কোন মাধ্যম ব্যবহার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করিলে আঘাতকারী অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১। গুলি ছোঁড়ার যন্ত্র।
২। ছুরিকাঘাত করিবার যন্ত্র।
৩। কর্তন করার যন্ত্র।
৪। মৃত্যু ঘটাইতে পারে এমন যন্ত্র।
৫। আগুন।
৬। উত্তপ্ত বস্তু।
৭। বিষ।
৮। ক্ষয়কারক পদার্থ।
৯। বিস্ফোরক।
১০। যাহা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে দেহের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এমন বস্তু।

১১। যাহা গলাধকরণ করিলে দেহের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এমন বস্তু।

১২। যাহা রক্তে গ্রহণ করিলে মানব দেহের প্রতি ক্ষতিকর হয় এমন বস্তু।

১৩। পশু।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি দৈহিক যন্ত্রণা, পীড়া বা বৈকল্য ঘটাইয়াছিলেন।

২। উহা অপর এক ব্যক্তির উপর ঘটানো হইয়াছিল।

৩। উহা অভিপ্রায় বা জ্ঞান সহকারে করা হইয়াছিল।

৪। উহা করিবার মাধ্যম ছিল এই ধারায় বর্ণিত যে কোন বস্তু।

মূল ধারার অনুবাদ

স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদানের শাস্তি

৩২৫। যে ব্যক্তি, ৩৩৪ ধারায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় গুরুতর আঘাত করিবার শাস্তির বিধান দেওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলির উপর প্রমাণ আনা আবশ্যক ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি আঘাত করিয়াছিলেন।

২। আঘাত গুরুতর ছিল।

৩। তিনি উহা অভিপ্রায় বা জ্ঞান সহকারে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

স্বেচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক অস্ত্র বা মাধ্যমের সাহায্যে গুরুতর আঘাত দান করা

৩২৬। যে ব্যক্তি, ৩৩৫ ধারায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে গুলি ছোঁড়ার, ছুরিকাঘাত করার বা কর্তন করার যে কোন যন্ত্র, অথবা অন্য যে কোন যন্ত্র যাহার ব্যবহারে মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, অথবা অগ্নি বা কোন উত্তপ্ত বস্তু কিংবা যে কোন বিষ, অথবা কোন ক্ষয়কারক পদার্থ, অথবা কোন বিস্ফোরক দ্রব্য কিংবা এইরূপ কোন দ্রব্য যাহা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা, গলাধঃকরণ করা বা রক্তে গ্রহণ করা মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর, অথবা যে কোন প্রাণীর সাহায্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করে, সেই ব্যক্তি দ্বীপান্তর দণ্ডে, অথবা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

মারাত্মক অস্ত্র বা মাধ্যমের সাহায্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত করিলে আঘাতকারী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে অথবা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

৩২৪ ধারায় যে সমস্ত মাধ্যমের কথা বলা হইয়াছে, বর্তমান ধারায়ও সেইসব মাধ্যমের কথা বলা হইয়াছে। বন্দুক ছুঁড়িয়া, ছোরা দ্বারা আঘাত করিয়া, আগুন দিয়া, তপ্ত বস্তু ব্যবহার করিয়া, বিষ খাওয়াইয়া, বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়া বা ক্ষয়কারক পদার্থের মাধ্যমে, ক্ষতিকর বস্তু নিঃশ্বাস গ্রহণ করাইয়া বা গিলাইয়া বা রক্তে ঢুকাইয়া বা জানোয়ারের সাহায্যে গুরুতর আঘাত করিলে তাহা এই ধারায় শাস্তি-যোগ্য হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি গুরুতর আঘাত করিয়াছিলেন।

২। উহা স্বেচ্ছাকৃত ছিল।

৩। উহা এই ধারায় বর্ণিত কোন মাধ্যমের সাহায্যে করা হইয়াছিল

মুল ধারার অনুবাদ

বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনাইয়া লওয়া বা কোন অবৈধ কাজ করিতে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করা

৩২৭। যে ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি হইতে বলপূর্বক কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত ছিনাইয়া লইবার অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতি-গ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে কোন অবৈধ কার্য বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিয়া দিতে পারে এইরূপ কোন কার্য করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনিয়া লওয়া বা কোন অবৈধ কাজ করিতে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করিলে আঘাতকারী অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর উপর প্রমাণ আনা আবশ্যক :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি আঘাত করিয়াছিলেন।

২। আহত ব্যক্তি বা আহত ব্যক্তির সহিত যাহার স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে অভিযুক্ত ব্যক্তি আঘাত করিয়াছিলেন।

(ক) সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত ছিনিয়া লইতে, বা

(খ) ঐ ব্যক্তিকে কোন অবৈধ কার্য করিতে বাধ্য করিতে, বা

(গ) কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিতে পারে এইরূপ কার্য করিতে বাধ্য করিতে।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বিষ ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে আঘাত প্রদান করা

৩২৮। যে ব্যক্তি আঘাত প্রদান করার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করার বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করার উদ্দেশ্যে অথবা সে তদ্বারা আঘাত প্রদান করিতে পারে বলিয়া জানিয়া, কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন প্রকার বিষ, অথবা যে কোন প্রকার সংজ্ঞা-বিলোপকারী, প্রমত্ততাদায়ক বা ক্ষতিকর ঔষধ কিংবা অন্য কোন বস্তু প্রয়োগ করে বা তাহাকে সেবন করায়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বিষ প্রভৃতি প্রয়োগের মাধ্যমে আঘাত করিলে আঘাতকারী অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

বিষ প্রয়োগ করা অথবা যে ঔষধ জ্ঞান লোপ করে, তাহা প্রয়োগ করা অথবা যে ঔষধ মাতাল করে তাহা প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর ঔষধ প্রয়োগ করা বা অন্য কোন এই শ্রেণীর বস্তু প্রয়োগ করা বা তাহা সেবন করানো এই ধারায় অপরাধ। তবে উহা প্রয়োগ বা সেবনের অভিপ্রায় থাকিবে, কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করা বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করা বা আঘাত করা।

প্রমাণ

এই ধারার অপরাধ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োগ করাইয়াছিলেন বা সেবন করিয়াছিলেন।

২। তিনি যাহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন বা সেবন করাইয়াছিলে তাহা এই ধারায় বর্ণিত কোন বস্তু ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা করিয়াছিলেন,

(ক) আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে, বা

(খ) আঘাত দেওয়া সম্পর্কে জ্ঞান রাখিয়া, অথবা

(গ) অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে, বা

(ঘ) অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করিবার অভিপ্রায়ে।

মূল ধারার অনুবাদ

বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনাইয়া লওয়া বা কোন অবৈধ কার্য করিতে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করা।

৩২৯। যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্তব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি হইতে বলপূর্বক কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত ছিনাইয়া লইবার, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে কোন অবৈধ কার্য বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিয়া দিতে পারে, এইরূপ কোন কার্য করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনাইয়া লওয়া বা কোন অবৈধ কার্য করিতে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করিলে আঘাতকারী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

যে অবস্থায় আঘাত প্রদান করিলে ৩২৭ ধারায় অপরাধ হয়, সেই অবস্থায় গুরুতর আঘাত প্রদান করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়। উভয় ধারার বক্তব্য এক। ৩২৭ ধারায় বিশেষ অবস্থায় আঘাতের শাস্তি আর বর্তমান ধারায় বিশেষ অবস্থায় গুরুতর আঘাতের শাস্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত করা শাস্তি-যোগ্য অপরাধ। সেই অপরাধের শাস্তির কথা ৩২৩ ও ৩২৫ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে আঘাত করা অপরাধ।

বলপূর্বক কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত ছিনিয়া লইবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়। যাহাকে আঘাত করা হয় তাহার নিকট হইতে ছিনিয়া লইবার বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি হইতে ছিনিয়া লইবার অভিপ্রায়ে আঘাত করা অপরাধ।

কোন অবৈধ কার্য করিতে বাধ্য করাইবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত করিলে তাহা এই ধারায় অপরাধ। কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিয়া

দিতে পারে, এইরূপ কোন কার্য করিতে বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে আঘাত বা গুরুতর আঘাত করা এই ধারায় অপরাধ। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাধ্য করা বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে বাধ্য করা অপরাধ।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর উপর প্রমাণ আনা আবশ্যক :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি গুরুতর আঘাত করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন, আহত ব্যক্তি বা আহত ব্যক্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সম্পত্তি কিংবা মূল্যবান জমানত ছিনাইয়া লইবার জন্য অথবা তাহার দ্বারা কোন অবৈধ কাজ করাইয়া লইবার জন্য বা অনুষ্ঠান সুগম করিবার জন্য।

মূল ধারার অনুবাদ

বলপূর্বক অপরাধ স্বীকারোক্তি আদায় করা বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করা

৩৩০। যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি হইতে বলপূর্বক কোন অপরাধ বা অসদাচরণের অনুসন্ধান দিতে পারে এইরূপ কোন অপরাধ স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায় করার উদ্দেশ্যে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত প্রত্যর্পণ করাইতে, অথবা কোন দাবী বা চাহিদা মিটাইতে কিংবা কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সহায়ক হইতে পারে এইরূপ কোন তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) পুলিশ অফিসার ক, য কোন বিশেষ অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া স্বীকার

করিতে বাধ্য করার জন্য য-কে নিপীড়ন করে। ক অত্র ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে।

(খ) পুলিশ অফিসার ক, চোরাই মাল কোথায় গচ্ছিত রাখা হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিতে বাধ্য করার জন্য য-কে নিপীড়ন করে। ক অত্র ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে।

(গ) রাজস্ব অফিসার ক য-র নিকট হইতে প্রাপ্য কিছু বকেয়া রাজস্ব আদায় করিবার জন্য য-কে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে য-কে নিপীড়ন করে। ক অত্র ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে।

(ঘ) জমিদার ক কোন এক রায়তকে তাহার খাজনা আদায় করিবার জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্যে নিপীড়ণ করে। ক অত্র ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবে।

বিশ্লেষণ

কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করার শাস্তির বিধান এই ধারায় বিধৃত। ৩২৮ ধারায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করাকে যদি সেই আঘাতের উদ্দেশ্য হয়, সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত ছিনাইয়া লওয়া কিংবা কোন অবৈধ কাজ করিতে বাধ্য করা কিংবা কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করা, শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করিয়াছে। বর্তমান ধারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করাকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে দণ্ডনীয় করিয়াছে।

(ক) আহত ব্যক্তি বা তাহার সহিত স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করানো।

(খ) আহত ব্যক্তি বা তাহার সহিত স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধ বা অসদাচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান দিতে বাধ্য করা।

(গ) ঐ ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত প্রত্যর্পণ করা বা করানো।

(ঘ) কোন দাবী বা চাহিদা মিটানো।

(ঙ) কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানৎ প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সহায়ক তথ্য সরবরাহ করানো।

উদাহরণ দ্বারা আইন প্রণেতাগণ এই ধারার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। সাধারণভাবে পুলিশ অফিসারদের দুষ্কার্যের বিরুদ্ধে এই ধারা নিবেদিত। তদন্তকে সহজ করিবার জন্য তাহারা অনেক সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে যন্ত্রণা দিয়া থাকেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলির উপর প্রমাণ আন আবশ্যক ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করিয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি আহত ব্যক্তিকে কিংবা তাহার সহিত স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিকে নিম্ন বর্ণিত যে কোন একটি উদ্দেশ্যে উক্ত আঘাত করিয়াছিলেন,

(ক) তাহার নিকট হইতে অপরাধ বা অসদাচরণের স্বীকৃতি আদায় করিতে, বা

(খ) তাহার নিকট হইতে এমন তথ্য বাহির করিতে, যাহা অপরাধ বা অসদাচরণের অনুসন্ধান দেয়,

(গ) ঐ ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত প্রত্যর্পণ করিতে বা করাইতে,

(ঘ) কোন দাবী বা পাওনা শোধ করাইতে,

(ঙ) কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত যাহাতে উদ্ধার হয় এমন সংবাদ দিতে।

মূল ধারার অনুবাদ

বলপূর্বক অপরাধ স্বীকারোক্তি আদায় করা বা সম্পত্তি-প্রত্যর্পণে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করা।

৩৩১। যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি হইতে বল-পূর্বক কোন অপরাধ বা অসদাচরণের অনুসন্ধান দিতে পারে এইরূপ কোন অপরাধ-স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায় করার উদ্দেশ্য কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানৎ প্রত্যর্পণ করিতে বা করাইতে, অথবা কোন দাবী বা চাহিদা মিটাইতে কিংবা সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সহায়ক হইতে পারে এইরূপ কোন তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত

হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার (৩৩০) অনুরূপ। পূর্বের ধারার সহিত এই ধারার একটি ক্ষেত্র ব্যতীত কোন তফাৎ নাই। পূর্বের ধারায় আঘাতের কথা বলা হইয়াছে বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে গুরুতর আঘাতের কথা। তফাৎ বলিতে এইটুকুই। অবশ্য শাস্তির তফাৎ আছে। পূর্বের ধারায় শাস্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড ; বর্তমান ধারায় শাস্তি দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

পূর্বের ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় যে সমস্ত তথ্যাবলীর প্রমাণ আনা প্রয়োজন, বর্তমান ধারায়ও তাহাই প্রয়োজন। শুধু আঘাত প্রমাণ করিবার স্থলে গুরুতর আঘাত প্রমাণ করিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধা দান করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করা

৩৩২ যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিকে সরকারী কর্মচারী হইয়া অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার কর্তব্য পালনকালে, কিংবা উক্ত ব্যক্তিকে বা অন্য কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী হিসাবে তাহার-কর্তব্য পালনে নিরস্ত করিবার বা বাধা দান করিবার উদ্দেশ্যে অথবা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে আইনানুগভাবে তাহার কর্তব্য পালন কালে কৃত বা করার জন্য উদ্যুক্ত কোন কিছুর ফলে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধা দান করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করা এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপরাধী অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করিয়াছিলেন।

২। যিনি আহত হইয়াছিলেন তিনি সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

৩। যখন আঘাত করা হইয়াছিল তখন,

(ক) সরকারী কর্মচারী তাহার সরকারী কর্তব্য পালন করিতেছিলেন, অথবা

(খ) ঐ সরকারী কর্মচারীকে বা অন্য সরকারী কর্মচারীকে তাহাদের কর্তব্য পালনে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে আঘাত করা হইয়াছিল, বা

(গ) ঐ সরকারী কর্মচারীর বা অন্য সরকারী কর্মচারীর কর্তব্য পালন করিতে গিয়া কোন কাজের বা কাজের উদ্যোগের প্রতিক্রিয়ায় আঘাত করা হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধাদান করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করা

৩৩৩। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিকে সরকারী কর্মচারী হইয়া অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার কর্তব্য পালনকালে, গুরুতর আঘাত প্রদান করে, কিংবা উক্ত ব্যক্তি বা অন্য কোন সরকারী কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার কর্তব্য পালনে নিরস্ত করা বা বাধা দান করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করে, অথবা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে আইনানুগভাবে তাহার কর্তব্যের পালন কালে কৃত বা করার জন্য উদ্যোক্ত কোন কিছুর ফলে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত

প্রদান করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে— যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার (৩৩২) অনুরূপ। শুধু একটি ক্ষেত্র ছাড়া বর্তমান ধারার সহিত পূর্বের ধারার কোন তফাৎ নাই। পূর্বের ধারায় শুধু আঘাতের কথা বলা হইয়াছে আর বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে গুরুতর আঘাতের কথা।

প্রমাণ

পূর্বের ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে সমস্ত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়, বর্তমান ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সেই সমস্ত তথ্যাবলীর প্রমাণ প্রয়োজন। শুধু পূর্বের ধারার আঘাতের স্থলে বর্তমান ধারায় গুরুতর আঘাত প্রমাণ করিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

উত্তেজনাবশতঃ স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করা

৩৩৪। যে ব্যক্তি গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনাবশতঃ স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করে, সেই ব্যক্তি, সে উত্তেজনা দানকারী ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে আঘাত দানের ইচ্ছা না করিলে বা আঘাত দান করিতে পারে বলিয়া নিজে না জানিলে, যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে — যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

গুরুতর আকস্মিক উত্তেজনাবশতঃ সেচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি উত্তেজনাকারীকে আঘাত করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ এক মাস কারাদণ্ডে বা পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

আকস্মিক এবং গুরুতর উত্তেজনা সম্পর্কীয় প্রশ্ন অবস্থা দেখিয়া বিবেচনা করিতে হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি আঘাত করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা আকস্মিক এবং গুরুতর উত্তেজনাবশতঃ করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উত্তেজনাকারীকে অভিপ্রায় বা জ্ঞান সহকারে উহা করিয়াছিলেন।

মুল ধারার অনুবাদ

উত্তেজনাবশতঃ স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করা

৩৩৫। যে ব্যক্তি গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনাবশতঃ স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করে, সেই ব্যক্তি, সে উত্তেজনা দানকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে আঘাত দান করিতে পারে বলিয়া নিজে না জানিলে, যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ চার বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী ধারা দুইটি, ৩০০ ধারার ১নং ব্যতিক্রম যদরূপ শর্তাবলী সাক্ষেপ তদরূপ শর্তাবলী সাক্ষেপ হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার (৩৩৪) অনুরূপ। শুধু একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া পূর্বের ধারার সহিত বর্তমান ধারার কোন তফাৎ নাই। পূর্বের ধারায় আঘাতের কথা বলা হইয়াছে। আর বর্তমান ধারায় গুরুতর আঘাতের কথা বলা হইয়াছে। স্বভাবতঃই শাস্তিতে কিছু তফাৎ আছে। পূর্বের ধারায় শাস্তির পরিমাণ হইতেছে এক মাসের কারাদণ্ড, অথবা পাঁচশত টাকার অর্থদণ্ড অথবা উভয়ই। বর্তমান ধারার শাস্তি হইতেছে অনূর্ধ চার বছর কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়ই।

প্রমাণ

পূর্বের ধারার অভিযোগ প্রতিষ্টিত করিতে হইলে যে সমস্ত অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, বর্তমান ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সেই সমস্ত তথ্যাবলী

প্রমাণ করিতে হয়। তবে পূর্বের ধারায় আঘাত প্রমাণ করিতে হয় আর বর্তমান ধারায় গুরুতর আঘাত প্রমাণ করিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

জীবন বা অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্য

৩৩৬। যে ব্যক্তি কোন কাজ এইরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করে যে, উহা মনুষ্য জীবন বা অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তোলে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে কাজ করিয়া জীবন বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিলে যে ব্যক্তি উহা করেন, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব দুইশত পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

তাচ্ছিল্য সহকারে বা বেপরোয়াভাবে কাজ করা এক প্রকার গণ-উপদ্রব। গণ-উপদ্রবের শাস্তি চতুর্দশ পরিচ্ছেদের ২৬৮ হইতে ২৯৪-ক তে বিধৃত। কিন্তু অনেক তাচ্ছিল্য সহকারে বা বেপরোয়াভাবে কৃত কাজ গণ-উপদ্রবের মধ্যে পড়ে না। সেই সমস্ত কাজ বর্তমান ধারায় এবং ইহার পরবর্তী ধারায় পড়িতে পারে। গণ উপদ্রবের মূল শিকার হইতেছে জনসাধারণ অথবা জনসাধারণের কোন সদস্য। বর্তমান ধারাগুলির (৩৩৬—৩৩৮) শিকার হইতেছে কোন বিশেষ ব্যক্তি।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলির প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কাজ করিয়াছিলেন।

২। উহা বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে করা হইয়াছিল।

৩। ঐ বেপরোয়াভাব এবং তাচ্ছিল্য এমন ছিল যে উহা কোন মনুষ্য জীবন বা কোন ব্যক্তির নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

জীবন বা অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্যের মাধ্যমে আঘাত প্রদান করা

৩৩৭। যে ব্যক্তি কোন কাজ এইরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করিয়া আঘাত দান করে যে, উহা মনুষ্য জীবন বা অন্যান্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তোলে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচ-শত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার অনুরূপ। পূর্বের ধারায় কাজের কথা বলা হইয়াছে আর বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে আঘাতের কথা।

প্রমাণ

পূর্বের ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে সমস্ত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়, বর্তমান ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য সেই সমস্ত তথ্যাবলী প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে। শুধু পূর্বের ধারায় প্রমাণ করিতে হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কাজ করিয়াছিলেন আর বর্তমান ধারায় প্রমাণ করিতে হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আঘাত করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

জীবন বা অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্যের মাধ্যমে গুরুতর আঘাত প্রদান করা

৩৩৮। যে ব্যক্তি কোন কাজ এইরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে সম্পাদন করিয়া গুরুতর আঘাত দান করে যে, উহা মনুষ্য জীবন বা অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়া তোলে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার (৩৩৭) অনুরূপ। শুধু একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া পূর্বের ধারার সহিত বর্তমান ধারার কোন তফাৎ নাই। পূর্বের ধারায় আঘাতের কথা বলা হইয়াছে আর বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে গুরুতর আঘাতের কথা। স্বভাবতঃই শাস্তির মধ্যেও কিছু তফাৎ আছে। পূর্বের ধারায় শাস্তি হইতেছে অনূর্ধ ছয় মাস কারাদণ্ড অথবা পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড। আর বর্তমান ধারায় শাস্তি হইতেছে অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

পূর্বের ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে সমস্ত তথ্যাবলীর প্রমাণ প্রয়োজন, বর্তমান ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সেই সমস্ত তথ্যাবলীর প্রমাণ প্রয়োজন। তবে পূর্বের ধারায় আঘাত প্রমাণ করিতে হয় আর বর্তমান ধারায় প্রমাণ করিতে হয় গুরুতর আঘাত।

অবৈধ বাধা ও অবৈধ অবরোধ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

অবৈধ বাধা

৩৩৯। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তাহার যে দিকে গমনের অধিকার রহিয়াছে, সেই দিকে গমনে নিরস্ত করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করে, সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বাধা দান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যতিক্রম

কোন বেসরকারী স্থল বা জলপথে বাধা প্রদান—যে বাধা প্রদানে কোন ব্যক্তি তাহার আইনানুগ অধিকার রহিয়াছে বলিয়া সদবিশ্বাসে বিশ্বাস করে, অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

ক এইরূপ একটি রাস্তায় বাধার সৃষ্টি করে যে রাস্তা অতিক্রম করার অধিকার য-র রহিয়াছে। ক সদবিশ্বাসে বিশ্বাস করে না যে তাহার উক্ত পথ বন্ধ

করার অধিকার রহিয়াছে। তদ্দ্বারা য রাস্তা অতিক্রমনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক য-কে অবৈধভাবে বাধা দান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

বাধা কাহাকে বলে, তাহা এই ধারায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহার যে দিকে যাইবার অধিকার আছে, তাহার সেই দিকে যাওয়ার নিরস্ত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় বাধা প্রদানকে অবৈধ বাধা বলে।

প্রত্যেক মানুষের চলাফেরার স্বাধীনতা আছে। সেই স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে সীমিত করা যায় বটে কিন্তু তাই বলিয়া অন্য কোনভাবে এই অধিকারকে খর্ব বা ব্যাহত করা যায় না। ব্যক্তিগত পথে চলাচল করিতে বাধা দেওয়ায় কোন অপরাধ নাই।

স্বেচ্ছাকৃতভাবে

স্বেচ্ছাকৃতভাবে বলিতে কি বুঝায়, তাহা ৩৯ ধারায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আলোচ্য বিধির সর্বত্রই সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হয়। অপরাধমূলক কাজ করিলেই অপরাধ হয় না। উহা জানিয়া বুঝিয়া করিলেই তবে অপরাধ হয়। অবশ্য কতখানি ভ্রান্তি ক্ষমার যোগ্য তাহা ৭৫ এবং ৭৯ ধারায় বলা হইয়াছে।

বাধা

যে সময় বা যে স্থানে কোন ব্যক্তি যাইতে বা আসিতে চান, সেই সময় বা সেই স্থানে তাহাকে যাইবার বা আসিবার পথে কিছুমাত্র অন্তরায় সৃষ্টি করাকে বাধা বলা চলে। এই অন্তরায় সৃষ্টি দৈহিকভাবে হইতে পারে আবার শুধু ভয় দেখাইয়া হইতে পারে।

উপাদান

এই ধারার মধ্যে তিনটি উপাদান বর্তমান:

১। বাধা।

২। বাধার ফলে কোন ব্যক্তির গমন বিঘ্নিত।

৩। বিঘ্নিত ব্যক্তির গমনের অধিকার।

ব্যক্তিগত পথে জনসাধারণের চলিবার অধিকার নাই। সুতরাং সেখানে বাধা দেওয়াকে অবৈধ বাধা বলা চলে না।

মুল ধারার অনুবাদ

অবৈধ অবরোধ

৩৪০। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকার বাহিরে গমনে নিরস্ত করার জন্য অবৈধভাবে বাধা দান করে, সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক য-কে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে গমন করিতে বাধ্য করে এবং য-কে উহার মধ্যে তালাবদ্ধ করিয়া রাখে। অতএব য উক্ত প্রাচীর বেষ্টিত সীমারেখার বাহিরে যে কোনদিকে গমনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক য-কে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক একটি দালানের বহির্দ্বারে কতকগুলি আগ্নেয়াস্ত্রধারী লোক মোতায়েন করে এবং য-কে বলে যে, য উক্ত দালান ত্যাগ করার উপক্রম করিলে তাহারা য-কে গুলি করিবে। ক য-কে অবৈধভাবে অবরোধ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

পূর্বের ধারায় (৩৩৯) অবৈধ ধারার সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমান ধারায় অবৈধ অবরোধের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অবৈধ অবরোধ অবৈধ ধারারই একটি শ্রেণী বা স্তর।

সীমাবদ্ধ এলাকার বাহিরে যাইতে না দিলে তাহাই অবরোধ। তাহা যদি অবৈধভাবে করা হয়, তবে তাহাকে অবৈধ অবরোধ বলে। বৈধভাবে অবরোধ করা বা বাধা প্রদান করা অন্যায় নহে। আলোচ্য বিধির ৭৯ ধারায় এইমতে বিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অবরুদ্ধ ব্যক্তির অনিচ্ছা

অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় অবরুদ্ধ থাকেন, তবে তাহা অবৈধ অবরোধ হয় না। অবশ্য এই ইচ্ছা স্বাধীন হইতে হইবে ঘরের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আটকাইয়া রাখিয়া যদি তাহার চারিদিকে পাহারা রাখা হয় কিংবা তালা দিয়া সুরক্ষিত করা হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ব্যক্তির ইচ্ছা খাটাইবার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু তাই বলিয়া কোন ব্যক্তিকে খোলা মাঠে ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে অবৈধ অবরুদ্ধ করা যায় না। কারণ সেখানে সেই ব্যক্তি ইচ্ছামত ঐ স্থান ত্যাগ করিতে পারে।

সতর বৎসর বয়স্কা এক কৃষ্ণকায়া বালিকাকে একজন সুঠাম যুবক একটি ঘরে আটকাইয়া রাখে। এই অবস্থায় ঐ বালিকার পক্ষে পলায়ন করিবার প্রয়াস গ্রহণ করা স্বাভাবিক নহে। পলায়ন করিতে গেলে সে ধরা পড়িবে এই আশঙ্কা তাহার সব গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে।[৫১২]

অবৈধ অবরোধ বলিতে সব সময় দৈহিক অবরোধ বুঝায় না। যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যে, অবরুদ্ধ ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে পদার্পণ করিলে তাহার ভাগ্যে বিপদ ঘনাইয়া আসিবে, তবে সে ক্ষেত্রে উহা অবৈধ অবরোধ হয়। তবে ভবিষ্যতের ক্ষতির ভয় দেখাইলেই তাহা অবরোধ হয় না। অবরুদ্ধ ব্যক্তির মনে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হয়, তাহারই আলোকে প্রশ্নটি বিচার করিতে হয়।[৫১৩]

অবৈধতা

কোন আদেশের অধীনে কোন ব্যক্তিকে আটকাইয়া রাখিলে তাহা অবৈধ নহে। তবে আটকাদেশ যদি অবৈধ হয়, স্বাভাবিকভাবে আটকও অবৈধ হয়। আটকাদেশ অবৈধ হইলে সে ক্ষেত্রে আটককারীর কোন অপরাধমূলক মনোভাব থাকুক আর নাই থাকুক, আটক অবৈধ হইবে।[৫১৪]

মূল ধারার অনুবাদ

অবৈধ বাধা শাস্তি দানে

৩৪১। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বাধা দান করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অবৈধ বাধা দানের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বাধা দান করিলে বাধাদানকারী শাস্তি পাইবেন। তাহার শাস্তির পরিমাণ হইতেছে, অনূর্ধ এক মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ পাঁচশত টাকা জরিমানা অথবা তিনি উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। ৩৩৯ ধারায় অবৈধ বাধার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই ধারা মানুষের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ; সম্পত্তির বিরুদ্ধে নহে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

৩। তাহার বাধার ফলে ঐ ব্যক্তির, যেদিকে যাইবার অধিকার ছিল সেই দিকে যাইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অবৈধভাবে অবরোধের শাস্তি

৩৪২। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অবৈধভাবে অবরোধের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করিলে অবরোধকারী অনূর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

এই ধারায় যে অপরাধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অনূর্ধ দুই দিনের জন্য অবরোধ। অনূর্ধ দশ দিনের জন্য অবরোধ করিলে সেই অপরাধের শাস্তি ৩৪৩ ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইতে বেশী দিনের জন্য অবরোধ করিলে তাহার শাস্তি ৩৪৪ ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে। মুক্তির আদেশ হইবার পরও অবরুদ্ধ রাখিলে তাহার শাস্তি ৩৪৫ ধারায় প্রাপ্তব্য। অবরুদ্ধ করিয়া গোপন করিয়া রাখিলে তাহার শাস্তি ৩৪৬ ধারায় বিধৃত। সম্পত্তি ছিনাইয়া লইবার বা অন্যায় কাজ করাইবার জন্য অবরোধ করিলে তাহার শাস্তি ৩৪৭ ধারায় পাওয়া যায়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অবরোধ করিলে তাহার শাস্তি ৩৪৮ ধারায় দেওয়া হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

৩। ঐ অবরোধের ফলে একটি বিশেষ সীমার বাহিরে ঐ ব্যক্তি যাইতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

৪। ঐ অবরোধ অবৈধ ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

তিন বা ততোধিক দিবসের জন্য অবৈধ অবরোধ

৩৪৩। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তিন বা ততোধিক দিবসের জন্য অবৈধভাবে অবরোধ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা ৩৪২ ধারার অনুরূপ। অবরোধ যদি তিন দিন হইতে নয় দিন পর্যন্ত হয়, তবে অবরোধকারী এই ধারায় শাস্তি পাইবে না। এই ধারার শাস্তি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড। দিন বলিতে ২৪ ঘণ্টা বুঝায়। যে মুহূর্তে অবরোধ শুরু হয়, সেই মুহূর্ত হইতে গণনা শুরু করিতে হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পূর্বের ধারায় বর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়। তদুপরি আরো প্রমাণ করিতে হয় যে, অবরোধ তিন দিন বা তাহার অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

দশ বা ততোধিক দিবসের জন্য অবৈধ অবরোধ

৩৪৪। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে দশ বা ততোধিক দিবসের জন্য অবৈধভাবে অবরোধ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার অনুরূপ। এই ধারায় অবশ্য দশ দিন বা তাহার বেশী সময়ের জন্য অবরোধের শাস্তির কথা বলা হইয়াছে। বর্তমান ধারায় শাস্তির পরিমাণ তিন বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পূর্বের ধারায় বর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়। তদুপরি প্রমাণ করিতে হয় যে, অবরোধ দশ দিন বা তাহার অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

যে ব্যক্তির মুক্তিকল্পে আজ্ঞালেখ রিট ইস্যু করা হইয়াছে তাহার অবৈধ অবরোধ

৩৪৫। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির মুক্তিকল্পে যথাযথভাবে আজ্ঞালেখ রিট ইস্যু করা হইয়াছে বলিয়া জানিয়া তাহাকে অবৈধভাবে কারাবরোধে রাখে, সেই ব্যক্তি অত্র পরিচ্ছেদের অধীন অন্য যে কোন ধারা অনুযায়ী যে মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে তাহা ছাড়াও যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার অনুরূপ। তবে এই ধারায় মুক্তির রিট পাওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করিয়া রাখার শাস্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্য ধারার শাস্তির উপর এই ধারার শাস্তি প্রয়োগ করা হয়।

মুক্তির রিট প্রদান করিবার অধিকার নিম্নবর্ণিত বিধানসমূহে বর্তমান। এই বিধানসমূহ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯১ ধারায় এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে বিধৃত।

৪৯১। (১) কোন হাইকোর্ট যখনই উপযুক্ত মনে করেন, তখন নির্দেশ দিতে পারেন যে,

(ক) উহার ফৌজদারী আপিল এক্তিয়ারের সীমার মধ্যে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহাকে আদালতে হাজির করা হউক,

(খ) উপরোক্ত সীমার মধ্যে সরকারী বা বেসরকারী হেফাজতে বেআইনী বা অযৌক্তিকভাবে আটক কোন ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হউক ;

(গ) আদালতের বিবেচনা বা তদন্তাধীন কোন বিষয় সাক্ষী হিসাবে জবানবন্দী দেওয়ার জন্য উপরোক্ত সীমার মধ্যে অবস্থিত কোন জেলে আটক কোন বন্দীকে উক্ত আদালতে হাজির করা হউক ;

(ঘ) কোন কোর্ট মার্শাল বা কমিশনারের বিবেচনাধীন কোন বিষয় বিচারের জন্য বা সাক্ষী দেওয়ার জন্য উক্তরূপে আটক কোন বন্দীকে উক্ত কোর্ট মার্শাল বা কমিশনারের নিকট হাজির করা হউক ;

(ঙ) উপরোক্ত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী কোন বন্দীকে বিচারের উদ্দেশ্যে এবং হেফাজত হইতে অন্য হেফাজতে অপসারণ করা হউক ; এবং

(চ) উপরোক্ত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী কোন বিবাদীর দেহ শেরিফের ক্রোকের রিটের সেপি কর্পাসের রিটার্নে হাজির করা হউক।

(২) এই ধারা অনুসারে কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য হাইকোর্ট সময়ে সময়ে নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারেন।

(৩) এই ধারার কোন বিধান ১৮১৮ সালের বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় বন্দী বিধি বা ১৮২৭ সালের পঁচিশ নম্বর বোম্বাই বিধি বা ১৮৫০ সালের রাষ্ট্রীয় বন্দী আইন বা ১৮৫৮ সালের রাষ্ট্রীয় বন্দী আইন অনুসারে আটক ব্যক্তিদের প্রতি প্রযোজ্য নহে।

৪৯১। ক। [আপিল এক্তিয়ার সীমারেখার বাহিরে হাইকোর্টের ক্ষমতা বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

১০২। কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা :

(১) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে,

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে ;

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন স্থানীয় দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইন-সঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাহার কোন

আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশ দান করিতে পারিবেন, অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে ;

(অ) আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারী পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

(২) (১) দফায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও হাইকোর্ট বিভাগের কোন অন্তর্বর্তী আদেশদানের বা এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীনে কোন আদেশদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

(৩) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইবুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানে ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাই-ব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।

প্রমাণ

এই ধারায় প্রমাণিতব্য বিষয় পূর্বের ধারার অনুরূপ : তদুপরি মুক্তির রিট সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তির অবগতি প্রমাণ করিতে হয়।

মুল ধারার অনুবাদ

গোপনে অবৈধ অবরোধ

৩৪৬। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিকে এই প্রকারে অবৈধভাবে অবরোধ করে, যাহাতে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যেন অনুরূপ অবরুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি স্বার্থ সমন্বিত কোন ব্যক্তি বা কোন সরকারী কর্মচারী অনুরূপ ব্যক্তির অবরোধের কথা জানিতে না পারে কিংবা ইতঃপূর্বে উল্লেখিত অনুরূপ ব্যক্তি বা সরকারী কর্মচারী অনুরূপ

অবরোধের স্থান চিনিতে বা আবিষ্কার করিতে না পারে, সেই ব্যক্তি অনুরূপ অবৈধ অবরোধের জন্য অন্য যে দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে তাহা ছাড়াও যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার অনুরূপ। তবে এই ধারায় অবৈধ অবরোধ গোপন রাখা হয়। অবরুদ্ধ ব্যক্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তি বা সরকারী কর্মচারী যাহাতে অবরোধের কথা জানিতে না পারে বা অবরোধের স্থান চিনিতে বা আবিষ্কার করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে। অবরোধকারী যদি অবৈধভাবে কোন ব্যক্তিকে অবরোধ করেন, সেই ব্যক্তি অবৈধ অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি পাইবেন এবং তদুপরি অনুর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

এই অপরাধ সাধারণতঃ শিশু অপহরণের ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে। অপহৃত শিশুকে যাহাতে কেহ উদ্ধার না করিতে পারে, অপহরণকারী সেই প্রকার গোপনীয়তার দিকে সচেষ্ট হন। আইনের শক্তি যাহাতে অপহরণকারীর শিকারের নাগাল না পায় সেই দিকে তিনি সক্রিয় দৃষ্টি রাখেন।[৫৯৫]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ৩৪১ ধারার প্রমাণিতব্য বিষয়গুলি প্রমাণ করিতে হয়। তদুপরি প্রমাণ করিতে হয় যে, ঐ অবরোধ গোপন ছিল এবং ঐ গোপনীয়তা ছিল অবরুদ্ধ ব্যক্তির সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অথবা সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অথবা অবরোধের স্থান তাহাদের অগোচরে রাখিবার সম্পর্কে।

মূল ধারার অনুবাদ

বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনাইয়া লইবার বা অবৈধ কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য অবৈধ অবরোধ

৩৪৭। যে ব্যক্তি, অবরুদ্ধ ব্যক্তির বা যে ব্যক্তি অবরুদ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি হইতে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত ছিনাইয়া লইবার কিংবা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে বা যে ব্যক্তির অবরুদ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে সেই ব্যক্তিকে, কোন অবৈধ

কাজ করিতে বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিতে পারে এইরূপ কোন তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় একটি বিশেষ প্রকৃতির অবৈধ অবরোধের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই প্রকৃতি নিম্নরূপ :

(ক) অবরুদ্ধ ব্যক্তি বা অবরুদ্ধ ব্যক্তির সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত ছিনিয়া লইবার, বা

(খ) ঐ ব্যক্তিকে কোন অবৈধ কাজ করিতে বাধ্য করিবার, বা

(গ) ঐ ব্যক্তিকে অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিবার জন্য তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে যে অবৈধ অবরোধ করা হয় তাহার শাস্তির কথা এই ধারায় বলা হইয়াছে। এই ধারার শাস্তি অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অবরোধ করিয়াছিলেন।

২। ঐ অবরোধ অন্যায় ছিল।

৩। ঐ অবরোধের অভিপ্রায় ছিল,

(ক) সম্পত্তি ছিনিয়া লওয়া, বা

(খ মূল্যবান জমানত ছিনিয়া লওয়া, বা

(গ) তাহাকে অবৈধ কোন কিছু করিতে বাধ্য করা, বা

(ঘ) অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার পথ সুগম করে তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করা।

মূল ধারার অনুবাদ

বলপূর্বক অপরাধ স্বীকারোক্তি আদায় করার বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করার জন্য অবৈধ অবরোধ।

৩৪৮। যে ব্যক্তি, অবরুদ্ধ ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির অবরুদ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে সেই ব্যক্তি হইতে বলপূর্বক কোন অপরাধ বা অসদাচরণের অনুসন্ধান দিতে পারে এইরূপ কোন অপরাধ স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায় করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে বা যে ব্যক্তির অবরুদ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত প্রত্যর্পণ করিতে বা করাইতে, অথবা কোন দাবী বা চাহিদা মিটাইতে, কিংবা কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সহায়ক হইতে পারে এইরূপ কোন তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারাতেও অবৈধ অপরাধের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রকৃতি নিম্নরূপ :

(ক) অবরুদ্ধ ব্যক্তি বা তাহার সহিত স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি হইতে অপরাধ সম্পর্কে কোন স্বীকারোক্তি বলপূর্বক আদায় করিবার, বা

(খ) ঐ ব্যক্তি হইতে অপরাধ ও অসদাচরণের অনুসন্ধান দিতে পারে এমন তথ্য বলপূর্বক আদায় করিবার, বা

(গ) ঐ ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত প্রত্যর্পণ করিবার বা করাইতে বাধ্য করিবার, বা

(ঘ) ঐ ব্যক্তির দ্বারা কোন দাবী বা চাহিদা মিটাইতে বাধ্য করিবার, বা

(ঙ) কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সহায়ক হইতে পারে, এইরূপ কোন তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে যে ব্যক্তি অবৈধ

অপরাধ করেন, তিনি এই ধারায় দায়ী। এই ধারার শাস্তি অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর প্রমাণ আবশ্যক ঃ

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অবরোধ করিয়াছিলেন।

২। ঐ অবরোধ অন্যায় ছিল।

৩। ঐ অবরোধের অভিপ্রায় ছিল উপরে বর্ণিত যে কোন একটি।

অপরাধমূলক বল প্রয়োগ ও আক্রমণ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

বলপ্রয়োগ

৩৪৯। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগ করে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি সে উক্ত অপর ব্যক্তিকে গতিশীল করায় বা তাহার গতি পরিবর্তন করায় বা তাহার গতি রোধ করায়, কিংবা যদি সে কোন বস্তুকে এইরূপ গতিশীল করায় বা তাহার গতি পরিবর্তন করায় বা তাহার গতি রোধ করায় যে উক্ত বস্তু উক্ত অপর ব্যক্তির শরীরের যে কোন অংশ বা উক্ত অপর ব্যক্তি কর্তৃক পরিহিত বা বাহিত অন্য কিছুর সংস্পর্শে আসে বা এইরূপ অবস্থিত অন্য কিছুর সংস্পর্শে আসে যাহাতে অনুরূপ সংস্পর্শে উক্ত অপর ব্যক্তির অনুভূতিকে প্রভাবিত করে ঃ

শর্ত থাকে যে, গতি সৃষ্টিকারী বা গতি পরিবর্তনকারী বা গতি রোধকারী ব্যক্তিকে অতঃপর বর্ণিত তিন উপায়ের এক উপায়ে উক্ত গতি সৃষ্টি, গতি পরিবর্তন বা গতি রোধ করিতে হইবে ;

প্রথমতঃ তাহার নিজ দৈহিক শক্তিতে।

দ্বিতীয়তঃ যে কোন বস্তুর এইরূপ ব্যবস্থাপনা করিয়া যাহাতে উক্ত ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর

কোন কাজ ব্যতিরেকেই উক্ত গতি অথবা উক্ত গতির পরিবর্তন বা বিরতি সাধিত হয়।

তৃতীয়তঃ যে কোন প্রাণীকে চলিতে উহার গতি পরিবর্তন করিতে বা চলা হইতে বিরত হইতে প্রবৃত্ত করিয়া।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বল প্রয়োগের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

বল প্রয়োগের অর্থ হইতেছে ঃ

(ক) এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে গতিশীল করানো, বা

(খ) এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে গতি পরিবর্তন করানো, বা

(গ) এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির গতি রোধ করানো, বা

(ঘ) এক ব্যক্তি কর্তৃক এইভাবে কোন বস্তুকে গতিশীল কিংবা গতি পরিবর্তন কিংবা গতি রোধ করানো, যাহাতে ঐ বস্তু অপর কোন ব্যক্তির দেহে বা দেহস্থিত পোশাকে স্পর্শ করিয়া তাহার অনুভূতিকে প্রভাবিত করে।

(ঙ) গতি সৃষ্টি বা গতি পরিবর্তন বা গতি রোধ আপন দৈহিক শক্তিতে বা কোন বস্তুর মাধ্যমে বা কোন জন্তুর মাধ্যমে করিতে হইবে।

একের শক্তি অন্যের উপর প্রয়োগ করাকেই বল প্রয়োগ বলে।[৫৯৬] কেহ যদি অপর ব্যক্তিকে মারিবার জন্য লাঠি তোলে এবং ঐ অপর ব্যক্তি সরিয়া দাঁড়ায় তবে যিনি লাঠি তুলিয়াছেন তিনি বল প্রয়োগ করিয়াছেন।[৫৯৭] চীৎকার করিয়া গরু তাড়াইয়া লইয়া যাওয়াকেও বল প্রয়োগ বলা চলে।[৫৯৮]

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধমূলক বল প্রয়োগ

৩৫০। যে ব্যক্তি কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করণার্থ কোন ব্যক্তির প্রতি উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে বল প্রয়োগ করে, কিংবা অনুরূপ বল প্রয়োগের সাহায্যে যে ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগ করা হয় সেই ব্যক্তির ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, অথবা সেই ব্যক্তির ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করে,

সেই ব্যক্তি উক্ত অপর ব্যক্তির প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) য কোন নদীতে নোঙ্গরাবদ্ধ একটি নৌকায় উপবিষ্ট রহিয়াছে। ক নোঙ্গরের বাঁধন খুলিয়া দেয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নৌকাটিকে স্রোতের অনুকূলে ভাসাইয়া দেয়। এই ক্ষেত্রে ক ইচ্ছাকৃতভাবে য-র গতি সৃষ্টি করে এবং সে বস্তুসমূহের এইরূপ ব্যবস্থাপনা করিয়া কাজটি করে যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন কাজ ব্যতিরেকেই উক্ত গতির সৃষ্টি হয়। অতএব ক ইচ্ছাকৃতভাবেই য-র প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছে; এবং যদি সে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বা উক্ত বল প্রয়োগের সাহায্যে য-র ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বা উক্ত বল প্রয়োগ য-র ক্ষতি-ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া য-র সম্মতি ব্যতিরেকে কাজটি করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে য-র প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) য একটি পথে ভ্রমণ করিতেছে। ক য-র ঘোড়াগুলিকে চাবুকাঘাত করে ও তদ্বারা তাহাদের বেগ বাড়াইয়া দেয়। এই ক্ষেত্রে ক পশুগুলির গতি পরিবর্তন করিতে প্রবৃত্ত করিয়া য-র গতি পরিবর্তন করিয়াছে। অতএব ক য র প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছে; এবং যদি ক উহার সাহায্য য-র ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিংবা উহাতে য-র ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি হইতে পারে জানিয়া য-র সম্মতি ব্যতিরেকে কাজটি করিয়া থাকে, তাহা হইলে ক য-র প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) য একটি পাল্‌কিতে ভ্রমণ করিতেছে। ক য-র সর্বস্ব লুটিবার উদ্দেশ্যে খুঁটি ধরিয়া ফেলে এবং পাল্‌কিটি থামাইয়া ফেলে। এই ক্ষেত্রে, ক য-র গতি রোধ করিয়াছে এবং সে এই কাজটি তাহার নিজ দৈহিক শক্তিতে করিয়াছে। অতএব ক য-র প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছে এবং যেহেতু ক একটি অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে য-র সম্মতি ব্যতিরেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করিয়াছে সেইহেতু ক য-র প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) রাস্তায় ক ইচ্ছাকৃতভাবে য-কে ধাক্কা লাগায়। এই ক্ষেত্রে ক তাহার নিজ দৈহিক শক্তিতে নিজের শরীরকে এইরূপ গতিশীল করিয়াছে যেন উহা য-র সংস্পর্শে আসে। অতএব সে ইচ্ছাকৃতভাবে য-র প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছে। এবং যদি সে তদ্বারা য-কে জখম, ভীতি প্রদর্শন বা বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে অথবা

জখম, ভীতি প্রদর্শন বা বিরক্ত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া য-র সম্মতি ব্যতিরেকে এইরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে য-র প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) ক এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া একটি পাথর নিক্ষেপ করে যে উহা য এর সংস্পর্শে আসিবে. বা য-র পোশাক বা য কর্তৃক রহিত কোন কিছুর সংস্পর্শে আসিবে, অথবা পানিতে ধাক্কা লাগাইবে এবং য-র পোশাক বা য কর্তৃক বাহিত কোন কিছুর উপর পানি ছিটাইয়া দিবে। এই ক্ষেত্রে উক্ত পাথর নিক্ষেপের ফলে যদি কোন বস্তু য-র বা য-র পোশাকের সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে ক য-র প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি তদ্বারা সে য-কে জখম করার ভয় দেখানোর বা বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে য-র সম্মতি ব্যতি-রেকে এইরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে য-র প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(চ) ক ইচ্ছাকৃতভাবে কোন নারীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে। এই ক্ষেত্রে ক ইচ্ছাকৃত-ভাবে তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছে। এবং যদি সে তাহাকে জখম করার, ভয় দেখানোর বা বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে বা তাহাকে জখম করার, ভয় দেখানোর বা বিরক্ত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে এইরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাহার প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ছ) য স্নান করিতেছে। ক স্নান পাত্রে এইরূপ পানি ঢালিয়া দেয় যাহা ফুটন্ত বলিয়া সে জানে। এই ক্ষেত্রে, ক ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার নিজ দৈহিক শক্তিতে ফুটন্ত পানিতে এইরূপ গতি সৃষ্টি করে যে উক্ত পানি য-র সংস্পর্শে আসে বা এইরূপে অবস্থিত অন্য কোন পানির সংস্পর্শে আসে যাহাতে উক্ত সংস্পর্শ য-র অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। অতএব ক ইচ্ছাকৃতভাবে য র প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছে। এবং যদি সে য-কে জখম করার, ভয় দেখানোর বা বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে তাহাকে জখম করার, ভয় দেখানোর বা বিরক্ত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া য র সম্মতি ব্যতিরেকে এইরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(জ) ক য-র সম্মতি ব্যতিরেকে একটি কুকুরকে য-র প্রতি ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য লেলাইয়া দেয়। এই ক্ষেত্রে যদি ক য-কে জখম, ভীত ও বিরক্ত করার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে য-র প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপরাধমূলক বল প্রয়োগের সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। অপরাধ করিবার জন্য সম্মতি ব্যতীত বল প্রয়োগকে অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বলে। ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে বল প্রয়োগ করাকে অপরাধমূক বল প্রয়োগ বলে। ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তির সম্ভাবনা জানিয়া সম্মতি ব্যতিরেকে বল প্রয়োগকে অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বলে।

মূল ধারার অনুবাদ

আক্রমণ

৩৫১। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ জানিয়া কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গি করে বা প্রস্তুতি নেয়, যাহাতে উক্ত অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতি উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে এমন আশঙ্কা জাগাইবে ব এমন আশঙ্কা জাগাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, অঙ্গভঙ্গিকারী বা প্রস্তুতি গ্রহণকারী ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগের উদ্যোগ করিতেছে, সেই ব্যক্তি আক্রমণ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যাঃ শুধু মুখের কথাই আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে না কিন্তু কোন ব্যক্তির মুখের কথা তাহার অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতিকে এইরূপ অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে যে, উক্ত অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতি আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ জানিয়া য-র প্রতি তাহার মুষ্টি আন্দোলিত করে যেন উহা ক য-কে আঘাত করার উদ্যোগ করে বলিয়া য-র প্রতীতি জন্মায় বা অনুরূপ প্রতীতি জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকে। ক আক্রমণ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ জানিয়া একটি হিংস্র কুকুরের মুখসাজ উন্মোচন করিতে শুরু করে, যদ্দারা য-র এমন প্রতীতি জন্মে বা এমন প্রতীতি জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকে যে সে কুকুরটিকে দিয়া য-কে আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। ক য-র প্রতি আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) "আমি তোমাকে মার দিব" ক য-কে এই কথা বলিয়া একটি লাঠি হাতে নেয়। এই ক্ষেত্রে, যদিও ক কর্তৃক উচ্চারিত কথা কিছুতেই আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, এবং যদিও অন্যবিধ অবস্থার সহগামিতা ব্যতীত শুধু অঙ্গভঙ্গিই আক্রমণ বলিয়া গণ্য না হইতে পারে—তথাপি কথার সাহায্যে ব্যক্ত অঙ্গভঙ্গি আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় আক্রমণ কাহাকে বলে তাহা বুঝানো হইয়াছে। আইনে "আক্রমণ" শব্দটি খুব বৃহৎ ও ব্যাপক অর্থ বহন করে। আক্রমণের উপাদান নিম্নরূপ :

(ক) আক্রমণ হইতেছে এক প্রকার অঙ্গভঙ্গি, যাহা অপর ব্যক্তির মনে বল প্রয়োগের উদ্যোগের আশঙ্কা জাগায় বা জাগাইবার সম্ভাবনা রাখে।

(খ) আক্রমণ হইতেছে এক প্রকার প্রস্তুতি, যাহা অপর ব্যক্তির মনে বল প্রয়োগের উদ্যোগের আশঙ্কা জাগায় বা জাগাইবার সম্ভাবনা রাখে।

শুধু বল প্রয়োগের ভয় দেখানোকেই আক্রমণ বলা চলে না।[৫৯৯] কোন বাড়ীতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করাকে আক্রমণ বলা যায়। কারণ এই কাজে অন্যের মনে অপরাধমূলক বল প্রয়োগের উদ্যোগের আশঙ্কা জাগায়।[৬০০] গুলিহীন বন্দুক তুলিয়া এমনভাবে তাক করিলে যাহাতে বুঝা যায় যে বন্দুক শীঘ্রই ছোঁড়া হইবে, ঐ কাজকে আক্রমণ বলা চলে। কারণ যাহার দিকে তাক করা হইয়াছিল, তিনি; বন্দুকের মধ্যে গুলি আছে কি না তাহা জানিতেন না।[৬০১] জোর করিয়া ডাক্তারী পরীক্ষা করাও আক্রমণ।[৬০২]

মূল ধারার অনুবাদ

গুরুতর আকস্মিক উত্তেজনার ফলে ব্যতীত প্রকারান্তরে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের শাস্তি

৩৫২। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনা ব্যতীত, প্রকারান্তরে তাহাকে আক্রমণ করে বা তাহার প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার-পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়-বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা : গুরুতর বা আকস্মিক উত্তেজনার অজুহাতে অত্র ধারার অধীন অপরাধের শাস্তি হ্রাস পাইবে না, যদি অপরাধটির জন্য অজুহাত স্বরূপ উক্ত উত্তেজনা

অপরাধকারী কর্তৃক যাচ্ঞা করা হইয়া থাকে বা স্বেচ্ছকৃতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, অথবা

যদি উক্ত উত্তেজনা, আইন পালনার্থ কৃত কোন কার্য দ্বারা বা কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে প্রদত্ত হয়, অথবা

যদি উক্ত উত্তেজনা, আইনানুগভাবে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে কৃত কোন কর্ম দ্বারা প্রদত্ত হয়।

উত্তেজনাটি উক্ত অপরাধ হ্রাস করার পক্ষে যথেষ্ট গুরুতর ও আকস্মিক কিনা তাহা একটি বিবেচ্য বিষয়।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে ব্যতীত প্রকারান্তরে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। এই ধারার শাস্তি হইতেছে অনূর্ধ তিন মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনা এই অপরাধের শাস্তি হ্রাস করিবে না যদি ঐ উত্তেজনা অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই যাচ্ঞা করিয়া লইয়া থাকে কিংবা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত উত্তেজনা সাধারণভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের শাস্তি হ্রাস করিবে না। প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন কাজের মাধ্যমে উত্তেজনা সৃষ্টি হইলে তাহার অজুহাত কেহ লইতে পারিবে না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

আক্রমণের ক্ষেত্রে

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিবার জন্য অঙ্গভঙ্গি করিয়াছিলেন বা প্রস্তুতি লইয়াছিলেন।

২। তিনি উহা অপর এক ব্যক্তির উপস্থিতিতে করিয়াছিলেন।

৩। তিনি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন বা জানিতেন যে, তাহার অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতি অপর ব্যক্তির মনে এইরূপ আশঙ্কা জাগাইবে যে, তাহার প্রতি অপরাধমূলক বল প্রযুক্ত হইবে।

৪। বস্তুতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গি এবং প্রস্তুতি অন্য ব্যক্তির মনে বল প্রয়োগের আশঙ্কা উৎপাদন করিয়াছিল।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন আকস্মিক বা গুরুতর উত্তেজনা পান নাই।

অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

৩। তিনি অপর ব্যক্তির বিনা অনুমতিতে করিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা,

(ক) কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন, বা

(খ) আঘাত, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদনের অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন, বা

(গ) আঘাত, ভীতি বা উপদ্রব হইতে পারে জানিয়া করিয়াছিলেন।

৫। তিনি কোন আকস্মিক বা গুরুতর উত্তেজনা পান নাই।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধা দানের নিমিত্ত আক্রমণ ও অপরাধমূলক বল প্রয়োগ

৩৫৩। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার কর্তব্য পালন হইতে বিরত করার বা বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে, অথবা অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কৃত বা করার জন্য উদ্যোক্ত কোন কিছুর দরুন তাহাকে আক্রমণ করে বা তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, অথবা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়। সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য

পালনে বিরত রাখিবার বা বাধা দিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ বা বল প্রয়োগ করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কৃত বা উদ্যোগ গৃহীত কোন কাজের জন্য তাহাকে আক্রমণ বা তাহর উপর বল প্রয়োগ করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়। এই ধারায় শাস্তি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।

এই ধারায় দুইটি মূল উপাদান বর্তমান ঃ

১। আক্রমণ বা বল প্রয়োগ থাকিতে হইবে।

২। উহা কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ৩৫২ ধারার অভিযোগে প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় এবং তদুপরি প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। আক্রান্ত বা বল প্রযুক্ত ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

২। আক্রান্ত হইবার সময় তিনি সরকারী কর্মচারীরূপে কাজ করিতেছিলেন অথবা তাহাকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধা দিবার জন্য আক্রমণ করা হইয়াছিল অথবা তাহার কৃত কোন কাজের বা কাজের উদ্যোগের ফলে উহা করা হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন নারীর শালীনতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাহাকে আক্রমণ ও তৎপ্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ

৩৫৪। যে ব্যক্তি কোন নারীর শালীনতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে বা সে তদ্দারা তাহার শালীনতা নষ্ট করিতে পারে জানিয়া তাহাকে আক্রমণ করে বা তৎপ্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন নারীর শালীনতা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বা তাহার শালীনতা নষ্ট হইতে পারে জানিয়া কোন নারীকে আক্রমণ করা বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করা এই ধারায় অপরাধ। ইহার শাস্তি হইতেছে অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।

নারী জাতি রক্ষার জন্য দুইটি ধারা আলোচ্য দণ্ডবিধিতে বর্তমান। তাহার একটি হইতেছে বর্তমান ধারা এবং অন্য ধারাটি হইতেছে ৩৭৬।

শালীনতা

এই শব্দের কোন সংজ্ঞা আলোচ্য বিধিতে নাই। তাই ইহার আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। যে আচরণ কোন মহিলার প্রতি শোভন তাহার বিপরীত হইলে উহাকে অশালীন বলা যায়। এইরূপ বিপরীত আচরণের সহিত যখন দৈহিকভাবে আক্রমণ বা বল প্রয়োগ মিশ্রিত হয় এবং আক্রমণকারী বা বল প্রয়োগকারী যখন স্বেচ্ছাকৃতভাবে অথবা জানিয়া শুনিয়া উহা করেন, তখন উহা এই ধারায় বর্ণিত অশালীনতার আওতায় আসে।[৬০৩]

শালীনতা নষ্ট করিবার জন্য আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করা কাহাকে বলে তাহা সাধারণভাবে অবস্থার উপর নির্ভর করে। মাথার বস্ত্র উত্তোলন করা ইউরোপীয় মহিলার নিকট কিছুই নহে কিন্তু বাংলাদেশের মহিলার পক্ষে ইহা অত্যন্ত অশালীন। বিবাহের সময় বা হিন্দুদের হোলীর সময় যে আচরণ শালীন অন্য সময় তাহা অশালীন হইতে পারে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। আহত ব্যক্তি একজন নারী ছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন বা তাহার উপর বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

৩। তাহার শালীনতা ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে বা জ্ঞান সহকারে তিনি উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

গুরুতর উত্তেজনার ফল ব্যতীত, প্রকারান্তরে কোন ব্যক্তিকে অপমান করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ

৩৫৫। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে, তৎকর্তৃক প্রদত্ত গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে ব্যতীত প্রকারান্তরে অপমান করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে অথবা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

অপমান করার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করা বা তাহার প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করা এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড। তবে গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে যিনি উহা সৃষ্টি করেন তাহাকে অপমান করার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করিলে বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয় না।

জুতা মারিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা, লাথি মারা, মুখে থুথু দেওয়া, মাথা কামাইয়া দেওয়া, দাড়ি-গোঁফ কাটিয়া লওয়া প্রভৃতি অপমানজনক কাজ এই ধারার আওতায় আসে। এই ধারায় আঘাত বড় কথা নহে, বড় কথা হইতেছে অসম্মান বা বেইজ্জতি।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ৩৫২ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়। তদুপরি ইহাও প্রমাণ করিতে হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার কাজের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অসম্মান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত সম্পত্তি চুরি করার উদ্যোগে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ

৩৫৬। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিহিত বা বাহিত সম্পত্তি চুরি করার উদ্যোগ করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে বা তাহার প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে অথবা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন ব্যক্তি যখন কোন বস্তু সঙ্গে লইয়া যাইতে থাকে, সেই বস্তু বা তাহার পরিহিত কোন বস্তু চুরি করিবার সময় উক্ত চোর যদি ঐ ব্যক্তিকে আক্রমণ করে বা তৎপ্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে, তবে এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়। ইহার শাস্তি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।

এই ধারা সাধারণতঃ পকেটমারদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন কিংবা তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

২। ঐ ব্যক্তি তখন কোন কিছু পরিহিত অবস্থায় ছিলেন কিংবা কোন কিছু বহন করিতেছিলেন।

৩। সম্পত্তি চুরি করিবার উদ্যোগ গ্রহণের সময় ঐ আক্রমণ বা বল প্রয়োগ সংঘটিত হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন ব্যক্তিকে অবৈধ ভাবে অবরোধ করার উদ্যোগে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ

৩৫৭। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করার উদ্যোগ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করে বা তাহার প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, অথবা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করার উদ্যোগে আক্রমণ করিলে বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিলে তাহা এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।

অবৈধভাবে অবরোধ করিবার উদ্যোগ লইলে ঐ ব্যক্তি যদি রুখিয়া দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাহাকে নিরস্ত্র-নিস্তব্ধ করার যে অপরাধ তাহাই এই ধারার বিষয়বস্তু।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন কিংবা তাহার প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

২। ঐ ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করিবার উদ্যোগে তিনি উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

গুরুতর উত্তেজনার ফলে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ

৩৫৮। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে উক্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে বা তাহার প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হইতে পারে, অথবা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা: পূর্ববর্তী-ধারাটি ৩৫২ ধারা যদ্রূপ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ তদ্রূপ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হইবে।

বিশ্লেষণ

গুরুতর এবং আকস্মিক উত্তেজনার ফলে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিলে তাহা এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়। এই অপরাধের শাস্তি অনূর্ধ এক মাস কারাদণ্ড অথবা দুইশত টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ৩৫২ ধারার প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়। তদুপরি ইহাও প্রমাণ করিতে হয় যে, আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে ঘটিয়াছিল।

মনুষ্য হরণ, নারী বা শিশু হরণ, দাসত্ব ও জবরদস্তিমূলক শ্রম সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

মনুষ্য হরণ

৩৫৯। মনুষ্য হরণ দুই প্রকারের: বাংলাদেশ হইতে মনুষ্য হরণ ও আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে মনুষ্য হরণ।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে মনুষ্য হরণ দুই প্রকারের হইয়া থাকে :

১। বাংলাদেশ হইতে মনুষ্য হরণ।

২। আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে মনুষ্য হরণ।

সাধারণভাবে যাহাকে ছেলে ধরা বলে তাহাই মনুষ্য হরণ। বৃদ্ধ মানুষকে হরণ করা যায় এবং তাহাও এই ধারায় বর্ণনার মধ্যে আসে।

মূল ধারার অনুবাদ

বাংলাদেশ হইতে মনুষ্য হরণ

৩৬০। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্মতিদানের জন্য আইনতঃ ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশ সীমানার বাহিরে বহন করিয়া নেয়, সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ হইতে অপহরণ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বাংলাদেশ হইতে মনুষ্য হরণের সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি সম্মতিদানে সমর্থ, তাহার সম্মতি লইয়া কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তর করা অপরাধ নহে। যে ব্যক্তি সম্মতিদানে অসমর্থ, তাহার অবিভাবকের নিকট হইতে সম্মতি লইয়া কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তর করা অপরাধ নহে। এই প্রকার সম্মতি ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশের বাহিরে লইয়া যায়, সেই ব্যক্তি বাংলাদেশ হইতে মনুষ্য অপহরণ করে।

মূল ধারার অনুবাদ

আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে মনুষ্য হরণ

৩৬১। যে ব্যক্তি, পুরুষের ক্ষেত্রে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক, বা নারীর ক্ষেত্রে ষোল বৎসরের কম বয়স্ক কোন নাবালক বা কোন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধান হইতে, অনুরূপ অভিভাবকের সম্মতি ব্যতিরেকে ছিনাইয়া বা প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায়, সেই ব্যক্তি অনুরূপ নাবালক বা

অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে অপহরণ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ অত্র ধারায় "আইনানুগ অভিভাবক" শব্দাবলীতে অনুরূপ নাবালক বা অন্য কোন ব্যক্তির আইনানুগ তত্ত্বাবধান বা রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

ব্যতিক্রম

অত্র ধারা এইরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য নহে, যে ব্যক্তি সদ্‌বিশ্বাসে নিজকে কোন জারজ শিশুর পিতা বলিয়া বিশ্বাস করে, অথবা যে ব্যক্তি সদ্‌বিশ্বাসে নিজেকে অনুরূপ শিশুর আইনানুগ রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করে, যদি না অনুরূপ কার্য কোন অসৎ বা অবৈধ উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে।

বিশ্লেষণ

যে বালকের বয়স চৌদ্দ বৎসরের কম কিংবা যে বালিকার বয়স ষোল বৎসরের কম, সেই বালক বালিকাকে বা কোন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে জোর করিয়া বা প্রলুব্ধ করিয়া স্থানান্তরে লওয়া এই ধারায় অপরাধ এবং এই অপরাধের নাম হইতেছে আইনানুগ অবিভাবকত্ব হইতে মনুষ্য হরণ। অবিভাবকের সম্মতি লইয়া স্থানান্তর করিলে আর কোন অপরাধ হইবে না।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যিতব্য যে এই ধারায় 'স্বেচ্ছাকৃতভাবে', "অসাধুভাবে", "জানিয়া বুঝিয়া" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। শিশুকে ভুলাইয়া লইয়া গেলেই অপরাধ হইল, ইহাই এই ধারার বক্তব্য।

যে ক্ষেত্রে কোন অবিভাবক নাই, সেই ক্ষেত্রে স্থানান্তরে কোন অপরাধ হয় না।

মূল ধারার অনুবাদ

অপহরণ

৩৬২। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান হইতে গমন করার জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করে বা কোন প্রতারণা-মূলক উপায়ে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অপহরণ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপহরণের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। জোর করিয়া বা প্রলুব্ধ করিয়া কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার নাম অপহরণ।

অপহরণের মধ্যে দুইটি উপাদান বর্তমান :

১। বলপূর্বক বাধ্য করা, অথবা প্রতারণামূলক উপায়ে প্রলুব্ধ করা।

২। কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তর করা।

যদি দেখা যায় যে বালিকা নিজেই স্থানান্তরে গিয়াছিল ; অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার সঙ্গে ছিল মাত্র তবে সে ক্ষেত্রে অপহরণ হয় না।[৬০৪] অপহরণের দ্বারা কোন অপরাধ হয় না। বিশেষ অভিপ্রায়ের সহিত অপহরণ করিলে অপরাধ হয়।

প্রতারণামূলক উপায়ে অপহরণ

যে দিকে মহিলাটি যাইতেন না, সেই দিকে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য যে প্রচেষ্টা তাহা যদি প্রতারণামূলক হয় তবে সেই কাজ প্রতারণামূলক উপায়ে অপহরণ বলিয়া গণ্য হয়। ভুল বুঝিয়া লইয়া যাওয়াকেও প্রতারণামূলক অপহরণ বলা যায়।

বিবাহ করিবার বা বিবাহ দিবার লোভ দেখাইয়া কোন নারীকে গৃহচ্যুত করা এই ধারায় অপরাধ।

মূল ধারার অনুবাদ

মনুষ্য হরণের শাস্তি

৩৬৩। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশ হইতে বা আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে অপহরণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

৩৬১ ধারায় মনুষ্য হরণের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আর বর্তমান ধারায় তাহার শাস্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। মনুষ্য হরণের শাস্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

এই ধারায় নিম্নবর্ণিত চারিটি উপাদান বিদ্যমান :

১। বালকের বয়স চৌদ্দ বৎসরের কম অথবা বালিকার বয়স ষোল বৎসরের কম হইতে হইবে। বাংলাদেশে বয়স প্রমাণ করা খুব শক্ত। আমাদের দেশে যদিও জন্মমৃত্যু রেজিস্ট্রি করিবার আইন এবং বিধান আছে তবুও ইহা সর্বদা নিষ্ঠা ও সততার সহিত প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বয়স প্রমাণের

জন্য ডাক্তারের অভিমত গ্রহণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য জন্মের রেজিস্ট্রি পাওয়া যায়। হিন্দুদের মধ্যে কোষ্ঠি প্রচলন আছে।

২। তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া বা জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

নাবালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে তাহাদের অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে স্থানান্তর করাই অপরাধজনক। এখানে অভিপ্রায়ের কোন মূল্য নাই। এখানে জোর খাটাইতে হইবে এমন কথাও নাই। এমনকি চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের বালিকার কাতর আহ্বানে বিগলিত হইয়া তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া এই ধারায় অপরাধ।

প্রলুব্ধ করিয়াও লইয়া যাওয়া হইতে পারে। প্রলোভন নানা প্রকারের হইতে পারে। যে কোন এক প্রকারের প্রলোভন দেখাইলেই এই ধারায় অপরাধ হইয়া যায়।

৩। তাহারা আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। আইনানুগ অবিভাবক বলিতে বুঝায় ;

(ক) স্বাভাবিক অভিভাবক,

(খ) আইন ভিত্তিক অভিভাবক, এবং তাহার অভাবে,

(গ) আইনানুগভাবে ভার অর্পিত ব্যক্তি।

৪। অভিভাবক স্থানান্তরে সম্মতি দেন নাই।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

(ক) বাংলাদেশ হইতে মনুষ্য হরণের ক্ষেত্রে,

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন।

২। ঐ ব্যক্তি তখন বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা তাহার বা তাহার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে করিয়াছিলেন।

(খ) আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে মনুষ্য হরণের ক্ষেত্রে ;

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে লইয়া গিয়াছিলেন বা প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

২। ঐ ব্যক্তির বয়স তখন পুরুষ হইলে চৌদ্দ এবং মেয়ে হইলে ষোল বৎসরের কম ছিল, অথবা সে উন্মাদ ছিল।

৩। ঐ ব্যক্তি তখন আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে ছিল।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনানুগ অভিভাবকের অনুমতি না লইয়া ঐ ব্যক্তিকে তাহার তত্ত্বাবধানের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

খুন করার উদ্দেশ্যে মনুষ্য হরণ কিংবা নারী বা শিশু হরণ

৩৬৪। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিকে, এইরূপ উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ করে যাহাতে অনুরূপ ব্যক্তি খুন হইতে পারে বা তাহার এইরূপ ব্যবস্থাপনা হইতে পারে, যাহাতে সে খুনের বিপদ কবলিত হইতে পারে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া বাংলাদেশ হইতে য-কে অপহরণ করে যে, য-কে কোন প্রতিমার সম্মুখে উৎসর্গ করা যাইতে পারে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক য-কে খুন করার উদ্দেশ্যে খ-কে তাহার ঘর হইতে বলপূর্বক ছিনাইয়া বা প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায়। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

খুন করার উদ্দেশ্যে কিংবা খুনের বিপদ কবলিত হইবার ব্যবস্থা করিতে কোন ব্যক্তিকে হরণ বা অপহরণ করিলে যে অপরাধ হয়, তাহার শাস্তি এই ধারায় বিধৃত। এই ধারার শাস্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তি হরণ বা অপহরণ করিয়াছিলেন।

২। হরণকৃত বা অপহরণকৃত ব্যক্তি যাহাতে খুন হইতে পারে কিংবা খুনের বিপদ কবলিত হইতে পারে এইরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তিনি উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করা

৩৬৪ ক। যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করে যে, উক্ত ব্যক্তিকে খুন করা যাইতে পারে, কিংবা তাহাকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তির কাম লালসার বশে আনা যাইতে পারে, অথবা তাহার এইরূপ ব্যবস্থাপনা করা যাইতে পারে যে তাহার খুন হওয়ার, কিংবা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তির কাম-লালসার বশীভূত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দশ বৎসর হইতে কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে খুন, গুরুতর আঘাত, দাসত্ব এবং কাম লালসার শিকারে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা এই প্রকার কোন বিপদে কবলিত হইবার ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে হরণ বা অপহরণের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ হইতেছে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড অথবা অনূর্ধ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ড। শাস্তি সাত বৎসরের কম কারাদণ্ড হইতে পারিবে না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পূর্বের ধারায় প্রমাণিতব্য বিষয়গুলি প্রমাণ করিতে হয়। তদুপরি প্রমাণ করিতে হয় যে, হরণ বা অপহরণকৃত ব্যক্তির বয়স দশ বৎসরের কম ছিল। হরণ বা অপহরণের বিস্তারিত উদ্দেশ্যও প্রমাণ করিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন ব্যক্তিকে গোপন-ভাবে ও অবৈধভাবে অবরোধ করার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ

৩৬৫। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিকে গোপনভাবে ও অবৈধ-ভাবে অবরোধ করার উদ্দেশ্যে তাহাকে অপহরণ বা হরণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

গোপনভাবে বা অবৈধভাবে অবরোধ করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে হরণ বা অপহরণ করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়। যে ব্যক্তি এই ধারায় অপরাধ করে, তাহার শাস্তি অনূর্ধ্ব সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হরণ বা অপহরণ করিয়াছিলেন।

২। ঐ ব্যক্তিকে গোপনভাবে অবৈধভাবে অবরোধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি উহা করিয়াছিলেন।

৩। হরণ বা অপহরণের সময় তাহার এই অভিপ্রায় ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন নারীকে বিবাহ ইত্যাদিতে বাধ্য করার নিমিত্ত অপ-হরণ, হরণ বা প্রলুব্ধকরণ

৩৬৬। যে ব্যক্তি, কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে এইরূপ উদ্দেশ্যে বা তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া কিংবা তাহাকে অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে অথবা তাহাকে অবৈধ যৌন-সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া অপহরণ বা হরণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ

বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত এবং তদুপরি অর্থ-দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ; এবং যে ব্যক্তি কোন নারীকে অত্র বিধিতে বর্ণিত অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন বা ক্ষমতার অপব্যবহারের সাহায্য বা বাধ্যবাধকতার অন্য কোন উপায়ে, অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন-সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে অথবা তাহাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন-সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে জানিয়া তাহাকে কোন স্থান হইতে গমন করিতে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তিও পূর্বোক্তবৎ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় কোন নারীকে বিবাহ বা যৌন সংসর্গ করিবার উদ্দেশ্যে হরণ বা অপহরণ করার শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। এই ধারার উপাদানগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) কোন নারীকে হরণ বা অপহরণ করা হইবে। নারী বলিতে যে কোন বয়সের নারী বুঝায়। তবে তাহার বয়স যদি ষোল বৎসর কিংবা তদূর্ধ হয়, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে অপহরণ করা যায়, হরণ করা যায় না। আর তাহার বয়স যদি ষোল বৎসরের কম হয় তবে তাহাকে হরণ বা অপহরণ উভয়ই করা যায়। শুধুমাত্র বিবাহ বহির্ভূত যৌন-সহবাস দ্বারা এই অপরাধ সংঘটিত হয় না।

যে ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি কোন বালিকাকে তাহার বাড়ীর নিকটই একখানি জমির মধ্যে পাইয়া তাহার সহিত সহবাস করিল কিন্তু তাহাকে সে স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার কোন অভিপ্রায় করিল না, সেই ক্ষেত্রে তাহার কোন দোষ হয় নাই।[৬০৫]

(খ) এই অভিপ্রায়ে হরণ বা অপহরণ করা হইবে যে উক্ত নারী তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইবে বা যৌন সংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ হইবে অথবা ইহা জানিয়া যে উক্ত নারী তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইবার বা যৌন সংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে। কোন নারীকে এক স্থানে হইতে অন্য স্থান লইলেই এই ধারায় অপরাধ হয় না। অপরাধ তখনই হয় যখন এই ধারায় বর্ণিত অসৎ অভিপ্রায় বা জ্ঞান বর্তমান থাকে।[৬০৬]

প্রলুব্ধ করা বলিতে কি বুঝায় তাহা লইয়া মতভেদ আছে। সাধারণভাবে কোন নারীকে তাহার সতীত্ব বিসর্জন দিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করাকে প্রলুব্ধ করা বলে।

এই ধারার দ্বিতীয় অংশের উপাদান নিম্নরূপ ঃ

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন নারীকে স্থানান্তরে যাইতে প্ররোচিত করা হইবে।

১। অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন দ্বারা, বা

২। ক্ষমতার অপব্যবহারের সাহায্যে, বা

৩। অন্য উপায়ে বাধ্য করিয়া।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির এই অভিপ্রায় বা জ্ঞান থাকিবে যে উক্ত নারী কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলব্ধ হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি হরণ বা অপহরণ করিয়াছিলেন।

২। যাহাকে হরণ বা অপহরণ করা হইয়াছিল তিনি নারী ছিলেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন অথবা ইহা সম্ভব বলিয়া জানিতেন যে ঐ নারী তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইবেন অথবা ঐ নারী অবৈধ যৌন সংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ হইবেন।

এই ধারার দ্বিতীয় অংশের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন নারীকে কোন স্থান হইতে যাইতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন দ্বারা বা ক্ষমতার অপব্যবহারের সাহায্যে বা বাধ্যবাধকতার অন্য কোন উপায়ে।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন অথবা তিনি এই সম্ভাবনার কথা জানিতেন যে. উক্ত নারী অবৈধ যৌন সংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্ররোচিত হইবেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা সংগ্রহকরণ

৩৬৬-ক। যে ব্যক্তি কোন উপায়ে আঠার বৎসরের কম বয়সের কোন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া কোন স্থান হইতে গমন করিতে বা কোন কাজ করিতে প্রলুব্ধ করে যে,

অনুরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে, সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

আঠার বৎসর যে মেয়ের বয়স হয় নাই, সেই অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার অভিপ্রায়ে বা সম্ভাবনা জানিয়া তাহাকে কোন স্থান হইতে গমন করা বা তাহাকে অন্য কোন কাজ করার প্রলোভন দেখানো এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

২। যাহাকে প্ররোচিত করা হইয়াছিল, সে ছিল একটি বালিকা এবং তাহার বয়স ছিল আঠার বৎসরের কম।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অভিপ্রায়ে বা ইহা জানিয়া উক্ত বালিকাকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন যে সে অবৈধ যৌন সংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ হইবে।

৪। এবং ঐ অবৈধ যৌন সংসর্গ হইবে অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত নয়, অন্য ব্যক্তির সহিত ।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্ররোচনার ফলে উক্ত বালিকা কোন স্থান হইতে গমন করিয়াছিলেন বা কোন কাজ করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বিদেশ হইতে বালিকা আমদানী

৩৬৬-খ। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, বাংলাদেশের বহির্ভূত কোন দেশ হইতে একুশ বৎসরের কম বয়স্কা কোন বালিকাকে বাংলাদেশে আমদানী করে যে, তাহাকে অন্য কোন

ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে,

সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

বিদেশ হইতে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বা সম্ভাবনা জানিয়া কোন বালিকাকে বাংলাদেশে আমদানী করার শাস্তি এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশে আমদানী করিয়াছিলেন, বাংলাদেশের বহির্ভূত কোন দেশ হইতে।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহাকে আমদানী করিয়াছিলেন, সে ছিল একটি বালিকা এবং তাহার বয়স ছিল ২১ বৎসরের কম।

৩। তিনি ঐ বালিকাকে আমদানী করিয়াছিলেন এই অভিপ্রায়ে অথবা এই সম্ভাবনা জানিয়া যে উক্ত বালিকা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বা তাহার সহিত যৌন সংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত প্রদান করা বা দাসত্বাধীন করার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ

৩৬৭। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে এইরূপ উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ করে যে, উক্ত ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক কাম প্রবৃত্তির অধীন করা যাইতে পারে, কিংবা তাহার এইরূপ ব্যবস্থাপনা হইতে পারে যে তাহাকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্ব বা কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক কাম প্রবৃত্তির অধীন করা যাইতে পারে, অথবা এইরূপ জানিয়া তাহাকে অপহরণ বা

হরণ করে যে উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ বশে আনা বা তাহার অনুরূপ ব্যবস্থাপনা করার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

গুরুতর আঘাত বা দাসত্ব বা অস্বাভাবিক কাম-লালসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে বা করিবার সম্ভাবনা জানিয়া কোন ব্যক্তিকে হরণ বা অপহরণ করার শাস্তি এই ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠায় নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলীর উপর প্রমাণ আনা আবশ্যক ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হরণ বা অপহরণ করিয়াছিলেন।

২। ঐ ব্যক্তিকে হরণ বা অপহরণ করা হইয়াছিল এই উদ্দেশ্যে বা ইহা জানিয়া যে ঐ ব্যক্তি গুরুতর আঘাত পাইবে বা দাসত্বের অধীন হইবে বা অস্বাভাবিক কাম-লালসার শিকার হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

অপহৃত বা হরণকৃত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে গোপন বা অবরোধ করণ

৩৬৮। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করা হইয়াছে জানিয়া অনুরূপ ব্যক্তিকে অবৈধভাবে গোপন বা অবরোধ করে, সেই ব্যক্তি একই প্রণালীতে এইরূপে দণ্ডিত হইবে যেন সে উক্ত ব্যক্তিকে তদরূপ একই অভিপ্রায় বা অবগতি সহকারে বা তদরূপ একই উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ করিয়াছিল যদ্রূপ অভিপ্রায় বা অবগতি সহকারে অথবা উদ্দেশ্যে সে অনুরূপ ব্যক্তিকে অবরোধ গোপন বা আটক করে।

বিশ্লেষণ

হরণ বা অপহরণের শিকার হইয়াছে যে ব্যক্তি, জানিয়া শুনিয়া ঐ ব্যক্তিকে অবৈধভাবে গোপন বা অবরোধ করা এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেই ব্যক্তি হরণ বা অপহরণের শাস্তি পাইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। কোন ব্যক্তিকে হরণ বা অপহরণ করা হইয়াছিল। হরণ বা অপহরণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে সমস্ত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়, তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। যে উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে হরণ বা অপহরণ করা হইয়াছিল তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত হরণ বা অপহরণের কথা জানিতেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির জ্ঞান সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করা প্রয়োজন। জ্ঞান লাভের নানাবিধ পন্থা আছে। উহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে বা পরোক্ষ হইতে পারে। সত্যবাদী বলিয়া চিহ্নিত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে খবর পাইয়াও এই জ্ঞান লাভ সম্ভব।[৬০৭] যিনি হরণ বা অপহরণ করিবার পর তাহার শিকারকে গোপন করিয়া রাখেন তিনি এই ধারায় দণ্ডনীয় নহেন।

৩। জানিয়া শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গোপন করিয়াছিলেন বা অবরোধ করিয়াছিলেন। অবৈধ অবরোধ ৩৪০ ধারায় সংজ্ঞায়িত হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

দেহাভরণ চুরি করার অভিপ্রায়ে দশ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু অপহরণ বা হরণ করা।

৩৬৯। যে ব্যক্তি দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন শিশুর দেহ হইতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে ছিনাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে অনুরূপ শিশুকে অপহরণ বা হরণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দেহাভরণ চুরি করার অভিপ্রায়ে দশ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু অপহরণ বা হরণ করার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি হরণ বা অপহরণ করিয়াছিলেন।

২। যাহাকে হরণ বা অপহরণ করা হইয়াছিল সে ছিল একটি শিশু এবং তাহার বয়স ছিল দশ বৎসরের কম। এবং

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন যে, শিশুর দেহ হইতে তিনি কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে ছিনাইয়া লইবেন।

মূল ধারার অনুবাদ

দাসরূপে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় বা হস্তান্তর করা

৩৭০। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে দাসরূপে আমদানী, রপ্তানী অপসারণ, ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তান্তর করে কিংবা কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসরূপে গ্রহণ, হস্তগত বা আটক করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দাসরূপে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় বা হস্তান্তর করার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে আমদানী, রপ্তানী, অপসারণ, ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়াছিলেন।

২। যাহাকে আমদানী, রপ্তানী, অপসারণ, ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হইয়াছিল সে ছিল একজন দাস।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসরূপে গ্রহণ, হস্তগত বা আটক করিয়াছিলেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে এই অপরাধের চিহ্ন প্রকাশ্যভাবে বর্তমান নাই ; তবে কোন কোন তথাকথিত অতি অভিজাত পরিবারে গোলাম ও বাদী প্রতিপালন ও হস্তান্তরের রেওয়াজ আছে বলিয়া শোনা যায়।

পৃথিবীর দুই একটি দেশে এখনো দাস-ব্যবসায় প্রচলিত আছে।

মূল ধারার অনুবাদ

অভ্যাসগতভাবে দাস-ব্যবসায় পরিচালনা করা

৩৭১। যে ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে দাস আমদানী, রপ্তানী, অপসারণ, ক্রয়, বিক্রয়, বেচা-কেনা করে বা দাসের কারবার করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার অনূর্ধ্ব দশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অভ্যাসগতভাবে দাস-ব্যবসায় পরিচালনা করার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি আমদানী, রপ্তানী, অপসারণ বা ক্রয় বিক্রয় করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন অভ্যাসগতভাবে।

মূল ধারার অনুবাদ

বেশ্যাবৃত্তি, ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিক্রয়

৩৭২। যে ব্যক্তি, আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি যে কোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য কোন লোকের সহিত অবৈধ যৌন-সহবাস অথবা কোন বেআইনী ও অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে এই

উদ্দেশ্যে, কিংবা অনুরূপ ব্যক্তি যে কোন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া তাহাকে বিক্রয় করে, ভাড়া দেয় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে, এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ যে ক্ষেত্রে আঠার বৎসরের কম বয়স্কা কোন নারীকে কোন বেশ্যা বা বেশ্যালয় পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনাকারী কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হয় বা ভাড়া দেওয়া হয় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করা হয়, সেই ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হওয়া অবধি, অনুরূপ নারীর অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপনাকারী ব্যক্তি উক্ত নারী বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে-এই অভিপ্রায়ে তাহার ব্যবস্থাপনা করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

ব্যাখ্যা ২ঃ অত্র ধারার উদ্দেশ্যে "অবৈধ যৌন-সহবাস" বলিতে এইরূপ দুই ব্যক্তির মধ্যে যৌন-সহবাস বুঝাইবে, যাহারা বিবাহ অথবা বিবাহ বলিয়া গণ্য না হইলেও তাহাদের উভয়ই যে সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, সেই সম্প্রদায়ের অথবা তাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার বেলায় অনুরূপ উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত ধর্মীয় আইন বা প্রথা কর্তৃক তাহাদের মধ্যে অর্ধ বৈবাহিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া স্বীকৃত এমন কোন সংযোগ বা বন্ধন দ্বারা মিলিত হয় নাই।

বিশ্লেষণ

বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতির জন্য বা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে জানিয়া যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্কদের লইয়া বিক্রয় করে, ভাড়া দেয় বা হস্তান্তর করে, সেই ব্যক্তি এই ধারায় দণ্ডনীয়। দণ্ডের পরিমাণ অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

এই ধারার উপাদান নিম্নরূপঃ

১। কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় করা, ভাড়া দেওয়া বা অন্যভাবে হস্তান্তর করা।

২। ঐ ব্যক্তি আঠার বৎসরের কম বয়স্ক হইবে।

৩। ঐ কাজ করা হইবে এই অভিপ্রায়ে বা ইহা জানিয়া যে,

ক) বেশ্যাবৃত্তির জন্য,

(খ) কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সংসর্গের জন্য, অথবা

(গ) কোন বেআইনী বা অর্থনৈতিক কাজের জন্য।

উদ্দেশ্য

সাধারণভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের সতীত্ব রক্ষার জন্য এই ধারার বিধান করা হইয়াছে। নারী এবং পুরুষ উভয়ের উপর এই ধারা প্রযোজ্য। কোন বিবাহিত নারীকেও অসদুদ্দেশ্যে বিক্রয় করা এই ধারায় অপরাধ। যে বালিকা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিত, তাহাকেও বেশ্যাবৃত্তি করিবার জন্য বিক্রয় করা অপরাধ।[৬০৮] তাহার চরিত্রহীনতা তাহাকে বর্তমান ধারার আশ্রয় পাইতে বাধা দেয় না। বাঈজী হইলেও তাহার এই অধিকার আছে।[৬০৯]

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন, ভাড়া দিয়াছিলেন বা অন্যভাবে হস্তান্তর করিয়াছিলেন।

২। যাহাকে তিনি উহা করিয়াছিলেন তাহার বয়স আঠার বৎসরের কম ছিল।

৩। বেশ্যাবৃত্তি, অথবা অন্য কোন বেআইনী এবং অসৎ কাজ করাইবার জন্য কিংবা তাহাকে ঐ সমস্ত কাজের জন্য ব্যবহার করা হইবে জানিয়া তিনি উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধে অপ্রাপ্ত বয়স্ক-দের ক্রয় করণ

৩৭৩। যে ব্যক্তি আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি যে কোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য কোন লোকের সহিত অবৈধ যৌন-সহবাস, অথবা কোন বেআইনী বা অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে এই অভিপ্রায়, কিংবা অনুরূপ ব্যক্তি যে কোন বয়সে অনুরূপ যে কোন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া তাহাকে ক্রয় করে, ভাড়া করে বা প্রকারান্তরে তাহার অধিকার লাভ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ যে কোন বেশ্যা বা কোন বেশ্যালয়ের পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা-কারী ব্যক্তি আঠার বৎসরের কম বয়স্কা কোন নারীকে ক্রয় করে, ভাড়া করে বা প্রকারান্তরে তাহার অধিকার লাভ করে, সে ভিন্নতর প্রমাণিত না হওয়া অবধি, অনুরূপ নারী বেশ্যাবৃত্তি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে এইরূপ অভিপ্রায়ে তাহার অধিকার লাভ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

ব্যাখ্যা ২ঃ 'অবৈধ যৌন-সহবাস' ৩৭২ ধারার সমার্থক হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পূর্বের ধারার পরিপূরক। পূর্বের ধারা সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়, যে ব্যক্তি বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি করাইবার জন্য কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে বিক্রয় করে বা ভাড়া দেয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করে, বর্তমান ধারা সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয় যে ব্যক্তি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে ঐ সব কাজ করাইবার জন্য বা তাহার দ্বারা ঐ কাজ করা হইবে জানিয়া ক্রয় করে বা ভাড়া লয় বা অন্যভাবে দখল লাভ করে।

নীতি

বর্তমান ধারা এবং পূর্বের ধারা একই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আঠার বৎসর বা তন্নিম্ন বয়সের কোন বালক বালিকাকে দুর্নীতিপূর্ণ নোংরা কাজে যাহাতে ব্যবহার করা না যায়, সেই উদ্দেশ্যে এই ধারার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। তাহারা বিবাহিত হউক বা অবিবাহিত হউক, তাহারা কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকুক বা না থাকুক, এই ধারা তাহাদের উপর প্রযোজ্য হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে ক্রয় করিয়াছিলেন বা ভাড়া লইয়াছিলেন বা অন্যভাবে দখল লইয়াছিলেন।

২। ঐ ব্যক্তির বয়স আঠার বৎসরের কম ছিল।

৩। বেশ্যাবৃত্তি, অবৈধ যৌন-সংসর্গ বা অন্য কোন বেআইনী বা দুর্নীতিপূর্ণ কাজ করাইবার জন্য বা ঐ সমস্ত কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে জানিয়া তিনি উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বেআইনী শ্রমে বাধ্য করা

৩৭৪। (১) যে ব্যক্তি বেআইনীভাবে কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শ্রমে বাধ্য করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(২) যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধবন্দী বা কোন আশ্রিত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করিতে বাধ্য করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখা ঃ অত্র ধারায় "যুদ্ধবন্দী" এবং "আশ্রিত ব্যক্তি" অভিব্যক্তিসমূহ যথাক্রমে ১৯৪৯ সালের ১২ই আগস্ট তারিখের যুদ্ধবন্দীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জেনেভা সম্মেলনের ৪ দফা এবং ১৯৪৯ সালের ১২ই আগস্ট তারিখের যুদ্ধকালে বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা সম্পর্কিত জেনেভা সম্মেলনের ৪ দফাবলে তৎসমূহের প্রতি আরোপিত অর্থের অনুরূপ অর্থদ্যোতক হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন ব্যক্তিকে বেআইনীভাবে কোন শ্রমে বাধ্য করা এই ধারায় অপরাধ। কোন যুদ্ধবন্দী বা আশ্রিত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করানো এই ধারায় অপরাধ। যুদ্ধবন্দী বা আশ্রিত ব্যক্তির সংজ্ঞা জেনেভা কনভেনশনে দেওয়া হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

(ক) এই ধারার ১ উপধারা সম্পর্কে,

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে শ্রম করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

২। উহা বেআইনীভাবে করা হইয়াছিল।

৩। উহা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হইয়াছিল।

(খ) এই ধারার ২ উপধারা প্রসঙ্গে,

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করিয়াছিলেন সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করিতে।

২। ঐ ব্যক্তি কোন যুদ্ধবন্দী বা আশ্রিত ব্যক্তি ছিল।

নারী ধর্ষণ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

নারী ধর্ষণ

৩৭৫। যে ব্যক্তি, অতঃপর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকার বর্ণনাধীন যে কোন অবস্থায় কোন নারীর সহিত যৌন সহবাস করে, সেই ব্যক্তি "নারী ধর্ষণ" করে বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথমত: তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়ত: তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে।

তৃতীয়ত: তাহার ব্যতিক্রমে যে ক্ষেত্রে তাহাকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার সম্মতি আদায় করা হয়।

চতুর্থত: তাহার সম্মতিক্রমে যে ক্ষেত্রে লোকটি জানে যে সে তাহার স্বামী নহে এবং সে (নারীটি) এই বিশ্বাসে সম্মতি দান করে যে সে (পুরুষটি) অন্য কোন লোক যাহার সহিত সে আইনানুগভাবে বিবাহিত অথবা সে নিজেকে তাহার সহিত আইনানুগভাবে বিবাহিত বলিয়া বিশ্বাস করে।

পঞ্চমত: তাহার সম্মতি সহকারে বা ব্যতিরেকে যে ক্ষেত্রে সে (চৌদ্দ) বৎসরের কম বয়স্কা হয়।

ব্যাখ্যা: অনুপ্রবেশই নারী ধর্ষণের অপরাধরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য, যৌন-সহবাস অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

ব্যতিক্রম

কোন পুরুষ কর্তৃক তাহার স্ত্রীর সহিত যৌন-সহবাস—স্ত্রীর বয়স তের) বৎসরের কম না হইলে নারী ধর্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় নারী ধর্ষণের সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তাহার সম্মতি ব্যতীত বা ভয় দেখাইয়া সম্মতি আদায় করিয়া বা অন্যায়ভাবে তাহাকে বুঝাইয়া যে সে স্ত্রী বা চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকাকে তাহার সম্মতি লইয়া যৌন-সহবাস করিলে উহা নারী ধর্ষণ নামে পরিচিত হয়।

সূত্র

নারী-ধর্ষণ বলিতে নারীর বিনা অনুমতিতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন-সঙ্গম করা বুঝায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলিতে প্রত্যক্ষ আগ্রহের অভাব বুঝায়। নিদ্রিতা অবস্থায় কোন নারীর সহিত মিলিত হইলে সেই মিলনকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিলন বুঝায়। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কোন নারীকে তাহার বুদ্ধির দৌর্বল্যের সুযোগ লইয়া যৌন-সঙ্গম করা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিলন বলা যাইতে পারে। সম্মতি ব্যতিরেকে বলিতে স্বাধীন-ভাবে অনুমতি না দেওয়া বুঝায়। মৃত্যুর ভয়ে বা আঘাতের ভয়ে সম্মতি দেওয়াকে সম্মতি বলা চলে না। কোন ব্যক্তিকে স্বামী জানিয়া তাহাকে সঙ্গমে সম্মতি দিলে এবং তাহা ঐ ব্যক্তির মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা অভিভূত হইয়া প্রদান করিলে ঐ সম্মতিকে সম্মতি বলা যায় না।

মূল ধারার অনুবাদ

৩৭৬। নারী ধর্ষণের শাস্তি — যে ব্যক্তি নারী ধর্ষণ করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে, যদি না ধর্ষিতা নারীটি তাহার নিজ স্ত্রী হয় এবং সে বার বৎসরের কম বয়স্কা না হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় নারী ধর্ষণের শাস্তির বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন নারীর সহিত যৌন-সঙ্গম করিয়াছিলেন।

২। উক্ত যৌন-সঙ্গম ঐ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভয় অথবা আঘাতের ভিত্তিতে সম্মতি আদায় করিয়া বা মিথ্যাভাবে তাহাকে স্ত্রী বলিয়া বুঝাইয়া অথবা তাহার বয়স ষোল বৎসরের কম হইলে তাহার সম্মতি লইয়া বা সম্মতি ব্যতিরেকে করা হইয়াছিল।

অস্বাভাবিক অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

অস্বাভাবিক অপরাধ-সমূহ

৩৭৭। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন পুরুষ, নারী বা জন্তুর সহিত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন-সহবাস করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: অনুপ্রবেশই অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য, যৌন-সহবাস অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অস্বাভাবিক অপরাধের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

অনুপ্রবেশ হইলেই এই অপরাধ হইয়া যায়। তবে ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধভাবে হইতে হইবে। কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে অপর কোন ব্যক্তির সহিত বা নারীর সহিত বা জন্তুর সহিত যৌন-সহবাস করে, সেই ব্যক্তি এই ধারার শাস্তির অধীনে আসে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন পুরুষ, নারী বা জন্তুর সহিত যৌন-সহবাস করিয়াছিলেন।

২। ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ছিল।

৩। ইহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করা হইয়াছিল।

৪। অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ সম্পর্কিত চুরি সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

চুরি

৩৭৮। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তির অধিকার হইতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে অসাধুভাবে গ্রহণ করার মতলবে অনুরূপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি স্থানান্তর করে, সেই ব্যক্তি চুরি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ কোন বস্তু অস্থাবর সম্পত্তি ব্যতিরেকে যতক্ষণ মাটির সহিত সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ চুরির বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু মাটি হইতে বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উহা চুরির বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইবে।

ব্যাখ্যা ২ঃ সেই একই কাজ যাহা উক্ত বিচ্ছিন্নতা ঘটায় তাহার সাহায্যকৃত স্থানান্তরকরণ চুরি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ৩ঃ কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর গতির প্রতিবন্ধক অপসারণ করিলে বা উহাকে অন্য কোন বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তথা প্রকৃতপক্ষে উহা স্থানান্তর করিলে উক্ত বস্তু স্থানান্তর করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ৪ঃ যে ব্যক্তি কোন উপায়ে কোন জন্তুকে হাটায়, সেই ব্যক্তি সেই জন্তুকে এবং অনুরূপভাবে সৃষ্ট গতির ফলে উক্ত জন্তু কর্তৃক স্থানান্তরিত প্রত্যেক বস্তুকে স্থানান্তর করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ৫ঃ সংজ্ঞায় উল্লেখিত সম্মতি স্পষ্ট বা পরোক্ষ হইতে পারিবে এবং উক্ত সম্মতি দখলকারী ব্যক্তি বা উক্ত উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বা পরোক্ষ অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) ক এই অভিপ্রায়ে য-র ভূমির উপরস্থ একটি বৃক্ষ কর্তন করে যে, সে য-র অধিকার হইতে য-র সম্মতি ব্যতিরেকে গাছটি অসাধুভাবে লইয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে

ক অনুরূপ লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে বৃক্ষটি কর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে উহা চুরি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক তাহার পকেটে কুকুরের জন্য একটি টোপ রাখে এবং ইহার সাহায্যে য-র কুকুরকে ইহা অনুসরণ করিতে প্রলুব্ধ করে। এইক্ষেত্রে যদি কুকুরটিকে য-র অধিকার হইতে য-র সম্মতি ব্যতিরেকে অসাধুভাবে লইয়া যাওয়া ক-র অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে য-র কুকুরটি ক-কে অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ক চুরি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক সঞ্চিত অর্থপূর্ণ একটি বাক্সবাহী একটি ষাঁড় দেখিতে পায়। সে এই অভিপ্রায়ে ষাঁড়টিকে এক বিশেষ দিকে পরিচালিত করে যেন সে উক্ত সঞ্চিত অর্থ অসাধুভাবে ছিনাইয়া লইতে পারে। ষাঁড়টি চলিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে ক উক্ত সঞ্চিত অর্থ চুরি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ক য-র চাকর এবং সে য কর্তৃক য-র রেকাবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। সে য-র সম্মতি ব্যতিরেকেই অসাধুভাবে রেকাবটি লইয়া ভাগিয়া যায়। ক চুরি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) য ভ্রমণে যাওয়ার কালে তাহার প্রত্যাবর্তন অবধি তাহার রেকাবখানা কোন এক পণ্যাগার রক্ষক ক-র নিকট রাখিয়া যায়। ক রেকাবখানা এক স্বর্ণকারের নিকট লইয়া যায় ও উহা বিক্রয় করে। এইক্ষেত্রে, রেকাবখানা য-র অধিকারে ছিল না। অতএব ইহা য-র অধিকার হইতে নেওয়া হয় নাই এবং ক চুরি করে নাই, যদিও সে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া থাকে।

(চ) ক য-র অধিকারভুক্ত একটি ঘরে টেবিলের উপর য-র মালিকানাধীন একটি আংটি দেখিতে পায়। এইক্ষেত্রে, আংটিটি য-র অধিকারভুক্ত এবং যদি ক অসাধুভাবে ইহা অপসারণ করে, তাহা হইলে ক চুরি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ছ) ক রাজপথে একটি আংটি দেখিতে পায়, যাহা কাহারও অধিকারভুক্ত নহে। ক উহা গ্রহণ করাতে কোন চুরি করে বলিয়া গণ্য হইবে না, যদিও সে অপরাধমূলক সম্পত্তি তস্রূপ করিয়া থাকে।

(জ) ক য-র অধিকারভুক্ত একটি ঘরে টেবিলের উপর য-র মালিকানাধীন একটি আংটি দেখিতে পায়। তল্লাশ ও ধরা পড়ার ভয়ে আংটিটি তখনই আত্মসাৎ করিতে সাহস না করিয়া ক আংটিটি য-র দৃষ্টিপথে আসার সম্ভাবনা খুবই কম রহিয়াছে এমন এক স্থানে এই অভিপ্রায়ে লুকাইয়া রাখে যেন সে উক্ত গোপন স্থান হইতে উহা লইয়া যাইতে পারে ও উহার হারানোর ব্যাপার বিস্মৃত হওয়ার পর বিক্রয়

করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে ক আংটিটি প্রথম স্থানান্তর করার সময় চুরি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঝ) ক জহুরী য-কে তাহার ঘড়ি নিয়ন্ত্রিত করিতে দেয়। য উহা তাহার দোকানে লইয়া যায়। জহুরী ঋণের জমানত বাবদ ঘড়িটি আইনতঃ আটক করিতে পারে জহুরীর নিকট এইরূপে কোন ঋণে ঋণী নহে বলিয়া য প্রকাশ্যভাবে দোকানে ঢুকে, বলপূর্বক য-র হাত হইতে তাহার ঘড়ি ছিনাইয়া লয় এবং উহা লইয়া যায়, এইক্ষেত্রে, যদিও সে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা আক্রমণ করিয়া থাকে তথাপি সে চুরি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না, যেহেতু সে যাহা করিয়াছে তাহা অসাধুভাবে করে নাই।

(ঞ) যদি ক ঘড়ি মেরামত বাবদ য-র অর্থ ধারে, এবং যদি য উক্ত ঋণের জমানত বাবদ আইনতঃ ঘড়িটি আটকায়, এবং য-কে তাহার ঋণের জমানত হিসাবে উক্ত বস্তু হইতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে য-র অধিকার হইতে ঘড়িটি ছিনাইয়া লয়, তাহা হইলে সে চুরি করে বলিয়া গণ্য হইবে, যেহেতু সে উহা অসাধুভাবে ছিনাইয়া লয়।

(ট) পুনশ্চ, যদি ক য-র নিকট তাহার ঘড়ি বন্ধক রাখিয়া, ঘড়ির জমানতে ধারকৃত অর্থ পরিশোধ না করিয়া য-র সম্মতি ব্যতিরেকে য-র অধিকার হইতে ঘড়িটি ছিনাইয়া লয়, তাহা হইলে সে চুরি করে বলিয়া গণ্য হইবে যদিও ঘড়িটি তাহার সম্পত্তি; কারণ সে উহা অসাধুভাবে ছিনাইয়া লয়।

(ঠ) ক য-র মালিকানাধীন একটি দ্রব্য য-র সম্মতি ব্যতিরেকে য-র অধিকার হইতে এই অভিপ্রায়ে লইয়া যায় যে সে য-র নিকট হইতে উহা পুনরুদ্ধারের পুরস্কার লাভ না করা অবধি উহা রাখিয়া দিবে। এইক্ষেত্রে ক অসাধুভাবে গ্রহণ করে। ক চুরি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ড) ক য-র সহিত তাহার বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকায় য-র অবর্তমানে য-র পাঠাগারে গমন করে এবং কেবল পড়ার উদ্দেশ্যে এবং ফেরত করার অভিপ্রায়ে য-র প্রকাশ্য সম্মতি ব্যতিরেকে একটি পুস্তক লইয়া যায়। এইক্ষেত্রে সম্ভবতঃ ক এইরূপ ধারণা করিয়া থাকিতে পারে যে, তাহার য-র বই ব্যবহার করার ব্যাপারে য-র পরোক্ষ সম্মতি ছিল। যদি ইহাই ক-র ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক চুরি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(ঢ) ক য-র স্ত্রীর নিকট সাহায্য চায়। সে ক-কে অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্রাদি দান করে, যাহা তাহার স্বামী য-র মালিকানাধীন বলিয়া ক জানে। এইক্ষেত্রে সম্ভবতঃ ক-র এই ধারণা হইতে পারে যে য-র স্ত্রীর ভিক্ষাদানের অধিকার

রহিয়াছে। যদি ইহাই ক-র ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক চুরি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(ণ) ক য-র স্ত্রীর অবৈধ প্রণয়ী। সে ক-কে একটি মূল্যবান বস্তু দান করে, যাহা তাহার স্বামী য-র মালীকানাধীন বলিয়া এবং যাহা দান করিবার জন্য য-র নিকট হইতে সে কোন অধিকার লাভ করে নাই বলিয়া ক জানে। ক যদি বস্তুটি অসাধুভাবে গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে চুরি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ত) ক সদ্‌বিশ্বাসে য-র মালিকানাধীন সম্পত্তি তাহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া উক্ত সম্পত্তি য-র অধিকার হইতে লইয়া যায়। এই ক্ষেত্রে, যেহেতু ক অসাধুভাবে গ্রহণ করে না, সেইহেতু সে চুরি করে বলিয়া গণ্য হইবে না।

সাধারণ বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ শুরু হইল। এই পরিচ্ছেদ আমাদের দেশে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হইতেছে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ। আমাদের দেশে এই অপরাধের সংখ্যাই বেশী।

আমাদের দেশে অদ্যাবধি সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। এই ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে যাহারা আঘাত হানে, তাহাদের বিরুদ্ধে এই পরিচ্ছেদে শাস্তির বিধান করা হইয়াছে।

এই পরিচ্ছেদে নিম্নবর্ণিত অপরাধসমূহ বর্ণিত হইয়াছে:

১। চুরি (৩১৮ হইতে ৩৮২ ধারা)।
২। ছিনাইয়া লওয়া (৩৮৩ হইতে ৩৮৯ ধারা)।
৩। দস্যুতা এবং ডাকাতি (৩৯০ হইতে ৪০২ ধারা)।
৪। সম্পত্তি অপরাধমূলকভাবে আত্মসাৎ করা (৪০৩ এবং ৪০৪ ধারা)।
৫। আমানত খেয়ানত করা (৪০৫ হইতে ৪০৯ ধারা)
৬। চুরি করা বা লুণ্ঠন করা মাল রাখা (৪১০ হইতে ৪১৪ ধারা)।
৭। প্রতারণা (৪১৫ হইতে ৪২০ ধারা)।
৮। ভুয়া দলিল প্রণয়ন এবং সম্পত্তি বিন্যাস করা (৪২১ হইতে ৪২৪ ধারা)।
৯। ক্ষতি (৪২৫ হইতে ৪৪০ ধারা)।
১০। অনধিকার প্রবেশ (৪৪১ হইতে ৪৬২ ধারা)।

এই ধারার বিশ্লেষণ

এই ধারায় চুরি কাহাকে বলে তাহা বিশদভাবে বুঝানো হইয়াছে। অতঃপর যাহাতে কোন গোলমাল না থাকিয়া যায় সেইজন্য উদাহরণ যোগ করা হইয়াছে।

সাধারণভাবে চুরি বলিতে দুইটি উপাদান আসিয়া যায়। তাহার মধ্যে প্রথমটি হইতেছে কোন স্থাবর সম্পত্তিকে তাহার দখলদার ব্যক্তির দখল হইতে তদীয় বিনা অনুমতিতে সরানো। এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অসাধু উদ্দেশ্যে ঐ কাজটি করা। ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, চুরি বলিতে দ্রব্যের মালিকের অসম্মতিতে সরানো এবং চোরের অসাধু উদ্দেশ্যে লওয়া বুঝায়।[৬১০]

অসাধুভাবে

যেখানে অসাধুতা নাই সেখানে চুরি নাই। কিন্তু না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে তাহা নিশ্চয়ই সৎ উদ্দেশ্যে করা হইতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। অসাধুতা বলিতে নিম্নবর্ণিত তিনটি অবস্থা বুঝায়ঃ

(ক) অন্যায় পথ গ্রহণ করা।

(খ) বেআইনী লাভ বা লোকসান করা।

(গ) বেআইনী লাভ বা লোকসানের জন্য বেআইনী পথ পরিগ্রহ করা।

অস্থাবর সম্পত্তি

ইহা আলোচ্য বিধির ২২ ধারায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

দখল

চুরির অপরাধে দখল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধানকাটা মামলায় দখলের প্রশ্ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া দেখা দেয়। জমি যাহার দখলে আছে একমাত্র সেই ব্যক্তিই শুধু তাহার ফসল লইতে পারেন। অন্য ব্যক্তি যদি ফসল লইয়া যায় তবে সেই অসাধু ব্যক্তি চোর। জমি কাহার দখলে আছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। ইহা সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল।

মুল ধারার অনুবাদ

চুরির শাস্তি

৩৭৯। যে ব্যক্তি চুরি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় চুরির শাস্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি চুরি করেন, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অস্থাবর সম্পত্তিকে সরাইয়াছিলেন।

২। ঐ অস্থাবর সম্পত্তি তখন অন্য ব্যক্তির দখলে ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ কাজ দখলকারীর বিনানুমতিতে করিয়াছিলেন।

৪। তিনি ঐ অস্থাবর সম্পত্তি তাহার দখলকার হইতে লইবার অভিপ্রায়ে উহা সরাইয়াছিলেন।

৫। তিনি উহা অসাধুভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি

৩৮০। যে ব্যক্তি, মনুষ্য বসবাস বা সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় এইরূপ অট্টালিকা, তাঁবু বা জাহাজ চুরি অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

বাসগৃহ, তাঁবু বা জাহাজ চুরি করিলে চোর অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

চুরি কাহাকে বলে তাহা আমরা দেখিয়াছি। বর্তমান ধারায় দালান, তাঁবু ও জাহাজে চুরির কথা বলা হইয়াছে। ঐগুলি মনুষ্য বসবাসের বা সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হইতে হইবে। দালান বলিতে তাহার কারাদণ্ড বুঝায় যদি সেই বারান্দা ঐ দালানের অংশ হয়।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পূর্বের ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যগুলি প্রমাণ করিতে হয় এবং তদুপরি আরো প্রমাণ করিতে হয় যেঃ

১। যে সম্পত্তি চুরি করা হইয়াছিল উহা কোন দালান, তাঁবু বা জাহাজে অবস্থিত ছিল।

২। ঐ দালান, তাঁবু বা জাহাজ মনুষ্য বসবাসের জন্য কিংবা সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

কেরাণী বা চাকর কর্তৃক মনিবের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি চুরি

৩৮১। যে ব্যক্তি, একজন কেরাণী বা চাকর হইয়া অথবা একজন কেরাণী বা চাকর হিসাবে নিযুক্ত হইয়া তাহার মালিক বা নিয়োগকারীর অধিকারভুক্ত কোন সম্পত্তি চুরি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

কেরাণী বা চাকর কর্তৃক মনিবের দখলকৃত সম্পত্তি চুরি করার শাস্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ৩৭৯ ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সমস্ত তথ্যাদি প্রমাণ করিতে হয়, সেইগুলি করিতে হয়। তদুপরি প্রমাণ করিতে হয় যে, তৎকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি কেরাণী বা চাকর ছিলেন কিংবা ঐরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

চুরি করার উদ্দেশ্যে মৃত্যু ঘটান, আঘাত দান বা আটকানোর প্রস্তুতি নেওয়ার পর চুরি অনুষ্ঠান

৩৮২। যে ব্যক্তি, চুরি করার উদ্দেশ্যে বা চুরি করার পর তাহার পলায়ন সুগম করার উদ্দেশ্যে অথবা চুরির দ্বারা গৃহীত মাল রক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার বা তাহাকে আঘাত দান করিবার বা তাহাকে আটকাইবার কিংবা তাহাকে মৃত্যু বা আঘাত বা আটকানোর ভয় দেখাইবার প্রস্তুতি লইয়া চুরি করে, সেই ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে--দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক য-র অধিকারভুক্ত সম্পত্তি চুরি করে; এই চুরি করা কালে সে তাহার পোশাকের নীচে এই উদ্দেশ্যে একটি গুলিভরা পিস্তল রাখে যে, য প্রতিরোধ করিলে সে য-কে আঘাত করিতে পারে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক তাহার কয়েকজন সাথীকে এই উদ্দেশ্যে য-র নিকট মোতায়েন করিয়া য-র পকেট মারে যে, যদি য দেখিয়া ফেলে যে কিছু হইতেছে এবং ক-কে প্রতিরোধ করে বা ধরিয়া ফেলার উদ্যোগ করে, তাহা হইলে তাহারা য-কে বাধা দান করিতে পারে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

চুরি করার উদ্দেশ্যে মৃত্যু ঘটানো, আঘাত দান বা আটকানোর প্রস্তুতি লওয়ার পর চুরি অনুষ্ঠান করিলে সেই অপরাধী অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

এই ধারার অপরাধ দস্যুতার অপরাধের কাছাকাছি। মৃত্যু ঘটাইবার বা আঘাত করিবার বা আটকাইয়া রাখিবার প্রস্তুতি লইয়া চুরি করা এই ধারায় অপরাধ। আর চুরি করিবার সময় এই প্রকার কাজ করিলেই তাহা দস্যুতা হইয়া যায়।

চুরি করিবার সময় চোর যদি কোন অস্ত্র হাতে রাখে, তবে ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, সে চুরির পথ সুগম করিবার জন্য অস্ত্র সাথে রাখিয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারার প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী ৩৭৮ ধারার অনুরূপ। তদুপরি আরো প্রমাণ করিতে হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি চুরি করিবার সময় মৃত্যু, আঘাত, আটক বা তাহাদের ভয় সৃষ্টি করিবার প্রস্তুতি লইয়াছিলেন এবং তিনি ঐ প্রস্তুতি লইয়াছিলেন চুরি করিবার জন্য বা পলায়ন করিবার জন্য বা তাহার চুরি করা মাল রক্ষা করিবার জন্য।

বলপূর্বক গ্রহণ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

বলপূর্বক গ্রহণ

৩৮৩। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে, উক্ত ব্যক্তি বা অন্য কাহারও প্রতি ক্ষতির ভয় দেখায় এবং তদ্দ্বারা

উক্ত ভয় প্রদর্শিত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত, কিংবা স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরকৃত কোন কিছু—যাহা মূল্যবান জমানতে রূপান্তরিত হইতে পারে—হস্তান্তর করিতে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি 'বলপূর্বক গ্রহণ' করে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক, য তাহাকে অর্থ প্রদান না করিলে, য সম্পর্কে কুৎসামূলক লেখা প্রকাশ করার ভয় দেখায়। এইরূপে সে তাহাকে অর্থ প্রদান করার জন্য য-কে প্রলুব্ধ করে। ক বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক য-কে এই বলিয়া ভয় দেখায় যে, য ক-কে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার জন্য নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়া একটি প্রমিসারি নোট স্বাক্ষর না করিলে ও উহা ক-র নিকট সমর্পণ করিলে সে য-র সন্তানকে অবৈধভাবে আটকাইয়া রাখিবে। য প্রমিসারি নোটটিতে স্বাক্ষর করে ও উহা সমর্পণ করে। ক বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক ভয় দেখায় যে, য যদি এই মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করিয়া এবং খ-র নিকট উহা সমর্পণ করিয়া নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ না করে যে, সে জরিমানা স্বরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল খ-র নিকট হস্তান্তর করিবে, তাহা হইলে সে য-র জমি চাষ করিবার জন্য ক্লাব-সদস্যদের প্রেরণ করিবে এবং তদ্দ্বারা সে য-কে উক্ত অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষর ও সমর্পণ করিতে বাধ্য করে। ক বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ক য-কে গুরুতর আঘাতের ভয় দেখাইয়া অসাধুভাবে য-কে একটি অলিখিত কাগজে স্বাক্ষর করিতে বা উহাতে তাহার সীলমোহর যুক্ত করিতে এবং উহা ক-র নিকট সমর্পণ করিতে প্রলুব্ধ করে। য কাগজটিতে স্বাক্ষর করে ও উহা ক র নিকট সমর্পণ করে। এইক্ষেত্রে, যেহেতু কাগজটি একটি মূল্যবান জমানতে রূপান্তরিত হইতে পারে, সেইহেতু ক বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা এবং পরবর্তী পাঁচটি ধারা বলপূর্বক গ্রহণ সম্পর্কিত।

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে কোন ভয় দেখানো এবং ভয় দেখাইয়া ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করাকে সাধারণভাবে বলপূর্বক গ্রহণ বলা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি

যখন স্বেচ্ছাকৃতভাবে, তাহার শিকার হইয়াছেন যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিকে, অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখায় এবং যখন ঐ ভয় প্রদর্শিত ব্যক্তি ভয়ে পড়িয়া কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত বা স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরকৃত কোন কিছু যাহা মূল্যবান জমানতে রূপান্তরিত হইতে পারে, হস্তান্তর করিতে প্রলুব্ধ হয় তখন অভিযুক্ত ব্যক্তি বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হয়।

বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ ততক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত ভয়ে সম্পত্তি হস্তান্তরের ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগ্রত না হয়। ভয় দেখাইয়া না লইলে সেই সম্পত্তি গ্রহণকে বলপূর্বক বলা যায় না। তবে সরলভাবে কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া অতঃপর ঐ বস্তু সম্পর্কে ভয় দেখাইয়া রসিদ লওয়া এই ধারায় অপরাধ।[৬১১]

ভয় দেখানো

ক্ষতির ভয় দেখাইয়া কোন সম্পত্তি গ্রহণ করিলে তাহাকে বলপূর্বক গ্রহণ বলে। তবে এই ক্ষতি সব সময় যে দৈহিক হইতে হইবে এমন নহে। সত্য বা মিথ্যা মামলায় ভয় দেখাইয়া কোন জিনিস গ্রহণ করিলে বর্তমান ধারায় অপরাধ হয়।[৬১২] তবে যে ক্ষতি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর করিবার অধিকার রাখে, সেই ব্যক্তি ক্ষতির ভয় দেখাইলে এই ধারায় কোন অপরাধ করেন না।[৬১৩]

অসৎ উদ্দেশ্য

সম্পত্তি বা বস্তু হস্তান্তর করিতে প্রলুব্ধ করিবার পশ্চাতে যখন অসাধু অভিপ্রায় করে, তখনই এই ধারার অপরাধ হয়; কোন ব্যক্তিকে বেআইনী ক্ষতির মধ্যে ফেলিয়া দিবার অভিপ্রায়কেই এই সম্পর্কিত অসাধু অভিপ্রায় বলে।[৬১৪] সম্পত্তি মামলার চাপে ফেলিয়া প্রদান করিতে বাধ্য করিলেই তাহা বলপূর্বক গ্রহণ হয় না। মিথ্যা মামলা করিয়া সত্য পাওনা উদ্ধার করা এই ধারার অপরাধ নহে। তবে তামাদিতে বারিত পাওনা উদ্ধার কল্পে মিথ্যা মামলার সৃষ্টি করিয়া ঐ পাওনার টাকা দিতে বাধ্য করিলে এই ধারায় অপরাধ হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

বলপূর্বক গ্রহণের শাস্তি

৩৮৪। যে ব্যক্তি বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলপূর্বক গ্রহণের শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।

এই ধারার প্রধান উপাদান দুইটি ঃ

(ক) কোন ব্যক্তিকে কিংবা অপর ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে খতির আশঙ্কায় আপতিত করা,

(খ) শঙ্কায় নিক্ষিপ্ত ঐ ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত হস্তান্তর করিতে অসাধুভাবে প্রলুব্ধ করা।

বলপূর্বক গ্রহণ এবং চুরির মধ্যে পার্থক্য

১। জোর করিয়া সম্মতি আদায় করিয়া বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ করা হয়। চুরির মধ্যে সম্মতির কোন বালাই নাই। চুরিতে সম্মতি না লইয়াই সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়।

২। চুরির সম্পত্তি শুধুমাত্র অস্থাবর। বলপূর্বক গ্রহণের সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর উভয়ই হইতে পারে।

৩। বলপূর্বক গ্রহণের মধ্যে ক্ষতির ভয় সৃষ্টি করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগের উপাদান বর্তমান। চুরির মধ্যে শক্তি প্রয়োগ নাই।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বাঁদীকে কোন ক্ষতির ভয়ের মধ্যে ফেলিয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে ভয় দেখাইয়াছিলেন উহা বাদীকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি করিবার ভয়।

৩। তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভয় দেখাইয়াছিলেন।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ভয় প্রদর্শিত ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত বা স্বাক্ষরিত ও সীলকৃত কিছু যাহা পরে মূল্যবান জমানতে পরিণত হইতে পারে প্রদান করিতে অসাধুভাবে বাধ্য করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতির ভীতি প্রদর্শন

৩৮৫। যে ব্যক্তি বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতির ভীতি প্রদর্শন করে বা কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতির ভীতি প্রদর্শনের উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি

যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

বলপূর্বক গ্রহণের জন্য ক্ষতির ভয় দেখানো এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

বাঁদীকে ভয়ের মধ্যে ফেলিবার জন্য এবং ভয়ের মধ্যে ফেলিয়া তাহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিবার জন্য যে চেষ্টা. তাহাই এই ধারার অপরাধ।

প্রমাণ

এই ধারার অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে ভয়ের মধ্যে ফেলিয়াছিলেন বা ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

২। কোন ক্ষতি সম্পর্কে ঐ ভয় দেখান হইয়াছিল।

৩। বলপূর্বক গ্রহণের অভিপ্রায়ে ভয় দেখান হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখাইয়া বলপূর্বক গ্রহণ

২৮৬। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির প্রতি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধ অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখাইয়া বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধের শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বাঁদীকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয়ের মধ্যে ফেলিয়াছিলেন।

২। ঐ ভয় কোন ক্ষতির জন্য প্রদর্শিত হইয়াছিল।

৩। বলপূর্বক গ্রহণের অভিপ্রায়ে উহা করা হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভীতি প্রদর্শন

৩৮৭। যে ব্যক্তি বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির প্রতি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখায় বা দেখাইবার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে-যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভীতি প্রদর্শনের শাস্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ৩৮৫ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় কিন্তু তাহার প্রথম তথ্যের পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত তথ্য প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয়ের মধ্যে ফেলিয়াছিলেন বা ফেলিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

মৃত্যুদণ্ডে বা দ্বীপান্তর দণ্ডে ইত্যাদিতে দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগের ভয় দেখাইয়া বলপূর্বক গ্রহণ

৩৮৮। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে

দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বা করিবার উদ্যোগ করিয়াছে কিংবা অপর কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠান করিতে প্রলুব্ধ করার উদ্যোগ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করার ভয় দেখাইয়া বলপূর্বক গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে এবং যদি অপরাধটি অত্র বিধির ৩৭৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হয় তাহা হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

বিশ্লেষণ

মৃত্যুদণ্ডে বা দ্বীপান্তর দণ্ডে ইত্যাদিতে দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগের ভয় দেখাইয়া বলপূর্বক গ্রহণ করার যে অপরাধ, এই ধারায় তাহার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ হইতেছে অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। আর যদি অপরাধটি এই বিধির ৩৭৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে ঐ শাস্তির পরিমাণ হইবে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সেই সব তথ্যগুলি প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বাঁদীকে কোন অপরাধের অভিযোগের ভয় দেখাইয়াছিলেন এবং ঐ অপরাধ ছিল এমন প্রকৃতির, যাহার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা দশ বৎসর কারাদণ্ড, অথবা

অভিযুক্ত ব্যক্তি, বাঁদীকে উক্ত অপরাধের প্রচেষ্টার অভিযোগের ভয় দেখাইয়াছিলেন, অথবা

অভিযুক্ত ব্যক্তি বাঁদীকে উক্ত অপরাধের সহায়তার ভয় দেখাইয়াছিলেন, অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে

অভিযুক্ত ব্যক্তি বাঁদীকে অপরাধের অভিযোগের ভয় দেখাইয়াছিলেন যাহা তিনি ৩৭৭ ধারায় শাস্তিযোগ্য।

২। ঐ ক্ষতির ভয় বাঁদীকে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখান হইয়াছিল।

৩। ঐ ভয় প্রদর্শন স্বেচ্ছাকৃত ছিল।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ ভয় দেখাইয়া ভয় প্রদর্শিত ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত প্রভৃতি প্রদান করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা অসাধুভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অপরাধে অভিযুক্ত করার ভীতি প্রদর্শন

৩৮৯। যে ব্যক্তি বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তকে উক্ত ব্যক্ত ব অপর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বা করিবার উদ্যোগ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করার ভয় দেখায়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং যদি অপরাধটি অত্র বিধির ৩৭৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হয় তাহা হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অপরাধে অভিযুক্ত করার ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি ঘোষণা করিয়াছে। শাস্তির পরিমাণ হইতেছে অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। আর যদি অপরাধটি আলোচ্য বিধির ৩৭৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হয়, তবে ঐ শাস্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে ধারিত হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখাইয়াছিলেন বা ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

২। ঐ ভয় ছিল কোন অপরাধের অভিযোগ সম্পর্কে অথবা অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা সম্পর্কে।

৩। ঐ অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড অথবা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা করিয়াছিলেন বলপূর্বক গ্রহণ করিবার জন্য।

বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রমাণ করা যায়,

৫। অভিযোগ ছিল এমন অপরাধ সম্পর্কে, যাহা আলোচ্য বিধির ৩৭৭ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য।

দস্যুতা ও ডাকাতি সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

৩৯০। সর্বপ্রকার দস্যুতায় হয় চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ জড়িত রহিয়াছে।

যে ক্ষেত্রে চুরি দস্যুতা বলিয়া গণ্য হয়

যদি চুরি করার উদ্দেশ্যে বা চুরি করার কালে, কিংবা চুরির সাহায্যে লব্ধ সম্পত্তি বহন বা বহনের উদ্যোগ কালে, অপরাধকারী তদুদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা তাহাকে আঘাত দান করে ব তাহাকে অবৈধভাবে আটক করে বা করার উদ্যোগ করে, কিংবা তাহাকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করে বা করার উদ্যোগ করে, তাহা হইলে উক্ত চুরি 'দস্যুতা" বলিয়া গণ্য হইবে।

যে ক্ষেত্রে বলপূর্বক গ্রহণ দস্যুতা বলিয়া গণ্য হইবে

যদি বলপূর্বক গ্রহণ কালে অপরাধকারী ব্যক্তি ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত থাকে এবং উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত ব তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলপূর্বক গ্রহণ করে, এবং অনুরূপভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়া অনুরূপ ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক গৃহীত বস্তুসমর্পণ করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে বলপূর্বক গ্রহণ "দস্যুতা" বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ অপরাধকারী ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধ করার জন্য যথেষ্ট নিকটবর্তী হইলে সে উপস্থিত বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক য-কে ফেলিয়া ধরে, এবং য-র সম্মতি ব্যতিরেকে প্রতারণামূলকভাবে য-র পোশাক হইতে য-র অর্থ ও গহনাসমূহ ছিনাইয়া লয়। এই ক্ষেত্রে ক চুরি করিয়াছে এবং উক্ত চুরি করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে য-কে অবৈধভাবে আটক করিয়াছে। অতএব ক দস্যুতা করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক রাজপথে য-র সাক্ষাৎ পায়, পিস্তল দেখায় ও য-র অর্থ দাবী করে। ফলে য তাহার অর্থ সমর্পণ করে। এই ক্ষেত্রে ক য-কে তাৎক্ষণিক আঘাতের ভীতি প্রদর্শন করিয়া য-র অর্থ বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছে এবং উক্ত বলপূর্বক গ্রহণ সম্পাদনকালে তাহার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে। অতএব ক দস্যুতা অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

গ) ক রাজপথে য ও খ-র শিশুর সাক্ষাৎ পায়। ক শিশুটিকে ছিনাইয়া লয়, এবং য তাহার অর্থ সমর্পণ না করিলে শিশুটিকে একটি খাড়া গিরিচূড়ার নীচে নিক্ষেপ করার ভয় দেখায়, ফলে য তাহার অর্থ সমর্পণ করে। এই ক্ষেত্রে, ক য-কে তাহার শিশুর প্রতি যে উপস্থিত রহিয়াছে—তাৎক্ষণিক আঘাতের ভীতি প্রদর্শন করিয়া য হইতে উক্ত অর্থ বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছে। অতএব ক য-র প্রতি দস্যুতা করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ক এই বলিয়া য-র নিকট হইতে সম্পত্তি লাভ করে- "তোমার সন্তান আমার গুণ্ডাদলের হাতে রহিয়াছে এবং তুমি দশ হাজার টাকা না পাঠাইলে তোমার সন্তানকে মারিয়া ফেলা হইবে।" ইহা বলপূর্বক গ্রহণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপভাবে দণ্ডনীয় হইবে কিন্তু য-কে তাহার সন্তানের তাৎক্ষণিক মৃত্যুভয় না দেখাইলে ইহা দস্যুতা বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

বর্তমান ধারা এবং আরো বারটি ধারা দুইটি বিশেষ অপরাধের কথা বলিয়াছে। এই অপরাধ দুইটি বাংলাদেশে অপ্রচুর নহে। ইহারা হইতেছে দস্যুতা এবং ডাকাতি।

দস্যুতা সম্বন্ধে নিম্নবর্ণিত ৫টি ধারা বিদ্যমান ঃ

১। দস্যুতার চেষ্টা (৩৯৩ ধারা)।

২। সাধারণ দস্যুতা (৩৯২ ধারা)।

৩। মারাত্মক অস্ত্র লইয়া দস্যুতা (৩৯৮ ধারা)।

৪। আঘাত সহ দস্যুতা ৩৯৪ ধারা)।

৫। গুরুতর আঘাত অথবা মৃত্যুসহ দস্যুতা (৩৯৭ ধারা)।

ডাকাতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত ৭টি ধারা বিদ্যমান ঃ

১। ডাকাতির প্রস্তুতি (৩৯৯ ধারা)।

২। ডাকাতিতে যোগদান (৪০০ ধারা।

৩। ডাকাতির জন্য একত্রিত হওয়া (৪০২ ধারা)।

৪। সাধারণ ডাকাতি (৩৯৫ ধারা)।

৫। মারাত্মক অস্ত্র লইয়া ডাকাতি (৩৯৮ ধারা)।

৬। গুরুতর আঘাত সহ ডাকাতি (৩৯৭ ধারা)।

৭। খুন সহ ডাকাতি (৩৯৬ ধারা)।

এই ধারায় দস্যুতার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

দস্যুতা, চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণের হিংস্ররূপ। দস্যুতার মধ্যে চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণের সম্পর্ক থাকিতে হইবে।

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে চুরি দস্যুতা বলিয়া গণ্য হয়। নিম্নবর্ণিত চারিটি ক্ষেত্রে তাহার নিম্নে বর্ণিত আটটি কাজ যদি কোন ব্যক্তি করে তবে তাহা দস্যুতা হয়।

ক্ষেত্র চারিটি হইতেছে ঃ

১। চুরি করার উদ্দেশ্যে।

২। চুরি করার কালে।

৩। চুরির সাহায্যে লব্ধ সম্পত্তি বহনের ফলে, বা

৪। চুরির সাহায্যে লব্ধ সম্পত্তি বহনের উদ্যোগকালে।

আটটি কাজ হইতেছে তদুদ্দেশ্যে,

১। মৃত্যু ঘটানো।

২। আঘাত করা।

৩। অবৈধভাবে আটক করা।

৪। অবৈধভাবে আটক করার উদ্যোগ করা।

৫। তাৎক্ষণিক মৃত্যু দেখাইবার ভয় দেখানো।

৬। তাৎক্ষণিক আঘাত করিবার ভয় দেখানো।

৭। তাৎক্ষণিক অবৈধ আটকের ভয় দেখানো, বা

৮। এইসব কাজের উদ্যোগ করা।

উপরে বর্ণিত চারিটি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি উপরে বর্ণিত আটটি কাজ করে বা কোন একটি ক্ষেত্রে কাজ করে তবে তাহা দস্যুতা বলিয়া গণ্য হয়।

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বলপূর্বক গ্রহণ দস্যুতা বলিয়া গণ্য হয়ঃ

১। বলপূর্বক গ্রহণের সময় অপরাধী যদি তাহার শিকারের সম্মুখে উপস্থিত থাকে এবং।

২। অপরাধী যদি তাহার শিকার বা অপর কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা আঘাত বা অবৈধ অবরোধের ভয় দেখাইয়া বলপূর্বক গ্রহণ করে, এবং

৩। ভয় দেখাইয়া ভীত ব্যক্তিকে বলপূর্বক গৃহীত বস্তু প্রদান করিতে বাধ্য করে। তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে বলপূর্বক গ্রহণ দস্যুতা বলিয়া গণ্য হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

ডাকাতি

৩৯১। যে ক্ষেত্রে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে কোন দস্যুতা অনুষ্ঠান করে বা করার উদ্যোগ করে কিংবা যে ক্ষেত্রে মিলিতভাবে দস্যুতাকারী বা দস্যুতা অনুষ্ঠান করার উদ্যোগকারী ব্যক্তিগণের এবং উপস্থিত ও অনুরূপ দস্যুতা অনুষ্ঠানে বা উহার উদ্যোগে সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের মোট সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক হয়, সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ অনুষ্ঠানকারী, উদ্যোগকারী বা সাহায্যকারী প্রত্যেক ব্যক্তি "ডাকাতি" করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ডাকাতির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যখন দস্যুতা করে, তখন উহা ডাকাতি হয়। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি দস্যুতা করিবার উদ্যোগ করিলেও তাহা ডাকাতি হয়। দস্যুতার উদ্যোগকারী এবং সাহায্যকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক হইলে ঐ দস্যুতাও ডাকাতি হয়।

ডাকাতি একটি যৌথ অপরাধ। তাহারাই ডাকাত বলিয়া গণ্য হন, যাহারা এই অপরাধে অংশ গ্রহণ করেন অথবা ডাকাত দলের মধ্যে উপস্থিত থাকেন এবং সাহায্য করেন।

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি দস্যুতার প্রচেষ্টা করিলে তাহাও ডাকাতি রূপে গণ্য হয়। ডাকাতগণ লুণ্ঠিত দ্রব্য বহন করিতে অসমর্থ হইলে তাহাতে কিছু আসিয়া

যায় না।[৬১৫] তবে কোন বাড়ী হইতে বে-দখল করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা হয় এবং সেই বাড়ী হইতে কিছু দ্রব্যও অপহরণ করা হয়। অপহরণের সময় কোন শক্তি প্রয়োগ করা হয় নাই। সুতরাং এই কাজ ডাকাতি বলিয়া গণ্য হইবে না।[৬১৬]

মূল ধারার অনুবাদ

দস্যুতার শাস্তি

৩৯২। যে ব্যক্তি দস্যুতা করে, সেই ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে, এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে এবং যদি রাজপথে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে দস্যুতা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত কারাদণ্ড চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইতে পারিবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দস্যুতার শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণভাবে দস্যুতার শাস্তি অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। তবে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে দস্যুতা অনুষ্ঠিত হইলে কারাদণ্ড অনূর্ধ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

(ক) চুরির ক্ষেত্রে,

১। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ছিল অস্থাবর।

২। ঐ সম্পত্তি কোন ব্যক্তির দখলে ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা সরাইয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা দখলকারী ব্যক্তির বিনা অনুমতিতে করিয়াছিলেন।

৫। তিনি ঐ সম্পত্তি দখলকারী ব্যক্তির দখল হইতে লইবার জন্য সরাইয়াছিলেন, এবং

৬। তিনি উহা অবৈধভাবে লাভ করিবার জন্য এবং দখলকারী ব্যক্তির অবৈধভাবে ক্ষতির অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন।

৭। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন বা মৃত্যু ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন অথবা আঘাত করিয়াছিলেন বা আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন অথবা কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করিয়াছিলেন বা আটকের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৮। তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

৯। তিনি উহা চুরি করিবার জন্য করিয়াছিলেন অথবা চুরি করিতে করিয়াছিলেন অথবা চুরির মাল বহন করিবার জন্য অথবা চুরিকৃত মাল বহন করিবার চেষ্টা করিতে করিয়াছিলেন।

(খ) বলপূর্বক গ্রহণের ক্ষেত্রে,

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর বা তাৎক্ষণিক আঘাতের বা তাৎক্ষণিক অবৈধ আটকের ভয় দেখাইয়াছিলেন।

২। তিনি তখন ঐ ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন।

৩। তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন। এবং

৪। তিনি অসাধুভাবে ঐ ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি প্রদান করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

দস্যুতা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ

৩৯৩। যে ব্যক্তি দস্যুতা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দস্যুতা অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

দস্যুতার প্রচেষ্টা

প্রচেষ্টা বলিতে শুধুমাত্র গোপন অভিপ্রায় বুঝায় না। এমন কিছু কাজ প্রকাশ্যে করা উচিত, যাহার দ্বারা প্রচেষ্টা চিহ্নিত করা যায়। প্রস্তুতির পরে এবং অপরাধ অনুষ্ঠানের পূর্বে যে পর্ব, ইহাকেই প্রচেষ্টা পর্ব বা উদ্যোগ পর্ব বলে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আলোচ্য বিধির ৫১১ ধারার প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়। অপরাধের স্থলে দস্যুতার প্রচেষ্টার প্রমাণ দিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

দস্যুতা অনুষ্ঠানকালে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান

৩৯৪। যদি কোন ব্যক্তি দস্যুতা অনুষ্ঠানকালে বা অনুষ্ঠানের উদ্যোগকালে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করে, তাহা হইলে অনুরূপ ব্যক্তি এবং অনুরূপ দস্যুতা অনুষ্ঠান বা উহার উদ্যোগের সহিত মিলিতভাবে জড়িত অন্য যে কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে — যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দস্যুতা অনুষ্ঠানকালে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদানের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ হইতেছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি দস্যুতা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কিংবা দস্যুতা অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিংবা দস্যুতা অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

২। উহা করিবার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি বা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আঘাত করিয়াছিলেন।

৩। ঐ আঘাত স্বেচ্ছাকৃতভাবে করা হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

ডাকাতির শাস্তি

৩৯৫। যে ব্যক্তি ডাকাতি করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ

দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ডাকাতির শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ডাকাতি করেন তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। পাঁচ কিংবা ততোধিক ব্যক্তি অপরাধের সহিত যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল।

২। তাহাদের মধ্যে একজন বা একাধিক ব্যক্তি দস্যুতা করিয়াছিলেন বা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৩। যাহারা অনুষ্ঠানে দস্যুতা করিতে বা দস্যুতার প্রচেষ্টা করিতে যোগদান করেন নাই, তাহারা উপস্থিত ছিলেন এবং অপরাধ অনুষ্ঠানে বা তাহার প্রচেষ্টায় সাহায্য করিয়াছিলেন।

এইখানে কিছু বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। মূল অপরাধ হইতেছে চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ। সুতরাং ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণের অপরাধের জন্য প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়। কিন্তু সব চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ ডাকাতি নহে। চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ যখন হিংসাশ্রয়ী হয়, তখন উহা দস্যুতার রূপ পরিগ্রহ করে। পাঁচজন বা ততোধিক ব্যক্তির দস্যুতা ডাকাতি নামে পরিচিত। সুতরাং ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে দস্যুতার অভিযোগও প্রমান করিতে হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

খুন সহকারে ডাকাতি

৩৯৬। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যাহারা মিলিতভাবে ডাকাতি করিতেছে, তাহাদের যে কোন একজন অনুরূপভাবে ডাকাতি করা কালে খুন করিলে উক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেক মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত

হইতে পারে· দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

খুন সহকারে ডাকাতির শাস্তি এই ধারায় বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ হইতেছে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। ডাকাতি হইয়াছিল (ডাকাতির অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সমস্ত তথ্যাবলী প্রমাণ করা প্রয়োজন উহা প্রমাণ করিতে হইবে।)

২। ডাকাতদের মধ্যে কেহ খুন করিয়াছিলেন।

৩। ঐ খুন ডাকাতি অনুষ্ঠানের সময় করা হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত সংগঠনের উদ্যোগ সহকারে দস্যুতা বা ডাকাতি

৪৯৭। যদি দস্যুতা বা ডাকাতি করার কালে অপরাধকারী কোন মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে বা কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত করে, কিংবা কোন ব্যক্তির প্রতি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাইবার উদ্যোগ করে তাহা হইলে অনুরূপ অপরাধকারী যে দণ্ডে দণ্ডিত হইবে তাহার মেয়াদ সাত বৎসরের কম হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত সংঘটনের উদ্যোগ সহকারে দস্যুতা বা ডাকাতির শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ হইবে অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। দস্যুতা অথবা ডাকাতি হইয়াছিল (দস্যুতা এবং ডাকাতির অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে সমস্ত তথ্যাবলীর প্রমাণ আবশ্যক ঐগুলি প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি,

(ক) মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, অথবা

(খ) গুরুতরভাবে আঘাত করিয়াছিলেন, অথবা

(গ) মৃত্যু ঘটাইবার বা গুরুতর আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি দস্যুতা বা ডাকাতি অনুষ্ঠানকালে উহা করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় দস্যুতা বা ডাকাতি করার উদ্যোগ

৩৯৮। যদি দস্যুতা বা ডাকাতি করার উদ্যোগ কালে অপরাধকারী ব্যক্তি কোন মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়, তাহা হইলে অনুরূপ অপরাধকারী যে দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, তাহার মেয়াদ সাত বৎসরের কম হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দস্যুতা বা ডাকাতি করার উদ্যোগের শাস্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্তির মেয়াদ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন।

২। অস্ত্র ছিল মারাত্মক ধরনের।

৩। অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি যে দস্যুতা বা ডাকাতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণ করিতে হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

ডাকাতি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ

৩৯৯। যে ব্যক্তি ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার প্রস্তুতি নেয়, সেই ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার

মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে
এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে ।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ডাকাতি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণের শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রস্তুতি

প্রস্তুতি শব্দটি শুধু এই ধারায় নয়, আলোচ্য বিধির ১২২ এবং ১২৬ ধারাতেও বর্তমান।

প্রস্তুতি বলিতে অভিপ্রায়ের পরবর্তী স্তর বুঝায়। এক ব্যক্তি ডাকাতি করিতে মনস্থ করিলেন। ইহা তাহার অভিপ্রায়। কোন কিছু করিতে মনস্থ করা বা ইচ্ছা করা বা মনে মনে উদ্যোগ করাকে অভিপ্রায় বলা হয়। শুধুমাত্র অভিপ্রায় অপরাধ নহে। কারণ অভিপ্রায় করিবার পরও মানুষ ইচ্ছাকৃত কাজ হইতে বিরত থাকিতে পারে। অভিপ্রায় অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অভিপ্রায়ের পরে আসে প্রস্তুতি। যিনি ডাকাতি করিতে মনস্থ করিলেন তিনি সেই ক্ষেত্রে আরো পাঁচজনকে ডাকিয়া সভা করিলেন। ইহাই প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি হইলেই বর্তমান ধারার অপরাধ হইয়া যায়।[৬১৭]

তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্তমান ধারা শুধু ডাকাতির প্রস্তুতি সম্বন্ধে বিধান দিয়াছে, চুরি বা দস্যুতা সম্পর্কে কিছু বলে নাই।

প্রস্তুতি কোন পদ্ধতিতে এবং কিভাবে করিলে তাহা এই ধারার অপরাধরূপে গণ্য হইবে, সে সম্পর্কে বর্তমান ধারা কিছু বলে নাই। তবে সরকারীভাবে বুঝা যায় যে এই প্রস্তুতি বলিতে ডাকাতির দল সংগঠন করা তাহাদের কাজের প্লান তৈরী করা প্রভৃতি বুঝায়।

প্রমাণ

এই ধারার অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। ঐ প্রস্তুতি ছিল ডাকাতি করিবার জন্য।

মূল ধারার অনুবাদ

ডাকাত দলভুক্ত হওয়ার শাস্তি

৪০০। যে ব্যক্তি অত্র আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর যে কোন সময় অভ্যাসগতভাবে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ লোকদের দলভুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থ-দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

অভ্যাসগতভাবে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ লোকদের দলভুক্ত হইলে এই ধারায় অপরাধ হয়। এই অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

ডাকাতের দল

ডাকাতের দল তৈয়ার করা কিংবা ডাকাতদের দলের সদস্য হওয়া গুরুতর অপ-রাধ। সেই অপরাধের শাস্তি বর্তমান ধারায় বিধৃত। শুধুমাত্র অভ্যাসগতভাবে ডাকাতের দলভুক্ত হইলেই এই ধারার অপরাধ হইয়া যায়। ডাকাত দলের কোন ডাকাতের সহিত পরিচয় থাকিলেই কোন ব্যক্তিকে ডাকাতের দলভুক্ত বলা যায় না। ডাকাতদের সাথে অভ্যাসগতভাবে মেলামেশা করা প্রয়োজন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। একটি ডাকাতের দল ছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহাতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

৩। ঐ দলের উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতি করা।

৪। ঐ দলে যোগদান করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি ডাকাতি করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

চোরদের দলভুক্ত হওয়ার শাস্তি

৪০১। যে ব্যক্তি, অত্র আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর যে কোন সময় অভ্যাসগতভাবে চুরি বা দস্যুতা করার উদ্দেশ্যে

সংঘবদ্ধ ব্যক্তিদের ঠগ বা ডাকাতদল ব্যতীত কোন ভবঘুরে বা অন্য কোন প্রকার দলভুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে - দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় চোরদের দলভুক্ত হওয়ার শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। শুধুমাত্র অভ্যাসগতভাবে চোর বা দস্যুদের দলভুক্ত হইলেই এই ধারার অপরাধ হইয়া যায়।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। একটি চোরদের দল ছিল।

২। তাহারা চুরি বা দস্যুতা করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিলেন।

৩। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল অভ্যাসগতভাবে চুরি করা। এবং

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি চুরি বা দস্যুতার অভিপ্রায়ে ঐ দলের সাথে মিলিত হইয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া

৪০২। য ব্যক্তি, অত্র আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর যে কোন সময় ডাকাতির উদ্দেশ্যে সমবেত পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একজন হয়, সেই ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেরও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। পাঁচ কিংবা ততোধিক ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন।

২। তাহারা সমবেত হইয়াছিলেন ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে।

অপরাধমূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ

৪০৩। যে ব্যক্তি অসাধুভাবে কোন অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা তাহার নিজস্ব ব্যবহারে পরিণত করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ড—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক ক সদ্বিশ্বাসে য-র মালিকানাধীন সম্পত্তি য-র অধিকার হইতে লইয়া যায়। উহা লইয়া যাওয়ার কালে সে বিশ্বাস করে যে, উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজের মালিকানাধীন। ক চুরির অপরাধে দোষী গণ্য হইবে না; কিন্তু যদি ক তাহার ভুল বুঝিতে পারিবার পর অসাধুভাবে উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজস্ব ব্যবহারে পরিণত করে, তাহা হইলে সে অত্র ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) য-র সহিত ক-র বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় ক য-র অবর্তমানে য-র লাইব্রেরীতে যায় এবং য-র স্পষ্ট সম্মতি ব্যতিরেকে একটি বই লইয়া যায়। এইক্ষেত্রে যদি ক-র এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে, তাহার উক্ত বইটি পড়িবার উদ্দেশ্যে লইয়া যাইবার জন্য য র পরোক্ষ সম্মতি ছিল, তাহা হইলে সে চুরি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু যদি পরে ক বইটি তাহার নিজের উপকারার্থ বিক্রয় করে, তাহা হইলে সে অত্র ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ ক ও খ একটি অশ্বের যুগ্ম মালিক। ব্যবহার করার অভিপ্রায়ে ক অশ্বটি খ-র অধিকার হইতে লইয়া যায়। এইক্ষেত্রে যেহেতু ক-র অশ্বটি ব্যবহার করার

অধিকার রহিয়াছে, সেইহেতু সে উহা অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বলিয়া গণ্য হইবে না, কিন্তু যদি ক অশ্বটি বিক্রয় করে এবং সমস্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে সে অত্র ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ শুধু একবারের জন্য অসাধু আত্মসাৎকরণ ও অত্র ধারার তাৎপর্যাধীন আত্মসাৎকরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ

ক য-র মালিকানাধীন একটি অ-লিখিত পৃষ্ঠাঙ্কনধারী সরকারী প্রমিসারী নোট দেখিতে পায়। নোটটি য-র মালিকানাধীন জানিয়া ক উহা ভবিষ্যতে কোন সময়ে য-র নিকট প্রত্যর্পণ করিবার ইচ্ছায়, কোন মহাজনের নিকট উহা একটি ঋণের জমানত হিসাবে বন্ধক রাখে। ক অত্র ধারার অধীনে একটি অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ২ঃ যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির অধিকারভুক্ত নহে—এইরূপ কোন সম্পত্তি দেখিতে পায় এবং অনুরূপ সম্পত্তি উহার মালিকের পক্ষে সংরক্ষণ করা ও মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করার উদ্দেশে গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি উহা অসাধুভাবে গ্রহণ বা আত্মসাৎ করে বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু যেক্ষেত্রে সে মালিককে চিনে বা উহার মালিককে আবিষ্কার করার উপায় থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিংবা সে মালিককে আবিষ্কার করার বা মালিকের নিকট নোটিশ দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত মাধ্যম ব্যবহার করার পূর্বে এবং মালিককে উহার দাবী পেশ করার সুযোগ দেওয়ার নিমিত্ত যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য উহা সংরক্ষণের পূর্বে উহা নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে, সেইক্ষেত্রে সে উপরে বর্ণিত অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুরূপ ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত মাধ্যম বা যুক্তিসঙ্গত সময় বলিতে কি বুঝাইবে, তাহা একটি আলোচ্য বিষয়।

আবিষ্কর্তার পক্ষে উক্ত সম্পত্তির মালিককে বা কোন বিশেষ ব্যক্তি উহার মালিক এই কথা জানার প্রয়োজন নাই। উহা আত্মসাৎ করার কালে সে উহা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস না করিলে বা প্রকৃত মালিককে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়া সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করিলেই যথেষ্ট হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক রাজপথে একটি টাকা দেখিতে পায়; উক্ত টাকার মালিক কে, তাহা তাহার জানা নাই। ক টাকাটি কুড়াইয়া লয়। এই ক্ষেত্রে ক অত্র ধারার অধীন অপরাধ অনুষ্ঠিত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(খ) ক রাস্তায় একটি পত্র দেখিতে পায়। উহার মধ্যে একটি ব্যাঙ্ক নোট রহিয়াছে। পত্রটির নির্দেশ ও বিষয়বস্তু হইতে সে উহার মালিক কে তাহা জানিতে পারে। সে নোটটি আত্মসাৎ করে। সে অত্র ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক বাহককে প্রদেয় একটি চেক দেখিতে পায়। চেকটি কে হারাইয়াছে, সে তাহা অনুমান করিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি চেকটি কাটিয়াছে তাহার নাম রহিয়াছে। ক জানে যে, এই ব্যক্তি তাহাকে যে ব্যক্তির জন্য চেকটি কাটা হইয়াছে, তাহার নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে। ক মালিককে আবিষ্কার করার চেষ্টা না করিয়াই চেকটি আত্মসাৎ করে। এইক্ষেত্রে সে অত্র ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ক টাকাসহ য-র তহবিল পড়িতে দেখে। ক তহবিলটি য-র নিকট প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে উহা কুড়াইয়া লয়। কিন্তু পরে সে উহা তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে। ক অত্র ধারার অধীনে একটি অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) ক টাকাসহ একটি তহবিল দেখিতে পায়, কিন্তু জানে না উহার মালিক কে। পরে সে আবিষ্কার করে যে, য উহার মালিক এবং সে উহা তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে। ক অত্র ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

(চ) ক একটি মূল্যবান আংটি দেখিতে পায়, কিন্তু জানে না উহার মালিক কে। ক উহার মালিককে আবিষ্কার করার জন্য কোন প্রকার উদ্যোগ না করিয়াই তৎক্ষণাৎ উহা বিক্রয় করিয়া ফেলে। ক অত্র ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

কোন সম্পত্তি নিরীহভাবে দখলে আসার পর যদি দখলকারীর মানসিকতা পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং তাহার দখলীয় সম্পত্তি যদি তিনি এমনভাবে ব্যবহার করিতে চান, যেভাবে উহা করিবার অধিকার তাহার নাই তবে উহা অসাধুভাবে আত্মসাৎকরণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

উপাদান

এই ধারার উপাদান নিম্নবর্ণিত তিনটি ঃ

১। সম্পত্তির মালিক হইবেন অভিযোগকারী।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবেন কিংবা নিজের ব্যবহারে লাগাইবেন।

৩। তিনি উহা অসাধুভাবে করিবেন।

ব্যাখ্যা ১ঃ (অস্থায়ী আত্মসাৎকরণ) অভিযুক্ত ব্যক্তির মনে যদি অসাধু অভিপ্রায় থাকে এবং তাহার কাজকর্ম ও আচরণ যদি সাধুজনোচিত না হয় এবং তিনি কেন উহা করিয়াছেন তাহা যদি তিনি ব্যাখ্যা না করিতে পারেন, তবে একবারের আত্মসাৎকরণের অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।

ব্যাখ্যা ২ঃ (পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা হারাইয়া সম্পত্তির প্রাপ্তি) যে সম্পত্তির মালিক আছে তাহা জানিয়া শুনিয়া আত্মসাৎ করা এই ধারায় অপরাধ। হিন্দুরা যে ষাঁড় ছাড়িয়া দেয় তাহা আত্মসাৎ করিলে এই ধারায় অপরাধ হয় না। কারণ উহা কাহারো সম্পত্তি নহে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অস্থাবর ছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন বা নিজের ব্যবহারে লাগাইয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা অসাধুভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাহার অধিকারভুক্ত সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎকরণ

৪০৪। যে ব্যক্তি, কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তির মৃত্যু কালে উক্ত মৃত ব্যক্তির অধিকারভুক্ত ছিল এবং তখন হইতে অনুরূপ সম্পত্তি আইনানুগভাবে উহা দখল করার অধিকার সম্পন্ন কোন ব্যক্তির অধিকারে আসে নাই বলিয়া জানিয়া অনুরূপ সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার

মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে। আর যদি অপরাধকারী অনুরূপ ব্যক্তির মৃত্যুকালে তৎকর্তৃক একজন কেরাণী বা চাকর হিসাবে নিয়োজিত থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে কারাদণ্ডের মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইতে পারে।

উদাহরণ

য আসবাবপত্র ও অর্থের অধিকারী থাকা অবস্থায় মারা যায়। তাহার কর্মচারী ক উক্ত অর্থ আইনানুগভাবে অধিকার করার অধিকারসম্পন্ন কোন ব্যক্তির অধিকারে আসার পূর্বে, অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাহার অধিকারভুক্ত সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করা এই ধারায় অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি আলোচ্য ধারায় বিধৃত হইয়াছে। যিনি উহা করেন তিনি অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। এবং তিনি, কেরাণী কিংবা ভৃত্য থাকিলে, কারাদণ্ড সাত বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারিবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। তর্কিত সম্পত্তি অস্থাবর ছিল।

২। ইহা কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাহার দখলে ছিল।

৩। মৃত্যুর পর ইহা এমন কোন ব্যক্তির দখলে ছিল না, যিনি তাহা দখলে রাখিতে অধিকারী ছিলেন।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন বা নিজের ব্যবহারে লাগাইয়াছিলেন।

৫। তিনি উহা অসাধুভাবে করিয়াছিলেন।

৬। অভিযুক্ত ব্যক্তি উপর্যুক্ত ২ এবং ৩ সম্পর্কে জানিতেন।

ইহার সহিত ক্ষেত্র বিশেষে নিম্নবর্ণিত তথ্য যোগ করা যায়ঃ

৭। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মৃত ব্যক্তির কেরানী বা ভৃত্য ছিলেন।

অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ

৪০৫। যে ব্যক্তি, যে কোন প্রকারে কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তির উপরকার আধিপত্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বা তাহার নিজের ব্যবহারে পরিণত করে, কিংবা অনুরূপ ন্যাস পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণকারী আইনের যে কোন নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া বা অনুরূপ ন্যাস পরিচালনা সম্পর্কে তৎকর্তৃক প্রণীত, স্পষ্ট বা পরোক্ষ, কোন আইনানুগ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া, অসাধুভাবে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করে বা উহার ব্যবস্থাপনা করে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে তদরূপ করার অনুমতি দান করে, সেই ব্যক্তি "অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ" করে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক কোন এক মৃত ব্যক্তির উইল কার্যকরী করার ভারপ্রাপ্ত হইয়া উইল অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন করার জন্য তৎপ্রতি আইনের যে নির্দেশ রহিয়াছে তাহা অসঙ্গতভাবে লঙ্ঘন করে এবং উক্ত সম্পত্তি নিজের ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে। ক অপরাধ মূলে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক একজন গুদাম রক্ষক। য ভ্রমণে যাওয়ার কালে এই শর্তে তাহার আসবাবপত্র ক-র নিকট গচ্ছিত রাখে যে গুদাম রক্ষা বাবদ চুক্তিকৃত অর্থ প্রদান করা হইলে উহা প্রত্যর্পণ করা হইবে। ক অসাধুভাবে উক্ত মালসমূহ বিক্রয় করে। ক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ঢাকায় বসবাসকারী ক চট্টগ্রামে বসবাসকারী য-র প্রতিভূ। ক ও য-র মধ্যে একটি স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তি রহিয়াছে যে, য কর্তৃক ক-র নিকট প্রেরিত সমুদয় অর্থ য-র নির্দেশানুযায়ী ক কর্তৃক বিনিয়োগ করা হইবে। য ক-র নিকট এইরূপ

নির্দেশসহ ক-কে এক লক্ষ টাকা পাঠায় যেন উহা কোম্পানীর কাগজে বিনিয়োগ করা হয়। ক অসাধুভাবে উক্ত নির্দেশসমূহ অমান্য করে এবং উক্ত অর্থ তাহার নিজের ব্যবসায়ে খাটায়। ক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) কিন্তু পূর্ববর্তী উদাহরণে যদি ক অসাধুভাবে না করিয়া বরং ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের শেয়ার খরিদ করা য-র জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হইবে বলিয়া সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া য-র নির্দেশসমূহ অমান্য করে এবং কোম্পানীর কাগজ খরিদ করার পরিবর্তে য-র জন্য ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের শেয়ার খরিদ করে, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে যদিও য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক-র বিরুদ্ধে উক্ত ক্ষতির জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করার অধিকার লাভ করে, তথাপি ক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না, যেহেতু সে কাজটি অসাধুভাবে করে নাই।

(ঙ) রাজস্ব অফিসার ক সরকারী অর্থের ভারপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার দখলী সমুদয় অর্থ কোন এক বিশেষ ট্রেজারীতে জমা দেওয়ার জন্য আইনবলে আদিষ্ট হয় বা সরকারের সহিত সম্পাদিত কোন স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তিবলে বাধ্য থাকে। ক অসাধুভাবে উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করে। ক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(চ) বাহক ক স্থল বা জলপথে য-র সম্পত্তি বহন করার ভারপ্রাপ্ত হয়। ক উক্ত সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে। ক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তির বিধান প্রদান করা হইয়াছে। যিনি :

(ক) কোন সম্পত্তির ভার পাইয়াছেন, বা

(খ) সম্পত্তির আধিপত্যের ভার পাইয়াছেন,

তিনি যদি ঐ সম্পত্তি :

(ক) অসাধুভাবে আত্মসাৎ করেন, বা

(খ) নিজের ব্যবহারে লাগান, কিংবা

(গ) আইনতঃ তাহার ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব যেভাবে সম্পন্ন করা উচিত, তাহা ভঙ্গ করিয়া অসাধুভাবে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করেন, বা

(ঘ) ঐরূপভাবে ব্যবহার করিবার অনুমতি কোন ব্যক্তিকে দেন।

তবে তিনি অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

উদাহারণ দ্বারা এই সংজ্ঞাকে স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের শাস্তি

৪০৬। যে ব্যক্তি অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পত্তির ভার অথবা আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তিঃ

(ক) উহা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, বা

(খ) নিজের ব্যবহারে লাগাইয়াছিলেন, বা

(গ) ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিংবা

(ঘ) হস্তান্তর করিয়াছিলেন

৩। তিনি উহা অসাধুভাবে করিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা করিয়াছিলেন :

(ক) তাহার ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব যেভাবে আইনতঃ সম্পন্ন করা উচিত তাহা ভঙ্গ করিয়া, বা

(খ) কোন ব্যক্তিকে অসাধুভাবে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া, এবং

৫। তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে উপর্যুক্ত ২, ৩ এবং ৪ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বাহক প্রভৃতি কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ

৪০৭। যে ব্যক্তি, বাহক, ঘাটোয়াল বা গুদাম রক্ষক হিসাবে কোন সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বাহক, ঘাটোয়াল বা গুদাম রক্ষক কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের শাস্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা সম্পত্তির আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা বাহক, ঘাটোয়াল বা গুদাম রক্ষক হিসাবে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩। তিনি উহার সহিত অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

কেরাণী বা চাকর কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস-ভঙ্গকরণ

৪০৮। যে ব্যক্তি একজন কেরাণী বা চাকর হইয়া অথবা একজন কেরাণী বা চাকররূপে নিয়োজিত হইয়া এবং অনুরূপ ক্ষমতায় যে কোন প্রকারে কোন সম্পত্তির বা কোন সম্পত্তির উপর কোন প্রকার আধিপত্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে

পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় কেরাণী বা চাকর কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন কেরাণী বা ভৃত্য ছিলেন, অথবা কেরাণী বা ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২। তিনি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন অথবা আধিপত্য পাইয়াছিলেন।

৩। তিনি উহার সহিত অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্মচারী বা ব্যাঙ্কার বণিক বা প্রতিভূ কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গকরণ

৪০৯। যে ব্যক্তি তাহার সরকারী কর্মচারীজনিত ক্ষমতায় বা একজন ব্যাঙ্কার, বণিক আড়তদার, দালাল, এ্যাটর্নী বা প্রতিভূ হিসাবে তাহার ব্যবসায় ব্যাপদেশে যে কোন প্রকারে কোন সম্পত্তি বা কোন সম্পত্তির উপকরণ আধিপত্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী কর্মচারী বা ব্যাঙ্কার, বণিক বা প্রতিভূ কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের শাস্তি এই ধারায় বিধৃত হইয়াছে।

উপাদান

এই ধারার অপরাধের মধ্যে দুইটি উপাদানকে অবশ্যই নিহিত থাকিতে হইবে ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি হইবেন একজন,

(ক) ব্যাঙ্কার

(খ) বণিক

(গ) আড়তদার

(ঘ) দালাল

(ঙ) এ্যাটর্নী

(চ) প্রতিভূ।

ব্যাঙ্কার শব্দটি বলিতে ব্যাঙ্কার কারবারের সহিত সংযুক্ত কর্তব্যাদি যিনি বা যাহারা প্রতিপালন করেন, তাহাকে বা তাহাদিগকে বুঝায়। ফারম ইহার মধ্যে পড়ে।[৬১৮]

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন বা নিজের ব্যবহারে লাগাইয়াছিলেন অথবা তাহা হস্তান্তর কিংবা বিলি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ঐ সম্পত্তিকে ঃ

(ক) তাহার দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য আইন যে পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছে তাহা ভঙ্গ করিয়া, বা

(খ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চুক্তি অবমাননা করিয়া।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন সরকারী কর্মচারী বা ব্যাঙ্কার বা বণিক বা আড়তদার বা দালাল বা এ্যাটর্নী কিংবা একজন প্রতিভূ।

২। তিনি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা আধিপত্য পাইয়াছিলেন।

৩। তিনি উহার সহিত অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

চোরাই মাল গ্রহণ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

চোরাই মাল

৪১০। যে সম্পত্তির অধিকার চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ বা দস্যুতার ফলে হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং যে সম্পত্তি

অপরাধমূলকভাবে আত্মসাৎ করা হইয়াছে, অথবা যে সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাস-ভঙ্গ করা হইয়াছে, সেই সম্পত্তি, উক্ত হস্তান্তর, আত্মসাৎকরণ, বা বিশ্বাসভঙ্গকরণ বাংলাদেশের ভিতরে বা বাহিরে যেখানেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন "চোরাই মাল" বলিয়া অভিহিত হইবে। কিন্তু যদি অনুরূপ মাল উত্তরকালে এমন কোন ব্যক্তির অধিকারে আসে যে আইনতঃ উহা অধিকার করার অধিকারী তাহা হইলে উহা আর চোরাই মাল গণ্য হইবেনা।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় চোরাই মালের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

চোরাই মাল নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিকে বলে ঃ

(ক) চুরি করিয়া পাওয়া সম্পত্তি

(খ) বলপূর্বক গৃহীত সম্পত্তি

(গ) দস্যুতামূলে হস্তান্তরিত সম্পত্তি

(ঘ) অপরাধমূলকভাবে আত্মসাৎকৃত সম্পত্তি

(ঙ) বিশ্বাসভঙ্গমূলে গৃহীত সম্পত্তি।

স্বত্ব দখলকারীর অধিকারে আসিলে আর ঐ মাল চোরাই মাল থাকে না।

মূল ধারার অনুবাদ

অসাধুভাবে চোরাই মাল গ্রহণ করা

৪১১। যে ব্যক্তি কোন মাল চোরাই বলিয়া জানিয়া বা উহা চোরাইমাল বলিয়া বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চোরাই মাল অসাধুভাবে গ্রহণ বা রক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অসাধুভাবে চোরাই মাল গ্রহণ করার শাস্তির বিধান বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। চুরি, বলপূর্বক গ্রহণ, দস্যুতা, অপরাধমূলক আত্মসাৎকরণ অথবা অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ সংঘটিত হইয়াছিল।

২। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অপসারণ করা হইয়াছিল, চুরি, বলপূর্বক গ্রহণ, দস্যুতার দ্বারা অথবা অপরাধমূলক আত্মসাৎ বা অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন বা দখলে রাখিয়াছিলেন। এবং

৪। তিনি উহা অসাধুভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

ডাকাতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপহৃত মাল অসাধুভাবে গ্রহণ করা

৪১২। যে ব্যক্তি, এইরূপ কোন চোরাই মাল অসাধুভাবে গ্রহণ বা সংরক্ষণ করে, যাহার অধিকার ডাকাতি অনুষ্ঠানের সাহায্যে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া সে জানে বা উহা অনুরূপভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাসের কারণ থাকে, অথবা কোন মাল যাহা চোরাই বলিয়া সে জানে বা তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে তাহা এমন কোন ব্যক্তি হইতে অসাধুভাবে গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি কোন ডাকাত দলভুক্ত আছে বা ছিল বলিয়া সে জানে বা তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ডাকাতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপহৃত মাল অসাধুভাবে গ্রহণ করার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ছিল চুরিকৃত সম্পত্তি।

২। ডাকাতির মাধ্যমে ঐ সম্পত্তি অপহরণ করা হইয়াছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন বা দখলে রাখিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা অসাধুভাবে করিয়াছিলেন।

৫। তিনি তখন জানিতেন যে,

(ক) তাহার গৃহীত সম্পত্তি ডাকাতির মাধ্যমে অপহরণ করা হইয়াছিল, অথবা

(খ) ঐ অপহরণকারী একজন ডাকাত ছিল কিংবা কোন ডাকাতদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল অথবা উহা তাহার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল অথবা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

অভ্যাসগতভাবে চোরাই মাল বেচাকেনা করা

৪১৩। যে ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে এইরূপ কোন মাল গ্রহণ বা বেচাকেনা করে, যাহা চোরাই মাল বলিয়া সে জানে বা তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে— যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অভ্যাসগতভাবে চোরাই মাল বেচাকেনা করার যে অপরাধ, তাহার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। যিনি উহা করিবেন, তিনি অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি চোরাই মাল ছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন বা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা অভ্যাসগতভাবে করিয়াছিলেন।

৪। তিনি ইহা জানিতেন বা তাহার পক্ষে ইহা বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে, ঐ সম্পত্তি চোরাই মাল ছিল।

মুল ধারার অনুবাদ

চোরাই মাল গোপন করার ব্যাপারে সহায়তাকরণ

৪১৪। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ কোন মাল গোপন বা হস্তান্তর বা নষ্ট করার ব্যাপারে সহায়তা করে, যাহা সে চোরাই মাল বলিয়া জানে বা তাহার অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ থাকে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় চোরাই মাল গোপন করার ব্যাপারে সহায়তা করার শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ছিল চোরাই মাল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা গোপন করিতে বা হস্তান্তর করিতে বা নষ্ট করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

৪। তখন তিনি জানিতেন অথবা তাহার পক্ষে জানার কারণ ছিল যে, ঐ সম্পত্তি ছিল চোরাই মাল।

প্রতারণা সম্পর্কিত

মুল ধারার অনুবাদ

প্রতারণা

৪১৫। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিকে ফাঁকি দিয়া প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে উক্ত ফাঁকি প্রদত্ত ব্যক্তিকে কোন

ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিতে বা কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যাপারে সম্মতি দান করিতে প্ররোচিত করে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ফাঁকি প্রদত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ কোন কাজ করিতে বা উহা করা হইতে বিরত থাকিতে প্ররোচিত করে যে, সে কাজ অনুরূপভাবে ফাঁকি প্রদত্ত না হইলে করিত না বা উহা করা হইতে বিরত থাকিত না এবং যে কাজ বা বিরতি উক্ত ব্যক্তির দেহ, মন সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করে বা করার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি 'প্রতারণা' করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ অসাধুভাবে তথ্য গোপনকরণ অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে ফাঁকি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক সিভিল সার্ভিসের সদস্য বলিয়া অসত্যভাবে ভান করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে য-কে ফাঁকি দেয়, এবং এইরূপে তাহাকে ধারে মাল দেওয়ার জন্য য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। তাহার উক্ত মালের মূল্য প্রদানের অভিপ্রায় নাই। ক প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক একটি দ্রব্যে একটি মেকী চিহ্ন অঙ্কন করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে য-কে ফাঁকি দেয় যেন সে এই দ্রব্য কোন বিশেষ বিখ্যাত প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রস্তুত বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং এইরূপে উক্ত দ্রব্য খরিদ করার ও উহার মূল্য পরিশোধ করার জন্য য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক য-কে একটি দ্রব্যের মিথ্যা নমুনা প্রদর্শন করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে য-কে ফাঁকি দেয় যেন সে বিশ্বাস করে যে উক্ত দ্রব্য নমুনার অনুরূপ এবং এইরূপে উক্ত দ্রব্য খরিদ করার ও উহার মূল্য পরিশোধ করার জন্য য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ক একটি দ্রব্যের মূল্য বাবদ এমন কোন গৃহের বরাবরে, যে গৃহে সে কোন অর্থ রাখে না, একটি বিল পেশ করিয়া এবং বিলটি উক্ত গৃহ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবে এইরূপ প্রত্যাশা করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে য-কে ফাঁকি দেয় এবং উক্ত

দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করার ইচ্ছা না করিয়া, তদ্বারা উহা হস্তান্তর করার জন্য য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) ক মুক্তা নহে বলিয়া সে জানে এমন দ্রব্যসমূহ মুক্তা বলিয়া বন্ধক রাখিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে য-কে ফাঁকি দেয় এবং তদ্বারা ঋণ দানের জন্য য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(চ) ক য-কে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকি দেয় যেন সে বিশ্বাস করে যে, য ক-কে যে অর্থ ধার দিতে পারে, ক তাহা পরিশোধ করিবে এবং তদ্বারা তাহাকে অর্থ ধার দেওয়ার জন্য য কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক র উক্ত অর্থ পরিশোধ করার ইচ্ছা নাই। ক প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ছ) ক ইচ্ছাকৃতভাবে য-কে ফাঁকি দেয় যেন সে বিশ্বাস করে যে, ক য-র নিকট কোন বিশেষ পরিমাণ নীল চারা যাহা হস্তান্তর করার মতলব তাহার নাই হস্তান্তর করিতে চায়, এবং তদ্বারা অনুরূপ বিশ্বাসে অগ্রিম অর্থ প্রদান করার জন্য য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু যদি অর্থলাভ করার কালে ক-র উক্ত নীল চারা হস্তান্তর করার ইচ্ছা থাকে এবং পরবর্তী কালে উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে ও উহা হস্তান্তর না করে, তাহা হইলে সে প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে না, তবে চুক্তি ভঙ্গের জন্য তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা করা চলিবে।

(জ) ক ইচ্ছাকৃতভাবে য-কে ফাঁকি দেয় যেন সে বিশ্বাস করে যে ক য-র সহিত সম্পাদিত চুক্তিকে ক-র অংশ কার্যকরী করিয়াছে, যাহা সে প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী করে নাই, এবং তদ্বারা অর্থ প্রদান করার জন্য অসাধুভাবে য-কে প্ররোচিত করে। ক প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঝ) ক খ-র নিকট একটি সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তর করে। এইরূপ বিক্রয়ের ফলে তাহার উক্ত সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই জানা সত্ত্বেও ক ইতিপূর্বে খ-র নিকট বিক্রয় ও হস্তান্তরের তথ্য প্রকাশ না করিয়া, উক্ত সম্পত্তি য-র নিকট বিক্রয় করে বা বন্ধক রাখে এবং য-র নিকট হইতে ক্রয় বা বন্ধকের অর্থ গ্রহণ করে। ক প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় প্রতারণার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। প্রতারণা না বলিয়া ইহাকে ফাঁকি দেওয়া বলিলেই ভাল হয়।

যিনি,

(ক) কোন ব্যক্তিকে ফাঁকি দেন।

(খ) প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে।

(গ) এবং ফাঁকি দিয়া ঐ ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি প্রদান করিতে প্ররোচিত করেন। বা

(ঘ) ঐ ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পত্তি সংরক্ষিত হইবার ব্যাপারে সম্মতি দান করিতে প্ররোচিত করেন। বা

(ঙ) ঐ ব্যক্তিকে এমন কাজ করিতে প্ররোচিত করেন। যে, কাজ তিনি ফাঁকিতে না পড়িলে তিনি করিতেন না এবং যে কাজ তাহার দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে বা করার সম্ভাবনা রাখে। বা

(চ) ঐ ব্যক্তিকে এমন কোন কাজ করা হইতে বিরত থাকিতে প্ররোচিত করেন, যিনি ফাঁকিতে না পড়িলে উহা করা হইতে বিরত থাকিতেন না এবং যে বিরতি তাহার দেহ মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে বা করিবার সম্ভাবনা রাখে।

উদাহরণগুলি দ্বারা এই ধারার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরের রূপ ধারণ-পূর্বক প্রতারণাকরণ

৪১৬। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি বলিয়া ভান করিয়া বা জ্ঞাতসারে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিরূপে প্রতিস্থাপিত করিয়া, কিংবা সে বা অপর কোন ব্যক্তি সে বা অনুরূপ অপর ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি হইতে ভিন্নতর কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া প্রতারণ করিলে, সেই ব্যক্তি 'অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা" করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তির রূপ ধারণ করা হয়, সেই ব্যক্তি কোন প্রকৃত বা কল্পিত ব্যক্তি যাহাই হউক না কেন, অপরাধটি অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক নিজেকে একই নামের কোন এক ধনী ব্যাঙ্কার বলিয়া ভান করিয়া প্রতারণা করে। ক অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক নিজেকে খ-যে একজাত মৃত ব্যক্তি বলিয়া ভান করিয়া প্রতারণা করে। ক অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

অপরের রূপ ধারণ করিয়া প্রতারণা করণের সংজ্ঞা এই ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্বের ধারায় প্রতারণা বা ফাঁকি দেওয়া কাহাকে বলে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রতারণা করিবার জন্য যিনি,

(ক) অপর কোন ব্যক্তি বলিয়া ভান করেন, বা

(খ) জ্ঞাতসারে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিরূপে প্রতিস্থাপন করেন, বা

(গ) তিনি যে ব্যক্তি নন, সেই ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দান করেন, বা

(ঘ) তিনি অপর ব্যক্তিকে, যাহা সেই অপর ব্যক্তি নন, সেই পরিচয় দেন ; তিনি অপরের রূপ ধারণ করিয়া প্রতারণা করেন বা ফাঁকি দেন।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রতারণার শাস্তি

৪১৭। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে - যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় প্রতারণার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি প্রতারণা করেন, তিনি অনূর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়াছিলেন।

২। তিনি ঐভাবে তাহাকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

৩। ঐ প্ররোচনা অসাধু বা প্রতারণামূলক ছিল।

৪। ঐ ব্যক্তি প্ররোচিত হইয়া কোন সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন অথবা সংরক্ষণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

অথবা নিম্নলিখিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়াছিলেন।

২। তিনি ঐভাবে তাহাকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

৩। ঐ প্ররোচনা ছিল উদ্দেশ্যমূলক।

৪। ঐ ব্যক্তি প্ররোচিত হইয়া কোন কিছু করিতে বা কোন কিছু করা হইতে বিরত ছিলেন।

৫। ঐ কর্ম বা কার্যবিরতি তাহার দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করিয়াছিল বা করিবার সম্ভাবনা জন্মাইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধকারী যে ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করিতে বাধ্য, সেই ব্যক্তির কোন অন্যায় ক্ষতি সাধিত হইতে পারে এইরূপ অবগতি মতে প্রতারণাকরণ

৪১৮। যে ব্যক্তি, এইরূপ অবগতি মতে প্রতারণা করে যে, সে তদ্দ্বারা প্রতারণাটি সেই লেনদেন সম্পর্কিত সেই লেনদেনের ব্যাপারে ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য কোন আইন বা আইনানুগ চুক্তি অনুযায়ী বাধ্য সেই ব্যক্তির কোন অন্যায় ক্ষতি সাধন করিতে পারে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপরাধকারী যে ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করিতে বাধ্য, সেই ব্যক্তির কোন অন্যায় ক্ষতি সাধিত হইতে পারে এইরূপ অবগতি মতে প্রতারণার শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ হইতেছে অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়াছিলেন।

২। তিনি তখন ঐ ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করিতে আইনগতভাবে বাধ্য ছিলেন।

৩। প্রতারণা ঐ লেনদেন সম্পর্কিত ছিল।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে প্রতারণার দ্বারা তিনি অন্যায়ভাবে ক্ষতি করিতেছেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরের রূপ ধারণ-পূর্বক প্রতারণা করার শাস্তি

৪১৯। যে ব্যক্তি অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপরের রূপ ধারণ করিয়া প্রতারণা করার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়াছিলেন।

২। তিনি ঐ ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়াছিলেন,

(ক) অন্য ব্যক্তির রূপ ধারণ করিয়া বা প্রতিভূ সাজিয়া, অথবা

(খ) অন্য ব্যক্তির পরিবর্তে বা প্রতিভূ হইয়া, ইহা জানিয়া।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রতারণাকরণ ও কোন সম্পত্তি সমর্পণ করার জন্য অসাধুভাবে প্ররোচিতকরণ

৪২০। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে এবং তদ্বারা অনুরূপ ফাঁকি প্রদত্ত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিতে, অথবা কোন মূল্যবান জমানত কিংবা মূল্যবান জমানতে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্য কোন স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরকৃত বস্তু প্রস্তুত, পরিবর্তন, অথবা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ বিনষ্ট করার জন্য অসাধুভাবে প্ররোচিত করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে ও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় প্রতারণাকরণ ও কোন সম্পত্তি সমর্পণ করার জন্য অসাধুভাবে প্ররোচিত করার শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহার দ্বারা প্ররোচিত করিয়াছিলেন,

(ক) কোন ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি সমর্পণ করার জন্য যে সম্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির অধীনে ছিল না;

(খ) কোন মূল্যবান জমানত বা উহার কোন অংশ প্রস্তুত, পরিবর্তন অথবা নষ্ট করিতে; বা

(গ) এমন কোন বস্তু যাহা স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরকৃত কিংবা মূল্যবান জমানতে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্য।

(৩) তিনি উহা অসাধুভাবে করিয়াছিলেন।

প্রতারণামূলক দলিলসমূহ ও প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

পাওনাদারদের মধ্যে বন্টন নিবারণার্থ অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে বা সম্পত্তি অপসারণ বা গোপনকরণ

৪২১। যে ব্যক্তি, তাহার পাওনাদারগণের বা অন্য কোন ব্যক্তির পাওনাদারগণের মধ্যে কোন সম্পত্তির আইনানুগ বণ্টন নিবারণ করার অভিপ্রায়ে বা সে অনুরূপ নিবারণ করিতে পারে জানিয়া অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে কোন সম্পত্তি অপসারণ করে গোপন করে বা কোন ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করে কিংবা যথাযথ মূল্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে বা করায়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে- যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন নিবারণ করিবার জন্য, অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি অপসারণ বা গোপন করার শাস্তি ঘোষণা করিয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপসারণ করিয়াছিলেন, গোপন করিয়াছিলেন, সমর্পণ করিয়াছিলেন বা কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিয়াছিলেন, অথবা হস্তান্তর করাইয়াছিলেন।

২। ঐরূপ সমর্পণ বা হস্তান্তর ছিল যথাযথ মূল্য ব্যতিরেকে।

৩। তিনি উহা করিয়াছিলেন অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে।

৪। অধিকন্তু, অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন বণ্টন নিবারণ করিতে বা ঐ সম্পত্তি পাওনাদারগণের বা অন্য কোন ব্যক্তির পাওনাদারগণের মধ্যে আইনানুগভাবে বণ্টন নিবারণ করিতে দিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

পাওনাদারদের ঋণ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে অসাধু ভাবে বা প্রতারণামূলক ভাবে বাধা দান করা

৪২২। যে ব্যক্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির প্রাপ্য ঋণ বা দাবি আইনানুগভাবে তাহার বা উক্ত অপর ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার জন্য সুলভ হওয়ার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় পাওনাদারদের ঋণ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে বাধা দান করার শাস্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। কোন ঋণ অথবা পাওনা হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ ঋণ বা পাওনা আইনানুগভাবে পরিশোধ করার জন্য সুলভ হওয়ার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

মূল্যের অসত্য বর্ণনা সংবলিত হস্তান্তর দলিলের অসাধু বা প্রতারণামূলক সম্পাদন

৪২৩। যে ব্যক্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে এইরূপ কোন দলিল বা সম্পদের পত্র স্বাক্ষর করে, সম্পাদন করে বা উহাতে শরীক হয়, যাহা কোন সম্পত্তি বা উহাতে নিহিত কোন স্বার্থ হস্তান্তর বা কোন প্রকারে দায়গ্রস্ত করার জন্য অভিপ্রেত হয় এবং যাহা অনুরূপ হস্তান্তরের মূল্য বা দায় সম্পর্কিত অথবা উহা প্রকৃত-পক্ষে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের ব্যবহার বা উপকারার্থ কার্যকরী করার জন্য অভিপ্রেত হয়, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সম্পর্কিত মিথ্যা বিবরণ সংবলিত হয়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মূল্যের অসত্য বর্ণনা সংবলিত হস্তান্তর দলিলের অসাধু বা প্রতারণা-মূলক সম্পাদন করার শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। কোন দলিলপত্র বা কাগজ ছিল।

২। উহা হস্তান্তর করিয়াছিল বা দায়গ্রস্ত করিয়াছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা স্বাক্ষরিত বা সম্পাদন করিয়াছিলেন অথবা ঐ কার্যে শরীক হইয়াছিলেন।

৪। ঐ দলিল, ঐরূপ হস্তান্তর দায় বা উপকার লাভ সম্পর্কে মিথ্যা সংবলিত ছিল। এবং

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি অপসারণ বা গোপনকরণ

৪২৪। যে ব্যক্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তি গোপন বা অপসারণ করে কিংবা অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে উহা গোপন বা অপসারণ করার ব্যাপারে সহায়তা করে অথবা সে যে দাবি বা সত্বের অধিকারী তাহা প্রতারণামূলকভাবে ছাড়িয়া দেয়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি অপসারণ বা গোপন করার শাস্তি ঘোষণা করিয়াছে। যে ব্যক্তি উহা করিবেন, তিনি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি।

(ক) কোন সম্পত্তি গোপন বা অপসারণ করিয়াছিলেন, বা

(খ) গোপন বা অপসারণের কাজে সহায়তা করিয়াছিলেন, বা

(গ) আপন কোন দাবী বা স্বত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে করিয়াছিলেন।

অনিষ্ট সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

অনিষ্ট

৪২৫। যে ব্যক্তি জনসাধারণ বা কোন বিশেষ ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতি সাধন করার অভিপ্রায় অথবা সে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতি সাধন করিতে পারে বলিয়া জানিয়া কোন সম্পত্তি নষ্ট করে কিংবা কোন সম্পত্তিতে বা উহার অবস্থিতে এইরূপ পরিবর্তন সাধন করে যাহাতে উহার মূল্য বা উপযোগিতা বিনষ্ট হয় বা হ্রাস পায় বা উহা ক্ষতিকরভাবে আক্রান্ত হয়, সেই ব্যক্তি "অনিষ্ট" সাধন করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ অনিষ্টের অপরাধ অনুষ্ঠান করার জন্য ইহা অপরিহার্য নহে যে অপরাধকারীর এইরূপ অভিপ্রায় থাকিতে হইতে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট সম্পত্তির মালিকের লোকসান বা ক্ষতি সাধিত হয়। সে কোন সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া কোন ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতি সাধন করার ইচ্ছা করিলে অথবা সে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতি সাধন করিতে পারে এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিলেই যথেষ্ট হইবে। সম্পত্তিটি উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন কিনা, তাহা বিবেচ্য নহে।

ব্যাখ্যা ২ঃ এইরূপ কোন কার্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে যে কার্য, অনুরূপ কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির বা উক্ত ব্যক্তি ও অপরাপর ব্যক্তির এজমালী মালিকানাধীন সম্পত্তিকে ক্ষুণ্ণ করে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক য-র প্রতি অবৈধ লোকসান সাধন করার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে য-র মালিকানাধীন একটি মূল্যবান জমানত পোড়াইয়া ফেলে। ক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক য-র প্রতি অবৈধ ক্ষতি সাধন করার অভিপ্রায়ে- য র মালিকানাধীন একটি বরফখানায় পানি প্রবেশ করায় এবং এইরূপে বরফ গলায়। ক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক য-র প্রতি অবৈধ লোকসান সাধন করার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে য-র মালিকানাধীন একটি আংটি নদীতে নিক্ষেপ করে। ক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ক তাহার নিকট হইতে য-র প্রাপ্য একটি দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে তাহার মালপত্রের ক্রোক আসন্ন জানিয়া য-কে তাহার ঋণ উসুল পাওয়ার ব্যাপারে বাধা প্রদান করার ও য-র প্রতি ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত মালপত্র বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) ক একটি জাহাজের বীমা করানোর পর বীমাকারীদের প্রতি ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে জাহাজটি কোন নির্জন স্থানে পরিত্যাগ করায়। ক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(চ) ক একটি জাহাজের উপরকার মালের বন্ধকী অর্থ ধার প্রদানকারী য-র ক্ষতি সাধন করার অভিপ্রায়ে জাহাজটিকে এক নির্জন স্থানে পরিত্যাগ করায়। ক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ছ) ক য-র সহিত একটি ঘোড়ার এজমালী অধিকারী হইয়া য-র প্রতি অবৈধ ক্ষতি সাধন করার অভিপ্রায়ে ঘোড়াটিকে গুলি করে। ক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(জ) ক য-র শস্যের ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে এবং সে য-র শস্যের ক্ষতি করিতে পারে জানিয়া, য-র মালিকানাধীন একটি ক্ষেতে গবাদি পশু প্রবেশ করায়। ক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় 'অনিষ্টের' সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে।

আলোচ্য বিধির উপাদান নিম্নরূপ ঃ

১। জনসাধারণ বা কোন বিশেষ ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায় করা হইয়াছিল।

২। জনসাধারণ বা বিশেষ ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতি সাধনের জ্ঞান ছিল।

৩। কোন সম্পত্তির অনিষ্ট সাধন অথবা পরিবর্তন সাধন অথবা উহার অবস্থিতিতে পরিবর্তন সাধন হইয়াছিল।

৪। ঐ পরিবর্তনের ফলে ঐ সম্পত্তির মূল্যহ্রাস বা বিনষ্ট হইয়াছিল অথবা

৫। ঐ সম্পত্তির উপযোগিতা নষ্ট বা ক্ষতিকরভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

অনিষ্টের শাস্তি

৪২৬। যে ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত

হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অনিষ্ট সাধন করার শাস্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিবেন, তিনি অনূর্ধ তিন মাস কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। একটি সম্পত্তি ধ্বংস করা হইয়াছিল অথবা সম্পত্তির কিংবা তাহার অবস্থার এমন পরিবর্তন করা হইয়াছিল যে ঐ সম্পত্তির বা উপকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল কিংবা কমিয়া গিয়াছিল কিংবা আহত হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ রূপ কাজ করিয়াছিলেন ইহা অভিপ্রায় করিয়া বা জানিয়া যে, তাহার কাজের দ্বারা জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির লোকসান বা ক্ষতি হইবে।

৩। তিনি উহা অন্যায়ভাবে করিয়াছিলেন।

৪। ক্ষতির পরিমাণ পঞ্চাশ টাকার কম ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

পঞ্চাশ টাকা পরিমাণ ক্ষতি করিয়া অনিষ্ট সাধন

৪২৭ যে ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে এবং তদ্বারা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ পরিমাণ লোকসান বা ক্ষতি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ পরিমাণ টাকার ক্ষতি করিয়া অনিষ্ট করার শাস্তি বিবৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। একটি সম্পত্তি ধ্বংস করা হইয়াছিল অথবা সম্পত্তির কিংবা তাহার অবস্থার এমন পরিবর্তন করা হইয়াছিল যে, ঐ সম্পত্তির মূল্য বা উপকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল কিংবা কমিয়া গিয়াছিল কিংবা আহত হইয়াছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ রূপ কাজ করিয়াছিলেন ইহা অভিপ্রায় করিয়া বা জানিয়া যে, তাহার কাজের দ্বারা জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির লোকসান বা ক্ষতি হইবে।

৩। তিনি উহা অন্যায়ভাবে করিয়াছিলেন।

৪। ক্ষতির পরিমাণ পঞ্চাশ টাকা বা তদপেক্ষা বেশী ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

দশ টাকা মূল্যের কোন জন্তু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সাধন

৪২৮। যে ব্যক্তি দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের কোন জন্তু বা জন্তুসমূহকে হত্যা, বিষ প্রয়োগ, বিকলাঙ্গ করিয়া বা ব্যবহারের অযোগ্য পরিণত করিয়া অনিষ্ট সাধন করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দশ টাকা মূল্যের কোন জন্তু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সাধণ করার শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। আহত সম্পত্তি ছিল কোন জন্তু।

৩। কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া অথবা অব্যবহার্য করিয়া অনিষ্ট করা হইয়াছিল।

৪। অনিষ্টের সময় ঐ জন্তুর মূল্য ছিল কমপক্ষে দশ টাকা।

মূল ধারার অনুবাদ

যে কোন মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি বা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের কোন জন্তু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সাধন

৪২৯। যে ব্যক্তি, যে কোন মূল্যের কোন হাতী, উট, ঘোড়া খচ্চর, মহিষ, ষাঁড়, গাভী বা ছিন্নমুষ্ক ষাঁড় অথবা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের যে কোন জন্তুকে হত্যা করে, বিষ প্রয়োগ করে, বিকলাঙ্গ করে বা ব্যবহারের অযোগ্য পরিণত করিয়া অনিষ্ট সাধন করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা যে কোন মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি বা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের কোন জন্তু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সাধন করার শাস্তি ঘোষণা করিয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। অনিষ্ট সাধন করা হইবে যে কোন মূল্যের হাতী, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, ষাঁড়, গাভী বা ছিন্নমুষ্ক ষাঁড়ের। উপর্যুক্ত জন্তুগুলি ছাড়া অন্য জন্তুর ক্ষতি সাধন করা হইলে উহার মূল্য হইতে হইবে কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা

মূল ধারার অনুবাদ

কৃষিসেচ পূর্তকার্যের ক্ষতি করিয়া বা অবৈধভাবে পানির স্রোতের গতি পরিবর্তন করিয়া অনিষ্ট সাধন করা

৪৩০। যে ব্যক্তি, এইরূপ কোন কাজ করিয়া যে কাজ কৃষি-কার্যের জন্য বা মনুষ্য বা সম্পত্তি বলিয়া গণ্য জন্তু-সমূহের খাদ্য বা পানীয়ের জন্য, পরিচ্ছন্নতার জন্য বা কোন উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ হ্রাস করে, যে কাজ অনুরূপ হ্রাস করিতে পারে বলিয়া সে জানে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় কৃষিসেচ পূর্তকার্যের ক্ষতি করিয়া বা অবৈধভাবে জলের গতি পরিবর্তন করিয়া অনিষ্ট সাধন করার শাস্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ পাচ বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। ঐ অনিষ্ট কৃষিকার্যের জন্য জল সরবরাহ হ্রাস করিয়াছিল বা হ্রাস করিবার সম্ভাবনা রাখিয়াছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জানিতেন।

৪। ঐ হ্রাস ছিল পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে,

(ক) কৃষিকার্যের জন্য, বা

(খ) মানুষ অথবা গৃহপালিত জন্তুর খাদ্য বা পানেয় সম্পর্কিত, বা

(গ) পরিচ্ছন্নতার জন্য, অথবা

(ঘ) যে কোন উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য।

মূল ধারার অনুবাদ

সরকারী রাস্তা, পুল, নদী বা খালের ক্ষতি করিয়া অনিষ্ট সাধন করা

৪৩১। যে ব্যক্তি, এইরূপ কোন কাজ করিয়া, যে কাজ কোন সরকারী রাস্তা, নৌ-চলাচলযোগ নদী বা নৌ-চলাচলযোগ্য প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম খালকে অনতিক্রমনীয় কিংবা যাতায়াত বা সম্পত্তি পরিবহণের জন্য অপেক্ষাকৃত কম নিরাপদরূপে পরিণত করে বা যে কাজ অনুরূপ পরিণত করিতে পারে বলিয়া সে জানে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সরকারী রাস্তা, পুল, নদী বা খালের ক্ষতি করিয়া অনিষ্ট সাধন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ধারায় উহার শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ হইতেছে অনূর্ধ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। তাহার ঐ অনিষ্টমূলক কাজ কোন সরকারী রাস্তা, পুল, নৌ-চলাচলযোগ্য নদী বা খালকে অনতিক্রমনীয়, কিংবা যাতায়াত বা সম্পত্তি পরিবহণের জন্য অপেক্ষাকৃত কম নিরাপদরূপে পরিণত করিয়াছিল বা ঐরূপ করিবার সম্ভাবনা রাখিয়াছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জানিতেন।

মূল ধারার অনুবাদ

ক্ষতি সহকারে সরকারী পয়ঃপ্রণালীর প্লাবন, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া অনিষ্ট সাধন করা

৪৩২। ব্যক্তি এইরূপ কোন কাজ করিয়া, যে কাজ আহত বা ক্ষতি সহকারে কোন সরকারী পয়ঃপ্রণালীর প্লাবন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা যাহা অনুরূপ প্লাবন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া সে জানে,

সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

ক্ষতি সহকারে সরকারী পয়ঃপ্রণালীর প্লাবন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া অনিষ্ট সাধন করার শাস্তির বিধান এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। অপরাধীর শাস্তি হইতে পারে অনূর্ধ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি এইরূপ কাজ করিয়াছিলেন, যাহা কোন পয়ঃপ্রণালী প্লাবিত করিয়াছিল বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছিল কিংবা উহার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছিল।

৩। ঐ পয়ঃপ্রণালী সরকারী ছিল।

৪। ঐ প্লাবন বা প্রতিবন্ধকতা আহত কিংবা ক্ষতি সাধন করিয়াছিল বা করিতে পারিত।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে, তাহার ঐ কাজ আহত বা ক্ষতি সাধন করিবে বা করিতে পারে।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন বাতিঘর বা সমুদ্রচিহ্ন ধ্বংস, স্থানান্তরিত বা অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর পরিণত করিয়া অনিষ্ট সাধন করা

৪৩৩। যে ব্যক্তি সমুদ্র চিহ্নরূপে ব্যবহৃত কোন বাতিঘর বা অন্য কোন বাতি অথবা নাবিকগণের পথপ্রদর্শকরূপে স্থাপিত যে কোন সমুদ্রচিহ্ন বা বয়া বা অন্য কিছু ধ্বংস বা স্থানান্তরিত করিয়া বা অন্য কোন কার্যের সাহায্যে অনুরূপ কোন বাতিঘর সমুদ্র চিহ্ন, বয়া বা পূর্বোক্ত অন্য কিছুকে নাবিকগণের

পথপ্রদর্শক হিসাবে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর পরিণত করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা কোন বাতিঘর বা সামুদ্রিক চিহ্ন ধ্বংস, স্থানান্তর বা অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর পরিণত করিয়া অনিষ্ট সাধন করার শাস্তি ঘোষণা করিয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। উহা করা হইয়াছিল কোন সমুদ্র চিহ্নরূপে ব্যবহৃত বাতি বা বাতিঘর বা যে কোন সমুদ্র চিহ্ন, যাহা নাবিকগণের পথ প্রদর্শকরূপে স্থাপিত হইয়াছে কিংবা বয়া কিংবা অন্য কিছু ধ্বংস করিয়া বা স্থানান্তরিত করিয়া। অথবা

৩। ঐ অনিষ্ট করা হইয়াছিল ঐরূপ কোন চিহ্ন বা বস্তুকে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর পরিণত করিয়া যাহা, নাবিকগণের পথ প্রদর্শনের জন্য আবশ্যকীয়।

মুল ধারার অনুবাদ

সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সীমা নির্দেশক চিহ্ন ধ্বংস বা স্থানান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে অনিষ্ট সাধন করা

৪৩৪। যে ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্ববলে নির্দিষ্টকৃত কোন সীমা নির্দেশক চিহ্ন ধ্বংস বা স্থানান্তর করিয়া কিংবা অনুরূপ সীমা নির্দেশক চিহ্নকে সীমা নির্দেশক চিহ্ন হিসাবে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর পরিণত করে, এমনতর কোন কার্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সীমা নির্দেশক চিহ্ন ধ্বংস বা স্থানান্তরের মাধ্যমে অনিষ্ট সাধন করার শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। উহা করা হইয়াছিল কোন সীমা নির্দেশক চিহ্ন ধ্বংস বা স্থানান্তর করিয়া, যাহা ঐ চিহ্নকে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর করিয়াছিল।

৩। ঐ সীমা নির্দেশক চিহ্ন সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্ববলে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

একশত টাকা বা (কৃষিজ ফসলের বেলায়) দশ টাকা পরিমাণ ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করা

৪৩৫। যে ব্যক্তি একশত টাকা বা তদূর্ধ পরিমাণের সম্পত্তি অথবা উক্ত সম্পত্তি কৃষিজ ফসল হওয়ার বেলায় দশ টাকা বা তদূর্ধ পরিমাণ ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে বা সে অনুরূপ ক্ষতি করিতে পারে বলিয়া জানিয়া, অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

একশত টাকা বা (কৃষিজ ফসলের বেলায়) দশ টাকা পরিমাণ ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করার শাস্তি এই ধারায় বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছিল অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্যের দ্বারা।

৩। উহা দ্বারা যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ ছিল একশত টাকা আর কৃষিজ ফসল হওয়ার বেলায় ঐ ক্ষতির পরিমাণ ছিল দশ টাকা।

মূল ধারার অনুবাদ

গৃহ ইত্যাদি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করা

৪৩৬। যে ব্যক্তি সাধারণতঃ উপাসনা বা মনুষ্য বসবাসের স্থান বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয়, এমনতর কোন অট্টালিকা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বা সে অনুরূপ ধ্বংস করিতে পারে বলিয়া জানিয়া অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা গৃহ ইত্যাদি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করার শাস্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ধারায় অপরাধী ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। উপযুক্ত অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছিল অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের দ্বারা।

৩। উহা কোন দালানকে ধ্বংস বা উহার ক্ষতি সাধন করিয়াছিল।

৪। ঐ দালান সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইত,

(ক) উপসনালয়, বা
(খ) মনুষ্য বসবাস, বা
(গ) সম্পত্তি-সংরক্ষণের স্থানরূপে।

মূল ধারার অনুবাদ

পাটাতন বিশিষ্ট জাহাজ বা বিশ টন পরিমাণ ভারবাহী কোন জাহাজ ধ্বংস করা বা বিপজ্জনক রূপে পরিণত করার উদ্দেশ্যে অনিষ্ট সাধন করা

৪৩৭। যে ব্যক্তি পাটাতন বিশিষ্ট কোন জাহাজ কিংবা বিশ টন বা তদূর্ধ ওজনের ভারবাহী কোন জাহাজ ধ্বংস করার বা বিপজ্জনকরূপে পরিণত করার উদ্দেশ্যে, অথবা উক্ত জাহাজ ধ্বংস করিতে বা বিপজ্জনকরূপে পরিণত করিতে পারে বলিয়া জানিয়া উক্ত জাহাজের অনিষ্ট সাধন করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা পাটাতন বিশিষ্ট জাহাজ বা বিশ টন পরিমাণ ভারবাহী কোন জাহাজ ধ্বংস করা বা বিপজ্জনকরূপে পরিণত করার উদ্দেশ্যে অনিষ্ট সাধন করার শাস্তি ঘোষণা করিয়াছে। অপরাধী ব্যক্তি শাস্তি পাইবেন অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। অনিষ্ট করা হইয়াছিল কোন জাহাজের।

৩। ঐ জাহাজ ছিল পাটাতন বিশিষ্ট বা বিশ টন বা তদূর্ধ ওজনের ভারবাহী কোন জাহাজ।

৪। অনিষ্ট করিবার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ জাহাজকে ধ্বংস বা বিপজ্জনক অবস্থায় পরিণত করার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। অথবা

৫। তিনি জানিতেন যে, তাহার ঐ কাজের ফলে জাহাজ ধ্বংস হইবে অথবা বিপজ্জনক অবস্থায় পরিণত হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে ৪৩৭ ধারায় বর্ণিত অনিষ্টসাধনের শাস্তি

৪৩৮। যে ব্যক্তি অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে পূর্ববর্তী শেষ ধারায় বর্ণিত অনিষ্ট সাধন করে বা করার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে ৪৩৭ ধারায় বর্ণিত অনিষ্ট সাধনের শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন বা উহার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছিল বা উহার উদ্যোগ লওয়া হইয়াছিল অগ্নি বা যে কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের দ্বারা।

৩। অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছিল বা উহার উদ্যোগ লওয়া হইয়াছিল কোন পাটাতন বিশিষ্ট জাহাজ বা কুড়ি টন কিংবা তদূর্ধ ওজনের কোন ভারবাহী জাহাজের।

৪। অনিষ্ট করিবার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ জাহাজকে ধ্বংস করিবার বা বিপজ্জনকরূপে পরিণত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। অথবা

৫। তিনি জানিতেন যে, তাহার কাজ ঐ ফল উৎপাদন করিবে।

মূল ধারার অনুবাদ

চুরি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ জলমগ্ন চড়া বা কূলের দিকে ধাবিত করার শাস্তি

৪৩৯। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জাহাজ, উক্ত জাহাজস্থিত কোন সম্পত্তি চুরি করার বা অনুরূপ যে কোন সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করার অভিপ্রায়ে, কিংবা অনুরূপ চুরি বা অবৈধ আত্মসাৎ যাহাতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে এইরূপ উদ্দেশ্যে, জলমগ্ন চড়া বা কূলের দিকে ধাবিত করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

চুরি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোন জলমগ্ন, চড়া বা কূলের দিকে ধাবিত করার যে অপরাধ, এই ধারায় উহার শাস্তি বিধৃত। ঐ শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন জাহাজকে চড়া বা কূলের দিকে ধাবিত করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

৩। তিনি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন জাহাজস্থিত কোন সম্পত্তি চুরি করা অথবা ঐ সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করার। অথবা

৪। তিনি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন ঐ রূপ চুরি বা আত্মসাৎ যাহাতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহার।

মূল ধারার অনুবাদ

মৃত্যু বা আঘাত ঘটাইবার প্রস্তুতি গ্রহণের পর অনিষ্ট সাধন করা

৪৪০। যে ব্যক্তি, যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান বা তাহাকে আঘাত প্রদান করা বা তাহাকে অবৈধভাবে আটক করার, কিংবা তাহাকে মৃত্যু বা আঘাত বা অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া

অনিষ্ট সাধন করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মৃত্যু বা আঘাত ঘটাইবার প্রস্তুতি গ্রহণের পর অনিষ্ট সাধন করার শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিষ্ট করিয়াছিলেন (৪২৬ ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী এই স্থলে প্রমাণ করিতে হইবে)।

২। যখন অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তি তখন মৃত্যু ঘটাইবার বা আঘাত করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা অবৈধ আটক কিংবা উহার ভীতি প্রদর্শনের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ

৪৪১। যে ব্যক্তি, অপর কোন ব্যক্তির দখলী কোন সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ সম্পত্তির দখলকার কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে।

অথবা আইনানুগভাবে অনুরূপ সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর প্রবেশ করিয়া, তদ্দারা অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বেআইনীভাবে তথায় অবস্থান করে,

সেই ব্যক্তি "অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ" করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের এই শাখায় ২২টি ধারা বিদ্যমান। তন্মধ্যে এই শাখার প্রথম ধারায় অর্থাৎ বর্তমান ধারায় স্বাভাবিকভাবে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তির বিধান ৪৪৭ ধারায় বিধৃত।

উপাদান

এই ধারার উপাদানসমূহ নিম্নরূপ :

১। (ক) কোন সম্পত্তির মধ্যে বা উপরে, যাহা অন্যের দখলে আছে, বেআইনীভাবে প্রবেশ করা।

এই ধারায় অপরাধ প্রমাণ করিতে হইলে, ইহা অবশ্যই দেখাইতে হইবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ এবং দৈহিকভাবে সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভৃত্যের মারফত প্রবেশ এই ধারার আওতায় আসে না।[৬১৯]

কিন্তু তাই বলিয়া শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবেশ জরুরী নহে। অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের মূল কথা হইতেছে অসাধু উদ্দেশ্যে প্রবেশ। জোর খাটাইয়া না গেলেও যদি প্রবেশ আইনানুগ না হয়, তবে ইহা অপরাধমূলক।

সম্পত্তি বলিতে সমস্ত রকম সম্পত্তি বুঝায়। স্থাবর অস্থাবর সবই এই ধারার আওতায় আসে। মোটর গাড়ী, উড়োজাহাজ, রেলগাড়ী বা নৌকায়ও অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ হইতে পারে।[৬২০] কিন্তু তাই বলিয়া অবস্তুক অধিকার এই ধারায় বর্ণিত সম্পত্তির আওতায় আসে না। জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য নদীতে মাছ ধরিবার অধিকার কেহ যদি ভঙ্গ করে, তবে তাহাতে তাহার এই ধারায় অপরাধ হয় না।[৬২১]

দখল শব্দটি কিন্তু খুব জটিল। যে সম্পত্তি অন্যের দখলে আছে তাহার মধ্যে অসাধু উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিলে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ হয়। দখল বলিতে প্রত্যক্ষ এবং শারীরিক দখল বুঝায়।[৬২২] যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তির দখলে দীর্ঘকালে আছেন তাহার দখল অন্য কেহ জোর করিয়া নষ্ট করিতে পারে না। এইরূপ দখলের মধ্যে অসাধু উদ্দেশ্যে ঢুকিয়া পড়াকে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বলে।

(খ) কোন সম্পত্তির মধ্যে বা উপরে যাহা অন্যের দখলে আছে, প্রবেশ করিয়া তাহাতে বেআইনীভাবে অবস্থান করা।

আইনানুগভাবে কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া বেআইনীভাবে সেখানে অবস্থান করাও এই ধারায় অপরাধ।

২। কোন সম্পত্তির মধ্যে বা উপরে যাহা অন্যের দখলে আছে, বেআইনীভাবে প্রবেশ করা বা বেআইনীভাবে অবস্থান করা এই অভিপ্রায়ে যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে বা ঐ সম্পত্তির দখলকার ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করা হইবে।

অভিপ্রায় আলোচ্য বিধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ উপাদান। অভিপ্রায় অসাধু না হইলে সাধারণতঃ তাহাতে অপরাধ হয় না। অভিপ্রায় প্রধান এবং অপ্রধান উভয়ই হইতে পারে। বর্তমান ধারায় অপরাধের অভিপ্রায় প্রধান হইতে হইবে। ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করিবার অভিপ্রায় যদি প্রধান না হয় তবে এই ধারায় অপরাধ হয় না।[৬২৩] তবে অভিপ্রায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কর্ম হইতে বুঝিয়া লইতে হয়।[৬২৪] এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্তমান ধারায় অবগতির কথা নাই। অবগতি এবং অভিপ্রায় এক জিনিস নহে।[৬২৫] কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিলে কোন ব্যক্তি বিরক্ত হইতে পারেন ইহা জানা আর বিরক্ত করিবার অভিপ্রায় এক জিনিস নহে। অভিপ্রায় কঠিনতর ব্যাপার।[৬২৬]

অপরাধ করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে এই ধারায় অপরাধ হয় না। পথ দিয়া না গিয়া অপথ দিয়া কোন জমি পার হওয়া এই ধারায় কোন অপরাধ নহে।

কোন জমিতে আপন স্বত্বের যথার্থ দাবীতে প্রবেশ করা এই ধারায় অপরাধ নহে।[৬২৭]

মূল ধারার অনুবাদ

অনধিকার গৃহপ্রবেশ

৪৪২। যে ব্যক্তি, মনুষ্য বসবাস স্থানরূপে ব্যবহৃত যে কোন অট্টালিকা, তাঁবু বা জাহাজ, অথবা উপাসনা স্থানরূপে বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থান রূপে ব্যবহৃত যে কোন অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া বা অবস্থান করিয়া অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি "অনধিকার গৃহ প্রবেশ" করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশকারী ব্যক্তির শরীরের যে কোন অংশ উপস্থাপন "অনধিকার গৃহ প্রবেশ" অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট প্রবেশকরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এ ধারায় অনধিকার গৃহ প্রবেশের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

গৃহ বলিতে বুঝায়,

(ক) মানুষ যে দালানকে বসবাসের স্থানরূপে ব্যবহার করে সেইরূপ দালান, বা

(খ) মানুষ যে তাঁবুকে বসবাসের স্থানরূপে ব্যবহার করে সেইরূপ তাঁবু, বা

(গ) মানুষ যে জাহাজকে বসবাসের স্থানরূপে ব্যবহার করে সেইরূপ জাহাজ, বা

(ঘ) মানুষ যে দালানকে উপাসনার স্থানরূপে ব্যবহার করে, সেইরূপ দালান।

(ঙ) মানুষ যে দালানকে সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহার করে সেই দালান।

প্রবেশ বলিতে বুঝায়,

(ক) শরীরের যে কোন অংশ ঢুকানো,

(খ) অন্যায়ভাবে অবস্থান।

মূল ধারার অনুবাদ

ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ

৪৪৩। যে ব্যক্তি, এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে যে অট্টালিকা, তাঁবু বা জাহাজ উক্ত অনধিকার প্রবেশের বিষয়বস্তু সেই অট্টালিকা, তাঁবু বা জাহাজ হইতে অনধিকার প্রবেশকারীকে বহিষ্কার বা উচ্ছেদ করার অধিকারী ব্যক্তির নিকট অনুরূপ অধিকার গৃহপ্রবেশ গোপন থাকে, সেই ব্যক্তি ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

৪৪১ ধারায় অপরাধমূলক গৃহপ্রবেশের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ৪৪২ ধারায় অনধিকার গৃহপ্রবেশের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান ধারায় শুধু ওঁৎ পাতিবার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রবেশ হয় দালানে, তাঁবুতে বা জাহাজে। ঐ দালান, তাঁবু বা জাহাজে কেহ যদি অন্যায়ভাবে প্রবেশ করে, তবে তাহাকে উহার স্বত্ব দখলকার ব্যক্তিরা

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারীকে বাহির করিয়া বা তাড়াইয়া দিতে পারেন। যে ব্যক্তির এইরূপ বাহির করিয়া বা তাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা আছে, সেই ব্যক্তির নিকট সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখিয়া যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ ঘটে, তাহাকেই ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বলে।

মূল ধারার অনুবাদ

রাত্রিবেলায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ

৪৪৪। যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পরে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি 'রাত্রিবেলায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহে প্রবেশ" করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় রাত্রিবেলায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশের সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে।

যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করিবার জন্য কোন স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে এবং ঐরূপ প্রবেশ করিবার সময় তাহার প্রবেশকে গোপন রাখে এবং ঐ প্রবেশ রাত্রিবেলায় ঘটে, তখন তাহাকে রাত্রিবেলায় ওঁৎ পাতিয়া গৃহপ্রবেশ বলে।

মূল ধারার অনুবাদ

সিঁধেল চুরি

৪৪৫। যে ব্যক্তি অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে, সে যদি অতঃপর বর্ণিত ছয় উপায়ের যে কোন এক উপায়ে কোন গৃহে বা উহার কোন অংশে প্রবেশ করে; অথবা যদি কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে কোন গৃহে বা উহার অংশে অবস্থিত হইয়া বা উহাতে কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়া অনুরূপ ছয় উপায়ের যে কোন এক উপায়ে উক্ত গৃহে বা উহার কোন অংশ ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি সিঁধেল চুরি করে বলিয়া গণ্য হইবে, যথা :

প্রথমতঃ যদি সে তাহার নিজের বা অনধিকার গৃহে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশে সহায়তাকারী কোন ব্যক্তির তৈয়ারী কোন পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে।

দ্বিতীয়তঃ যদি সে, সে স্বয়ং বা অপরাধে সহায়তাকারী ব্যতীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক মনুষ্য প্রবেশের জন্য অভিপ্রেত নহে এমন কোন পথে অথবা কোন দেওয়াল বা অট্টালিকার উপর মই বা হাতপায়ের সাহায্যে আরোহণ করিয়া সে যে পথ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করিয়াছে, সেই পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে।

তৃতীয়তঃ যদি সে এমন কোন উপায়ে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করার উদ্দেশ্যে, সে বা উক্ত অনধিকার গৃহপ্রবেশে সহায়তাকারী ব্যক্তি যে পথ খুলিয়াছে সেই পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে উপায়ে উক্ত পথ খোলা গৃহকর্তার অভিপ্রেত ছিল না।

চতুর্থতঃ যদি সে, অনধিকার গৃহপ্রবেশ করার উদ্দেশ্যে বা অনধিকার করার পর গৃহ হইতে প্রস্থানের উদ্দেশ্যে কোন তালা খুলিয়া প্রবেশ বা প্রস্থান করে।

পঞ্চমতঃ যদি সে অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়া বা আক্রমণ করিয়া বা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণের ভয় দেখাইয়া তাহার প্রবেশ বা প্রস্থান সম্পন্ন করে।

ষষ্ঠতঃ যদি সে এইরূপ কোন পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে পথ অনুরূপ প্রবেশ বা প্রস্থানের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এবং যাহা স্বয়ং তৎকর্তৃক বা অনধিকার গৃহপ্রবেশে সহায়তাকারী কর্তৃক খোলা হইয়াছে বলিয়া সে জানে।

ব্যাখ্যা: কোন বহির্বাটি বা অট্টালিকা যাহা কোন গৃহের সহিত অধিকৃত হয় এবং যাহার ও উক্ত গৃহের মধ্যে সরাসরি আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ থাকে, তাহা অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে উক্ত গৃহের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক খ-র গৃহের দেওয়ালে একটি ছিদ্র বানাইয়া এবং উক্ত ছিদ্রের ভিতরে তাহার হাত দিয়া অনধিকার গৃহ প্রবেশ করে। ইহা সিঁধেল চুরি বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক একটি জাহাজের ডেকসমূহের মধ্যবর্তী একটি বায়ু চলাচল—জানালার মধ্য

দিয়া হামাগুড়ি দিয়া জাহাজের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা সিঁধেল চুরি বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক একটি জানালার মধ্য দিয়া য-র গৃহে প্রবেশ করিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা সিঁধেল চুরি বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ক একটি অর্গলাবদ্ধ দরজা খুলিয়া উক্ত দরজার মধ্য দিয়া য-র গৃহে প্রবেশ করিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা সিঁধেল চুরি বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) ক দরজা ছিদ্রের ভিতর তার প্রবেশ করাইয়া একটি হুড়কা উঠাইয়া উক্ত দরজার মধ্য দিয়া য-র গৃহে প্রবেশ করিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা সিঁধেল চুরি বলিয়া গণ্য হইবে।

(চ) ক য-র গৃহের চাবি দেখিতে পায়, যাহা য হারাইয়াছিল, এবং উক্ত চাবির সাহায্যে দরজা খুলিয়া য-র গৃহে প্রবেশ করিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা সিঁধেল চুরি বলিয়া গণ্য হইবে।

(ছ) য তাহার গৃহের প্রবেশপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ক য-কে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া বলপূর্বক পথ করিয়া লয় এবং য-র গৃহে প্রবেশ করিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা সিঁধেল চুরি বলিয়া গণ্য হইবে।

(জ) ম-র দ্বাররক্ষী য ম-র গৃহের প্রবেশপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ক তাহাকে বাধাদান করিলে তাহাকে (য-কে) মার দিবে—এই ভয় দেখাইয়া উক্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে। ইহা সিঁধেল চুরি বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় সিঁধেল চুরির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সিঁধেল চুরি বলিতে বুঝায়,

(ক) অনধিকার গৃহপ্রবেশ, বা

(খ) অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে কোন গৃহে অবস্থান করিয়া বা অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়া তাহা হইতে নির্গমন, তবে এই প্রবেশ বা নির্গমন নিম্নবর্ণিত ছয় প্রকারের যে কোন এক প্রকার হইতে হয়:

১। সিঁধ কাটিয়া।

২। মানুষ ঢুকিবার পথ দিয়া না গিয়া অন্য পথ দিয়া গিয়া, কিংবা দেওয়াল টপকাইয়া বা মই দিয়া চড়িয়া।

৩। যে পথ খোলা বাড়ীর মালিকের অভিপ্রেত নহে, সেই পথ খুলিয়া।

৪। তালা ভাঙ্গিয়া বা খুলিয়া।

৫। বল প্রয়োগ করিয়া বা আক্রমণ করিয়া বা ভয় দেখাইয়া।

৬। আটকানো কোন কিছুকে গিঁট খুলিয়া বা অন্য উপায়ে মুক্ত করিয়া।

উদাহরণ দ্বারা এই ধারার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

রাত্রি বেলায় সিঁধেল চুরি

৪৪৬। যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পরে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে সিঁধেল চুরি করে, সেই ব্যক্তি 'রত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি' করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

সিঁধেল চুরি কাহাকে বলে, তাহা আমরা পূর্বের ধারায় দেখিয়াছি। ইহা যখন রাত্রিতে করা হয়, তখন ইহাকে রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি বলে।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি

৪৪৭। যে ব্যক্তি অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। এই ধারায় অপরাধী ব্যক্তি অনূর্ধ তিন মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ পাঁচশত টাকা জরিমানায় বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে বাদীর দখল ছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন অথবা আইনানুগভাবে তথায় প্রবেশ করিয়া বেআইনীভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন।

৩। তিনি সেখানে প্রবেশ করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে,

(ক) কোন অপরাধ সংঘটিত করিবেন, বা

(খ সম্পত্তির দখলকার কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করিবেন।

মূল ধারার অনুবাদ

অনধিকার গৃহপ্রবেশের শাস্তি

৪৪৮। যে ব্যক্তি অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অনধিকার গৃহপ্রবেশের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে বাদীর দখল ছিল।

২। ঐ সম্পত্তি ছিল একটি দালান, তাঁবু বা জাহাজ যাহা মানুষ বাসের জন্য ব্যবহৃত হয় অথবা এমন কোন বাসস্থান, যাহা উপাসনালয়রূপে ব্যবহৃত হয় অথবা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয়।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ দালানে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন বা আইনানুগভাবে প্রবেশ করিয়া বেআইনীভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা করিয়াছিলেন কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে কিংবা সম্পত্তির দখলদার কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন. অপমান বা বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে।

মূল ধারার অনুবাদ

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ

৪৪৯। যে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা অনধিক দশ বৎসর

মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিবার শাস্তি এই ধারায় ঘোষণা করা হইয়াছে। অপরাধী ব্যক্তি যাবজ্জীন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে।

মূল ধারার অনুবাদ

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ

৪৫০। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার অনধিক দশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিবার শাস্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই অপরাধ করিবেন, তিনি অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

মূল ধারার অনুবাদ

কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ

৪৫১। যে ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে এবং যদি অনুষ্ঠানের জন্য অভিপ্রেত অপরাধটি চুরি হয়, তাহা হইলে কারাদণ্ডের মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারিবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিবার শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। আর চুরির ক্ষেত্রে ঐ শাস্তির পরিমাণ হইবে অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার উদ্দেশ্যে। অথবা

৩। সংশ্লিষ্ট অপরাধ ছিল চুরি।

মূলধারার অনুবাদ

আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেওয়ার পর অনধিকার গৃহপ্রবেশ

৪৫২। যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার বা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করার বা কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করার অথবা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা আক্রমণ বা অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করার প্রস্তুতি নেওয়ার পর অনধিকার অবৈধ গৃহপ্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেওয়ার পর অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিবার শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন কোন ব্যক্তিকে,

(ক) আঘাত করিবার,

(খ) আক্রমণ করিবার, বা

(গ) অবৈধভাবে আটক করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার পর। অথবা

৩। তিনি উহা করিয়াছিলেন কোন ব্যক্তিকে—

(ক) আঘাত করিবার,

(খ) আক্রমণ করিবার, বা

(গ) অবৈধভাবে আটক করিবার ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য।

মূল ধারার অনুবাদ

ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরির শাস্তি

৪৫৩। যে ব্যক্তি ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরির শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। ঐ শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশের ক্ষেত্রে,

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই ব্যক্তির নিকট গোপন রাখিয়া গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বা বাহির করিতে অধিকার রাখিতেন।

২। সিঁধেল চুরির ক্ষেত্রে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন ;

(খ) তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং বাহির হইয়াছিলেন ৪৪৫ ধারায় বর্ণিত ছয়টি উপায়ের যে কোন উপায়ে।

মূল ধারার অনুবাদ

কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি

৪৫৭। যে ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে বা সিঁধেল চুরি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে ; এবং যদি অনুষ্ঠানের জন্য অভিপ্রেত অপরাধটি চুরি হয়, তাহা হইলে কারাদণ্ডের মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারিবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরির শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। চুরির ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন বা সিঁধেল চুরি করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার উদ্দেশ্যে।

মূল ধারার অনুবাদ

আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেওয়ার পর ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি

৪৫৫। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার বা কোন ক্তিব্যকে আক্রমণ করার বা কোন বাক্তিকে অবৈধভাবে আটক করার অথবা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেওয়ার পর ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেওয়ার পর ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরির শাস্তি এই ধারায় বিধৃত। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন বা সিঁধেল চুরি করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন কোন ব্যক্তিকে আঘাত করিবার বা আক্রমণ করিবার বা অবৈধভাবে আটক করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার পর।

৩। তিনি উহা করিয়াছিলেন কোন ব্যক্তিকে আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য।

মূল ধারার অনুবাদ

রাত্রিবেলায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরির শাস্তি

৪৫৬। যে ব্যক্তি ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে বা রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় রাত্রি বেলায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরির শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

রাত্রিবেলায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশের ক্ষেত্রে,

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

২। ইহা সূর্যাস্তের পরে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরির ক্ষেত্রে,

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সিঁধেল চুরি করিয়াছিলেন।

২। উহা সূর্যাস্তের পরে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি

৪৫৭। যে ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে বা রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং যদি অনুষ্ঠানের জন্য অভিপ্রেত অপরাধটি চুরি হয়, তাহা হইলে কারাদণ্ডের মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারিবে।

বিশ্লেষণ

কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরির শাস্তি এই ধারায় বিধৃত। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড আর অপরাধটি চুরি হইলে শাস্তির মেয়াদ হইবে অনূর্ধ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলা অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন বা সিঁধেল চুরি করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য। নিম্নলিখিত তথ্যও প্রমাণিতব্য,

৩। সংশ্লিষ্ট অপরাধ ছিল চুরি।

মূল ধারার অনুবাদ

আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেওয়ার পর ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি

৪৫৮। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার বা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করার বা কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করার কিংবা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা আক্রমণ বা অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করার প্রস্তুতি নেওয়ার পর ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে বা রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের প্রস্তুতি নেওয়ার পর ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরির শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন বা সিঁধেল চুরি করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা করিয়াছিলেন কোন ব্যক্তিকে-
(ক) আঘাত করিবার জন্য,
(খ) আক্রমণ করিবার জন্য, অথবা
(গ) অবৈধ আটকের জন্য, অথবা
(ঘ) কোন ব্যক্তিকে আঘাতের,
(ঙ) আক্রমণের, বা
(চ) অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শনের জন্য।

মূল ধারার অনুবাদ

ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি অনুষ্ঠানকালে প্রদত্ত গুরুতর আঘাত

৪৫৯। যে ব্যক্তি ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি অনুষ্ঠানের কালে কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত প্রদান করে কিংবা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর বা তাহাকে গুরুতর আঘাত প্রদানের উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি অনুষ্ঠান কালে প্রদত্ত গুরুতর আঘাতের শাস্তি এই ধারায় ঘোষণা করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি করিয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত করিয়াছিলেন অথবা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো বা তাহাকে গুরুতর আঘাত প্রদানের উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উহা করিয়াছিলেন ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি অনুষ্ঠানকালে।

মূল ধারার অনুবাদ

ওঁৎ পাতিয়া রাত্রি-বেলায় অনধিকার গৃহ প্রবেশ বা সিঁধেল চুরিতে মিলিতভাবে জড়িত সকল ব্যক্তি, যে ক্ষেত্রে তাহাদের কোন একজন মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত প্রদান করে, দণ্ডনীয় হইবে

৪৬০। যদি ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি অনুষ্ঠান করার কালে উক্ত অপরাধে দোষী যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা তাহাকে গুরুতর আঘাত প্রদান করে কিংবা মৃত্যু ঘটানোর বা গুরুতর আঘাত প্রদানের উদ্যোগ করে, তাহা হইলে অনুরূপ ওঁৎ পাতিয়া রাত্রি-বেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি অনুষ্ঠানে মিলিতভাবে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারা-দণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহ-প্রবেশ বা সিঁধেল চুরিতে মিলিতভাবে জড়িত সকল ব্যক্তি, যে ক্ষেত্রে তাহাদের কোন একজন মৃত্যু ঘটায় বা গুরুতর আঘাত প্রদান করে, সেই ক্ষেত্রে মিলিতভাবে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে। এই ধারায় উহার শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। ঐ শাস্তির পরিমাণ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরিতে মিলিতভাবে জড়িত ছিলেন।

২। তাহারা বা তাহাদের মধ্যে একজন,

(ক) স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়; বা

(খ) গুরুতর আঘাত প্রদান করে, কিংবা ;

(গ) মৃত্যু ঘটানো বা গুরুতর আঘাত প্রদানের উদ্যোগ করে।

৩। তাহাদের মধ্যে একজন কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর উদ্যোগ করে বা গুরুতর আঘাত করে।

৪। তিনি উহা করিয়াছিলেন ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি অনুষ্ঠানকালে।

মূল ধারার অনুবাদ

সম্পত্তি ধারণকারী কোন পাত্র অসাধু-উদ্দেশ্যে ভাঙ্গিয়া খোলা

৪৬১। যে ব্যক্তি, অসাধুভাবে বা অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্য সহকারে কোন সম্পত্তি ধারণকারী বা সম্পত্তি ধারণ করে বলিয়া সে বিশ্বাস করে, এমন কোন বদ্ধ পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে বা বন্ধন মুক্ত করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় সম্পত্তি ধারণকারী কোন পাত্র অসাধুভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলার শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। সম্পত্তি ধারণকারী কোন পাত্র ছিল।

২। উহা সম্পত্তি ধারণ করিয়াছিল বা সম্পত্তি ধারণ করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করিতেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা ভাঙ্গিয়াছিলেন বা বন্ধনমুক্ত করিয়াছিলেন।

৪। তিনি উহা অসাধুভাবে করিয়াছিলেন বা অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে একই অপরাধের শাস্তি

৪৬২। যে ব্যক্তি, কোন সম্পত্তি ধারণকারী বা সম্পত্তি ধারণ করে বলিয়া সে বিশ্বাস করে, এমন কোন বদ্ধ পাত্রের ভারপ্রাপ্ত হইয়া উহা খোলার কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অসাধু-ভাবে বা অনিষ্ট করার উদ্দেশ্য সহকারে উক্ত পাত্র ভাঙ্গিয়া খোলে বা বন্ধনমুক্ত করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

সম্পত্তি ধারণকারী কোন পাত্র যাহার দখলে রাখা হয়, তৎকর্তৃক অসাধুভাবে উক্ত পাত্র ভাঙ্গিয়া খোলা বা বন্ধনমুক্ত করার শাস্তি এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পূর্বের ধারায় প্রমাণিতব্য তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হইবে। তদুপরি প্রমাণ করিতে হইবে:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পত্তি ধারণকারী কোন পাত্রের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। তিনি উহা বদ্ধ অবস্থায় ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩। উহা খোলার কোন কর্তৃত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির ছিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দলিলাদি এবং ব্যবসায় বা সম্পত্তি-চিহ্ন সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

জালিয়াতি

৪৬৩। যে ব্যক্তি জনগণ বা কোন ব্যক্তি বিশেবের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করার বা কোন দাবী বা অধিকার সমর্থন করার অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বা স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কিংবা প্রতারণা করার অথবা প্রতারণা করা যাইতে পারে এইরূপ উদ্দেশ্যে কোন মিথ্যা দলিল বা কোন মিথ্যা দলিলের অংশ-বিশেষ প্রস্তুত করে, সেই ব্যক্তি জালিয়াতি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় জালিয়াতির সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে।

জালিয়াতির উপাদান নিম্নরূপ :

(ক) কোন ভুয়া দলিল তৈরী করা, যাহার উদ্দেশ্য থাকে,

১। জনসাধারণ বা কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করা ; অথবা

২। কোন দাবী বা কাহারও স্বত্ব সমর্থন করা ; অথবা

৩। কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি পরিত্যাগ করান ; অথবা

৪। কোন স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করা ; অথবা

৫। প্রতারণা করা বা করা যাইতে পারে।

মূল ধারার অনুবাদ

৪৬৪। যে ব্যক্তি—

মিথ্যা দলিল প্রস্তুতকরণ

প্রথমত: কোন দলিল বা কোন দলিলের অংশ বিশেষ এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্ব বলে প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীল মোহরকৃত বা সম্পাদিত বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, যে ব্যক্তি কর্তৃক বা যে ব্যক্তির কর্তৃত্ব বলে উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া সে জানে, অথবা এমন কোন সময়ে, যে সময় উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীল-মোহরকৃত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া সে জানে, অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে অনুরূপ দলিল বা অনুরূপ কোন দলিলের অংশ বিশেষ প্রস্তুত, স্বাক্ষর, সীলমোহর বা সম্পাদন করে বা কোন দলিল সম্পাদনা জ্ঞাপক কোন চিহ্ন অঙ্কন করে; অথবা

দ্বিতীয়ত: কোন দলিল তৎকর্তৃক বা অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হওয়ার পর আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অসাধু বা প্রতারণামূলকভাবে, কর্তন করিয়া বা প্রকারান্তরে উহার কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিবর্তন করে—অনুরূপ পরিবর্তন সাধনকালে অনুরূপ ব্যক্তি জীবিত বা মৃত যাহাই হউক; অথবা

তৃতীয়ত: অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে এইরূপ জানিয়া কোন ব্যক্তিকে কোন দলিল স্বাক্ষর, সীলমোহর, সম্পাদন বা পরিবর্তন করিতে বাধ্য করে, যে উক্ত ব্যক্তি মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা বা প্রমত্ততার দরুন কিংবা তাহার প্রতি প্রযুক্ত প্রতারণার দরুন উক্ত দলিলের বিষয়বস্তু বা পরিবর্তনের প্রকৃতি জানিতে পারে না বা জানে না,

সেই ব্যক্তি মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক-র নিকট য কর্তৃক লিখিত ও খ কর্তৃক পরিশোধনীয় ১০,০০০ টাকার একখানা ঋণপত্র আছে। ক খ-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে এই অভিপ্রায়ে ১০,০০০ টাকার সহিত একটি শূন্য যোগ করিয়া দেয় ও টাকার পরিমাণ ১,০০,০০০ করে যেন খ বিশ্বাস করে যে য পত্রটিতে অনুরূপ লিখিয়াছে। ক জালিয়াতি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক, কোন সম্পত্তি ক কর্তৃক য-র নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে বুঝাইবার জন্য য-র অনুমতি ব্যতিরেকে, একটি দলিলে এই উদ্দেশ্যে য-র মোহর আঁটিয়া দেয় যাহাতে সে উক্ত সম্পত্তি খ র নিকট বিক্রয় করিতে পারে এবং তদ্বারা খ-র নিকট হইতে ক্রয়মূল্য লাভ করিতে পারে। ক জালিয়াতি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ক খ কর্তৃক সহিকৃত, কোন ব্যাঙ্কারের প্রতি আদিষ্ট, বাহককে প্রদেয় একটি চেক কুড়াইয়া পায়। কিন্তু চেকটিতে কোন টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা হয় নাই। ক প্রতারণামূলকভাবে চেকখানিতে দশ হাজার টাকা লিপিবদ্ধ করিয়া উহা পূরণ করে। ক জালিয়াতি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ক কোন ব্যাঙ্কারের প্রতি আদিষ্ট, ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একখানি চেকে অর্থের পরিমাণ উল্লেখ না করিয়া তাহার প্রতিভূ খ র নিকট রাখিয়া যায় এবং কোন বিশেষ অর্থ প্রদানার্থ অনধিক দশ হাজার টাকা লিপিবদ্ধ করিয়া উহা পূরণ করার অনুমতি দান করে। খ প্রতারণামূলকভাবে বিশ হাজার টাকা লিপিবদ্ধ করিয়া চেকখানি পূরণ করে। খ জালিয়াতি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) ক খ-র অনুমতি ব্যতিরেকে খ-র নামে তাহার নিজের উপর একটি হুণ্ডি এই অভিপ্রায়ে ড্র করে যে সে উহা খাঁটি বলিয়া কোন ব্যাঙ্কারের নিকট বাটায় ভাংগাইবে ও উহা পরিপক্ক হইলে উহা গ্রহণ করিবে। এই ক্ষেত্রে যেহেতু ক হুণ্ডিটি এই উদ্দেশ্যে ড্র করিয়াছে যেন উহা তাহার নিকট খ র জমানত বলিয়া তাহার ধারণা জন্মে ও তদ্বারা হুণ্ডিটি বাটায় ভাংগাইতে পারে, সেইহেতু ক জালিয়াতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

(চ) য-র উইলে "আমি নির্দেশ দিতেছি যে সমুদয় অবশিষ্ট সম্পত্তি ক, খ ও গ-র মধ্যে সমভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হউক" শব্দাবলী বিধৃত রহিয়াছে। সমস্ত সম্পত্তি তাহার নিজের ও গ-র নামে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ক প্রতারণামূলকভাবে খ-র নাম উঠাইয়া ফেলে। ক জালিয়াতি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ছ) ক একটি সরকারী প্রমিসারী নোটে পৃষ্ঠাঙ্কন করে এবং "য বা তাহার আদেশক্রমে পরিশোধ করা হউক" শব্দাবলী লিখিয়া উহাকে য-কে বা তাহার আদেশক্রমে পরিশোধনীয় করে এবং পৃষ্ঠাঙ্কনে স্বাক্ষর করে। খ অসাধুভাবে "য কে বা তাহার আদেশক্রমে পরিশোধ করা হউক" শব্দাবলী মুছিয়া ফেলে এবং তদ্বারা একটি বিশেষ পৃষ্ঠাঙ্কনকে এক শূন্য পৃষ্ঠাঙ্কনে রূপান্তরিত করে। খ জালিয়াতি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

জ) ক য-র নিকট একটি সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তর করে। পরে ক য-কে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত একই সম্পত্তি য-র নিকট হস্তান্তরের ছয় মাস পূর্বেকার তারিখ দিয়া খ র নিকট উহা হস্তান্তর করিয়াছে বলিয়া একটি দলিল এইরূপ উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে যেন উহা এমন বিশ্বাস জন্মায় যে সম্পত্তিটি য-র নিকট হস্তান্তর করিবার পূর্বেই খ-র নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছিল। ক জালিয়াতি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঝ) য তাহার উইল লিখিবার জন্য ক-কে মৌখিক নির্দেশ দেয়। ক ইচ্ছাকৃতভাবে য যে উত্তরাধিকারীর নাম করে সেই উত্তরাধিকারী হইতে ভিন্নতর উত্তরাধিকারীর নাম লেখে এবং সে য র নির্দেশানুযায়ী উইলটি তৈয়ার করিয়াছে বলিয়া য-কে উইলে স্বাক্ষর করিবার জন্য প্ররোচিত করে। ক জালিয়াতি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঞ) ক একটি পত্র লেখে এবং খ-র বিনা অনুমতিতে উহাতে খ-র নাম স্বাক্ষর করে। অনুরূপ পত্রের সাহায্যে য ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে খয়রাতি আদায়ের উদ্দেশ্যে উহাতে এই মর্মে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যে ক একজন সচ্চরিত্র ব্যক্তি এবং দৈব দুর্বিপাকে দুর্দশাগ্রস্ত। এই ক্ষেত্রে, যেহেতু য-কে তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে একটি মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করিয়াছে সেহেতু ক জালিয়াতি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ট) ক খ-র বিনা অনুমতিতে ক-র চরিত্র সম্বন্ধে একটি পত্র লেখে এবং উহাতে খ-র নাম স্বাক্ষর করে। সে এই উদ্দেশ্যে এই কাজ করে যে, সে তদ্বারা য-র নিকট চাকরি লাভ করিবে। যেহেতু ক জাল সার্টিফিকেটের সাহায্যে য-কে প্রতারিত করার এবং তদ্বারা চাকরির ব্যাপারে কোন স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তিবদ্ধ হইতে প্ররোচিত করার ইচ্ছা করিয়াছে, সেইহেতু ক জালিয়াতি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা: কোন ব্যক্তির স্বীয় নাম স্বাক্ষরও জালিয়াতির শামিল হইতে পারে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক একটি হুণ্ডিতে তাহার নিজের নাম এই অভিপ্রায়ে স্বাক্ষর করে যেন উহা এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে পারে যে অনুরূপ নামের অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বিলটি ড্র করা হইয়াছিল। ক জালিয়াতি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ক এক প্রস্থ কাগজের উপর এই উদ্দেশ্যে ' গৃহীত'' শব্দটি লেখে এবং য-র স্বাক্ষর করে যে পরবর্তীকালে খ উক্ত কাগজে খ কর্তৃক ড্র করা ও য কর্তৃক পরিশোধনীয় একটি হুণ্ডি লিখিতে পারে এবং বিলটি এইরূপে বিনিময় করে যেন উহা য কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ক জালিয়াতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং ব্যাপারটি জানা সত্ত্বেও যদি ক-র উদ্দেশ্য অনুযায়ী খ উক্ত কাগজে বিলটি ড্র করে, তাহা হইলে খ-ও জালিয়াতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

(গ) ক একই নামের অন্য কোন ব্যক্তির আদেশক্রমে পরিশোধনীয় একটি হুণ্ডি কুড়াইয়া পায়। হুণ্ডিটি যে ব্যক্তির আদেশক্রমে পরিশোধনীয় সেই ব্যক্তি কর্তৃক উহার পৃষ্ঠাঙ্কন করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে হুণ্ডিটি তাহার নিজের নামে পৃষ্ঠাঙ্কন করে। এই ক্ষেত্রে, ক জালিয়াতি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ক খ-র বিরুদ্ধে একটি ডিক্রি কার্যকরী করণার্থ বিক্রীত একটি সম্পত্তি ক্রয় করে। সম্পত্তিটি ক্রোক করার পর খ ক-কে প্রতারিত করার এবং সম্পত্তিটি ক্রোক করার পূর্বেই ইজারা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে য-র সহিত যোগসাজশ করিয়া উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করার ছয় মাস পূর্বেকার তারিখ দিয়া নাম মাত্র খাজনায় দীর্ঘ মেয়াদের জন্য য-র নিকট ইজারা দেয়। খ নিজের নামে উক্ত সম্পত্তির ইজারা সম্পাদন করিলেও উহাতে পূর্ববর্তী তারিখ দানের দরুন সে জালিয়াতি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) ব্যবসায়ী ক, দেউলিয়া বলিবে অনুমান করিয়া ক-র নিজের উপকারার্থ ও তাহার উত্তমর্ণদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে নিজের মালপত্র খ-র নিকট গচ্ছিত রাখে, এবং উক্ত লেন-দেনের ওজর-স্বরূপ গৃহীত মূল্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়া একটি প্রমিসারী নোট লিখিয়া দেয় এবং ক দেউলিয়া বনিবার উপক্রম হইবার পূর্বেই উহা সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য উহাতে একটি পূর্ববর্তী তারিখ দান করে। ক সংজ্ঞার প্রথম শিরোনামাধীন জালিয়াতি অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা : কোন প্রকৃত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কাল্পনিক ব্যক্তির নামে, অথবা কোন মৃত ব্যক্তি কর্তৃক তাহার জীবদ্দশায় সম্পাদিত বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন মৃত ব্যক্তির নামে কোন মিথ্যা দলিল সম্পাদনকরণ জালিয়াতির শামিল হইতে পারে।

উদাহরণ

ক একটি কাল্পনিক ব্যক্তির নামে একটি হুণ্ডি ড্র করে এবং বিনিময় করার উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলকভাবে বিলটি উক্ত কাল্পনিক ব্যক্তির নামে গ্রহণ করে। ক জালিয়াতি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করার সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে।

এই ধারায় ৩টি অনুচ্ছেদ আছে। প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে :

সেই ব্যক্তি মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করেন, যিনি—

১। কোন দলিল বা উহার অংশ বিশেষ অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে প্রস্তুত, স্বাক্ষর, সীলমোহর বা সম্পাদন করেন অথবা কোন দলিল সম্পাদনামূলক কোন চিহ্ন প্রদান করেন।

২। দলিল বা উহার অংশ বিশেষ প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আচরণ করেন যদিও উক্ত দলিল বা উহার অংশ বিশেষ উহাতে প্রতীয়মান ব্যক্তি কর্তৃক বা ঐ ব্যক্তির কর্তৃত্ব বলে বা প্রতীয়মান সময়ে প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তিনি জানেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে :

দলিল প্রস্তুত হইবার পর অসাধুভাবে উহা পরিবর্তন করাকে মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করা বলে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে :

মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা বা প্রমত্ততার কারণে অথবা প্রতারিত অবস্থায় দলিলের বিষয়বস্তু বা উহা পরিবর্তনের প্রকৃতি বুঝিতে অক্ষম জানিয়া কোন ব্যক্তিকে দলিল স্বাক্ষর, সীলমোহর, সম্পাদন বা পরিবর্তন করিতে বাধ্য করা জালিয়াতির শামিল।

মূল ধারার অনুবাদ

জালিয়াতির শাস্তি

৪৬৫। যে ব্যক্তি জালিয়াতি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় জালিয়াতির শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন দলিল বা উহার অংশ বিশেষ প্রস্তুত, স্বাক্ষর, সীল-মোহর বা সম্পাদন করিয়াছেন অথবা কোন দলিল সম্পাদনামূলক কোন চিহ্ন প্রদান করিয়াছেন।

২। কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্ববলে বা কোন বিশেষ সময়ে কোন দলিল প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত আচরণ করিয়াছেন যদিও উক্ত অপর ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্ববলে বা কোন বিশেষ সময়ে দলিল সম্পাদিত হয় নাই।

৩। অভিযক্ত ব্যক্তি ইহা জানিতেন যে, অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্ব অনুরূপভাবে বা উল্লেখিত সময়ে দলিল সম্পাদিত হইয়াছে।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি জনগণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি সাধন করার বা কোন দাবী বা অধিকার সমর্থন করার অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বা স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কিংবা প্রতারণা করার বা করা যাইতে পারে এইরূপ উদ্দেশ্যে অসাধুভাবে বা প্রতারণা-মূলকভাবে (১) ও (২) এ বর্ণিত আচরণ করিয়াছেন।

অথবা প্রমাণ করিতে হয় যে—

(ক) কোন ব্যক্তি কর্তৃক দলিল প্রস্তুত ও সম্পাদিত হইয়াছে;

(খ) দলিল প্রস্তুত হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা নাকচ করিয়াছেন;

(গ) দলিলের গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিবর্তন করা হইয়াছে;

(ঘ) অনুরূপ পরিবর্তন করার জন্য আইনানুগ ক্ষমতা অভিযুক্ত ব্যক্তির ছিল না ;

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তি (৪) এ বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অসাধুভাবে বা প্রতারণা-মূলকভাবে উপরোক্ত আচরণ করিয়াছেন।

অথবা প্রমাণ করিতে হয় যে :

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে দলিল স্বাক্ষর, সীলমোহর সম্পাদন করিতে বা উহা পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছে।

(খ) দলিল করিবার সময় বা উহা পরিবর্তন করার সময়ে দলিলের বিষয়বস্তু বা উহা পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে দলিলকারী জ্ঞাত ছিলেন না।

(গ) দলিলকারীর মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা অথবা প্রমত্ততা বা প্রতারিত অবস্থা উক্ত অজ্ঞতার কারণ।

(ঘ অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অজ্ঞতা এবং উহার কারণ জানিতেন।

(ঙ) দলিলকারীকে দলিল করিতে বাধ্য করার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি (৪)—এ বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অথবা অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে কাজ করিয়াছেন।

মূল ধারার অনুবাদ

আদালতের নথিপত্র বা সরকারী রেজিস্টার ইত্যাদি জালকরণ

৪৬৬। যে ব্যক্তি কোন বিচারালয়ের বা বিচারালয়ের কোন নথিপত্র বা মোকদ্দমার বিবরণী বলিয়া গণ্য কোন দলিল অথবা জন্ম, ধর্মীয় অভিসিঞ্চন ক্রিয়া বিবাহ বা শব সৎকার সংক্রান্ত রেজিস্টার বা কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতায় সংরক্ষিত কোন রেজিস্টার কিংবা কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তাহার সরকারী ক্ষমতায় প্রস্তুত বলিয়া গণ্য কোন সার্টিফিকেট বা দলিল অথবা কোন মোকদ্দমা দায়ের করা বা উহাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করা বা উহাতে কোন বিচার বিবরণী গ্রহণ করার ব রায় কবুল করার অনুমতি-পত্র কিংবা আম্মোক্তার-নামা জাল করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় আদালতের নথিপত্র বা সরকারী রেজিস্টার বা দলিল ইত্যাদি জাল করার অপরাধে ৭ বৎসরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড—এই উভয় দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে।

অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে আদালতের নথিপত্র বা সরকারী দলিল জাল করার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিতে হইলে প্রমাণ থাকিতে হইবে যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বিচারালয়ের বা আদালতের কোন নথিপত্র বা মোকদ্দমার বিবরণী বলিয়া গণ্য কোন দলিল, অথবা

(খ) জন্ম, ধর্মীয় অভিসিঞ্চন ক্রিয়া, বিবাহ বা শব সৎকার সংক্রান্ত রেজিস্টার বা কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তদীয় ক্ষমতায় সংরক্ষিত কোন রেজিস্টার বা অনুরূপ ক্ষমতায় প্রস্তুত বলিয়া গণ্য কোন সার্টিফিকেট বা দলিল, অথবা

(গ) কোন মোকদ্দমা দায়ের করা বা উহাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করা বা উহাতে কোন বিচার বিবরণী গ্রহণ করার বা রায় কবুল করার অনুমতিপত্র বা মোক্তারনামা, অসাধু উদ্দেশ্যে জাল করিয়াছেন।

মূল ধারার অনুবাদ

মূল্যবান জমানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ

৪৬৭। যে ব্যক্তি কোন মূল্যবান জমানত বা উইল বা দত্তক-পুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র বলিয়া গণ্য কোন দলিল কিংবা কোন মূল্যবান জমানত সম্পাদন বা হস্তান্তর করিবার জন্য অথবা মূলধন বা উহার উপরকার সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণ করিবার অথবা কোন অর্থ, অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত গ্রহণ বা হস্তান্তর করিবার জন্য কোন ব্যক্তির প্রতি অনুমতিপত্র বলিয়া গণ্য কোন দলিল কিংবা কোন অর্থ পরিশোধের পূর্ণপ্রাপ্তি রসিদ বা স্বীকৃতি রসিদ অথবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানতের পূর্ণপ্রাপ্তি রসিদ বা হস্তান্তর রসিদ বলিয়া গণ্য কোন দলিল জাল করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মূল্যবান জামানত, উইল ইত্যাদি জাল করার জন্য অপরাধীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড দেওয়ার বিধান করা হইয়াছে।

এই ধারার অধীন অপরাধের দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে,

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি জাল করিয়াছেন; এবং

(খ) তিনি কোন মূল্যবান জমানত বা উইল বা দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র বলিয়া গণ্য কোন দলিল, অথবা

(গ) কোন মূল্যবান জমানত সম্পাদন বা হস্তান্তর করিবার জন্য অথবা মূলধন ও উহার সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণ করিবার অথবা কোন অর্থ, অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ বা হস্তান্তর করিবার জন্য কোন ব্যক্তির প্রতি অনুমতিপত্র বলিয়া গণ্য কোন দলিল, অথবা

(ঘ) কোন অর্থ পরিশোধের স্বীকৃতি রসিদ বা কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানতের পূর্ণপ্রাপ্তি রসিদ বা হস্তান্তর রসিদ বলিয়া গণ্য কোন দলিল, প্রতারণামূলকভাবে এবং অসাধু উদ্দেশ্যে জাল করিয়াছেন।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি

৪৬৮। যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে কোন দলিল জাল করে যে, জালকৃত দলিল প্রতারণা করার জন্য ব্যবহৃত হইবে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, প্রতারণা করার জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দলিল জাল করার অপরাধে অপরাধীকে সাত বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

এই ধারা মোতাবেক অপরাধীকে দণ্ড দানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে,

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি জালিয়াতির জন্য দায়ী, এবং

(খ) তাহার দলিল জাল করার উদ্দেশ্য ছিল প্রতারণা করার জন্য উক্ত দলিল ব্যবহার করা।

মূল ধারার অনুবাদ

মানহানির উদ্দেশ্যে জালিয়াতি

৪৬৯। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে জালিয়াতি করে যে জালকৃত দলিল কোন সম্প্রদায়ের সুনাম নষ্ট করিবে অথবা উহা অনুরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া জালিয়াতি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মানহানি বা সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে দলিল জাল করার জন্য অপরাধীকে তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রহিয়াছে।

আলোচ্য ধারার অধীন অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি দলিল জাল করিয়াছেন ;

(খ) দলিল জাল করার উদ্দেশ্য ছিল জালকৃত দলিল ব্যবহার করিয়া কোন সম্প্রদায়ের সুনাম নষ্ট করা ; অথবা

(গ) জালিয়াত জ্ঞাত ছিলেন যে কাহারও মানহানির উদ্দেশ্যে উক্ত দলিল ব্যবহৃত হইতে পারে ;

এতদ্‌সত্ত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তি দলিল জাল করিয়াছেন।

মূল ধারার অনুবাদ

জাল দলিল

৪৭০। সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে জালকৃত যে কোন মিথ্যা দলিল ‘জাল দলিল” বলিয়া অভিহিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় জাল দলিলের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। জাল বলিতে কি বুঝায়, তাহা ৪৬৩ ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। যে দলিল সম্পূর্ণভাবে জাল, তাহা জাল দলিল ; আবার যে দলিল আংশিকভাবে জাল, তাহাও জাল দলিল।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন জাল দলিলকে খাঁটি হিসাবে ব্যবহারকরণ

৪৭১। যে ব্যক্তি কোন দলিল জাল বলিয়া জানিয়া বা উহা জাল বলিয়া তাহার বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে উহাকে খাঁটি দলিল হিসাবে ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি অনুরূপ দলিল জাল করিলে যে প্রকারে দণ্ডিত হইত, সেই একই প্রকারে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

দলিল জল করার অপরাধে যে দণ্ড দেওয়া হয়, এই ধারায় জাল দলিল ব্যবহার করার অপরাধে সেই দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে।

আলোচ্য ধারা মোতাবেক দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে -

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি জাল দলিল ব্যবহার করিয়াছেন,

(খ) উক্ত দলিল জালকৃত ছিল বলিয়া তিনি জানিতেন, অথবা

(গ) উক্ত দলিল জালকৃত ছিল ইহা বিশ্বাস করার তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল,

(ঘ) দলিল জালকৃত জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়াও তিনি উহা প্রতারণামূলকভাবে ও অসাধু উদ্দেশ্যে খাঁটি দলিল হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

মূল ধারার অনুবাদ

৪৬৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে মেকি মোহর ইত্যাদি প্রস্তুত বা অধিকারকরণ

৪৭২। যে ব্যক্তি কোন ছাপ অঙ্কন করিবার জন্য কোন সীলমোহর, ফলক বা অন্য কোন যন্ত্র এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা নকল করে যে, উহা অত্র বিধির ৪৬৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় যে কোন জালিয়াতি করার জন্য ব্যবহার করা হইবে অথবা অনুরূপ কোন সীলমোহর, ফলক বা অন্য কোন যন্ত্র মেকি বলিয়া জানিয়া অনুরূপ উদ্দেশ্যে নিজের অধিকার রাখে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডনীয় হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বিধান করা হইয়াছে যে, মূল্যবান জমানত, উইল ইত্যাদি জাল করার জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছাপ অঙ্কনকারী কোন সীলমোহর, ফলক বা অন্য কোন যন্ত্র প্রস্তুত বা নকল করার জন্য অপরাধীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা সাত বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এই ধারার অধীনে অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে,

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সীলমোহর বা ফলক প্রস্তুত বা নকল করিয়াছেন অথবা অনুরূপ সীলমোহর ইত্যাদি তাহার অধিকারে ছিল এবং তিনি জানিতেন যে উহা মেকি।

২। অনুরূপ সীলমোহর ইত্যাদি ছাপ অঙ্কনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

৩। উক্ত সীলমোহর ইত্যাদি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ছিল জালিয়াতি করা।

৪। উক্ত জালিয়াতি ৪৬৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয়।

মেকি সীলমোহর ও জাল দলিল অভিযুক্তের অধিকারে পাওয়া গেল। উহা কিভাবে তাহার অধিকারে আসিয়াছে তাহার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে তিনি ব্যর্থ হইলেন। এমতাবস্থায় অনুমান করা হয় যে তিনি উহা প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই নিজের কাছে রাখিয়াছেন।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রকারান্তরে দণ্ডনীয় জালিয়াতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে মেকি সীলমোহর ইত্যাদি প্রস্তুত বা অধিকারকরণ

৪৭৩। যে ব্যক্তি কোন ছাপ অঙ্কন করিবার জন্য কোন সীলমোহর, ফলক বা অন্যবিধ যন্ত্র এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা নকল করে যে উহা ৪৬৭ ধারা ব্যতীত অত্র পরিচ্ছেদের যে কোন ধারার অধীনে দণ্ডনীয় কোন জালিয়াতি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হইবে অথবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে অনুরূপ যে কোন সীলমোহর, ফলক বা অন্যবিধ যন্ত্র—উহা মেকি বলিয়া জানিয়া—অধিকার করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, ৪৬৭ ধারা ব্যতীত অত্র পরিচ্ছেদের যে কোন ধারার অধীনে দণ্ডনীয় কোন জালিয়াতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে মেকি সীলমোহর ইত্যাদি প্রস্তুতি বা অধিকার করার জন্য অপরাধীকে সাত বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড-এই উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এই ধারার অধীনে অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে,

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাপ অঙ্কন করিবার জন্য মেকি সীলমোহর ইত্যাদি প্রস্তুত বা নকল করিয়াছেন।

২। অনুরূপ সীলমোহর ইত্যাদি ৪৬৭ ধারা ব্যতীত প্রকারান্তরে দণ্ডনীয় কোন জালিয়াতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত বা নকল করা হইয়াছিল।

৩। অনুরূপ সীলমোহর ইত্যাদি মেকি বলিয়া তিনি জানিতেন।

৪। জালিয়াতি অনুষ্ঠানের জন্য উহা তিনি নিজের অধিকারে রাখিয়াছেন।

মূল ধারার অনুবাদ

৪৬৬ বা ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিল, উহা জাল বলিয়া জানিয়া এবং উহা খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করার ইচ্ছা করিয়া অধিকার করণ

৪৭৪। যে ব্যক্তি কোন দলিল, উহা জাল বলিয়া জানিয়া এবং প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে উহা খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করা হইবে—এইরূপ ইচ্ছা করিয়া অধিকার করে, সেই ব্যক্তি, উক্ত দলিল ৪৬৬ ধারায় উল্লেখিত বর্ণনার হইলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে -- যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে ;

এবং দলিলটি ৪৬৭ ধারায় উল্লেখিত বর্ণনার হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে,

১। ৪৬৬ ধারায় বর্ণিত দলিল, উহা জাল বলিয়া জানিয়া ও খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে অধিকারে রাখার জন্য অপরাধীকে সাত বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে ; এবং

২। ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিল, উহা জাল বলিয়া জানিয়া এবং খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে অধিকারে রাখার জন্য অপরাধীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা বা সাত বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড—এই উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এই ধারা মোতাবেক অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে,

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন দলিল অধিকারে রাখিয়াছেন;

(খ) উক্ত দলিল জাল বলিয়া তিনি জানিতেন;

(গ) জাল জানিয়াও উক্ত দলিল অসাধু উদ্দেশ্যে খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল;

(ঘ) উক্ত দলিল ৪৬৬ ধারার বর্ণনা মোতাবেক আদালতের নথিপত্র বা সরকারী রেজিস্টার ইত্যাদির অনুরূপ কোন দলিল; অথবা

উহা ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত কোন মূল্যবান জমানত বা উইল ইত্যাদির অনুরূপ কোন দলিল।

মূল ধারার অনুবাদ

৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিলসমূহ প্রমাণিকৃত করার জন্য ব্যবহৃত নক্সা বা চিহ্ন নকলকরণ বা মেকি চিহ্নিত দ্রব্য অধিকারকরণ

৪৭৫। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্যের উপর বা উহার উপাদানে অত্র বিধির ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত যে কোন দলিল প্রমাণিকৃত করার জন্য ব্যবহৃত যে কোন নক্সা বা চিহ্ন নকল করে যে অনুরূপ নক্সা বা চিহ্ন অনুরূপ দ্রব্যে তৎকালে জালকৃত বা পরবর্তীকালে জাল করা হইবে এইরূপ যে কোন দলিলকে প্রামাণ্যতার রূপদান করিবে অথবা যে ব্যক্তি অনুরূপ উদ্দেশ্যে যে দ্রব্যের উপর বা উহার উপাদানে অনুরূপ যে কোন নক্সা বা চিহ্ন নকল করা হইয়াছে সেই দ্রব্য তাহার অধিকারে রাখে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে – যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে – দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিলসমূহ প্রমাণীকৃত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নক্সা বা চিহ্ন নকল করা বা মেকি চিহ্নিত দ্রব্য দখলে রাখার জন্য

অপরাধীকে দ্বীপান্তর দণ্ডে অথবা সাত বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এই ধারা মোতাবেক দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে,

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন নক্সা বা চিহ্ন নকল করিয়াছেন ;

(খ) অত্র বিধির ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত কোন দলিল প্রমাণীকৃত করার জন্য অনুরূপ নক্সা বা চিহ্ন নকল করা হইয়াছে ;

(গ) কোন দলিলকে প্রামাণ্যতার রূপদান করার উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুরূপ নক্সা বা চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন ;

অনুরূপ দলিল জাল ছিল অথবা পরবর্তী কালে জাল করা হইবে এইরূপ ছিল ;

অথবা

অভিযোগে উল্লিখিত কাগজপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির দখলে পাওয়া গিয়াছে এবং উক্ত নক্সা বা চিহ্ন উহাতে নকল করা হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিলাদি হইতে ভিন্নতর দলিলাদি প্রমাণীকৃত করার জন্য ব্যবহৃত নক্সা বা চিহ্নাদি নকলকরণ অথবা মেকি চিহ্ন সংবলিত দ্রব্য অধিকারকরণ

৪৭৬। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে যে কোন দ্রব্যের উপর বা উহার উপাদানে অত্র বিধির ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত কোন দলিল হইতে ভিন্নতর কোন দলিল প্রমাণকৃত করার জন্য ব্যবহৃত যে কোন নক্সা বা চিহ্ন নকল করে যে অনুরূপ নক্সা বা চিহ্ন অনুরূপ দ্রব্যে তৎকালে জালকৃত বা পরবর্তী কালে জাল করা হইবে এইরূপ যে কোন দলিলকে প্রামাণ্যতার রূপ দান করিবে, অথবা যে ব্যক্তি, অনুরূপ উদ্দেশ্যে, যে দ্রব্যের উপর বা উহার উপাদানে অনুরূপ যে কোন নক্সা বা চিহ্ন নকল করা হইয়াছে সেই দ্রব্য অধিকার করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিলাদি হইতে ভিন্নতর দলিলাদি প্রমাণীকৃত করার জন্য ব্যবহৃত নক্সা বা চিহ্নাদি নকল করা অথবা মেকি চিহ্ন

সংবলিত দ্রব্য অধিকারে রাখার জন্য অপরাধীকে ৭ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এই ধারার অধীনে অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন দ্রব্যের বা উহার উপাদানে ব্যবহার করার জন্য কোন নক্‌সা বা চিহ্ন নকল করিয়াছেন;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল অত্র বিধির ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত কোন দলিল হইতে ভিন্নতর দলিল প্রমাণীকৃত করার জন্য অনুরূপ নক্‌সা বা চিহ্ন নকল করা;

(গ) অনুরূপ নক্‌সা বা চিহ্ন অনুরূপ দ্রব্যে তৎকালে জালকৃত বা পরবর্তী কালে জাল করা হইবে এইরূপ যে কোন দলিলকে প্রামাণ্যতার রূপদান করিবে;

(ঘ) অসাধু উদ্দেশ্যে যে দ্রব্যের উপর বা উহার উপাদানে অনুরূপ কোন নক্‌সা বা চিহ্ন নকল করা হইয়াছে সেই দ্রব্য অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার দখলে রাখিয়াছেন।

মূল ধারার অনুবাদ

উইল, দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র বা কোন মূল্যবান জমানত প্রতারণামূলকভাবে বাতিলকরণ বা বিনষ্টকরণ

৪৭৭। যে ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে অথবা জনগণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করার উদ্দেশ্যে উইল বা দত্তক পুত্র গ্রহণের কোন অনুমতিপত্র বা কোন মূল্যবান জমানতরূপে গণ্য বা অনুরূপ পরিগণিত হওয়ার জন্য অভীষ্ট যে কোন দলিল বাতিল, বিনষ্ট বা বিকৃতি করার উদ্যোগ করে, অথবা গোপন করে বা গোপন করার উদ্যোগ করে, অথবা অনুরূপ দলিল সম্পর্কে কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় উইল, দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র বা কোন মূল্যবান জমানত প্রতারণামূলকভাবে বাতিল, বিকৃতি, বিনষ্ট অথবা গোপন করার জন্য অপরাধীকে

যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড অথবা সাত বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান করা হইয়াছে।

এই ধারার অধীন অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে,

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধু উদ্দেশ্যে দলিল বাতিল, বিনষ্ট বা গোপন করিয়াছেন বা করার উদ্যোগ করিয়াছেন বা ঐ সম্পর্কে 'অনিষ্ট' সাধন করিয়াছেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে জনগণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করা।

৩। যে দলিল বাতিল, বিনষ্ট বা গোপন করা হইয়াছে তাহা উইল বা দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র বা কোন মূল্যবান জমানতরূপে গণ্য হইবার জন্য অভীষ্ট ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

হিসাবপত্র বিকৃত-করণ

৪৭৭-ক। যে ব্যক্তি একজন কেরাণী, পদস্থ কর্মচারী বা চাকর হইয়া অথবা একজন কেরাণী, পদস্থ কর্মচারী বা চাকরের যোগ্যতায় নিযুক্ত হইয়া বা কাজ করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে এবং প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে, তাহার নিয়োগ কর্তার মালিকানাধীন বা অধিকারভুক্ত অথবা তাহার নিয়োগকারীর নামে বা পক্ষে তৎকর্তৃক গৃহীত কোন পুস্তক, পত্র, লিপি, মূল্যবান জমানত বা হিসাব বিনষ্ট, পরিবর্তন, অঙ্গহানি বা বিকৃত করে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং প্রতারণাকারীর উদ্দেশ্যে অনুরূপ কোন পুস্তক, পত্র, লিপি, মূল্যবান জমানত বা হিসাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করে বা উহা হইতে বা উহাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ বর্জন বা পরিবর্তন করে, অথবা বর্জন বা পরিবর্তনের সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যাঃ অত্র ধারার অধীন কোন অভিযোগের ব্যাপারে প্রতারণা করার জন্য অভীষ্ট কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিয়া বা প্রতারণার বিষয়রূপে অভীষ্ট কোন বিশেষ পরিমাণ তথ্যের উল্লেখ না করিয়া বা যে দিবসে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ না করিয়া, প্রতারণা করার একটা সাধারণ অভিপ্রায় সম্পর্কে অভিযোগ করাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, কর্মচারীর যোগ্যতায় নিযুক্ত হইয়া বা কাজ করিয়া নিয়োগকর্তার কাগজপত্র বিনষ্ট বা হিসাবপত্র বিকৃত করার জন্য অপরাধীকে সাত বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এই ধারা মোতাবেক অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নিয়োগকর্তার অধীনে কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন বা অনুরূপ যোগ্যতায় কাজ করিয়াছিলেন ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং প্রতারণা করার অভিপ্রায়ে তাহার নিয়োগকর্তার মালিকানাধীন বা অধিকারভুক্ত বা তাহার পক্ষে তৎকর্তৃক গৃহীত কোন বহি, লিপি, মূল্যবান জমানত বা হিসাব বিনষ্ট, বিকৃত, বর্জন বা পরিবর্তন করিয়াছেন বা তজ্জন্য সহায়তা করিয়াছেন।

বাণিজ্য, সম্পত্তি ও অন্যান্য চিহ্ন সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

বাণিজ্য-চিহ্ন

৪৭৮। কোন মাল কোন বিশেষ ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য বলিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন বাণিজ্য-চিহ্ন বলিয়া অভিহিত হইবে।

ভিক্টোরিয়া ৪৬ ও ৪৭, ৫৭ ঘ পরিচ্ছেদ এবং অত্র বিধির উদ্দেশ্যে প্যাটেন্টস, নক্সাসমূহ ও বাণিজ্য-চিহ্ন আইন ১৮৮৩ এর অধীনে সংরক্ষিত বাণিজ্য-চিহ্ন, রেজিস্টারে রেজিস্ট্রিকৃত যে কোন বাণিজ্য-চিহ্ন, এবং আপাততঃ সপরিষদ আদেশের অধীনে প্যাটেন্টস, নক্সাসমূহ ও বাণিজ্যসমূহ আইন, ১৮৮৩-এর ১০৩ ধারার বিধানসমূহ যে সকল ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত রাজ্য বা যে কোন

বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য, সেই সকল রাজ্যে বা রাষ্ট্রে আইন বলে সংরক্ষিত—রেজিস্ট্রি সহকারে বা ব্যতিরেকে—যে কোন বাণিজ্য-চিহ্ন "বাণিজ্য-চিহ্নের" সংজ্ঞাভুক্ত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় 'বাণিজ্য-চিহ্নের' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

অত্র বিধির উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ সালের প্যাটেন্টস্, নক্সাসমূহ ও বাণিজ্য চিহ্ন আইনের অধীনে সংরক্ষিত বাণিজ্য-চিহ্ন রেজিস্টারে রেজিস্ট্রিকৃত কোন বাণিজ্য-চিহ্ন 'বাণিজ্য-চিহ্নের' সংজ্ঞাভুক্ত হইবে।

বাণিজ্য চিহ্ন কাহাকে বলে ?

কোন বণিকের প্রতীক-চিহ্ন হিসাবে তাহার পণ্যে অংকিত কোন ছবি, নক্সা কিংবা শব্দ বা শব্দাবলী যদ্দ্বারা উক্ত পণ্যকে অন্য কোন বণিকের অনুরূপ পণ্য হইতে স্বতন্ত্র বুঝান হয়, তাহাকে বাণিজ্য-চিহ্ন বলা হইয়া থাকে।

বাণিজ্য চিহ্নের সহিত বাণিজ্য বিবরণীর পার্থক্য

বাণিজ্য-চিহ্ন বাণিজ্য-বিবরণী মাত্র নহে। উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। কারণ বাণিজ্য-বিবরণী বলিতে বুঝা যায়,

(ক) পণ্যে প্রযুক্ত সংখ্যা, উহার পরিমাণ, মাপ বা ওজন ; অথবা

(খ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশ বা স্থান ; অথবা

(গ) পণ্য উৎপাদন বা প্রস্তুত করার পদ্ধতি ; অথবা

(ঘ) পণ্যে ব্যবহৃত মাল মামলা বা উপাদান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা মাত্র।

মূল ধারার অনুবাদ

সম্পত্তি-চিহ্ন

৪৭৯। কোন অস্থাবর সম্পত্তি কোন বিশেষ ব্যক্তির মালিকানাধীন বলিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন সম্পত্তি চিহ্ন বলিয়া অভিহিত হইবে।

'সম্পত্তি-চিহ্ন'

এই ধারায় সম্পত্তি-চিহ্নের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

এই ধারার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি বলিতে অস্থাবর সম্পত্তি বুঝাইবে।

সম্পত্তি-চিহ্ন কাহাকে বলে ?

কোন অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষ কোন সম্পত্তির মালিকানাধীন বলিয়া বুঝাইবার জন্য উক্ত সম্পত্তিতে ব্যবহৃত চিহ্নকে সম্পত্তি চিহ্ন বলা হয়। ইহা দ্বারা সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারিত হয় এবং কোন সম্পত্তির প্রতারণামূলক নকল বন্ধ করা যায়। পণ্য উৎপাদনকারী বা পণ্য ব্যবসায়ী উভয়েই সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন।

সম্পত্তি-চিহ্নের সহিত বাণিজ্য-চিহ্নের পার্থক্য

অত্র বিধি মোতাবেক সম্পত্তি-চিহ্নের সহিত বাণিজ্য-চিহ্নের আইনানুগ পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষণীয়। কারণ বাণিজ্য-চিহ্ন নকল করার জন্য অপরাধী ৪৮১ ধারার বিধান মতে দণ্ডনীয় কিন্তু সম্পত্তি-চিহ্ন রেজিস্ট্রি করা বা উহার নকল বন্ধ করার প্রয়োজন নাই এবং উহা জালকারী অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার অধিকার সম্পত্তি মালিকের থাকে না।

বাণিজ্য-চিহ্ন বণিকের প্রতীক চিহ্ন মাত্র। কিন্তু সম্পত্তি-চিহ্ন দ্বারা সম্পত্তির মালিকানা নির্ণয় করা হয়।

মূল ধারার অনুবাদ

মিথ্যা বাণিজ্য-চিহ্নের ব্যবহার

৪৮০। যে ব্যক্তি, এই প্রকারে কোন মাল বা কোন মাল-ধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড চিহ্নিত করে, কিংবা কোন চিহ্নধারী কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড এই প্রকারে ব্যবহার করে যে উহা যুক্তি-সঙ্গতভাবে অনুরূপভাবে চিহ্নিত মাল বা অনুরূপভাবে চিহ্নিত অনুরূপ যে কোন ভাণ্ডে বিধৃত মাল এইরূপ কোন ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অভিপ্রেত হয় প্রকৃতপক্ষে উহা যে ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য নহে—সেই ব্যক্তি মিথ্যা বাণিজ্য-চিহ্ন ব্যবহার করে বলিয়া গণ্য হইবে।

মিথ্যা 'বাণিজ্য-চিহ্নের' ব্যবহার

এই ধারায় মিথ্যা 'বাণিজ্য-চিহ্ন' ব্যবহারের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

কোন ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য অন্য কোন ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য 'বাণিজ্য-চিহ্নের' অভিপ্রেত ব্যবহার সম্পর্কে এই ধারায় আলোচনা করা হইয়াছে।

এই ধারার উপাদান

মিথ্যা 'বাণিজ্য-চিহ্নের' ব্যবহার নিরূপণ করিতে হইলে প্রমাণ থাকিতে হইবে যে,

(ক) যে চিহ্নটি জাল হইয়াছে তাহা অন্যের বাণিজ্য-চিহ্ন ;

(খ) উক্ত চিহ্নটি অত্র বিধির ৪৭৮ ধারায় প্রদত্ত 'বাণিজ্য-চিহ্ন'এর সংজ্ঞা ও অর্থের অন্তর্ভুক্ত ;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা ব্যবহার করিয়া জালিয়াতি করিয়াছেন ;

(ঘ) প্রতারণা করিবার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে উক্ত 'বাণিজ্য-চিহ্ন' ব্যবহার করা হইয়াছে ; এবং

(ঙ) ফলতঃ অন্যের আইনানুগ অধিকার অবৈধভাবে ক্ষুন্ন হইয়াছে। পণ্য ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইলে চিহ্ন ব্যবহারকারী ব্যক্তি চিহ্নে ব্যবহৃত শব্দের অর্থগত কারণে (বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে বা ক্রেতার জন্য প্রতারণামূলকভাবে নহে) এবং কোন রেজিস্ট্রিকৃত বাণিজ্য-চিহ্ন যখন আর ব্যবহার না করা হয় বা উহার ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় সেই ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি একই বাণিজ্য-চিহ্ন ব্যবহার করিলে তাহা জালিয়াতি বলিয়া গণ্য হইবে না।

মূল ধারার অনুবাদ

মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্নের ব্যবহার

৪৮২। যে ব্যক্তি, কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা মাল কিংবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা মালধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড এই প্রকারে চিহ্নিত করে অথবা কোন চিহ্নধারী পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড এই প্রকারে ব্যবহার করে যে উহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুরূপভাবে চিহ্নিত সম্পত্তি বা মাল কিংবা অনুরূপভাবে চিহ্নিত অনুরূপ যে কোন ভাণ্ডে বিধৃত কোন মাল, উহা যে ব্যক্তির মালিকানাধীন নহে, সেই ব্যক্তির মালিকানাধীন বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অভিপ্রেত হয়, সেই ব্যক্তি মিথ্যা সম্পত্তি চিহ্ন ব্যবহার করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় 'সম্পত্তি-চিহ্নের' মিথ্যা ব্যবহারের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তি বা মাল অন্য ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তি বা মাল বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য সম্পত্তি-চিহ্নের অভিপ্রেত ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা এই ধারায় প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই ধারার উপাদান

মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্নের ব্যবহার নিরূপণ করিবার জন্য প্রমাণ করিতে হইবে যে—

(ক) যে সম্পত্তি-চিহ্ন জাল করা হইয়াছে তাহা অন্যের বাণিজ্য-চিহ্ন ;

(খ) উক্ত চিহ্ন অত্র বিধির ৪৭৯ ধারায় প্রদত্ত সম্পত্তি-চিহ্নের সংজ্ঞা ও অর্থের অন্তর্ভুক্ত ;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত চিহ্ন ব্যবহার করিয়া জালিয়াতি করিয়াছেন :

(ঘ) প্রতারণা করিবার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে উক্ত সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে ; এবং

(ঙ) অনুরূপ মিথ্যা ব্যবহার হেতু অন্যের আইনানুগ অধিকার অবৈধভাবে ক্ষুণ্ন হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

মিথ্যা বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহারের শাস্তি

৪৮২। যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি প্রতারণা করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সে উক্ত কার্য করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায়, মিথ্যা বাণিজ্য-চিহ্ন বা মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করার জন্য অপরাধীকে এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারার অধীনে অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে ঃ

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা উল্লিখিত মাল কিংবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা মালধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড চিহ্নিত

করিয়াছেন অথবা তিনি কোন চিহ্নযুক্ত কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড ব্যবহার করিয়াছেন।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন চিহ্নযুক্ত পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড এইভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, উহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুরূপভাবে চিহ্নিত সম্পত্তি বা মাল কিংবা অনুরূপভাবে চিহ্নিত ভাণ্ডে বিধৃত কোন মাল কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন মাল বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অভিপ্রেত হয়।

(গ) অনুরূপ সম্পত্তি বা মাল সেই ব্যক্তির নহে, যাহার মাল বা সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন বা বাণিজ্য-চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত কোন বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন জাল-করণ

৪৮৩। যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত কোন বাণিজ্য চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন জাল করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা মোতাবেক কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত কোন বাণিজ্য-চিহ্ন বা বাণিজ্য-চিহ্ন জাল করার জন্য অপরাধীকে দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

প্রমাণ

অত্র ধারার অধীনে অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত চিহ্ন জাল করিয়াছেন।

২। উক্ত চিহ্ন অন্য কোন ব্যক্তির বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন।

৩। উহা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন চিহ্ন জালকরণ

৪৮৪। যে ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি চিহ্ন, অথবা কোন বস্তু কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক বা কোন বিশেষ সময়ে বা স্থানে প্রস্তুত বলিয়া

দ্রব্য কোন বিশেষ ধরনের বা কোন বিশেষ অফিস কর্তৃক অনুমোদিত বা কোনরূপ অব্যাহতি লাভের অধিকারী বলিয়া বুঝাইবার জন্য কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন চিহ্ন নকল করে, অথবা অনুরূপ চিহ্ন নকল বলিয়া জানিয়া খাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে —যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে— দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন চিহ্ন জাল করার জন্য অপরাধীকে তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড এই উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

প্রমাণ

এই ধারা মোতাবেক অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন সম্পত্তি-চিহ্ন বা আলোচনাধীন অন্য কোন চিহ্ন জাল করিয়াছেন ;

২। অনুরূপ চিহ্ন কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে ;

৩। উক্ত চিহ্ন কোন বস্তু কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক বা কোন বিশেষ সময়ে বা স্থানে প্রস্তুত বলিয়া বা ঐ বস্তু কোন বিশেষ ধরনের অথবা কোন বিশেষ অফিস কর্তৃক অনুমোদিত কিংবা কোনরূপ অব্যাহতি লাভের অধিকারী বলিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ;

৪। উহা খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে।

৫। ব্যবহার করার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে উক্ত চিহ্ন নকল।

মূল ধারার অনুবাদ

বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন নকল করার যে কোন যন্ত্র প্রস্তুত বা অধিকারকরণ

৪৮৫। যে ব্যক্তি, কোন বাণিজ্য চিহ্ন বা সম্পত্তি চিহ্ন নকল করার উদ্দেশ্যে যে কোন ছাঁচ, ফলক বা অন্য কোন যন্ত্র প্রস্তুত করে বা তাহার অধিকারে রাখে কিংবা

বা উক্ত কোন মাল যে ব্যক্তির প্রস্তুত বস্তু বা পণ্য নহে, সেই ব্যক্তির প্রস্তুত বস্তু বা পণ্য বলিয়া বুঝাইবার অথবা উহা যে ব্যক্তির মালিকানাধীন নহে, সেই ব্যক্তির মালিকানাধীন বলিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কোন বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন অধিকার করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন নকল করার উদ্দেশ্যে যে কোন যন্ত্র প্রস্তুত করা বা দখলে রাখার জন্য অপরাধীকে তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

প্রমাণ

অত্র ধারার অধীনে অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি আলোচ্য ছাঁচ, ফলক বা যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন কিংবা তাঁহার দখলে রাখিয়াছেন।

২। অনুরূপ ছাঁচ ইত্যাদি কোন সম্পত্তি-চিহ্ন নকল করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে ; অথবা

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি আলোচ্য সম্পত্তি-চিহ্ন তাঁহার দখলে রাখিয়াছেন।

৪। মাল যে ব্যক্তির মালিকানাধীন নহে, সেই ব্যক্তির মালিকানধীন বলিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি-চিহ্ন তাহার দখলে রাখিয়াছেন।

৫। অনুরূপ মাল অপরাধীর নিজস্ব মাল ছিল না।

মূল ধারার অনুবাদ

মেকি বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্নে চিহ্নিত মাল বিক্রয় করণ

৪৮৬। যে ব্যক্তি, যে মাল বা বস্তুতে বা অনুরূপ মাল যে পাত্র, মোড়ক বা অন্য কোন ভাণ্ডে বিধৃত রহিয়াছে তাহাতে বা তাহার উপর কোন মেকি বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি চিহ্ন আঁটা বা অঙ্কিত রহিয়াছে এমন কোন মাল বা বস্তু

বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করে অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা যে কোন বাণিজ্যিক বা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অধিকার করে, সেই ব্যক্তি যদি না সে প্রমাণ করে যে—

(ক) অত্র ধারার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করার বিপক্ষে সর্বপ্রকার যুক্তিযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার পর কথিত অপরাধ অনুষ্ঠান কালে উক্ত চিহ্নের খাঁটিত্বে তাহার সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না, এবং

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে দাবী ক্রমে সে যে ব্যক্তিগণ হইতে অনুরূপ মাল বা বস্তুসমূহ লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিগণ সম্পর্কে তাহার আয়ত্তাধীন সমুদয় তথ্য সরবরাহ করিয়াছে, অথবা

(গ) প্রকারান্তরে সে নিরপরাধভাবে কাজ করিয়াছে, যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারার বিধান মতে মেকি বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন অঙ্কিত কোন পণ্য বিক্রয় করা অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা কোন বাণিজ্যিক বা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে দখলে রাখার জন্য অপরাধীকে এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে।

প্রমাণ

এই ধারা মোতাবেক দণ্ড দানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি আলোচ্য পণ্য বিক্রয় করিয়াছেন অথবা তাহা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করিয়াছেন বা দখলে রাখিয়াছেন।

২। উক্ত পণ্য বা দ্রব্যে বা অনুরূপ পণ্য যে পাত্র, মোড়ক বা অপর কোন ভাণ্ডে বিধৃত হইয়াছে তাহাতে অথবা তাহার উপর কোন সম্পত্তি-চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে।

৩। উক্ত সম্পত্তি-চিহ্ন জাল বা নকল ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

মালধারক কোন পাত্রের উপর মিথ্যা চিহ্ন

৪৮৭। যে ব্যক্তি, মালধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্য কোন ভাণ্ডের উপর এই প্রকারে কোন মিথ্যা চিহ্ন অঙ্কন করে যে, উহা অনুরূপ ভাণ্ড যে মাল ধারণ করে না, উহাতে সেই মাল রহিয়াছে বা উহাতে যে মাল রহিয়াছে উহা সেই মাল ধারণ করে না বা অনুরূপ ভাণ্ডে বিধৃত মালের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য উহার প্রকৃত প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য হইতে ভিন্নতর বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন সরকারী কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতীতি জন্মাইতে পারে, সেই ব্যক্তি যে প্রতারণা করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে উক্ত কাজ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিলে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, মালধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্য কোন ভাণ্ডের উপর প্রতারণামূলকভাবে মিথ্যা চিহ্ন অঙ্কন করার জন্য অপরাধীকে তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অধীন দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি মালধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্য কোন ভাণ্ডের উপর চিহ্ন অঙ্কন করিয়াছেন।

২। উক্ত চিহ্ন জাল ছিল।

৩। অনুরূপ ভাণ্ড যে মাল ধারণ করে না উহাতে যে মাল রহিয়াছে বা উহাতে যে মাল রহিয়াছে উহা সে মাল ধারণ করে না বা অনুরূপ ভাণ্ডে বিধৃত মালের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য উহার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি হইতে ভিন্নতর বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন সরকারী কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মাইতে পারে এইরূপভাবে উক্ত চিহ্ন অঙ্কন করা হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

অনুরূপ যে কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহারের শাস্তি

৪৮৮। যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী শেষ ধারায় নিষিদ্ধ যে কোন প্রণালীতে কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি যদি না সে প্রমাণ করে যে সে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে উক্ত কার্য করে নাই, এইরূপে দণ্ডিত হইবে যেন সে সেই ধারার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে পূর্ববর্তী ধারায় নিষিদ্ধ যে কোন প্রণালীতে কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করার জন্য অপরাধীকে এইরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে যেন সে সেই ধারার অধীন একটি অপরাধ করিয়াছে।

প্রমাণ

এই ধারার অধীনে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ করিতে হইবে যে ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি মালধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্য কোন ভাণ্ডের উপর অঙ্কিত চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন।

২। উক্ত চিহ্ন জাল বা নকল ছিল।

৩। অনুরূপ ভাণ্ড যে মাল ধারণ করে না, উহাতে সেই মাল রহিয়াছে বা উহাতে যে মাল রহিয়াছে উহা সেই মাল ধারণ করে না বা অনুরূপ ভাণ্ডে বিধৃত মালের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য উহার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি হইতে ভিন্নতর বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন সরকারী কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মাইতে পারে এইরূপভাবে উক্ত চিহ্ন অঙ্কন করা হইয়াছে।

মূল ধারার অনুবাদ

ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি-চিহ্নে হস্তক্ষেপকরণ

৪৮৯। যে ব্যক্তি, এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া কোন সম্পত্তি-চিহ্ন অপসারণ করে, বিনষ্ট করে, মুছিয়া ফেলে বা বর্ধিত করে যে সে তদ্দারা যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করিতে পারে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি-চিহ্নে অবৈধ হস্তক্ষেপ করার জন্য অপরাধীকে এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অধীন দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে ঃ

১। আলোচ্য চিহ্নটি একটি সম্পত্তি-চিহ্ন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুরূপ চিহ্ন অপসারণ, বিনষ্ট করিয়াছেন কিংবা মুছিয়া ফেলিয়াছেন অথবা তাহা বর্ধিত করিয়াছেন।

৩। কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করার অভিপ্রায়ে তিনি অনুরূপ কাজ করিয়াছেন।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে, তাহার উক্ত কার্য দ্বারা কোন ব্যক্তির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে কিংবা তিনি উক্ত রূপ অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

পত্র মুদ্রাসমূহ বা ব্যাঙ্ক নোটসমূহ জালকরণ

৪৮৯-ক। যে ব্যক্তি কোন পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট জাল করে বা জ্ঞাতসারে উহা জালকরণ প্রক্রিয়ার যে কোন অংশ সম্পন্ন করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ অত্র ধারা এবং ৪৮৯-খ, ৪৮৯-গ ও ৪৮৯-ঘ ধারাসমূহের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে "ব্যাঙ্কনোট' বলিতে চাহিবা মাত্র বাহককে অর্থ প্রদানের জন্য পৃথিবীর যে কোন অংশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইস্যুকৃত কিংবা যে কোন রাষ্ট্র বা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বাধীনে ইস্যুকৃত এবং অর্থের সমকক্ষ বা প্রতিকল্পরূপে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত কোন প্রমিসারী নোট বা অঙ্গীকার বুঝাইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্ক-নোটসমূহ জাল করার জন্য অপরাধীকে দশ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অধীন অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকিতে হইবে যে—

(ক) আলোচ্য নোটটি একটি পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্ক নোট ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জাল করিয়াছেন অথবা জ্ঞাতসারে উহার জাল-করণ প্রক্রিয়ার যে কোন অংশ সম্পন্ন করিয়াছেন ;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিপ্রায় ছিল উহা জাল করা।

মূল ধারার অনুবাদ

জাল বা মেকি পত্র-মুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট খাটি হিসাবে ব্যবহারকরণ

৪৮৯-খ। যে ব্যক্তি কোন জাল বা মেকি পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট, অনুরূপ পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট জাল বা মেকি বলিয়া জানিয়া অথবা তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রয় বা গ্রহণ করে অথবা প্রকারান্তরে খাঁটি বলিয়া বেচাকেনা বা ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে– দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি জাল বা মেকি পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট খাঁটি হিসাবে জানিয়া বুঝিয়া অন্য ব্যক্তির নিকট চালায় সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে অথবা অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারায় প্রমাণিতব্য বিষয়াবলী নিম্নরূপ :

১। আলোচ্য পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট জাল বা নকল ছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা বিক্রয় করিয়াছিলেন বা ক্রয় করিয়াছিলেন বা অন্য ব্যক্তি হইতে লইয়াছিলেন বা উহা খাঁটি বলিয়া চালাইয়াছিলেন।

৩। তিনি উক্ত প্রকার কাজ করিবার সময় জানিতেন কিংবা বিশ্বাস করিতেন যে, উহা জাল বা নকল ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

জাল বা মেকি পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট অধিকারকরণ

৪৮৯গ। যে ব্যক্তি কোন জাল বা মেকি পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট উহা জাল বা মেকি বলিয়া জানিয়া কিংবা উহা জাল বা মেকি বলিয়া বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও এবং উহা খাঁটি বলিয়া চালানোর উদ্দেশ্যে বা উহা খাঁটি বলিয়া চালানো যাইবে—এই অভিপ্রায়ে তাহার অধিকারে রাখে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় জাল বা মেকি পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট অসদুদ্দেশ্যে দখলে রাখার শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। আলোচ্য পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট জাল বা নকল ছিল।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা দখলে রাখিয়াছিলেন।

৩। দখলে রাখিবার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন কিংবা বিশ্বাস করিতেন যে, উহা জাল বা নকল ছিল।

৪। তিনি উহা খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন বা ইহা তাহার অভিপ্রায় ছিল যে, উহা খাঁটি বলিয়া ব্যবহার হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

পত্রমুদ্রাসমূহ বা ব্যাঙ্কনোটসমূহ জাল বা নকল করার যন্ত্রপাতি বা উপাদানসমূহ প্রস্তুত বা অধিকারকরণ

৪৮৯ঘ। যে ব্যক্তি, কোন কলকব্জা, যন্ত্রপাতি বা উপাদান কোন পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট জাল বা নকল করার কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা উহা অনুরূপ কার্যের জন্য অভিপ্রেত বলিয়া জানিয়া বা তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রস্তুত করে বা প্রস্তুত

প্রক্রিয়ার যে কোন অংশ সম্পাদন করে বা ক্রয় বা বিক্রয় করে বা হস্তান্তর করে বা তাহার অধিকারে রাখে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে--দণ্ডিত হইবে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি অসাধু উদ্দেশ্যে পত্রমুদ্রা, ব্যাঙ্কনোট জাল বা নকল করিবার যন্ত্রপাতি বা উপাদান প্রস্তুত করে বা ক্রয়-বিক্রয় করে বা দখলে রাখে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে অথবা অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। আলোচ্য বস্তু ছিল এমন কলকব্জা, যন্ত্রপাতি বা উপাদান যাহা পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট জাল বা নকল করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন বা উহার প্রস্তুত প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করিয়াছিলেন বা তিনি উহা ক্রয় করিয়াছিলেন বা তিনি উহা বিক্রয় করিয়াছিলেন বা তিনি উহা হস্তান্তর করিয়াছিলেন বা তিনি উহা আপন দখলে রাখিয়াছিলেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন যে, উহা পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট জাল বা নকল করার কাজে ব্যবহৃত হইবে কিংবা উহা যে ঐরূপ কাজে ব্যবহৃত হইবে তাহা তিনি জানিতেন বা জানা তাহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

পত্রমুদ্রাসমূহ বা ব্যাঙ্কনোটসমূহের সদৃশ দলিলসমূহ প্রস্তুত বা ব্যবহারকরণ

৪৮৯ ঙ। (১) যে ব্যক্তি এইরূপ কোন দলিল প্রস্তুত করে বা প্রস্তুত করায় বা যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে বা যে কোন লোকের নিকট হস্তান্তর করে, যাহা কোন পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট বলিয়া বুঝাইবার বা উহার সদৃশ হইবার বা এই পরিমাণে সদৃশ হওয়ার

জন্য অভীষ্ট হয়, যাহাতে প্রতারণা করা যায়, সেই ব্যক্তি একশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(২) যে ব্যক্তির নাম এমন কোন দলিলে দেখা যায়, যাহা প্রণয়ন করা (১) উপ-ধারার অধীনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, সেই ব্যক্তি কোন পুলিশ অফিসার কর্তৃক অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া, কোন বৈধ অজুহাত ব্যতিরেকে উক্ত দলিলের মুদ্রাকর বা প্রকারান্তরে প্রস্তুতকারক ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিলে দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির নাম এমন কোন দলিলে, যে দলিল সম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে (১) উপ-ধারার অধীন কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয় অথবা উক্ত দলিল সম্বন্ধে ব্যবহৃত বা বণ্টিত অন্য কোন দলিলে দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রে ভিন্নতর প্রমাণিত না হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত দলিল প্রস্তুত করাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোট সদৃশ প্রস্তুত, ব্যবহার বা হস্তান্তর করে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

যে ব্যক্তি উক্ত দলিলের মুদ্রাকর বা প্রস্তুতকারকের নাম জিজ্ঞাসিত হইয়া বৈধ কারণ ব্যতীত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করে, সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

উক্ত দলিলের উপর যে নামাঙ্কিত থাকে, তাহাকেই উহার প্রস্তুতকারক ধরা হয়।

পত্রমুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোটের ফটো লইয়া যাহারা মানুষকে ঠকাইতে চাহেন, তাহাদের বিরুদ্ধে এই ধারার বিধান করা হইয়াছে।

প্রমাণ

(ক) এই ধারার প্রমাণিতব্য বিষয় নিম্নরূপ :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন বা ব্যবহার করিয়াছিলেন বা হস্তান্তর করিয়াছিলেন ;

২। ঐ দলিল পত্র মুদ্রা বা ব্যাঙ্কনোটের বা অভীষ্ট ছিল প্রতারণা করা সাদৃশ্যের মাধ্যমে।

(খ) এই ধারার প্রমাণিতব্য বিষয় নিম্নরূপও হইতে পারে ঃ

১। উপরোক্ত দলিলের উপর নামাঙ্কিত ব্যক্তি উহার প্রস্তুতকারকের বা মুদ্রাকরের নাম প্রকাশ করিতে অবৈধভাবে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

২। পুলিশ অফিসার তাহাকে উক্ত খবর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

চাকরি-চুক্তিসমূহের অপরাধমূলক ভঙ্গকরণ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

বাতিল

৪৯০। সমুদ্রযাত্রা বা ভ্রমণ কালে চাকরি-চুক্তি ভঙ্গকরণ শ্রমিকগণের চুক্তি ভঙ্গকরণ (বাতিলকরণ) আইন ১৯২৫ (১৯২৫ সালের ৩) এর দুই ধারা ও তফসিল বলে বাতিলকৃত।

মূল ধারার অনুবাদ

অসহায় ব্যক্তির পরিচর্যা করা এবং তাহার অভাবসমূহ মিটানোর চুক্তি ভঙ্গকরণ

৪৯১। যে ব্যক্তি অপরিণত বয়স বা মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা, রোগ বা দেহিক দুর্বলতার দরুন অসহায় বা তাহার স্বীয় নিরাপত্তা বিধান করিতে বা তাহার স্বীয় অনটনসমূহ মিটাইতে অপারগ এমন কোন ব্যক্তির পরিচর্যা করিবার জন্য বা তাহার অনটনসমূহ মিটাইবার জন্য কোন আইনানুগ চুক্তি বলিয়া আবদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ কর্তব্য পালনে বিরত থাকে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ তিন মাস কাল পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে—যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অসহায় ব্যক্তির পরিচর্যা করা এবং তাহার অভাবসমূহ মিটানোর চুক্তি ভঙ্গকরণের শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব তিন মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব দুইশত টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তির অনটনসমূহ মিটাইবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন।

২। ঐ চুক্তি আইনানুগ ছিল।

৩। ঐ ব্যক্তি অসহায় বা স্বীয় নিরাপত্তা বিধান করিতে বা তাহার অনটনসমূহ মিটাইতে অপারগ ছিলেন।

৪। ঐ অসহায়ত্ব বা অপারগতার কারণ ছিল, তাহার,

(ক) অপরিণত বয়স, বা

(খ) মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা. বা

(গ) রোগ, বা

(ঘ) দৈহিক দুর্বলতা।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির কর্তব্য পালনে বা অনটনসমূহ মিটাইতে বিরত ছিলেন।

৬। তিনি উহা স্বেচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

বাতি।

৪৯২। যে ক্ষেত্রে দূরবর্তী স্থানে চাকরী করার জন্য মনিবের খরচায় কর্মচারী প্রেরিত হয়, সেই ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গকরণ শ্রমিকগণের চুক্তি ভঙ্গকরণ (বাতিলকরণ) আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সালের ৩) এর ২ ধারা ও তফসিল বলে বাতিলকৃত।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

প্রতারণামূলকভাবে আইনানুগ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করিয়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীরূপে সহবাসকরণ

৪৯৩। এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যে প্রতারণামূলকভাবে তাহার সহিত আইনানুগভাবে বিবাহিত নহে, এমন নারীর বিশ্বাস জন্মায় যে, সে তাহার সহিত আইনানুগভাবে বিবাহিত এবং উক্ত বিশ্বাসে তাহার সহিত সহবাস বা যৌনসঙ্গম করিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা হইতে বিংশতিতম পরিচ্ছেদ শুরু হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে ছয়টি ধারা আছে।

কোন নারীকে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মাইয়া যে, তিনি একজন বিবাহিতা স্ত্রী, যদি ভুয়া স্বামী তাহার সহিত সহবাস করে তবে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় (৪৯৩ ধারা)। জানিয়া শুনিয়া এবং প্রতারণামূলকভাবে ভুয়া বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাও এই পরিচ্ছেদে অপরাধ (৪৯৬ ধারা)। আইনে যেখানে দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ, সেখানে স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষে একাধিক বিবাহ করা এই পরিচ্ছেদে অপরাধ (৪৯৪ ধারা)। অন্যের স্ত্রীর সহিত তাহার স্বামীর বিনা অনুমতিতে সহবাস করা ব্যভিচার বলিয়া গণ্য এবং ইহা এই পরিচ্ছেদে অপরাধ (৪৯৭ ধারা)। কোন নারীকে লইয়া অসাধু উদ্দেশ্যে পলাইয়া যাওয়া এই পরিচ্ছেদে অপরাধ (৪৯৮ ধারা)।

এই ধারায় অপরাধ করিতে হইলে যে নারীর বিরুদ্ধে উহা করা হয়, তাহার বয়স কমপক্ষে ষোল হওয়া প্রয়োজন। ষোল বৎসরের কম বয়স্কা কোন নারী, তাহার সহিত

যৌন সংসর্গ করিবার সম্মতি দিবার অধিকার রাখে না। সুতরাং তাহার সহিত সংসর্গ করিলে উহা বলবৎকার বলিয়া গণ্য হয়।

এই ধারার মূল কথা হইতেছে এই যে, একজন পুরুষ একজন নারীর সহিত যৌন সহবাস করিবে এবং তিনি জানিবেন যে, ঐ নারীর সহিত তাহার কোন বৈধ বিবাহ হয় নাই এবং ঐ নারী বিশ্বাস করিবেন যে, তাহার উক্ত পুরুষের সহিত বৈধ বিবাহ হইয়াছে এবং নারীর এই বিশ্বাস পুরুষটির কর্মে বা আচরণে উদ্দীপ্ত হইবে।

প্রতারণামূলকভাবে আইনানুগ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করিয়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীরূপে সহবাসকরণের শাস্তি এই ধারায় বিধৃত। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন নারীর সহিত যৌন সঙ্গম করিয়াছিলেন।

২। ঐ ব্যক্তি তাহার সহিত আইনানুগভাবে বিবাহিত ছিল না।

৩। ঐ নারী সহবাসে সম্মত হইয়াছিলেন এই বিশ্বাসে যে, তিনি ঐ ব্যক্তির সহিত আইনানুগভাবে বিবাহিত।

৪। তাহার ঐ রূপ বিশ্বাস উদ্দীপ্ত হইয়াছিল অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতারণায়।

মূল ধারার অনুবাদ

স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহকরণ

৪৯৪। যে ব্যক্তি, স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ করে, যে ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুন অনুরূপ বিবাহ বাতিল গণ্য হয়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যতিক্রম

অনুরূপ স্বামী বা স্ত্রীর সহিত যে ব্যক্তির বিবাহ যথাযথ এখ্‌তিয়ার সম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তির প্রতি অত্র ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

কিংবা যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় বিবাহের চুক্তি করে, সেই ব্যক্তির প্রতি অত্র ধারা প্রযোজ্য হইবে না। যদি পরবর্তী বিবাহকালে অনুরূপ স্বামী বা স্ত্রী ক্রমাগত সাত বৎসরের জন্য অনুরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে অনুপস্থিত থাকে এবং যদি অনুরূপ ব্যক্তি উক্ত কালের মধ্যে তাহার কোন খবর না পায়। অবশ্য শর্ত থাকে যে, পরবর্তী বিবাহের চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে অনুরূপ বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তির সহিত অনুরূপ বিবাহের চুক্তি হয় সেই ব্যক্তিকে তাহার (পুরুষ বা নারীর) জমানত প্রকৃত অবস্থা অবগত করাইতে হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহকরণের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। অপরাধী ব্যক্তি অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। এই ধারায় দুইটি ব্যতিক্রম আছে। (১) প্রথম বিবাহ আদালত কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হইলে এবং (২) স্বামী বা স্ত্রী সাত বৎসর অনুপস্থিত থাকিলে বা শ্রুত না হইলে এই ধারার প্রয়োগ হয় না।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবাহিত ছিলেন।

২। ঐ বিবাহ আইনানুগ ছিল।

৩। যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল তিনি জীবিত আছেন।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন ;

৫। পরবর্তী বিবাহ স্বামী বা স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে বাতিল গণ্য হইয়াছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

যে ব্যক্তির সহিত পরবর্তী বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহার নিকট পূর্ববর্তী বিবাহ গোপন করিয়া একই রফা অপরাধ অনুষ্ঠানকরণ

৪৯৫। যে ব্যক্তি, যাহার সহিত পরবর্তী বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহার নিকট পূর্ববর্তী বিবাহের তথ্য গোপন করিয়া পূর্ববর্তী শেষ ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে

—যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় যে ব্যক্তির সহিত পরবর্তী বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহার নিকট পূর্ববর্তী বিবাহ গোপন করিয়া একই রূপ অপরাধ অনুষ্ঠানকরণের শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ৪৯৪ ধারায় যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ করিতে হয়, ঐগুলি প্রমাণ করিতে হইবে এবং তদুপরি প্রমাণ করিতে হইবে যে :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহার সহিত পরবর্তী বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহার নিকট পূর্ববর্তী বিবাহের তথ্য গোপন করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

আইনসঙ্গত বিবাহ সম্পাদন ব্যতিরেকে প্রতারণামূলকভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা

৪৯৬। যে ব্যক্তি, সে আইনতঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে না জানিয়া, অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে বিবাহের অনুষ্ঠান উদযাপন করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় আইনসঙ্গত বিবাহ সম্পাদন ব্যতিরেকে প্রতারণামূলকভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করার শাস্তি বিধৃত। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবাহ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।

২। তিনি তখন জানিতেন যে ইহা তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিবে না।

৩। তিনি বিবাহ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন অসাধু উদ্দেশ্যে বা প্রতারণা-মূলকভাবে।

মূল ধারার অনুবাদ

ব্যাভিচার

৪৯৭। যে ব্যক্তি, অন্য কোন লোকের স্ত্রী অথবা যাহাকে সে অপর কোন লোকের স্ত্রী বলিয়া জানে বা তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তির সহিত উক্ত অপর লোকের সম্মতি বা (নীরব) সমর্থন ব্যতিরেকে এইরূপ যৌন সঙ্গম করে যাহা নারী ধর্ষণের শামিল নহে, সেই ব্যক্তি ব্যাভিচারের অপরাধে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে এবং যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে, অনুরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটি দুষ্কর্মের সহায়তাকারিণী হিসাবে দণ্ডার্হ হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় ব্যাভিচারেরর অপরাধ অনুষ্ঠান করার শাস্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ অপরাধ করিবেন তিনি অনূর্ধ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন নারীর সহিত যৌন সঙ্গম করিয়াছিলেন।

২। ঐ নারী বিবাহিতা ছিলেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জানিতেন বা তাহার উহা বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল।

৪। ঐ সঙ্গম উক্ত নারীর স্বামীর সম্মতি বা (নীরব) সমর্থন ব্যতিরেকে হইয়াছিল।

৫। ঐরূপে অনুষ্ঠিত যৌন সঙ্গম নারী ধর্ষণের শামিল ছিল না।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন বিবাহিতা নারীকে অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধকরণ বা অপহরণ বা আটককরণ

৪৯৮। যে ব্যক্তি অপর কোন লোকের স্ত্রী এবং যাহাকে অপর কোন লোকের স্ত্রী বলিয়া সে জানে বা তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে এইরূপ নারীকে সে কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সহবাস করিবে এই উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পক্ষে অনুরূপ নারীর তত্ত্বাবধানকারী যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অপহরণ বা প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায় অথবা উক্ত উদ্দেশ্যে অনুরূপ যে কোন নারীকে গোপন বা আটক করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় কোন বিবাহিতা নারীকে অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধকরণ বা অপহরণ বা আটককরণের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। সংশ্লিষ্ট নারী ছিল বিবাহিতা।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল যে, ঐ নারী অপর ব্যক্তির স্ত্রী।

৩। ঐ নারী অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় তাহার স্বামীর বা তাহার স্বামীর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি, ঐ নারীকে,

(ক) অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, বা

(খ) প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার স্বামীর নিকট হইতে বা তাহার স্বামীর পক্ষের তত্ত্বাবধায় বা ব্যক্তির নিকট হইতে, অথবা

(গ) তাহাকে গোপন বা আটক করিয়াছিলেন।

৫। উহার দ্বারা তিনি কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধভাবে যৌন-সঙ্গম করার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মানহানি সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

মানহানি

৪৯৯। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ জানিয়া বা এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কথিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলী বা চিহ্নাদি বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত কোন নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে যে অনুরূপ নিন্দাবাদ অনুরূপ ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে, সেই ব্যক্তি অতঃপর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির মানহানি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ কোন কিছুর জন্য কোন মৃত ব্যক্তির নিন্দা করা তাহার মানহানির শামিল হইতে পারে, যদি উক্ত নিন্দাবাদ এইরূপ হয় যে উহা তাহার জীবদ্দশায় তাহার মানহানিকর হইত এবং উহা তাহার পরিবার ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য অভিপ্রেত হয়।

ব্যাখ্যা ২ঃ কোন কোম্পানী বা সঙ্ঘ বা অনুরূপ ব্যক্তি সমাবেশ সম্বন্ধে কোন নিন্দাবাদ করা মানহানির শামিল হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৩ঃ বিকল্পরূপে বা বিদ্রূপাত্মকরূপে প্রকাশিত নিন্দাবাদ মানহানির শামিল হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৪ঃ কোন নিন্দাবাদই কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করে বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি না উক্ত নিন্দাবাদ অন্যান্য লোকের ধারনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত ব্যক্তির নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত গুণাবলী অবনমিত করে, অথবা উক্ত ব্যক্তির বর্ণ বা পেশা সম্পর্কিত গুণাবলী অবনমিত করে বা উক্ত ব্যক্তির খ্যাতি নষ্ট করে অথবা এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ জন্মায় যে উক্ত ব্যক্তির দেহ ঘৃণাজনক বা এইরূপ কোন অবস্থায় রহিয়াছে যাহা সাধারণতঃ অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

উদাহরণসমূহ

(ক) য খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে ক বলে—"য একজন সৎ লোক; সে কখনো খ-র ঘড়ি চুরি নাই" ব্যতিক্রমসমূহের যে কোনটির আওতায় না পড়িলে ইহা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ খ-র ঘড়ি কে চুরি করিয়াছে তাহা ক কে জিজ্ঞাসা করা হয়। য খ-র ঘড়ি চুরি করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে ক য-র প্রতি ইঙ্গিত করে। ব্যতিক্রম-সমূহের যে কোন একটির আওতায় না পড়িলে ইহা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) য খ-র ঘড়ি চুরি করিয়াছে এই বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে ক খ-র ঘড়ি লইয়া পলায়ন পর য-র একটি ছবি অঙ্কন করে। ব্যতিক্রমসমূহের যে কোনটির একটির আওতায় না পড়িলে ইহা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে।

জনমঙ্গলের প্রয়োজনে সত্য দোষারোপকরণ

প্রথম ব্যতিক্রমঃ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সত্য দোষারোপ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি উক্ত দোষারোপ জনমঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা প্রকাশ করা হয়। ইহা জনগণের মঙ্গলের জন্য কিনা তাহা একটি বিবেচ্য বিষয়।

জনগণের প্রতি সরকারী কর্মচারীর আচরণ

দ্বিতীয় ব্যতিক্রমঃ সরকারী কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে কোন সরকারী কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে বা উক্ত আচরণে তাহার চরিত্রের যতদুর প্রকাশ পায় ততদুর সম্পর্কে তাহার অধিক নহে—সদ্‌বিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

যে কোন গণসমস্যা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির আচরণ

তৃতীয় ব্যতিক্রমঃ যে কোনগণ-সমস্যা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে এবং অনুরূপ আচরণে তাহার চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায়, ততটুকু সম্বন্ধে—তাহার অধিক নহে—সদ্‌বিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

কোন গণ-সমস্যা সম্পর্কে সরকারের নিকট আবেদন করা, কোন গণ-সমস্যা সম্পর্কে কোন সভার আহ্বানপত্রে স্বাক্ষর করা, অনুরূপ কোন সভায় সভাপতিত্ব বা

যোগদান করা অথবা গণ-সমর্থনকারী কোন সমিতি গঠন করা বা উহাতে যোগদান করা অথবা কোন পদের কর্তব্যাদি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করাতে জনগণের স্বার্থ রহিয়াছে কোন বিশেষ প্রার্থীকে ভোটদান করা বা তাহার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করার ব্যাপারে য-র আচরণ সম্পর্কে ক সদ্‌বিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করিলে তাহা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

আদালতসমূহের কার্যবিবরণীর রিপোর্ট প্রকাশ করা

চতুর্থ ব্যতিক্রমঃ কোন বিচারালয়ের প্রায় সম্পূর্ণ সত্য কার্যবিবরণীর রিপোর্ট প্রকাশ করা বা অনুরূপ কোন কার্যবিবরণীর ফলাফল প্রকাশ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ কোন বিচারালয়ে বিচারের পূর্বে প্রকাশ্য আদালতে তদন্ত অনুষ্ঠানকারী ন্যায় পালন অপর কোন পদস্থ কর্মচারী উপরি উক্ত ধারার তাৎপর্যাধীনে আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

আদালতে সিদ্ধান্তকৃত মোকদ্দমার দোষ, গুণ বা সাক্ষীসমূহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণ

পঞ্চম ব্যতিক্রমঃ কোন বিচারালয়ে সিদ্ধান্তকৃত কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী মোকদ্দমার দোষ গুণ সম্পর্কে বা অনুরূপ মোকদ্দমায় পক্ষ গ্রহণকারী হিসাবে যে কোন ব্যক্তির সাক্ষীর বা প্রতিভূর আচরণ সম্পর্কে অথবা উক্ত আচরণে অনুরূপ ব্যক্তি চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায় ততটুকু তাহার অধিক নহে—সম্পর্কে সদ্‌বিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক বলে— 'আমি মনে করি উক্ত মোকদ্দমায় য-র সাক্ষ্য এইরূপ স্ববিরোধী যে নিশ্চয়ই সে বোকা, নয়তো অসৎ।" সদ্‌বিশ্বাসে ইহা বলিয়া থাকিলে সে এই ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে, যেহেতু উক্ত আচরণে সাক্ষী হিসাবে য র চরিত্রের যেরূপ প্রকাশ পায় —তাহার অধিক নহে – ক র অভিমত সেই চরিত্র সম্পর্কিত।

(খ) কিন্তু যদি ক বলে "খ উক্ত মোকদ্দমায় যাহা বলিয়াছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ আমি জানি যে সে সত্যবাদী নহে।" তাহা হইলে ক অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে না। যেহেতু য র চরিত্র সম্বন্ধে সে যে অভিমত প্রকাশ করে. তাহা সাক্ষী হিসাবে য-র আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

গণ-অনুষ্ঠানের গুণাবলী

ষষ্ঠ ব্যতিক্রম : যে কার্য উহার সম্পাদক কর্তৃক জনগণের বিচারের জন্য পেশ করা হইয়াছে, সেই কার্য সম্পর্কে বা অনুরূপ কার্যে সম্পাদকের চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায় ততটুকু— তাহার অধিক নহে—সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা : কোন কার্য প্রকাশ্যভাবে অথবা সম্পাদকের কোন কার্যের মাধ্যমে— যাহা জনগণের বিচারের জন্য পেশকরণ বুঝায়, জনগণের বিচারের জন্য পেশ করা যাইতে পারে।

উদাহরণসমূহ

(ক) যে ব্যক্তি কোন পুস্তক প্রকাশ করেন, সেই ব্যক্তি উক্ত পুস্তক গণ-অভিমতের জন্য পেশ করেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) যে ব্যক্তি জনসমক্ষে কোন বক্তৃতা করেন, সেই ব্যক্তি উক্ত বক্তৃতা গণ-অভিমতের জন্য পেশ করেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) যে অভিনেতা বা গায়ক কোন সাধারণ মঞ্চে অভিনয় করে, সে তাহার অভিনয় বা গান গণ-অভিমতের জন্য পেশ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) য কর্তৃক প্রকাশিত কোন পুস্তক সম্বন্ধে ক বলে—"য-র পুস্তক নির্বুদ্ধিতামূলক ; য অবশ্যই একজন দুর্বল প্রকৃতির লোক। য-র পুস্তক অশ্লীল ; য নিশ্চয়ই একজন অপবিত্র প্রকৃতির লোক।" যদি সে ইহা সদ্‌বিশ্বাসে বলিয়া থাকে, তাহা হইলে ক অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে যেহেতু সে যে অভিমত প্রকাশ করে তাহা য-র চরিত্রের ততটুকু সম্পর্কিত, যতটুকু য-র পুস্তকে প্রকাশ পায়—তাহা অধিক নহে।

(ঙ) কিন্তু যদি ক বলে—"আমি ইহাতে মোটেই অবাক হই নাই যে য-র পুস্তক নির্বুদ্ধিতামূলক এবং অশ্লীল, কারণ সে একজন দুর্বল ও লম্পট প্রকৃতির লোক।" ক অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে না। যেহেতু সে য-র চরিত্র সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করে, তাহা য-র পুস্তকের উপর প্রতিষ্ঠিত অভিমত নহে।

অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সদ্‌বিশ্বাসে ভর্ৎসনাকরণ

সপ্তম ব্যতিক্রম : যে ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির উপর আইন বলে অর্পিত বা উক্ত অপর ব্যক্তির সহিত সম্পাদিত কোন চুক্তি হইতে উদ্ভূত কোন কর্তৃত্ব রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি অনুরূপ আইনানুগ কর্তৃত্ব

যে সকল বিষয় সম্পর্কিত, সেই সকল বিষয়ে উক্ত অপর ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে সদ্‌বিশ্বাসে কোন ভর্ৎসনা করিলে তাহা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

কোন বিচারকের সদ্‌বিশ্বাসে কোন সাক্ষী বা আদালতের পদস্থ কর্মচারীকে তাহার আচরণ সম্বন্ধে তিরস্কার করা, কোন বিভাগীয় প্রধানের তাহার অধঃস্তন কোন কর্মচারীকে সদ্‌বিশ্বাসে কোন প্রকার তিরস্কার করা, পিতা বা মাতার সদ্‌বিশ্বাসে কোন শিশুকে অন্যান্য শিশুর সম্মুখে তিরস্কার করা, কোন স্কুলের শিক্ষক যদি পিতা বা মাতা হইতে কর্তৃত্ব লাভ করেন তাঁহার সদ্‌বিশ্বাসে কোন ছাত্রকে অন্যান্য ছাত্রের সম্মুখে ভর্ৎসনা করা, কোন মনিব কোন ভৃত্যকে কর্তব্যে অবহেলার জন্য সদ্‌বিশ্বাসে ভর্ৎসনা করা, কোন ব্যাঙ্ক মালিকের সদ্‌বিশ্বাসে তাহার ব্যাংকের ক্যাশিয়ারকে অনুরূপ ক্যাশিয়ার হিসাবে তাহার আচরণের জন্য তিরস্কার করা অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে।

কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সদ্‌বিশ্বাসে অভিযুক্তকরণ

অষ্টম ব্যতিক্রম: কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তির উপর যে সকল ব্যক্তির আইনানুগ কর্তৃত্ব রহিয়াছে, তাহাদের কাহারও নিকট সদ্‌বিশ্বাসে কোন অভিযোগ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না।

উদাহরণ

যদি ক সদ্‌বিশ্বাসে য-কে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত করে, যদি ক সদ্‌বিশ্বাসে ভৃত্য য-র আচরণ সম্বন্ধে য-র মনিবের নিকট অভিযোগ করে, ক যদি সদ্‌বিশ্বাসে ছেলে য সম্পর্কে য-র পিতার নিকট অভিযোগ করে তাহা হইলে ক অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে।

কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার বা অন্য কাহারও স্বার্থ রক্ষার্থে সদ্‌বিশ্বাসে কোন দোষারোপকরণ

নবম ব্যতিক্রম: অপর কোন ব্যক্তির চরিত্রের উপর দোষারোপ করা মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি দোষারোপকারীর নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে বা জনকল্যাণের খাতিরে সদ্‌বিশ্বাসে উক্ত দোষারোপ করা হয়:

উদাহরণসমূহ

(ক) দোকানদার ক তাহার ব্যবসায় পরিচালক খ-কে বলিল "য নগদ টাকা না দিলে তাহার নিকট কিছুই বিক্রয় করিও না, কারণ তাহার সততা সম্বন্ধে আমার কোন অভিমত নাই।" ক যদি তাহার নিজের স্বার্থ রক্ষার্থ য-র ব্যাপারে সদ্‌বিশ্বাসে এই অভিযোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে।

(খ) ম্যাজিস্ট্রেট ক তাহার নিজ উর্ধ্বতন কোন কর্মচারীর নিকট রিপোর্ট প্রদান করিয়া য-র চরিত্রের উপর দোষারোপ করে। এই ক্ষেত্রে যদি সদ্‌বিশ্বাস এবং গণ-কল্যাণার্থ এই দোষারোপ করা হয়, তাহা হইলে ক অত্র ব্যতিক্রমের আওতাধীন হইবে।

সতর্ককৃত ব্যক্তির কল্যাণার্থ বা গণ-কল্যাণার্থ সতর্কতা

দশম ব্যতিক্রমঃ কোন ব্যক্তি ক সদ্‌বিশ্বাসে অন্য কোন ব্যক্তির সম্মুখে সতর্ক করিয়া দেওয়া মানহানি বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি অনুরূপ সতর্কতা সতর্ককৃত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তিতে উক্ত ব্যক্তির স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে তাহার বা গণ কল্যাণার্থ অভিপ্রেত হয়।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় "মানহানির" সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। মানহানি কাহাকে বলে তাহা প্রথমে বুঝাইয়া অতঃপর তাহার সহিত চারটি ব্যাখ্যা যোগ করা হইয়াছে এবং সর্বশেষে দশটি ব্যতিক্রমের কথা বলিয়া ধারাটি সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

(ক) কোন নিন্দাবাদ প্রণয়ন করা বা

(খ) কোন নিন্দাবাদ প্রকাশ করা

মানহানিরূপে পরিগণিত হয় যদি,

(ক) উহা এইরূপ অভিপ্রায়ে করা হয় যে, উহা কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে, বা

(খ) এইরূপ বিশ্বাস করিয়া করা হয় যে, উহা কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে, বা

(গ) এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও করা হয় যে উহা কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে।

নিন্দাবাদ করা যায়,

(ক) কথার দ্বারা,

(খ) পাঠের জন্য অভিপ্রেত লেখার দ্বারা,

(গ) চিহ্নের দ্বারা, বা

(ঘ) দৃশ্যমান কল্পমূর্তির দ্বারা।

মানহানির মূল কথা হইতেছে অন্যের সুনাম নষ্ট করা।[৬২৮] যে নামে ডাকিলে সংশোধিত ব্যক্তি আহত হন এবং তাহার এই আহত হওয়ার কারণ নিন্দাবাদ, সেই নামে ডাকা মানহানিকর বলিয়া গণ্য হয়।

প্রকাশ

মানহানির অপরাধের মধ্যে প্রকাশনা অপরিহার্য। যেখানে প্রকাশনা নাই সেখানে মানহানি নাই। আপন মনে গজড়াইলে তাহাতে কোন দোষ হয় না। এমনকি নিন্দাসূচক কিছু লিখিলেও তাহা দোষ হয় না, যদি তাহা প্রকাশিত না হয়। লিখিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিলে তাহাতে কোন অপরাধ হয় না। যাহার সম্পর্কে লেখা হইয়াছে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেও এই ধারার মানহানি হয় না। যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন তৃতীয় ব্যক্তি বা জনসাধারণের চোখে নিন্দাবাদের কারণে কোন ব্যক্তি হেয় প্রতিপন্ন না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বা লিপি মানহানি বলিয়া পরিগণিত হয় না।[৬২৯]

ব্যাখ্যা ১ঃ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কেও নিন্দাবাদের মাধ্যমে মানহানি হইতে পারে যদি ঐ নিন্দাবাদ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-বর্গকে আঘাত করে বা ঐ নিন্দাবাদ, মৃত ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে, তাহাকে আঘাত করিত।

ব্যাখ্যা ২ঃ এক ব্যক্তিকে না করিয়া কোম্পানী সঙ্ঘ বা সমাবেশ সম্বন্ধেও নিন্দাবাদের মাধ্যমে মানহানি করা যায়। তবে ঐ কোম্পানী সঙ্ঘ বা সমাবেশ স্পষ্টরূপে চিহ্নিত হইতে হইবে।

ব্যাখ্যা ৩ঃ বিদ্রুপাত্মকভাবেও নিন্দাবাদের মাধ্যমে মানহানি করা যায়।

ব্যাখ্যা ৪ঃ অন্যের মনে আক্রান্ত ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র, বুদ্ধি, বর্ণ, পেশা সম্পর্কে যতক্ষণ না পর্যন্ত হেয়ভাব সৃষ্টি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানহানি হয় না।

ব্যতিক্রম ১ঃ জনমঙ্গলের জন্য সত্য দোষারোপ করিলে তাহাতে মানহানি হয় না।

ব্যতিক্রম ২ঃ জনগণের প্রতি সরকারী কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে সদ্‌বিশ্বাসে অভিমত প্রকাশ করা মানহানির শামিল নহে।

ব্যতিক্রম ৩ঃ যে কোন জনসমস্যা সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে সদ্‌-বিশ্বাসে অভিমত প্রকাশ করা মানহানির শামিল নহে।

ব্যতিক্রম ৪ঃ আদালতসমূহের কার্যবিবরণীর রিপোর্ট প্রকাশ করা মান-হানির শামিল নহে।

ব্যতিক্রম ৫ঃ আদালতে সিদ্ধান্তকৃত মোকদ্দমার দোষগুণ বা সাক্ষীসমূহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণ সম্পর্কে সদ্‌বিশ্বাসে অভিমত প্রকাশ করা মানহানির শামিল নহে।

ব্যতিক্রম ৬ঃ গণ-অনুষ্ঠানের গুণাবলী সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা মানহানির শামিল নহে।

ব্যতিক্রম ৭ঃ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সদ্‌বিশ্বাসে ভর্ৎসনা করা মানহানির শামিল নহে।

ব্যতিক্রম ৮ঃ কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সদ্‌বিশ্বাসে অভিযুক্ত করা মানহানির শামিল নহে।

ব্যতিক্রম ৯ঃ কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার বা অন্য কাহারও স্বার্থ রক্ষার্থ সদ্‌বিশ্বাসে কোন দোষারোপ করা মানহানির শামিল নহে।

ব্যতিক্রম ১০ঃ সতর্ককৃত ব্যক্তির কল্যাণার্থ বা গণ-কল্যাণার্থ সতর্কতা মানহানির শামিল নহে।

মূল ধারার অনুবাদ

মানহানির শাস্তি

৫০০। যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির মানহানি করে সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মানহানির শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই ধারার অপরাধ করিবেন তিনি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২। ইহা বাদীর সম্পর্কে ছিল কিংবা ইহা অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে ছিল কিন্তু তদ্বারা বাদী আহত হইয়াছিলেন।

৩। উক্ত নিন্দাবাদ প্রকাশ্যতঃ বা পরোক্ষতঃ মানহানির শামিল ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

মানহানিকর বলিয়া পরিচিত বিষয় মুদ্রণ বা খোদাইকরণ

৫০১। যে ব্যক্তি এমন কোন বিষয় মুদ্রণ বা খোদাই করে, যাহা কোন ব্যক্তির মানহানিকর বলিয়া সে জানে বা তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ-দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় মানহানিকর বলিয়া পরিচিত বিষয় মুদ্রণ বা খোদাইকরণের শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই ধারায় অপরাধী ব্যক্তি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রমাণ

এই ধারায় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বিষয় মুদ্রণ বা খোদাই করিয়াছিলেন।

২। উহা মানহানির শামিল ছিল।

৩। তিনি উহা মানহানিকর বলিয়া জানিতেন বা তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

মূল ধারার অনুবাদ

মানহানির বিষয় সংবলিত মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু বিক্রয়করণ

৫০২। যে ব্যক্তি মানহানির বিষয় সংবলিত কোন মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু উহা অনুরূপ বিষয় সংবলিত বলিয়া জানিয়া বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারা মানহানিকর বিষয় সংবলিত, মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু বিক্রয় করার শাস্তি ঘোষণা করিয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বিষয় বিক্রয় করিয়াছিলেন বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

২। উহা মানহানির শামিল ছিল।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহাকে মানহানিকর বলিয়া জানিতেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন, অপমান ও বিরক্তকরণ

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন

৫০৩। যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে তাহার দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার অথবা যে ব্যক্তিতে তাহার স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে তাহার দেহ, বা সুখ্যাতির ক্ষতি সাধন করার ভীতি প্রদর্শন করে, অথবা সেই ব্যক্তিকে অনুরূপ ভীতি প্রদর্শনের বাস্তবায়ন এড়ানোর উপায় হিসাবে সে আইনতঃ যে কাজ করিতে বাধ্য নহে, তাহা করিতে বাধ্য করার বা সেই ব্যক্তির যে কাজ করার আইনানুগ অধিকার রহিয়াছে তাহা হইতে তাহাকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে অনুরূপ ভীতি প্রদর্শন করে সেই ব্যক্তি অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন করে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তির স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে এমন কোন মৃত ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করার ভীতি প্রদর্শন এই ধারার আওতাধীন হইবে।

উদাহরণ

ক খ-কে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা পরিচালনা হইতে বিরত করার উদ্দেশ্যে খ-র ঘর পোড়াইয়া দেওয়ার ভয় দেখায়। ক অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন করে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে।

অনিষ্ট করিয়া মানুষের মনে যে উদ্বেগ সৃষ্টি করা যায়, অনিষ্টের আস্ফালন বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহার মনে তাহা হইতে অধিকতর উদ্বেগ সৃষ্টি করা যায়। এবং

এই উদ্বেগের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষকে দিয়া অনেক কাজ করাইয়া লওয়া যায়। অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনকে তাই আলোচ্য বিধিতে অপরাধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

উপাদান

(ক) যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করে ক্ষতি করিবার—

১। তাহার দেহের, সুনামের বা সম্পত্তির, অথবা

২। অন্য কোন ব্যক্তির দেহের এবং সুনামের, যে ব্যক্তি ঐ অপর ব্যক্তির সহিত স্বার্থযুক্ত।

(খ) ঐ ভীতি প্রদর্শনের অভিপ্রায় হইতেছে—

১। ঐ অপর ব্যক্তিকে আতঙ্কিত করা, বা

২। ভীতি প্রদর্শনের বাস্তবায়ন এড়াইবার জন্য ঐ অপর ব্যক্তিকে এমন কাজ করানো যাহা তিনি আইনতঃ করিতে বাধ্য নন, বা

৩। ভীতি প্রদর্শনের বাস্তবায়ন এড়াইবার জন্য ঐ ব্যক্তিকে এমন কাজ হইতে বিরত রাখা, যাহা তিনি করিতে পারেন।

সব ভীতি প্রদর্শন অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন নহে। যে ভীতি প্রদর্শন এমন অভিপ্রায়ের ঘোষণা বহন করে যে, যিনি ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন তিনি যাহার বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হইতেছে তাহাকে, তাহার দেহ সুনাম এবং সম্পত্তি সম্পর্কে অনিষ্টের মধ্যে ফেলিবেন। সুতরাং যে ভীতি প্রদর্শন অবিজ্ঞাপিত তাহা অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন নহে।

ভীতি প্রদর্শন দ্বারা কেহ আতঙ্কিত হউক বা না হউক তাহা মূল্যবান বিষয় নহে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিপ্রায়ই হইতেছে মূল্যবান।

মূল ধারার অনুবাদ

শান্তি ভঙ্গের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত অপমান

৫০৪। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে অপমান করে এবং তদ্দ্বারা তাহাকে ক্রোধোদ্দীপ্ত করে যে অনুরূপ ক্রোধোদ্দীপনার ফলে সে গণ-শান্তি নষ্ট করিবে বা অন্য যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিবে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় শান্তিভঙ্গের জন্য উত্তেজনা দানের জন্য ইচ্ছাকৃত অপমানের শাস্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপমান করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়াছিলেন।

৩। উহার দ্বারা তিনি কোন ব্যক্তিকে ক্রোধোদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন।

৪। তিনি অভিপ্রায় করিয়াছিলেন বা জানিতেন যে, ঐ ক্রোধোদ্দীপনা গণ-শান্তি ভঙ্গ করিবে বা অন্য যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের কারণ হইবে।

মূল ধারার অনুবাদ

জনগণের অনিষ্ট সাধন সহায়ক বিবৃতিসমূহ

৫০৫। যে ব্যক্তি,—

(ক) বাংলাদেশে স্থলবাহিনী, নৌ-বা বিমানবাহিনী-র কোন পদস্থ কর্মচারী সৈনিক, নাবিক, বা বৈমানিক বিদ্রোহ করিতে বা প্রকারান্তরে অনুরূপ পদস্থ কর্মচারী, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক হিসাবে তাহার কর্তব্য পালনে অবহেলা করিতে বা অপারগ হইতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে বা অনুরূপ বাধ্য করার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন, বা

(খ) জনগণের বা জনগণের শ্রেণী বিশেষের মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র বা গণশান্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করা যাইতে পারে, এমন ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন,

(গ) জনশ্রেণী বা জনসম্প্রদায় বিশেষকে অপর কোন জন-শ্রেণী বা জনসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বা অনুরূপ উত্তেজিত করার সম্ভাবনা রহি-য়াছে এমন

কোন বিবৃতি, গুজব বা রিপোর্ট প্রণয়ন বা প্রচার করে সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যতিক্রম

যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন বিবৃতি গুজব বা রিপোর্ট প্রণয়ন, প্রকাশ বা প্রচারকারী ব্যক্তির এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে অনুরূপ বিবৃতি, গুজব বা রিপোর্ট সত্য এবং সে পূর্বোক্ত কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে উহা প্রণয়ন, প্রকাশ বা প্রচার করে, সেই ক্ষেত্রে উহা অত্র ধারার তাৎপর্যাধীনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় জনগণের বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর বা কোন শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের অনিষ্ট সাধন সহায়ক বিবৃতিসমূহের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বিবৃতি, গুজব বা রিপোর্ট প্রণয়ন বা প্রচার করিয়াছিলেন।

২। তিনি উহা এই অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন যে,

(ক) উহা কোন সরকারী পদস্থ কর্মচারী বা নাবিকের কর্তব্যবিচ্যুতি ঘটাইবে বা ঘটাইতে পারে বা জনগণের এমন ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টি করিবে বা করিতে পারে, যাহার ফলে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা গণ-শান্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিতে প্ররোচিত হইতে পারে, অথবা

(খ) উহা কোন জনশ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষকে অপর কোন জনশ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবে বা উহার সম্ভাবনা রাখিবে।

মূল ধারার অনুবাদ

অপরাধমূলক ভীতি-প্রদর্শনের শাস্তি

৫০৬। যে ব্যক্তি অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের অপরাধ অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে ;

মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ইত্যাদির ভীতি প্রদর্শন করা

এবং যদি মৃত্যু ঘটানোর বা গুরুতর আঘাত প্রদানের, কিংবা অগ্নি সংযোগে সম্পত্তি বিনষ্ট করার, অথবা মৃত্যুদণ্ডে বা দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডনীয় অপরাধ করার, অথবা কোন নারীর প্রতি অসতীত্বারোপ করার ভয় দেখান হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি এবং মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত বা অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি হইতে পারে—এইরূপ অপরাধের ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ প্রথম ক্ষেত্রে অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ সাত বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয় :

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি বাদী বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

২। ঐ ভীতি প্রদর্শন ছিল তাহার প্রতি কোন অনিষ্ট সাধনের ভীতি।

৩। ঐ ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহার মনে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য অথবা তাহার দ্বারা এমন কিছু করাইবার জন্য, যাহা তিনি করিতে বাধ্য নন বা এমন কিছু করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য, যাহা তিনি করিতে আইনতঃ অধিকারী।

মুল ধারার অনুবাদ

বেনামী চিঠিপত্রের সাহায্যে অপরাধ-মূলক ভীতি প্রদর্শন

৫০৭। যে ব্যক্তি, বেনামী চিঠিপত্রের সাহায্যে অথবা যাহার তরফ হইতে ভয় দেখান হয় তাহার নাম বা ঠিকানা গোপন করার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিয়া অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের অপরাধ অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি পূর্ববর্তী শেষ ধারায় উক্ত অপরাধের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা ছাড়াও যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় বেনামী চিঠিপত্রের সাহায্যে অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। এই ধারায় অপরাধী ব্যক্তি ৫০৬ ধারায় বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং তদুপরি অতিরিক্ত দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

২। ঐ ভীতি প্রদর্শন ছিল তাহার প্রতি কোন অনিষ্ট সাধনের ভীতি।

৩। ঐ ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহার মনে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য অথবা তাহার দ্বারা এমন কিছু করাইবার জন্য, যাহা তিনি করিতে বাধ্য নন বা এমন কিছু করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য, যাহা তিনি করিতে আইনতঃ অধিকারী।

৪। ঐ ভীতি প্রদর্শন ছিল বেনামী চিঠিপত্রের সাহায্যে অথবা ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা গোপন করিয়া।

মুল ধারার অনুবাদ

কোন ব্যক্তিকে যে দৈব আক্রোশ কবলিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করার জন্য প্রবোচিত করিয়া কোন কার্য সম্পাদন করা

৫০৮। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে, সে বা যেই ব্যক্তিতে তাহার স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে সেই ব্যক্তি অপরাধকারী ব্যক্তি তাহাকে দিয়া যে কাজ করাইতে চায়, সেই কাজ না করিলে অথবা অপরাধকারী তাহাকে যে কাজ

হইতে বিরত করিতে চায় সেই কাজ করিলে, দৈব আক্রোশের লক্ষ্য হইবে বা অপরাধকারীর কোন কাজের ফলে দৈব আক্রোশের লক্ষ্যে পরিণত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিয়া বা প্ররোচিত করিবার উদ্যোগ করিয়া যে কাজ করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তি আইনতঃ বাধ্য নহে তাহাকে সেই কাজ করিতে অথবা তাহার যে কাজ করার অধিকার রহিয়াছে, সেই কাজ হইতে তাহাকে বিরত করিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বাধ্য করে বা বাধ্য করার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক এই বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে য-র দরওয়াজায় ধর্ণা দিয়া বসে যে অনুরূপভাবে বসিয়া সে য-কে দৈব আক্রোশের লক্ষ্যে পরিণত করিতেছে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক য-কে হুমকি দেয় যে, য কোন একটি বিশেষ কার্য সম্পাদন না করিলে ক ক-র আপন সন্তানদের একজনকে এমন অবস্থায় হত্যা করিবে যাহাতে উক্ত হত্যাকার্য য-কে দৈব আক্রোশের লক্ষ্যে পরিণত করিবে বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারে। ক অত্র ধারায় বর্ণিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন ব্যক্তিকে সে দৈব আক্রোশ কবলিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করার জন্য প্ররোচিত করিয়া কোন কার্য সম্পাদন করার যে অপরাধ, এই ধারায় তাহার শাস্তি বিধৃত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ এক বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বা তাহার সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করে বা প্ররোচিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল যে, তিনি বা তাহার সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দৈব-আক্রোশ-কবলিত হইবে।

২। তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন কাজের দ্বারা দৈব আক্রোশ কবলিত হইবেন।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে এমন কিছু করাইয়াছিলেন বা করাইতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন, যাহা আইনতঃ তিনি করিতে বাধ্য নন বা এমন কিছু করা হইতে বিরত করিয়াছিলেন, যাহা আইনতঃ তিনি করিতে অধিকারী।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে উহা করিয়াছিলেন বা করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদার উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোন কাজ করা

৫০৯। যে ব্যক্তি কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদা করার অভিপ্রায়ে এই উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য করে, কোন শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে যে উক্ত নারী অনুরূপ মন্তব্য বা শব্দ শুনিতে পায় অথবা অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু দেখিতে পায়, কিংবা উক্ত নারীর নির্জনবাসে অনধিকার প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদার উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোন কাজ করার শাস্তি এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি,

(ক) কোন মন্তব্য করিয়াছিলেন, বা

(খ) কোন শব্দ করিয়াছিলেন, বা

(গ) কোন অঙ্গভঙ্গি করিয়াছিলেন, বা

(ঘ) কোন বস্তু প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বা

(ঙ) কোন নারীর নিভৃতবাসে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত ক থেকে ঘ-এর ক্ষেত্রে ঐ সকল কোন নারীকে শুনাইতে বা দেখাইতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

৩। উহার দ্বারা তিনি কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদা করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন।

মূল ধারার অনুবাদ

প্রকাশ্যে মাতাল ব্যক্তির অশোভন আচরণ

৫১০। যে ব্যক্তি প্রমত্ত অবস্থায় কোন প্রকাশ্য স্থানে, অথবা যে স্থানে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অনধিকার প্রবেশের শামিল—এইরূপ কোন স্থানে হাজির হয় এবং উক্ত স্থানে এইরূপ আচরণ করে, যাহা কোন ব্যক্তির বিরক্তির উদ্রেক করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে যাহার পরিমাণ দশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় প্রকাশ্যে মাতাল ব্যক্তির অশোভন আচরণের শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি হইবে অনূর্ধ চব্বিশ ঘণ্টা কারাদণ্ড বা অনূর্ধ দশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাতাল ছিলেন।

২। ঐ অবস্থায় তিনি কোন প্রকাশ্য স্থানে হাজির হইয়াছিলেন বা অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন।

৩। তিনি উক্তভাবে এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, যাহা কোন ব্যক্তির বিরক্তির উদ্রেক করে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাধসমূহ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ সম্পর্কিত

মূল ধারার অনুবাদ

দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ অনুষ্ঠানের উদ্যোগের শাস্তি

৫১১। যে ব্যক্তি অত্র বিধিবলে দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার বা অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠান করাইবার উদ্যোগ করে এবং অনুরূপ উদ্যোগে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের অভিমুখে কোন কাজ করে, সেই ব্যক্তি অনুরূপ উদ্যোগের শাস্তির ব্যাপারে অত্র বিধিতে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দ্বীপান্তর দণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের দীপান্তর দণ্ড বা কারাদণ্ডের অর্ধেক মেয়াদ পর্যন্ত হইতে পারে বা অনুরূপ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

উদাহরণসমূহ

(ক) ক একটি বাক্স ভাঙ্গিয়া কিছু গহনাপত্র চুরি করার উদ্যোগ করে এবং অনুরূপভাবে বাক্স খোলার পর দেখে যে উহাতে কোন অলংকার নাই। সে চুরি অনুষ্ঠানের অভিমুখে একটি কাজ করিয়াছে; অতএব অত্র ধারার অধীনে দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ক য-র পকেটে তাহার হাত ঢুকাইয়া য-র পকেট মারার উদ্যোগ করে। য-র পকেটে কিছু না থাকার দরুন ক অনুরূপ উদ্যোগে ব্যর্থকাম হয়। ক অত্র ধারার অধীনে দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

এই ধারায় দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ অনুষ্ঠানের উদ্যোগের শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। শাস্তির পরিমাণ ঐ অপরাধের দ্বীপান্তর দণ্ডের বা কারাদণ্ডের অর্ধেক মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অপরাধের অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

এই ধারায় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগের শাস্তির বিধান দেওয়া হইয়াছে সেইসব ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে আলোচ্য বিধিতে কোন স্পষ্ট বিধান নাই। যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিধান আছে, সেগুলি সম্পর্কে এই ধারা প্রযোজ্য হয় না। সেই সমস্ত ধারা হইতেছে ১২১, ১২৪ ক, ১২৫, ১৩০, ১৩১, ১৫২, ১৫৩-ক, ১৬১ হইতে ১৬৩, ১৬৫, ২৩৯ হইতে ২৪১, ২৫১ ১৯৬, ১৯৮, ২১৩, ১২৪, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৭, ৩৯৮ এবং ৪৬০।

৪০ ধারায় অপরাধের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। ৪০ ধারা হইতে বর্তমান ধারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক অপরাধের চারটি স্তর আছে:

১। অভিপ্রায়।

২। প্রস্তুতি।

৩। উদ্যোগ।

৪। অনুষ্ঠান।

শুধুমাত্র অভিপ্রায় দোষণীয় নহে।

প্রস্তুতি কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধমূলক। উদ্যোগ এই ধারায় অপরাধ।

প্রমাণ

এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করিতে হয়:

১। কোন কাজের উদ্যোগ লওয়া হইয়াছিল।

২। ঐ উদ্যোগ ছিল আলোচ্য দণ্ডবিধির অধীনে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য।

৩। ঐ অপরাধ কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় ছিল।

পরিশিষ্ট

সংক্ষিপ্ত সার

ভারতীয় দণ্ডবিধি (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) বলবৎ হওয়ার পূর্বে, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরের ফৌজদারী আইন ছিল ইংল্যাণ্ডের ফৌজদারী আইন। মফঃস্বল এলাকায় মুসলিম ফৌজদারী আইন প্রচলিত ছিল। উহা স্থানীয় সরকারের রেগুলেশন দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইত।

১৮২৭ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিচার ব্যবস্থার আগাগোড়া পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই সময় হইতে যে আইন ফৌজদারী আদালতে ব্যবহৃত হইত, তাহা একটি রেগুলেশনে বিধিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু অপর দুইটি প্রেসিডেন্সীতে ভারতীয় দণ্ডবিধি কার্যকরী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম ফৌজদারী আইন বলবৎ থাকে।

প্রথম ভারতীয় আইন কমিশন ১৮৩৭ সালে গঠিত হয়। উহার সভাপতি ছিলেন লর্ড মেকলে। ম্যাকলিওড, এ্যাণ্ডারসন এবং মিলার এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। তাঁহাদিগকে আইন কমিশনার বলা হইত। লর্ড মেকলে ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রথম খসড়া প্রস্তুত করেন এবং ১৮৩৭ সালে উহা ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড আক্‌ল্যাণ্ডের নিকট পেশ করেন। এই খসড়া বিধিটিকে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নেস পিকক্ এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ (যাহারা ফোর্ট উইলিয়ামের লেজিস্‌ল্যাটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন) অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করেন। খসড়াটি ১৮৫০ সালে সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর ইহা ১৮৫৬ সালে লেজিস্‌ল্যাটিভ কাউন্সিলে উপস্থাপিত ও ১৮৬০ সালের ৬ই অক্টোবর পাস হয়।

১৮৬২ সালের ১লা জানুয়ারী ইহা বলবৎ হয়।

ইহা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, এই দণ্ডবিধি যদিও এমন একজন একক ব্যক্তির সৃষ্টি যিনি কোন আইনজীবী ছিলেন না বরং যাহার সময় রাজনীতি ও সাহিত্যের অঙ্গনেই কাটিত, তবুও আইন প্রণয়ন ও সঙ্কলনের ক্ষেত্রে দণ্ডবিধি লর্ড মেকলের এক অপূর্ব কীর্তি।

ডঃ এইচ. এস গৌর অবশ্য তাহার ভারতীয় দণ্ডবিধির ভূমিকায় ইহার সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বর্তমান দণ্ডবিধি দক্ষ আইনবিদদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার প্রয়োজন রাখে। ইহার অনেকগুলি ধারার পুনর্বিন্যাস হওয়া উচিত। কতকগুলি ধারা এমন আছে যেগুলি আকস্মিকভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কতকগুলি ধারা এমন আছে, যেগুলি আকস্মিকভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, আবার কতকগুলি একটি আরেকটিকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছে। কতকগুলি ধারা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অন্য কতকগুলি বিস্তৃত।

প্রথম আইন কমিশনারগণ মন্তব্য করিয়াছিলেনঃ আমরা কিছুতেই মানিতে পারি না যে, দণ্ডবিধি হইবে একটি নীতিমালা বা কোন কাজ কেবল নীতিবিগর্হিত বলিয়াই আইনসভা উহার শাস্তি বিধান করিবে, অথবা কোন কাজের জন্য শাস্তির বিধান না করিলে ইহার অর্থ এই হইবে যে আইনভা সেই কাজকে নির্দোষ বলিয়া মনে করে। শাস্তিযোগ্য নয়, এমন অনেক কাজ অনেক শাস্তিযোগ্য কাজের চাইতেও নৈতিকভাবে নিকৃষ্টতর। যে ব্যক্তি একজন উপকারীকে অকৃতজ্ঞতা কিংবা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে সে এবং যে ক্রোধ বশতঃ আঘাত দেয় অথবা কৌতুকোচ্ছলে জানালা ভাঙ্গে উভয় ব্যক্তি অন্যায় করে। নীতির দিক হইতে প্রথম ব্যক্তি অধিক তিরস্কারের যোগ্য। তবুও আমরা আঘাত ও ক্ষতিকর কাজের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করিয়াছি, কিন্তু অকৃতজ্ঞতার জন্য কিছুই করি নাই। আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করার জন্য এক মুষ্টি ভাত দিতে যে ধনী ব্যক্তি অস্বীকার করে, সেই নিষ্ঠুর ব্যক্তির জন্য আমরা কোন শাস্তির বিধান করি না। অথচ যে ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া কোন ক্রমে জান কাটাইবার জন্য ভাত কাড়িয়া লইয়া উদরস্থ করে, তাহাকে আমরা চুরির দায়ে শাস্তি দেই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দণ্ডবিধি কোন নীতিমালার সংগ্রহ নহে। উহাতে কোন কাজের শাস্তি বিধান কেবল এইজন্য করা হয় নাই যে, সেই কাজটি অন্যায়, অথবা কোন কাজের শাস্তির ব্যবস্থা না থাকার অর্থ এই নহে যে, সেই কাজটি ন্যায়সঙ্গত বা নির্দোষ। এমন অনেক কাজ আছে যে জন্য দণ্ডবিধিতে কোন শাস্তির বিধান নাই, কিন্তু সেই কাজ অনেক শাস্তিযোগ্য কাজ অপেক্ষাও নৈতিকভাবে নিকৃষ্টতর। উদাহরণ স্বরূপ, যে ধনী ব্যক্তি তাহার গরীব প্রতিবেশীকে জঠর জ্বালায় মৃত্যু হইতে রক্ষার জন্য তাহার অপর্যাপ্ত ভাণ্ডার হইতে এক মুষ্টি ভাত দিতে অস্বীকার করে, সেই ব্যক্তি নীতির দিক হইতে অধঃপতিত। কিন্তু আইন তাহাকে অপরাধী বলে না। আর যে ক্ষুধার্থ ও মুমূর্ষ ব্যক্তি নিজেকে বাঁচাইবার জন্য খাদ্য চুরি করিয়া খায়, সে ব্যক্তি সম্ভবতঃ নীতির দিক হইতে অধঃপতিত নয়, যদিও সে অপরাধী। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যদিও প্রথমজন নীতির দিক হইতে নিকৃষ্টতর লোক, তবুও দণ্ডবিধি প্রথম ব্যক্তির জন্য কোন শাস্তির বিধান দেয় না, কিন্তু শেষ ব্যক্তির জন্য দেয়।

আইন সাধারণতঃ গণ-আইনেরই একটি অংশ। আর সেই সকল কাজেরই শাস্তি দেওয়া হয় যাহা সমাজের জন্য অনিষ্টকর। রাষ্ট্র এই শাস্তি দেয়। কারণ, রাষ্ট্রই হইতেছে উহার নাগরিকদের জীবন স্বাধীনতা ও সম্পত্তির রক্ষক। তাহাদের কাহারও উপর কোনরূপ বিধি বহির্ভূত কিছু করা হইলে উহাতে রাষ্ট্রেরই ক্ষতি। সুতরাং দণ্ড আইনের জন্য কেবল সেই সকল অধিকার লঙ্ঘনকে নির্বাচন করা হইয়াছে যেগুলি

সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে হুমকি স্বরূপ। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হইতেছে বাদী এবং অপরাধীকে তাহার অপরাধের জন্য যথাযথ ও আইনানুগভাবে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপরই বর্তায়।

অপরাধঃ 'অপরাধ' শব্দের প্রচলিত ও আইনগত অর্থ এক নহে। প্রচলিত অর্থে, ধর্মীয় প্রথা কিংবা মানুষের স্বীকৃত নৈতিকতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনকে অপরাধ বুঝায়। 'অপরাধী' বলিতে মানুষ সাধারণতঃ এমন এক ব্যক্তিকে বুঝে যে দুষ্ট এবং স্পষ্টতঃ সমাজের অনিষ্টকর কোন কাজ করিয়াছে, অথবা যে কোন ধর্মীয় বা নৈতিক বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে এবং সমাজ বা ধর্ম কর্তৃক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছে। অপরাধের এই অর্থের কালভেদে এবং মানুষের নৈতিকতার মানভেদে তারতম্য হয়। অবশ্য এমন কতকগুলি অপরাধ আছে, যাহা সকল জাতি ও বর্ণের মানুষের নিকটই নিন্দনীয়। বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, হত্যাকাণ্ড ও দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি এই ধরনের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের অপরাধ-আইন খুব বিস্তৃত নয়। তবে দিনে দিনে ইহার পরিধির প্রসারণ ঘটিতেছে। আইন প্রণেতাগণের মতে অপরাধ হইতেছে এমন কোন কাজ বা কার্যবিরতি যাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যায় এবং সমাজের বিবেকে যাহা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য। উক্ত কাজ বা কার্য বিরতিতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সমাজের নির্দিষ্ট কোন ক্ষতি হইতে হইবে এবং উহা অবশ্যই আইনের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইতে হইবে।

অপরাধ করা কোন ব্যক্তি বিশেষকে ক্ষতি করা হইতে পৃথক। শেষোক্তটি হইতেছে কোন ব্যক্তি বিশেষের অধিকার প্রত্যক্ষভাবে ক্ষুণ্ণ করা। উহার জন্য কোন শাস্তি নাই, ক্ষতিপূরণ দ্বারা উহার সুরাহা করা যায়। তবে কতকগুলি অপরাধের মধ্যে আবার ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতির সহিত অন্যায় বা ব্যক্তিগত অপকার শামিল হয়। আবার কতকগুলি ব্যক্তিগত অপকার অপরাধ নহে এবং কতকগুলি অপরাধও ব্যক্তিগত অপকার নহে। উদাহরণ স্বরূপ জালিয়াত, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, দুই বিবাহ এবং নরহত্যা ইত্যাদি অপরাধ কিন্তু ব্যক্তিগত অপকার নহে। আবার মানহানি, আক্রমণ এবং উদ্দেশ্যমূলক অপমান ইত্যাদি অপরাধ এবং ব্যক্তিগত অপকার উভয়ই। এবং 'চুক্তিভঙ্গ' 'শুধু ষড়যন্ত্র' 'ব্যক্তিগত উৎপাত' ইত্যাদি কেবল ব্যক্তিগত অপকার, যে জন্য শুধু দেওয়ানী ব্যবস্থাই গ্রহণ করা চলে। ব্যক্তিগত অপকারের বেলায় মনিব তাহার চাকরের ব্যক্তিগত অপকারজনক কাজের জন্য দায়ী থাকেন, কিন্তু অপরাধ আইন ব্যক্তিগত এবং প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী থাকেন। যে ব্যক্তি নিজে কোন অপরাধ করে না কিন্তু অপরকে উহা করার প্ররোচনা দেয় সে অবশ্য উক্ত অপরাধের জন্য নিজে দায়ী নহে। তবে এই ক্ষেত্রে সে প্ররোচনাকারী হিসাবে শাস্তি

পায়, মূল অপরাধী হিসাবে নহে, কারণ আইনে প্ররোচনা একটি ভিন্ন অপরাধ হিসাবে গণ্য, ব্যক্তিগত দায়িত্বের এই সাধারণ নিয়মের আবার কতকগুলি ব্যতিক্রমও আছে। সেইগুলি হইতেছে ঃ

১। **বিধিবদ্ধ দায়িত্ব ঃ** সংসদের কোন আইন ঘোষণা করিতে পারে যে, মনিব তাহার চাকরের অপরাধের জন্য দায়ী থাকিবেন। লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়াদি, যেখানে সাধারণতঃ মনিব দায়ী থাকেন, এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, জমির মালিক ও দখলদারগণও নিজেরা করেন নাই এমন অপরাধের জন্য দণ্ডবিধির ১৫৪ ও ১৫৫ নং ধারা অনুযায়ী দোষী। অনুরূপভাবে দণ্ডবিধির ৩৪ ও ১৪৯ নং ধারা লোকদেরকে এমন সব অপরাধের জন্য দায়ী করে যাহা তাহারা ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা করে নাই।

২। **গণ-উৎপাত ঃ** মালিকের উপকারার্থে তাহার চাকর বা এজেন্ট কোন কাজ করিলে, সেই কাজ করিতে গিয়া উহাদের কার্য দ্বারা কোনরূপ গণ-উৎপাতের সৃষ্টি হইলে তজ্জন্য মালিক অভিযুক্ত হইবেন।

৩। **কর্তব্যে অবহেলা ঃ** যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ করিতে অবহেলা করে যে কাজ এমনভাবে করা তাহার কর্তব্য যাহাতে অন্য কেহ বিপন্ন না হয়, এবং যদি সে সেই কাজ একজন অদক্ষ লোককে করিতে দেয়, আর সেই ব্যক্তি এমনভাবে উহা করে যাহাতে অন্যের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হয়, তাহা হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ফলাফলের জন্য দায়ী থাকিবে।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে অপরাধ হইতেছে এমন একটি নিষিদ্ধ কাজ, যাহাকে দেশের সংসদ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে এবং উক্ত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তজ্জন্য শাস্তির বিধান থাকে।

দণ্ডবিধি দেশের অপরাধ আইন। ১ নং ধারা অনুযায়ী ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর।

ব্যক্তি ঃ জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উপরে দণ্ডবিধি সমানভাবে প্রযোজ্য। এমনকি, কোন বিদেশী বাংলাদেশ সীমানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাংলাদেশী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি এই দণ্ডবিধির প্রতিও আত্মসমর্পণ করেন (ধারা ২)। যদিও দণ্ডবিধি কোন ব্যক্তিকে ফৌজদারী আদালতের আওতা হইতে মুক্তি দেয় না তবুও নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে দণ্ডবিধির আওতা বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হয় ঃ

১। সার্বভৌম কর্তা।

২। বৈদেশিক সার্বভৌম কর্তা।

৩। রাষ্ট্রদূত, তাহাদের পরিবারবর্গ, সচিব, দূত ও ভৃত্য।

৪। যুদ্ধের কারণ বশতঃ বিদেশী শত্রু।

৫। বিদেশী সৈন্য।

৬। রাষ্ট্রপতি।

৭। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিগণ।

৮। যুদ্ধে লিপ্ত লোক, অর্থাৎ বিদেশী সরকারের যুদ্ধ জাহাজ।

ফৌজদারী আদালতের প্রযুক্তির এলাকা ঃ সাধারণ ফৌজদারী আদালতের কর্তৃত্বাধীন প্রযুক্তির এলাকা নিম্নের ছক আকারে বর্ণনা করা যায় ঃ
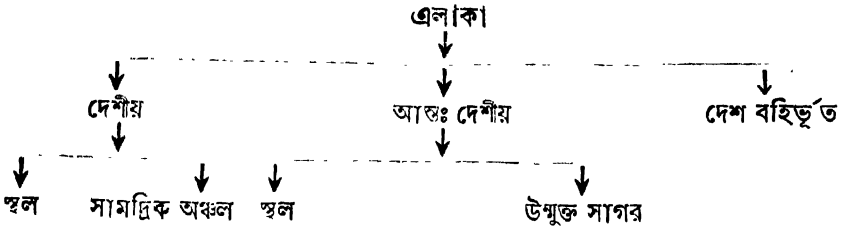
এলাকা (স্থলে) ঃ সমগ্র বাংলাদেশে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারী আদালতের ইহাই সাধারণ এলাকা।

সামুদ্রিক অঞ্চল ঃ জাতিসমূহের সাধারণ সম্মতিক্রমে কোন দেশের তীর বিধৌতকারী সাগরে যতদূর অপরাধ আইন প্রযোজ্য হয় তত দূর পর্যন্ত সেই দেশের ফৌজদারী আদালতের এলাকায় যাইতে পারে। অন্তর্ভুক্ত সাগরের এই অংশকে সাধারণতঃ সামুদ্রিক অঞ্চল ধরা হয়। তীরসহ সাগরের এই অংশকে উক্ত দেশের সামুদ্রিক অঞ্চল বলা হয়।

আন্তঃ দেশীয় এলাকা (স্থলে) ঃ দণ্ডবিধি ৩ ও ৪ নং ধারার এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮৮ নং ধারার অধীনে বাংলাদেশের আদালতের বাংলাদেশের বাহিরে কৃত অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা আছে তবে যেখানে অপরাধ করা হইয়াছে সেইখানে কোন রাজনৈতিক প্রতিনিধি থাকিতে হইবে এবং তাহার এই মর্মে বলিতে হইবে যে, অভিযোগ সম্পর্কে উক্ত বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

উন্মুক্ত সাগরে ঃ উন্মুক্ত সাগরের উপর কর্তৃত্বকে নৌ কর্তৃত্ব বলা হয়। যেহেতু এইরূপ স্থানে কোন অপরাধ একমাত্র কোন জাহাজেই করা যায়, তাই এই কর্তৃত্বের ভিত্তি হইতেছে জাহাজ যে দেশের পতাকা বহন করে উহা, সেই

দেশেরই একটি ভাসমান অংশ এই নীতি এই কর্তৃত্ব নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের উপর সম্প্রসারিত ঃ

১। বাংলাদেশের জাহাজে কৃত অপরাধ।

২। বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চলে বিদেশী জাহাজে কৃত অপরাধ।

৩। জলদস্যু।

দেশের মধ্যকার কোন নদী-নালা কিংবা উহার অংশ বিশেষের উপর নৌ কর্তৃত্ব বর্তায় না। ইহা বরং অনুরূপ জাহাজে আরোহী বাঙ্গালী কিংবা অবাঙ্গালী সকল মানুষের উপর বর্তায়। কোন দেশের সমুদ্র-তীর সাধারণ ফৌজদারী আদালতের কর্তৃত্বাধীন, কিন্তু উঁচু এবং নীচু জলচিহ্নের মধ্যকার পর্যায়ান্বিত কর্তৃত্ব নৌ আদালতের পূর্বে ভারতীয় আদালতসমূহের কোন নৌ কর্তৃত্ব ছিল না। বর্তমানে নৌ অপরাধ আইন এবং বাণিজ্য জাহাজ চলাচল আইনের ন্যায় কতকগুলি আইন দ্বারা ভারত ও বাংলাদেশের আদালতসমূহকে নৌ কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই সকল আদালত এখন ইংল্যাণ্ডের নৌ আদালতের ন্যায় একই কর্তৃত্বের অধিকারী।

১৮৯৪ সালের বাণিজ্য জাহাজ চলাচল আইন নৌ কর্তৃত্বাধীন অপরাধসমূহের সংজ্ঞা দান করে। এবং এই আইনই মফঃস্বল আদালতসমূহকে এই কর্তৃত্ব দিয়াছে। উন্মুক্ত সাগরে সংঘটিত কোন অপরাধের কার্যপ্রণালী ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি দ্বারা নির্ধারিত আছে। ১৮৯৪ সালের নৌ অপরাধ আইন এবং ১৮৯৪ সালের বাণিজ্য জাহাজ চলাচল আইন বলে অপরাধী ব্যক্তি বাংলাদেশে উক্ত অপরাধ করিলে যে শাস্তি পাইত, এখানেও ঠিক সেই শাস্তিই পাইবে। কিন্তু অপরাধ যদি দণ্ডবিধির অধীনে শাস্তিযোগ্য না হয়, তবে অপরাধীর ইংল্যাণ্ডের আইনে যে শাস্তি হইত এখানেও ঠিক সেই শাস্তি হইবে। এই ক্ষেত্রে নিম্নের শর্তগুলি আবশ্যক ঃ

১। শাস্তি দণ্ডবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হইবে।

২। বিচার ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে হইতে হইবে।

৩। অপরাধ দণ্ডবিধির অধীনে যদি শাস্তিযোগ্য না হয়, তবে ইংল্যাণ্ডের আইনে উহা অপরাধ হইবে।

দেশ বহির্ভূত এলাকা ঃ নিম্নলিখিত অবস্থায় ৩ ও ৪ নং ধারাবলে বাংলাদেশের বাহিরে কৃত অপরাধের বিচার বাংলাদেশে করা যায় ঃ

১। জাতীয় সংসদের কোন আইন বলে।

২। যখন সেই অপরাধ,

(ক) বাংলাদেশের কোন নাগরিক বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে করে,

(খ) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজ কিংবা বিমানে, উহা যেখানেই থাকুক করে।

বিচারের পদ্ধতিঃ কোন অপরাধ যদি বাংলাদেশের বাহিরে করা হয় এবং তাহাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাওয়া যায় তবে সেইজন্য দুইটি পন্থা আছেঃ (১) বাংলাদেশে তাহার বিচার করা চলে, অথবা (২) বিচারার্থ তাহাকে সংশ্লিষ্ট বিদেশী সরকারের হাতে অর্পণ করা চলে।

বিচারার্থ কোন ব্যক্তিকে বিদেশী সরকারের হাতে সমর্পণ ১৮৭০ সালের সমর্পণ আইন [Extradiction Act] এবং ১৮৮১ সালের পলাতক অপরাধী আইন [Fugitive offenders Act] দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীন বিদেশী রাষ্ট্রের উপর প্রথমোক্ত আইনের প্রয়োগ চুক্তির সাহায্যে হইয়া থাকে।

দণ্ডবিধির দ্বারা যে সকল আইন প্রভাবিত নহেঃ দণ্ডবিধি উহার ৫নং ধারা বলে নিম্নলিখিত আইনসমূহের কোন বিধানকে বাতিল, পরিবর্তন, বিলম্বিত অথবা প্রভাবান্বিত করে নাঃ

(১) চতুর্থ উইলিয়ামের ৩ ও ৪ নং সংবিধির ৮৫ নং দফা ;

(২) যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, অথবা বাংলাদেশ, অথবা উহার অধিবাসীদিগকে প্রভাবান্বিতকারী পরবর্তী কোন আইন ;

(৩) অফিসার, সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিকের বিদ্রোহ এবং পলায়নের শাস্তি দানের কোন আইন ;

(৪) কোন বিশেষ অথবা স্থানীয় আইন ।

যদি সংসদ কোন বিশেষ কিংবা স্থানীয় আইনে দণ্ডবিধির কার্যকারিতাকে মুলতবী রাখে, তবে দণ্ডবিধি উক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। অন্যথায় উপরোক্ত আইনে কোন অপরাধ স্পষ্টরূপে শাস্তিযোগ্য হইলেও দণ্ডবিধির অধীনেও তাহা শাস্তিযোগ্য হইবে। অবশ্য, কোন কাজ দণ্ডবিধি এবং বিশেষ অথবা স্থানীয় আইনে শাস্তিযোগ্য হইলে অপরাধীকে উভয়ের অধীনে শাস্তি দেওয়া যায় না।

সাধারণ ব্যাখ্যাঃ দণ্ডবিধিতে বহুল প্রচলিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা উহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। এই সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাকে দণ্ডবিধির সর্বত্র পুরাপুরিভাবে মানিয়া চলা হইয়াছে।

কার্য ও কর্ম বিরতিঃ "কাজ" শব্দের সংজ্ঞা মনোযোগের সহিত অনুধাবন করা প্রয়োজন। ৩৩ নং ধারা অনুসারে "কাজ' শব্দটি দ্বারা একাধিক কাজের সমষ্টিকেও একটি কাজ এবং "কার্য-বিরতি[2]' শব্দটি দ্বারা একাধিক কার্য-বিরতির সমষ্টিকেও একটি কার্য-বিরতি বুঝায়। ৩২ নং ধারায় উক্ত হইয়াছে, যে সকল শব্দ সম্পাদিত

কাজের প্রতি নির্দেশ করে, তাহা দ্বারা অবৈধ কার্যবিরতিকেও বুঝায়। ব্যতিক্রম শুধু যেখানে প্রসঙ্গ বিশেষে প্রতিকুল উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। ৩৬ নং ধারামতে যেখানে কোন কাজ বা কার্যবিরতি দ্বারা কোন ফলাফল ঘটান একটি অপরাধ, সেইখানে আংশিক কোন কার্যবিরতি দ্বারা উক্ত ফলাফল ঘটান একই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ৩৭ নং ধারায় বলা হইয়াছে, যেখানে একাধিক কাজের মাধ্যমে একটি অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, সেইখানে যে কেহ স্বেচ্ছায় উক্ত কাজসমূহের যে কোন একটি একক কিংবা অন্যদের সহিত যৌথভাবে করে, সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হয়।

এই ধারাগুলির মিলিত ফলাফল: (১) যদি কোন অপরাধ একাধিক কাজ ও কার্যবিরতির সমন্বয়ে সংগঠিত হয় এবং কোন অপরাধী আংশিক কোন কাজ এবং আংশিক কোন কার্যবিরতির মাধ্যমে সেই অপরাধ অনুষ্ঠান করে, তবে সেই ব্যক্তি একই অপরাধ অনুষ্ঠান করে;

(২) যদি কোন অপরাধ একাধিক কাজের সমন্বয়ে সংগঠিত হয় এবং একাধিক ব্যক্তি তাহা অনুষ্ঠান করে, তবে যে কেহ উক্ত অপরাধ সংগঠনকারী কাজসমূহের যে কোন একটি স্বেচ্ছায় অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠান করিল বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্মিলিত দায়িত্ব: এই পরিচ্ছেদে ৩৪, ৩৫ ও ৩৮ নং ধারাসমূহকেও বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করা প্রয়োজন। ৩৪ নং ধারায় সম্মিলিত বা যৌথ দায়িত্বের কথা উক্ত হইয়াছে। উহাতে কোন অপরাধ সৃষ্টি অথবা উহার শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় নাই। উক্ত ধারামতে যখন কতিপয় ব্যক্তি একই অভিপ্রায়ে কোন অপরাধমূলক কাজ সম্পাদন করে, তখন তাহাদের প্রত্যেকে উক্ত কাজের জন্য এইরূপে দায়ী হন যেন উক্ত কাজ সেই ব্যক্তি একাকীই সম্পাদন করিয়াছেন।

কিন্তু কেহ শুধু ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলেই এই ধারার আওতায় পড়ে না। কারণ "একই অভিপ্রায়" হইতেছে সম্মিলিত দায়িত্বের মূলকথা। এবং সেই একই অভিপ্রায়ে কোন কাজ করাও অত্যাবশ্যক। সুতরাং কোন ব্যক্তি তাহার সঙ্গীদের কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের একই অভিপ্রায় সম্পর্কে অনবগত হইলে সঙ্গীদের সহিত তাহাকে দায়ী করা যায় না।

৩৫ নং ধারায় উক্ত হইয়াছে, যখন কোন কাজ কেবল অপরাধমূলক জ্ঞান বা উদ্দেশ্য সহকারে সম্পাদিত হওয়ার দরুন অপরাধমুলক বলিয়া গণ্য হয়, তখন প্রত্যেক অপরাধী কেবল স্বীয় জ্ঞান বা উদ্দেশ্যের পরিমাণ অনুযায়ী দায়ী থাকে।

৩৮ নং ধারায় বলা হইয়াছে, যেখানে কতিপয় ব্যক্তি কোন অপরাধমূলক কাজ অনুষ্ঠানে নিয়োজিত বা জড়িত হয়, সেইখানে তাহারা উক্ত কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে।

৩৪ ও ৩৮ নং ধারার মধ্যে পার্থক্য এই যে, ৩৪ নং ধারায় একই অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত কার্যাবলী এবং ৩৮ নং ধারায় একটি অপরাধমূলক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধ অনুষ্ঠানের কথা বিবৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ১৪৯ নং ধারাও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই ধারায় কোন বেআইনী সমাবেশের সদস্যদের সম্মিলিত দায়িত্বের বিধান দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য ধারামতে, যদি কোন বেআইনী সমাবেশের কোন সদস্য উক্ত সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করে বা উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া উক্ত সমাবেশের সদস্যগণের জানা থাকে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার সময় যে সকল ব্যক্তি উক্ত সমাবেশের সদস্য থাকে তাহাদের প্রত্যেকে উক্ত অপরাধে দোষী বলিয়া সাবাস্ত হইবে।

৩৪ ও ১৪৯ নং ধারার পার্থক্য

১। ৩৪ নং ধারায় "সাধারণ অভিপ্রায়" (Common intention), অথচ ১৪৯ নং ধারায় "সাধারণ উদ্দেশ্যের" (Common object) কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

২। ৩৪ নং ধারা দুই কিংবা ততোধিক ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য, কিন্তু ১৪৯ নং ধারার প্রয়োগ পাঁচ কিংবা ততোধিক ব্যক্তির বেআইনী সমাবেশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

৩। পরিধিতে, ১৪৯ নং ধারা ৩৪ নং ধারা অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত।

সাধারণ অভিপ্রায় এবং সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ "অভিপ্রায়" এবং "উদ্দেশ্যে"র মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ, কোন বেআইনী সমাবেশের উদ্দেশ্যে যদিও এক হইতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন সদস্যের অভিপ্রায় বিভিন্ন রকমের হইতে পারে এবং একইরূপ কেবল এই ক্ষেত্রে হইতে পারে যে উহা সবই বেআইনী। ৩৪ নং ধারার মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে কাজে যোগদান থাকা প্রয়োজন। ১৪৯ নং ধারায় অপরাধ সংঘটনকালে সমাবেশের সদস্য হইলেই তাহাকে অপরাধী করা যাইতে পারে। উভয় ধারাই এমন একাধিক ব্যক্তির একত্রিত হওয়া সম্পর্কে বিধান দেয়, যাহারা কোন অপরাধের অংশীদাররূপে শাস্তিযোগ্য হয়।

শাস্তি ঃ দণ্ডবিধির তৃতীয় পরিচ্ছেদে দণ্ডবিধির অধীনে কোন অপরাধীকে প্রদানযোগ্য শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

সরকারের দণ্ডাদেশ পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা ঃ ৫৪ নং ধারা অনুসারে সরকার কোন মৃত্যুদণ্ডকে অপরাধীর সম্পত্তি ব্যতীত অন্য যে কোন দণ্ডে পরিবর্তন করিতে পারেন। অনুরূপভাবে ৫৫ নং ধারার অধীনে সরকার কোন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরকে অপরাধীর সম্পত্তি ব্যতীত অনধিক ১৪ বৎসর কারাদণ্ডে পরিবর্তন করিতে

পারেন। ৫৫ক ধারামতে রাষ্ট্রপতি দণ্ড ক্ষমা, স্থগিত, মূলতবী বা হ্রাস করিতে পারেন।

দ্বীপান্তর ঃ দ্বীপান্তর যাবজ্জীবন অথবা কোন স্বল্পতর সময়ের জন্য হইতে পারে।

শাস্তির মেয়াদের ভগ্নাংশের হিসাব ঃ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অর্থে ২০ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর বুঝায় (ধারা ৫৭)। যে ক্ষেত্রে কোন অপরাধী ৭ বৎসর কিংবা ততোধিক সময়ের কারাদণ্ড লাভের যোগ্য, সেই ক্ষেত্রে আদালত অপরাধীকে নিম্নতম ৭ বৎসরের জন্য এবং উধর্বতম অপরাধী যে অপরাধে দোষী তজ্জন্য দণ্ডবিধি যে মেয়াদের কারাদণ্ডের বিধান দিয়াছে সেই মেয়াদের জন্য দ্বীপান্তরের শাস্তি দিকে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দ্বীপান্তরের নিম্নতম মেয়াদ ৭ বৎসর। ইহার পেক্ষা কোন নিম্নতর মেয়াদের দ্বীপান্তর দণ্ডবিধি অনুমোদন করে না (ধারা ৫৯)। দ্বীপান্তরের দণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদিগকে যতদিন দ্বীপান্তরিত করা না হয় ততদিন সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধী হিসাবে গণ্য করা হয় (ধারা ৫৮)। দ্বীপান্তরের দণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদিগকে কোন্ স্থানে পাঠান হইবে, বাংলাদেশ সরকার সেই স্থানের নাম এখনও ঘোষণা করেন নাই।

কারাদণ্ড ঃ কারাদণ্ড দুই প্রকার—বিনাশ্রম ও সশ্রম। সশ্রম অর্থ কঠোর পরিশ্রম সহ কারাদণ্ড (ধারা ৫৩)। কারাদণ্ডের কোন নিম্নতম মেয়াদ দণ্ডবিধি নির্ধারণ করে নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, যে কোন ক্ষুদ্রতম সময়ের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া যায়। ২৫ ঘণ্টার জন্য কারাদণ্ড দেওয়া যায়। ৫১০ নং ধারায় একজন মদ্যপ ব্যক্তির অসদাচরণের জন্য ২৪ ঘণ্টা মেয়াদের শাস্তির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। কারাদণ্ড সম্পূর্ণ সশ্রম অথবা সম্পূর্ণ বিনাশ্রম অথবা আংশিক বিনাশ্রম এবং আংশিক সশ্রম হইতে পারে। যদি দণ্ডবিধির ধারায় ইহা স্পষ্টরূপে বলা হয় যে কারাদণ্ড সম্পূর্ণ সশ্রম অথবা সম্পূর্ণ বিনাশ্রম হইবে (ধারা ৬০) তবে শাস্তি তদনুযায়ী প্রদত্ত হয়। কতকগুলি অপরাধের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড অবশ্যই দিতে হইবে, আবার অপর কতকগুলির জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া যায়।

দণ্ডমূলক দাসত্ব ঃ ৫৩ নং ধারায় ইহাকে এক প্রকার শাস্তি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের জন্য দ্বীপান্তরের পরিবর্তে এই শাস্তির বিধান দেওয়া হইয়াছিল। কারণ, স্বাস্থ্যগত কারণে তাহাদিকে নিরাপত্তার সহিত দ্বীপান্তরিত করার মত কোন স্থান ছিল না। সুতরাং এই ধরনের অপরাধীদের জন্য সরকার বিশেষ কারাগারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্তমানে, ১৯৫০ সালের ২নং আইন দ্বারা এই ধরনের বৈষম্যমূলক শাস্তি বিলুপ্ত করা হইয়াছে।

নির্জন কারাবাস ঃ নির্জন কারাবাস অর্থ কোন লোককে নির্জন সেলে আটক রাখা। ৭৩ ও ৭৪ নং ধারায় এই শাস্তি প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

১। একমাত্র দণ্ডবিধির অধীনে সশ্রম কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের জন্য এই শাস্তি প্রদান করা যায়।

২। কারাদণ্ডের সম্পূর্ণ মেয়াদের জন্য অপরাধীকে নির্জন কারাবাসে রাখা যায় না। তাহার শাস্তির এক কিংবা একাধিক অংশ কেবল নির্জন কারাবাস হইতে পারে।

৩। এক কালীন ১৪ দিনের বেশী নির্জন কারাবাস হইতে পারে না। কিন্তু কারাদণ্ড তিন মাসের বেশী হইলে উহার সম্পূর্ণ মেয়াদের মধ্যে যে কোন এক মাসে সাত দিনের বেশী নির্জন কারাবাস হইতে পারিবে না, এবং নির্জন কারাবাসের মেয়াদ-সমূহের মধ্যে অনুরূপ মেয়াদের কম বিরতি থাকিলে চলিবে না।

৪। দুইবার শাস্তি প্রদানের মধ্যে কমপক্ষে ১৪ দিনের বিরতি থাকিতে হইবে।

৫। জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের জন্য নির্জন কারাবাসের দণ্ড দেওয়া যায় না।

৬। নির্জন কারাবাস বিরতির সহিত প্রদান করিতে হইবে।

৭। ইহ নিম্নরূপ মেয়াদের জন্য দেওয়া যাইতে পারে ঃ

(ক) কারাদণ্ডের মেয়াদ ৬ মাসের বেশী না হইলে অনধিক ১ মাসের জন্য।

(খ) কারাদণ্ডের মেয়াদ ৬ মাসের বেশী কিন্তু ১ বৎসরের বেশী না হইলে অনধিক ২ মাসের জন্য।

(গ) কারাদণ্ডের মেয়াদ ১ বৎসরের বেশী হইলে অনধিক ৩ মাসের জন্য।

বাজেয়াপ্তিকরণ ঃ এতদ্সংক্রান্ত দণ্ডবিধির ৬১ ও ৬২ নং ধারাকে বাতিল করা হইয়াছে। বর্তমানে বাজেয়াপ্তিকরণের শাস্তি কেবল ১২৬, ১২৭ ও ১৬৯ নং ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে দেওয়া হইয়া থাকে।

জরিমানা ঃ জরিমানার দণ্ড কারাদণ্ডের সহিত যোগ করা যায়, অথবা ইহাকে একক দণ্ডরূপেও দেওয়া যায়। 'এবং জরিমানা প্রদানেও দায়ী থাকিবে' কথাটির অর্থ এই নহে যে, জরিমানাকে শাস্তির একটি অংশ করিতেই হইবে। জরিমানাকে যোগ করা অথবা না করা আদালতের সম্পূর্ণ এখতিয়ারাধীন।

জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ড ঃ ৬৪ হইতে ৭০ নং ধারাগুলিতে বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। এই সকল ধারা হইতে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী পাওয়া যায়।

১। জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ড মূল কারাদণ্ড যদি থাকে তবে উহার অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২। এইরূপ কারাদণ্ড অপরাধীর অপরাধ অনুযায়ী যে কোন প্রকারের হইতে পারে।

৩। জরিমানা আদায় কিংবা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এই কারাদণ্ডের অবসান ঘটে।

৪। আংশিক জরিমানা আদায়ে কারাদণ্ডে আনুপাতিক হ্রাস ঘটে।

৫। অপরাধ যদি কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয় শাস্তির উপযোগী হয় তবে জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ড উক্ত অপরাধের জন্য দণ্ডবিধির-সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রদত্ত কারাদণ্ডের সর্ব্বোচ্চ মেয়াদের এক-চতুর্থাংশের বেশী হইবে না।

৬। অপরাধ কেবল যদি জরিমানার শাস্তিযোগ্য হয়, তবে উহা অনাদায়ে কারাদণ্ড বিনাশ্রম হইবে এবং তাহা নিম্নোক্ত মেয়াদের অতিরিক্ত হইবে না,

(ক) জরিমানা ৫০ টাকার বেশী না হইলে ২ মাস;

(খ) ১০০ টাকার বেশী না হইলে ৪ মাস; এবং

(গ) অন্যান্য ক্ষেত্রে অনধিক ৬ মাস।

৭। জরিমানা ৬ বৎসরের মধ্যে অথবা কারাদণ্ডের মেয়াদ ৬ বৎসরের বেশী হইলে কারাদণ্ড ভোগকালীন যে কোন সময়ে আরোপ করা যায়। জরিমানা আদায়ের পূর্বে অপরাধীর মৃত্যু হইলে তাহার এমন সব সম্পত্তি জরিমানার দায়ে আবদ্ধ থাকে যাহা তাহার মৃত্যুর পরে তাহার দেনার দায়ে আইনতঃ আবদ্ধ থাকে।

৮। জরিমানার দায়ে অপরাধীর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ থাকে (ধারা ৩৮৬, ফৌজদারী কার্যবিধি)।

৯। অপরাধী যদি জরিমানা আদায় না করার কারণে প্রদত্ত কারাদণ্ডের পূর্ণ মেয়াদ ভোগ করিয়া থাকে, তবে তাহার নিকট হইতে উক্ত জরিমানা আদায় করা যায় না। আদালত অবশ্য বিশেষ কোন কারণে, যাহা অবশ্যই লিখিয়া রাখিতে হইবে, উহা আদায় করিতে পারেন (ধারা ৩৮৬ উপধারা (১), ফৌজদারী কার্যবিধি)।

বেত্রাঘাত এবং রিফরমেটরিতে আটক ঃ শাস্তির তালিকায় এই শাস্তিগুলি যথাক্রমে ১৯০৯ সালের বেত্রাঘাত আইন এবং ১৮৯৮ সালের রিফরমেটরি স্কুল আইন দ্বারা সংযোজিত করা হইয়াছে। এই শাস্তিগুলি উপরোক্ত আইন দুইটির বিধানাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইহা শুধু কিশোর অপরাধের উপর প্রযোজ্য।

একাধিক অপরাধ সম্বলিত অপরাধের শাস্তির সীমা ঃ এই সংক্রান্ত নিয়রূপ নিয়ম ৭১ নং ধারায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

১। অপরাধ যদি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকে যাহার প্রত্যেকটি অংশ এক একটি অপরাধ, তবে বিশেষ কোন বিধান না থাকিলে অপরাধীকে একটির বেশী অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া যাইবে না।

২। অপরাধ যদি দুই বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের সংজ্ঞায় পড়ে, অথবা যদি কতিপয় কাজের এক বা একাধিক কাজ কোন অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং কোন ভিন্ন অপরাধের সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে অপরাধীর বিচারকারী আদালত উক্ত অপরাধসমূহের যে কোন একটির জন্য তাহাকে যে শাস্তি দিতে পারেন তদপেক্ষা কঠোর শাস্তি তাহাকে দেওয়া যাইবে না।

সঠিক শাস্তিদানে সন্দেহ ঃ অপরাধী একাধিক অপরাধের কোন্‌টিতে দোষী তাহা নিরূপণে সন্দেহের সৃষ্টি হইলে যে অপরাধের জন্য সর্বাপেক্ষা কম শাস্তির বিধান আছে সেই অপরাধের জন্য তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে (ধারা ৭২)।

পুর্বে দোষী হইয়া থাকিলে ঃ বাংলাদেশের কোন আদালত কাহাকেও দণ্ডবিধির ১২শ (মুদ্রা ও সরকারী স্ট্যাম্প সংক্রান্ত) ও ১৭শ (সম্পত্তির বিরুদ্ধে) পরিচ্ছেদের অধীনে ৩ বৎসর অথবা ততোধিক মেয়াদের কারাদণ্ডের শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকিলে, সেই ব্যক্তি পুনরায় উক্ত পরিচ্ছেদের যে কোনটির অধীনে অনুরূপ শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা দশ বৎসরের শাস্তি দেওয়া যাইবে (ধারা ৭৫)।

সাধারণ ব্যতিক্রম ঃ দণ্ডবিধির দৃষ্টিতে যে সকল কাজ অপরাধমূলক নহে ৪র্থ পরিচ্ছেদে উহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই কার্যসমূহ দণ্ডবিধির সকল অপরাধের বেলায় ব্যতিক্রম হিসাবে প্রযোজ্য।

নিম্নলিখিত কার্য সমূহকে দণ্ডবিধি ব্যতিক্রম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে ঃ

১। (ধারা ৭৬) আইনতঃ করিতে বাধ্য, অথবা তথ্যগত ভুল বশতঃ নিজেকে কোন কিছু করিতে আইনতঃ বাধ্য মনে করে, এমন কোন ব্যক্তির কাজ।

২। (ধারা ৭৭) জজ যে কাজ বিচার করিতে গিয়া করেন।

৩। (ধারা ৭৮) আদালতের রায় অথবা আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কৃত কাজ।

৪। (ধারা ৭৯) কোন ব্যক্তির কৃত ন্যায্য কাজ, অথবা তথ্যগত ভুলবশতঃ নিজেকে যে কাজ করিতে আইনতঃ ন্যায্য মনে করে।

৫। (ধারা ৮০) কোন আইনসম্মত কাজ করা কালে দুর্ঘটনাজনিত কাজ।

৬। (ধারা ৮১) অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ব্যতীত এবং অন্য কোন ক্ষতি রোধকল্পে কৃত এমন কাজ যাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

৭। (ধারা ৮২) ৭ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর কাজ।

৮। (ধারা ৮৩) ৭ বৎসরের উর্ধ্ব কিন্তু ১২ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক অপরিপক্ক বুদ্ধি সম্পন্ন বালক বালিকার কাজ।

৯। (ধারা ৮৪) অপ্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তির কাজ।

১০। (ধারা ৮৫ ও ৮৬) নিজের জ্ঞান ব্যতীত অথবা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কারণে মাতলামির সৃষ্টি হইলে সেই মাতাল ব্যক্তির কাজ।

১১। (ধারা ৮৭) ভুক্তভোগীর সম্মতিক্রমে কৃত এমন কোন কাজ যাহার কারণে মৃত্যু অথবা শোচনীয় আঘাত ইহার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু উক্ত সম্ভাবনার কথা না জানিয়া এবং উহার অভিপ্রায় ব্যতীত উক্ত কাজ করিতে হইবে।

১২। (ধারা ৮৮) যে কাজের দ্বারা মৃত্যুর ইচ্ছা করা হয় নাই এবং তাহাও ভুক্তভোগীর সম্মতিক্রমে করা হইয়াছে।

১৩। (ধারা ৮৯) অভিভাবক কর্তৃক অথবা তাহার সম্মতিক্রমে কোন শিশু কিংবা উন্মাদের উপকারার্থে সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ।

১৪। (ধারা ৯২) কোন ব্যক্তির উপকারার্থে তাহার সম্মতি ব্যতীত সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ।

১৫। (ধারা ৯৩) সরল বিশ্বাসে কোন ব্যক্তিকে তাহার উপকারার্থে কোন কিছু জানান।

১৬। (ধারা ৯৪) মৃত্যুর হুমকিতে কৃত কাজ।

১৭। (ধারা ৯৫) যে কাজে সামান্য ক্ষতি হয়।

১৮। (ধারা ৯৯—১০৬ দেহ ও সম্পত্তি রক্ষার্থে কৃত কাজ।

এই অষ্টাদশ প্রকার সাধারণ ব্যতিক্রমের বিশ্লেষণ নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

১। **তথ্যের ত্রুটি ঃ** কোন ব্যক্তি আইনতঃ করিতে বাধ্য এমন কাজ, অথবা তথ্যের ভুলবশতঃ নিজেকে আইনতঃ করিতে বাধ্য মনে করিলে তাহার কাজ। ইহার ভিত্তি 'তথ্যের ভুল মার্জনীয়' এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি আইনতঃ কোন কিছু করিতে বাধ্য তাহার কাজ ক্ষমার চোখে দেখা হয়। যদি সে তথ্যের ভুলের কারণে, কিন্তু আইনের ভুলের কারণে নহে এবং সরল বিশ্বাসে নিজেকে আইনতঃ উক্ত কাজ করিতে বাধ্য মনে করে, তাহা হইলে তাহার কাজও ক্ষমার যোগ্য। বড়দের আদেশ পালন কালে ছোটরা নিজেদের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে বাধ্য। যদি সঠিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা দ্বারা ইহা প্রতীয়মান না হয় যে, সেই ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণেই মনে করিত যে, আদেশটি সে পালন করিতে বাধ্য, তাহা হইলে তাহার কাজে যদি কোন অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সে তাহার কাজের পরিণতির জন্য দায়ী থাকিবে।

২। **জজের বিচারকালীন কাজ ঃ** জজ যখন বিচারে বসেন তখন তাহাকে সর্ব প্রকার দোষ ত্রুটি হইতে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশাসনিক কাজের বেলায় এই নিরাপত্তা থাকে না। তিনি যদি তাহার এখতিয়ার এবং সরল বিশ্বাস ব্যতীত কোন কাজ করেন তবে সেইজন্য তিনি দায়ী থাকিবেন।

৩। **আদালতের রায় বা আদেশক্রমে কৃত কাজ ঃ** এখতিয়ারের প্রশ্নে এই ধারা পূর্বের ধারা হইতে পৃথক। ইহা আদালতের রায় বা আদেশ বলে কার্যরত কর্মচারীদের নিরাপত্তা দেয়। উক্ত রায় বা আদেশ আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত হইলেও যদি সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরল বিশ্বাসে মনে করেন যে, আদালতের উহাতে এখতিয়ার আছে তবে সেই ক্ষেত্রেও আলোচ্য ধারা উক্ত কর্মচারীর নিরাপত্তা বিধান করে।

৪। কোন ব্যক্তির আইন অনুসারে ন্যায্য কাজ, অথবা যে ব্যক্তি তথ্যের ভুলের কারণে, কিন্তু আইনের ভুলের জন্য নহে, সরল বিশ্বাসে মনে করেন যে, তিনি কোন একটি কাজ আইন অনুযায়ী করিতে পারেন, সেই ব্যক্তির উক্ত কাজ।

কোন কিছুর অজ্ঞতাকে ভুল বলে না। ভুল ঘটনাক্রমে হয়। ৭৬ ও ৭৯ নং ধারামতে, ভুল তথ্যের হইতে হইবে, আইনের নহে। কোন অবস্থার বিদ্যমানতায় এমন সৎ ও যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস যে তাহা যদি সত্য হয়, তবে আসামীকে যে কাজের জন্য অভিযুক্ত করা হইয়াছে সেই কাজ নির্দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবে, একটি ভালো কৈফিয়ৎ। কোন অভিযুক্ত অপরাধী যখন অপরাধ বলিয়া অভিযুক্ত কাজ করে তখন সে সরল বিশ্বাসে এবং যুক্তিসঙ্গত কারণে যে অবস্থার বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করে সেই অবস্থায় সে উক্ত কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু কোন কাজ যদি পরিষ্কাররূপে অন্যায় হয়, এবং কোন লোক ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া যাহাতে উহা অপরাধে পর্যবসিত হয় সেই কাজ সম্পাদন করে, তবে সেই ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী হইবে। আইনের ভুল কোন কৈফিয়ৎ নহে, কারণ প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তি আইন জানিতে বাধ্য এবং সে আইন অনুযায়ী কাজ করিবে বলিয়া মনে করা হয়। কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞতা বা অসাবধানতাবশতঃ দেশের বিধিবদ্ধ আইন লঙ্ঘন করে তবে সেই ব্যক্তি তাহার ভুলের পরিণতি মানিয়া লইতে বাধ্য। 'আইনের ভুল কোন কৈফিয়ৎ নহে' কথাটিতে ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগের বেলায়, কোন ব্যতিক্রমের অবকাশ নাই। এমনকি কোন বিদেশীও, যিনি দেশের আইন জানিতে পারেন বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে করা যায় না, এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নহেন। অনুরূপভাবে, নতুন পাশ করা কোন আইনের অজ্ঞতাও কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে বাঁচাইতে পারে না।

৫। **দুর্ঘটনা বশতঃ কৃত কাজ ঃ** (১) অপরাধমূলক জ্ঞান বা অভিপ্রায় ব্যতীত,

(২) কোন আইনসম্মত কাজ করা কালে,

(৩) আইনসম্মত প্রণালীতে,

(৪) আইন সম্মত উপায়ে, এবং

(৫) যথোপযুক্ত সাবধানতার সহিত।

'দুর্ঘটনা' এমন এক ব্যাপার যাহা কোন কিছুর স্বাভাবিক গতির বাহিরে সংঘটিত হয়।

৬। ব্যক্তি বা সম্পত্তিকে অন্য ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষতির সম্ভাবনার কথা জানিয়া, কিন্তু সরল বিশ্বাসে এবং ক্ষতি করার অপরাধমূলক অভিপ্রায় ব্যতীত কৃত কাজ।

ইংলণ্ডের আইনের একটি নীতির উপরে ইহার ভিত্তি। নীতিটি হইতেছে—কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য অপরাধীর অভিপ্রায় ও কাজ উভয়ের ঐক্য থাকিতে হইবে। কোন ব্যক্তির কাজ দৃশ্যতঃ অপরাধ বলিয়া মনে হইলেও তাহার মন যদি নির্দোষ থাকে তবে উক্ত কাজ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। আধুনিক আইনে উপরোক্ত নীতির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বর্তমানে অপরাধের পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নিভুর্ল সংজ্ঞা আইন দ্বারা দেওয়া হয়। এখন পূর্ব হইতে জানা থাকা অপরাধের উপাদান কিনা এবং হইলেও তাহা কতটুকু উহা নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক আইনের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করা আবশ্যক। নিম্নের তিনটি ক্ষেত্রে 'অভিপ্রায়' অপরাধের উপাদান নহে ঃ

(১) যে সকল কাজ প্রকৃতপক্ষে অপরাধমূলক নহে কিন্তু জনস্বার্থে কোন দণ্ডের অধীনে উহা নিষিদ্ধ ;

(২) গণ-উপদ্রব ; এবং

(৩) যে সকল কাজ প্রণালীগতভাবে অপরাধমূলক কিন্তু উহাই কোন গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র সংক্ষিপ্ত পন্থা।

উপরোক্ত নীতির প্রয়োগ দণ্ডবিধির আওতাধীন অপরাধসমূহের উপর নিতান্তই কম ; কারণ, দণ্ডবিধিতে বিভিন্ন অপরাধের সংজ্ঞায় আসামীর মনের অবস্থার কথা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং দণ্ডবিধি অনুসারে অভিপ্রায়ের অর্থ অপরাধ বিশেষে এক এক রকম হইবে। দোষী মন কোন অসৎ মন হইতে পারে, অথবা প্রতারণাপূর্ণ মন হইতে পারে, অথবা হঠকারী বা অমনোযোগী বা ইত্যাকার নানাবিধ প্রকারের মন হইতে পারে।

এখানে ইহা বলা যাইতে পারে যে, অপরাধীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ফৌজদারী আইনের করণীয় কিছুই নাই। অভিপ্রায় উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কোন ব্যক্তি অত্যন্ত উচ্চ ও প্রসংসনীয় উদ্দেশ্য লইয়া কোন কাজ করিতে পারেন কিন্তু তাহার কাজ যদি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় তবে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

৭৩৮। সাত বৎসরের কম বয়স্ক কোন শিশুর কাজ, অথবা সাত বৎসরের উর্ধ্ব কিন্তু বারো বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালক-বালিকার কাজ যাহারা তাহাদের আবরণের প্রকৃতি ও পরিণাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে সক্ষম নহে।

ইংলণ্ডের আইন অনুসারে, সাত ও চৌদ্দ বৎসরের মধ্যবর্তী বয়সের ছেলেমেয়েদিগকে অপরাধ করিতে অক্ষম বলিয়া মনে করা হয়, একই আইনে চৌদ্দ বৎসরের বালক নারী ধর্ষণ করিতে দৈহিকভাবে অসমর্থ।

৯। এমন কোন ব্যক্তির কাজ যিনি উক্ত কাজ করাকালে মনের অপ্রকৃতিস্থতা বশতঃ,

(১) কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে জানিতে অসমর্থ, অথবা

(২) তিনি যাহা করিতেছেন তাহা অন্যায় বা আইন বিরোধী উহা জানিতে অসমর্থ।

'মনের অপ্রকৃতিস্থতা' অস্থায়ী বা স্থায়ী, স্বাভাবিক বা অতিরিক্ত হইতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারা অবশ্যই মনের বোধ শক্তিকে আক্রান্ত হইতে হইবে। যদি অপরাধী এই সম্পর্কে সজাগ হন যে, তাহার কাজ আইনের পরিপন্থী এবং তাহার উহা বর্জন করা উচিত, তবে তিনি উক্ত কাজের জন্য দণ্ডনীয় হইবেন। দণ্ডনীয় না হওয়ার জন্য কাজটি অবশ্যই এইরূপ প্রমাণিত হইতে হইবে যাহাতে বুঝা যায় যে, উহার সম্পাদনকারী সত্যিকারেই অপ্রকৃতিস্থ মনের অধিকারী ছিলেন।

১০। এমন কোন ব্যক্তির কাজ যিনি উক্ত কাজ করাকালে মাতলামী বশতঃ,

(১) কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে জানিতে অসমর্থ, অথবা

(২) তিনি যাহা করিতেছেন তাহা অন্যায় বা আইন বিরোধী উহা জানিতে অসমর্থ;

(৩) তবে শর্ত এই যে, যে জিনিস তাহাকে মাতাল করিয়াছে উহা অবশ্যই তাহার জানা ব্যতীত অথবা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে দিয়া থাকিতে হইবে।

কেহ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মাতাল হইয়া এমন কোন অপরাধ করে যে জন্য বিশেষ কোন অভিপ্রায় বা জ্ঞানের প্রয়োজন, তবে তাহার সেই অভিপ্রায় বা জ্ঞান ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

মদ্যপান এক কথা এবং উহা যে রোগের দিকে ধাবিত করে তাহা অন্য কথা। কোন লোক যদি মদ্যপান করিয়া নিজেকে এমন অবস্থায় উপনীত করে যাহাতে এতদূর মাতলামির সৃষ্টি হয় যে উহা যদি অন্য কোন উপায়ে হইত তবে সে দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইতেন, তাহা হইলে সে অপরাধের জন্য দায়ী হইবে না।

১১। আঠারো বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক সংশ্লিষ্ট লোকের সম্মতিক্রমে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের সম্ভাবনাময়, কিন্তু উহার অভিপ্রায়ে এবং তাহা না জানিয়া, কৃত কাজ যদ্বারা সেই ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হয় (সাধারণ খেলাধূলা, যেমন—অসিক্রীড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ফুটবল ইত্যাদি এই ধারার উদাহরণ)।

১২। যে ব্যক্তির ক্ষতি হইল তাহার সম্মতিক্রমে তাহারই উপকারার্থে সরল বিশ্বাসে, মৃত্যুর সম্ভাবনাময় কিন্তু উহার অনভিপ্রায়ে এবং তাহা না জানিয়া কৃত কাজ।

১৩। বারো বৎসরের নিম্নবয়স্ক বা উন্মাদ লোকের উপকারার্থে সরল বিশ্বাসে অভিভাবক কর্তৃক বা তাহার সম্মতিক্রমে কৃত কাজ। এই ব্যতিক্রম নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে প্রযোজ্য নহে ঃ

(১) যেখানে মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু ঘটাইবার প্রচেষ্টা অভিপ্রেত হয়।

(২) যেখানে এমন কিছু করা হয়, যে করে সে জানে যে উহাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। তবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত প্রতিরোধ করিতে গিয়া, অথবা কোন গুরুতর রোগের বা দুর্বলতার চিকিৎসা করার সময় এইরূপ হইলে তাহা ইহার ব্যতিক্রম।

(৩) যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দেওয়া হয় বা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় (পূর্বোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত)।

(৪) যেখানে এমন কোন অপরাধ সংঘটনে সাহায্য করা হয় যে অপরাধে বর্তমান ধারা প্রযোজ্য নহে।

এই সকল ক্ষেত্রে নিম্নরূপে সম্মতি দেওয়া বা আদায় করা হইলে চলিবে না ঃ

(ক) ক্ষতির ভয়ে, অথবা

(খ) ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া কেহ সম্মতি দিলে, এবং সম্মতি আদায়কারী ব্যক্তি তাহা জানিলে, অথবা জানে বলিয়া মনে করার কারণ থাকিলে ;

(গ) কোন অপ্রকৃতিস্থ, অথবা

(ঘ) মাতাল ব্যক্তি সম্মতি দিলে এবং সে যে কাজে সম্মতি দিল উহার প্রকৃতি ও পরিণাম বুঝিতে অক্ষম হইলে,

(ঙ) বারো বৎসরের নিম্নবয়স্ক কাহারো সম্মতি।

উভয় পক্ষের কোন সৎ ভ্রান্ত-ধারণা সম্মতিকে নাকচ করে না।

৮৭, ৮৮ ও ৮৯ নং ধারাসমূহ যে সকল কাজ এমনিতেই অপরাধ এবং সম্মতি দানকারী ব্যক্তির কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে তৎপ্রতি প্রযোজ্য নহে (ধারা ৯১) যেমন—গর্ভস্রাব করা, গণ উপদ্রব, জন-নিরাপত্তার বিরোধী অপরাধ ইত্যাদি।

১৪। কাহারো উপকারার্থে তাহার সম্মতি ব্যতীত সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ, যদি সম্মতি দিতে তাহার অসুবিধা হয়, অথবা সে অসমর্থ হয় এবং যদি এমন কোন

অভিভাবক না থাকে যাহার নিকট হইতে উপকারার্থে কাজ করার জন্য সময় মত সম্মতি লাভ করা সম্ভব। এই ব্যতিক্রম ৮৯ নং ধারার একই অনুবিধির শর্ত সাপেক্ষ। তবে পার্থক্য এইটুকু যে, মৃত্যু বা আঘাত প্রতিরোধকল্পে ব্যতীত আঘাত করার উপর ইহা প্রযোজ্য নহে।

১৫। কাহারো উপকারার্থে সরল বিশ্বাসে তাহাকে কোন কিছু জ্ঞাপন, যদিও সেই জ্ঞাপন দ্বারা তাহার কোন ক্ষতি সাধিত হয়, যেমন—রোগীকে সরল বিশ্বাসে চিকিৎসকের এই কথা বলা যে, তাহার মতে সে বাঁচিতে পারে না।

১৬। হুমকির অধীনে কৃত (হত্যা এবং মৃত্যুদণ্ডযোগ্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ ব্যতীত (কাজ যাহা করাকালে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা থাকে ; তবে শর্ত এই যে, যে ব্যক্তি উক্ত কাজ করে সে নিজে নিজেই অথবা মৃত্যু অপেক্ষা স্বল্পতর কোন ক্ষতির আশঙ্কায় নিজেকে সেই অবস্থায় পতিত করে নাই যে অবস্থায় সে অনুরূপ হুমকির সম্মুখীন হইয়াছে। গুরুতর আঘাতের ভয় এখানে ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নহে। এবং শুধু ভবিষ্যৎ মৃত্যুর ভীতিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে।

এই ধারার বিধান ব্যতীত অন্যভাবে দণ্ডনীয় কোন কাজের কৈফিয়ৎ স্বরূপ কেহ প্রয়োজনীয়তা বা বাধ্যতার ওজর তুলিতে পারে না।

১৭। এইরূপ সামান্য ক্ষতিকারক কাজ যে জন্য কোন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন লোক আপত্তি করিবে না।

যে সকল বিষয় দণ্ড আইনের ভাষার আওতায় পড়ে, কিন্তু ভাবের আওতায় পড়ে না, সেই সকল বিষয় এই ধারার অন্তর্ভুক্ত, ইহার ভিত্তি হইতেছে—'তুচ্ছ বিষয়কে আইন হিসাবে ধরে না'—এই নীতি।

১৮। আত্মরক্ষার অধিকার পালনার্থে কৃত কাজ।

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা : প্রত্যেক ব্যক্তির কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতিরক্ষার অধিকার আছে :

(১) মানব দেহকে আক্রান্তকারী কোন অপরাধের বিরুদ্ধে নিজের এবং অন্য কাহারও দেহ।

(২) চুরি, ডাকাতি, দুষ্কৃতি বা অপরাধমূলক অনধিকার সংজ্ঞাধীন কোন অপরাধ অথবা উহার কোনটি সংঘটনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নিজের বা অন্য কাহারও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি (ধারা ৯৭)।

(৩) এমন কোন কাজের বিরুদ্ধে যাহা অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই এইজন্য যে, উক্ত কাজ সম্পন্নকারী ব্যক্তি হয়ত অপ্রকৃতিস্থ, অথবা নাবালক, অথবা মাতাল, অথবা সে তথ্যগত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া উহা করিয়াছে (ধারা ৯৮)।

প্রতিরক্ষা অধিকারের ব্যতিক্রমসমূহ ঃ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে না ঃ

(১ যে কাজ মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা সৃষ্টি করে না, উহা যদি কোন সরকারী কর্মচারী সরল বিশ্বাসে নিজের পদাধিকার বলে করেন বা করার চেষ্টা করেন, যদিও সেই কাজ পুরাপুরিভাবে আইন সমর্থিত নহে।

(২) উপরোক্ত কাজ যদি কোন সরকারী কর্মচারীর নির্দেশক্রমে করা হয়।

(৩) যে সকল ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তার আশ্রয় লওয়ার সময় থাকে (ধারা ৯৯)।

প্রতিরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি সাধনের অধিকার থাকে না।

দেহের প্রতিরক্ষা ঃ দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার অনুসারে নিম্নবর্ণিত অবস্থায় আক্রমণকারীর মৃত্যু ঘটানো বা অন্য কোন ক্ষতি করা যায় ঃ

(১) মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা সৃষ্টিকারী কোন আক্রমণ।

এই ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষাকারী যদি এইরূপ অবস্থায় পড়ে যে, সে কোন নির্দোষ ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ ব্যতীত তাহার অধিকার ব্যবহার করিতে পারে না, তবে সে উক্ত ঝুঁকিও গ্রহণ করিতে পারে।

(২) গুরুতর আঘাতের যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা সৃষ্টিকারী কোন আক্রমণ।

(৩) নারী ধর্ষণের অভিপ্রায়ে কোন আক্রমণ।

(৪) অপ্রাকৃতিক যৌন কার্যের অভিপ্রায়ে কোন আক্রমণ।

(৫) অপহরণের অভিপ্রায়ে কোন আক্রমণ।

(৬) এমন অবস্থায় কাহাকেও অন্যায়ভাবে আটক করার অভিপ্রায়ে কোন আক্রমণ, যাহাতে তাহার আশঙ্কা হয় যে, সে তাঁহার মুক্তির জন্য সরকারী কর্মকর্তার আশ্রয় লইতে পারিবে না। (ধারা ১০০)।

উপরে বর্ণিত অপরাধ ব্যতীত অন্য যে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে, উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে, দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার অনুসারে মৃত্যু অপেক্ষা স্বল্পতর যে কোন ক্ষতি সাধন করা যায় (ধারা ১০১)।

অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা বা হুমকি হইতে যখনই দেহের প্রতি কোন বিপদের যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা দেখা দেয়, অপরাধ সংঘটিত না হইলেও তখন হইতেই এই অধিকার ব্যবহার করা যায়। এবং যতদিন পর্যন্ত দেহের প্রতি বিপদের এই আশঙ্কা থাকে এই অধিকারও ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকে (ধারা ১০২)।

সম্পত্তির প্রতিরক্ষা ঃ সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার অনুসারে নিম্নবর্ণিত অবস্থায় আক্রমণকারীর মৃত্যু ঘটানো বা অন্য কোন ক্ষতি সাধন করা যায় ঃ

(১) দস্যুতা।

(২) রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি।

(৩) বাসগৃহ বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয় এমনতর ইমারত, তাঁবু বা জাহাজে অগ্নিকার্যের সাহায্যে অনুষ্ঠিত ক্ষতি।

(৪) এইরূপ অবস্থায় চুরি, ক্ষতি বা অনধিকার গৃবপ্রবেশ যাহা যুক্তিযুক্তভাবে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি করে (ধারা ১০৩)।

চুরি, ক্ষতি বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে, উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে, সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার অনুযায়ী মৃত্যু অপেক্ষা স্বল্পতর যে কোন ক্ষতি সাধন করা যায় (ধারা ১০৪)। এই অধিকার সম্পত্তি বিপন্নকারী যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়, এবং

১। চুরির বিরুদ্ধে—

(ক) উক্ত সম্পত্তি সহকারে অপরাধকারীর পলায়ন না করা, বা

(খ) সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের সাহায্য লাভ না করা, বা

(গ) উক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার না করা অবধি অব্যাহত থাকে।

২। দস্যুতার বিরুদ্ধে—

(ক) অপরাধকারী কর্তৃক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান বা আঘাত প্রদান বা অবৈধ অবরোধ করা বা উহার উদ্যোগ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত, অথবা

(খ) তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত অবরোধের ভয় অব্যাহত থাকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

৩। অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা ক্ষতির বিরুদ্ধে অপরাধকারী কর্তৃক অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা অনিষ্ট সাধন কার্য অব্যাহত রাখা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

৪। রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরির বিরুদ্ধে অনুরূপ সিঁধেল চুরির সাহায্যে যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অব্যাহত থাকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (ধারা ১০৫)।

অপরাধে সাহায্যকরণ (৫ম পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিম্নরূপ কাজ করে সে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পাদনে সাহায্য করে বলিয়া গণ্য হইবে :

১। কোন বিষয় সম্পাদন করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে ; অথবা

২। কোন বিষয় সম্পাদনের জন্য এক বা একাধিক অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সহিত এইরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, যে ষড়যন্ত্রের ফলে কোন কার্য বা অবৈধ কার্য বিরতি উক্ত বিষয় সম্পাদনের মানুষে সংঘটিত হয় ; অথবা

৩। উক্ত বিষয় সম্পাদনে কোন কার্য বা অবৈধ কার্যবিরতির মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য করে (ধারা ১০৭)।

প্ররোচনা: যে ব্যক্তি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যাহা সে প্রকাশ করিতে বাধ্য, ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা বা ইচ্ছাপূর্বক গোপন করিয়া স্বেচ্ছায় কোন বিষয় সম্পাদন করার ব্যবস্থা করে বা করায় অথবা উহা সম্পাদন করানোর বা সম্পাদনের ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত বিষয় সম্পাদনে প্ররোচনা করে বলিয়া অভিহিত হইবে (ব্যাখ্যা ১)।

দুষ্কর্মে সাহায্যকারী: দুষ্কর্মে সাহায্যকারী ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে:

(ক) কোন অপরাধ অনুষ্ঠানে সাহায্য করে, অথবা

(খ) অপরাধ বলিয়া গণ্য কোন কার্য অনুষ্ঠানে সাহায্য করে, যদি উহা দুষ্কর্মে সাহায্যকারী ব্যক্তির ন্যায় একই উদ্দেশ্যে বা অবগতি সহকারে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য আইনতঃ যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তি সম্পাদন করে (ধারা ১০৮)।

অপরাধে সাহায্যকরণ সম্পর্কিত বিধিসমূহ

১। কোন অবৈধ কার্যবিরতিতে সাহায্যকরণ অপরাধরূপে গণ্য হইতে পারে (১০৮ ধারার ব্যাখ্যা ১)।

২। ইহা প্রয়োজনীয় নহে যে, সাহায্যকৃত কার্যটি সম্পাদিত হইতে হইবে (উক্ত ধারার ব্যাখ্যা ২)।

৩। দুষ্কর্মে সাহায্যকৃত ব্যক্তির আইনতঃ অপরাধ অনুষ্ঠানের যোগ্য হওয়া প্রয়োজনীয় নহে, অথবা তাহার দুষ্ট উদ্দেশ্যে বা জ্ঞান থাকাও প্রয়োজনীয় নহে (উক্ত ধারার ব্যাখ্যা ৩)।

৪। অপরাধে সাহায্যকরণে সাহায্যকরণও অপরাধ (উক্ত ধারার ব্যাখ্যা ৪)।

৫। ষড়যন্ত্র দ্বারা অপরাধে সাহায্যকরণের জন্য সাহায্যকারী ব্যক্তির সাহায্যকৃত ব্যক্তির সহিত একত্রে অপরাধ অনুষ্ঠান করা প্রয়োজনীয় নহে (উক্ত ধারার ব্যাখ্যা ৫)।

৬। যে ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে এমন কোন কাজে সাহায্য করে যাহা বাংলাদেশে করিলে অপরাধ হইত, সে অপরাধে সাহায্যকরণের দোষে দোষী (ধারা ১০৮-ক।

৭। যদি সাহায্যকৃত কার্যটি অনুষ্ঠিত হয় এবং উহাতে সাহায্যের জন্য কোন শাস্তির স্পষ্ট বিধান না থাকে, তবে সাহায্যকৃত অপরাধের জন্য যে শাস্তির বিধান রহিয়াছে উহাই সাহায্যকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে (ধারা ১০৯)।

৮। যদি কোন অপরাধে সাহায্যকৃত ব্যক্তি সাহায্যকারী ব্যক্তির অভিপ্রায় বা জ্ঞান হইতে ভিন্নতর কোন অভিপ্রায় বা জ্ঞানের সহিত কাজ করে, তবে সাহায্যকারী ব্যক্তি তাহার অভিপ্রায় বা জ্ঞানের সহিত অপরাধ করার শাস্তি পাইবে (ধারা ১১০)।

সাহায্যকৃত ব্যক্তির দায়িত্ব এই ধারাবলে ক্ষুণ্ণ হয় না।

৯। যে কাজ করা হইয়াছে উহা যদি সাহায্যকৃত কাজ হইতে ভিন্নতর হয়, এবং উহা যদি সাহায্যকরণের সম্ভাব্য ফল হয় এবং সাহায্যকরণের প্রভাবাধীনে করা হইয়া থাকে, তবে সাহায্যকারী ব্যক্তি তজ্জন্য দায়ী থাকে (ধারা ১১১)। সাহায্যকারী ব্যক্তি যে ফল লাভের আশা করে উহা হইতে ভিন্নতর ফল লাভ হইলেও সাহায্যকারী ব্যক্তি দায়ী (ধারা ১১৩)।

১০। সম্পাদিত কাজ সাহায্যকৃত কাজ হইতে ভিন্নতর হইলে সাহায্যকারী ব্যক্তি উভয় কাজের শাস্তির জন্য দায়ী থাকে (ধারা ১১২)।

১১। সাহায্যকৃত অপরাধ অনুষ্ঠানকালে সাহায্যকারী ব্যক্তি যদি উপস্থিত থাকে, তবে সেই ব্যক্তি উক্ত কাজ বা অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ১১৪)।

১২। কোন ব্যক্তি শুধু উপস্থিত থাকিলেই দায়ী হয় না। তাহার সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট নিকটবর্তী থাকিতে হইবে এবং তাহাকে কাজে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, সে সম্পূর্ণ কাজটির প্রত্যক্ষদর্শী হউক বা না হউক উহাতে কিছু আসে যায় না। সমগ্র কাজ সম্পাদনকালে উপস্থিত থাকা প্রয়োজনীয় নহে।

১৩। মৃত্যু বা দ্বীপান্তরের দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে যদি সাহায্য করা হয় এবং সেই সাহায্যকরণের জন্য যদি কোন শাস্তির সুস্পষ্ট বিধান না থাকে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত না হইয়া থাকিলে অপরাধী সর্বোচ্চ সাত বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিবে; কিন্তু উহার পরিণামে ক্ষতিকারক কোন কাজ করা হইয়া থাকিলে কারাদণ্ড চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইবে (ধারা ১১৫)। এইরূপ ক্ষেত্রে, অপরাধ যদি কারাদণ্ডের যোগ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের জন্য যে সর্বোচ্চ মেয়াদের শাস্তির বিধান আছে, অপরাধী সর্বোচ্চ উহার এক-চতুর্থাংশ মেয়াদের শাস্তি ভোগ করিবে (ধারা ১১৬)। উপরোক্ত ক্ষেত্রে, সাহায্যকারী বা সাহায্যকৃত ব্যক্তি যদি সরকারী কর্মচারী হয়, যাহার কর্তব্য অনুরূপ অপরাধ প্রতিরোধ করা, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের জন্য যে সর্বোচ্চ মেয়াদের শাস্তির বিধান আছে। উহার এক-অর্ধাংশ পর্যন্ত কারাদণ্ড সম্প্রসারিত হইতে পারিবে (ধারা ঐ)।

১৪। জনসাধারণ অথবা দশজনের অধিক সংখ্যক লোকের কোন অপরাধ সংঘটনে সাহায্যকরণ সর্বোচ্চ তিন বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ডের যোগ্য (ধারা ১১৭)।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা গোপনকরণের শাস্তির বিধান সম্বলিত তিনটি ধারা আছে। ধারাগুলি হইতেছে ১১৮, ১১৯ ও ১২০ নং।

ইংলণ্ডের আইন ঃ ইংলণ্ডের আইনে অপরাধীগণ চার ভাগে বিভক্ত ঃ

১। প্রথম শ্রেণীর প্রধান ; যে প্রকৃতপক্ষে অপরাধ করে।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ; যে অপরাধ সংঘটনকালে অপরাধকারী ব্যক্তিকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে।

৩। ঘটনা পূর্ববর্তী সহযোগী ; যে অপরাধকালে অনুপস্থিত, কিন্তু অপরাধ সংঘটনে নানা প্রকার শলা-পরামর্শ দেয় কিংবা সাহায্য ও সহযোগিতা করে।

৪। ঘটনা পরবর্তী সহযোগী ; যে অপরাধ করিয়াছে এই কথা জানিয়াও যে অপরাধীকে গ্রহণ, বিপদমুক্ত, আরাম, সাহায্য, আশ্রয় বা পালন করে। দণ্ডবিধিতে প্রথম শ্রেণীর প্রধান এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ঘটনা পরবর্তী সহযোগীর কথা বিভিন্ন ধারায় আলোচিত হইয়াছে, যেমন—১৩০, ১৩৬, ১৩৭, ২১২, ২১৬, ২১০ ও ৪১৪ নং ধারাসমূহ।

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র (৫-ক পরিচ্ছেদ) ঃ ইহা একটি নতুন পরিচ্ছেদ এবং ইহাতে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রকে একটি পৃথক অপরাধ রূপে গণ্য করা হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদ সংযোজনের পূর্বে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র কেবল অপরাধে সাহায্যকরণের একটি শ্রেণী হিসাবে দণ্ডনীয় ছিল। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলিতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির (১) কোন অবৈধ কাজ অথবা (২) অবৈধ উপায়ে কোন বৈধ কাজ সম্পাদন করিতে বা করাইতে সম্মত হওয়াকে বুঝায়।

এইরূপ সম্মতি কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা না হইলে ষড়যন্ত্র অনুযায়ী সম্মতিতে অংশ গ্রহণকারী এক বা একাধিক ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াও কোন প্রকাশ্য কাজ করা প্রয়োজন (ধারা ১২০-ক)। ষড়যন্ত্র-কৃত অপরাধ যদি মৃত্যু, দ্বীপান্তর বা দুই বৎসর বা ততোধিক সময়ের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে অপরাধকারী ব্যক্তি একজন সাহায্যকারী হিসাবে দণ্ডনীয় হইবে, কিন্তু অন্য যে কোন ক্ষেত্রে, সে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হওয়ার যোগ্য (ধারা ১২০-খ)।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নিম্নের অপরাধসমূহের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ

১। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো বা যুদ্ধ করিতে সাহায্য করা (ধারা ১২১)। বাংলাদেশের ভিতরে বা বাহিরে ১২১ ধারায় বর্ণিত

অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করা (ধারা ১২১-ক)। এইরূপ যুদ্ধ করার জন্য লোকজন, অস্ত্র-শস্ত্র বা গোলাবারুদ সংগ্রহ করা (ধারা ১২২)। কোন কাজ বা অবৈধ কার্য-বিরতির মাধ্যমে এইরূপ যুদ্ধ করার পরিকল্পনাকে সহজ করার অভিপ্রায়ে কোন কিছু গোপন করা (ধারা ১২৩)।

২। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিন্দা করা এবং উহার সার্বভৌমত্বের বিলুপ্তির জন্য ওকালতি করা (ধারা ১২৩-ক)।

৩। কোন আইনসম্মত ক্ষমতা ব্যবহারে বাধ্যকরণ বা বাধাদানের অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রপতিকে আক্রমণ করা (ধারা ১২৪)।

৪। যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দ বা দৃশ্যমান কোন কিছু দ্বারা সরকারের প্রতি ঘৃণা বা অবমাননার সৃষ্টি করে বা করার প্রয়াস পায় অথবা অসন্তোষ ধূমায়িত করে বা করার প্রয়াস পায়, সে রাজদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী (ধারা ১২৪-ক)।

ইহা লক্ষণীয় যে, (১) রাজদ্রোহিতা এবং শত্রুতার মানোভাবও অসন্তোষের অন্তর্ভুক্ত (ব্যাখ্যা-১)।

(২) সরকারের ব্যবস্থাবলী পরিবর্তন সাধনের জন্য ঘৃণা, অবমাননা বা অসন্তোষ সৃষ্টি ব্যতিরেকে উহাদের অননুমোদন জ্ঞাপক মন্তব্য এই অপরাধের শামিল নহে (ব্যাখ্যা-২)।

(৩) ঘৃণা, অবমাননা বা অসন্তোষ সৃষ্টি ব্যতিরেকে সরকারের প্রশাসনিক কাজের অননুমোদন জ্ঞাপক মন্তব্য এই অপরাধের শামিল নহে (ব্যাখ্য—৩)।

যে ব্যক্তি অসন্তোষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন প্রকারে শব্দ বা মুদ্রিত বস্তু ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি ঐ সকল শব্দের লেখক হউক বা না হউক, তজ্জন্য দায়ী থাকিবে। কোনরূপ প্রকাশনা আবশ্যক। সার্থক অসন্তোষ সৃষ্টিকারীকে উহার ব্যর্থ প্রচেষ্টাকারীর একই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদপত্রে অন্যান্য কাগজ হইতে উদ্ধৃত রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক লেখা প্রকাশনাকে আইন ক্ষমা করে না, পত্রিকায় প্রকাশিত স্বাক্ষরবিহীন রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক চিঠির জন্য পত্রিকা সম্পাদক দায়ী থাকেন।

৫। রাষ্ট্রের সহিত শান্তিপূর্ণ কোন এশীয় দেশের সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা উহা করার প্রচেষ্টা করা বা উহা করিতে সাহায্য করা (ধারা-১২৫)।

৬। রাষ্ট্রের সহিত শান্তিপূর্ণ কোন দেশে লুঠতরাজ করা বা করিতে তৈরী হওয়া ধারা ১২৬)।

৭। উপরের শেষোক্ত দুইটি ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধের মাধ্যমে আহরিত সম্পদ উহা জানিয়াও গ্রহণ করা (ধারা ১২৭)।

৮। সরকারী কর্মচারীর নিজের ইচ্ছায় তাহার তত্ত্বাবধানের রাজবন্দী বা যুদ্ধ বন্দীকে পলায়ন করিতে দেওয়া (ধারা ১২৮)।

৯। সরকারী কর্মচারীর নিজের অবহেলায় তাহার তত্ত্বাবধানের রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে পলায়ন করিতে দেওয়া (ধারা ১২৯)।

১০। ঐরূপ বন্দীকে পলায়ন করিতে সাহায্য করা অথবা তাহাকে উদ্ধার করা বা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা, আশ্রয় দেওয়া, অথবা গোপন করা, অথবা পুনরায় আটক করিতে বাধা দেওয়া (ধারা ১৩০)।

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর অপরাধঃ এতদ্সংক্রান্ত অপরাধসমূহ সপ্তম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। সামরিক, নৌ অথবা বিমান বাহিনী আইনের অধীন লোকদের উপর ইহা প্রযোজ্য নহে (ধারা ১৩৯)। যাহারা এই সকল আইনের অধীন নহে এবং যাহারা এই সকল বাহিনীর শৃঙ্খলা ভঙ্গের সাহায্য করে, তাহাদের উপর ইহা প্রযোজ্য। এই পরিচ্ছেদে প্রদত্ত অপরাধসমূহ নিম্নরূপঃ

১। বিদ্রোহে সাহায্য করা, অথবা কোন অফিসার, নাবিক, সৈনিক বা বৈমানিককে তাহার আনুগত্য বা কর্তব্য সম্পাদনে বিরত থাকিতে প্ররোচিত করা (ধারা ১৩১)।

২। বিদ্রোহে সাহায্যকরণ, যদি উহার ফলে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় (ধারা ১৩২)।

৩। কর্তব্যরত অবস্থায় কোন উর্ধ্বতন অফিসারকে সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের আক্রমণে সাহায্যকরণ (ধারা ১৩৩)।

৪। ঐরূপ আক্রমণে সাহায্যকরণ, যদি আক্রমণ করা হয় (ধারা ১৩৪)।

৫। সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের কাজ ছাড়িয়া পলায়নে সাহায্যকরণ (ধারা ১৩৫)।

৬। কোন পলাতক সৈনিককে আশ্রয় দেওয়া (ধারা ১৩৬)।

৭। রাষ্ট্রীয় স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন পলাতক সৈনিকের, কোন বাণিজ্য জাহাজে উহার নাবিক বা যে উহার দায়িত্বে আছে তাহার অবহেলায়, আত্মগোপন করা, যদিও সেই নাবিক বা দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি এই আত্মগোপন সম্বন্ধে অনবহিত (ধারা ১৩৭)।

৮। সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের অবাধ্যতার কাজে সাহায্যকরণ, সাহায্যের ফলে সাহায্যকৃত কাজ সংঘটিত হইয়া থাকিলে (ধারা ১৩৮)।

৯। সৈনিকের ব্যবহৃত পোশাক বা প্রতীকের সদৃশ কোন পোশাক বা প্রতীক এই উদ্দেশ্যে যে পরিহিত ব্যক্তিকে একজন সৈনিক বলিয়া মনে হইবে পরিধান বা বহন করা (ধারা-১৪০)। এইখানে অপরাধের মূলকথা হইতেছে অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিপ্রায়।

সৈনিকের পোশাক কোন সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় ব্যতীত কেবল পরিধান করা অপরাধ নহে, যেমন অভিনেতাগণ মঞ্চে অভিনয়কালে সৈনিকের পোশাক পরিধান করিয়া থাকেন।

ভুয়া লোক সম্বন্ধে দণ্ডবিধির পাঁচটি ধারায় আলোচনা রহিয়াছে ঃ

১। সৈনিকের বেশ ধারণ (ধারা ১৪০)।

২। সরকারী কর্মচারীর বেশ ধারণ (ধারা ১৭০)।

৩। সরকারী কর্মচারীর ব্যবহৃত পোশাক পরিধান বা প্রতীক বহন করা (ধারা ১৭১)।

৪। মামলায় কোন কাজ বা বিবরণীর উদ্দেশ্যে বেশ ধারণ (ধারা ২০৫)।

৫। জুরীর বেশ ধারণ (ধারা ২২৯)।

জনসাধারণের শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ

অষ্টম পরিচ্ছেদে এইরূপ অপরাধের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহা দণ্ডবিধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ। ইহাতে বর্ণিত অপরাধসমূহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং ব্যক্তি ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের মধ্যবর্তী স্থান দখল করিয়া আছে। এই অপরাধসমূহকে চারি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) বেআইনী সমাবেশ। (২) দাঙ্গা। (৩) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতায় উৎসাহদান। (৪) কলহ।

বেআইনী সমাবেশ ঃ পাঁচ কিংবা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে বেআইনী সমাবেশ বলে, যদি তাহাদের সকলের উদ্দেশ্য এইরূপ হয় ঃ

১। অপরাধমূলক শক্তি দ্বারা,

(ক) সরকার, অথবা

(খ) আইনসভা, অথবা

(গ) আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগকালে কোন সরকারী কর্মচারীকে ভীতি প্রদর্শন করা।

২। আইন অথবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা প্রদান করা।

৩। দুষ্কৃতি, অপরাধমূলক অনুপ্রবেশ অথবা অন্যান্য অপরাধ সংঘটন করা।

৪। অপরাধমূলক শক্তি দ্বারা (ক) কোন সম্পত্তি দখল করা বা দখলে লওয়া, অথবা (খ) কোন ব্যক্তিকে কোন আধ্যাত্মিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা, অথবা (গ) কোন অধিকার বা অনুমিত অধিকার বলবৎ করা।

৫। অপরাধমূলক শক্তি দ্বারা কোন ব্যক্তিকে (ক) এমন কিছু করিতে বাধ্য করা, যাহা সে আইনতঃ করিতে বাধ্য নহে, অথবা (খ) যাহা সে আইনতঃ করার অধিকারী তাহা করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করা (ধারা ১৪১)।

সমাবেশ অবশ্যই পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির হইতে হইবে। তাহাদের মনে একই উদ্দেশ্যের অবতারণা কখন হইবে তাহা অপ্রাসঙ্গিক। উহা যখন তাহারা একত্রিত হয়, তখনও হইতে পারে বা তাহার পরেও হইতে পারে। একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কিছু বর্তমান ও তাৎক্ষণিক কারণ থাকিতে হইবে। শুধু আলোচনার জন্য আহূত কোন সভা বেআইনী সমাবেশ নহে। অন্য লোকের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজস্ব অধিকার বা অনুমিত অধিকার রক্ষাকারীগণ এই অপরাধের আওতায় পড়ে না।

কোন সমাবেশ সম্মিলিত হওয়ার সময় বেআইনী না হইলেও পরে উহা বেআইনী হইতে পারে (ব্যাখ্যা)। এক বা দুইজন সদস্যের বেআইনী কাজের ফলে কোন সমাবেশের আইনানুগ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় না। একইরূপে কোন আইনসম্মত সমাবেশ শুধু এই কারণেই বেআইনী হয় না, যে উহার সদস্যগণ জানেন যে তাহাদের সমাবেশকে প্রতিহত করা হইবে এবং ফলে শান্তি ভঙ্গ হইবে।

কোন সমাবেশ বেআইনী হওয়ার ব্যাপারে অবহিত থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি উহাতে যোগ দেয় বা উহাতে থাকে, সে উক্ত সমাবেশের একজন সদস্য (ধারা ১৪২)। একেবারে সৎ উদ্দেশ্য লইয়াও কোন কোন লোক জনতার সহিত যোগ দিতে পারে, কিন্তু জনতা যদি বেআইনী সমাবেশে পরিণত হয় এবং তাহারা উহার কার্য বিবরণীতে অংশ গ্রহণ করে, তবে তাহারাও তজ্জন্য দায়ী। এইরূপ প্রত্যেক সদস্যই একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অপরাধ সংঘটনের দোষে দোষী বলিয়া গণ্য হইবে।

বেআইনী সমাবেশের কোন সদস্য যদি সেই সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকালে কোন অপরাধ সংঘটন করে, অথবা সেই সমাবেশের সদস্য জানে যে সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকালে ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ সংঘটনের সময় সেই সমাবেশের প্রত্যেক সদস্যই উক্ত অপরাধের জন্য দায়ী হইবে (ধারা ১৪৯)। এই ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ জবাবদান হইতে বিরত রাখে যে, সে সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকালে সংঘটিত অপরাধ নিজ হাতে করে নাই। সাধারণ উদ্দেশ্যের অর্থ সাধারণ অভিপ্রায় নহে। সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকালে কৃত অপরাধের জন্য সকলেই দোষী হইবে, যদিও শেষ উপায় হিসাবে উক্ত অপরাধ সংঘটনের কোন সাধারণ অভিপ্রায় না থাকে। কিন্তু বেআইনী সমাবেশের সদস্যগণের একই উদ্দেশ্য কেবল বিশেষ সময় পর্যন্ত থাকিতে পারে, উহার পরে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উদ্দেশ্যও হইতে পারে।

অন্যান্য সমজাতীয় অপরাধ

১। মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত কোন বেআইনী সমাবেশে যোগদান (ধারা ১৪৪)।

২। কোন বেআইনী সমাবেশে এই কথা জানিয়া যে উহাকে ছত্রভঙ্গের জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যোগদান করা বা অব্যাহতভাবে থাকা (ধারা ১৪৫)।

৩। কোন বেআইনী সমাবেশে যোগদানের জন্য লোক ভাড়া করা (ধারা ১৫০)।

৪। কোন বেআইনী সমাবেশের জন্য ভাড়া করা লোকজনের আশ্রয়দান (ধারা ১৫৭)।

৫। কোন বেআইনী সমাবেশে অংশ গ্রহণের জন্য ভাড়াটিয়া হওয়া (ধারা ১৫৮)।

একইরূপে কোন সমাবেশকে বেআইনী সমাবেশে পরিণত করার কোন কাজে নিয়োজিত বা ভাড়াটিয়া ব্যক্তিগণও দণ্ডনীয় (ধারা ১৫৮)।

দাঙ্গাঃ যখন (১) কোন বেআইনী সমাবেশ বা উহার কোন সদস্য (২) সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে (৩) শক্তি বা বল প্রয়োগ করে, তখন উক্ত সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গার দায়ে দোষী হয় (ধারা ১৪৬)। আর সেজন্য তাহাদের দুই বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডই ভোগ করিতে হইতে পারে। আর যদি তাহারা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়, তবে সেজন্য তিন বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডই রহিয়াছে (ধারা ১৪৮)। দাঙ্গা হইতেছে একটি বিশেষ কার্যাবস্থায় কোন বেআইনী সমাবেশ। দাঙ্গার অপরাধের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণিত হইতে হইবেঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি সংখ্যায় পাঁচ বা ততোধিক এবং তাহারা বেআইনী সমাবেশ গঠন করিয়াছিল।

২। তাহারা একটি সাধারণ বেআইনী উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

৩। শক্তি বা বল বেআইনী সমাবেশ বা উহার কোন সদস্য প্রয়োগ করিয়াছিল।

৪। সেই শক্তি সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োগ করা হইয়াছিল কোন সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য যদি অবৈধ না হয়, তবে উহার কোন সদস্য কর্তৃক শক্তি ব্যবহৃত হইলেও উহা দাঙ্গা নহে। যদি লোকজন আইনসম্মতভাবে কোন। উদ্দেশ্যে সমাবেশিত হয় এবং পরে হঠাৎ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়, তবে তাহারা দাঙ্গার দোষে দোষী নহে।

ইংলণ্ডের আইনের 'উন্মত্ত জনতা' নামের অপরাধের উল্লেখ দণ্ডবিধিতে নাই। 'উন্মত্ত জনতা' তিন বা ততোধিক ব্যক্তির এমন একটি বেআইনী সমাবেশ, যাহা সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজ শুরু করিয়াছে। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে তিন বা ততোধিক ব্যক্তি উত্তেজিত ও উন্মত্তভাবে তাহাদের আইনসম্মত বা বেআইনী উদ্দেশ্য সাধন করিলে দাঙ্গা করা হয়।

অন্যান্য সমজাতীয় অপরাধ

১। মারাত্মক অস্ত্র লইয়া দাঙ্গা বাঁধানো (ধারা ১৪৮)।

২। দাঙ্গা নিবারণ কালে কোন সরকারী কর্মচারীকে আক্রমণ করা বা বাঁধা দেওয়া (ধার ১৫২)।

৩। দাঙ্গা বাঁধানোর উদ্দেশ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে বা যথেচ্ছাপূর্বক উস্কানি দেওয়া (ধারা ১৫৩)।

৪। যাহারা জমির মালিকানা স্বত্ব বা দখলি স্বত্বের অধিকারী অথবা যাহাদের জমিতে কোন প্রকার স্বার্থ নিহিত আছে তাহাদের দায়-দায়িত্ব নিম্নলিখিত বিধানাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ঃ

(১) যে জমির উপরে বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, উহার মালিক বা উহাতে যাহার স্বার্থ আছে বা স্বার্থের যে দাবী করে, সে বা তাহার প্রতিনিধি যদি (ক) অপরাধের কথা জানিয়া নিকটতম থানায় যথাসম্ভব শীঘ্র উহার সংবাদ না দেয় অথবা (খ) অপরাধ সংঘটনের সম্ভাব্যতা বিশ্বাস করিয়া উহা প্রতিরোধের কোন আইনসম্মত উপায় অবলম্বন না করে; অথবা গ) অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে সমাবেশ ছত্রভঙ্গ বা দাঙ্গা দমনের জন্য সকল আইনসম্মত উপায় অবলম্বন না করে, তাহা হইলে সে ১,০০০ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে (ধারা ১৫৪)।

(২) যখন কোন জমির মালিক বা দখলদারের, অথবা যে ব্যক্তি উক্ত জমিতে কোন স্বার্থের দাবী করে তাহার পক্ষ হইতে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়; অথবা যখন উক্ত জমি লইয়া বিবাদের ফলে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, তখন উক্ত ব্যক্তি অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে যদি সে বা তাহার প্রতিনিধি দাঙ্গা অনুষ্ঠানের সম্ভাব্যতা বা দাঙ্গার জন্য বেআইনী সমাবেশের সম্ভাব্যতা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও দাঙ্গা প্রতিরোধ বা বেআইনী সমাবেশ দমন বা ছত্রভঙ্গ করার জন্য সকল আইনসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ব্যর্থ হয় (ধারা ১৫৫)।

এইরূপ অবস্থায় এজেণ্ট বা ম্যানেজারও সমভাবে দণ্ডনীয় (ধারা ১৫৬)।

বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে শব্দ, চিহ্ন, দৃশ্যমান প্রতীক বা অন্য কোন উপায়ে শত্রুতা বা বিদ্বেষ ভাবের প্রসার ঘটানো (ধারা ১৫৩-ক)।

ছাত্র প্রভৃতিগণকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা (ধারা ১৫৩-খ)।

মারামারি—যখন (১) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, (২) কোন সাধারণ জায়গায় মারামারি করিয়া, (৩) সর্বসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত করে তখন তাহারা মারামারি

করিয়াছে বলা হয় (ধারা ১৫৯)। শাস্তি এক মাসের কারাদণ্ড বা একশত টাকার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড (ধারা ১৬০)।

মারামারি সর্বসাধারণের শান্তির বিরুদ্ধে একটি অপরাধ। কারণ ইহা সর্ব সাধারণের জায়গায় করা হয় এবং সাধারণ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে; 'সর্ব-সাধারণের জায়গা', বলিতে এমন জায়গাকে বুঝায় যেখানে সর্বসাধারণ যাতায়াত করে, তাহাদের সেখানে যাতায়াত করার অধিকার থাকুক কি না থাকুক তাহা বিবেচ্য নহে। কোন ঝগড়া বা হুমকিমূলক শব্দে কলহ হয় না।

'মারামারি' ও 'দাঙ্গা' এক নহে।

(১) মারামারি কোন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জায়গায় হইতে পারে না, কিন্তু দাঙ্গা হইতে পারে।

(২) মারামারি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বারা হয়, দাঙ্গার জন্য পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির প্রয়োজন।

(৩) মারামারি অপেক্ষা দাঙ্গা কঠোরতরভাবে দণ্ডনীয়।

দাঙ্গার ব্যাপারে প্রকৃত দাঙ্গাকারী ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শাস্তি পাইয়া থাকে:

১। যে জমির উপর বেআইনী সমাবেশ হয়, উহার মালিক বা দখলদার (ধারা ১৫৪)।

২। যে ব্যক্তির উপকারার্থে দাঙ্গা করা হয় (ধারা ১৫৫)।

৩। যে মালিক বা দখলদারের উপকারার্থে দাঙ্গা করা হয়, তাহার প্রতিনিধি (ধারা ১৫৬)।

৪। যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে এমন কোন ব্যক্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন বাড়ী বা স্থানে আশ্রয় দেয় যে কোন বেআইনী সমাবেশের সদস্যরূপে ভাড়াকৃত বা নিযুক্ত হইয়াছে বা হওয়ার পথে আছে (ধারা ১৫৭)।

৫। কোন সমাবেশকে বেআইনী করার জন্য ১৪১ ধারায় উল্লিখিত কার্যাবলীর যে কোন কাজে যে ব্যক্তি নিয়োজিত বা ভাড়াটিয়া থাকে বা যে কোন কাজ করার জন্য বা করিতে সহায়তা করার জন্য ভাড়াটিয়া হওয়ার প্রস্তাব দেয় (ধারা ১৫৮)।

সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক বা তাহাদের সম্পর্কিত অপরাধ: সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক বা তাহাদের সম্পর্কিত অপরাধ নবম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে উহা স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ নহে। দশম পরিচ্ছেদেও সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কিত অপরাধের আলোচনা আছে এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতেও

এতদ্সংক্রান্ত অপরাধের বিধান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য পরিচ্ছেদগুলিকে একত্রে দেখাই যুক্তিযুক্ত এবং তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

নবম পরিচ্ছেদ : ইহাতে নিম্নলিখিত অপরাধের উল্লেখ করা হইয়াছে :

১। যে কেহ সরকারী কর্মচারী হইয়া বা হইবার প্রত্যাশা করিয়া—

(ক) কোন সরকারী কাজ করার বা করা হইতে নিবৃত্ত থাকার, অথবা

(খ) নিজ পদাধিকার বলে করণীয় কার্যাবলী সম্পাদনে কোন ব্যক্তিকে আনুকুল্য বা অর্থানুকুল্য প্রদর্শন বা প্রদর্শন হইতে বিরত থাকার, অথবা

(গ) সরকার, জাতীয় সংসদ বা কোন সরকারী কর্মচারীর সহিত কোন ব্যক্তির কোন কাজ বা অনিষ্ট করার বা করার প্রচেষ্টা করার জন্য পুরস্কার স্বরূপ আইনানুগ পারিশ্রমিক ব্যতীত কোন পারিতোষিক গ্রহণ বা লাভ করে অথবা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় বা লাভ করার চেষ্টা করে, সে পারিতোষিক গ্রহণের দায়ে দোষী (ধারা ১৬১) এবং তজ্জন্য শাস্তি তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

২। কোন সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্যে দূর্নীতি বা অবৈধ উপায়ে পারিতোষিক গ্রহণ (ধারা ১৬২)। শাস্তি তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

৩। কোন সরকারী কর্মচারীর উপর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানোর উদ্দেশ্যে পারিতোষিক গ্রহণ ধারা ১৬৩)। শাস্তি এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

৪। শেষোক্ত দুইটির যে কোন অপরাধের সহায়তাকারী সরকারী কর্মচারী (ধারা ১৬৪)।

৫। সরকারী কর্মচারীর সম্পাদিত কোন কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে তৎকর্তৃক বিনামূল্যে কোন মূল্যবান জিনিস গ্রহণ করা (ধারা ১৬৫)।

৬। কাহারও ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে জ্ঞাতসারে সরকারী কর্মচারীর আইন অমান্য করা (ধারা ১৬৬)।

৭। কাহারও ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে সরকারী কর্মচারীর এমনভাবে কোন দলিল তৈয়ার বা অনুবাদ করা, যাহা সে অশুদ্ধ বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে (ধারা ১৬৭)।

৮। সরকারী কর্মচারীর বেআইনীভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া (ধারা ১৬৮)।

৯। সরকারী কর্মচারীর বেআইনীভাবে সম্পত্তি ক্রয় বা নিলাম ডাকা (ধারা ১৬৯)।

১০। সরকারী কর্মচারীর বেশ ধারণ এবং সেই বেশে পদাধিকার বলে কোন কাজ করা বা করার চেষ্টা করা (ধারা ১৭০)।

১১। প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে কোন সরকারী কর্মচারীর ব্যবহৃত পোষাক বা প্রতীক ব্যবহার করা (ধারা ১৭১)।

নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধঃ ৯-ক পরিচ্ছেদে নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধের আলোচনা করা হইয়াছে। 'ইহাতে নির্বাচনে 'ঘুষ', 'অযৌক্তিক প্রভাব', 'ছদ্মবেশ ধারণ' এবং অন্যান্য কতিপয় দুর্নীতির দণ্ড দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আইন বলে প্রতিষ্ঠিত যে কোন সরকারী সংস্থার সকল নির্বাচনের প্রতি ইহা প্রযোজ্য। এই পরিচ্ছেদের অধীনে কোন অপরাধে দোষী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদের অধীনে অপরাধসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। কোন নির্বাচনাধিকার প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান বা গ্রহণ (ধারা .৭১-খ)।

২। কোন নির্বাচনাধিকার অবাধে প্রয়োগের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ; কোন প্রার্থী, ভোটার বা যে ব্যক্তির ব্যাপারে তাহার স্বার্থ রহিয়াছে তাহাকে যে কোন প্রকারের ক্ষতির ভয় দেখান ; অথবা কোন প্রার্থী বা ভোটারকে এই মর্মে বিশ্বাস করার জন্য প্ররোচিত করা যে সে বা যে ব্যক্তির ব্যাপারে তাহার স্বার্থ রহিয়াছে সেই ব্যক্তি স্বর্গীয় রোষ বা আধ্যাত্মিক তিরস্কারের পাত্র হইবে (ধারা ১৭১-গ)।

৩। নির্বাচনে ছদ্মবেশ ধারণ (ধারা ১৭১-ঘ ।

৪। কোন প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র বা আচরণ সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি প্রকাশ করা (ধারা ১৭১-ছ)।

৫। নির্বাচন সম্পর্কে অবৈধ অর্থ প্রদান ধারা ১৭১-জ)।

৬। নির্বাচন খরচের হিসাব না রাখা (ধারা ১৭১-ঝ)।

সরকারী কর্মচারীগণের কর্তৃত্বের অবমাননাঃ এই সম্পর্কে ১০ম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে যে সকল বিধান দেওয়া হইয়াছে, উহার উদ্দেশ্য সরকারী কর্মচারীগণের আইনানুগ কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা।

নিম্নলিখিত বিধানসমূহ সরকারী কর্তব্য সম্পাদনে ইচ্ছাকৃত বিরতি বা উহাকে এড়াইয়া চলা সম্পর্কিত ঃ

১। সরকারী কর্মচারীর নিকট হইতে সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারীকরণ বা অন্য কোন ব্যবস্থা এড়াইবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করা (ধারা ১৭২)।

এখানে 'আত্মগোপনের' অর্থ শুধু পলায়ন করা। ধারাটিতে গ্রেফতারী পরোয়ানার কোন উল্লেখ নাই।

২। সমন জারীকরণ বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করা, অথবা উহা যে স্থানে আইন অনুযায়ী লটকানো হইয়াছে, সেই স্থান হইতে অপসারণ করা অথবা যথাযথ কর্তৃত্বাধীনে কোন ঘোষণা করিতে বা উহা প্রকাশ করিতে বাধার সৃষ্টি করা (ধারা ১৭৩)।

৩। সরকারী কর্মচারীর সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা ঘোষণার প্রতি আনুগত্য স্বরূপ নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত না হওয়া, অথবা উপস্থিত হইয়া স্থান ত্যাগ করা অথবা যখন আইনসঙ্গত উহার পূর্বে চলিয়া যাওয়া (ধারা ১৭৪)।

উপস্থিতি বাংলাদেশের কোন স্থানে হইতে হইবে। সমনে আদালতের নাম, যে স্থানে, যেদিন এবং যে সময় উপস্থিতির প্রয়োজন উহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকিতে হইবে। এ ব্যাপারে মৌখিক আদেশই যথেষ্ট। সমন শুধু ঘরে লটকানো যথেষ্ট নহে, ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করার চেষ্টা করিতে হইবে।

৪। সরকারী কর্মচারীর নিকট যে ব্যক্তি আইনতঃ কোন দলিল পেশ করিতে বাধ্য, তাহার উক্ত দলিল ইচ্ছাকৃতভাবে পেশ না করা (ধারা ১৭৫)।

৫। সরকারী কর্মচারীর নিকট কোন বিজ্ঞপ্তি বা খবর, আইন যে সময় এবং যেভাবে দেওয়ার নির্দেশ দেয় তদনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে না দেওয়া (ধারা ১৭৬)।

৬। ২০২ ধারা মতে, যদিও উহা এই পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত নহে, যে ব্যক্তি অপরাধ সম্পর্কে খবর দিতে বাধ্য তাহার ইচ্ছাকৃতভাবে উহা না দেওয়া দণ্ডনীয়।

৭। যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিতে আইনতঃ বাধ্য, তাহার ইচ্ছাকৃতভাবে উহা না করা (ধারা ১৭৭)।

যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীকে সত্য খবর দিতে অস্বীকার করে, সে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তজ্জন্য দায়ী থাকিবে:

১। আইনতঃ যোগ্য সরকারী কর্মচারী যখন চাহেন তখন শপথ করিতে বা দৃঢ়ভাবে সত্য বলিতে অস্বীকার করা (ধারা ১৭৮)।

২। প্রশ্ন করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীর প্রশ্নের জবাব দিতে এমন ব্যক্তির অস্বীকার করা যে সত্য বলিতে আইনতঃ বাধ্য (ধারা ১৭৯)।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীনে কোন ব্যক্তি সত্য বলিতে আইনতঃ বাধ্য নহে।

৩। আইনতঃ যোগ্য সরকারী কর্মচারী যখন চাহেন তখন নিজের দেওয়া বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করা (ধারা ১৮০)।

যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীর নিকট মিথ্যা সংবাদ প্রদান করে, সে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তজ্জন্য দায়ী থাকে:

১। যে ব্যক্তি সংবাদ প্রদান করিতে আইনতঃ বাধ্য, তাহার এইরূপ সংবাদ সত্য বলিয়া প্রদান করা, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে অথবা যাহা মিথ্যা বলিয়া তাহার মনে করার কারণ আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্তি ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১,০০০ টাকা জরিমানা। উক্ত সংবাদ যদি কোন অপরাধ অনুষ্ঠান বা উহার প্রতিরোধ বা অপরাধীর গ্রেফতার সংক্রান্ত হয় তবে শাস্তি দুই বৎসরের কারাদণ্ড বা জরিমানা হইবে (ধারা ১৭৭)।

২। সরকারী কর্মচারীর নিকট বা শপথ গ্রহণ করানোর জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট, যে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সত্য বলিতে আইনতঃ বাধ্য তাহার শপথ করিয়া মিথ্যা বিবৃতি প্রদান (ধারা ১৮১)।

এই ধারায় সে সকল ক্ষেত্রের কথা বলা হইয়াছে, যে সকল ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় ব্যতীত অন্যান্য ব্যবস্থায় কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হয়। বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার কথা ১৯১ ধারায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। যে ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীর নিকট এমন কোন তথ্য পরিবেশন করে যাহাকে সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে, এই উদ্দেশ্যে যে,

(ক) উক্ত সরকারী কর্মচারী উহার ফলে এমন কিছু করিবেন বা করা হইতে বিরত থাকিবেন, যাহা সত্য ঘটনা জানিলে তিনি করিতেন না বা করা হইতে বিরত থাকিতেন না, অথবা

(খ) উহা দ্বারা কাহারও অনিষ্টের জন্য উক্ত সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতার ব্যবহার করা হয় (ধারা ১৮২)।

৪। ২০ ধারা এই পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহাতে কোন অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য পরিবেশনকে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বিধানসমূহ সরকারী কর্মচারীকে বাধা প্রদান বা অমান্যকরণ সম্পর্কিত ঃ

১। কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতা বলে সম্পত্তি হস্তগত করিতে বাধা প্রদান (ধারা ১৮৩)।

২। কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতা বলে বিক্রয়ের জন্য পেশকৃত সম্পত্তির বিক্রয়ে বাধা প্রদান (ধারা ১৮৪)।

৩। কোন সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতা বলে বিক্রয়ের জন্য পেশকৃত সম্পত্তির এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে অবৈধভাবে ক্রয় বা নিলাম ডাকা যে অনুরূপ বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিতে বা উহার নিলাম ডাকিতে আইনতঃ অক্ষম এবং যে উক্ত ক্রয় বা নিলামের ফলে উদ্ভূত দায়-দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছুক (ধারা ১৮৫)।

৪। কোন সরকারী কর্মচারীকে তাহার সরকারী দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান (ধারা ১৮৬)।

৫। কোন সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনে যখন সহায়তা করিতে আইনতঃ বাধ্য তখন স্বেচ্ছায় সহায়তা না করা (ধারা ১৮৭)।

৬। আইনতঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সরকারী কর্মচারীর জারীকৃত আদেশ সজ্ঞানে অমান্য করা (ধারা ১৮৮)। এই অপরাধের জন্য তিনটি কাজ আবশ্যকীয় :

১। সরকারী কর্মচারীর জারীকৃত আইনসম্মত আদেশ।

২। আদেশ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং উহার অমান্যকরণ।

৩। অনুরূপ অমান্যকরণের সম্ভাব্য পরিণাম।

কোন কোন ক্ষেত্রে অমান্যকরণের ফলাফলের ভিত্তিতে শাস্তি বৃদ্ধি পায়।

৭। সরকারী কর্মচারীকে কোন সরকারী কাজ করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত সরকারী কর্মচারীকে বা এমন কোন ব্যক্তিকে যাহার মধ্যে উক্ত সরকারী কর্মচারীর স্বার্থ রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয় হুমকি প্রদর্শন বা ক্ষতি সাধন (ধারা ১৮৯)।

৮। সরকারী কর্মচারীর নিকট আশ্রয়ের জন্য আবেদন করা হইতে বিরত থাকার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে হুমকি প্রদর্শন বা ক্ষতি সাধন (ধারা ১৯০)।

মিথ্যা সাক্ষ্য এবং সাধারণ সুবিচারের বিরুদ্ধে অপরাধ। ১১শ পরিচ্ছেদে মিথ্যা সাক্ষ্য এবং সাধারণ সুবিচারের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

মিথ্যা সাক্ষ্য : (১) শপথ বা আইনের কোন সুস্পষ্ট বিধান মতে সত্য বলিতে আইনতঃ বাধ্য হইয়া, অথবা

(২) কোন বিষয়ে ঘোষণা করিতে আইনতঃ বাধ্য হইয়া,

(৩) এমন কোন বিবৃতি প্রদান করা যাহা মিথ্যা, এবং

(৪) যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে, অথবা যাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না (ধারা ১৯১)।

আদালতের যদি শপথ গ্রহণ পরিচালনা করিবার কোন ক্ষমতা না থাকে, অথবা উহার যদি কোন আওতা মোটেও না থাকে, তবে কার্যধারা আওতা বহির্ভূত হইবে। শপথ বা দৃঢ় ঘোষণা অপরাধের পূর্ব শর্ত নহে। মিথ্যা বিবৃতি ঘটনার সহিত প্রাসঙ্গিক হইবার প্রয়োজন নাই। ইহা কোন আদালতের সম্মুখে সাক্ষ্য দানে সীমিত নহে, বরং বিবৃতি দানের কোন আইনানুগ কর্তব্য অনুসারে শপথের অধীনে কিংবা অন্য কোন প্রকারে প্রদত্ত যে কোন বিবৃতির বেলায় প্রযোজ্য। কোন ব্যক্তি ফৌজদারী

কার্যবিধির ১৬১ (২) ধারার অধীনে জিজ্ঞাসিত পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের জবাবে সত্য বলিতে বাধ্য নহে। লিখিত বিবৃতিতে মিথ্যা অভিযোগ এই অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। কোন বিচারের অবৈধতা উক্ত বিচারে প্রদত্ত মিথ্যা সাক্ষ্যকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে না। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালত কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের মিথ্যা জবাব দিলে তজ্জন্য দায়ী হইবে না। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য ইংলণ্ডের আইনে দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের আইনে উহার প্রয়োজন নাই।

মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করা: কোন ব্যক্তি 'মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করে' বলিয়া গণ্য হইবে যদি সে,

১। এইরূপ উদ্দেশ্যে কোন বহি বা রেকর্ডে এমন কোন ঘটনা সৃষ্টি করে, বা

২। মিথ্যা বিবরণী লিপিবদ্ধ করে, বা

৩। মিথ্যা বিবরণী সংবলিত কোন দলিল প্রণয়ন করে যে,

(ক) কোন বিচার বিভাগীয় মামলায়, বা

(খ) কোন সরকারী কর্মচারী বা মধ্যস্থতাকারীর সম্মুখে আনীত কোন মামলায় —অনুরূপ ঘটনা, মিথ্যা লিপি বা মিথ্যা বিবরণী প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে, এবং

৪। তাহা যে ব্যক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে অনুরূপ মামলায় তাহার মতামত গঠন করিবেন, সেই ব্যক্তিকে ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করিতে বাধ্য করিতে পারে,

৫। অনুরূপ মামলার ফলাফলের ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধারা ১৯২)।

এইরূপ সাক্ষ্য যদি বিচার বিভাগীয় মামলার কোন স্তরে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় বা উদ্ভাবন করা হয়, তবে উহা ৭ বৎসরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। অন্য যে কোন ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে (ধারা ১৯৩)।

এই ধারায় বিচার বিভাগীয় মামলার কথা বলা হইয়াছে। ১৮১ ধারায় কোন সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে আনীত যে কোন মামলার কথা উক্ত হইয়াছে। ফৌজদারী কার্যবিধিতে প্রদত্ত "বিচার বিভাগীয় মামলার" সংজ্ঞা ১৯২ ও ১৯৩ ধারার উপর প্রযোজ্য নহে।

মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন অপরাধের মূলকথা হইতেছে উদ্দেশ্য।

মিথ্যা সাক্ষ্য ঘটনার সহিত প্রাসঙ্গিক হইতে হইবে, যদিও তাহা ১৯১ ধারার অধীনে অনুরূপ নাও হইতে পারে। যদি মামলার ফলাফলের ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভ্রান্ত অভিমত পোষণ না করিতে পারে, তবে উহাতে মিথ্যা সাক্ষ্যের উদ্ভাবন হইবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করা মাত্রই অপরাধ সম্পূর্ণ হইয়া যায়। উহার প্রকৃত ব্যবহার প্রয়োজনীয় নহে। অনুরূপ ব্যবহার ১৯৬ ধারার অধীনে দণ্ডনীয়। উদ্ভাবিত সাক্ষ্যকে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য হইতে হইবে। তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য ক্ষমতা-প্রাপ্ত নহে এমন কোন সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে এই অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে না।

কেহ যদি দুইটি পরস্পর বিরোধী বিবৃতি দেয়, তবে তাহাকে উহার যে কোন একটিতে অভিযুক্ত করা যাইবে এবং স্বেচ্ছায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, যদিও উক্ত বিবৃতিদ্বয়ের কোন্‌টি মিথ্যা তাহা প্রমাণ করা না যায়।

মিথ্যা সাক্ষ্য দান বা উদ্ভাবনের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিচার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করিতে হইবে, যৌথভাবে নহে।

যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ড এড়াইবার জন্য সাক্ষ্য উদ্ভাবন করে, সে যদি অন্য কাহারও ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা পোষণ না করে তবে সে এই ধারার অধীনে দায়ী নহে।

এই দুইটি অপরাধের মারাত্মক রূপ হইতেছে :

১। জঘন্য অপরাধের দণ্ডবিধান করাইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা উদ্ভাবন করা (ধারা ১৯৪)।

২। দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে দণ্ডিত করাইবার মতলবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা উদ্ভাবন করা (ধারা ১৯৫)।

নিম্নবর্ণিত অপরাধসমূহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ন্যায় একইরূপে দণ্ডনীয় :

১। এমন কোন সার্টিফিকেট যাহা ইস্যু করিবার জন্য বা যাহাতে স্বাক্ষর করিবার জন্য আইনের বিধান রহিয়াছে অথবা যাহা এইরূপ কোন তথ্য সম্পর্কিত যে তথ্যের ব্যাপারে অনুরূপ সার্টিফিকেট আইনতঃ সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয়, সে সার্টিফিকেট কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়া ইস্যু বা স্বাক্ষর করা (ধারা ১৯৭)।

২। কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মিথ্যা বলিয়া বিদিত কোন সার্টিফিকেট সত্য বলিয়া ব্যবহার করা (ধারা ১৯৮)।

৩। আইন বলে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় ঘোষণায় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে প্রদত্ত মিথ্যা বিবৃতি (ধারা ১৯৯)।

৪। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া অনুরূপ ঘোষণাকে সত্য বলিয়া ব্যবহার করা (ধারা ২০০)।

আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করার জন্য দলিল বিনষ্ট বা গোপন বা বিলোপ করা দণ্ডনীয় (ধারা ২০৪)।

এই পরিচ্ছেদে মিথ্যা ছদ্মবেশ ধারণ সম্পর্কিত দুইটি অপরাধের উল্লেখ রহিয়াছে।

ছদ্মবেশ ধারণ

অপরের মিথ্যা ছদ্মবেশ ধারণ এবং অনুরূপ কল্পিত বেশে কোন স্বীকারোক্তি করা বা বিবৃতি দেওয়া অথবা রায় উচ্চারণ করা বা কোন সমন জারী করানো অথবা জামিন বা নিরাপত্তা বিধানকারী হওয়া অথবা কোন মামলা বা অভিযোগে অন্য কোন কাজ করা (ধারা ২০৫)।

অপরাধকারীর কোনরূপ প্রতারণাপূর্ণ লাভ বা সুবিধা প্রয়োজনীয় নহে।

জুরীর ছদ্মবেশ ধারণ (ধারা ২২৯)ঃ নিম্নের বিধানসমূহ আদালতের কার্য-প্রণালীর অপব্যবহার সম্পর্কিত ঃ

আদালতের কর্মপ্রণালীর অপব্যবহারঃ বাজেয়াপ্তি হিসাবে বা ডিক্রী কার্যকরী করার জন্য আটকে বাধা দানের সম্পত্তির প্রতারণাপূর্ণ সরানো বা গোপন করা (ধারা ২০৬)।

২। বাজেয়াপ্তি হিসাবে বা ডিক্রী কার্যকরী করার জন্য আটকে বাধা দানের জন্য সম্পত্তির প্রতারণাপূর্ণ দাবী করা (ধারা ২০৭)।

৩। যে অর্থ প্রাপ্য নহে তজ্জন্য প্রতারণাপূর্ণভাবে কোন ডিক্রী জারী করিতে দেওয়া (ধারা ২০৮)।

৪। আদালতে প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে মিথ্যা দাবী করা (ধারা ২০৯)।

৫। যে অর্থ প্রাপ্য নহে তজ্জন্য প্রতারণামূলকভাবে ডিক্রী লাভ করা অথবা ডিক্রীর পরিসমাপ্তির পরে কাহারও বিরুদ্ধে ডিক্রী বা আদেশ কার্যকরী করানো (ধারা ২১০)।

ডিক্রী কার্যকরকারী আদালত ও উক্ত ডিক্রীর পরিসমাপ্তিকে স্বীকার না করিলে উহা ডিক্রীধারীকে এই অপরাধের দোষী সাব্যস্ত হওয়া হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

৬। অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ। ইহার চারিটি উপাদান আছে ঃ

(১) কোন ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা করানো অথবা

(২) কাহাকেও অপরাধ করিয়াছে বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ করা।

(৩) উহার কোন ন্যায়সঙ্গত বা আইনসঙ্গত কারণ নাই তাহা জানা।

(৪) কাহারও ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে উপরোক্ত কাজ করা (ধারা ২১১)। এইজন্য দুই বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডেরই ব্যবস্থা রহিয়াছে। ফৌজদারী কার্যধারা যদি মৃত্যুদণ্ড, দ্বীপান্তর বা সাত বৎসর কিংবা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়

অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়, তবে তজ্জন্য শাস্তি সাত বৎসরের কারাবাস ও জরিমানা।

ফৌজদারী আইনযন্ত্র কোন ব্যক্তি দুইভাবে সক্রিয় করিতে পারে :

(১) পুলিশকে সংবাদ জানাইয়া।

(২) ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিয়া।

কিন্তু পুলিশ কেবল আদালত-গ্রাহ্য অপরাধের বেলায় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে এবং আদালত-অগ্রাহ্য অপরাধের বেলায় সে একমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশক্রমে অগ্রসর হইতে পারে। সুতরাং পুলিশের নিকট শুধু আদালত-গ্রাহ্য অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করার শামিল হয় এবং আদালত-অগ্রাহ্য অপরাধের মিথ্যা রিপোর্ট উহার শামিল হয় না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যদি মিথ্যা অভিযোগ করা হয়, তবে তাহা ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করার শামিল হইবে, কারণ তিনি আদালত-গ্রাহ্য ও আদালত-অগ্রাহ্য উভয় অপরাধের বেলায়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

মারাত্মক ধরনের অপরাধের মিথ্যা অভিযোগে ফৌজদারী কার্যধারা দায়েরকরণ এই ধারার দ্বিতীয় প্যারা বলে আরও কঠোরভাবে দণ্ডনীয়।

১৮২ ও ২১১ ধারা : এই ধারা দুইটির প্রয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত একরূপ নহে।

কলিকাতা (৩২ কলি. ১৮০ : মিথ্যা অভিযোগের জন্য যে কোন ধারার অধীনে মোকদ্দমা চালানো যায় কিন্তু মিথ্যা অভিযোগ যদি মারাত্মক ধরনের হয়, তবে ২১১ ধারা প্রয়োগ করিতে হইবে।

বোম্বাই (৩১ বোম. ২০৪): উভয় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ। ১৮২ ধারায় অধীনে বিদ্বেষের প্রমাণ এবং যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভাব্য কারণের অভাব প্রয়োজনীয় নহে কিন্তু ২১১ ধারার অধীনে উহা প্রয়োজনীয়।

লাহোর (পি. আর. ১৬, ১৮৭০): বোম্বাইয়ের অনুরূপ মত পোষণ করেন।

এলাহাবাদ (১৫ এলা. ৩৩৬): যে কোন ধারা প্রয়োগের এখতিয়ার আদালতের রহিয়াছে। যে কোন সুনির্দিষ্ট মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা হয়, সেখানে ২১১ ধারার প্রয়োগ হইবে। যেখানে কোন সরকারী কর্মকর্তাকে মিথ্যা সংবাদ দেওয়া হয়, সেখানে ১৯২ ধারার অধীনে অপরাধ সম্পূর্ণ হয় সে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক কি নাই করুক।

অপরাধকারীকে গোপন করা : অপরাধীকে গোপন করিবার জন্য অপরাধের সাক্ষ্য অদৃশ্য করিয়া দেওয়া বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা (ধারা ২০১)।

কাহাকেও কোন অপরাধের জন্য দায়ী করিতে হইলে সেই অপরাধ প্রকৃতপক্ষে সংঘটিত হইতে হইবে। কিন্তু অপরাধী নিজেই সাক্ষ্য অদৃশ্য করিলে, কতিপয় উচ্চাদালতের মতে, তিনি দায়ী হন না। তাহাকে অপরাধের সাহায্য করার জন্যও দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

অপরাধকারীকে শাস্তি হইতে লুকাইয়া রাখিবার জন্য উপহার গ্রহণ করা (ধারা ২১৩)।

অপরাধীকে লুকাইয়া রাখিবার বিনিময়ে উপহার প্রদান বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (ধারা ২১৪)।

যে অস্থাবর সম্পত্তি হইতে কোন ব্যক্তি অত্র বিধির অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের দরুন বঞ্চিত হইয়া থাকিত, তাহা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সাহায্যের কারণে কোন বকশিশ গ্রহণ করা দণ্ডনীয় যদি বকশিশ গ্রহণকারী ব্যক্তি অপরাধকারীর গ্রেফতারের জন্য তাহার সাধ্যাধীন সমুদয় মাধ্যম ব্যবহার না করে (ধারা ২১৫)।

১। **অপরাধকারীকে আশ্রয় দান**ঃ কোন ব্যক্তিকে অপরাধকারী জানিয়া তাহাকে আইনানুগ শাস্তি হইতে লুকাইবার উদ্দেশ্যে আশ্রয় দান করা বা লুকাইয়া রাখা (ধারা ২১২)।

২। হাজত হইতে পলায়ন করিয়াছে এইরূপ বা যাহার গ্রেফতারের আদেশ জারী করা হইয়াছে এইরূপ অপরাধকারীকে আশ্রয় দান করা বা লুকাইয়া রাখা (ধারা ২১৬)।

৩। কোন ব্যক্তিবর্গকে দস্যুতা বা ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিতেছে বা সম্প্রতি দস্যুতা বা ডাকাতি অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া জানিয়া আশ্রয় দান করা (ধারা ২১৬-ক)।

কোন ব্যক্তিকে বাসস্থান, আহার্য পানীয়, অর্থ, বস্ত্র, অস্ত্র, গোলাবারুদ বা পরিবহণ সামগ্রী সরবরাহ করা, অথবা কাহাকেও গ্রেফতারী এড়াইবার জন্য যে কোন ভাবে সহায়তা করা 'আশ্রয় দান' কথাটির অন্তর্ভুক্ত (ধারা ২২৬-খ)।

সরকারী কর্মচারীদের অপরাধঃ নিম্নবর্ণিত বিধানাবলীতে বিচারের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছেঃ

১। কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে আইনের নির্দেশ অমান্যকরণ (ধারা ২১৭)।

২। সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন রেকর্ড বা অন্যবিধ লিপি প্রণয়নের ভারপ্রাপ্ত হইয়া জনগণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের লোকসান বা ক্ষতি সাধন করে অথবা

কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে উক্ত সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রস্তুতকরণ (ধারা ২১৮)।

৩। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন বিচার বিভাগীর মামলায় অসাধুভাবে বা বিদ্বেষাত্মকভাবে এইরূপ কোন রিপোর্ট, আদেশ, রায় বা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা, যাহা সে আইনের পরিপন্থী বলিয়া জানে (ধারা ২১৯)।

৪। আইনের পরিপন্থী কাজ করিতেছেন জানিয়া সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অসাধুভাবে বা বিদ্বেষাত্মকভাবে কোন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা বা কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা (ধারা ২২০)।

৫। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক, কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে বা আটক করিয়া রাখিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে তাহাকে গ্রেফতার না করা বা পলায়ন করিতে দেওয়া (ধারা ২২১)।

৬। উপরের ন্যায়; তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন দণ্ডাজ্ঞাধীন বা আইনানুগভাবে হাজতে প্রেরিত হয় (ধারা ২২২)।

৭। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়া অবহেলা পূর্বক তাহাকে পলায়ন করিতে দেওয়া (ধারা ২২৩)।

৮। প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত হয় নাই এমন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক গ্রেফতার না করা বা আটক হইতে পলায়ন করিতে দেওয়া (ধারা ২২৫-ক)।

আইনের বিরোধিতা করা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে দণ্ডনীয়ঃ

১। কাহারও, যে অপরাধের জন্য সে অভিযুক্ত হয় বা দণ্ডিত হইয়াছে, সেই অপরাধের জন্য তাহার নিজের আইনানুগ গ্রেফতারে বাধা দেওয়া বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা; অথবা আইনানুগ হাজত হইতে পলায়ন করা বা পলায়নের উদ্যোগ করা (ধারা ২২৪)।

২। কোন অপরাধের জন্য অপর কোন ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতারে বাধা দেওয়া বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, অথবা তাহাকে আইনানুগ হাজত হইতে উদ্ধার করা বা উদ্ধারের উদ্যোগ করা (ধারা ২২৫)।

৩। প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত হয় নাই এমন ক্ষেত্রে আইনানুগ গ্রেফতারে বাধা দান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, অথবা পলায়ন বা উদ্ধার করা (ধারা ২২৫-খ)।

দণ্ডাদেশ লঙ্ঘন সম্পর্কিত দুইটি ধারা রহিয়াছেঃ

১। দ্বীপান্তর হইতে বেআইনী প্রত্যাবর্তন (ধারা ২২৬)।

২। শাস্তি মওকুফের শর্ত লঙ্ঘন করা (ধারা ২২৭)।

আদালত অবমাননা : কোন ব্যক্তি এই অপরাধে দোষী যদি সে কোন সরকারী কর্মচারীকে কোন বিচার বিভাগীয় মামলার যে কোন পর্যায়ে বিচার কার্যরত থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করে বা কোন প্রকার বাধা দান করে (ধারা ২২৮)।

কোন জুরী বা অ্যাসেসরের ছদ্মবেশ ধারণ (ধারা ২২৯)।

মুদ্রা ও স্ট্যাম্প সংক্রান্ত অপরাধ : ১২শ পরিচ্ছেদে মুদ্রা—বাংলাদেশী মুদ্রা ও সরকারী স্ট্যাম্প সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। মুদ্রা বলিতে আপাততঃ অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত ধাতু বুঝাইবে, যাহা অনুরূপ ব্যবহারের জন্য কোন রাষ্ট্র বা সার্বভৌম শক্তির কর্তৃত্ব বলে সীলমোহর ও ইস্যু করা হয়।

মুদ্রা সম্পর্কিত বিভিন্ন অপরাধ নিম্নরূপ :

১। মুদ্রা জালকরণ (ধারা ২৩১, ২৩২)।

২। মুদ্রা জালকরণের কোন ছাঁচ বা যন্ত্র প্রস্তুত, মেরামত, ক্রয় বিক্রয় বা হস্তান্তর করা (ধারা ২৩৩, ২৩৪)।

৩। মুদ্রা জাল করার কার্যে কোন যন্ত্র বা বস্তু ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত যন্ত্র বা বস্তু অধিকার করা (ধারা ২৩৫)।

৪। বাংলাদেশের বাহিরে মুদ্রা জাল করার কার্যে বাংলাদেশে থাকিয়া সাহায্যকরণ (ধারা ২৩৬)। বাংলাদেশে থাকিয়া সাহায্যকরণ কার্য সম্পূর্ণ হইতে হইবে।

৫। জাল মুদ্রার আমদানী বা রপ্তানী করা (ধারা ২৩৭, ২৩৮)।

৬। কোন মুদ্রা জাল বলিয়া জানিয়া অধিকার করার পর উহা কাহারও নিকট হস্তান্তর করা (ধারা ২৩৯, ২৪০)।

৭। এমন কোন মুদ্রা খাঁটি বলিয়া কাহারও নিকট হস্তান্তর করা, যাহা প্রথম অধিকার করার কালে হস্তান্তরকারী জানিত না যে উহা জাল মুদ্রা (ধারা ২৪১)।

৮। এমন ব্যক্তি কর্তৃক জাল মুদ্রা অধিকারকরণ, যে ব্যক্তি উক্ত মুদ্রা অধিকার করার কালে উহা জাল মুদ্রা বলিয়া জানিত (ধারা ২৪২, ২৪৩)। অধিকারকরণ অবশ্যই প্রতারণার উদ্দেশ্যে হইতে হইবে।

৯। টাকশালে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক আইন বলে স্থিরীকৃত ওজন বা গঠন হইতে ভিন্নতর ওজন বা গঠনের কোন মুদ্রা প্রস্তুত করা (ধারা ২৪৪)।

১০। টাকশাল হইতে বেআইনীভাবে মুদ্রা তৈয়ারীর কোন যন্ত্র বা সাধনী লইয়া যাওয়া (ধারা ২৪৫)।

১১। প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে কোন মুদ্রার ওজন হ্রাসকরণ বা গঠন পরিবর্তনকরণ (ধারা ২৪৬, ২৪৭)।

১২। এই মতলবে কোন মুদ্রার রূপ পরিবর্তন করা যে, উহা ভিন্নতর বর্ণনার মুদ্রা হিসাবে চালু হইবে (ধারা ২৪৮, ২৪৯)।

১৩। পরিবর্তিত হইয়াছে এইরূপ অবগতি মতে অধিকারকৃত মুদ্রা অপরের নিকট হস্তান্তরকরণ (ধারা ২৫০, ২৫১)।

অবগতি মতে অধিকার এবং প্রতারণামূলক হস্তান্তর উভয়টি হইতে হইবে।

১৪। এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন পরিবর্তিত মুদ্রা অধিকারকরণ যে উহা অধিকার করার কালে উহা পরিবর্তিত বলিয়া জানিত (ধারা ২৫২, ২৫৩ ।

১৫। এমন মুদ্রা খাঁটি বলিয়া অপরের নিকট হস্তান্তর করা, যাহা প্রথম অধিকার করিবার সময় পরিবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া হস্তান্তরকারীর জানা ছিল না (ধারা ২৫৪)।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ সরকারী স্ট্যাম্প সম্পর্কিত :

১। সরকারী স্ট্যাম্প জাল করা বা জালকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করা (ধারা ২৫৫)।

২। সরকারী স্ট্যাম্প জাল করিবার উদ্দেশ্যে কোন যন্ত্র বা উপাদান অধিকার করা (ধারা ২৫৬)।

৩। সরকারী স্ট্যাম্প জাল করিবার উদ্দেশ্যে কোন যন্ত্র প্রস্তুত, ক্রয় বা বিক্রয় করা (ধারা ২৫৭)।

৪। জাল সরকারী স্ট্যাম্প বিক্রয় করা (ধারা ২৫৮)।

৪। জাল সরকারী স্ট্যাম্প দখলে রাখা (ধারা ২৫৯)।

৬। জাল বলিয়া পরিচিত কোন সরকারী স্ট্যাম্পকে খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করা (ধারা ২৬০)।

৭। সরকারের ক্ষতি সাধনকল্পে, প্রতারণামূলকভাবে সরকারী স্ট্যাম্প ধারক কোন বস্তু হইতে লেখা নিশ্চিহ্ন করা বা দলিল হইতে উহার জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্প তুলিয়া ফেলা (ধারা ২৬১)।

৮। পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া পরিচিত সরকারী স্ট্যাম্প ব্যবহার করা (ধারা ২৬২)।

৯। প্রতারণামূলকভাবে সরকারী স্ট্যাম্প হইতে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ অর্থজ্ঞাপক কোন চিহ্ন মুছিয়া ফেলা, অথবা যে স্ট্যাম্প হইতে অনুরূপ চিহ্ন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে উহা বিক্রয় বা হস্তান্তর করা (ধারা ২৬৩)।

১০। **কোন কৃত্রিম স্ট্যাম্প বা কোন কৃত্রিম স্ট্যাম্প প্রস্তুত ছাঁচ, ফলক বা যন্ত্র অধিকারে রাখা (ধারা ২৬৩-ক)।**

বাটখারা ও মাপকাঠিঃ ১৩শ পরিচ্ছেদে বাটখারা ও মাপকাঠি সম্পর্কিত অপরাধের বর্ণনা করা হইয়াছে।

১। ওজনের জন্য অপ্রকৃত যন্ত্রের প্রতারণামূলক ব্যবহারঅপরাধ রূপে গণ্য (ধারা ২৬৪)।

২। অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠির প্রতারণামূলক ব্যবহার, অথবা কোন বাটখারা বা দৈর্ঘ বা পরিমাণের মাপকাঠিকে উহা যে বাটখারা বা মাপকাঠি তাহা হইতে ভিন্নতর বাটখারা বা মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করাও অপরাধ (ধারা ২৬৫)।

৩। ওজন করার কোন যন্ত্র বা কোন বাটখারা বা দৈর্ঘ ও পরিমাণের কোন মাপকাঠি অসত্য বলিয়া জানিয়া উহা প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে দখল করা বা রাখা অপরাধ ২৬৬ ধারা)।

৪। সত্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে বা সত্য হিসাবে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, ওজন করার কোন অপ্রকৃত যন্ত্র বা কোন অপ্রকৃত বাটখারা বা দৈর্ঘ বা পরিমাণের কোন অপ্রকৃত মাপকাঠি প্রস্তুত, বিক্রয় বা হস্তান্তর করা অপরাধ (ধারা ২৬৭)।

জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা, শোভনতা ও নৈতিকতা সংক্রান্ত অপরাধঃ ১৪শ পরিচ্ছেদে এই সকল অপরাধের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অপরাধ তিন ভাগে বিভক্তঃ

১। স্বাস্থ্য ও সুবিধা ক্ষুণ্ণকারী অপরাধ।

২। জন নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণকারী অপরাধ।

৩। শোভনতা ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

স্বাস্থ্য ও সুবিধাঃ ২৬৮ ধারা 'গণ-উপদ্রবের' সংজ্ঞা দান করে ঃ

উপদ্রব হয়ত (১) গণ হইবে, অথবা (২) ব্যক্তিগত। প্রথমটি জনসাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ। কারণ, উহাতে সাধারণভাবে জনসাধারণ অথবা উহার একটি উল্লেখ-যোগ্য অংশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। ইহা ঘরবাড়ী ও লোকসংখ্যার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এবং এইজন্য বিরক্তি বা অবজ্ঞা প্রকৃত ও বাস্তবিকই হইতে হইবে। গণ-উপদ্রব এই কারণে সাধারণতঃ ক্ষমা করা যায় না। অভিযোগকৃত কাজের ফলে কিছু সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হইলেও নয়। যে সকল কাজ মারাত্মকরূপে জনসাধারণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শান্তি বা সুবিধার ব্যাঘাত ঘটায়, অথবা যাহা জনসাধারণের নৈতিকতার মান নিম্নগামী করে, তাহা সর্বদাই গণ-উপদ্রব বলিয়া বিবেচিত। জীবন ও

সম্পত্তি উপভোগে কষ্টদায়ক হইলে ভাঁটিখানা, কাঁচঘর বা শূকর-খোঁয়াড়ও গণ-উপদ্রব হইতে পারে। গণ-উপদ্রব মাত্র এক অভিযোগের বিষয়বস্তু হইতে পারে, অন্যথায় কোন পক্ষ শত শত মামলার সম্মুখীন হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।

অপরের জমি, বাসাবাড়ি বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির পক্ষে অনধিকার প্রবেশ ব্যতীত ক্ষতিকর কোন কিছু করাকে ব্যক্তিগত উপদ্রব বলে। ইহা এমন একটি কাজ যাহাতে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় সাধারণভাবে জনসাধারণের কিছু হয় না। গণ-উপদ্রব ও ব্যক্তিগত উপদ্রবের মধ্যকার পার্থক্য নির্ভর করে বিরক্তির পরিমাণের উপর। ব্যক্তিগত উপদ্রব কোন অভিযোগের বিষয়বস্তু নহে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ বা নিষেধাজ্ঞা বা উভয়ের জন্য কোন কর্মপন্থার কারণ হইতে পারে।

দণ্ডবিধি ব্যক্তিগত উপদ্রবের জন্য কোন শাস্তির বিধান দেয় না। নিম্নবর্ণিত অপরাধসমূহ জনস্বাস্থ্য ও সুবিধাকে ক্ষুণ্ণ করে ঃ

১। অবহেলাজনিত বা বিদ্বেষপূর্ণ কার্যে যাহার দ্বারা জীবন বিপন্নকারী রোগের সংক্রমণ বিস্তার করার সম্ভাবনা রহিয়াছে (ধারা ২৬৯, ২৭০)।

২। সংগরোধ সংক্রান্ত নিয়ম অমান্য করা (ধারা ২৭১)।

৩। বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মিশাইয়া উহাকে ক্ষতিকর দ্রব্যে পরিণত করা (ধারা ২৭২)।

৪। যে দ্রব্য ক্ষতিকর হইয়া পড়িয়াছে বা ক্ষতিকর বনিয়াছে উহাকে খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রয় ইত্যাদি করা (ধারা ২৭৩)।

৫। ভেষজ পদার্থে এমনভাবে ভেজাল মেশান যাহাতে উহার উপযোগিতা হ্রাস পায় বা উহার কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয় বা ক্ষতিকর হইয়া পড়ে (ধারা ২৭৪)।

৬। জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত ভেষজ পদার্থ বিক্রয় করা (ধারা ২৭৫)।

৭। কোন ভেষজ পদার্থ বা ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়া হিসাবে বিক্রয় ইত্যাদি করা (ধারা ২৭৬)।

৮। স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন সরকারী প্রস্রবন বা জলাধারের জল এমনভাবে দূষিত বা কলুষিত করা, যাহাতে স্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য উহার উপযোগিতা হ্রাস পায় (ধারা ২৭৭)।

৯। স্বেচ্ছাকৃতভাবে আবহাওয়াকে জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর করিয়া তোলা (ধারা ২৭৮)।

গণ-উপদ্রব ঃ যে ব্যক্তি,

১। এমনকোন কার্য সম্পাদন করে, বা (২) এমন কোন বেআইনী কর্মবিচ্যুতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, যাহা পরিপার্শ্বে বসবাসকারী সম্পত্তির অধিকারী বা জনসাধারণ বা সাধারণভাবে জনগণের,

(১) কোন সাধারণ ক্ষতি, (২) বিপদ বা (৩) বিরক্তি সৃষ্টি করে; অথবা যাহা অনিবার্যভাবে যে জনগণ কোন গণ-অধিকার ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে, সেই জনগণের ক্ষতি, বিপত্তি, বিপদ বা বিরক্তি সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তি গণ-উপদ্রবের অপরাধে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

কিছুটা সুবিধা বা সুযোগ সৃষ্টি করার অজুহাতে কোন সাধারণ উপদ্রব ক্ষমা করা যায় না।

জননিরাপত্তা ঃ এই শিরনামের অধীনে, যে সকল অবজ্ঞাপূর্ণ বা বেপরোয়াভাবে কৃত কাজের ফলে জননিরাপত্তা বিপন্ন হয় এবং যাহা এই পরিচ্ছেদের অধীনে দণ্ডনীয়, সেই সকল কাজের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেবল এইগুলিই দণ্ডবিধির অধীনে দণ্ডনীয় বেপরোয়া বা অবজ্ঞাপূর্ণ কাজ সম্পর্কিত ধারা নহে। অন্যান্য পরিচ্ছেদেও ঐ সকল কাজ সম্পর্কিত কিছু কিছু ধারা রহিয়াছে।

'অবজ্ঞা বা অবহেলা' এমন এক কর্তব্য ভঙ্গ, যাহা একজন সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি মানবিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যাহা করিত তাহা না করার কারণে অথবা উক্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহা করিত না তাহা, করার ফলে সংঘটিত হয়।

'বেপরোয়াভাব' অনিষ্টকর ও অবৈধ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া, কিন্তু এই আশায় কাজ করা যে, তাহা সংঘটিত হইবে না এবং প্রায়ই এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া যে, কার্য সংঘঠনকারী ব্যক্তি ঐরূপ কোন দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে।

'সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকারী অবজ্ঞা' যে কোন অজুহাত নহে, তাহা মীমাংসিত আইন।

এই পরিচ্ছেদের ধারাগুলি ব্যতীত নিম্নোক্ত অপরাধসমূহও অবহেলা বা বেপরোয়াভাব সম্পর্কিত ঃ

১। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ধারা ১২৯, সরকারী কর্মচারীর অবহেলার কারণে রাজবন্দী বা যুদ্ধবন্দীর পলায়ন করা।

২। ৭ম পরিচ্ছেদ, ধারা ১৩৭, কোন বাণিজ্য জাহাজে উহার নাবিকের অবহেলার দরুন পলাতকের গোপন হওয়া।

৩। ১১শ পরিচ্ছেদ, ধারা ২২৩, সরকারী কর্মচারীর অবহেলার কারণে হাজত হইতে পলায়ন।

ধারা ২২৫ ক, (খ) অবহেলার কারণে সরকারী কর্মচারীর কাহাকেও গ্রেফতার করিতে না পারা অথবা আটক হইতে পলায়ন করিতে দেওয়া।

৪। ১৬শ পরিচ্ছেদ, ধারা ৩০৪-ক, বেপরোয়া বা অবহেলাজনিত কাজের ফলে মৃত্যু। ধারা ৩৩৬, জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্নকারী বেপরোয়া বা অবহেলাজনিত কাজ। ধারা ৩৩৭, বেপরোয়া বা অবহেলাজনিত কাজ দ্বারা আঘাত প্রদান। ধারা ৩৩৮, অনুরূপ কাজ দ্বারা গুরুতর আঘাত প্রদান।

এই পরিচ্ছেদের ১৪শ) অধীনে অবহেলা ও বেপরোয়াভাব সম্পর্কিত অপরাধ-সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। রাজপথে এমন বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সহিত গাড়ী চালান বা অশ্বারোহণ করা, যাহাতে মানুষের জীবন বিপন্ন হইতে পারে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে আহত বা জখম করার সম্ভাবনা থাকে (ধারা ২৭৯)।

বেপরোয়াভাবে ও তাচ্ছিল্যের সহিত গাড়ী চালানোর ক্ষেত্রে উক্ত কাজের ফলে জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন প্রয়োজনীয় নহে। এমনকি, রাস্তায় কোন ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন নাই। কেবল রাস্তা ব্যবহারকারী ব্যক্তিগণের উক্ত রাস্তাকে বিপন্ন করিয়া তুলিবার সম্ভাব্যতাকেই বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

২। বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সহিত জাহাজ চালান (ধারা ২৮০)।

৩। নাবিককে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে বা সে বিপথগামী হইতে পারে উহা জানিয়া, কোন কৃত্রিম বাতি, নিদর্শন বা বয়া প্রদর্শন করা ধারা ২৮১)।

৪। নিরাপত্তাহীন বা অতিরিক্ত বোঝাইকৃত জাহাজযোগে জলপথে ভাড়ায় লোক বহন করা (ধারা ২৮২)।

৫। রাজপথে বা সর্ব সাধারণ্যে উন্মুক্ত নৌ-পথে কোন ব্যক্তির বিপদ ঘটান, তাহাকে বাধা দান করা বা তাহার ক্ষতি সাধন করা (ধারা ২৮৩)।

৬। কোন বিষাক্ত বস্তু সম্পর্কে এইরূপ বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্য সহকারে কোন কাজ সম্পাদন করা, যাহাতে মানুষের জীবন বিপন্ন হয় বা কোন ব্যক্তিকে আঘাত বা জখম করিবার সম্ভাবনা থাকে (ধারা ২৮৪)।

৭। অগ্নি বা দাহ্য বস্তু সম্পর্কে বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ (ধারা ২৮৫)।

৮। কোন বিস্ফোরক বস্তু সম্পর্কে বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ (ধারা ২৮৬)।

৯। অপরাধকারীর দখলের বা তাহার দায়িত্বাধীন কোন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ (ধারা ২৮৭)।

১০। দালান ভাঙ্গিয়া ফেলা বা মেরামত করার ব্যাপারে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ (ধারা ২৮৮)।

১১। কোন প্রাণী সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ (ধারা ২৮৯)।

১২। উপরোল্লিখিত কাজ ব্যতীত গণ-উপদ্রবের অন্যান্য কাজ সাধারণ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় (ধারা ২৯০)। কোন ব্যক্তি গণ-উপদ্রব পরিহার করিতে আদিষ্ট হইয়া উহা অব্যাহত রাখিতে পারে না (ধারা ২৯১)।

নৈতিকতা ও শোভনতার বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ নিম্নরূপঃ

১। (ক) কোন অশ্লীল বই পুস্তিকা, কাগজ, অঙ্কন, চিত্র কল্পিত মূর্তি বা অন্য কোন অশ্লীল বস্তু বিক্রয় করা, ভাড়ায় দেওয়া বা বিতরণ জনসাধারণ্যে প্রদর্শন বা প্রচার করা।

(খ) উপরোল্লখিত কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থে অশ্লীল বস্তু আমদানী রপ্তানী বা বহন করা; অথবা

(গ) উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী সাধনার্থে পরিচালিত কোন ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করা বা উহার মুনাফা লাভ করা; অথবা

(ঘ) কোন ব্যক্তি উপরোল্লিখিত কোন কাজে নিয়োজিত আছে বা তাহার নিকট কোন অশ্লীল বস্তু পাওয়া যায় - এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া; অথবা

(ঙ) এই ধারার অধীনে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত কোন কাজের চেষ্টা করা (ধারা ২৯২)।

২। বিশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন লোকের নিকট উপরোল্লিখিত অশ্লীল বস্তু বিক্রয় করা, ভাড়ায় দেওয়া, অথবা বিতরণ প্রদর্শন বা প্রচার করা বা ঐরূপ করার চেষ্টা করা (ধারা ২৯৩)।

৩। নিম্নলিখিত কার্যাবলী দ্বারা অন্যের বিরক্তির উদ্রেক করা।

(ক) কোন সরকারী জায়গায় কোন প্রকার অশ্লীল কাজ করা; অথবা

(খ) কোন সরকারী জায়গায় বা উহার নিকট কোন অশ্লীল গান, গীতি বা শব্দ গাওয়া বা উচ্চারণ করা (ধারা ২৯৪)।

৪। সরকারের অনুমোদিত লটারী অনুষ্ঠানের জন্য কোন অফিস বা স্থান সংরক্ষণ করা (ধারা ২৯৪-ক)।

যে ব্যক্তি লটারীতে কোন অর্থ, পণ্য, টিকেট বা নম্বর দানের প্রস্তাব প্রকাশ করে, সেও দণ্ডনীয় এবং তাহার দণ্ড এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

লটারীর সাহায্যে দান করিবার কোন চুক্তি, অথবা পুরস্কার লাভের জন্য দক্ষতার প্রয়োজন এমন কোন লেনদেন লটারী নহে। অপ্রত্যাশিত ঘটনা দ্বারা যে সকল লেনদেনে পুরস্কার দানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহাই লটারী।

ধর্ম সম্পর্কিত অপরাধসমূহঃ ধর্ম সম্পর্কিত অপরাধের আলোচনা ১৫শ পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে। উক্ত অপরাধসমূহ অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইল:

১। কোন উপাসনালয়ের বা কোন জনসমষ্টির নিকট পবিত্র কোন বস্তুর, উক্ত জনসমষ্টির ধর্মকে অপমান করার উদ্দেশ্যে ক্ষতি সাধন বা মর্যাদা হানি করা (ধারা ২৯৫)।

২। কোন জনসমষ্টির ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসের অপমান করিয়া তাহাদের ধর্মীয় মনোভাবকে অবমাননা করিবার উদ্দেশ্যে কৃত উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ও বিদ্বেষমূলক কার্যাবলী।

৩। ধর্মীয় উপাসনা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবার জন্য আইনসম্মত উপায়ে নিয়োজিত কোন ধর্মীয় সমাবেশে স্বেচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা (ধারা ২৯৬)।

৪। কাহারও মানাভাবের প্রতি আঘাত হানিবার বা তাহার ধর্মকে অপমানিত করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা কাহারো মনোভাব আঘাত পাইতে পারে জানিয়া, কোন উপাসনালয় বা সমাধি ক্ষেত্রে অবৈধ অনুপ্রবেশ করা, কোন মৃতদেহের অবমাননা করা বা শেষ কৃত্য অনুষ্ঠান সম্পাদনে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা (ধারা ২৯৭)।

৫। কাহারও ধর্মকে অবমাননা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার কানের নিকট কোন কথা উচ্চারণ করা বা কোন প্রকার শব্দ করা অথবা তাহার চোখের সামনে কোন কিছু করা বা রাখা (ধারা ২৯৮)।

মানবদেহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ ঃ ১৬শ পরিচ্ছেদে এই সকল অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহে বিভক্ত করা যায় ঃ

১। দণ্ডার্হ নরহত্যা, খুন, খুন বলিয়া গণ্য নহে এইরূপ দণ্ডার্হ নরহত্যা এবং বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ কাজ দ্বারা নরহত্যা।

২। আত্মহত্যা।

৩। গর্ভপাতকরণ।

৪। আঘাত।

৫। অবৈধ বাধা ও অবৈধ অবরোধ।

৬। অপরাধমূলক বল প্রয়োগ ও আক্রমণ।

৭। মনুষ্য হরণ ও নারী বা শিশু হরণ।

৮। দাসত্ব ও জবরদস্তিমূলক শ্রম।

৯। নারী ধর্ষণ।

১০। অস্বাভাবিক অপরাধসমূহ।

১১। ঠগ।

দণ্ডার্হ নরহত্যা ও খুন ঃ ২৯৯ ধারায় দণ্ডার্হ নরহত্যা এবং ৩০০ ধারায় খুন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত কোন কাজের

সাহায্যে কাহারও মৃত্যু ঘটায় সে দণ্ডার্হ নরহত্যার অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

(১) মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কৃত কাজ ;

(২) মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ দৈহিক জখম ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কৃত কাজ ; অথবা

(৩) মৃত্যু ঘটাইতে পারে এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া কৃত কাজ। প্রথম দফাদ্বয়ের যে কোনটির অধীনে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলে তজ্জন্য শাস্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দশ বৎসরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ; আর তৃতীয় দফার অধীনে হইলে দশ বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৩০৪)।

যে ব্যক্তি নিম্নরূপ কোন কাজের সাহায্যে কাহারও মৃত্যু ঘটায়, সে খুনের অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

(১) মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কৃত কাজ ;

(২) এইরূপ দৈহিক জখম করিবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কাজ, যাহা যে ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করা হয়, তাহার মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া অপরাধকারীর জানা থাকে ;

(৩) দৈহিক জখম করিবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কাজ, কিন্তু অভীষ্ট দৈহিক জখমটি প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু ঘটাইবার জন্য যথেষ্ট ; অথবা

(৪) যে কাজের সম্পাদনকারী ব্যক্তি অবগতি থাকে যে, ইহা এত আসন্ন বিপজ্জনক যে ইহা খুব সম্ভবতঃ মৃত্যু ঘটাইবে, অথবা এইরূপ দৈহিক জখম ঘটাইবে যাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

খুনের অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও অর্থদণ্ড (ধারা ৩০২)। যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত খুনের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ধারা ৩০৩)।

কোন অপরাধ দণ্ডার্হ নরহত্যার সংজ্ঞায় না পড়িয়া খুন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; কিন্তু খুন না হইয়াও উহা দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। হত্যা করার বা মৃত্যুর সম্ভাবনাপূর্ণ দৈহিক জখম করার উদ্দেশ্যে অথবা খুব সম্ভবতঃ মৃত্যুই হইবে উহার অনিবার্য পরিণতি—ইহা জানা থাকা সত্ত্বেও কৃত সকল হত্যাকাণ্ড আপাতদৃষ্টিতে খুন বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু মৃত্যু উহার সম্ভাব্য পরিণতি এই কথা জানা থাকিলে তাহা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না—শুধু দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য হইবে। যেখানে "মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে" কাজটি করা হয় নাই, সেখানে দণ্ডার্হ নরহত্যা ও খুনের মধ্যকার পার্থক্য কেবল মৃত্যুর সম্ভাবনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যখন অপরাধকারীর এইরূপ জানা থাকে যে, তাহার কাজের সম্ভাব্য পরিণতি

মৃত্যু হইতে পারে, তখন উক্ত অপরাধ দণ্ডার্হ নরহত্যা। আর যখন এইরূপ জানা থাকে যে, তাহার কাজের পরিণতিতে মৃত্যুর অত্যন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে তখন তাহা খুন।

কোন ব্যক্তির কল্পনা-শক্তি বা ভাবাবেগের উপর প্রতিফলিত কথার ফলাফল দ্বারা মৃত্যু সংঘটিত হইলে তাহা দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য হইবে। কেহ যদি কোন অপরাধ অনুষ্ঠানে নিয়োজিত থাকিয়া সম্পূর্ণ দুর্ঘটনা বশতঃ কাহারও মৃত্যু ঘটায় তবে সে উক্ত অপরাধেরই শাস্তি ভোগ করিবে; দুর্ঘটনা বশতঃ মৃত্যুর জন্য কোন অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। দণ্ডার্হ নরহত্যার জন্য মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান বা সম্ভাব্যতা থাকার প্রয়োজন। ইহার কোনটির অবর্তমানে যদি কাহারও মৃত্যু ঘটে তবে তাহা আঘাত বা গুরুতর আঘাতের অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে; যেমন—প্লীহা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে লাথি দ্বারা মৃত্যু ঘটান।

যে ব্যক্তি ব্যাধি বা দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছে এইরূপ অপর কোন ব্যক্তিকে দৈহিক জখম করে এবং তদ্দ্বারা উক্ত অপব ব্যক্তির মৃত্যু ত্বরান্বিত করে, সে নরহত্যার অপরাধে দোষী (ব্যাখ্যা ১)। অনুরূপভাবে, যে ক্ষেত্রে দৈহিক জখমের ফলে মৃত্যু ঘটে, সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত জখম করে সেই ব্যক্তি এই অপরাধে দোষী হইবে, যদিও যথাযথ প্রতিকার ও নিপুন চিকিৎসার আশ্রয় নিলে মৃত্যু নিবারণ করা যাইত (ব্যাখ্যা ২)। মাতৃগর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু ঘটান নরহত্যা নহে। কিন্তু কোন জীবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটান নরহত্যা বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত শিশুর কোন অংশ প্রসূত হইয়া থাকে, যদিও শিশুটি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বা সম্পূর্ণরূপে জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকে (ব্যাখ্যা ৩)।

অপরাধকারীর আক্রমণের ভয়ে মৃত ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত কাজের ফলে তাহার মৃত্যু ঘটিলে এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, চার-পাঁচজন লোক যদি কাহাকেও ঘিরিয়া হুমকি প্রদর্শন করিয়া তাহার জীবন করিবে বিপন্ন বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস জন্মায়, এবং ফলে সে উঁচু স্থান হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া মৃত্যুবরণ করে, তবে হুমকিদানকারী ব্যক্তি খুনের অপরাধে দোষী হইবে।

ঘটনাক্রমে যাহাকে জখম করিবার উদ্দেশ্য ছিল তাহার জখম না হইয়া অন্য ব্যক্তির হইলেও অপরাধকারীর দায়িত্বে কোনরূপ তারতম্য হইবে না (ধারা ৩০১)।

ব্যতিক্রম: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য নহে:

১। **উত্তেজনা:** গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে অপরাধকারী আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারাইয়া কাহারও মৃত্যু ঘটাইলে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না, তবে শর্ত এই যে, উক্ত উত্তেজনা—

(ক) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার বা তাহার কোন ক্ষতি সাধন করার অজুহাত হিসাবে অপরাধকারী কর্তৃক যাচনা করা বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে উদ্দীপ্ত করা হইলে চলিবে না,

(খ) আইন পালনার্থ কৃত কোন কার্য দ্বারা বা কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তাহার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে প্রদত্ত হইলে চলিবে না ;

(গ) ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকারের আইনানুগ প্রয়োগের ব্যাপারে কৃত কোন কার্য দ্বারা প্রদত্ত হইলে চলিবে না।

গালাগালি হইতে সৃষ্ট উত্তেজনা গুরুতর বলিয়া বিবেচিত। স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতাও উত্তেজনার একটি সাধারণ কারণ।

২। **ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা :** অপরাধকারী যদি সরল বিশ্বাসে ব্যক্তি ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার পালনার্থে মাত্রাতিরিক্ত কাজ করে এবং পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায় ব্যতীত মৃত্যু ঘটায়, তবে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩। **সরকারী কর্মচারী :** অপরাধকারী যদি সরকারী কর্মচারী বা কোন সরকারী কর্মচারীর সহায়তাকারী হইয়া তাহার আইনানুগ ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করে এবং এমন কোন কাজের ফলে মৃত্যু ঘটায়, যাহা সে সরল বিশ্বাসে, আইন-সঙ্গত ও তাহার কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে এবং মৃতের প্রতি তাহার যদি কোনরূপ অসৎ ধারণা না থাকে, তবে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৪। **আকস্মিক কলহ :** পূর্ব-পরিকল্পনা ব্যতীত আকস্মিক কলহে উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া বাক-বিতণ্ডার মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটাইলে এবং অপরাধকারী যদি অন্যায়ভাবে সুযোগ গ্রহণ না করিয়া থাকে বা নির্মমতা বা অস্বাভাবিকতার পরিচয় না দিয়া থাকে, তবে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না।

কলহ পূর্বে-ব্যবস্থিত হইতে পারিবে না।

৫। **সম্মতি :** আঠার বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক কোন লোক স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিলে বা ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করিলে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না।

দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য নহে, এমন কোন বেপরোয়া বা অবহেলাপূর্ণ কাজের ফলে কাহারও মৃত্যু ঘটান দণ্ডনীয় (ধারা ৩০৪-ক)। উক্ত অপরাধের দণ্ড দুই বৎসরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

ইচ্ছাকৃত জখমের পরিনতিতে মৃত্যু ঘটিলে তাহা এই ধারার আওতায় পড়িবে না। মৃত্যু বেপরোয়া ও অবহেলাপূর্ণ কাজের প্রত্যক্ষ ফল হইতে হইবে এবং সেই কাজ অবশ্যই অন্যের অবহেলা ব্যতীত মৃত্যুর যথার্থ কারণ হইতে হইবে।

কোন বিপজ্জনক কাজের, উহাকে বিপজ্জনক জানিয়া এবং উহা দ্বারা ক্ষতি সাধিত হইতে পারে তাহা বুঝিয়া ঝুঁকি গ্রহণকে অপরাধমূলক বেপরোয়া ভাব বলে।

অপরাধমূলক অবহেলা হইতেছে সতর্কতা ব্যতীত কোন কাজ করা। ইহাতে কোন বেআইনী বা অনিষ্টকর পরিণতি হইতে পারে বলিয়া অপরাধকারীর জানা থাকে না এবং তাহার কাজ করা কালে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ততটুকু না করাই অপরাধ।

আত্মহত্যায় সহায়তাকরণ সম্পর্কে দুইটি বিধান রহিয়াছে ঃ

১। শিশু, উন্মাদ, জড়বুদ্ধি, বিকারগ্রস্ত বা প্রমত্ততাগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মহত্যায় সহায়তাকরণ (ধারা ৩০৫); এবং

২। যে কোন লোকের আত্মহত্যায় সহায়তাকরণ (ধারা ৩০৬)।

প্রচেষ্টা ঃ জীবন নষ্ট করিবার প্রচেষ্টা তিন প্রকারের হইতে পারে,

১। **খুন করিবার প্রচেষ্টা ঃ** অর্থাৎ এইরূপ অভিপ্রায়ে বা স্বজ্ঞানে এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে কাজ করা যে, উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি যদি সেই কাজ দ্বারা মৃত্যু ঘটায় তবে সে খুনের অপরাধে দোষী হইবে (ধারা ৩০৭)।

২। **দণ্ডার্হ নরহত্যা করিবার প্রচেষ্টা ঃ** অর্থাৎ এইরূপ অভিপ্রায়ে বা স্বজ্ঞানে এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে কাজ করা যে, উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি যদি সেই কাজ দ্বারা মৃত্যু ঘটায় তবে সে খুন বলিয়া গণ্য নহে—এইরূপ দণ্ডার্হ নরহত্যার অপরাধে দোষী হইবে (ধারা ৩০৮)।

আত্মহত্যা করিবার প্রচেষ্টা ঃ অর্থাৎ এই অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য কোন কাজ করিতে হইবে (ধারা ৩০৯)। এবং সেই কাজ অবশ্যই প্রচেষ্টা চলাকালে করিতে হইবে, অন্যথায় কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে না।

ঠগ ঃ যে ব্যক্তি খুন করিয়া বা খুন সহকারে দস্যুতা অনুষ্ঠান বা শিশু অপহরণের উদ্দেশ্যে অভ্যাসগতভাবে অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত মিলামিশা করিয়া থাকিবে, সেই ব্যক্তি ঠগ বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩১০)।

গর্ভপাত করান ও শিশু পরিত্যাগ ইত্যাদি—নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ শিশু জন্ম ও শিশু পরিত্যাগ সম্পর্কিত ঃ

১। স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন গর্ভবতী নারীর, সদবিশ্বাসে উক্ত নারীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত গর্ভপাত করান (ধারা ৩১২) এবং তাহার সম্মতি ব্যতীত গর্ভপাত করান (ধারা ৩১৩)।

২। কোন গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত করানোর উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিয়া উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান (ধারা ৩১৪)।

৩। শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ার বাধা দান করিবার বা জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সদবিশ্বাস ব্যতিরেকে কোন কাজ করা (ধারা ৩১৫)।

৪। দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য কাজের সাহায্যে জীবন্ত অজাত শিশুর মৃত্যু ঘটান (ধারা ৩১৬)।

৫। পিতা-মাতা বা তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশু পরিত্যাগ ও বর্জন করা (ধারা ৩১৭)।

৬। মৃতদেহের গুপ্ত ব্যবস্থাপনার সাহায্যে জন্ম গোপন করা (ধারা ৩১৮)।

আঘাত: যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির (১) দৈহিক যন্ত্রণা ২) পীড়া বা (৩) বৈকল্য ঘটায়, সেই ব্যক্তি আঘাত দান করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩১৯)। যে ব্যক্তি (ক) কোন কাজের সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে বা (খ) তদ্বারা তাহার কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া অনুরূপ কাজ সম্পাদন করে এবং তদ্বারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত দান করে বলিয়া গণ্য, সেই ব্যক্তি "স্বেচ্ছাকৃত-ভাবে আঘাত দান করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩২১)।

যে সকল কাজ আঘাত বলিয়া গণ্য হইবে তাহা আক্রমণ রূপেও গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আক্রমণ নহে এমন অনেক কাজ দ্বারাও আঘাত সংঘটিত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি খাদ্যে বিষ মিশাইয়া উহা অপরের টেবিলের উপর রাখে অথবা যে ঘাসের উপর দিয়া অপর কেহ হাটিতে অভ্যস্ত, সেই ঘাসের মধ্যে যে ব্যক্তি ছুরি লুকাইয়া রাখে অথবা যে ব্যক্তি অপরকে ফেলিবার জন্য রাস্তায় কুয়া খুঁড়ে, সেই ব্যক্তি আঘাত দানের অপরাধে দোষী, আক্রমণের অপরাধে দোষী নহে।

গুরুতর আঘাত: নিম্নোক্ত শ্রেণীর আঘাতসমূহই কেবল গুরুতর বলিয়া পরিগণিত:

১। পুরুষত্বহীনকরণ।

২। স্থায়ীভাবে দুই চক্ষের যে কোনটির দৃষ্টিশক্তি রহিতকরণ।

৩। স্থায়ীভাবে দুই কর্ণের যে কোনটির শ্রুতিশক্তি রহিতকরণ।

৪। যে কোন অঙ্গ বা গ্রন্থির অনিষ্ট সাধনকরণ।

৫। যে কোন অঙ্গ বা গ্রন্থির কর্মশক্তিসমূহের বিনাশ বা স্থায়ী ক্ষতি সাধনকরণ।

৬। মস্তক বা মুখমণ্ডলের স্থায়ী বিকৃতিকরণ।

৭। হাড় বা দন্ত ভঙ্গ বা গ্রন্থিচ্যুতকরণ।

৮। যে আঘাত জীবন বিপন্ন করে বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিশ দিন মেয়াদের জন্য তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা দান করে বা তাহাকে তাহার সাধারণ পেশা অনুসরণ করিতে অসমর্থ করে (ধারা ৩২০)।

গুরুতর আঘাত দানের উদ্দেশ্যে বা গুরুতর হইতে পারে জানিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দানকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করা বলে (ধারা ৩২২)।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ উপরোক্ত দুইটি অপরাধের মারাত্মক রূপ :

১। গুলি ছোড়ার, ছুরিকাঘাত করার বা কর্তন করার যে কোন যন্ত্র অথবা অস্ত্র যে কোন যন্ত্র যাহার ব্যবহারে মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে অথবা অগ্নি বা উত্তপ্ত বস্তু অথবা বিষ অথবা কোন বিস্ফোরক দ্রব্য অথবা কোন প্রাণীর সাহায্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত (ধারা ৩২৪) বা গুরুতর আঘাত দান করা (ধারা ৩২৬)।

২। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে সেই ব্যক্তি হইতে বলপূর্বক কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত ছিনাইয়া লইবার অথবা তাহাকে কোন অবৈধ কাজ বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিয়া দিতে পারে এইরূপ কোন কাজ করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত (ধারা ৩২৭) বা গুরুতর আঘাত প্রদান করা (ধারা ৩২৯)।

৩। কোন অপরাধ অনুষ্ঠান বা অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে বিষ অথবা কোন প্রকার সংজ্ঞা বিলোপকারী, প্রমত্তদায়ক বা ক্ষতিকর ঔষধ প্রয়োগ করিবার আঘাত দান করা (ধারা ৩২৮)।

৪। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি হইতে বলপূর্বক কোন অপরাধের অনুসন্ধান দিতে পারে—এইরূপ কোন স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায় করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন সম্পত্তি ফেরত দানের বা কোন দাবী মিটাইবার জন্য তাহাকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত (ধারা ৩৩০) বা গুরুতর আঘাত প্রদান করা (ধারা ৩৩১)।

৫। কোন সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনকালে অথবা তাহার কর্তব্য পালনে নিরস্ত করিবার বা বাধা দান করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত (ধারা ৩৩২) বা গুরুতর আঘাত প্রদান করা (ধারা ৩৩৩)।

গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনা বশতঃ আঘাত বা গুরুতর আঘাত প্রদান কঠোরভাবে দণ্ডনীয় নহে (ধারা ৩৩৪ ও ৩৩৫)। মনুষ্য জীবন বা অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্নকারী বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ কাজ প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষতি সাধিত না হইলেও দণ্ডনীয় (ধারা ৩৩৬), এবং উহার ফলে যদি আঘাত বা গুরুতর আঘাত প্রদান করা হয়, তাহা হইলে দণ্ড অধিকতর কঠোর হইবে (ধারা ৩৩৭ ও ৩৩৮)।

অবৈধ বাধা : কোন ব্যক্তিকে (১) তাহার যে দিকে গমনের অধিকার রহিয়াছে (২) সেই দিকে গমনে নিরস্ত করার জন্য (৩) স্বেচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদানকে অবৈধ বাধা বলে (ধারা ৩৩৯)।

কোন ব্যক্তিকে, সে যখন যেখানে আইনসম্মতরূপে যাইতে পারে, উহাতে কিঞ্চিত বেআইনী বাধা দানও দণ্ডনীয়।

অবৈধ অবরোধঃ কোন ব্যক্তিকে (১) কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকার বাহিরে গমনে নিরস্ত করার জন্য (২) অবৈধভাবে বাধা দানকে অবৈধ অবরোধ বলে (ধারা ৩৪০)।

অবৈধ অবরোধ এক প্রকারের অবৈধ বাধা। অবৈধ বাধা, কোন লোককে, সে যেখানে থাকিতে চায়, সেখান হইতে বাহিরে রাখে। অবৈধ অবরোধ কোন লোককে এমন সীমানার মধ্যে রাখে যেখান হইতে সে বাহিরে যাইতে চায় এবং যাইবার অধিকার থাকে।

অবৈধ অবরোধের ক্ষেত্রে পুরাপুরি বাধা থাকিতে হইবে, আংশিক বাধা হইলে চলিবে না। কেহ যদি অপর কাহারও পথের কোন এক নির্দিষ্ট দিকে বাধা দান করে এবং সে যেখানে আছে সেখানে থাকিতে দেয় অথবা অপর কোন দিকে সে ইচ্ছা করিলে যাইতে পারে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে অবৈধ অবরোধ করা হয় না। দৈহিক শক্তি বা প্রকৃত সংঘর্ষ ব্যতীত নৈতিক শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অবরোধ যথেষ্ট; বিদ্বেষ থাকার প্রয়োজন নাই। অবরোধের মেয়াদ দণ্ডের ব্যাপার ব্যতীত অপ্রাসঙ্গিক।

নিম্নবর্ণিত অপরাধসমূহ এই অপরাধের মারাত্মক রূপঃ

১। তিন বা ততোধিক দিনের জন্য অবৈধ অবরোধ (ধারা ৩৪৩)।

২। দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অবৈধ অবরোধ (ধারা ৩৪৪)।

৩। যে ব্যক্তির মুক্তিকল্পে রিট্ ইস্যু করা হইয়াছে, তাহার অবৈধ অবরোধ (ধারা ৩৪৫)।

৪। কোন ব্যক্তিকে গোপনে অবৈধভাবে অবরোধ করা, যাহাতে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যেন অবরুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি স্বার্থ সমন্বিত কোন ব্যক্তি বা কোন সরকারী কর্মচারী সেই ব্যক্তির অবরোধের কথা জানিতে না পারে (ধারা ৩৪৬)।

৫। বলপূর্বক সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত ছিনাইয়া লইবার, কিংবা অবৈধ কাজ করিতে বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিতে পারে এইরূপ কোন তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করা (ধারা ৩৪৭)।

৬। বলপূর্বক কোন অপরাধের অনুসন্ধান দিতে পারে—এইরূপ কোন অপরাধ স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায় করিবার উদ্দেশ্যে, কিংবা কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জমানত প্রত্যর্পণ করিতে বা করাইতে, অথবা কোন দাবী বা চাহিদা মিটাইতে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করা (ধারা ৩৪৮)।

বল প্রয়োগঃ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(১) যদি সে উক্ত অপর ব্যক্তিকে গতিশীল করায় বা তাহার গতি পরিবর্তন করায় বা তাহার গতি রোধ করায়, কিংবা

(২) যদি সে কোন বস্তুকে এইরূপে গতিশীল করায় বা তাহার গতি পরিবর্তন করায় বা তাহার গতি রোধ করায় যে উক্ত বস্তু (ক) উক্ত অপর ব্যক্তির শরীরের যে কোন অংশ বা (খ) উক্ত অপর ব্যক্তি কর্তৃক পরিহিত বা বাহিত অন্য কিছুর সংস্পর্শে আসে বা (গ) এইরূপ অবস্থিত অন্য কিছুর সংস্পর্শে আসে, যাহাতে অনুরূপ সংস্পর্শ উক্ত অপর ব্যক্তির অনুভূতিকে প্রভাবিত করে; তবে শর্ত এই যে, সে উহা নিম্নলিখিত তিন প্রকারের যে কোন প্রকারে করিবে ঃ

১। তাহার নিজ দৈহিক শক্তিতে।

২। যে কোন বস্তুর এইরূপ ব্যবস্থাপনা করিয়া যাহাতে উক্ত ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর কোন কাজ ব্যতিরেকেই উক্ত গতি অথবা উক্ত গতির পরিবর্তন বা বিরতি সাধিত হয়।

৩। যে কোন প্রাণীকে চলিতে, উহার গতি পরিবর্তন করিতে বা চলা হইতে বিরত হইতে প্রবৃত্ত করিয়া (ধারা ৩৪৯)।

অপরাধমূলক বল প্রয়োগ ঃ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির প্রতি 'অপরাধমূলক বল প্রয়োগ' করে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি সে ঃ

(১) কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করণার্থ,

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে,

(৩) উক্ত ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগ করে, কিংবা

(৪) অনুরূপ বল প্রয়োগের সাহায্যে যে ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগ করা হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, অথবা সেই ব্যক্তির ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করে (ধারা ৩৫০)।

আক্রমণ ঃ কোন ব্যক্তি 'আক্রমণ' করে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি সে—

(১) এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ জানিয়া,

(২) কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গি করে বা প্রস্তুতি নেয়,

(৩) যাহাতে উক্ত অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতি উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে এমন আশঙ্কা জাগাইবে যে,

(৪) অঙ্গভঙ্গিকারী বা প্রস্তুতি গ্রহণকারী ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগের উদ্যোগ করিতেছে (ধারা ৩৫১)।

অপরাধমূলক বল প্রয়োগ অপেক্ষা স্বল্পতর কোন কিছুর নাম আক্রমণ। প্রত্যেক অপরাধমূলক বল প্রয়োগের মধ্যেই আক্রমণ নিহিত আছে। শুধু মুখের কথাই আক্রমণ

বলিয়া গণ্য হয় না। তবে কোন ব্যক্তির মুখের কথা তাহার অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতিকে এইরূপ অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে যে উক্ত অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতি আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে (ব্যাখ্যা)।

গুরুতর উত্তেজনার মুখে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ কঠোরভাবে দণ্ডনীয় নহে। উক্ত উত্তেজনা স্বেচ্ছাকৃতভাবে উদ্দীপ্ত করা হইলে চলিবে না, অথবা উহা আইন পালনার্থ কৃত কোন কার্য দ্বারা বা কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে হইতে পারিবে না, অথবা উহা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকারের আইনানুগ প্রয়োগের ব্যাপারে কৃত কোন কার্য দ্বারা প্রদত্ত হইবে না।

'আক্রমণ' ও 'মারামারি'র মধ্যকার পার্থক্য ঃ

(১) 'আক্রমণ' যে কোন স্থানে সংঘটিত হইতে পারে, কিন্তু 'মারামারি' অবশ্যই সরকারী জায়গায় হইতে হইবে।

(২) 'আক্রমণ' ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য, কিন্তু 'মারামারি' জন-শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ 'আক্রমণ' ও 'অপরাধমূলক বল প্রয়োগে'র মারাত্মক রূপ ঃ

১। সরকারী কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধা দানের নিমিত্ত আক্রমণ ও অপরাধমূলক বল প্রয়োগ (ধারা ৩৫৩)।

২। কোন নারীর শালীনতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাহাকে আক্রমণ ও তৎপ্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ (ধারা ৩৫৪)।

৩। গুরুতর উত্তেজনার ফলে ব্যতীত, প্রকারান্তরে কোন ব্যক্তিকে অপমান করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ (ধারা ৩৫৫)।

৪। কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত সম্পত্তি চুরি করার উদ্যোগে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ (ধারা ৩৫৬)।

৫। কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করার উদ্যোগে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ (৩৫৭)।

মনুষ্য হরণ ঃ মনুষ্য-হরণ দুই প্রকারের ঃ

১। বাংলাদেশ হইতে মনুষ্য হরণ, ও

২। আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে মনুষ্য হরণ (ধারা ৩৫৯)। মনুষ্য হরণের শাস্তি সাত বৎসর কারাদণ্ড ও জরিমানা।

বাংলাদেশ হইতে মনুষ্য হরণ ঃ যে ব্যক্তি,

১। কোন ব্যক্তিকে (ক) উক্ত ব্যক্তি বা (খ) উক্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্মতি দানের জন্য আইনতঃ ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে,

২। বাংলাদেশ সীমানার বাহিরে বহন করিয়া নেয়, সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ হইতে অপহরণ করিবে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩৬০)।

আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে মনুষ্য হরণঃ যে ব্যক্তি,

১। (ক) পুরুষের ক্ষেত্রে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক বা (খ) নারীর ক্ষেত্রে ষোল বৎসরের কম বয়স্ক, কোন নাবালক, বা

২। কোন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির,

৩। আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বধান হইতে,

৪। অনুরূপ অভিভাবকের সম্মতি ব্যতিরেকে,

৫। (ক) ছিনাইয়া বা (খ) প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায়, সেই ব্যক্তি অনুরূপ নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে অপহরণ করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩৬১)।

এই ধারাগুলি অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদিগকে অপহরণের হাত হইতে রক্ষা করে, এবং নাবালক ও উম্মাদ ব্যক্তিদিগকে পিতামাতা ও অভিভাবকের আশ্রয় দানের অধিকারকেও রক্ষা করে।

অপহৃত ব্যক্তিকে অবশ্যই তাহার পিতামাতার আয়ত্তাধীন হইতে বলপূর্বক কিংবা অন্য যে কোন প্রকারে লইয়া যাইতে হইবে। আর সেইজন্য অপহৃত ব্যক্তির সম্মতিতে অপরাধের গুরুত্ব মোটেও কমিবে না। "লইয়া যাওয়া" কখন সম্পূর্ণ হয় এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত রহিয়াছে।

মনুষ্য হরণ ধারাবাহিক অপরাধ নহেঃ নাবালককে তাহার আইনানুগ অভিভাবকের নিকট হইতে লইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে মনুষ্য হরণের অপরাধ সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং তৎপরবর্তী লইয়া যাওয়ার কাজ আর কোন অপরাধ নহে। অনুরূপভাবে, যখন রক্ষণাবেক্ষণ পুরাপুরি থাকে, তখন মনুষ্য হরণের কোন সহায়তা হইতে পারে না।

অপহৃত ব্যক্তি যে ষোল বৎসরের কম বয়স্ক অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা জানিত না বা তাহার বিশ্বাস মতে অপহৃত ব্যক্তির কোন অভিভাবক ছিল না, ইহা কোন উপযুক্ত কৈফিয়ত নহে। কেহ এইরূপ কোন ব্যক্তির সহিত কোন প্রকার আচরণ করিলে তাহা নিজের অনিষ্টের জন্যই করিবে। আটকের মেয়াদ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

নারী বা শিশু হরণঃ যে ব্যক্তি,

(১) কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান হইতে গমন করার জন্য

(২) জোরপূর্বক বাধ্য করে, বা

(৩) কোন প্রতারণামূলক উপায়ে প্রলুব্ধ করে,

সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে হরণ করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩৬২)।

'নারী বা শিশু হরণ' এবং 'মনুষ্য হরণের মধ্যকার পার্থক্য ঃ

১। নারী বা শিশু হরণের ক্ষেত্রে অপহৃত ব্যক্তিকে আইনানুগ অভিভাবকত্বের আশ্রয় হইতে দূরে সরানো প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু 'মনুষ্য হরণে'র ক্ষেত্রে উহা প্রয়োজনীয়।

২। 'নারী বা শিশু হরণে'র ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ বা প্রতারণার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, কিন্তু 'মনুষ্য হরণের ক্ষেত্রে' উহা অনুপস্থিত।

৩। 'নারী বা শিশু হরণের ক্ষেত্রে অপহৃত ব্যক্তির বয়স অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু 'মনুষ্য হরণে'র ক্ষেত্রে অপহৃত ব্যক্তি পুরুষ হইলে তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসরের নীচে এবং স্ত্রী হইলে ষোল বৎসরের নীচে অবশ্যই হইতে হইবে।

নারী বা শিশু হরণ একটি ধারাবাহিক অপরাধ। অপহরণকালে যদি কোন স্ত্রীলোক এক ব্যক্তির নিকট হইতে অপর ব্যক্তির হাতে যায়, তবে সকলেই উক্ত অপরাধে দোষী।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ 'মনুষ্য হরণ' কিংবা 'নারী বা শিশু হরণে'র মারাত্মক রূপ ঃ

১। খুন করার উদ্দেশ্যে 'মনুষ্য হরণ' কিংবা 'নারী বা 'শিশু হরণ (ধারা ৩৬৪)।

২। কোন ব্যক্তিকে গোপনভাবে ও অবৈধভাবে অবরোধ করার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ (ধারা ৩৬৫)।

৩। দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে খুন বা গুরুতর আঘাত করার, কিংবা দাসত্ব করাইবার অথবা কোন ব্যক্তির কামলালসার বশে আনার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ করা (ধারা ৩৬৪-ক)।

৪। কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কিংবা তাহাকে অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ করা (ধারা ৩৬৬)।

৫। কোন নারীকে অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন বা ক্ষমতার অপব্যবহারের সাহায্যে বা বাধ্যবাধকতার অন্য কোন উপায়ে, অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন-সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে কোন স্থান হইতে গমন করিতে প্রলুব্ধ করা (ধারা ৩৬৬)।

৬। আঠার বৎসরের কম বয়সের কোন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া কোন স্থান হইতে গমন করিতে বা কোন কাজ

করিতে প্রলুব্ধ করা যে, উক্ত বালিকাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন-সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা হইবে (ধারা ৩৬৬-ক)।

৭। একুশ বৎসরের কম বয়স্কা কোন বালিকাকে বিদেশ হইতে অবৈধ যৌন-সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে বা অনুরূপ করা হইবে জানিয়া আমদানী করা (ধারা ৩৬৬-খ)।

৮। কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত প্রদান বা দাসত্বাধীন করার বা কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তির অধীন করার উদ্দেশ্যে অপহরণ করা (ধারা ৩৬৭)।

৯। অপহৃত বা হরণকৃত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে গোপন বা অবরোধ করা (ধারা ৩৬৮)।

১০। দেহাভরণ চুরি করার অভিপ্রায়ে দশ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু অপহরণ বা হরণ করা (ধারা ৩৬৯)।

দাসত্ব ঃ দাসত্ব সম্পর্কে দুইটি বিধান রহিয়াছে,

১। (ক) কোন ব্যক্তিকে দাসরূপে আমদানী, রপ্তানী, অপসারণ, ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তান্তর করা, অথবা

(খ) কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসরূপে গ্রহণ, হস্তগত বা আটক করা (ধারা ৩৭০)।

দাসরূপে কোন ব্যক্তির বিক্রয় বা হস্তান্তর হইতে হইবে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাসের ব্যক্তিত্বে দাস হিসাবে সম্পত্তির দাবী করে সেই ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তরের মাধ্যমে অপরের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে। পিতামাতা কর্তৃক শিশু হস্তান্তরের আইনানুগ চুক্তি এই অপরাধের আওতায় পড়ে না, যেমন প্রতিপালনের জন্য শিশু প্রদান, বিবাহের জন্য মেয়ে ক্রয় ইত্যাদি।

২। অভ্যাসগতভাবে দাস আমদানী, রপ্তানী, অপসারণ, ক্রয়, বিক্রয়, বেচা-কেনা করা বা দাসের কারবার করা (ধারা ৩৭১)।

অসৎ উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিক্রয় ঃ অসৎ উদ্দেশ্যে আঠার বৎসরের কম বয়স্ক লোকদের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে দুইটি বিধান রহিয়াছে ঃ

১। আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি যে কোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য কোন লোকের সহিত অবৈধ যৌন-সহবাস, অথবা কোন বেআইনী ও অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে সেই উদ্দেশ্যে, কিংবা অনুরূপ ব্যক্তি যে কোন বয়সে অনুরূপ যে কোন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া তাহাকে বিক্রয় করা, ভাড়া দেওয়া বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করা (ধারা ৩৭২)।

২। অনুরূপ ব্যক্তিকে অনুরূপ উদ্দেশ্যে ক্রয় করা, ভাড়া করা বা প্রকারান্তরে তাহার অধিকার লাভ করা (ধারা ৩৭৩)।

যে ক্ষেত্রে আঠার বৎসরের কম বয়স্কা কোন নারীকে কোন বেশ্যা বা বেশ্যালয় পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয়, অথবা যখন কোন বেশ্যা বা বেশ্যালয় পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তি আঠার বৎসরের কম বয়স্কা কোন নারীর অধিকার লাভ করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত নারীর হস্তান্তরকারী বা অধিকার লাভকারী ব্যক্তি বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে তাহাকে হস্তান্তর বা তাহার অধিকার লাভ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে (ব্যাখ্যা ১, ধারা ৩৭২ ও ৩৭৩)।

"অবৈধ যৌন-সহবাস" বলিতে এইরূপ দুই ব্যক্তির মধ্যে যৌন-সহবাস বুঝাইবে যাহারা বিবাহ অথবা বিবাহ বলিয়া গণ্য না হইলেও তাহাদের উভয়ই যে সম্প্রদায়-ভুক্ত, সেই সম্প্রদায়ের অথবা তাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার বেলায় অনুরূপ উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন বা প্রথা কর্তৃক তাহাদের মধ্যে অর্ধ-বৈবাহিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া স্বীকৃত এমন কোন সংযোগ বা বন্ধন দ্বারা মিলিত হয় নাই (ব্যাখ্যা ২, ধারা ৩৭২ ও ৩৭৩)।

বেআইনীভাবে কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রমে বাধ্য করা (ধারা ৩৭৪)।

নারী ধর্ষণ ঃ যে ব্যক্তি কোন নারীর সহিত,

(১) তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ; বা

(২) তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে ; বা

(৩) তাহার সম্মতিক্রমে—যে ক্ষেত্রে তাহাকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার সম্মতি আদায় করা হয় ; বা

(৪) তাহার সম্মতিক্রমে—যে ক্ষেত্রে লোকটি জানে যে সে তাহার স্বামী নহে, এবং সে (নারীটি) এই বিশ্বাসে সম্মতি দান করে যে সে (পুরুষটি) অন্য কোন লোক যাহার সহিত সে আইনানুগভাবে বিবাহিত অথবা সে নিজেকে তাহার সহিত আইনানুগভাবে বিবাহিত বলিয়া বিশ্বাস করে ; বা

(৫) তাহার সম্মতি সহকারে বা ব্যতিরেকে—যে ক্ষেত্রে সে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্কা হয়—

যৌন-সহবাস করে, সেই ব্যক্তি 'নারী ধর্ষণ' করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩৭৫)। নারী ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দশ বৎসরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড (ধারা ৩৭৬)।

অনুপ্রবেশই নারী ধর্ষণের অপরাধ রূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য যৌন-সহবাস অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যথেষ্ট বিবেচিত হইবে (ব্যাখ্যা)।

কোন পুরুষ কর্তৃক তাহার স্ত্রীর সহিত যৌন-সহবাস—স্ত্রীর বয়স তের বৎসরের কম না হইলে—নারী ধর্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে না (ব্যতিক্রম)।

১৯২৫ সালের ২৯ আইনের ৪ ধারা মতে, কোন লোক তাহার স্ত্রীর সহিত যৌন ক্রিয়া করিলে এবং স্ত্রী যদি তের বৎসর বয়সে উত্তীর্ণ নাও হয়ে থাকে তবুও তাহা নারী ধর্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, অবশ্য এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে সেই লোকের উক্ত স্ত্রীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে এবং বলবৎ হওয়ার সময়ে স্ত্রীর বয়স বার বৎসর উত্তীর্ণ হইতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, এই আইন ১৯২৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে বলবৎ করা হয়।

কোন নারীর উপর অশোভনীয় আক্রমণ নারী ধর্ষণ অনুষ্ঠানের প্রয়াস বলিয়া গণ্য হয় না, যদি আদালত এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় এবং সকল বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তাহার কামলালসা চরিতার্থ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল।

অস্বাভাবিক অপরাধ : (১) কোন পুরুষ নারী বা জন্তুর সহিত (২) প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে (৩) যৌন-সহবাস করাকে অস্বাভাবিক অপরাধ বলে (ধারা ৩৭৭)।

সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ: ১৭শ পরিচ্ছেদ দণ্ডবিধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছদ। এই পরিচ্ছেদে আলোচিত অপরাধসমূহকে নিম্নরূপ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় :

১। সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতকরণ, ধারা ৩৭৮ হইতে ৪২৪ পর্যন্ত অর্থাৎ—চুরি, বলপূর্বক গ্রহণ, দস্যুতা, ডাকাতি, চোরাই মাল গ্রহণ, প্রতারণা ও প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ এবং প্রতারণামূলক দলিল।

২। সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, ধারা ৪২৫ হইতে ৪৪০ পর্যন্ত, অর্থাৎ অনিষ্ট এবং অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ।

৩। অন্যান্য কতিপয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির অধিকার লঙ্ঘন, ধারা ৪৪১ হইতে ৪৬২ পর্যন্ত, অর্থাৎ—অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ, অনধিকার গৃহপ্রবেশ, সিঁধেল চুরি এবং ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ।

চুরি : যে ব্যক্তি,

(১) কোন ব্যক্তির দখল হইতে,

(২) কোন অস্থাবর সম্পত্তি,

(৩) উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে,

(৪) অসাধুভাবে গ্রহণ করার মতলবে,

(৫) অনুরূপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি স্থানান্তর করে, সেই ব্যক্তি চুরি করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩৭৮)।

চুরির শাস্তি তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৩৭৯)।

মাটির সহিতসংযুক্ত কোন বস্তু মাটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে চুরির বিষয়বস্তু হইতে পারে। কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর গতির প্রতিবন্ধক অপসারণ করিলে সেই ব্যক্তি উক্ত বস্তু স্থানান্তর করে বলিয়া গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে হাঁটায়, সেই ব্যক্তি উক্ত জন্তু কর্তৃক স্থানান্তরিত প্রত্যেক বস্তুকে স্থানান্তর করে বলিয়া গণ্য হইবে। মালিকের সম্মতি স্পষ্ট বা পরোক্ষ হইতে পারিবে (ব্যাখ্যাসমূহ)।

সম্পত্তি স্থানান্তর করার সময় অসাধুভাবে গ্রহণ করার মতলব অবশ্যই থাকিতে হইবে। অন্যথায় উহা চুরি বলিয়া গণ্য হইবে না। গ্রহণ স্থায়ীভাবে হওয়া কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তির উহা হইতে কোন লাভ পাওয়া প্রয়োজন নহে। কোন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পত্তি স্থানান্তরিত হইলে উহা চুরি বলিয়া গণ্য হয় না। অধিকারের নির্ভেজাল দাবী অসাধুতার অনুমানকে খণ্ডন করে। কিন্তু কোন মহাজন তাহার খাতকের সম্পত্তি দেনা আদায়ের জন্য স্থানান্তর করিলে দায়ী হইবে। যে ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি অন্যের অধিকার হইতে অসাধুভাবে গ্রহণ করে সে, এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং যাহার অধিকার হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করা হয় সে মালিক নাও হইতে পারে। যৌথ মালিকদের কোন একজন যদি অসাধুভাবে যৌথ সম্পত্তির একান্ত অধিকার গ্রহণ করে, তবে সে চুরির অপরাধে দোষী হইবে। এই অপরাধের জন্য বস্তুটিকে উহার জায়গা হইতে একটুখানি স্থানান্তর করাই যথেষ্ট। সম্পত্তি উহার মালিকের আওতার মধ্যে আছে কিনা তাহা বিবেচ্য নহে।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ এই অপরাধের মারাত্মক রূপ :

১। মনুষ্য-বসবাস বা সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় —এইরূপ অট্টালিকা, তাঁবু বা জাহাজে চুরি (ধারা ৩৮০)।

২। কেরাণী বা চাকর হইয়া মনিবের অধিকারভুক্ত কোন সম্পত্তি চুরি করা (ধারা ৩৮১)।

৩। চুরি করার উদ্দেশ্যে বা চুরি করার পর নিজের পলায়ন সুগম করার উদ্দেশ্যে, অথবা চুরির দ্বারা গৃহীত মাল রক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার বা তাহাকে আঘাত দান করিবার বা তাহাকে আটকাইবার, কিংবা তাহাকে মৃত্যু বা আঘাত বা আটকানোর ভয় দেখাইবার প্রস্তুতি লইয়া চুরি করা (ধারা ৩৮২)।

বলপূর্বক গ্রহণ : যে ব্যক্তি,

১। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে—

(ক) উক্ত ব্যক্তি, বা

(খ) অন্য কাহারও প্রতি ক্ষতির ভয় দেখায়, এবং তদ্দ্বারা—

২। উক্ত ভয় প্রদর্শিত ব্যক্তিকে

৩। কোন ব্যক্তির নিকট

(ক) কোন সম্পত্তি, বা

(খ) মূল্যবান জমানত, কিংবা

(গ) স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরকৃত কোন কিছু যাহা মূল্যবান জমানতে রূপান্তরিত হইতে পারে—হস্তান্তর করিতে অসাধুভাবে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি "বলপূর্বক গ্রহণ" করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩৮৩)।

সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রলোভন অসাধুভাবে, অর্থাৎ অন্যায়ভাবে লাভ বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে হইতে হইবে।

বলপূর্বক গ্রহণে 'ভয়' এইরূপ হইতে হইবে, যাহাতে যে ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করা হয় তাহার মনকে অস্থির করিয়া তোলে এবং তাহার কাজের সেই মুক্ত স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বৈশিষ্ট্য যাহা একাকীই সম্মতি গড়িয়া তোলে, লোপ পাইতে হইবে। 'ভয়' অবশ্যই সম্পত্তি হস্তান্তরের পূর্বে হইতে হইবে। সুতরাং হুমকি ব্যতীত প্রাপ্ত সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আটকাইয়া রাখা বলপূর্বক গ্রহণ বলিয়া গণ্য হইবে না। এমনকি উহাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য পরে হুমকি প্রদর্শন করা হইলেও বলপূর্বক গ্রহণ বলিয়া গণ্য হইবে না।

'চুরি' ও 'বলপূর্বক গ্রহণে'র মধ্যকার পার্থক্য ঃ

(১) 'চুরি'র ক্ষেত্রে সম্পত্তি মালিকের সম্মতি ব্যতীত লওয়া হয়; 'বলপূর্বক গ্রহণে'র ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে তাহার কিংবা অন্য কাহারও ক্ষতির ভয় দেখাইয়া সম্মতি আদায় করা হয়।

(২) 'চুরি' কেবল অস্থাবর সম্পত্তির বেলায় হইতে পারে; 'বলপূর্বক গ্রহণ' স্থাবর সম্পত্তির বেলায়ও হইতে পারে।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ বলপূর্বক গ্রহণের মারাত্মক রূপ ঃ

১। বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতির ভীতি প্রদর্শন বা প্রদর্শনের উদ্যোগ করা (ধারা ৩৮৫)।

২। কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির প্রতি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলপূর্বক গ্রহণ করা (ধারা ৩৮৬)।

৩। বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির প্রতি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখান বা দেখাইবার উদ্যোগ করা (ধারা ৩৮৭)।

৪। মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে বা দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের কিংবা অপর কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠান করিতে প্রলুব্ধ করার উদ্যোগের অভিযোগের ভয় দেখাইয়া বলপূর্বক গ্রহণ করা (ধারা ৩৮৮)।

৫। বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে উপরোক্ত অপরাধের অভিযোগ করার ভয় দেখান বা দেখাইবার উদ্যোগ করা (ধারা ৩৮৯)।

দস্যুতা ঃ চুরি কিংবা বলপূর্বক গ্রহণের মারাত্মক রূপ 'দস্যুতা'। সকল 'দস্যুতা'য় চুরি কিংবা বলপূর্বক গ্রহণের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যদি—

১। চুরি করার উদ্দেশ্যে বা চুরি করার কালে, কিংবা

২। চুরির সাহায্যে লব্ধ সম্পত্তি বহন বা বহনের উদ্যোগ কালে,

৩। অপরাধকারী তদুদ্দেশ্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে (ক) কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা তাহাকে আঘাত দান করে বা তাহাকে অবৈধভাবে আটক করে বা করার উদ্যোগ করে, কিংবা (খ) তাহাকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করে বা করার উদ্যোগ করে।

তাহা হইলে উক্ত চুরি 'দস্যুতা' বলিয়া গণ্য হইবে।

যদি বলপূর্বক গ্রহণ কালে অপরাধকারী ব্যক্তি ঃ

১। ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত থাকে, এবং

২। উক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অবৈধ অবরোধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলপূর্বক গ্রহণ করে, এবং

অনুরূপভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়া অনুরূপ ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক গৃহীত বস্তু সমর্পণ করিতে বাধ্য করে,

তাহা হইলে বলপূর্বক গ্রহণ 'দস্যুতা' বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩৯০)।

দস্যুতার শাস্তি দশ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। আর যদি রাজপথে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে দস্যুতা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইল উক্ত কারাদণ্ড চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইতে পারিবে (ধারা ৩৯২)। দস্যুতা অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ করার শাস্তি সাত বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড (ধারা ৩৯৩)। আঘাত প্রদান করা হইলে তজ্জন্য শাস্তি যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর বা দশ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড (ধারা ৩৯৪)। অপরাধকারী ব্যক্তিকে উপস্থিত বলিয়া ধরা হইবে, যদি সে অপর ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম এতটুকু নিকটে থাকে।

চোরের হাতে দুর্ঘটনাবশতঃ জখম হইয়া থাকিলে তাহা দস্যুতার রূপান্তরিত হইবে না। অনুরূপভাবে ধরা পড়া হইতে বাঁচিবার জন্য আঘাত প্রদান করিয়া থাকিলে তাহাও দস্যুতা বলিয়া গণ্য হইবে না।

অভ্যাসগতভাবে চুরি বা দস্যুতা করার উদ্দেশ্যে ভবঘুরে বা অন্য কোন প্রকার দলভুক্ত ব্যক্তিদের সংঘবদ্ধ হওয়া দণ্ডনীয় (ধারা ৪০১)।

ডাকাতি : (১) যে ক্ষেত্রে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে কোন দস্যুতা অনুষ্ঠান করে বা করার উদ্যোগ করে, কিংবা

(২) যে ক্ষেত্রে মিলিতভাবে দস্যুতাকারী ব্যক্তিগণের এবং উপস্থিত ও অনুরূপ দস্যুতা অনুষ্ঠানে বা উহার উদ্যোগে সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের মোট সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক হয়।

সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ অনুষ্ঠানকালে উদ্যোগকারী বা সাহায্যকারী প্রত্যেক ব্যক্তি "ডাকাতি" করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩৯১)। ডাকাতির শাস্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দশ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড (ধারা ৩৯৫)।

ডাকাতি অনুষ্ঠানকালে ডাকাতদের কেহ যদি খুন করে, তবে তাহাদের প্রত্যেকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বা দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে (ধারা ৩৯৬)। ডাকাতি অনুষ্ঠানকালে খুন হইয়া থাকিলে যে করে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় কোন ডাকাত সেই ঘরের ভিতরে কিংবা বাহিরে থাকায় কোন পার্থক্য নাই। সকলের সম্মুখে খুন হওয়াও আবশ্যকীয় নহে।

ডাকাতি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ দণ্ডনীয় (ধারা ৩৯৯)। অনুরূপভাবে ডাকাত দলভুক্ত হওয়া (ধারা ৪০০)। কিংবা ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়াও দণ্ডনীয় (ধারা ৪০২)।

মারাত্মক ধরনের দস্যুতা ও ডাকাতি নিম্নরূপ :

১। দস্যুতা বা ডাকাতি করার কালে অপরাধকারীর কোন মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করা বা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান বা তাহাকে গুরুতর আঘাত দান করা, কিংবা কোন ব্যক্তির প্রতি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাইবার উদ্যোগ করা (ধারা ৩৯৭)। এই অপরাধের শাস্তি সাত বৎসর কারাদণ্ডের কম নহে।

এই বিধান কেবল এইরূপ অপরাধকারীর প্রতিই প্রযোজ্য যে প্রকৃতপক্ষে মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে বা গুরুতর আঘাত দান করে।

২। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দস্যুতা বা ডাকাতি করার উদ্যোগ করা (ধারা ৩৯৮)।

অপরাধমূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ : যে ব্যক্তি,

১। কোন অস্থাবর সম্পত্তি

২। অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বা তাহার নিজস্ব ব্যবহারে পরিণত করে।

সেই 'অপরাধমূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ' করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৪০৩)। এই অপরাধের শাস্তি দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড।

শুধু সাময়িক কালের জন্য আত্মসাৎকরণও এই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি পাইয়া উহা সংরক্ষণ করা কিংবা মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে সে এই অপরাধে দোষী নহে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে মালিককে চিনে বা উহার মালিককে আবিষ্কার করার যুক্তিসঙ্গত মাধ্যম ব্যবহার করার পূর্বে অথবা সে উহা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া বা মালিককে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়া সদ্‌বিশ্বাসে বিশ্বাস না করিয়া যদি সে আত্মসাৎ করে, তবে সে এই অপরাধে দোষী হইবে (ব্যাখ্যা ১ ও ২)।

সম্পদ যখন নির্দোষভাবে কাহারও অধিকারে আসে এবং পরে যেখানে উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয় কিংবা পূর্বে অজ্ঞাত কোন নতুন তথ্য জানা যায়, তখন সম্পদ আটকাইয়া রাখা বেআইনী ও প্রতারণামূলক হইয়া পড়ে এবং এই অপরাধ তখনই অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং কাহারও নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভৃত্য কর্তৃক অর্থ আটকাইয়া রাখাও অপরাধমূলকভাবে আত্মসাৎকরণ হইতে পারে এমনকি সে যদিও উহা তাহার প্রাপ্য বেতন বাবদ রাখিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ভুলবশতঃ প্রদত্ত অর্থ নিজের নিকট রাখে সে অপরাধমূলকভাবে আত্ম-সাৎকরণ অপরাধে দোষী। কিন্তু যে সকল বস্তু প্রকৃতপক্ষে পরিত্যক্ত সেই সম্পর্কে অপরাধমূলকভাবে আত্মসাৎকরণ হইতে পারে না।

"চুরি" ও "অপরাধমূলক আত্মসাৎকরণে"র মধ্যকার পার্থক্য ঃ

(১) 'চুরি'র ক্ষেত্রে সম্পত্তি অন্য লোকের অধিকার হইতে লওয়া হয় এবং অপরাধকারী কর্তৃক সম্পত্তি স্থানান্তর করা মাত্র অপরাধ সংঘটিত হয়। 'অপরাধমূলক আত্মসাৎকরণে'র ক্ষেত্রে অপরের অধিকার হস্তক্ষেপ করা হয় না। সম্পত্তি প্রায়ই নির্দোষভাবে অধিকারে আসে।

(২) 'চুরির' ক্ষেত্রে অসৎ উদ্দেশ্য হওয়ার পূর্বে হইতে হইবে; 'অপরাধমূলক আত্মসাৎকরণে'র ক্ষেত্রে সম্পত্তি রূপান্তরিত বা আত্মসাৎ করার পরবর্তী উদ্দেশ্যের ফলে অপরাধ সংঘটিত হয়।

'অপরাধমূলক আত্মসাৎকরণ' ও 'প্রতারণার' মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। 'অপ-রাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গে'র ন্যায় 'অপরাধমূলক আত্মহত্যাকরণে'র ক্ষেত্রে মূলতঃ সম্পত্তি গ্রহণ বৈধ, অসাধু রূপান্তরকরণ পরে অনুষ্ঠিত হয়। 'প্রতারণা'র ক্ষেত্রে প্রতারণার মাধ্যমে বস্তুটি অধিকারে আনয়ন করা হয়।

অপরাধমূলক আত্মসাৎকরণের 'মারাত্মক' রূপ হইতেছে, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাহার অধিকারভুক্ত সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎকরণ (ধারা ৪০৪)।

অপরাধমূলক বিশ্বাস-ভঙ্গ । যে ব্যক্তি,

(১) যে কোন প্রকারে (ক) কোন সম্পত্তি বা (খ) সম্পত্তির উপরকার আধিপত্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া,

(২) উক্ত সম্পত্তি অসাধুভাবে (ক) আত্মসাৎ করে বা (খ) তাহার নিজের ব্যবহারে পরিণত করে, কিংবা

(৩) (ক) অনুরূপ ট্রাস্ট, পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণকারী আইনের যে কোন নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া, বা (খ) অনুরূপ ট্রাস্ট, পরিচালনা সম্পর্কে তৎ-কর্তৃক প্রণীত স্পষ্ট বা পরোক্ষ কোন আইনানুগ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া,

(৪) অসাধুভাবে (ক, উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করে বা (খ) উহার ব্যবস্থাপনা করে, অথবা

(৫) ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ করার অনুমতি দান করে,

সেই ব্যক্তি 'অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ' করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৪০৫)। এই অপরাধের শাস্তি তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৪০৬)।

'অপরাধমূলক আত্মসাৎকরণ' ও 'অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গে'র মধ্যকার পার্থক্য ঃ

(১) পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে, সম্পত্তি কোন ঘটনাক্রমে অপরাধকারীর অধিকারে আসে এবং পরে সে উহা আত্মসাৎ করে ; শেষোক্ত ক্ষেত্রে, অপরাধকারী আইনসঙ্গত-ভাবে সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হয় এবং সে অসাধুভাবে উহা আত্মসাৎ করে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে তদরূপ করার অনুমতি দান করে।

(২) 'অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ' একমাত্র ট্রাস্ট, রক্ষক হিসাবে কোন ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিত সম্পত্তির রূপান্তরকরণে প্রয়োজন হয় ; 'অপরাধমূলক আত্মসাৎকরণ' অপরাধকারীর অধিকারে যে কোন প্রকার আগত সম্পত্তির বেলায় হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের মারাত্মক রূপ ঃ

১। বাহক, ঘাটোয়াল বা গুদাম রক্ষক কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণ (ধারা ৪০৭)।

২। কেরাণী বা চাকর কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গকরণ (ধারা ৪০৮)।

৩। সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্কার, বণিক, আড়তদার, দালাল, এটর্ণী বা এজেন্ট কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গকরণ (ধারা ৪০৯)।

চোরাই মাল—(১) যে সম্পত্তির অধিকার (ক) চুরি বা (খ) বলপূর্বক গ্রহণ, বা (গ) দস্যুতার ফলে হস্তান্তরিত হইয়াছে,

(২) যে সম্পত্তি অপরাধমূলকভাবে আত্মসাৎ করা হইয়াছে, অথবা

(৩) যে সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইয়াছে, সেই সম্পত্তি "চোরাই মাল" বলিয়া অভিহিত হইবে।

উক্ত হস্তান্তর, আত্মসাৎকরণ বা বিশ্বাস ভঙ্গকরণ বাংলাদেশের ভিতরে বাহিরে যেখানেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, অনুরূপ সম্পত্তি 'চোরাই মাল' রূপেই গণ্য হইবে। কিন্তু পরে যদি উহা এমন ব্যক্তির অধিকারে আসে যে আইনতঃ উহা অধিকার করার অধিকারী, তাহা হইলে উহা আর 'চোরাই মাল' বলিয়া গণ্য হইবে না (ধারা ৪১০)। চোরাই মাল রূপে জানিয়া চোরাই মাল গ্রহণ বা লাভকরণ তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় (ধারা ৪১১)। এই ধারা প্রকৃত চোরের প্রতি প্রযোজ্য নহে।

চোরাই মাল যদি মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয় এবং সে উহা কোন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে চোরকে ফেরত দেয়, তাহা হইলে উহা আর চোরাই মাল বলিয়া গণ্য হয় না; এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে উহা গ্রহণের দায়ে দোষী করা যায় না, যদিও সে উহা চোরাই মাল রূপে জানিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

সম্পত্তি 'অসাধুভাবে রক্ষণ' ও 'অসাধুভাবে গ্রহণে'র মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, অসাধুতা সম্পত্তির অধিকার লাভের পরে সংঘটিত হয়; এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে উহা অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। সুতরাং কেহ যদি সম্পত্তি গ্রহণ কালে উহা চোরাই মাল বলিয়া না জানে, তাহা হইলে উহা গ্রহণের দায়ে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কিন্তু সে যদি পরে উহা চোরাই মাল বলিয়া জানে কিংবা চোরাই মাল বলিয়া বিশ্বাস করার কারণ থাকে এবং তাহার পরও উহা নিজের নিকট রাখে তাহা হইলে সে 'রক্ষণে'র দায়ে দোষী হইবে। চোরাই মাল কেবল নিজের অধিকারে রাখার কারণে চোর বা চোরাই মাল গ্রহণকারীর কাহারও চোরাই মাল রক্ষণের অপরাধ হয় না।

চোরাই মাল অন্য কোন সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা হইলে, কিংবা অন্য কোন সম্পত্তির সহিত পরিবর্তন করা হইলে উক্ত রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত সম্পত্তি চোরাই মাল বলিয়া গণ্য হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন—চোরাই চেকের অর্থ বা চোরাই টাকার নোটের ভাঙ্গানো অর্থ।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশ স্বরূপ কোন ষাঁড় ছাড়িয়া দিলে এবং কাহারও উহার মালিকানা না থাকিলে উহা চুরির বিষয়বস্তু হইতে পারে না।

যদি বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বস্তু এক সময়ে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে কেবল একবার গ্রহণের দায়েই দোষী করা হইবে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রহণের দায়ে দোষী করা হইবে না।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ এই অপরাধের মারাত্মক রূপ ঃ

১। ডাকাতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপহৃত মাল অসাধুভাবে গ্রহণ করা (ধারা ৪১২)।

২। অভ্যাসগতভাবে চোরাই মাল বেচা-কেনা করা (ধারা ৪১৩ ।

৩। স্বেচ্ছাকৃতভাবে চোরাই মাল গোপন বা হস্তান্তর বা নষ্ট করার ব্যাপারে সহায়তা করা (ধারা ৪১৪)।

প্রতারণা : যে ব্যক্তি,

১। কোন ব্যক্তিকে ফাঁকি দিয়া,

২। প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে উক্ত ফাঁকিপ্রদত্ত ব্যক্তিকে,

৩। কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিতে, বা

৪। কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যাপারে সম্পত্তি দান করিতে প্ররোচিত করে, কিংবা

৫। ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ফাঁকিপ্রদত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ কোন কাজ করিতে বা উহা করা হইতে বিরত থাকিতে প্ররোচিত করে যে কাজ সে অনুরূপভাবে ফাঁকিপ্রদত্ত না হইলে করিত না বা উহা করা হইতে বিরত থাকিত না, এবং

৬। যে কাজ বা বিরতি উক্ত ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করে বা করার সম্ভাবনা রহিয়াছে,

সেই ব্যক্তি 'প্রতারণা' করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৪১৫)।

অসাধুভাবে তথ্য গোপনকরণ ফাঁকি বলিয়া বিবেচিত (ব্যাখ্যা)। এই অপরাধের শাস্তি এক বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৪১৭)।

বলপূর্বক গ্রহণের ন্যায় অন্যায়ভাবে সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে প্রতারণা করা হয়। পার্থক্য এই যে, পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে ভয় দেখাইয়া এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে ফাঁকি দিয়া সম্মতি আদায় করা হয়।

প্রতারণা ও চুরির মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে :

১। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে, ফাঁকির মাধ্যমে সংগৃহীত সম্পত্তি স্থাবর বা অস্থাবর হইতে পারে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে উহা অবশ্যই অস্থাবর হইতে হইবে।

২। চুরির বেলায় সম্পত্তি মালিকের সম্মতি ব্যতীত লওয়া হয়, 'প্রতারণা'র বেলায় মালিকের সম্মতি ফাঁকি দিয়া লওয়া হয়।

প্রকাশ্য শব্দের মাধ্যমে প্রতারণা করা প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু কাহাকেও ফাঁকি দেওয়া প্রয়োজনীয়। কেহ যদি ফাঁকি কি তাহা জানে এবং তদনুযায়ী কাজ করে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ফাঁকি দিল সে প্রতারণা করার উদ্যোগ গ্রহণের দায়ে দোষী হইবে, কিন্তু প্রতারণার দায়ে দোষী হইবে না। যাহাকে ফাঁকি দেওয়া হয় সে ব্যতীত

অপর কেহও যদি ফাঁকি প্রদত্ত হয় তাহা হইলেও এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে। অনুরূপভাবে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকিবার প্রয়োজন নাই। জনসাধারণ্যে কেহ যদি ভুয়া প্রস্‌পেক্টাস্‌ বা হিসাবপত্র প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে প্রতারণার দায়ে দোষী হইবে, যদিও নির্দিষ্ট করিয়া কাহাকেও ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্য থাকে না।

ফাঁকি যদি ভবিষ্যৎ কোন ঘটনা সম্পর্কিত হয়, তাহা হইলে যখন ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে তখন প্রতারণা করার উদ্দেশ্যের প্রমাণ থাকিতে হইবে। কোন অঙ্গীকার পালনে শুধু ব্যর্থতাই যথেষ্ট নহে। কোন ব্যক্তি তাহার অঙ্গীকার পালনের ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু পরে সে তাহার মন পরিবর্তন করিতে পারে।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ প্রতারণার মারাত্মক রূপ ঃ

১। অপরাধকারী যে ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করিতে বাধ্য সেই ব্যক্তির কোন অন্যায় ক্ষতি সাধিত হইতে পারে এইরূপ অবগতি মতে প্রতারণাকরণ (ধারা ৪১৮)।

২। অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণাকরণ (ধারা ৪১৯)।

৩। প্রতারণাকরণ এবং তদ্দ্বারা অনুরূপ ফাঁকি প্রদত্ত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিতে, অথবা কোন মূল্যবান জমানত, কিংবা মূল্যবান জমানতে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্য কোন স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরকৃত বস্তু প্রস্তুত, পরিবর্তন, অথবা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ বিনষ্ট করার জন্য অসাধুভাবে প্ররোচিত করণ (ধারা ৪২০)।

অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণাকরণ ঃ কোন ব্যক্তি,

১। অপর কোন ব্যক্তি বলিয়া ভান করিয়া, বা

২। জ্ঞাতসারে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিরূপে প্রতিস্থাপিত করিয়া, কিংবা

৩। সে বা অপর কোন ব্যক্তি, সে বা অনুরূপ অপর ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি হইতে ভিন্নতর কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া, প্রতারণা করিলে সেই ব্যক্তি 'অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা' করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৪১৬)।

যে ব্যক্তির রূপ ধারণ করা হয়, সে ব্যক্তি কোন প্রকৃত বা কল্পিত ব্যক্তি যাহাই হউক না কেন, অপরাধটি অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া বিবেচিত হইবে (ব্যাখ্যা)। এই অপরাধের শাস্তি তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৪১৭)।

যখনই কেহ কথা, কাজ বা ইঙ্গিত দ্বারা নিজেকে অন্যের পরিচয় দিয়া চালায় এবং সেই অপর ব্যক্তির অধিকার ভোগ করে, তখনই সে উক্ত ব্যক্তির রূপ ধারণ করে বলিয়া বিবেচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ক যদি কোন পরীক্ষায় নিজেকে খ বলিয়া পরিচয় দেয়, অথবা সে যে বর্ণের নহে সেই বর্ণের বলিয়া দাবী করে, অথবা স্বীয় মর্যাদার মিথ্যা বিবরণ দেয়, তাহা হইলে সে এই অপরাধ অনুষ্ঠান করে।

প্রতারণামূলক দলিল ও প্রতারণামূলক হস্তান্তরকরণ

প্রতারণামূলক দলিল ও প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ সম্পর্কিত বিধানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন নিবারণার্থ অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি অপসারণ বা গোপনকরণ বা হস্তান্তরকরণ (ধারা ৪২১)।

২। অপরাধকারী বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য পাওনাদারদের ঋণ বা দাবী ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে বাধা দান করা (ধারা ৪২২)।

৩। কোন সম্পত্তি হস্তান্তর বা কোন প্রকারে দায়গ্রস্ত করার জন্য এবং অনুরূপ হস্তান্তরের মূল্য বা দায় সম্পর্কিত, অথবা উহা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপকারার্থ কার্যকরী করার জন্য অভিপ্রেত হয় সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সম্পর্কিত, মিথ্যা বিবরণ সংবলিত কোন দলিল অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে স্বাক্ষর বা সম্পাদন করা, বা উহাতে শরীক হওয়া (ধারা ৪২৩)।

৪। অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে অপরাধকারীর বা অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তি গোপন বা অপসারণ করা, কিংবা উহা গোপন বা অপসারণ করার ব্যাপারে সহায়তা করা, অথবা অপরাধকারী যে দাবী বা স্বত্বের অধিকারী তাহা অসাধুভাবে ছাড়িয়া দেওয়া (ধারা ৪২৪)।

অনিষ্ট ঃ যে ব্যক্তি,

১। জনসাধারণ বা কোন বিশেষ ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতি সাধন করার অভিপ্রায়ে অথবা সে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতি সাধন করিতে পারে বলিয়া জানিয়',

২। কোন সম্পত্তি নষ্ট করে কিংবা কোন সম্পত্তিতে বা উহার অবস্থিতিতে এইরূপ পরিবর্তন সাধন করে,

৩। যাহাতে উহার মূল্য বা উপযোগিতা বিনষ্ট হয় বা হ্রাস পায় বা উহা ক্ষতিকরভাবে আক্রান্ত হয়, সেই ব্যক্তি 'অনিষ্ট' সাধন করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৪২৫)।

মালিকের লোকসান বা ক্ষতি সাধিত হইবার অভিপ্রায় অপরাধকারীর থাকা প্রয়োজনীয় নহে। সম্পত্তি অপরাধকারীরও হইতে পারে অথবা তাহার ও অপরাপর ব্যক্তির এজমালীও হইতে পারে (ব্যাখ্যা)। এই অপরাধের শাস্তি তিন মাস কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৪২৬)।

কেহ অপরের অবৈধ ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে নিজের সম্পত্তির অনিষ্ট করিতে পারে। কেহ যদি অধিকারের প্রকৃত দাবী করিতে গিয়া অনিষ্ট বলিয়া গণ্য কোন কাজ করে। তাহা হইলে এই অপরাধে তাহাকে দোষী করা যায় না। অবহেলা বশতঃ

কৃত কাজ কখনও অনিষ্ট বলিয়া গণ্য হয় না। মালিকানাবিহীন সম্পত্তিতে কখনও অনিষ্ট হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ মালিকানাবিহীন স্বাধীনভাবে ঘুরাফেরা রত ষাঁড় নিধন অনিষ্ট নহে।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ অনিষ্টের মারাত্মক রূপ ঃ

১। পঞ্চাশ টাকা পরিমাণ ক্ষতি করিয়া অনিষ্ট সাধন (ধারা ৪২৭)।

২। দশ টাকা মূল্যের কোন জন্তু হত্যা, বিষ প্রয়োগ, ব্যবহারের অযোগ্য বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সাধন (ধারা ৪২৮)।

৩। কোন হাতী, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, ষাঁড়, গাভী বা বলদ অথবা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের যে কোন জন্তু হত্যা, বিষ প্রয়োগ, বিকলাঙ্গ বা ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া অনিষ্ট সাধন (ধারা ৪২৯)।

৪। কৃষিসেচ পূর্তকার্যের ক্ষতি করিয়া বা কৃষিকার্য, খাদ্য, পানীয় বা পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ অবৈধভাবে হ্রাস করিয়া অনিষ্ট সাধন (ধারা ৪৩০)।

৫। সরকারী রাস্তা, পুল, নদী বা খালের ক্ষতি করিয়া উহাতে অনতিক্রমনীয় কিংবা যাতায়াত বা সম্পত্তি পরিবহনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম নিরাপদরূপে পরিণত করিয়া অনিষ্ট সাধন (ধারা ৪৩১)।

৬। ক্ষতি সহকারে সরকারী পয়ঃ প্রণালীর প্লাবন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া অনিষ্ট সাধন (ধারা ৪৩২)।

৭। কোন বাতিঘর বা সমুদ্র-চিহ্ন ধ্বংস, স্থানান্তর বা অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর পরিণত করিয়া অথবা ভুয়া আলো প্রদর্শন করিয়া অনিষ্ট সাধন (ধারা ৪৩৩)।

৮। কোন সরকারী কর্মচারীর কর্তৃত্ববলে নির্দিষ্টকৃত কোন সীমা নির্দেশক চিহ্ন ধ্বংস, স্থানান্তর বা অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর পরিণত করিয়া অনিষ্ট সাধন (ধারা ৪৩৪)।

৯। একশত টাকা বা তদূর্ধ পরিমাণ অথবা কৃষিজ ফসলের বেলায় দশ টাকা বা তদূর্ধ পরিমাণ ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন ধারা ৪৩৫।

১০। উপাসনা বা মনুষ্য বসবাসের স্থান বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয়—এমনতর কোন অট্টালিকা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন (ধারা ৪৩৬)।

১১। পাটাতন বিশিষ্ট জাহাজ বা বিশ টন পরিমাণ ভারবাহী কোন জাহাজ ধ্বংস করা বা বিপজ্জনকরূপে পরিণত করার উদ্দেশ্যে অনিষ্ট সাধন (ধারা ৪৩৭)।

১২। অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে উপরে বর্ণিত অনিষ্ট সাধন বা সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ (ধারা ৪৩৮)।

১৩। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জাহাজ চুরি করার বা সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অভিপ্রায়ে জলমগ্ন চড়া বা কুলের দিকে ধাবিতকরণ (ধারা ৪৩৯)।

১৪। কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার বা তাহাকে আঘাত প্রদান বা অবৈধভাবে আটক করার, কিংবা তাহাকে মৃত্যু, আঘাত বা অবৈধ আটকের ভীতি প্রর্দশন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া অনিষ্ট সাধন করা (ধারা ৪৪০)।

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ : যে ব্যক্তি,

১। অপর কোন ব্যক্তির দখলী কোন সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর,

২। কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অথবা

৩। অনুরূপ সম্পত্তির দখলকার কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে ; অথবা

৪। আইনানুগভাবে অনুরূপ সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর প্রবেশ করিয়া,

(ক) তদ্বারা অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে অথবা

(খ) কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বেআইনীভাবে তথায় অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি 'অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ' করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৪৪১)।

এই অপরাধের শাস্তি তিন মাস কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৪৪৭)।

অনধিকার প্রবেশ একমাত্র স্থাবর বাস্তব সম্পত্তির ক্ষেত্রে সংঘটিত হইতে পারে। ইহার মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে কি উদ্দেশ্যে অপরাধটি সংঘটিত হইল তাহা। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জমিতে অধিকারের প্রকৃত দাবী করিয়া প্রবেশ করিলে, দাবীটি অবাস্তব হওয়া সত্ত্বেও দোষী হইবে না। কিন্তু সে যদি বিরক্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে অধিকারের দাবী করিয়া প্রবেশ করুক কি নাই করুক, সে উক্ত অপরাধে দোষী হইবে। বিরক্তিও এইরূপ হইতে হইবে যেন উহা একজন সাধারণ মানুষকে আক্রান্ত করে ; কোন ব্যক্তি বিশেষের আক্রান্ত হইলে চলিবে না।

সম্পত্তি অনধিকার প্রবেশকারী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির প্রকৃত অধিকারে থাকিতে হইবে। এখানে প্রকৃত অধিকারের প্রয়োজন, আইনতঃ অধিকারের নহে। অধিকারী ব্যক্তি কোন ব্যক্তি বিশেষও হইতে পারে, অথবা আইন দ্বারা গঠিত ব্যক্তিও হইতে পারে।

কোন বেআইনী কাজের জন্য নহে, বরং ৪০ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য প্রবেশ করিতে হইবে। সুতরাং বিনা টিকিটে কোন প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিলে তাহা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বলিয়া গণ্য হইবে না।

অনধিকার গৃহপ্রবেশ ঃ যে ব্যক্তি,

(১) মনুষ্য বসবাস স্থানরূপে ব্যবহৃত যে কোন অট্টালিকা, তাঁবু বা জাহাজ, অথবা

(২) উপাসনা স্থানরূপে, বা

(৩) সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত যে কোন অট্টালিকায়

(৪) (ক) প্রবেশ করিয়া বা (খ) অবস্থান করিয়া অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করে,

সেই ব্যক্তি "অনধিকার গৃহপ্রবেশ" করে বলিয়া গণ্য হইবে ধারা ৪৪২)।

অনধিকার প্রবেশকারী ব্যক্তির শরীরের যে কোন অংশ উপস্থাপন "অনধিকার গৃহপ্রবেশ" অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে (ব্যাখ্যা)। এই অপরাধের শাস্তি এক বৎসর কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৪৪৮)।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ এই অপরাধের মারাত্মক রূপ ঃ

১। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ (ধারা ৪৪৯)।

২। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ (ধারা ৪৫০)।

৩। কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশ (ধারা ৪৫১)।

৪। কোন ব্যক্তিকে আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধভাবে আটক করার, অথবা আঘাত, আক্রমণ বা অবৈধ আটকের ভীতি প্রদর্শন করার প্রস্তুতি নেওয়ার পর অনধিকার গৃহপ্রবেশ (ধারা ৪৫২)।

ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ ঃ 'ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ' এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করাকে বুঝায়, যাহাতে যে অট্টালিকা, তাঁবু বা জাহাজ উক্ত অনধিকার প্রবেশের বিষয়বস্তু সেই অট্টালিকা, তাঁবু বা জাহাজ হইতে অনধিকার প্রবেশকারীকে বহিষ্কার বা উচ্ছেদ করার অধিকারী ব্যক্তির নিকট অনুরূপ অনধিকার গৃহপ্রবেশ গোপন থাকে (ধারা ৪৪৩)। এই অপরাধের শাস্তি দুই বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড (ধারা ৪৫৩)।

যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পরে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি 'রাত্রিবেলায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ' করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৪৪৪)। এই অপরাধের শাস্তি তিন বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড (ধারা ৪৫৬)।

সিঁধেল চুরিঃ যে ব্যক্তি,

(ক) অনধিকার গৃহপ্রবেশ করে এবং গৃহের অভ্যন্তরে তাহার প্রবেশ কার্যকরী করিয়া লয়, অথবা

(খ) যদি কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে গৃহে অবস্থান করিয়া. বা উহাতে কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়া নিম্নলিখিত যে কোন উপায়ে গৃহ ত্যাগ করে,

সেই ব্যক্তি 'সিঁধেল চুরি' করে বলিয়া গণ্য হইবে ; যথা ঃ

(১) যদি সে তাহার নিজের বা অনধিকার গৃহপ্রবেশ করার উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহপ্রবেশে সহায়তাকারী কোন ব্যক্তির তৈয়ারী কোন পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে।

(২) যদি সে, স্বয়ং বা অপরাধে সহায়তাকারী ব্যতীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক মনুষ্য প্রবেশের জন্য অভিপ্রেত নহে এমন কোন পথে, অথবা কোন দেওয়াল বা অট্টালিকার উপর মই বা হাত পায়ের সাহায্যে আরোহণ করিয়া সে যে পথ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করিয়াছে সেই পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে।

(৩) যদি সে, এমন কোন উপায়ে অনধিকার গৃহপ্রবেশ করার উদ্দেশ্যে, সে বা উক্ত অনধিকার গৃহপ্রবেশে সহায়তাকারী ব্যক্তি যে পথ খুলিয়াছে সেই পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে উপায়ে উক্ত পথ খোলা গৃহকর্তার অভিপ্রেত ছিল না।

(৪) যদি সে কোন তালা খুলিয়া প্রবেশ বা প্রস্থান করে।

(৫) যদি সে অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা আক্রমণ করিয়', বা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণের ভয় দেখাইয়া তাহার প্রবেশ বা প্রস্থান সম্পন্ন করে।

( ) যদি সে এইরূপ কোন পথে প্রবেশ বা প্রস্থান করে, যে পথ অনুরূপ প্রবেশ বা প্রস্থানের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এবং যাহা স্বয়ং তৎকর্তৃক বা অনধিকার গৃহপ্রবেশে সহায়তাকারী কর্তৃক খোলা হইয়াছে বলিয়া সে জানে (ধারা ৪৪৫); এই অপরাধের শাস্তি দুই বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড (ধারা ৪৫৩)।

সূর্যাস্তের পরে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে সিঁধেল চুরি করাকে 'রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি করা বলে (ধারা ৪৪৬)। এই অপরাধের শাস্তি তিন বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড (ধারা ৪৫৬)।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ এবং সিঁধেল চুরি অপরাধদ্বয়ের মারাত্মক রূপ ঃ

১। কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি (ধারা ৪৫৪)।

২। কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার প্রস্তুতি নেওয়ার পর ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি (ধারা ৪৫৫)।

২। ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি অনুষ্ঠান কালে কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত প্রদান কিংবা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর বা তাহাকে গুরুতর আঘাত প্রদানের উদ্যোগ করা (ধারা ৪৫৯)।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ 'রাত্রিবেলায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ' এবং 'রাত্রিবেলায় সিঁধেল চুরি' অপরাধদ্বয়ের মারাত্মক রূপ :

১। কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রাত্রিবেলায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি (ধারা ৪৫৭)।

২। কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার প্রস্তুতি নেওয়ার পর রাত্রিবেলায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরি (ধারা ৪৫৮)।

রাত্রিবেলায় ওঁৎ পাতিয়া অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা সিঁধেল চুরিতে মিলিতভাবে জড়িত সকল ব্যক্তি—যে ক্ষেত্রে তাহাদের কোন একজন মৃত্যু ঘটায় বা গুরুতর আঘাত প্রদান করে কিংবা উহাদের উদ্যোগ করে—দণ্ডনীয় হইবে (ধারা ৪৬০)।

সম্পত্তি ধারণকারী কোন পাত্র অসাধুভাবে ভাঙ্গিয়া খোলা দণ্ডনীয় (ধারা ৪৬১)। রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক উহা অনুষ্ঠিত হইলে তজ্জন্য আরও কঠোরতর দণ্ডের বিধান রহিয়াছে (ধারা ৪৬২)।

দলিলাদি, ব্যবসায় ও সম্পত্তি চিহ্ন, পত্রমুদ্রা ও ব্যাঙ্কনোট সংক্রান্ত অপরাধসমূহ।—১৮শ পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত তিন প্রকার অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে :

১। জালিয়াতি বা মিথ্যা দলিল (ধারা ৪৬৩—৪৭৭-ক)।

২। ব্যবসায় ও সম্পত্তি-চিহ্ন (ধারা ৪৭৮—৪৮৯)।

৩। পত্রমুদ্রা ও ব্যাঙ্কনোট (৪৮৯-ক—৪৮৯-ঙ)

জালিয়াতি : যে ব্যক্তি,

(ক) জনগণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করার বা (খ) কোন দাবী বা অধিকার সমর্থন করার বা (গ) কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বা (ঘ) স্পষ্ট বা পরোক্ষ চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে বা (ঙ) প্রতারণা করার বা প্রতারণা করা যাইতে পারে এইরূপ উদ্দেশ্যে, কোন মিথ্যা দলিল বা কোন মিথ্যা দলিলের অংশ বিশেষ প্রস্তুত করে, সেই ব্যক্তি জালিয়াতি করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৪৬৩)।

জাল দলিল ব্যবহারকরণ : কোন জাল দলিলকে খাঁটি হিসাবে ব্যবহারকরণ জালিয়াতি অনুষ্ঠানের ন্যায় দণ্ডনীয় (ধারা ৪৭১)।

মিথ্যা দলিল প্রস্তুতকরণ : যে ব্যক্তি,

১। (ক) কোন দলিল বা দলিলের অংশ বিশেষ এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্ব বলে প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে,

(১) যে ব্যক্তি কর্তৃক বা যে ব্যক্তির কর্তৃত্ববলে উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া সে জানে, অথবা

(২) এমন কোন সময়ে যে সময় উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া সে জানে,

(খ) অসাধুভাবে বা প্রতারণমূলকভাবে অনুরূপ দলিল বা দলিলের অংশ বিশেষ প্রস্তুত, স্বাক্ষর, সীলমোহর বা সম্পাদন করে বা কোন দলিল সম্পাদনা জ্ঞাপক কোন চিহ্ন অঙ্কন করে ; অথবা

২। (ক) কোন দলিল তৎকর্তৃক বা অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হওয়ার পর,

(খ) আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে কর্তন করিয়া বা প্রকারান্তরে,

(গ) উহার কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিবর্তন করে,

(ঘ) অনুরূপ পরিবর্তন সাধনকালে অনুরূপ ব্যক্তি জীবিত বা মৃত যাহাই হউক ; অথবা

৩। অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে এইরূপ জানিয়া, কোন ব্যক্তিকে কোন দলিল স্বাক্ষর, সীলমোহর, সম্পাদন বা পরিবর্তন করিতে বাধ্য করে যে উক্ত ব্যক্তি,

(ক) মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা বা প্রমত্ততার দরুন কিংবা

(খ) তাহার প্রতি প্রযুক্ত প্রতারণার দরুন,

(গ) উক্ত দলিলের বিষয়বস্তু বা পরিবর্তনের প্রকৃতি জানিতে পারে না বা জানে না ;

সেই ব্যক্তি মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৪৬৪)।

কোন ব্যক্তির স্বীয় নাম স্বাক্ষরও জালিয়াতির শামিল হইতে পারে (ব্যাখ্যা ১)। কিন্তু তাহা একই নামের অপর ব্যক্তির স্বাক্ষর বলিয়া ভুল করার উদ্দেশ্যে করিতে হইবে। কোন প্রকৃত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কাল্পনিক ব্যক্তির নামে, অথবা কোন মৃত ব্যক্তি কর্তৃক তাহার জীবদ্দশায় সম্পাদিত বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন মৃত ব্যক্তির নামে কোন মিথ্যা দলিল সম্পাদন-করণ জালিয়াতির শামিল হইতে পারে (ব্যাখ্যা ২)। সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে জালকৃত যে কোন মিথ্যা দলিল 'জাল দলিল' বলিয়া অভিহিত হইবে (ধারা ৪৭০)।

সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতকরণ এই ধারায় উল্লিখিত প্রতারণার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় নহে। প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে দলিল প্রস্তুত হওয়া মাত্রই অপরাধটি সম্পূর্ণ হয়। তবে মিথ্যা দলিলে এমন কিছু থাকিতে হইবে যাহা সত্য হইলে দলিলটি কিছু আইনানুগ বৈধতার অধিকারী হয় অথবা অভিপ্রেত প্রতারণা কার্যকরী করিতে আইনগতভাবে সক্ষম হয়। অভিব্যক্ত বিষয়ের আইনানুগ সাক্ষী নহে এমন লেখাও দলিল হইতে পারে যদি উহার প্রণয়নকারী পক্ষগণ উহাকে উক্ত বিষয়ের সাক্ষীরূপে বিশ্বাস করে এবং তাহাদের সাক্ষী করার উদ্দেশ্য থাকে। বাস্তবে বিদ্যমান কোন ব্যক্তির নামে দলিল প্রস্তুত হওয়া আবশ্যকীয় নহে।

আইনানুগ কোন দাবী সমর্থন করার জন্য দলিল নকলকরণ জালিয়াতি বলিয়া গণ্য হইবে। কোন দলিলে প্রকৃত সময়ের পূর্ববর্তী তারিখ প্রদান করা বা কোন মিথ্যা তারিখ সংযোজন করা জালিয়াতিতে পরিণত হয়।

কোন ব্যক্তি বিশেষের অন্যায়ভাবে লাভ বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যবিহীন, প্রতারণা করার সাধারণ উদ্দেশ্যই যথেষ্ট, তবে কোন ব্যক্তির প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকিতে হইবে। কোন ব্যক্তির প্রতারণা করার উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার কাজে প্রতারিত হইবার মত কোন লোক নাও থাকিতে পারে।

যদি কয়েকজন লোক কোন স্বত্ব জাল করিবার জন্য একত্রিত হয় এবং প্রত্যেকে উহাতে পৃথক পৃথক অংশ গ্রহণ করে, তবে তাহারা সকলেই দোষী।

ভুয়া দলিল অন্য দলিলের নকল হইলেও তাহা জালিয়াতি বলিয়া গণ্য হইবে।

পরীক্ষায় অপরের বেশ ধারণ জালিয়াতি ও প্রতারণা উভয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ জালিয়াতি অপরাধের মারাত্মক রূপ ঃ

১। বিচারালয়ের নথিপত্র, অথবা জন্ম, ধর্মীয় অভিসিঞ্চন ক্রিয়া, বিবাহ বা শব সৎকার সংক্রান্ত রেজিস্টার অথবা মোকদ্দমা দায়ের করা বা উহাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সার্টিফিকেট বা অনুমতি পত্র, অথবা আমমোক্তার নামা জালকরণ (ধারা ৪৬৬)।

২। মূল্যবান জমানত বা উইল ইত্যাদি জালকরণ (ধারা ৪৬৭)।

৩। প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি (ধারা ৪৬৮)।

৪। কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি (ধারা ৪৬৯)।

দলিল সংক্রান্ত অন্যান্য অপরাধসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। ৪৬৭ ধারায় অধীনে দণ্ডনীয় জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে মেকি সীলমোহর, ফলক ইত্যাদি প্রস্তুত বা অধিকারকরণ (ধারা ৪৭২)।

২। প্রকারান্তরে, দণ্ডনীয় জালিয়াতি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে মেকি সীলমোহর, ফলক ইত্যাদি প্রস্তুত বা অধিকারকরণ (ধারা ৪৭৩)।

৩। মূল্যবান জমানত বা উইল, জাল বলিয়া জানিয়া, খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে অধিকারকরণ (ধারা ৪৭৪)।

৪। ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিল প্রমাণীকৃত করার জন্য ব্যবহৃত নক্‌সা বা চিহ্ন নকলকরণ বা মেকি চিহ্নিত দ্রব্য অধিকারকরণ (ধারা ৪৭৫)।

৫। ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দলিল হইতে ভিন্নতর দলিল প্রমাণীকৃত করার জন্য ব্যবহৃত নক্‌সা বা চিহ্ন নকলকরণ, অথবা মেকি চিহ্ন সংবলিত দ্রব্য অধিকারকরণ (ধারা ৪৭৬)।

৬। উইল, দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র বা কোন মূল্যবান জমানত প্রতারণা-মূলকভাবে বাতিল, বিনষ্ট, বিকৃত বা গোপনকরণ (ধারা ৪৭৭)।

৭। কেরাণী, পদস্থ কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে হিসাবপত্র বিকৃতকরণ (ধারা ৪৭৭-ক)।

বাণিজ্য-চিহ্ন ঃ কোন মাল কোন বিশেষ ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য বলিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন 'বাণিজ্য-চিহ্ন' বলিয়া অভিহিত। দণ্ডবিধিতে 'বাণিজ্য-চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে,

১। প্যাটেণ্ট্‌স্‌, নক্‌সা ও বাণিজ্য-চিহ্ন আইন, ১৮৮৩ এর অধীনে সংরক্ষিত বাণিজ্য-চিহ্ন রেজিস্টারে রেজিস্ট্রিকৃত যে কোন বাণিজ্য-চিহ্ন, এবং

২। উক্ত আইনের ১০৩ ধারার বিধানসমূহ যে সকল বৃটিশ অধিকারভুক্ত রাজ্য বা যে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য সেই সকল রাজ্যে বা রাজ্য আইনবলে সংরক্ষিত—রেজিস্ট্রি সহকারে বা ব্যতিরেকে—যে কোন বাণিজ্য-চিহ্ন (ধারা ৪৭৮)।

সেই ব্যক্তি মিথ্যা বাণিজ্য-চিহ্ন ব্যবহার করে বলিয়া গণ্য হইবে, যে ব্যক্তি—

১। এই প্রকারে কোন মাল বা কোন মালধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড চিহ্নিত করে, কিংবা কোন চিহ্নধারী কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড এই প্রকারে ব্যবহার করে যে,

২। উহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুরূপভাবে চিহ্নিত মাল বা অনুরূপভাবে চিহ্নিত অনুরূপ যে কোন ভাণ্ডে বিধৃত মাল এইরূপ কোন ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অভিপ্রেত হয়—প্রকৃতপক্ষে উহা যে ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্য বা পণ্য নহে (ধারা ৪৮০)। এই অপরাধের শাস্তি এক বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৪৮২)।

কোন বিশেষ দ্রব্যের ব্যাপারে কোন চিহ্ন, নাম বা প্রতীকের একচেটিয়া ব্যবহার করার অধিকার হইতেছে বাণিজ্য-চিহ্নস্থিত সম্পত্তি। একই চিহ্ন যদি ভিন্নতর কোন দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে উহাতে উক্ত অধিকার লঙ্ঘিত হয় না।

সম্পত্তি-চিহ্ন ঃ কোন অস্থাবর সম্পত্তি কোন বিশেষ ব্যক্তির মালিকানাধীন বলিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন 'সম্পত্তি-চিহ্ন' বলিয়া অভিহিত (ধারা ৪৭৯)।

সেই ব্যক্তি মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করে বলিয়া গণ্য হইবে, যে ব্যক্তি—

১। কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা মাল কিংবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা মালধারক কোন পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড এই প্রকারে চিহ্নিত করে, অথবা

২। কোন চিহ্নধারী পাত্র, মোড়ক বা অন্যবিধ ভাণ্ড এই প্রকারে ব্যবহার করে যে,

৩। উহা যুক্তিসঙ্গতভাবে চিহ্নিত সম্পত্তি বা মাল কিংবা অনুরূপভাবে চিহ্নিত অনুরূপ যে কোন ভাণ্ডে বিধৃত কোন মাল, উহা যে ব্যক্তির মালিকানাধীন নহে সেই ব্যক্তির মালিকানাধীন বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অভিপ্রেত হয় (ধারা ৪৮১)। এই অপরাধের শাস্তি এক বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৪৮২)।

সম্পত্তি-চিহ্নের বিশেষ কোন মালিকানা বুঝাইবার স্বাভাবিক ক্রিয়া, উক্ত চিহ্নিত সম্পত্তির উক্ত মালিকানা না থাকিলেও নষ্ট হয় না।

বাণিজ্য-চিহ্ন যে মালে সংযুক্ত থাকে, উহার গুণাগুণ বা উক্ত দ্রব্যকে বুঝায়, আর সম্পত্তি-চিহ্ন সম্পত্তির মালিকানাকে বুঝায়।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ কাহারও ব্যবহৃত কোন বাণিজ্য বা সম্পত্তি-চিহ্নের জালকরণ সম্পর্কিত ঃ

১। অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত কোন বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন জালকরণ (ধারা ৪৮৩)।

২। কোন বস্তু কোন বিশেষ সময়ে বা স্থানে প্রস্তুত বলিয়া বা উক্ত দ্রব্য কোন বিশেষ ধরনের বা কোন বিশেষ অফিস কর্তৃক অনুমোদিত বা কোনরূপ অব্যাহতি লাভের অধিকারী বলিয়া বুঝাইবার জন্য কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন চিহ্ন জালকরণ (ধারা ৪৮৪)

৩। বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন নকল করার যে কোন যন্ত্র প্রস্তুত বা অধিকার-করণ (ধারা ৪৮৫)।

৪। মেকি বাণিজ্য-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্নে চিহ্নিত মাল বিক্রয়করণ বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শনকরণ বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা যে কোন বাণিজ্যিক বা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অধিকারকরণ (ধারা ৪৮৬)।

৫। মালধারক কোন পাত্রের উপর মিথ্যা চিহ্ন অঙ্কন (যদি প্রতারণা করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে না হয় (ধারা ৪৮৭)।

৬। কোন মিথ্যা চিহ্নের ব্যবহারকরণ (যদি প্রতারণা করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে না হয় (ধারা ৪৮৮)।

৭। ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি-চিহ্নে হস্তক্ষেপকরণ (ধারা ৪৮৯)।

পত্রমুদ্রা ও ব্যাংকনোট সম্পর্কিত পাঁচটি অপরাধ রহিয়াছে ঃ

পত্রমুদ্রা ও ব্যাংকনোট ঃ (১) পত্রমুদ্রা বা ব্যাংকনোট জালকরণ (ধারা ৪৮৯-ক)।

(২) জাল বা মেকি পত্রমুদ্রা বা ব্যাংকনোট জাল বা মেকি বলিয়া জানিয়া খাঁটি হিসাবে বিক্রয়, ক্রয় বা ব্যবহারকরণ (ধারা ৪৮৯-খ)।

(৩) জাল বা মেকি পত্রমুদ্রা বা ব্যাংকনোট, জাল বা মেকি বলিয়া জানিয়া কিংবা জাল বা মেকি বলিয়া বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও এবং খাঁটি বলিয়া চালাইবার উদ্দেশ্যে অধিকারকরণ (ধারা ৪৮৯-গ)।

(৪ পত্রমুদ্রা ও ব্যাংকনোট জাল বা নকল করার যন্ত্রপাতি বা উপাদান প্রস্তুত বা অধিকারকরণ (ধারা ৪৮৯-ঘ)।

(৫) পত্রমুদ্রা বা ব্যাংকনোট সদৃশ দলিল প্রস্তুত বা ব্যবহারকরণ (ধারা ৪৮৯-ঙ)।

চাকুরি চুক্তি ভঙ্গকরণ ঃ ১৯শ পরিচ্ছেদে মাত্র তিনটি ধারা রহিয়াছে, যথা—৪৯০—৪৯২। ৪৯০ ও ৪৯২ নং ধারাদ্বয় ১৯২৫ সালের ৩নং আইন দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে। বর্তমানে দণ্ডবিধির অধীনে দণ্ডনীয় চুক্তিভঙ্গের আলোচনা কেবল ৪৯১ ধারায় রহিয়াছে। উহা হইতেছে শিশু, উন্মাদ বা রোগী, যাহারা স্বীয় নিরাপত্তা বিধান করিতে বা স্বীয় অনটন মিটাইতে অপারগ এমন কোন ব্যক্তির পরিচর্যা করিবার জন্য বা তাহার অনটন মিটাইবার জন্য কোন আইনানুগ চুক্তি বলে আবদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ কর্তব্য পালনে বিরত থাকা। বাবুর্চী ও আয়ার ন্যায় সাধারণ চাকরগণ এই ধারার আওতায় পড়ে না।

বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ ঃ বিবাহ সম্পর্কিত অপরাধ সম্পর্কে ২০শ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অপরাধসমূহকে নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে ঃ

১। ভান করা বা অবৈধ বিবাহ ; ধারা ৪৯৩ ও ৪৯৬।

২। দ্বিবিবাহ ; ধারা ৪৯৪ ও ৪৯৫।

৩। ব্যাভিচার ; ধারা ৪৯৭।

৪। স্ত্রী প্রলুব্ধকরণ ; ধারা ৪৯৮।

জ্ঞান করা ও অবৈধ বিবাহ: (১) প্রতারণামূলকভাবে আইনানুগ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করিয়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী স্ত্রীরূপে সহবাসকরণ (ধারা ৪৯৩); এই অপরাধের শাস্তি দশ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

২। আইনতঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে না জানিয়া অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে বিবাহের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা (ধারা ৪৯৬)। এই অপরাধের শাস্তি সাত বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

উপরিউক্ত অপরাধদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। শেষোক্ত অপরাধের বেলায়, এমন অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয় যাহা বাহ্যতঃ বৈধ, কিন্তু কোন এক পক্ষের জ্ঞাত কোন কারণবশতঃ তাহা অবৈধ। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে কোন পুরুষ কর্তৃক কোন নারীর উপর প্রতারণা করা হয়। প্রথম ধারাটি কোন পুরুষ কর্তৃক কোন নারীর সহিত প্রতারণা করার উপর প্রযোজ্য; আর দ্বিতীয়টি পুরুষ ও নারী উভয়ের কৃত অপরাধের উপর প্রযোজ্য।

দ্বিবিবাহ: যে ব্যক্তি,

১। স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায়,

২। এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ করে, যে ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুন,

৩। অনুরূপ বিবাহ বাতিল বলিয়া গণ্য হয়।

সেই ব্যক্তি 'দ্বিবিবাহে'র অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৪৯৪)। এই অপরাধের শাস্তি সাত বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। যাহার সহিত পরবর্তী বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহার নিকট যদি পূর্ববর্তী বিবাহের তথ্য গোপন করে, তাহা হইলে শাস্তি দশ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড (ধারা ৪৯৫)।

দ্বিতীয় বিবাহ অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে, এইরূপ দুইটি ব্যতিক্রম রহিয়াছে:

১। যথাযথ এখতিয়ার সম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক যখন প্রথম বিবাহ বাতিল ঘোষিত হয়।

২। স্বামী বা স্ত্রী যখন ক্রমাগত সাত বৎসরের জন্য অনুপস্থিত থাকে বা তাহার কোন খবরাখবর পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, যাহার সহিত দ্বিতীয় বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহার নিকট উক্ত তথ্য প্রকাশ করিতে হইবে।

এই ধারা হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী কেবল নারীদের উপর প্রযোজ্য হইবে, পুরুষদের উপর হইবে না। কিন্তু খ্রীস্টান ও পার্সী ধর্মাবলম্বী নারী পুরুষ উভয়ের উপরই প্রযোজ্য হইবে।

প্রথম বিবাহ অবশ্যই বৈধ বিবাহ হইতে হইবে। তবে কোন মুসলিম নাবালিকার বিবাহ যদি তাহার পিতা বা পিতামহ ব্যতীত অন্য কেহ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে

তাহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর উক্ত বিবাহ তাহার শিরা হইলে অনুমোদন করার আর স্বামী হইলে বাতিল করার এখতিয়ার থাকে।

কোন হিন্দু স্ত্রীর মুসলিম বা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণে তাহার হিন্দু স্বামীর সহিত বিবাহ বাতিল হয় না এবং সে যদি কোন মুসলিম বা খ্রীস্টানকে বিবাহ করে, তাহা হইলে সে দ্বিবিবাহের অপরাধে অপরাধী হইবে। কিন্তু যদি হিন্দু হইতে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত কোন স্বামী খ্রীস্টান স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়া আসে এবং কোন হিন্দু নারীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিবিবাহের জন্য দোষী করা যায় না, কারণ হিন্দু আইন স্বামীর বহু বিবাহ অনুমোদন করে।

কিন্তু সে যদি খ্রীস্টানরূপেও বিবেচিত হয় তাহা হইলে তাহার বিবাহ হিন্দু প্রথা অনুযায়ী কোন বিবাহই নহে।

কোন খ্রীস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহার প্রথম স্ত্রীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারে না।

বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যেও কোন এক পক্ষের স্বধর্ম ত্যাগের ফলে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হয় না (মুসলিম বিবাহ ভঙ্গ আইন ১৯৩৯ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম : যেহেতু এই ধারা কেবল মুসলিম নারী ও হিন্দু নারীদের উপর প্রযোজ্য এবং পুরুষদের উপর প্রযোজ্য নহে কারণ উভয় ধর্মেই বহু বিবাহের অনুমতি রহিয়াছে, সেইহেতু এই ব্যতিক্রম কেবল নারীদের উপর প্রযোজ্য। স্বামী সাত বৎসর বা তদপেক্ষা কম সময়ের জন্য অনুপস্থিত থাকিলে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে কিনা এই ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে।

ব্যাভিচার : যে ব্যক্তি,

১। এমন কোন ব্যক্তির সহিত, যাহাকে সে অপর কোন লোকের স্ত্রী বলিয়া জানে বা তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে,

২। উক্ত অপর লোকের সম্মতি বা নীরব সমর্থন ব্যতিরেকে

৩। এইরূপ নারী যৌন সঙ্গম করে

৪। যাহা নারী ধর্ষণের শামিল নহে,

সেই ব্যক্তি ব্যাভিচারের অপরাধে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে (ধারা ৪৯৭)। এই অপরাধের শাস্তি পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড।

এই ধারাবলে পুরুষের ব্যাভিচারকে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীর ব্যাভিচারকে তাহা করা হয় নাই। স্ত্রী সহায়তাকারী হিসাবে দণ্ডনীয় নহে।

কোন নারীকে বিবাহিত বলিয়া জানিয়া বা অনুরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও সে কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সহবাস করিবে—এই উদ্দেশ্যে তাহার

স্বামীর নিকট হইতে অপহরণ, প্রলুব্ধ, গোপন বা আটককরণ দণ্ডনীয় (ধারা ৪৯৮)। এই অপরাধের শাস্তি দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড।

মানহানি: ২১শ পরিচ্ছেদে মানহানি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। যাহা মানহানি বলিয়া গণ্য এবং যাহা মানহানি বলিয়া গণ্য নহে, তাহার উভয়ের বিবরণ ৪৯৯ ধারায় দেওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ জানিয়া বা এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও, (১) কথিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলী, (২) বা চিহ্নাদি বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে, (৩) কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত কোন নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে যে, (৪) অনুরূপ নিন্দাবাদ অনুরূপ ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে, সেই ব্যক্তি মানহানির অপরাধে দোষী হইবে (ধারা ৪৯৯)। ইহার শাস্তি দুই বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৫০০)।

মৃত ব্যক্তির মানহানি করা যাইতে পারে (ব্যাখ্যা ১)। কোন কোম্পানী বা সংঘ বা ব্যক্তি সমষ্টির মানহানি করা যাইতে পারে (ব্যাখ্যা ২)। বিদ্রুপাত্মক উক্তির মাধ্যমে মানহানি করা যাইতে পারে।

এমন নিন্দাবাদ কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করে, যাহা অন্যান্য লোকের ধারণায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

১। উক্ত ব্যক্তির নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত গুণাবলী অবনমিত করে, অথবা

২। উক্ত ব্যক্তির বর্ণ বা পেশা সম্পর্কিত গুণাবলী অবনমিত করে বা উক্ত ব্যক্তির খ্যাতি নষ্ট করে, অথবা

৩। এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ জন্মায় যে উক্ত ব্যক্তির দেহ ঘৃণাজনক বা এইরূপ কোন অবস্থায় রহিয়াছে, যাহা সাধারণতঃ অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচনা করা যায় (ব্যাখ্যা ৪)।

এই ধারায় সংজ্ঞায়িত মানহানির আইন হইতে ইংল্যাণ্ডের অপলেখ ও কুৎসা আইন ভিন্নতর। অপলেখ শান্তিভঙ্গের কারণ হইতে পারে বলিয়া উহা অপরাধ—ইংলণ্ডীয় এই নীতি অত্র ধারায় গ্রহণ করা হয় নাই। ইংল্যাণ্ডের আইনে কথিত শব্দাবলী যদি রাজদ্রোহাত্মক ঈশ্বর নিন্দায় পূর্ণ, অত্যধিকরূপে নৈতিকতা বর্জিত বা অশ্লীল না হয়, তবে তাহা মানহানিকর হওয়া সত্ত্বেও অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। এই ধারা কথিত ও লিখিত উভয় প্রকার শব্দের উপরই প্রযোজ্য। ইংল্যাণ্ডের আইনে কতিপয় অবস্থাধীনে শব্দাবলী লিখিত হইলে অপলেখমূলক হইতে পারে কিন্তু কথিত হইলে তাহা কুৎসাপূর্ণ হয় না। অত্র ধারায় অনুরূপ কোন পার্থক্য স্বীকার করা হয় নাই। ইংল্যাণ্ডের আইন অনুসারে মানহানিকর বিষয়বস্তু যদি মানহানিকৃত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করানো হয় এবং উহাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে, তবে উহার বিরুদ্ধে

অভিযোগ আনয়নের জন্য উহাই যথেষ্ট। বর্তমান ধারা অনুসারে উহা অবশ্যই প্রকাশিত হইতে হইবে, অর্থাৎ মানহানিকৃত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট যোগাযোগ করিতে হইবে।

একজন প্রকাশকের মানহানিকর বিষয়বস্তুর প্রস্তুতকারক ও প্রকাশক উভয়ই সমভাবে দায়ী।

সংবাদপত্রের প্রকাশক তাহার সংবাদপত্রে প্রকাশিত মানহানিকর বিষয়বস্তুর জন্য, সে জানুক কি না-ই জানুক, দায়ী থাকিবে। তবে তাহার নির্দোষিতা প্রমাণকল্পে ইহা উপযুক্ত কারণ হইতে পারে যে, উক্ত বিষয় তাহার অবর্তমানে ও তাহার অগোচরে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং পত্রিকাটির অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার ভার অনুপযুক্ত লোকের হাতে ন্যস্ত ছিল। এক স্থানে প্রকাশিত সংবাদপত্র অন্য স্থানে উহার গ্রাহকের নিকট প্রেরিত হইলে শেষোক্ত স্থানে উহা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

ব্যতিক্রম ঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে মানহানির অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় না, বরং ইহা মোকদ্দমায় উপযুক্ত কৈফিয়ৎ হিসাবে উপস্থাপিত করা যায় ঃ

১। জনমঙ্গলের প্রয়োজনে কোন সত্য দোষারোপ প্রস্তুত বা প্রকাশ করা।

২। সরকারী কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে কোন সরকারী কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে বা উক্ত আচরণে তাহার চরিত্রের যত দূর প্রকাশ পায়, তত দূর সম্পর্কে সদ্‌বিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করা।

৩। যে কোন গণ-সমস্যা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে এবং অনুরূপ আচরণে তাহার চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায়, ততটুকু সম্বন্ধে সদ্‌বিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করা।

৪। কোন বিচারালয়ের প্রায় সম্পূর্ণ সত্য কার্যবিবরণীর রিপোর্ট প্রকাশ করা।

তবে উক্ত বিচারালয় যদি উহা প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া থাকে, তাহা হইলে এবং যে ক্ষেত্রে বিচারের বিষয়বস্তু অশ্লীল বা ঈশ্বরের নিন্দায় পরিপূর্ণ, সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ রিপোর্ট প্রকাশ করা যায় না।

৫। কোন বিচারালয়ে সিদ্ধান্তকৃত কোন মোকদ্দমার দোষগুণ সম্পর্কে, অথবা অনুরূপ মোকদ্দমায় পক্ষ গ্রহণকারী হিসাবে যে কোন ব্যক্তির, সাক্ষীর বা প্রতিভূর আচরণ সম্পর্কে ; অথবা উক্ত আচরণে অনুরূপ ব্যক্তির চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায়, ততটুকু সম্পর্কে সদ্‌বিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করা।

৬। যে কার্য উহার সম্পাদক কর্তৃক জনগণের বিচারের জন্য পেশ করা হইয়াছে সেই কার্য সম্পর্কে বা অনুরূপ কার্যে সম্পাদকের চরিত্রের যতটুকু প্রকাশ পায়, ততটুকু সম্পর্কে সদ্‌বিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করা।

৭। অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি আইনানুগ কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সদ্‌বিশ্বাসে ভর্ৎসনাকরণ।

৮। যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সদ্‌বিশ্বাসে অভিযুক্তকরণ।

৯। কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার নিজের বা অন্য কাহারও স্বার্থ রক্ষার্থে বা জনকল্যাণের খাতিরে সদ্‌বিশ্বাসে কোন দোষারোপকরণ।

বিচারক, পরামর্শদাতা, উকিল, সাক্ষী ও পক্ষদের বিশেষাধিকার ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বিচারক : বিচারালয়ে কোন মোকদ্দমার বিচার চলাকালে বিচারকের ব্যবহৃত শব্দাবলীর জন্য, তাহা মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে মানহানির দোষে অভিযুক্ত করা যায় না।

পরামর্শদাতা ও উকিল : এই ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম এই যে, পরামর্শদাতা ও উকিলগণ কোন নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগ করেন না। মানহানিকর বা অপরের অনুভূতিতে আঘাত দানকারী বা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন শব্দ উচ্চারণের জন্য একজন এডভোকেটের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায়।

সাক্ষী : প্রিভি কাউন্সিলের মতানুসারে কোন সাক্ষীর বিরুদ্ধে, তাহার সাক্ষ্য প্রদানকালে কথিত মানহানিকর শব্দের জন্য, দেওয়ানী মামলা রুজু করা যায় না। সাক্ষীর বিশেষাধিকারের প্রশ্নে সকল হাইকোর্ট একমত নহে।

পক্ষগণ : মামলার পক্ষগণ নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগ করে না, তাহাদিগকে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করা যায়।

আর্জি : সাধারণ মত এই যে, আর্জির ভাষা নিরঙ্কুশ অধিকারভুক্ত নহে, ব্যতিক্রমের আওতায় পড়িলে উহা রক্ষা পাইবে।

পুলিশের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দি : আইন অনুযায়ী পরিচালিত তদন্ত চলাকালে পুলিশের নিকট প্রদত্ত মানহানিকর বিষয় সম্বলিত জবানবন্দি আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দির ন্যায় বিশেষাধিকারের আওতাভুক্ত।

হলফনামায় প্রদত্ত জবানবন্দি : হলফনামায় কোন মানহানিকর জবানবন্দি প্রদান এবং তদন্ত চলাকালে অপ্রাসঙ্গিক জবানবন্দি প্রদান দণ্ডনীয়।

১০। সতর্ককৃত ব্যক্তির বা যে ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে তাহার বা গণকল্যাণার্থ কোন ব্যক্তিকে সদ্‌বিশ্বাসে সতর্ক করা।

অন্যান্য অপরাধ : নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহকেও দণ্ডনীয় করা হইয়াছে :

১ মানহানিকর বলিয়া পরিচিত বিষয় মুদ্রণ ও খোদাইকরণ (ধারা ৫০১)।

২। মানহানিকর বিষয় সম্বলিত মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু বিক্রয়করণ (ধারা ৫০২)।

অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন: ২২শ পরিচ্ছেদে অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন অপমান ও বিরক্তকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি,

১। অন্য কোন ব্যক্তিকে আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে,

২। (ক) তাহার দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার অথবা (খ যে ব্যক্তিতে তাহার স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে তাহার দেহ বা সুখ্যাতির ক্ষতি সাধন করার ভীতি প্রদর্শন করে অথবা

৩। সেই ব্যক্তিকে অনুরূপ ভীতি প্রদর্শনের বাস্তবায়ন এড়ানোর উপায় হিসাবে

(ক) সে আইনতঃ যে কাজ করিতে বাধ্য নহে তাহা করিতে বাধ্য করার, বা

(খ) সে ব্যক্তির যে কাজ করার আইনানুগ অধিকার রহিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে অনুরূপ ভীতি প্রদর্শন করে,

সেই ব্যক্তি অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন করে বলিয়া গণ্য হইবে ধারা ৫০৩)। এই অপরাধের শাস্তি দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড। এবং যদি (১) মৃত্যু ঘটানোর বা গুরুতর আঘাত প্রদানের; কিংবা (২) অগ্নি সংযোগে সম্পত্তি বিনষ্ট করার; অথবা (৩) মৃত্যুদণ্ডে বা দ্বীপান্তর দণ্ডে বা সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ করার ভয় দেখানো হয়, তাহা হইলে উহার শাস্তি সাত বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড হইবে (ধারা ৫০৬)। ভীতি প্রদর্শন যদি বেনামী চিঠি পত্রের সাহায্যে করা হয়, তবে অতিরিক্ত আরও দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে (ধারা ৫০৭)।

অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন 'বলপূর্বক গ্রহণে'র মতই প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তিকে, সে যাহা করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে আইনতঃ বাধ্য নহে, উহা করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে প্রলুব্ধ করা মুখ্য উদ্দেশ্যে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সম্পত্তি আদায়ের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন উহার উদ্দেশ্য। 'অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনে'র ক্ষেত্রে হুমকি দ্বারা অভীষ্ট ফলাফল লাভের প্রয়োজন নাই, এবং যাহাকে উহা দ্বারা প্রভাবান্বিত করিবার ইচ্ছা তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ্য করারও প্রয়োজন নাই। ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তির কানে উহা কোন ক্রমে পৌঁছিলেই অপরাধ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়।

অপমান: নিম্নের দুইটি ধারায় সরকারী কর্মচারী ব্যতীত অন্য কাহাকেও ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করার শাস্তির বিধান রহিয়াছে:

১। শান্তিভঙ্গের জন্য বা যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য উত্তেজনাদানের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত অপমান (ধারা ৫০৪)।

২। কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদার উদ্দেশ্যে, কিংবা তাহার নির্জনবাসে অনধিকার প্রবেশ করার জন্য কোন মন্তব্য, কোন শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি, অথবা কোন বস্তু প্রদর্শন করা (ধারা ৫০৯)।

অনিষ্ট সাধনে সহায়ক বিবৃতিসমূহ ঃ ১। স্থল বা নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন পদস্থ কর্মচারী, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে বিদ্রোহ করিতে বা তাহাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালনে অবহেলা করিতে বা অপারগ হইতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে, অথবা

২। যে ব্যক্তিকে রাষ্ট্র গণ-শান্তি বিরুদ্ধ কোন অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করা যাইতে পারে—জনগণের মধ্যে এমন ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ; অথবা

৩। কোন জনশ্রেণীকে অপর কোন জনশ্রেণীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে ;

কোন বিবৃতি, গুজব বা রিপোর্ট প্রণয়ন, প্রকাশ বা প্রচার করা অপরাধ (ধারা ৫০৫)।

যে উদ্দেশ্যে কোন বিবৃতি, গুজব বা রিপোর্ট তৈয়ার করা হয়, সেই উদ্দেশ্যই হইতেছে এই অপরাধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বিবৃতি যদি সত্য হয় এবং উপরোক্ত কোন উদ্দেশ্য না থাকে তাহা হইলে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় না।

দৈব আক্রোশ ঃ অপরাধকারী ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে দিয়া যে কাজ করাইতে চায় সেই ব্যক্তি সেই কাজ না করিলে অথবা অপরাধকারী তাহাকে সেই কাজ হইতে বিরত রাখিতে চায় সে সেই কাজ করিলে, দৈব আক্রোশের লক্ষ্য হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে প্ররোচিত করার মাধ্যমে যে কাজ বা কার্য বিরতি সংঘটিত হয় তাহা দণ্ডনীয় (ধারা ৫০৮)।

মাতলামি ঃ দণ্ডবিধিতে শুধু মাতলামির জন্য কোন শাস্তির বিধান নাই। তবে ৫১০ ধারা এইরূপ ব্যক্তিকে শাস্তি দান করে, যে ব্যক্তি প্রমত্ত অবস্থায় কোন প্রকাশ্য স্থানে, অথবা যে স্থানে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অনধিকার প্রবেশের শামিল সেইরূপ কোন স্থানে হাজির হয় এবং উক্ত স্থানে এইরূপ আচরণ করে, যাহা কোন ব্যক্তির বিরক্তির উদ্রেক করে।

অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ ঃ দণ্ডবিধির সর্বশেষ এবং মাত্র একটি ধারা (ধারা ৫১১) সম্বলিত ২৩শ পরিচ্ছেদে অপরাধ অনুষ্ঠানে উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

দণ্ডবিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি সমাপ্ত অপরাধের তিনটি স্তর রহিয়াছে ঃ

১। অপরাধ অনুষ্ঠানের অভিপ্রায়,

২। অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, এবং

৩। অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ।

উদ্যোগ যদি সফল হয় তবে বাস্তব অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়।

১· **অভিপ্রায়ঃ** অপরাধ অনুষ্ঠানের শুধু অভিপ্রায় যদি কোন কার্যে পরিণত করা না হয় তবে দণ্ডবিধির অধীনে দণ্ডনীয় নহে।

প্রসঙ্গত ঃ প্রধান বিচারপতি লর্ড ম্যান্‌স্‌ফিল্ডের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন (১৮৭৪ cald ২৯৭, ৪০৩ দ্রষ্টব্য) "যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজ কেবল অভিপ্রায়ের মধ্যে নিহিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা আমাদের আইনে (ইংল্যাণ্ডের আইনে) দণ্ডনীয় নহে। কিন্তু কোন কাজ করার সাথে সাথেই আইন শুধু সম্পাদিত কাজেরই বিচার করে না; উহা যে অভিপ্রায়ে করা হইয়াছে তাহারও বিচার করে এবং উহা বেআইনী অভিপ্রায়ে করা হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রকারান্তরে কার্যটি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও অপরাধমূলক অভিপ্রায়ের কারণে কার্যটি অপরাধমূলক ও দণ্ডনীয় হইয়া পড়ে।"

প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সম্পাদিত কার্যাবলীর প্রকৃতি ও ঘটনার সকল অবস্থা হইতে অভিপ্রায় নিরূপণ করা হয়।

২· **প্রস্তুতিঃ** নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত সাধারণভাবে অপরাধ অনুষ্ঠানের কেবল প্রস্তুতি দণ্ডবিধির অধীনে দণ্ডনীয় নহে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে শুধু প্রস্তুতি গ্রহণকেও দণ্ডনীয় করা হইয়াছে ঃ

(১) বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ (ধারা ১১২)।

(২) বাংলাদেশ সরকারের সহিত শান্তিতে বসবাসকারী শক্তির রাজ্য এলাকা-সমূহের উপর লুণ্ঠন করার প্রস্তুতি গ্রহণ (ধারা ১২৬)।

(৩) ডাকাতি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ (ধারা ৩৯৯)।

নির্ধারিত কার্যসমূহ সম্পাদনের অভিপ্রায় সহকারে প্রস্তুতি গ্রহণকেও দণ্ডবিধির নিম্নোক্ত ধারাসমূহের বলে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে ঃ

১। ধারা ৩৫১ ঃ কোন ব্যক্তির মনে এমন আশঙ্কা জাগাইবার অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করা যে, অপরাধকারী অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

২। মৃত্যু ইত্যাদি ঘটানোর প্রস্তুতি গ্রহণের পর চুরি অনুষ্ঠান (ধারা ৩৮২)।

৩। আঘাত ইত্যাদি করার প্রস্তুতি গ্রহণের পর অনধিকার গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান (ধারা ৪৫২)।

৪। আঘাত ইত্যাদি করার প্রস্তুতি গ্রহণের পর ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান (ধারা ৪৫৮)।

অভিপ্রায় ও প্রস্তুতি: বিচারপতি রেনেড ২৪ বম্বে ২৮৭তে নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন "শুধু এমন কোন অভিপ্রায় যাহার পরে কোন কার্য অনুষ্ঠিত হয় নাই অপরাধ হইতে পারে না এবং কোন কাজ বলিয়া গণ্য নহে এমন পরোক্ষ প্রস্তুতি গ্রহণ যাহা অপরাধের প্রারম্ভ বলিয়া গণ্য তাহা মূল অপরাধ বা উহার উদ্যোগ বা সহায়তা বলিয়া গণ্য হয় না"

প্রস্তুতি গ্রহণের এই সংজ্ঞা দণ্ডবিধির অধীনে দণ্ডনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের উপরি-উক্ত অপরাধসমূহের উপর প্রযোজ্য নহে।

উদ্যোগ: দ্বীপান্তর বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় এবং দণ্ডবিধিতে যেজন্য কোন স্পষ্ট বিধান নাই, এমন অপরাধ অনুষ্ঠানের বা অনুষ্ঠিত করাইবার উদ্যোগের জন্য, সেই উদ্যোগ দ্বারা যদি উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের কোন কাজ হয়, তবে সেইজন্য ৫১১ ধারায় শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং উদ্যোগ হইতেছে অপরাধমূলক পরিকল্পনার আংশিক বাস্তবায়নকালে সম্পাদিত শুধু প্রস্তুতি গ্রহণ অপেক্ষা অধিকতর কোন কাজ যাহা সম্পূর্ণ করিতে ব্যর্থ না হইলে, যাহাতে বাস্তব অপরাধের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। এই ধারার অধীনে মামলা দায়ের করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রকৃত অপরাধের চূড়ান্ত স্তর ব্যতীত প্রত্যেক স্তর সম্পূর্ণ করার প্রয়োজন নাই।

এই ধারার বিধানাবলী আকর্ষণ করিতে হইলে:

১। উদ্যোক্ত অপরাধ দণ্ডবিধির অধীনে দ্বীপান্তর বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

২। অনুরূপ উদ্যোগের শাস্তির জন্য কোন স্পষ্ট বিধান দণ্ডবিধিতে থাকিবে না।

৩। অনুরূপ উদ্যোগে অপরাধ অনুষ্ঠানের কোন কাজ অপরাধকারীর করিতে হইবে।

খুনের উদ্যোগে ৫১১ ধারার প্রযোজ্যতা: ৩০৭ ধারায় যদিও খুনের উদ্যোগের শাস্তির স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে, তবুও বোম্বাই হাইকোর্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারার অধীনে খুনের উদ্যোগের অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার জন্য, লোকটির সম্পাদিত কাজ সাধারণ ও প্রাকৃতিকভাবে মৃত্যু ঘটাইবার সক্ষম কাজ হইতে হইবে।

বিচারপতি স্ট্রেট্‌ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারায় খুনের উদ্যোগের শাস্তির স্পষ্ট বিধান দেওয়া হইয়াছে। দণ্ডবিধি প্রণেতাগণ বিশেষভাবে

অপরাধ অনুষ্ঠানের সেই সকল উদ্যোগকে ইহার আওতা বহির্ভূত রাখিয়াছেন, যে সকল উদ্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন ধারায় উহার দণ্ডসহ সুনির্দিষ্টভাবে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে ৩০৭ ধারা সম্পূর্ণ এবং কোন আদালতের উদ্যোক্ত খুনের অপরাধে কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে ৫১১ ধারাসমূহ পঠিত ২৯৯ ও ৩০০ ধারাদ্বয়ের বিধানাবলী প্রয়োগ করার কোন অধিকার নাই।

দণ্ডবিধিতে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগের শাস্তি

১। ১২১ ধারা—যুদ্ধ করার উদ্যোগ।

২। ১২৪ ধারা—রাষ্ট্রপতি প্রমুখকে আক্রমণের উদ্যোগ।

৩। ১২৫ ধারা—রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ কোন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্যোগ।

৪। ১৩০ ধারা—রাজবন্দী উদ্ধারের উদ্যোগ।

৫। ১৬১ ধারা—সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অবৈধ পারিতোষিক গ্রহণের উদ্যোগ।

৬। ১৬২ ধারা সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে বক্শিশ গ্রহণের উদ্যোগ।

৭। ১৬৩ ধারা—সরকারী কর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের জন্য বকশিশ গ্রহণের উদ্যোগ।

৮। ১৯৬ ধারা—মিথ্যা সাক্ষ্য ব্যবহারের উদ্যোগ।

৯। ১৯৮ ধারা—মিথ্যা সার্টিফিকেট ব্যবহারের উদ্যোগ।

১০। ২০০ ধারা মিথ্যা ঘোষণা ব্যবহারের উদ্যোগ।

১১। ২১৩ ধারা—অপরাধকারীকে লুকাইয়া রাখিবার জন্য উপহার গ্রহণের উদ্যোগ।

১২। ২৩৭ ও ২৩৯ ধারা—মুদ্রা আমদানী বা রপ্তানী করার উদ্যোগ।

১৩। ৪০ ও ২৪১ ধারা—জাল মুদ্রা হস্তান্তরকরণের উদ্যোগ।

১৪। ৩০৭, ৩০৮ ও ৩০৯ ধারা—খুনের উদ্যোগ, খুন বলিয়া গণ্য নহে—এমন দণ্ডার্হ নরহত্যা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ এবং আত্মহত্যা করার উদ্যোগ।

১৫। ৩৭৫ ধারা—বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতির ভীতি প্রদর্শনের উদ্যোগ।

১৬। ৩৮৭ ধারা—বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু ইত্যাদির ভীতি প্রদর্শনের উদ্যোগ।

১৭। ৩৮৯ ধারা—বলপূর্বক গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অপরাধে অভিযুক্ত করার ভীতি প্রদর্শনের উদ্যোগ।

১৮। ৩৯১ ধারা—ডাকাতি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ।

১৯। ৩৯৩ ধারা—দস্যুতা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ।

২০। ৩৯৮ ধারা—মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় দস্যুতা বা ডাকাতি করার উদ্যোগ।

২১। ৪৬০ ধারা—ওঁৎ পাতিয়া রাত্রিবেলায় অনধিকার গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি করাকালে মৃত্যু ইত্যাদি ঘটাইবার উদ্যোগ।

উদ্যোক্ত অপরাধ করা না গেলেও উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ যেমন খালি পকেট মারিবার উদ্যোগ। যখন পকেটে হাত ঢুকানো হয়, তখন এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়।

কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ যদি সফল হয়, তবে উক্ত অপরাধটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যতিক্রম শুধু আত্মহত্যার উদ্যোগ সফল হইলে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় না, কারণ অপরাধকারী তখন আইনের আওতার বাহিরে চলিয়া যায়।

পরিশিষ্ট

নজীর

১। ১৭, কলিকাতা, ৮৫২
২। এ, আই, আর, ১৯২৬, মাদ্রাজ, ৯০৯
৩। ১, বোম্বাই, ৩০৮
৪। ৮, কলিকাতা, ২১৪
৫। ২৮, কলিকাতা, ৫০৪
৬। ৫, সি, ডব্লিউ, এন, ১০৮
৭। এ, আই, আর, ১৯৩১, লাহোর, ৪৭৬
৮। ৩৯, ডব্লিউ, আর, ৬৫৭
৯। এ, আই, আর, ১৯৩৩, মাদ্রাজ, ১২০
১০। ৩৮, কলিকাতা, ৩৮৮
১১। এ, আই, আর, ১৯২৫, এলাহাবাদ, ৭৮A
১২। লর্ড অ্যাকলেণ্ডের রিপোর্ট
১৩। ২৩, সি, ডব্লিউ, এন, ২৩৩
১৪। ৬০, কলিকাতা, ৩৬৪
১৫। এ, আই,আর, ১৯৩২, এলাহাবাদ, ১৮
১৬। ৫৪, বোম্বাই, ৩৫
১৭। ২২, কলিকাতা, ১৩১
১৮। ১৮, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৯৯২
১৯। ৩৬, বোম্বাই, ল' রিপোর্ট, ২৯৭
২০। ১৯, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ১৫৭
২১। ৩২, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ১২৬৬
২২। ৪৪, কলিকাতা, ৪৭৭
২৩। এ, আই, আর, ১৯৬৪, বোম্বাই, ১৯৫
২৪। এ, আই, আর, ১৯৫২, এলাহাবাদ, ১১৪
২৫। এ, আই, আর, ১৯৬৪, বোম্বাই, ১৯৫
২৬। ২৬, কলিকাতা, ১৫৮
২৭। এ, আই, আর, ১৯২৯, মাদ্রাজ, ১৭৫
২৮। আই, এল, আর, ৯, কলিকাতা, ৬৯৮
২৯। ২৩, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৯৪৮
৩০। ৪২, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৬৮
৩১। এ, আই, আর, ১৯৬২, কলিকাতা, ৪১০

৩২। এ, আই, আর, ১৯২৯, লাহোর, ৬৩১
৩৩। পি, এল, ডি, ১৯৫৪, লাহোর, ৩৭
৩৪। ১৫, বোম্বাই, ৭০২
৩৫। ২৭, মাদ্রাজ, ৫৩১
৩৬। ৩১, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ১১৯৬
৩৭। এ, আই, আর, ১৯৪৩, অযোধ্যা, ২৮০
৩৮। এ, আই, আর, ১৯২৬, বোম্বাই, ৯১
৩৯। পি, এল, ডি,১৯৫৭, ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট-৩১৭
৪০। এ, আই, আর, ১৯৩৪, এলাহাবাদ, ৭১১
৪১। এ, আই, আর, ১৯৩২, বোম্বাই, ৫৪৫
৪২। এ; আই, আর, ১৯৬০, এলাহাবাদ, ১০৩
৪৩। ২৫, কলিকাত', ৫১২
৪৪। ২২, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ১১৮
৪৫। ১৯৫৪, মাদ্রাজ, ল' জার্নাল, ২২৬
৪৬। ১২, ডি,এল, আর, এস, সি, ২০৭
৪৭। এ, আই, আর, ১৯৪২, অযোধ্যা, ৩১৮
৪৮। এ, আই, আর, ১৯৩৭, নাগপুর, ৩৪১
৪৯। এ, আর, আর, ১৯৫৮, বোম্বাই, ৫১১
৫০। এ, আই, আর, ১৯২১, নাগপুর, ৮৬
৫১। ২, বি, এল, আর, ১২
৫২। এ, আই, আর, ১৯৪৯, এলাহাবাদ, ৩৫৩
৫৩। এ, আই, আর, ১৯৫৪, মহীশুর, ১১৯
৫৪। এ, আই, আর, ১৯৩৩, পাটনা; ৬০১
৫৫। ৩৮, এলাহাবাদ, ৪৩০
৫৬। এ, আই, আর, ১৯৫৩, নাগপুর, ১৬৫
৫৭। এ, আই, আর, ১৯২৫, নাগপুর, ৩০৭
৫৮। এ, আই, আর, ১৯৬৩, কেরালা, ৬৮
৫৯। এ, আই, আর, ১৯৩৪, লাহোর, ৮১৩
৬০। ২১, ডব্লিউ, আর, ১১
৬১। এ, আই, আর, ১৯৩৪, লাহোর, ৮১৩
৬২। এ, আই, আর, ১৯৫৯, পাঞ্জাব, ১৩৪

৬৩। এ, আই, আর, ১৯৩১, বোম্বাই, ৪০৯
৬৪। এ, আই, আর, ১৯২৪, মাদ্রাজ, ৪৮৭
৬৫। 'জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট'-এর ২৬ ধারা
৬৬। এ, আই, আর, ১৯৫৮, বোম্বাই, ৪৬৯
৬৭। এ, আই, আর, ১৯২৩, কলিকাতা, ৪৫৩
৬৮। ১০, ডি, এল, আর, এস, সি, ৭৭
৬৯। পি, এল, ডি, ১৯৫৪, লাহোর, ৩০৯
৭০। পি, এল, ডি, ১৯৬৩, করাচী, ৭৪৫
৭১। পি, এল, ডি, ১৯৬০, করাচী, ৭৯৭
৭২। পি, এল, ডি, ১৯৬৪, এস, সি, ১৭৭
৭৩। এ, আই, আর, ১৯২৭, কলিকাতা, ৩২৪
৭৪। এ, আই, আর, ১৯৬৮, বোম্বাই, ২৫৪
৭৫। ৩২, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৫৪৬
৭৬। এ, আই, আর, ১৯৩১, পি, সি, ৯৪
৭৭। এ, আই, আর, ১৯৫৭, মাদ্রাজ, ৬৭৫ এবং ২, কলিকাতা, ১২৭
৭৮। এ, আই, আর, ১৯৫৫, এন, ইউ, সি, (আসাম) ২৮৫৪
৭৯। এ, আই, আর, ১৯৫৮, বোম্বাই, ১০৩
৮০। ২২, আই, সি, ১৪৭
৮১। এ, আই, আর, ১৯৪০, লাহোর, ১২৯
৮২। ১৮৮, আই, সি, ৪৯৮
৮৩। পি, এল, ডি, ১৯৬১, সুপ্রীম কোর্ট, ২৩৪
৮৪। এ, আই, আর, ১৯৩০, পাটনা, ৫৯৩
৮৫। এ, আই, আর, ১৯৪৬, সি, সি, ২০
৮৬। এ, আই, আর, ১৯৩৬, এলাহাবাদ, ১৯৩
৮৭। এ, আই, আর, ১৯৫৫, এন, ইউ, সি, ৪৬২৭
৮৮। পি, এল, ডি, ১৯৬১, সুপ্রীমকোর্ট, ২২৪
৮৯। এ, আই, আর, ১৯৬৩, এলাহাবাদ, ১৩১
৯০। ১৯৩৩, মাদ্রাজ, উইকলি নোট, ৭৩৬
৯১। আই, এল, আর, মাদ্রাজ, ৪৮৪
৯২। আই, এল, আর, ১৯৪০, রেঙ্গুন, ১০৯
৯৩। আই, এল, আর, ১৪, কলিকাতা, ৫৬৬

৯৪। এ, আই, আর, ১৯৩৪, অযোধ্যা, ১৩৪
৯৫। এ, আই, আর, ১৯৩২, কলিকাতা, ৩৫০
৯৬। এ, আই, আর, ১৯২৪, এলাহাবাদ, ৬৭৬
৯৭। এ, আই, আর, ১৯৫৪, এস, সি, ২৭৮
৯৮। এ, আই, আর, ১৯৫৬, মাদ্রাজ, ৪২৫
৯৯। এ, আই, আর, ১৯৫৯, মাদ্রাজ, ১০০৬
১০০। এ, আই, আর, ১৯৬১, এস, সি, ৬০০
১০১। ৪৬, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৬২৬
১০২। এ, আই, আর, ১৯৫৫, এন, ইউ, সি, ২৭৫৩
১০৩। এ, আই, আর, ১৯৫৪, পি, সি, ৬৪
১০৪। ৭, ডব্লিউ, আর, ৩৭
১০৫। এ, আই, আর, ১৯৫৩, হায়দ্রাবাদ, ১৫৫
১০৬। এ, আই, সি, ১৯৫০, কচ্ছ, ৭৩
১০৭। ২২, মাদ্রাজ, ২৩৮
১০৮। এ, আই, আর, ১৯৫৩, পি, সি, ২৩৩
১০৯। ২৩, কলিকাতা, ৪২১
১১০। ২২, মাদ্রাজ, ২৩৮
১১১। আই, এল, আর, ১০, মাদ্রাজ, ১৬৫
১১২। ৭, ডব্লিউ, আর, ৩১
১১৩। আই, এল, আর, ২৩, মাদ্রাজ, ২৩৮
১১৪। ৪, বি, এইচ, সি, আর, ৩৭
১১৫। এ, আই, আর, ১৯৪১, বোম্বাই, ১৫৮
১১৬। ৪, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৪০৪
১১৭। ১৯১৩, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ১২৬৫
১১৮। এ, আই, আর, ১৯৬২, এস, সি ১১৫৫
১১৯। এ, আই, আর, ১৯৪১, বোম্বাই, ১৫৮
১২০। এ, আই, আর, ১৯৬৪, মহীশূর, ৬৪
১২১। ১৯৫৭, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৫২৩
১২২। ৬, ডি, এল, আর, ২৯
১২৩। ৬, ডি, এল, আর, ২৯
১২৪। এ, আই, আর, ১৯৫৫, পেপসু ১৭০

১২৫। এ, আই, আর, ১৯৫০, কচ্ছ, ২০
১২৬। এ, আই, আর, ১৯৩৪, সিন্ধু, ১৯৫
১২৭। এ, আই, আর, ১৯৫১, উড়িষ্যা, ২৮৪
১২৮। এ, আই, আর, ১৯৪৩, পাটনা, ৬৪
১২৯। এ, আই, আর, ১৯৫২, নাগপুর, ২৮২
১৩০। এ, আই, আর, ১৯৫০, এলাহাবাদ, ৯৫
১৩১। এ, আই, আর, ১৯৩৬, সিন্ধু ১৮৫
১৩২। পি, এল, ডি, ১৯৬০, লাহোর, ১১১
১৩৩। পি, এল, ডি, ১৯৫৪, পেশোয়ার, ১
১৩৪। এ, আই, আর, ১৯৪৭, পাটনা, ২২২
১৩৫। এ, আই, আর, ১৯৩২, লাহোর, ২৬০
১৩৬। এ, আই, আর, ১৯৫৯, মধ্য প্রদেশ, ২৬৯
১৩৭। এ, আই, আর, ১৯১৯, লাহোর, ৪৭০
১৩৮। এ, আই, আর, ১৯৬৩, উড়িষ্যা, ৩৩
১৩৯। এ, আই, আর, ১৯৪৯, কলিকাতা, ১৮২
১৪০। এ, আই, আর, ১৯২৯, কলিকাতা, ১
১৪১। এ, আই, আর, ১৯৩৫, অযোধ্যা, ১৪৩
১৪২। এ, আই, আর, ১৯৫৩, মাদ্রাজ, ৮২৭
১৪৩। এ, আই, আর, ১৯৫৩, মাদ্রাজ, ৮২৭
১৪৪। এ, আই, আর, ১৯৫০, এলাহাবাদ, ৯৫
১৪৫। এ, আই, আর, ১৯৩৫, এলাহাবাদ, ২৮২
১৪৬। ১৪, কলিকাতা, ৫৬৬
১৪৭। এ, আই, আর, ১৯৪৯, বোম্বাই, ২২৬
১৪৮। এ, আই, আর, ১৯৬২, মাদ্রাজ, ২১৬
১৪৯। এ, আই, আর, ১৯৩৫, এলাহাবাদ, ৯১৬
১৫০। এ, আই, আর, ১৯৬৩, বোম্বাই, ৭৪
১৫১। পি, এল, ডি, ১৯৫৯, লাহোর, ৩৮
১৫২। এ, আই, আর, ১৯১৪, মাদ্রাজ, ৪৯
১৫৩। ৬৭, আই, সি, ৩৪০
১৫৪। এ, আই, আর, ১৯৪১, মাদ্রাজ, ৭০৬
১৫৫। এ, আই, আর, ১৯৪৩, সিন্ধু, ১১৬
১৫৬। এ, আই, আর, ১৯৫৩, এলাহাবাদ, ৩০৮

১৫৭। এ, আই, আর, ১৯৭০, এস, সি, ১০৭৯
১৫৮। এ, আই, আর, ১৯৫৬, পাটনা, ২২
১৫৯। পি, এল, ডি, ১৯৬৫, পেশোয়ার, ৮২
১৬০। এ, আই, আর, ১৯৫৪, আসাম, ৫৬
১৬১। এ, আই, আর, ১৯৫৭, মধ্য প্রদেশ, ১৫৩
১৬২। এ, আই, আর, ১৯৬৩, কলিকাতা, ৩
১৬৩। এ, আই, আর, ১৯৪৯, এলাহাবাদ, ১০৯
১৬৪। এ, আই, আর, ১৯৪৮, এলাহাবাদ, ২০৫
১৬৫। এ, আই, আর, ১৯৪৯, এলাহাবাদ, ২৭৪
১৬৬। ১০, ডব্লিউ, আর, ৬৪
১৬৭। এ, আই, আর, ১৯৪২, অযোধ্যা, ৬০
১৬৮। এ, আই, আর, ১৯৪৬, পাটনা, ২৫১
১৬৯। এ, আই, আর, ১৯৩৩, রেঙ্গুন, ২৭৩
১৭০। এ, আই, আর, ১৯২৬, এলাহাবাদ, ১৪৭
১৭১। এ, আই, আর, ১৯৪০, রেঙ্গুন, ১২৯
১৭২। এ, আই, আর, ১৯৩৯, লাহোর, ৪১৬
১৭৩। এ, আই, আর, ১৯৬৯, রাজস্থান, ১২১
১৭৪। এ, আই, আর, ১৯৬৪, কেরালা, ১৮৫
১৭৫। এ, আই, আর, ১৯৫৩, পাটনা, ৩১৩
১৭৬। এ, আই, আর, ১৯৬৩, এস, সি, ৬১২
১৭৭। পি, এল, ডি, ১৯৬৩, আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর, ৯০
১৭৮। এ, আই, আর, ১৯৪০, পেশোয়ার, ৩
১৭৯। ৫, ডব্লিউ, আর, ৩৩
১৮০। এ, আই, আর, ১৯৫৯, পাঞ্জাব, ৩৩২
১৮১। পি, এল, ডি, ১৯৫৭, ঢাকা, ২৮১
১৮২। পি, এল, ডি, ১৯৫৭, ঢাকা, ২৮১
১৮৩। এ, আই, আর, ১৯৫২, উড়িষ্যা, ৩৭
১৮৪। এ, আই, আর, ১৯৬৩, গুজরাট, ৭৮
১৮৫। এ, আই, আর, ১৯৬৩, এস, সি, ৬১২
১৮৬। পি, এল, ডি, ১৯৫৭, ঢাকা, ২৮১
১৮৭। এ, আই, আর, ১৯৩৪, লাহোর, ৬২০

১৮৮। পি, এল, ডি, ১৯৬১, বাগদাদুল জাদীদ, ৩১
১৮৯। পি, এল, ডি, ১৯৬৫, লাহোর, ৫৫৩
১৯০। এ, আই, আর, ১৯৫১, নাগপুর, ৩৪৯
১৯১। এ, আই, আর, ১৯৪৬, সিন্ধু, ১৭
১৯২। এ. আই, আর, ১৯৩৯, রেঙ্গুন, ২২৫
১৯৩। এ, আই, আর, ১৯৬৩, এস, সি, ৬১২
১৯৪। এ, আই, আর, ১৯৫২, রাজস্থান, ১৫৮
১৯৫। এ, আই, আর, ১৯৪১, লাহোর, ৪৫
১৯৬। পি. এল, ডি, ১৯৫৬, লাহোর, ৩৩
১৯৭। এ, আই, আর, ১৯৪৪, লাহোর, ৭৪৮
১৯৮। ৪, পি, এল, জে, ২৮৯
১৯৯। ১৪, ডব্লিউ, আর, ৬৯
২০০। এ, আই আর, ১৯২৬, লাহোর, ২৮
২০১। এ, আই. আর, ১৯৪০, পেশোয়ার, ৬
২০২। পি, এল, ডি, ১৯৬৪, করাচী, ৪১২
২০৩। পি, এল, ডি, ১৯৬০, লাহোর, ২১৮
২০৪। এ, আই, আর, ১৯৩৬, লাহোর, ২৮
২০৫। ১২, ডি, এল, আর, ডব্লিউ, পি, ৪২
২০৬। পি, এল, ডি, ১৯৬০, পেশোয়ার, ১৪১
২০৭। ৪৮, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৫৩৩
২০৮। এ, আই, আর, ১৯৪০, বোম্বাই, ১২৬
২০৯। এ, আই, আর, ১৯২০, পাটনা, ৫০২
২১০। এ. আই, আর. ১৯১৮, মাদ্রাজ, ৭৩৮
২১১। এ, আই আর, ১৯২৩, বোম্বাই, ৪৪
২১২। এ, আই, আর, ১৯৫৩, ত্রিবাঙ্কুর, ২৫১
২১৩। ৩, মাদ্রাজ, ৪
২১৪। ২৭, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৮২২
২১৫। ২৪, ডি, এল, আর, ৫৭
২১৬। আই, এল, আর, ৪১, কলিকাতা, ১৭
২১৭। এ, আই, আর, ১৯৬৭, এস, সি, ৫৫৩
২১৮। এ, আই, আর, ১৯৩৫, সিন্ধু, ৭৮

২১৯। ২২, ডি, এল, আর, ৬৯
২২০। এ, আই, আর, ১৯২৪, মাদ্রাজ, ৪৮৭
২২১। ২, ডি, এল, আর, ৭৩
২২২। ৫, ডি, এল, আর, ৬৬
২২৩। ২২, ডি, এল, আর. ১৫৮
২২৪। এ, আই, আর, ১৯৩৫, অযোধ্যা, ৪৭৩
২২৫। এ, আই, আর, ১৯৩৫, এলাহাবাদ, ৩৪৩
২২৬। এ, আই, আর, ১৯৩১, পাটনা, ৫৩
২২৭। এ, আই, আর, ১৯৪০, বোম্বাই, ১২৬
২২৮। এ, আই, আর, ১৯৫৭, অযোধ্যা, ২৩১
২২৯। এ, আই, আর, ১৯২১, নাগপুর, ৭৮
২৩০। এ, আই, আর, ১৯৩৭, পাটনা, ৩১৭
২৩১। এ, আই, আর, ১৯২৯, রেঙ্গুন, ২০৩
২৩২। এ, আই, আর, ১৯৩৬, এলাহাবাদ, ৪৩৭
২৩৩। এ, আই, আর, ১৯৪৮, মাদ্রাজ, ২৮১
২৩৪। ২৮, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৮৫
২৩৫। আই, এল, আর, ৩৪, বোম্বাই, ৩৯৪
২৩৬। আই, এল, আর, ৫৮, কলিকাতা, ১২২৮
২৩৭। এ, আই, আর, ১৯৫৯, এস, সি, আর,
২৩৮। এ, ডি, এল, আর, ৫৪৩
২৩৯। ৪, আই, আর, ১৯৩২, এলাহাবাদ, ১৮
২৪০। এ, আই, আর, ১.৩৩, মাদ্রাজ, ২৭৯
২৪১। এ, আই, আর, ১৯৩৩, কলিকাতা, ৪৭
২৪২। এ, আই; আর, ১৯৩২, কলিকাতা, ৭৬০
২৪৩। ৪০, সি, ডব্লিউ, এন, ১২১৮
২৪৪। ৪১, সি ডব্লিউ এন, ২২৫
২৪৫। পি, এল, ডি, ১৯৫৭, এস, সি, ইণ্ডিয়া, ৬৮
২৪৬। ১৯৬১, কলিকাতা, ৪৬১
২৪৭। এ, আই, আর, ১৯৬১, কলিকাতা; ৪৬১
২৪৮। ১০, ডি, এল, আর, ৬
২৪৯। ৭, ডি, এল, আর, ৭৫

২৫০। এ, আই, আর, ১৯৬১, পাটনা, ৪৫১
২৫১। এ, আই, আর, ১৯৪০, বোম্বাই, ৩৬৫
২৫২। পি, এল, ডি, ১৯৫৭, এস, সি, ইণ্ডিয়া, ২৮৯
২৫৩। পি, এল, পি, ১৯৬৩, ঢাকা, ৩০৫
২৫৪। এ, আই, আর, ১৯৪০, এলাহাবাদ, ২৯১
২৫৫। এ, আই, আর, ১৯৬৫, কলিকাতা, ৫৯৮
২৫৬। এ, আই, আর, ১৯১৫, লাহোর, ২৬
২৫৭। আই, এল, আর, ৪০, এলাহাবাদ, ৪১
২৫৮। ২০, ডি, এল, আর, ৫৪০
২৫৯। ২০, ডি, এল, আর, ডব্লিউ, বি, ২০
২৬০। ৭, ডি, এল, আর, ৫৬৬
২৬১। ১১, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৪৫৩
২৬২। এ, আই, আর, ১৯৫১, পাটনা, ৬০
২৬৩। এ, আই আর, ১৯৪৫, পাটনা, ৫৮
২৬৪। এ, আই, আর, ১৯৩৪, কলিকাতা, ২২১
২৬৫। ১৯৫৫, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৪১৪
২৬৬। ৩৪, বোম্বাই, ৩৯৪
২৬৭। ২২, পাটনা, ৬৬২
২৬৮। এ, আই, আর, ১৯৫৫, ত্রিবাঙ্কুর, ৩৩
২৬৯। এ, আই, আর, ১৯২২, বোম্বাই, ২৮৪
২৭০। এ, আই, আর, ১৯১১, পাটনা, ৬০
২৭১। পি, এল, ডি, ১৯৫৭, লাহোর, ১৪২,
২৭২। এ, আই, আর, ১৯৩৮, মাদ্রাজ, ৭৫৮
২৭৩। এ, আই, আর, ১৯৪১, এলাহাবাদ, ১৫৬
২৭৪। এ, আই, আর, ১৯২৭, কলিকাতা, ৭৫১
২৭৫। পি, এল, ডি, ১৯৬৭, এস, সি, ৭৮
২৭৬। পি, এল, ডি, ১৯৫৭, লাহোর, ১৪২
২৭৭। পি, এল, ডি, ১৯৬৭, এস, সি, ৭৮
২৭৮। পি, এল, ডি, ১৯৫৮, পেশোয়ার, ১৫
২৭৯। পি, এল, ডি, ১৯৫৮, পেশোয়ার, ১৫
২৮০। পি, এল, ডি, ১৯৫৪, সিন্ধু, ৮০

২৮১। পি, এল, ডি, ১৯৬৭, এস, সি, ৭৮

২৮১-ক। ১৯, ডি, এল, আর, ১৮৫

২৮২। পি, এল, ডি, ১৯৬৫, ঢাকা, ৪৭৮

২৮৩। পি, এল, ডি, ১৯৬৫, ঢাকা, ৪৭৮

২৮৪। পি, এল, ডি, ১৯৫৮, পেশোয়ার ১৫

২৮৫। পি, এল, আর, ১৯৪৯, লাহোর, ৫৪৫

২৮৬। এ, আই, আর, ১৯২৯, কলিকাতা, ২৭৭

২৮৭। পি, এল, ডি, ১৯৫৮, পেশোয়ার, ১৫

২৮৮। এ, আই, আর, ১৯৫০, ত্রিবাঙ্কুর, ৮০

২৮৯। পি, এল, ডি, ১৯৫৪, সিন্ধু, ৮০

২৯০। এ, আই, আর, ১৯৩০, এলাহাবাদ, ৩২৪ এবং ১৯ ডি, এল, আর, এস, সি, ১৮৬

২৯১। ৩২. ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৫৮৮

২৯২। ৩৪, সি, ডব্লিউ, এন,১০৯৫

২৯৩। ৩৪, ক্রিমিনাল' ল' জার্নাল, ৩০৯

২৯৪। এ, আই, আর, ১৯১৭, সিন্ধু, ২৮

২৯৫। এ, আই, আর, ১৯৫০, এফ, সি, ৮০

২৯৬। এ, আই, আর, ১৯৫৭, রাজস্থান, ৩৩১

২৯৭। এ, আই, আর, ১৯৫৩, এলাহাবাদ, ৭৫৯

২৯৮। এ, আই, আর, ১৯৫৮, রাজস্থান, ২২৬

২৯৯। ১১, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৫৩৩

৩০০। এ, আই, আর, ১৯৩৬. কলিকাতা, ১৫৭

৩০১। এ, আই, আর, ১৯৪৬, পাটনা, ৩৮১

৩০২। ১০, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৩১৩

৩০৩। এ, আই, আর, ১৯১৫, কলিকাতা, ২৩৬

৩০৪। এ, আই, আর, ১৯৫৪, আসাম, ৫৭

৩০৫। এ, আই, আর, ১৯৪৯, এলাহাবাদ ১৮০

৩০৬। এ, আই, আর, ১৯২৫, অযোধ্যা, ৪২৫

৩০৭। এ, আই, আর, ১৯৬৫, এস, সি, ২০২

৩০৮। ১৫, ডি, এল, আর, এস, সি, ৬৫

৩০৯। এ, আই, আর, ১৯৩১, লাহোর, ৩৬১

৩১০। এ, আই, আর, ১৯৪৩, এলাহাবাদ, ৪৫
৩১১। এ, আই, আর, ১৯৫০, এলাহাবাদ, ৪১৮
৩১২। এ, আই, আর, ১৯২২, এলাহাবাদ, ২২৫
৩১৩। এ, আই, আর, ১৯৬৮, উড়িষ্যা, ১৬০
৩১৪। ৪৮; ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৫৯০
৩১৫। ৪০, কলিকাতা, ৩৬৭
৩১৬। এ, আই, আর, ১৯৫২, মাদ্রাজ, ৩৬৭
৩১৭। এ, আই, আর, ১৯৫১, আসাম, ৪৮
৩১৮। এ, আই, আর, ১৯১৪, সিন্ধু, ১৬০
৩১৯। ২৪, কলিকাতা, ৩২৪
৩২০। এ, আই, আর, ১৯২৬, পাটনা, ১৫৬০
৩২১। এ, আই, আর, ১৯২৪, অযোধ্যা, ২৫৬
৩২২। এ, আই, আর, ১৯৪১, পাটনা, ৫৬০
৩২৩। ৫, ডি, এল, আর, ৫৮
৩২৪। এ, আই. আর, ১৯৪০, এফ, সি, ৮০
৩২৫। ৬৮, আই, সি, এলাহাবাদ, ১৫৭
৩২৬। ২৪, ডি, এল, আর, ২০৭
৩২৭। ৯, ডি, এল, আর, ৭১
৩২৮। ৮, ডি, এল, আর. ৯৫
৩২৯। পি, এল, ডি, ১৯৫৯, ঢাকা, ১৩৯
৩৩০। এ, আই, আর, ১৯৩৭, পাটনা, ৬০৩
৩৩১। ৫, সি, ডব্লিউ, এন, ২৫০
৩৩২। ১০, ডি, এল, আর, ৫১৮
৩৩৩। এ, আই, আর, ১৯৬০, এস, সি, ৭২৫
৩৩৪। ১২. ডি, এল, আর, ৮০৮
৩৩৫। এ, আই. আর, ১৯৫৫, আসাম, ২২৬
৩৩৬। ১২, ডি, এল, আর, ৮০৮
৩৩৭। এ, আই, আর, ১৯৪৭, লাহোর, ১৮৮
৩৩৮। পি, এল. ডি, ১৯৬১, লাহোর, ১
৩৩৯। ১২, ডি, এল, আর, ৮০৮
৩৪০। ৯, ডি, এল, আর, এস, সি, ১
৩৪১। ৭, ডি, এল, আর, ৫৭২

৩৪২। ৭, ডি, এল, আর, ডব্লিউ, পি, লাহোর, ৪৫
৩৪৩। ২০, ডি, এল, আর, এস, সি, ৩৪৭
৩৪৪। এ, আই, আর, ১৯৩৪, লাহোর, ২৪৩
৩৪৫। ৭, বোম্বাই, ৪২
৩৪৬। এ, আই, আর, ১৯৫৪, মহীশুর, ৫৮
৩৪৭। এ, আই, আর, ১৯২২, লাহোর, ১৩৫
৩৪৮। ৪২, পি, এল, আর, ৪৭৭
৩৪৯। আই, এল, আর, ১৮, বোম্বাই, ৭৫৮
৩৫০। এ, আই, আর, ১৯৫২, কলিকাতা, ১৩৮
৩৫১। এ, আই, আর, ১৯২৭, এলাহাবাদ, ৬৪৯
৩৫২। এ, আই, আর, ১৯৩২, লাহোর, ৩৫১
৩৫৩। পি, এল, ডি, ১৯৬২, লাহোর,
৩৫৪। এ, আই, আর, ১৯৩২, লাহোর, ৯৯
৩৫৫। এ, আই, আর, ১৯৩৩, বোম্বাই, ৬৫
৩৫৬। এ, আই আর, ১৯৪০, বোম্বাই, ৩৭৯
৩৫৭। এ, আই, আর, ১৯৩৯, কলিকাতা, ৩০৬
৩৫৮। ১২, ডব্লিউ, আর, ২৫
৩৫৯। ২২, আই, সি, ৭৬৭
৩৬০। আই, এল, আর, ১৪, মাদ্রাজ, ১২৬
৩৬১। এ, আই, আর, ১৯৩৩, মাদ্রাজ, ৮৪৩
৩৬২। পি, এল, ডি, ১৯৫৯, লাহোর, ১০১৮
৩৬৩। এ, আই, আর, ১৯৩৭, অযোধ্যা, ৪২৫
৩৬৪। এ, আই, আর, ১৯৩৭, মাদ্রাজ, ২৮৬
৩৬৫। এ, আই, আর, ১৯১৭, মাদ্রাজ, ১২৪
৩৬৬। ১৯৩৭, ডব্লিউ, এন, ৯৭৭
৩৬৭। এ, আই, আর, ১৯৩৭, মাদ্রাজ, ২৮৬
৩৬৮। এ, আই, আর, ১৯২৮, এলাহাবাদ, ৭৫২
৩৬৯। এ, আই, আর, ১৯৪৮, মাদ্রাজ, ৬৩
৩৭০। ২০, আই, সি, ২০৭
৩৭১। এ, আই, আর, ১৯৫৯, বোম্বাই, ৫৪৩
৩৭২। এ, আই, আর, ১৯২৩, বোম্বাই, ৪৪
৩৭৩। পি, এল, ডি, ১৯৬৩, এস, সি, ১

৩৭৪। এ, আই, আর, ১৯৫২, এলাহাবাদ, ৬৬৭
৩৭৫। পি, এল, ডি, ১৯৬১, এস, সি, ২২৪
৩৭৬। পি, এল, ডি, ১৯৬২, ঢাকা, ১৬
৩৭৭। পি, এল, ডি, ১৯৫৬, লাহোর, ১০৫১
৩৭৮। পি, এল, ডি, ১৯৬১, ঢাকা, ৭৯৮
৩৭৯। এ, আই, আর, ১৯৫৫, রাজস্থান, ১০৮
৩৮০। এ, আই, আর, ১৯৫৫, রাজস্থান, ১০৮
৩৮১। এ, আই, আর, ১৯৫৪, পাঞ্জাব, ২২৮
৩৮২। এ, আই, আর, ১৯৬১; ত্রিপুরা, ৮
৩৮৩। এ, আই, আর, ১৯৬২, পাটনা, ৮
৩৮৪। ২৪, ডি, এল, আর, ২৩০
৩৮৫। এ, আই, আর, ১৯৩৮, এলাহাবাদ, ৫৩৪
৩৮৬। ১৬, আই, সি, ৭৬৩
৩৮৭। পি, এল, ডি, ১৯৫৮, ঢাকা, ৫১৯
৩৮৮। এ, আই, আর, ১৯৪১, পাটনা, ৫৩৯
৩৮৯। এ, আই, আর, ১৯২৬, এলাহাবাদ, ৭১৯
৩৯০। ১৯, আই, সি, ৫৭৭
৩৯১। এ, আই, আর, ১৯৫১, বোম্বাই, ২৩৩
৩৯২। ৪৩, আই, সি, কলিকাতা, ৪৪০
৩৯৩। ৪৩, আই, সি, পাটনা, ৭৮০
৩৯৪। ১, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৫৫৪
৩৯৫। এ, আই, আর, ১৯৩৮, কলিকাতা, ২৭৪
৩৯৬। এ, আই, আর, ১৯৫৭, অন্ধ্র প্রদেশ, ৮৪৫
৩৯৭। এ, আই, আর, ১৯৩২, রেঙ্গুন, ৫২
৩৯৮। এ, আই, আর, ১৯৬৮, এস, সি, ৯০৪
৩৯৯। এ, আই, আর, ১৯২২, মাদ্রাজ, ৩৩৭
৪০০। এ, আই, আর, ১৯৬৪, উড়িষ্যা, ৯
৪০১। এ, আই, আর, ১৯৩৭, সিন্ধু, ২১
৪০২। এ, আই, আর, ১৯৫৯, উড়িষ্যা, ৯৭
৪০৩। ১৯৫৬, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ১৩২৭
৪০৪। এ, আই, আর, ১৯২৮, এলাহাবাদ, ১৫০
৪০৫। এ, আই, আর, ১৯২৮, এলাহাবাদ, ১১৮

৪০৬। এ, আই, আর, ১৯২৫, এলাহাবাদ, ৩২২
৪০৭। এ, আই, আর, ১৯২৭, এলাহাবাদ, ৪৯
৪০৮। ২৫, আই, সি, ৩৪৭
৪০৯। ৫, আই, সি, ৫০৫
৪১০। এ, আই, আর, ১৯৪৮, এলাহাবাদ, ১৩৭
৪১১। পি, এল, ডি, ১৯৬২, করাচী, ৮৭৩
৪১২। এ, আই, আর, ১৯৫০, আজমীর, ১৯
৪১৩। এ, আই, আর, ১৯৩৩, রেঙ্গুন, ২৯২
৪১৪। আই, এল, আর, ২০, এলাহাবাদ, ১৫১
৪১৫। ৭, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ২০৮
৪১৬। ১৬, আই, সি, ৫২১
৪১৭। এ, আই, আর, ১৯২০, লাহোর, ৩৪৯
৪১৮। এ, আই, আর, ১৯৪০, লাহোর, ১৫
৪১৯। এ, আই, আর, ১৯৩৬, এলাহাবাদ, ৭৮৮
৪২০। এ, আই, আর, ১৯৫৬, বোম্বাই, ২৬৫
৪২১। এ, আই, আর, ১৯৩৭, এলাহাবাদ, ৭৫৫
৪২২। পি, এল, ডি, ১৯৬০, লাহোর, ১০৩৫
৪২৩। এ, আই, আর, ১৯২২, এলাহাবাদ, ২৭২
৪২৪। এ, আই, আর, ১৯৬২, এস, সি, ১২০৬
৪২৫। এ, আই, আর, ১৯৪৪, মাদ্রাজ, ৪৫
৪২৬। এ, আই, আর, ১৯২৬, অযোধ্যা, ২০২
৪২৭। ২১, মাদ্রাজ, ৭৮
৪২৮। ২, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ২৫
৪২৯। ৯, ডি, এল, আর, ৭৭
৪৩০। এ, আই, আর, ১৯৫০, পাটনা, ৪০৬
৪৩১। এ, আই, আর, ১৯৩২, কলিকাতা, ৮৭১
৪৩২ আই, এল, আর, ২২, বোম্বাই, ৭৬৯
৪৩৩ আই, এল, আর, ৩, এলাহাবাদ, ২০১
৪৩৪ এ, আই, আর, ১৯২১, কলিকাতা, ২৫৮
৪৩৫ এ, আই, আর, ১৯৩৯, কলিকাতা, ৭০৮
৪৩৬ এ, আই, আর, ১৯৪৪, পাটনা, ২১৩
৪৩৭ পি, এল, ডি, ১৯৫২, বেলুচিস্তান, ১৯

৪৩৮। এল, আই, আর, ১৯১৬, মাদ্রাজ, ৪০৮
৪৩৯। পি, এল, ডি, ১৯৫৫, বেলুচিস্তান, ১৯
৪৪০। এ, আই, আর, ১৯৬৪, এস, সি, ৭২৫
৪৪১। এ, আই, আর, ১৯২৯, এলাহাবাদ, ৩১৬
৪৪২। এ, আই, আর, ১৯৪২, মাদ্রাজ, ৯২
৪৪৩। এ, আই, আর, ১৯২৭, এলাহাবাদ, ৭২১
৪৪৪। এ, আই, আর, ১৯৪৪, সিন্ধু, ১৫৫
৪৪৫। এ, আই, আর, ১৯২৬, পাটনা, ১৬৮
৪৪৬। এ, আই, আর, ১৯৫৪, মাদ্রাজ, ৯
৪৪৭। এ, আই, আর, ১৯২৫, রেঙ্গুন, ১৯১
৪৪৮। এ, আই, আর, ১৯২৬, কলিকাতা, ২৫৮
৪৪৯। এ, আই, আর, ১৯৪৩, কলিকাতা, ৪০
৪৫০। এ, আই, আর, ১৯৩৭, পাটনা, ৪৬৭
৪৫১। এ, আই, আর, ১৯৪৩, নাগপুর, ১৭
৪৫২। এ, আই, আর, ১৯৩৫, নাগপুর, ১২৫
৪৫৩। এ, আই, আর, ১৯৪৭, পাটনা, ৫৪
৪৫৪। ২৭, মাদ্রাজ, ২২৩
৪৫৫। পি, এল, ডি, ১৯৬০, করাচী, ২৫
৪৫৬। পি, এল, ডি, ১৯৬৪, ঢাকা, ৭১০
৪৫৭। এ, আই, আর, ১৯৪৯, পাটনা, ৮০
৪৫৮। এ, আই, আর, ১৯৬২, গুজরাট, ২২৫
৪৫৯। এ, আই, আর, ১৯৫৮, পাঞ্জাব, ১৮৩
৪৬০। এ, আই, আর, ১৯৬০, মাদ্রাজ, ৯
৪৬১। এ, আই, আর, ১৯২০, নাগপুর, ১৭০
৪৬২। এ, আই, আর, ১৯৬৪, পাটনা, ৬২
৪৬৩। ৭১, আই, সি, ৫০
৪৬৪ এ, আই, আর, ১৯৬২, কেরালা, ১৩৩
৪৬৫ এ, আই, আর, ১৯৩৮, সিন্ধু, ২১৭
৪৬৬ এ, আই, আর, ১৯৩৫, মাদ্রাজ, ৯১৩
৪৬৭ এ, আই, আর, ১৯৩৭, মাদ্রাজ, ৭১৩
৪৬৮ ঐ ঐ
৪৬৯ এ, আই, আর, ১৯৪০, মাদ্রাজ, ২৭১

৪৭০। ২৪, সি, ডব্লিউ, এন, ১১০
৪৭১। ৭, কলিকাতা, ৯৬
৪৭২। ১৪, মাদ্রাজ, ৪০০
৪৭৩। এ, আই, আর, ১৯৪৬, পাটনা, ১০১
৪৭৪। এ, আই, আর, ১৯৪০, পাটনা, ৫৪৮
৪৭৫। এ, আই, আর, ১৯৪৪, পি, সি, ৫৪
৪৭৬। এ, আই, আর, ১৯২৮, মাদ্রাজ, ১১৪৭
৪৭৭। পি, এল, ডি, ১৯৫৭, এস, সি, ইণ্ডিয়া, ৩৭৭
৪৭৮। ৫, এলাহাবাদ, ৫৫৩
৪৭৯। এ, আই, আর, ১৯৩৮, মাদ্রাজ, ৫৯৫
৪৮০। এ, আই, আর, ১৯৩৮, মাদ্রাজ, ৫৯৫
৪৮১। আই, এল, আর, ১০ বোম্বাই, ৫০৬
৪৮১-ক। এ, আই, আর, ১৯১৯, লাহোর, ২২৯
৪৮২। ৩৭, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৯১৮
৪৮৩। এ, আই, আর, ১৯৫০, উড়িষ্যা, ৬২
৪৮৪। এ, আই, আর, ১৯৬০, উড়িষ্যা, ২৩
৪৮৫। এ, আই, আর, ১৯৫০, উড়িষ্যা, ৬২
৪৮৬। এ, আই, আর, ১৯৩২, পাটনা, ১৭১
৪৮৭। এ, আই, আর, ১৯৩২, লাহোর, ৬১৫
৪৮৮। পি, এল, ডি, ১৯৫১, লাহোর, ২৭৬
৪৮৯। এ, আই, আর, ১৯২৭, বোম্বাই, ৯৬
৪৯০। এ, আই, আর, ১৯২৫, সিন্ধু, ১৯১
৪৯১। এ, আই, আর, ১৯২১, এলাহাবাদ, ২৮১
৪৯২। এ, আই, আর, ১৯৫৯, এস, সি, ১০২
৪৯৩। ১৯৩৫, এম, ডব্লিউ, এন, ৭০৪
৪৯৪। এ, আই, আর, ১৯৫৬, এলাহাবাদ, ২৫৮
৪৯৫। এ, আই, আর, ১৯২৩, এলাহাবাদ, ১৯৩
৪৯৬। এ, আই, আর, ১৯১৮, লাহোর, ৬৫
৪৯৭। ১১, বোম্বাই, এইচ, সি, আর, ১৭২
৪৯৮। এ, আই, আর, ১৯২৬, এলাহাবাদ, ৩২১
৪৯৯। ২৯, এলাহাবাদ, ৪১
৫০০। ৩০, এলাহাবাদ, ৯৩

৫০১। পি, এল, ডি, ১৯৫৯, লাহোর, ১৭৯
৫০২। এ, আই, আর, ১৯৩৩, পাটনা, ২৭২,
৫০৩। এ, আই, আর, ১৯১৭, কলিকাতা, ১২৩
৫০৪। ১, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৯৬০
৫০৫। এ, আই, আর, ১৯১৭, কলিকাতা, ১২৩
৫০৬। এ, আই, আর, ১৯৩৯, বোম্বাই, ৪৫৫
৫০৭। পি, এল, ডি, ১৯৬০, আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর, ১৮
৫০৮। এ, আই, আর ১৯৫৭, মাদ্রাজ, ২০৯
৫০৯। এ, আই, আর, ১৯৫৯, রাজস্থান, ১৯১
৫১০। এ, আই, আর, ১৯২৪, এলাহাবাদ, ১৯৪
৫১১। আই, এল, আর, ৭, মাদ্রাজ, ২৭৬
৫১২। আই, এল, আর, ২৪, কলিকাতা, ৪৯৪
৫১৩। ৩, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ২০৮
৫১৪। ৩, সি, ডব্লিউ, এন, ৬৬
৫১৫। আই, এল, আর, ১৪, মাদ্রাজ, ২২৯
৫১৬। এ, আই, আর, ১৯৪৪, লাহোর, ১৬৩
৫১৭। এ, আই, আর, ১৯৩৯, পাটনা, ৩৮৮
৫১৮। এ, আই, আর, ১৯৩৪, নাগপুর, ৬৫
৫১৯। ১২, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৩৬২
৫২০। ১২, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ৫৮২
৫২১। এ, আই, আর, ১৯৩৪, কলিকাতা, ৪৯০
৫২২। এ, আই, আর, ১৯৬৭, উড়িষ্যা, ৩৬
৫২৩। এ, আই, আর, ১৯৩৫, এলাহাবাদ, ৭৪৫
৫২৪। ১, ক্রিমিনাল ল, জার্নাল' ২৪৪
৫২৫। এ, আই,আর, ১৯২১, এলাহাবাদ, ১৯২
৫২৬। আই, এল, আর, ৩৫, বোম্বাই, ৩৬৮
৫২৭। এ, আই, আর, ১৯৬৫, এস, সি, ১৬১৬
৫২৮। এ, আই, আর, ১৯৪৯, বোম্বাই, ২৯
৫২৯। এ, আই, আর, ১৯৩০, লাহোর, ৪৫৩
৫৩০। এ, আই, আর, ১৯২৩, রেঙ্গুন ১৪৭
৫৩১। এ, আই, আর, ১৯৪০, সিন্ধু, ১৭২
৫৩২। এ, আই, আর ১৯১৬ বোম্বাই, ১৯৬

৫৩৩। এ, আই, আর, ১৯৫৮, পাঞ্জাব, ১১
৫৩৪। ১৪, মাদ্রাজ, ৩৬৪
৫৩৫। ২০, মাদ্রাজ, ৪৩৩
৫৩৬। এ, আই, আর, ১৯৩২, পাটনা, ৪৭১
৫৩৭। এ, আই, আর, ১৯৫৮. মাদ্রাজ; ২১০
৬৩৮। এ, আই, আর, ১৯৬৫. এস, সি, ৮৮১
৫৩৯। পি, এল, ডি, ১৯৬০, লাহোর, ১৭২
৫৪০। এ, আই, আর, ১৯৬৫, এস, সি, ৮৮১
৫৪১। এ, আই, আর, ১৯৩৪, মাদ্রাজ, ৪৮২
৫৪২। ১৭, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ১৪৩
৫৪৩। এ, আই, আর, ১৯১৭, লাহোর, ৯৩
৫৪৪। ১৫, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ২৪১
৫৪৫। এ, আই, আর ১৯৫৭, অন্ধ্র প্রদেশ, ৯৮
৫৪৬। এ, আই, আর, ১৯২৬, সিন্ধু, ২০৩
৫৪৭। ১৮৮৩, এ, ডব্লিউ, এন, ৩৯
৫৪৮। আই, এল, আর, ১০, মাদ্রাজ, ১২৬
৫৪৯। এ, আই, আর, ১৯৫৮, এস, সি, ১০৩২
৫৫০। এ, আই, আর. ১৯৩৯. রেঙ্গুন, ১৯৯
৫৫১। এ, আই, আর, ১৯১৬, এলাহাবাদ, ৩১৭
৫৫২। এ, আই, আর, ১৯৬০, এলাহাবাদ, ৭১৫
৫৫৩। এ, আই, আর, ১৯৬০ এলাহবাদ, ৭১৫
৫৫৪। এ, আই, আর, ১৯৫৯, অন্ধ্র প্রদেশ, ৫৭২
৫৫৫। এ, আই, আর, ১৯৫৫, পাঞ্জাব, ২৮
৫৫৬। ২৬, মাদ্রাজ, ৫৫৪
৫৫৭। এ, আই, আর, ১৯৪০. এলাহাবাদ. ২৯১
৫৫৮। এ, আই, আর, ১৯১৯, এলাহাবাদ, ১১৮
৫৫৯। এ, আই, আর, ১৯৩৪, নাগপুর, ১৯৯
৫৬০। ৩৪, এলাহাবাদ, ৭৮
৫৬১। এ, আই, আর, ১৯৬২, উড়িষ্যা, ১৪৯
৫৬২। এ, আই, আর, ১৫২, উড়িষ্যা, ১৪৯
৫৬৩। পি, এল, ডি, ১৯৫০, লাহোর, ১০৯
৫৬৪। এ, আই, আর, ১৯৩৫, পাটনা, ৫০৬
৫৬৫। এ, আই, আর, ১৯৫৩, মাদ্রাজ, ৫৭৯

৫৬৬। এ, আই, আর, ১৯৫০, এলাহাবাদ, ৯১
৫৬৭। এ, আই, আর, ১৯৩২, লাহোর, ১৯৯
৫৬৮। এ, আই, আর, ১৯৫৯, পাঞ্জাব, ৩৩২
৫৬৯। ১৩ ডি; এল, আর, ২০৩
৫৭০। পি, এল, ডি, ১৯৬৫, করাচী, ৩১
৫৭১। পি, এল, ডি, ১৯৬৩, পেশোয়ার, ১৭৮
৫৭২। এ, আই, আর, ১৯২৮, কলিকাতা, ৪৩০
৫৭৩। এ, আই, আর, ১৯৪৩, সিন্ধু. ১০৪
৫৭৪। এ, আই. আর, ১৯৬৫, পাঞ্জাব, ৫৬
৪৭৫। এ, আই. আর, ১৯৬৩, হিমাচল প্রদেশ, ১৮
৫৭৬। এ, আই, আর, ১৯২৭, সিন্ধু, ২০২
৫৭৭। ৫, ডি, এল, আর, ডব্লিউ, পি. সি, ১০৩
৫৭৮। পি এল, ডি, ১৯৬৭, পেশোয়ার, ৪৫
৫৭৯। আই. এল, আর, ১৯৫১, পাতিয়ালা, ৩৯৯
৫৮০। ১৯৫২, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ২৬১
৫৮১। ১৯৫৪, পি, এল, ডি, লাহোর, ১১
৫৮২। ১৯৫৪, পি, এল, ডি, লাহোর, ১৫৫
৫৮৩। ৪, কলিকাতা, ৭৬৪
৫৮৪। ৯, ডি, এল, আর, ২০৭
৫৮৫। ২১, ডি, এল, আর, ৭০৯
৫৮৬। পি, এল, ডি, ১৯৬৩, করাচী, ১১৮
৫৮৭। আই, এল, আর, ৮, মাদ্রাজ, ৫
৫৮৮। এ, আই, আর, ১৯৫২, এস, বি, ১২৪
৫৮৯। এ, আই, আর, ১৯৪৪, সিন্ধু, ১৯
৫৯০। এ, আই, আর, ১৯৫৬, রাজস্থান, ৩৯
৫৯১। এ, আই, আর, ১৯৫০, আজমীর, ১৩
৫৯২ এ, আই, আর, ১৯৫১, উড়িষ্যা, ১৪২
৫৯৩ এ, আই, আর, ১৯৫৯, পাঞ্জাব, ১০৪
৫৯৪ আই, এল, আর, ১৩, বোম্বাই, ৩৭৬
৫৯৫ আই, এল, আর, ৯, কলিকাতা, ২২৯
৫৯৬ ২৬, আই, সি, কলিকাতা, ১৬৮
৫৯৭ ২৩, আই, সি, এলাহাবাদ, ১৮৮

৫৯৮। এ, আই, আর, ১৯২৩ মাদ্রাজ, ৬৭৮
৫৯৯। ৩০, কলিকাতা, ৯৭
৬০০। এ, আই, আর, ১৯৩২, এলাহাবাদ, ৩২২
৬০১। এ, আই, আর, ১৯২৩, রেঙ্গুন, ২৬১
৬০২। এ, আই, আর, ১৯৩১, কলিকাতা, ৬০১
৬০৩। এ, আই, আর, ১৯৬৩, পাঞ্জাব, ৪৪৮
৬০৪। এ, আই, আর, ১৯৫৩, পাঞ্জাব, ২৫৮
৬০৫। ৩৪, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল, ১০০
৬০৬। এ, আই, আর, ১৯৩৮, লাহোর, ৪৭৪
৬০৭। এ, আই, আর, ১৯৩২, অযোধ্যা, ২৮
৬০৮। এ, আই, আর, ১৯৩৪, এলাহাবাদ, ৩২৪
৬০৯। ১২, মাদ্রাজ, ২৭৩
৬১০। এ, আই, আর, ১৯৫৭, এস, সি, ৩৬৯
৬১১। এ, আই, আর, ১৯৪৯, এলাহাবাদ, ৫৯৯
৬১২। এ, আই, আর, ১৯৫২, পাটনা, ৩৭৯
৬১৩। এ, আই, আর, ১৯৫১, আজমীর, ৬৪
৬১৪। এ, আই, আর, ১৯৫০, নাগপুর, ২১৪
৬১৫। এ, আই, আর, ১৯৫৭, এস, সি, ৩২০
৬১৬। ৫, সি, ডব্লিউ, এন, ৩৭২
৬১৭। ৬১, সি, ডব্লিউ, এন, ৮৫৬
৬১৮। এ, আই, আর, ১৯৬০, এলাহাবাদ, ১০৩
৬১৯। ১৯, ক্রিমিনাল ল' জার্নাল. ৪৬
৬২০। এ, আই, আর, ১৯৩৪, কলিকাতা, ৪৮০
৬২১। আই, এল, আর, ২, কলিকাতা, ৩৫৪
৬২২। এ, আই, আর, ১৯৫৬, কলিকাতা, ১১৮
৬২৩। ৩, ডি, এল, আর, ১৩
৬২৪। এ, আই, আর, ১৮৫২, হায়দ্রাবাদ, ৩৮
৬২৫। পি, এল, ডি, ১৯৬৫, এস, সি, ৬৪০
৬২৬। ৯, ডি, এল, আর, ৪৪৬
৬২৭। ১৬, ডি, এল. আর, এস, সি, ২৬৯
৬২৮। এ, আই, আর, ১৯৩৫, এলাহাবাদ, ৭৪৩
৬২৯। এ, আই, আর, ১৯৬২, মধ্য প্রদেশ, ৩৮২